স্যার আর্থার কন্যান ডয়্যাল

শার্লক হোমস সমগ্র

সটীক সংস্করণ

অনুবাদ অদ্রীশ বর্ধন

টীকা প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত সৌম্যেন পাল

স্যার আর্থার কন্যান ডয়াল

শার্লক হোমস সমগ্র

প্রথম খণ্ড

সটীক সংস্করণ

অনুবাদ

অদ্রীশ বর্ধন

টীকা ও সম্পাদনা

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

সৌম্যেন পাল

লা ল মা টি

Sharlok Homes Samagra *by* Sir Arthur Conghan Doyal
Translated *by* Adrish Bhardhan
Annotations *by* Prosenjit Dasgupta & Soumen Paul

ISBN : 978-81-905502-4-6

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৭
মার্চ ২০১১

প্রকাশক
নিমাই গরাই
লালমাটি প্রকাশন
৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
ফোন : ২২৫৭ ৩৩০০ / ৯৮৩১০২৩৩২২

প্রচ্ছদ
সৌম্যেন পাল

অক্ষরবিন্যাস
লালমাটি
১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস
৩১এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম : ৪০০ টাকা

ভূমিকা

শার্লক হোমস চর্চায় প্রদীপের আলো পড়ল। চেনা মুখের অচেনা দিক, শোনা রাস্তার নামের ঠিকুজি কুষ্ঠি, চেনা স্থান নামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আবার নূতন করে জানবার সুযোগ হল এখানে। হোমস রচয়িতা ডয়াল শার্লককে জীবন্ত করে তুলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এই টীকাকারেরা হোমসকে বাস্তবের একজন করে তুলেছেন। এই বাস্তবতা হোমস কাহিনি পড়বার সময় আমাদের খেয়াল থাকবার বিষয় নয়, আবার এইসব খবর ও তথ্য অনেক সময় আমাদের অবগতও থাকবার কথা নয়। স্বাভাবিকভাবেই এই টীকাকরণ বাঙালির হোমস চর্চায় প্রদীপের আলো ফেলল। এই দুই প্রদীপবাহক তদন্তকারী হলেন প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌম্যেন পাল। হোমসের তদন্তের উপর তদন্ত করে তাঁর আপাদমস্তক, চলাফেরার মানচিত্র ও ঘরবাড়ির ইতিহাস হাজির করে দিয়েছেন সাবলীলভাবে। তা না-হলে ডাক্তার ওয়াটসন যখন বলছেন 'আনন্দের চোটে তক্ষুনি একটা ছ্যাকড়াগাড়ি নিয়ে রওনা হলাম হলবর্ন অভিমুখে লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে' এই প্রসঙ্গের অভ্যন্তরে যে-ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা কী আমরা জানতে পারি? টীকাকারেরা জানাচ্ছেন লন্ডন শহরের সেকালের বিখ্যাত রেস্তোরাঁ হলবর্ন। যা ছিল প্রিন্স অব ওয়েলস-এর পছন্দের জায়গাগুলির একটি। অথবা সেযুগের লন্ডনে ছ্যাকড়াগাড়িকে হ্যানসম বলা হত। কারণ ইয়র্ক নিবাসী স্থপতি যোশেফ হ্যানসম (১৮০৩-১৮৮২) এই গাড়ির নকশা করেন এবং ১৮৩৪ সালে লিস্টার্সশায়ারে এই গাড়ি প্রথম চালানো হয়। আর পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যে প্রতি ছত্রে, প্রতি পদক্ষেপে এভাবেও ইতিহাস ও বাস্তব লুকিয়ে থাকতে পারে? তাই এই সংস্করণ হোমস কাহিনির এক নূতন সম্প্রসারণ, যা বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করল।

বাংলা ১৩৮৪ সন, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর মাধ্যমে পাঁচ খণ্ডে এই বাংলায় প্রকৃত অর্থে শার্লক হোমস পাকাপাকিভাবে বসতি স্থাপন করেন। এই আয়োজনের অনুবাদক স্থপতি অদ্রীশ বর্ধন। লেখনীর ধারাগতি দেখে মনে হয় যে পেঙ্গুইন প্রকাশনার ইংরেজি সংস্করণ অদ্রীশ বর্ধনের মূল কাঠামো হিসেবে কাজ করেছে। বাকাউল্লা, জয়ন্ত, ব্যোমকেশ, ফেলু মিত্তিরের বাংলায় হোমসও প্রকৃত একজন ভালোবাসার গোয়েন্দা হয়ে উঠলেন। তখন আমরা বুঝলাম ব্যোমকেশ, ফেলু মিত্তিররাও যে হোমসের রাস্তা তদন্তে অনুসরণ করেননি এমন নয়। আনুমানিক ১৯৩২-৩৩ সালে 'বাস্কারভিলের কুকুর' ও 'শার্লক হোমসের বিচিত্র কীর্তি' গল্প দুটির অনুবাদ করেছিলেন কুলদারঞ্জন রায়। এবং তার পর প্রেমাঙ্কুর আতর্থী হাউন্ড অব বাস্কারভিল গল্পের অনুবাদ করতে গিয়ে সে-গল্পের নাম দিয়েছিলেন জলার পেতনি। এসব প্রচেষ্টার পরে বাংলা ভাষায় হোমস চর্চার মাইল ফলক স্থাপন করেছিলেন অদ্রীশ বর্ধন। ততদিনে বাংলা ভাষায় সায়েন্স ফিকশানের গল্পকে জনপ্রিয় করেছেন। সাহিত্যের আসরে ব্রাত্যকে উপেক্ষার থেকে মুক্তি দিয়েছেন, ফ্যানটাস্টিক ও আশ্চর্য নামক দুটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করে প্রমাণ করেছেন এ-জাতীয় গল্প সাহিত্যকে পিছনে টানে না, নূতন মাত্রা দেয় ও সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটায়। সেই বর্ধন মশাই হাত দিয়েছিলেন শার্লক হোমসের অনুবাদে। যে-অনুবাদ অনুসরণ নয়। এ হল ট্রান্সক্রিয়েশান। সেই অনবদ্য সাহিত্যকর্মটিকে এই টীকাকরণ নূতন মাত্রা দিয়ে দিল। সঙ্গে তাঁরা ফিরিয়ে আনলেন অদ্রীশ বর্ধনের অনুবাদ কর্মটিকে। টীকাকারেরা ভারি যত্ন নিয়ে স্ট্যান্ড ম্যাগাজিন এবং লিপিনকট ম্যাগাজিন ঘেঁটে প্রথম যুগে শার্লক হোমসের গল্পের যে সকল ইলাস্ট্রেশন বেরিয়েছিল সেগুলিকে জুড়ে দিলেন অদ্রীশবাবুর রচনার ফাঁকে ফাঁকে। ফলে একটা বিলিতি গন্ধ পাওয়া গেল বাঙালি আমেজে। সেইসঙ্গে কন্যান ডয়ালের যুগের রিচার্ড গুডস্মিড, হাচিসন, জ্যাক উইলস প্রমুখদের অনবদ্য স্কেচগুলিকে পর্যন্ত ফিরিয়ে আনলেন এঁরা। ১৯ শতকের শেষ ও ২০ শতকের গোড়ায় হোমস কাহিনির সঙ্গে কী ধরনের স্কেচ প্রকাশিত হত এই গ্রন্থে তার একটি পরিচয় পেয়ে যাবেন পাঠকরা।

এখানে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ করা হয়েছে প্রথম দুটি খণ্ডের। বাকিগুলির তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান ও প্রকাশিতব্য। এ ধরনের একটি প্রকাশনা বাংলা ভাষায় প্রথম এ-কথা অকপটেই বলা যায়। আসলে এই দৃষ্টান্ত দেখতে

দেখতে আরও কিছু কথা মনে আসতে চাইছে। আধুনিক ক্রাইম কাহিনির যে প্রকৃত খসড়া তা তৈরি করেছিলেন ভলটেয়ার। সেই খসড়াকে সামনে রেখে কবি এডগার অ্যালেন পো (১৮০৯-৪৯) একটি গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করেন। এঁর নাম মঁসিয়ে দুপ্যাঁ। যিনি একটি হারানো চিঠি খুঁজে বার করেন বৈঠকখানা ঘরে লুকিয়ে রাখা দেওয়ালে টাঙানো একটি ছবির পিছন থেকে। কন্যান ডয়াল নিজে বলছেন 'এডগার অ্যালেন পো... তিনি ডিটেকটিভ গল্পেরও জনক।' 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট', 'দি সাইন অফ ফোর', 'অ্যাডভেঞ্চারস অফ শার্লক হোমস', 'মেমোয়ারস অফ শার্লক হোমস', 'দি হাউন্ড অফ বাস্কারভিলস' এই পাঁচখানি বই নিয়ে ডয়ালের প্রথম ডিটেকটিভ গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হয় ১৯০৩-এ। এই বইয়ের জন্য ডয়াল নিজে একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়বার সময় তাঁর অধ্যাপক ড. যোশেফ বেলকে তিনি পর্যবেক্ষণ করে বুঝেছেন যে, রোগীদের ব্যাপারে ডাক্তার বেলের অনুধাবন ক্ষমতা অসামান্য। এই যোশেফ বেলের আধারেই হোমসের নির্মাণ। একটি রোগীর পাতলুনের হাঁটুর কাছে ভিতরের অংশের ছেঁড়া জায়গা দেখিয়ে ডাক্তার বেল বলতে পারতেন মুচিদের এইটা বৈশিষ্ট্য। ওরা ওই জায়গাতেই ল্যাপস্টোন রাখে। কন্যান ডয়াল লিখছেন 'তিনি যেন সর্বদাই আমার চোখের সামনে থাকতেন। তাঁর চোখ তীক্ষ্ণ, নাক খাঁড়া। তিনি চেয়ারে বসে দু-হাতের আঙুল জড়ো করেন। হাতের কাজে তিনি খুব চটপটে ছিলেন। সামনের দিকে কেউ থাকলে সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত সহৃদয় এবং ধৈর্যশীল। আমি যখন ডিগ্রি নিয়ে আফ্রিকা চলে যাই তখন আমার এই পুরানো অধ্যাপকের স্মৃতি জাগরূক ছিল। যদিও তখনও আমি জানতুম না যে এই স্মৃতিই একদিন আমাকে ডাক্তারি ব্যবসা ছাড়িয়ে দিয়ে গল্প লিখতে বাধ্য করবে।' (ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি, সুকুমার সেন)। এরপর ১৯০৩। কন্যান ডয়্যালের প্রথম ডিটেকটিভ গ্রন্থাবলি। ভূমিকা লেখক হিসেবে এবার তুলে দিলাম সেই গ্রন্থাবলির ভূমিকাটিকে, রচয়িতা স্বয়ং স্যার আর্থার কন্যান ডয়াল।

'এডগার অ্যালেন পো তাঁর নিজস্ব বেহিসাবি ভঙ্গিতে যেসব বীজ ছড়িয়েছিলেন তার থেকে এই গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলি শস্যরূপে উৎপন্ন হয়েছে। তিনি ডিটেকটিভ গল্পেরও জনক। ডিটেকটিভ সাহিত্যের সমস্ত পরিমণ্ডলটিকে তিনি এমন বেড়া দিয়ে ঘিরে গেছেন যে পরবর্তীকালের কোনো লেখকই বলতে পারবেন না যে এই অংশটি তাঁর নিজস্ব। ডিটেকটিভ গল্পের সূক্ষ্মতা ও আকর্ষণ নির্ভর করে একটি গুণের উপর। সেটি হল নায়কের বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা। আর সব কিছুই এই পরিধির বাইরে যা মূল রচনাকে ব্যাহত করে। সমস্যা ও সমস্যাপূরণই গল্পের 'থিম', চরিত্রচিত্রণ অবান্তর। এই সংকীর্ণ পথ দিয়ে লেখককে হাঁটতে হবে। সেখানে তিনি সর্বদাই পো-এর পদচিহ্ন দেখতে পাবেন। যদি কখনো এই বাঁধা পথের বাইরে তিনি কোনো গলিরাস্তার সৃষ্টি করতে পারেন তো তাঁর আনন্দের অবধি থাকে না।

আমার পরম সৌভাগ্য যে বাস্তব জীবনে আমি এমন একজনকে দেখেছি যাঁর চারিত্রিক বিশিষ্টতা আমার নায়কের মতো। যদিও তিনি তাঁর প্রতিভার সদ্ব্যবহার করেছেন রোগ নিরাময়ে, অপরাধ নির্ধারণে নয়। আমি আমার ছাত্রাবস্থায় দেখেছি ও শুনেছি যে কত তুচ্ছ সূত্র, যা প্রায় সকলের চোখ এড়িয়ে যেত, তা ধরে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত করতেন। এর থেকে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে মানব মস্তিষ্কের এই যে ক্ষমতা এর বিষয়ে যথাযথ চর্চা হয়নি এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুসরণ করলে এমন অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া যাবে যার সঙ্গে গল্পের ডিটেকটিভের আকস্মিক এবং ব্যাখ্যাহীন সাফল্যের তুলনা হয় না। মঁসিয়ে দুপ্যাঁ অবশ্য এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমার সীমিত ক্ষমতার এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও নূতন মডেলের আধারে এই কাজ করতে পেরেছি' (ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি, সুকুমার সেন)।

শার্লক হোমসের প্রকাশক হিসেবে যাঁরা এইভাবে টীকাকরণ যোগে পাঠকের দরবারে পেশ করবার কথা ভাবেন, কলেবর বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এক ঢিলে দুই পাখি নয়, তিনটি পাখি মারার কৃতিত্ব দেখালেন। প্রথমত গবেষকের প্রদীপের আলো ফেলা পৃষ্ঠাগুলিকে সূর্যালোকে মেলে ধরলেন, দ্বিতীয়ত পাঠককে কন্যান ডয়াল দিয়ে হোমসিয়ানায় মাতিয়ে তুললেন আর তৃতীয়ত স্ট্রান্ড ম্যাগাজিন, লিপিনকট্ ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে আজকের দিনে হোমস ছেপে যাঁরা গর্ব করেন তাঁদের দেখিয়ে দিলেন বাংলা ভাষাতেও বিশ্বতালিকায় ভালো কাজে নিজেদের যোগ করা যায়। আর এই পক্ষীহত্যার শাস্তির সাধুবাদসহ জরিমানা—ধন্যবাদ, পুরোটাই প্রাপ্য লালমাটি প্রকাশনের কর্ণধারের।

দেবদত্ত গুপ্ত

সূচিপত্র

এ স্টাডি ইন স্কারলেট[১]

শার্লক হোমসের প্রথম কেস
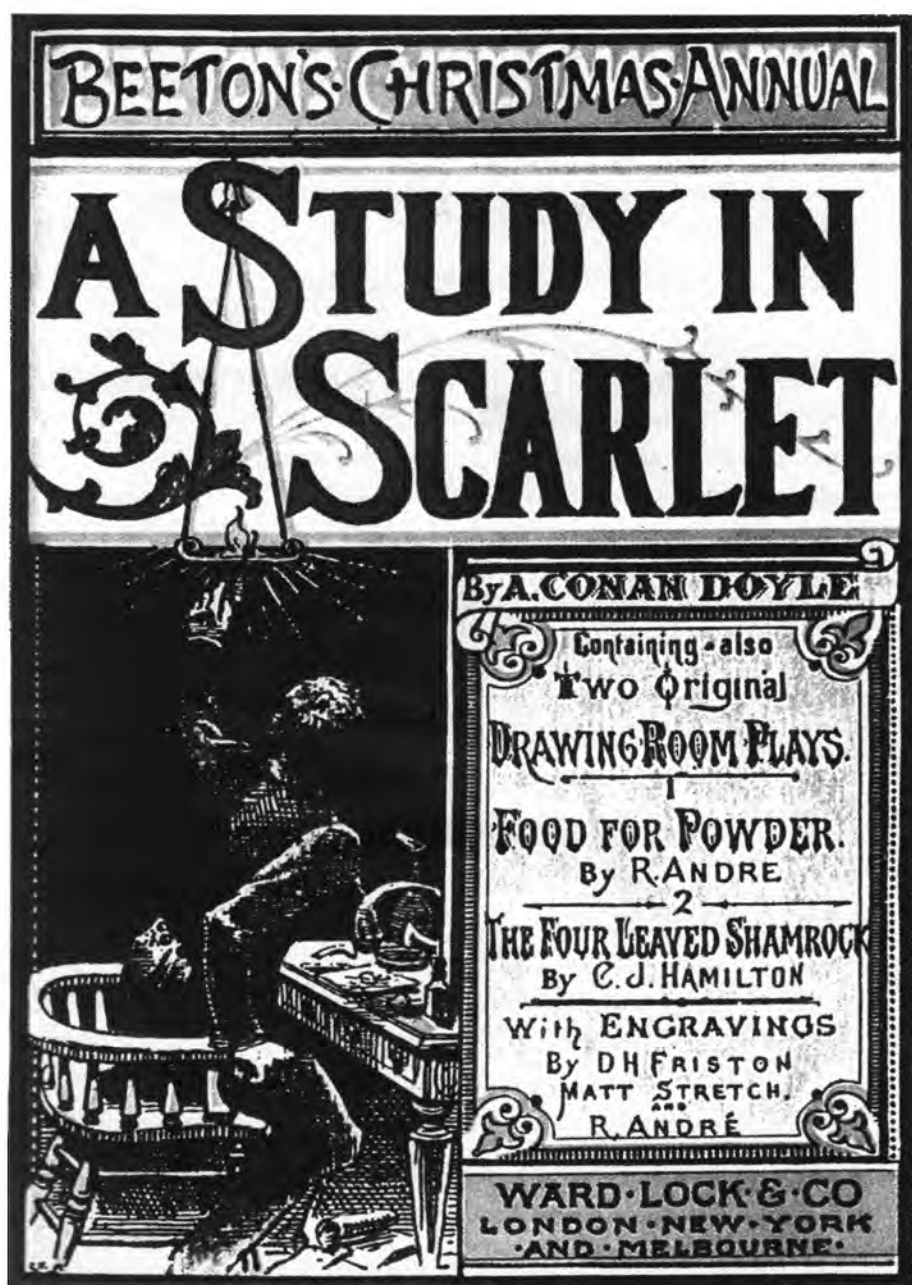
বীটন'স ক্রিস্টমাস অ্যানুয়াল (১৮৮৭) পত্রিকার প্রচ্ছদ। অনামা শিল্পীর আঁকা

প্রথম খণ্ড

[ভূতপূর্ব মিলিটারি ডাক্তার জন এইচ[২] ওয়াটসন এম ডি-র স্মৃতিচারণ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

১. শার্লক হোমস

১৮৭৮ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটি[৩] থেকে ডাক্তারির ডিগ্রি[৪] নিয়ে নেটলি[৫] গিয়েছিলাম আমি সার্জন পাঠক্রম পড়বার জন্যে। সেখানকার পড়াশুনো চুকিয়ে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদে। ইন্ডিয়ায় গিয়ে কাজ বুঝে নেওয়ার আগেই লাগল আফগান যুদ্ধ[৬]। বোম্বাই পৌঁছে শুনলাম আমাদের বাহিনী[৭] গিরিসংকটের মধ্যে দিয়ে শত্রুদের এলাকায় ঢুকে পড়েছে। অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে কোনোমতে আমিও পৌঁছোলাম কান্দাহারে[৮]। রেজিমেন্টের ডিউটি শুরু করে দিলাম তৎক্ষণাৎ।

এই অভিযানে অনেকের বরাত খুলে গেছে— সম্মান পেয়েছে, পদোন্নতি ঘটেছে। আমার বরাতে জুটেছে শুধুই দুর্ভোগ। ব্রিগেড থেকে আমাকে সরানো হয়েছে। বার্কশায়ারের[৯] সঙ্গে মেইওয়ান্দের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে[১০] গিয়েছি। কাঁধে লেগেছে জিজেল বুলেট[১১]। হাড় ভেঙেছে, সাবক্লেভিয়ান ধমনী[১২] ছুঁয়ে গেছে। খুনে গাজীদের[১৩] হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি আর্দালি মুরে-র জন্যে। ঘোড়ার পিঠে ফেলে নক্ষত্রবেগে সে আমাকে নিয়ে এসেছে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে।

দারুণ যন্ত্রণা আর পরিশ্রমে আমি তখন ধুঁকছি। ওই অবস্থায় আমাকে আনা হল পেশোয়ারের[১৪] সদর হাসপাতালে। অনেকটা সামলে ওঠার পর বারান্দায় বেড়াতাম, হাসপাতালের অন্যান্য ওয়ার্ডে ঘুর ঘুর করতাম। তারপরেই আক্রান্ত হলাম অভিশপ্ত ভারতীয় আন্ত্রিক জ্বরে[১৫]। শরীর একেবারে ভেঙে গেল। ভীষণ কাহিল হয়ে পড়লাম। মেডিক্যাল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফিরে এলাম ইংল্যান্ডে। ইন্ডিয়া থেকে সামরিক জাহাজ ওরোন্টেজ একমাস পরে নামিয়ে দিয়ে গেল পোর্টসমাউথ বন্দরে[১৬]। শরীরে তখন আমার আর কিছু নেই। সরকার ঠিক করলে আমাকে ন-মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া হোক।

ইংল্যান্ডে আমার তিন কুলে কেউ নেই। পকেটে রেস্ত বলতে দৈনিক সাড়ে এগারো শিলিং বরাদ্দ। তাই এলাম লন্ডনে— ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব উড়নচণ্ডীরা শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে জোটে। উঠলাম একটা হোটেলে। কিন্তু দু-দিনেই বুঝলাম ওই টাকায় হোটেলে থাকা সম্ভব নয়। হয় আমাকে লন্ডন ছেড়ে যেতে হবে— নয় জীবনযাপনের ধারা পালটাতে হবে। শেষেরটাই সহজ মনে হল। কারো বাড়িতে সস্তায় থাকা-খাওয়ার জায়গা খুঁজতে লাগলাম।

যেদিন ঠিক করলাম সস্তায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, সেই দিনই ক্রাইটেরিয়ন বারে[১৭] দেখা হয়ে গেল স্ট্যামফোর্ডের সঙ্গে। এককালে স্ট্যামফোর্ড ছিল ডাক্তারি কাজে

আমার সহযোগী— ড্রেসার। খুব একটা হৃদ্যতা অবশ্য ছিল না। কিন্তু সেদিন পেছন থেকে আমার কাঁধে টোকা মারতেই ওকে দেখে কী ভালোই যে লাগল তা বলবার নয়। লন্ডনের ধু-ধু নিঃসঙ্গতার মধ্যে সে যেন একটা মরূদ্যান। স্ট্যামফোর্ডও দেখলাম উল্লসিত হয়েছে আমাকে দেখে। আনন্দের চোটে তক্ষুনি একটা ছ্যাকড়াগাড়ি[১৮] নিয়ে রওনা হলাম হলবর্ন[১৯] অভিমুখে লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে।

গাড়ির মধ্যেই স্ট্যামফোর্ড জিজ্ঞেস করল, 'ওয়াটসন, একী ছিরি হয়েছে তোমার? চেহারাটা তো দেখছি তক্তার মতো পাতলা আর বাদামের মতো বাদামি করে ফেলেছ।'

সংক্ষেপে আমার অ্যাডভেঞ্চার-ইতিবৃত্ত শোনালাম। গাড়ি পৌঁছে গেল হলবর্নে। খেতে বসে সহানুভূতির সুরে বললে স্ট্যামফোর্ড, 'আহারে। এখন কী করবে ঠিক করেছ?'

'সস্তায় মাথা গোঁজার আস্তানা খুঁজছি!'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো। আজকেই এই নিয়ে দু-বার হল শুনলাম একই ইচ্ছে।'

'প্রথম ইচ্ছেটা কার?'

'হাসপাতালের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করে। ঘর পেয়েছে চমৎকার, কিন্তু আধাআধি বখরায় থাকবার মতো সঙ্গী পাচ্ছে না। একা খরচ বওয়ার সাধ্যও নেই।'

'বলো কী! খরচ আর ঘর ভাগ করতে চাইছে! আরে আমিও তো তাই চাই। একা থাকতে ভাল্লাগে না। সঙ্গী পেলে বর্তে যাব।'

স্ট্যামফোর্ড মদের গেলাস হাতে নিয়ে অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে। বললে, 'শার্লক হোমসকে তুমি চেনো না। চিনলে তার সঙ্গে অষ্টপ্রহর এক জায়গায় থাকতে চাইতে না।'

'কেন বল তো? গোলমালটা কোথায়?'

'তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না! লোক ভালো। বিজ্ঞানের কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে উৎসাহী!'

'মেডিক্যাল স্টুডেন্ট নিশ্চয়?'

'না। ও যে কী চায়, সেটাই একটা রহস্য। অ্যানাটমি ভালো জানে, কেমিস্ট্রিতে তুখোড়। কিন্তু ধরাবাঁধা মেডিক্যাল ক্লাস কখনো করেনি। এলোমেলো উদ্ভট বিষয়বস্তু নিয়ে পড়াশুনা করেছে বিস্তর। বাইরে জ্ঞান ওর এত বেশি যে অনেক প্রফেসরেরও মুণ্ডু ঘুরে যায় সেই বিদ্যের নমুনা শুনলে।'

'লক্ষ্যটা কী জিজ্ঞেস করনি?'

'না; ও-লোকের পেট থেকে সহজে কথা বার করা যায় না! মুড এলে কিন্তু অন্য মানুষ— মুখে তখন তুবড়ি ছোটে।'

'এইরকম লোককেই দোস্ত চাই', বললাম আমি। 'ভাঙা শরীরে আওয়াজ উত্তেজনা আর ভালো লাগে না। আফগানিস্তানে ঢের সয়েছি— বাকি জীবনটা তার ঠেলা সামলাই। আমি চাই এমন একজনের সঙ্গে থাকতে যার পড়াশুনার অভ্যেস আছে, কথাবার্তা কম বলে, প্রকৃতি শান্ত! বন্ধুটির সঙ্গে কীভাবে দেখা করা যায় বলো।'

'ল্যাবরেটরি গেলেই পাবে। খেয়ালি লোক তো। কয়েক সপ্তাহ হয়তো ল্যাবরেটরির

চৌকাঠ মাড়াল না। তারপরেই দেখবে উদয়াস্ত পড়ে সেখানে। যদি একান্তই চাও লাঞ্চ খেয়ে যাওয়া যাবে'খন।'

'অবশ্যই চাই', তারপর শুরু হল অন্য কথাবার্তা।

হলবর্ন থেকে বেরিয়ে ছ্যাকড়াগাড়ি ডেকে উঠে বসলাম। যেতে যেতে ভাবী বন্ধুটি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বললে স্ট্যামফোর্ড।

বললে, 'ওয়াটসন, শার্লক হোমসের সঙ্গে যদি তোমার বনিবনা না হয়, আমাকে কিন্তু দোষ দিয়ো না। ল্যাবরেটরিতে মাঝে মাঝে ওকে দেখেছি— এর বেশি খবর আমি রাখি না। তুমি দেখা করতে চাইছ বলেই যাচ্ছি— আমাকে পরে দুষো না।'

'বনিবনা না-হলে না হয় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।' জবাব দিলাম আমি। তারপর শক্ত চোখে তাকিয়ে বললাম, 'স্ট্যামফোর্ড, ব্যাপার কী বল তো? তুমি মাঝে থাকতে চাইছ না কেন? খুব বদমেজাজি লোক নাকি? খুলে বলো, ঢেকো না।'

হেসে ফেলল স্ট্যামফোর্ড। বললে, 'অনেক জিনিস বলেও বোঝানো যায় না। হোমস যেন একটু বেশি রকমের সায়েন্টিফিক— আমার ধাতে সহ্য হয় না। কীরকম যেন হিমশীতল— ঠান্ডা যুক্তিতে ঠাসা— সঠিক জ্ঞানের পেছনে ধাওয়া করার উন্মত্ততা ওর শিরায় উপশিরায়। চামড়ার ওপর ওর নবতম আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া কী জানবার জন্যে খুব ঠান্ডা মাথায় বন্ধুর গায়ে ভেজিটেবল অ্যালক্যালয়েড[২০] চিমটি কেটে বসিয়ে দিতে পারে— মনের মধ্যে তিলমাত্র বিদ্বেষ না-রেখে— নিজের চামড়ার ওপরেও এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে অম্লান বদনে।'

'সে তো ভালোই।'

'বাড়াবাড়ি হলেই খারাপ। যেমন ধর না কেন, কাটাছেঁড়া করার ডিসেকটিং রুমে যদি যাদের নিয়ে গবেষণা তাদেরকেই লাঠিপেটা করতে আরম্ভ করে, ব্যাপারটা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দাঁড়ায় না কি?'

'লাঠিপেটা করে?'

'তাহলে আর বলছি কী! মৃত্যুর পর আঘাত কতখানি ফুটে ওঠে যাচাই করার জন্যে অমন করে। আমার নিজের চোখে দেখা!'

'এর পরেও বলবে সে ডাক্তারি ছাত্র নয়?'

'বলব বই কী। মেডিক্যাল স্টুডেন্ট তো নয়ই, সে যে কীসের স্টুডেন্ট ঈশ্বর জানেন। যাক গে ভাই, এসে গেছি। শার্লক হোমস লোক কীরকম, আলাপ করে নিজেই বুঝে নাও।'

সরু গলির মধ্যে গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা খিড়কির দরজার সামনে। দরজার পরেই মস্ত হাসপাতাল। চেনা জায়গা। পথ দেখানোর দরকার ছিল না। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম টানা লম্বা করিডরে। দু-দিকের চুনকাম করা সাদা দেওয়ালে সারি সারি দরজা। একপ্রান্তে খিলেন দেওয়া একটা গলিপথ বেরিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির সামনে।

বিরাট উঁচু ঘর। থরে থরে সাজানো অসংখ্য শিশিবোতল। চওড়া নীচু বিস্তর টেবিলে বকযন্ত্র, টেস্টটিউব আর নীলাভ শিখাচঞ্চল জ্বলন্ত বুনসেন বার্নার[২১]। ঘরের মধ্যে ছাত্র বলতে একজনই— দূরের টেবিলে হেঁট হয়ে কাজে নিমগ্ন। আমাদের পায়ের আওয়াজে ঘাড় ফিরিয়ে

তাকাল। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে। এক হাতে একটা টেস্টটিউব তুলে ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে এল আমাদের দিকে, 'পেয়েছি। পেয়েছি। হিমোগ্লোবিনের[২২] সংস্পর্শে এলেই থিতিয়ে যাওয়ার মতো একটাই কেমিক্যাল আমি পেয়েছি।' সোনার খনি আবিষ্কার করলেও বুঝি এর বেশি উল্লাস ওই মুখে ফুটত না।

আলাপ করিয়ে দিল স্ট্যামফোর্ড, 'ডক্টর ওয়াটসন, মি. শার্লক হোমস।'

'কীরকম আছেন বলুন,' বলিষ্ঠ মুঠি দিয়ে আমায় করমর্দন করতে করতে বললে হোমস, ''ভাবতেও পারিনি ওই চেহারায় এত জোর থাকতে পারে— 'আফগানিস্তানে ছিলেন দেখছি।' "

'আপনি জানলেন কী করে?' অবাক হয়ে বললাম আমি।

'তা জেনে কী হবে!' শুকনো নীরস হেসে বললে হোমস। 'প্রশ্ন এখন এই হিমোগ্লোবিনকে নিয়ে। আমার আবিষ্কারটার গুরুত্ব নিশ্চয় অনুধাবন করেছেন?'

'রসায়নগতভাবে কৌতূহলোদ্দীপক আবিষ্কার সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে—'

'বলেন কী মশায়! এ-রকম প্র্যাকটিক্যাল মেডিকো-লিগ্যাল আবিষ্কার কতদিন হয়নি জানেন? রক্তের দাগ প্রমাণ করবার অকাট্য পদ্ধতি কি এর ফলে পাচ্ছেন না? আসুন! এসে দেখে যান!' সাগ্রহে আমার কোটের হাতা খামচে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল কাজের টেবিলের সামনে। 'টাটকা রক্ত চাই', বলতে বলতে প্যাঁট করে নিজের আঙুলেই লম্বা বডকিন[২৩] ফুটিয়ে রক্ত বার করে টেনে নিল কেমিক্যাল পিপেটের[২৪] মধ্যে। 'এবার দেখুন এক ফোঁটা রক্ত মিশিয়ে দিচ্ছি এক লিটার জলের মধ্যে। দেখতেই পাচ্ছেন রক্ত-মিশোনো জলটাকে দেখতে এখন বিশুদ্ধ জলের মতোই। রক্তের অনুপাত কিন্তু দশ লাখের এক ভাগ— তার বেশি নয়। তা সত্ত্বেও রিঅ্যাকশন আমরা দেখতে পাব।' বলেই কয়েক টুকরো সাদা ক্রিস্টাল ছুড়ে ফেলল জলের মধ্যে, তারপর ঢালল কয়েক ফোঁটা স্বচ্ছ তরল পদার্থ। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাটমেটে মেহগনি রং হয়ে গেল জলটার এবং খানিকটা বাদামি ধুলো থিতিয়ে পড়ল কাচের জারের তলায়।

'... হাঃ, হাঃ, হাঃ! কেমন, এবার কী বলবেন?' নতুন খেলা পেয়ে বাচ্চা ছেলের হাততালি দেওয়ার মতো হাততালি দিয়ে পরমোল্লাসে বলল হোমস।

আমি বললাম, 'দেখে তো মনে হচ্ছে টেস্টটা খুব সূক্ষ্ম।'

'বিউটিফুল! বিউটিফুল! মান্ধাতার আমলের গুয়াইকাম টেস্টটা[২৫] যেমন লটঘটে তেমনি অনিশ্চিত। মাইক্রোস্কোপে রক্তকণিকা পরীক্ষাও তাই। রক্তের দাগ কয়েক ঘণ্টার বাসি হলে তা পরীক্ষার আর প্রশ্নই ওঠে না। এই টেস্টে কিন্তু ধরা যাবে রক্তটা বাসি না টাটকা। টেস্টটা যদি আগে কেউ আবিষ্কার করত, মারাত্মক অপরাধে অপরাধী বহু ব্যক্তিরই বহাল তবিয়তে ধরাধামে বিচরণ বন্ধ হয়ে যেত— হাতেনাতে পেত পাপের সাজা!'

'তা ঠিক!' স্বগতোক্তি করলাম আমি!

'ক্রিমিন্যাল কেসের অনেক কিছুই নির্ভর করে একটা পয়েন্টের ওপর। খুন করার বেশ কয়েক মাস পরে হয়তো সন্দেহ এসে পড়ল খুনির ওপর। জামাকাপড় পরীক্ষা করে বাদামি দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু সে-দাগ কাদার দাগ কী রক্তের, মরচের দাগ না ফলের কে বলবে? সমস্যাটা নিয়ে বহু এক্সপার্টের মুণ্ডু ঘুরে গিয়েছে। এখন থেকে আর ঘুরবে না। পাওয়া গেছে শার্লক হোমস টেস্ট।'

ড. ওয়াটসন এবং হোমসের প্রথম সাক্ষাৎ। ওয়ার্ড, লক, বাওডেন অ্যান্ড কোং প্রকাশিত গ্রন্থের অলংকরণ (১৮৯৩)
শিল্পী : হাচিনসন

বলতে বলতে চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল অদ্ভুত মানুষটার। হাত রাখল বুকের ওপর এবং এমনভাবে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন করল শূন্যকে লক্ষ করে যেন তার সুদূর কল্পনায় উদ্‌বেলিত হয়ে উঠেছে করতালিমুখর বিশাল জনতা।

উৎসাহ দেখে চমৎকৃত হয়ে মন্তব্য করলাম, 'আপনাকে অভিনন্দন জানানো উচিত।'

'গত বছর ফ্রাঙ্কফুর্টে[২৬] ভন বিসচফের কেস হয়েছিল। এই টেস্ট যদি তখন থাকত ফাঁসি হয়ে যেত ভন বিসচফের। এ ছাড়াও রয়েছে ব্রাডফোর্ডের[২৭] ম্যাসন, কুখ্যাত মুলার নিউ অর্লিয়েন্সের[২৮] স্যামসন আর ম'পেলিয়ারের[২৯] লেফেভার। এক কুড়ি মামলা এখুনি বলতে পারি— প্রতিটি কেসেই অকাট্য হতে পারত এই টেস্ট।'

হেসে ফেলল স্ট্যামফোর্ড। বলল, তুমি যে দেখছি একটা চলন্ত ক্রাইম ক্যালেন্ডার। এই লাইনে একটা কাগজ বার করে ফ্যালো। 'পুলিশের অতীত সংবাদ।' ভালো চলবে।

'পড়ে ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে', আঙুলের ক্ষততে স্টিকিং প্লাস্টার লাগাতে লাগাতে বললে হোমস আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে, 'একটু সাবধান হওয়া দরকার আমার। বিষ নিয়ে কাজ করি তো।' হাত বাড়িয়ে দিতে দেখি বিস্তর স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো হাতের চারিদিকে— অ্যাসিডেও বিবর্ণ হয়ে গেছে বেশ কয়েক জায়গা।

তিন পায়ার লম্বা টুলে বসল স্ট্যামফোর্ড আর একটা টুল পা দিয়ে ঠেলে দিলে আমার দিকে। বললে, 'আমরা এসেছিলাম কাজ নিয়ে। ওয়াটসন বাসা খুঁজছে। তুমি বড়ো ঘ্যান ঘ্যান করছিলে ঘর ভাগাভাগি করে থাকার মতো সঙ্গী পাচ্ছো না বলে! তাই ভাবলাম তোমাদের মিলিয়ে দিই।'

আমার সঙ্গে ঘর ভাগ করে থাকার কথা শুনেই কিন্তু উল্লসিত হল শার্লক হোমস। বললে, 'বেকার স্ট্রিটের[৩০] একটা বাড়ির ওপর নজর আছে আমার। দু-জনের পক্ষে উপযুক্ত। কড়া তামাকের গন্ধ কি আপনার অপছন্দ?'

'আমি নিজে ''শিপ'' ব্র্যান্ড[৩১] স্মোক করি।'

'চমৎকার। কেমিক্যাল নিয়ে থাকতে ভালোবাসি আমি— মাঝে মাঝে এক্সপেরিমেন্টও করি। বিরক্ত হবেন না তো?'

'একেবারেই না।'

'ভেবে দেখি আর কী কী বদখেয়াল আছে আমার। মাঝে মাঝে গুম হয়ে বসে থাকি— দিন কয়েক হয়তো মুখই খুলি না। ভাববেন না যেন মুখ ভারী করেছি। একলা থাকতে দেবেন— দেখবেন ঠিক হয়ে যাব। এবার বলুন আপনার গলদ কী কী আছে! একসঙ্গে থাকতে যাওয়ার আগে দু-জনেরই খারাপ দিকগুলো আগে জেনে নেওয়া দরকার।'

জেরার বহর দেখে না-হেসে পারলাম না। বললাম, 'আমি একটা বুলডগের বাচ্চা পুষি। ঝগড়াঝাঁটি চেঁচামেচি ভালোবাসি না। নার্ভ আমার অনেক ধাক্কায় কাহিল। মাঝরাতে উঠে বসে থাকি। আর ভীষণ কুঁড়ে আমি। শরীর ভালো থাকলে আর এক ধরনের বদ স্বভাব মাথা চাড়া দেয় অবশ্য, তবে এগুলোর চাইতে সেটা বড়ো নয়।'

'চেঁচামেচির মধ্যে বেহালা বাজানোও ধরেন নাকি?' উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে হোমস।

'সেটা নির্ভর করছে বাজনাদারের ওপর। ভালো বেহালা বাজনায় দেবতাও তুষ্ট হন— আর যদি আনাড়ির হাতে—'

খুশিতে কলকলিয়ে উঠল হোমস, 'ব্যাস, ব্যাস, ওতেই হবে। একসঙ্গে থাকতে পারব বলেই বিশ্বাস— যদি ঘরদোর আপনার পছন্দ হয়।'

'কখন দেখা যায় বলুন।'

'কাল দুপুরে এখানেই চলে আসুন। দু-জনে মিলে গিয়ে দেখে শুনে একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যাবে'খন।'

করমর্দন করে বললাম, 'তাহলে সেই কথাই রইল— কাল দুপুরে।'

কেমিক্যাল পরিবৃত অবস্থায় হোমসকে রেখে আমি আর স্ট্যামফোর্ড বেরিয়ে এলাম। হেঁটে চললাম হোটেলের দিকে।

যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম স্ট্যামফোর্ডকে, 'আচ্ছা, আমি যে আফগানিস্তান ঘুরে এসেছি, মি. হোমস তা বুঝলেন কী করে?'

দুর্বোধ্য হাসি হেসে স্ট্যামফোর্ড বললে, 'ওর অনেক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে— এটা তার মধ্যে ছোটোখাটো একটা। অনেকেই অবাক হয়েছে ওর এই ক্ষমতায়— অচেনা মানুষকে দেখেই হাঁড়ির খবর পর্যন্ত বলে কী করে, সে এক রহস্য।'

'রহস্য তো বটেই!' সোৎসাহে দু-হাত ঘষতে ঘষতে বললাম, 'তীব্র রহস্য। এ-রকম লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ রইলাম তোমার কাছে। জানো তো মনুষ্যত্বের প্রকৃত পর্যবেক্ষণ যে করতে পারে, মানুষ তাকে বলা যায়।'

'তুমি ওকে যত না পর্যবেক্ষণ করবে, তার চাইতে অনেক বেশি ও করবে তোমাকে। তোমার কাছে শার্লক হোমস একটি গ্রন্থিল বাঁধা হয়ে থাকবে চিরকাল— কিন্তু তোমার ভেতর পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যাবে ওর চোখে। চললাম।'

'এসো', বলে ফিরে এলাম হোটেলে। মন কিন্তু পড়ে রইল নতুন বন্ধুটির প্রতি।

২। অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান

পূর্ব-ব্যবস্থা মতো পরের দিন দু-জনে গিয়ে দেখলাম ২২১ বি[১] বেকার স্ট্রিটের বাসাবাড়ি। খান দুই রুচিসম্মত শোবার ঘর। একটা বড়োসড়ো আলো-হাওয়াযুক্ত বসবার ঘর। আসবাবপত্র দিয়ে ভালোভাবে সাজানো— বসবার ঘরে দুটো বড়ো বড়ো জানলা। ঘর যেমন পছন্দ হল, ভাড়াও তেমনি পকেটে কুলিয়ে গেল। দুই বন্ধু ভাগাভাগি করে নিলে গায়ে লাগবে না। সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে দখল নিলাম বাড়ির। সেই দিনই সন্ধ্যায় হোটেল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এলাম আমি। শার্লক হোমস এল পরের দিন সকালে— সঙ্গে বেশ কয়েকটা বাক্স আর পোর্টম্যান্টো। দু-একদিন গেল জিনিসপত্র গোছাতে। তারপর গুছিয়ে বসলাম নতুন পরিবেশে।

হোমসের সঙ্গে একত্রে অবস্থান দুর্বিষহ নয় মোটেই। প্রকৃতি খুব শান্ত, প্রাত্যহিক অভ্যেস নিয়মবদ্ধ। রাত দশটার পর জাগতে দেখিনি। সকালে আমার ঘুম ভাঙবার আগেই উঠে পড়ত[২]— ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ত বাইরে। মাঝে মাঝে সারাদিন কাটাত কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে, কখনো শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে, কখনো পদব্রজে শহর পরিক্রমায়— নীচের মহলেই টো-টো করতে যেত বেশির ভাগ। কাজের ঝোঁক চাপলে এনার্জি যেন ফুরোত না— আবার কখনো দিনের পর দিন মড়ার মতো পড়ে থাকত বসবার ঘরে সোফায়— একদম কথা

বলত না, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গায়ের একটা পেশিও নাড়াত না। এই সময়ে একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন শূন্যগর্ভ চাহনি দেখেছি ওর চোখে। জীবন পরিচ্ছন্ন আর স্বভাব-প্রকৃতি শান্ত না-হলে ধরে নিতাম নিশ্চয় মাদক দ্রব্যের নেশাও আছে[৩]।

যতই দিন যায়, ততই আমার আগ্রহ বাড়তে থাকে ওর সম্বন্ধে। জীবনে ওর লক্ষ্য কী, এই রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে আমার মনের মধ্যে। যে কখনো খুঁটিয়ে দেখে না— ভাসা-ভাসা দেখা যার স্বভাব— সে-লোকও ওকে দেখলে আকৃষ্ট হবে— এমনি আশ্চর্য চেহারা আর ব্যক্তিত্ব আমার নয়া সঙ্গীটির। লম্বায় ছ-ফুটের একটু বেশি কিন্তু এত কৃশ যে মনে হয় আরও দীর্ঘ। দুই চোখ মর্মভেদী এবং শানিত— আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকার সময় ছাড়া। পাতলা বাজপাখির মতো নাকখানার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সদাসতর্কতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। চৌকোনা প্রকট চোয়ালের মধ্যেও নিহিত সুগভীর আত্মপ্রত্যয় আর মনের দৃঢ়তা। হাত দু-খানা অ্যাসিড, কেমিক্যাল আর কালিতে বিবর্ণ। অথচ এই হাতেরই সাধারণ সংবেদনশীলতা আর সূক্ষ্মতা লক্ষ করেছি ভঙ্গুর ফিলজফিক্যাল যন্ত্রপাতি[৪] নাড়াচাড়া করার সময়ে।

পাঠক হয়তো আমাকে অনধিকার চর্চার দোষে দোষী করবেন হোমস সম্বন্ধে আমার আতীব্র কৌতূহলের জন্যে। আমি স্বীকার করছি শার্লক হোমস উদগ্র আগ্রহের সঞ্চার করেছিল আমার মধ্যে— নিজের সম্বন্ধে কথা উঠলেই মুখ বুজে থাকতে চেয়েছে সে এবং আমি প্রতিবারেই সেই প্রাচীর ভাঙবার বৃথা চেষ্টা করেছি। আমাকে দোষী প্রতিপন্ন করার আগে কিন্তু খেয়াল রাখবেন আমার জীবনে লক্ষ্য বলে কিছুই নেই— মনোযোগ আকর্ষণ করার মতোও কিছু নেই। আবহাওয়া ভালো না-থাকলে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে যখন-তখন বাইরে বেরোতে পারতাম না— বন্ধুবান্ধবও কেউ ছিল না যে দর্শন দান করে একঘেয়েমি কাটিয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে সঙ্গীটির জীবনরহস্য যথেষ্ট আগ্রহের খোরাক জুটিয়েছিল আমার মধ্যে— বেশির ভাগ সময় ব্যয় করতাম সেই রহস্য মোচনে।

হোমস মেডিক্যাল স্টুডেন্ট নয়। ও নিজেই তা স্বীকার করেছে— স্ট্যানফোর্ডের অনুমান অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান-জগতে প্রবেশের ইচ্ছেও নেই— বিজ্ঞানের ডিগ্রি অর্জনের প্রচেষ্টাও নেই। তা সত্ত্বেও কয়েকটা বিষয়ে ওর আন্তরিক আগ্রহ লক্ষ করার মতো এবং খ্যাপামিটুকু বাদ দিলে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ওর জ্ঞান এতই ব্যাপক আর গভীর যে তাক লেগে যাওয়ার মতো। জীবনে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য না-থাকলে এভাবে কেউ খাটে না, নিজেকে তৈরি করে না এবং বিশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডার এভাবে বাড়িয়ে চলে না। শৃঙ্খলাহীন অধ্যয়নে অসাধারণ হওয়া যায় না— সঠিক পড়াশুনা থাকা চাই। অকারণে কেউ এভাবে ছোটেখাটো বিষয় নিয়েও মনকে ভারাক্রান্ত করে না।

শার্লক হোমসের জ্ঞান যেমন সুবিপুল, অজ্ঞানতাও তেমনি সুগভীর— দুটোই সমান আশ্চর্যজনক। সমসাময়িক দর্শন, সাহিত্য আর রাজনীতির কোনো খবরই সে রাখে না। আমার মুখে টমাস কারলাইলের[৫] নাম শুনে অত্যন্ত অকপটভাবে জিজ্ঞেস করলে কে এবং তাঁর এত নামডাক কী কারণে। চরম বিস্মিত হলাম যেদিন জানলাম কোপারনিকাসের থিয়োরি[৬] কী জিনিস তা সে জানে না এবং সৌরজগতের কী নামে ক-টা গ্রহ আছে সে-খবরও রাখে না।

পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে— এ-তত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো সুসভ্য মানুষ জানে না— একি ভাবা যায়, না বিশ্বাস করা যায়? কী সাংঘাতিক ব্যাপার।

আমার আঁতকে-ওঠা বিস্ময়বোধকে দেখে মুচকি হেসে বলেছিল হোমস, 'খুব অবাক হয়েছ দেখছি। জেনে যখন ফেলেছি এখন থেকে চেষ্টা করব ভুলে যাওয়ার।'

'ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবে কী হে।'

'আমার মতে মানুষের মগজটা আদতে একটা খালি কুঠরি। দরকার মতো আসবাবপত্র দিয়ে সাজাতে হয়। বোকারাই যা পায় তাই দিয়ে মগজ ঠেসে রেখে দেয়— গুদোম ঘরের মতো হাবিজাবি এন্তার জিনিস মাথার মধ্যে ঢুকে থাকার ফলে দরকার মতো আসল জিনিসটি খুঁজে পেতে বেগ পায়। কিন্তু পাকা কারিগর এ-ব্যাপারে ভারি হুঁশিয়ার। ফালতু জ্ঞান ব্রেন-কুঠরিতে ঢোকাতে নারাজ। কাজের যন্ত্রটি ছাড়া মাথায় কিছুই রাখে না এবং যে-কটি যন্ত্র রাখে— বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দেয়। মগজ-কুঠরির দেওয়াল রবারের মতো টেনে বাড়ানো যায় এবং যত খুশি জ্ঞান ঠাসা যায়— এ-ধারণা কিন্তু সবই ভুল। বাজে জিনিস ঠাসতে গিয়ে[৭] কাজের জিনিসগুলো মানুষ ভুলে যায় এই কারণেই... আগের জ্ঞান আর মনে করতে পারে না। অদরকারি জ্ঞান দরকারি জ্ঞানকে গুঁতিয়ে বার করে দিয়ে নিজের ঠাঁই করে নিতে যাতে না-পারে— কারিগরের সজাগ নজর থাকা দরকার সেদিকে!'

প্রতিবাদের সুরে বললাম, 'তাই বলে সৌরজগৎ কী জিনিস তা জানবে না।'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে হোমস বললে, 'জেনে আমার লাভটা কী?[৮] সূর্যকে প্রদক্ষিণ না-করে যদি চন্দ্রকেই প্রদক্ষিণ করতাম, আমার কাজের দিক দিয়ে তার কানাকড়ির দামও থাকছে কি?'

এই হল সুবর্ণসুযোগ— কাজটা কী জিজ্ঞেস করবার জন্যে মুখ চুলবুল করে উঠলেও জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। পরে কথাগুলো মনে মনে তোলপাড় করে নিজেও একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার চেষ্টা করলাম। উদ্দেশ্য সিদ্ধি যে-জ্ঞানে হয় না, সে-জ্ঞান নাকি ওর নিষ্প্রয়োজন। তাই যদি হয়, সে-জ্ঞান ও মগজে ঢুকিয়েছে, তার প্রত্যেকটাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ওর প্রয়োজন। মনে মনে ছকে নিলাম ওর বিবিধ জ্ঞানের ফিরিস্তি। শেষকালে কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখে ফেললাম। ফর্দের দিকে তাকিয়ে কিন্তু হাসি পেল শেষপর্যন্ত।

শার্লক হোমসের দৌড় কদ্দূর

১. সাহিত্যজ্ঞান... শূন্য।

২. দর্শনজ্ঞান... শূন্য।

৩. জ্যোতির্বিজ্ঞান... শূন্য।

৪. রাজনীতিজ্ঞান... নগণ্য।

৫. উদ্ভিদ বিদ্যা-জ্ঞান... বিবিধ। বেলেডোনা[৯], আফিং আর বিষবিজ্ঞানে তুখোড়। বাগান করার ব্যাপারে ডাহা আনাড়ি।

৬. ভূতত্ত্ব-জ্ঞান... বাস্তবজ্ঞান আছে— কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। রকমারি মাটির চেহারা দেখেই বলে দেয় কোনটা কী মাটি। বেড়িয়ে আসার পর ট্রাউজার্সের মাটির দাগ দেখিয়ে বলে লন্ডন শহরের ঠিক কোন জায়গায় কোন মাটিটা পাওয়া যায়।

৭. রসায়ন-বিদ্যা-জ্ঞান... সুগভীর।

৮. শারীরবিদ্যা-জ্ঞান... নির্ভুল, কিন্তু পদ্ধতিবিহীন।

৯. চাঞ্চল্যকর সাহিত্য-জ্ঞান... প্রচুর। বর্তমান শতাব্দীতে যত রকমের বিকট কাহিনি আছে, সব যেন কণ্ঠস্থ।

১০. ভালো বেহালা বাজায়।

১১. তরবারি খেলা, লাঠি[১০] আর মুষ্টিযুদ্ধে ওস্তাদ।

১২. ব্রিটিশ আইনের বাস্তব জ্ঞানে বেশ দখল[১১] আছে।

লিস্টটা এই পর্যন্ত লেখবার পর হতাশ হয়ে ছুড়ে ফেলে দিলাম আগুনে। নিজের মনেই বললাম, 'এই জাতীয় জ্ঞানের ফিরিস্তির মাপকাঠি দিয়ে জীবনের লক্ষ্য আবিষ্কার করার চেষ্টাই পণ্ডশ্রম।'

বেহালায় ওর দক্ষতার উল্লেখ করেছি আগে। সত্যিই হাত ভালো, অসাধারণ বাজায়। কিন্তু অন্যান্য কৃতিত্বের মতো বাজনা বাজানোটাও কীরকম যেন খ্যাপাটে। আমার অনুরোধে ভালো ভালো সুর বাজিয়ে শুনিয়েছে— খুবই কঠিন সুর। কিন্তু নিজে বাজানোর সময়ে আদৌ কোনো সুর তোলবার ধার দিয়েও যায় না। কোনো কোনো সন্ধ্যায় চেয়ারে আড় হয়ে বসে কোলের ওপর বেহালা রেখে দু-চোখ মুদে এলোমেলো ঝংকার তুলে যায় আঙুলের ঘায়ে। কখনো সে-ঝংকার সুরেলা বিষণ্ণ। কখনো ফ্যানটাসটিক প্রসন্ন। ও-সুর যে মনের ভাবনার প্রতিফলন, তা বোঝা যায়। শুধু বোঝা যায় না, সুরের প্রভাব ভাবনায় পড়ছে না, স্রেফ খেয়ালখুশির বশে বিচিত্র বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে। তারপর অবশ্য আমার ধৈর্যের পুরস্কার স্বরূপ আমারই প্রিয় অনেকগুলো মন মাতাল করা সুর এমনভাবে পরের পর বাজিয়ে যায় যে বলবার নয়।

প্রথম দু-এক হপ্তা কেউ এল না বাড়ি বয়ে দেখা করতে। ভাবলাম আমার মতো আমার সঙ্গীটিও নির্বান্ধব। অচিরে দেখলাম, তা নয়। পরিচিত তার অনেক— এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। বেঁটে চেহারার একটা লোক আসত, নাম তার লেসট্রেড[১২]। মুখটা ইঁদুরের মতো, গায়ের রং ফিকে বাদামি, চোখ কালো। হপ্তায় হপ্তায় তিন চারবার আসা চাই। একদিন সকালে ফ্যাশন দুরস্ত সাজপোশাক পরা এক তরুণী এল, আধ ঘণ্টার মতো কাটিয়ে গেল হোমসের সঙ্গে। সেই দিনই বিকেল নাগাদ ভীষণ হন্তদন্ত হয়ে এল নোংরা পোশাক পরা আধবুড়ো সাদা চুলো একটা লোক। দেখতে অনেকটা ইহুদি ফেরিওয়ালার মতো— প্রায় সঙ্গেসঙ্গে আলুথালু বেশে ঘরে ঢুকল একজন প্রৌঢ়া। আর একবার এল শুভ্রকেশ এক ভদ্রলোক— তারপরেই মখমল ইউনিফর্ম পরা একজন রেলের কুলি। এরা এলেই শার্লক হোমস তাদের নিয়ে বসবার ঘরে একা থাকতে চাইত— আমাকে যেতে হত শোবার ঘরে। প্রতিবারই অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নিত আমার এই অসুবিধার জন্যে। 'ঘরটাকে বসবার ঘর করছি— এরা আমার মক্কেল।' শুনেই কিন্তু অদম্য ইচ্ছে হত ব্যবসাটা কী ধরনের জিজ্ঞেস করার। কিন্তু প্রতিবারই সৌজন্যবশত প্রশ্নটা মুখে আটকে যেত। যে-লোক যেচে বলতে চায় না প্রাণের কথা— তাকে জিজ্ঞেস করতে মন চাইত না কিছুতেই। ভাবতাম নিশ্চয় কোনো জুতসই কারণ আছে যার জন্যে এ-প্রসঙ্গ তুলতে চায় না সে। একদিন কিন্তু ঘুরিয়ে নাক দেখানোর আর দরকার হল না— সরাসরি নিজেই সব বলে বসল হোমস।

সেদিনটা ৪ মার্চ। দিনটা ভালো করে মনে আছে একটা কারণে। অন্যদিনের চেয়ে সেদিন একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছিলাম। দেখি তখনও প্রাতরাশ সাঙ্গ হয়নি শার্লক হোমসের। আমি বেলায় উঠি বলেই ল্যান্ডলেডি তখনও আমার খাবার সাজায়নি, কফিও করেনি। মানুষ মাত্রেই এ-পরিস্থিতিতে অকারণে খিটখিটে হয়ে ওঠে। আমিও ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দিলাম যে আমি তৈরি। তারপর একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলাম সময় কাটানোর জন্যে। টেবিলে বসে নিঃশব্দে টোস্ট চিবিয়ে চলল শার্লক হোমস। এমন সময়ে একটা প্রবন্ধের শিরোনামায় পেনসিল চিহ্ন দেখে চোখ বুলিয়ে গেলাম প্রথম থেকে।

প্রবন্ধর নামটি বেশ গালভরা 'জীবনী গ্রন্থ'। লেখক মনে করেন, চোখ থাকলেই শুধু হয় না, সুসংবদ্ধ এবং চুলচেরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাই চোখে পড়ুক না কেন, তা থেকে অনেক কিছুই জানা যায়। বিষয়টা কিন্তু আমার কাছে ধড়িবাজি আর অযৌক্তিকতার সংমিশ্রণ বলেই মনে হল। অসংগতি আর নির্বুদ্ধিতাকে বেশ চালাকি করে পেশ করা হয়েছে। যুক্তির ধার বেশ তীক্ষ্ণ, ফাঁক নেই। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলো যেন অতিরঞ্জিত। যেকোনো মানুষের মুহূর্তের ভাবপ্রকাশ দেখেই লেখক তার মনের চিন্তা ধরে ফেলতে পারেন। চকিতের দৃষ্টিপাত, ক্ষণেকের পেশি কুঞ্চন দেখে নাকি মনের একদম গভীরে কী চিন্তার খেলা চলছে তা বলা যায়। পর্যবেক্ষণে যিনি অভ্যস্ত, বিশ্লেষণে যিনি চোস্ত, তাঁকে ধোঁকা দেওয়া অসম্ভব। ইউক্লিডের[১৩] জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত যেমন অনড়, অকাট্য এবং অভ্রান্ত— লেখকের সিদ্ধান্তও যেন তাই। ব্যাপারটা যে বোঝে না সে কিন্তু আঁতকে ওঠে। পদ্ধতিটা জানা নেই বলেই মনে করে লেখক বুঝি জাদুকর, তন্ত্রমন্ত্রে পোক্ত, ডাকিনীবিদ্যায় ওস্তাদ। আসলে যে যুক্তি আর পর্যবেক্ষণের ধাপ পেরিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া— তা বোঝে না।

লেখক লিখেছেন— নায়াগারা[১৪] বা আটলান্টিক[১৫] না-দেখে অথবা এই দুইয়ের অস্তিত্ব যে আছেই তা না-জেনেই এক ফোঁটা জল বিশ্লেষণ করে যুক্তিবিদ্যায় পণ্ডিত যে কেউ বলে দিতে পারেন নায়াগারা আর আটলান্টিকের অস্তিত্ব আছে। ঠিক তেমনি সব জীবনই শৃঙ্খলে গ্রথিত। একটা আংটা যদি জানা যায়, নৈয়ায়িকের মতো তর্কবিদ্যা দিয়ে গোটা জীবনটাকেই অনুমান করে নেওয়া যায়। সিদ্ধান্ত ও বিশ্লেষণ বিজ্ঞান চৌষট্টি কলার মতোই একটা আর্ট, একটা শিল্প। দীর্ঘ অধ্যবসায় আর সহিষ্ণুতার ফলেই আয়ত্ত করা সম্ভব। এটাও ঠিক যে এ-বিদ্যায় চরমোৎকর্ষ অর্জন করার মতো দীর্ঘ জীবন এই মরলোকে কারোর নেই। মন আর বিবেকের সমস্যাই সবচেয়ে কঠিন। তাই অনুসন্ধিৎসুর উচিত এগুলো আয়ত্ত করার আগে প্রাথমিক সমস্যাগুলোর সমাধানে আগে মন দেওয়া। পাশের মানুষের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে জানতে চেষ্টা করুন সে কী কাজ করে, অতীত ইতিহাস কী। ছেলেমানুষি মনে হলেও এই চর্চার ফলেই কিন্তু পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ধার বৃদ্ধি পায়, ঠিক কীভাবে খুঁজলে কোন জিনিসটি পাওয়া যাবে— সে-ক্ষমতা আপনা থেকে চোখ আর মগজের মধ্যে এসে যায়। আঙুলের নখ, কোটের হাতা, বুটজুতো, প্যান্টের হাঁটু তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের কড়া, চোখমুখের চাহনি, শার্টের হাতা দেখেই যেকোনো ব্যক্তির জীবিকা বলে দেওয়া যায়। এই সবকিছুর সম্মিলিত ফল অভিজ্ঞ এবং দক্ষ তদন্তকারীর উপকারে আসবে না— এমন কথা কল্পনাও করা যায় না।'

দমাস করে ম্যাগাজিন খানা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললাম বিষম বিরক্তিতে, 'প্রলাপ বকুনির আর জায়গা পায় না? জীবনে এমন রাবিশ আমি পড়িনি।'

'হল কী।' শুধোয় শার্লক হোমস।

'আরে, এই প্রবন্ধটার কথা বলছি', ব্রেকফাস্ট খেতে তখন বসে পড়েছিলাম বলেই ডিম খাওয়ার চামচ দিয়ে ম্যাগাজিনটা দেখিয়ে আমি বললাম। 'আমি তো দেখছি প্রবন্ধটা তুমিও পড়েছ— পেনসিলের দাগও দিয়েছ। লেখাটায় মুনশিয়ানা আছে স্বীকার করছি। কিন্তু গা জ্বলে যায় বিষয়বস্তুর জন্যে। ঘরে বসে যারা ধাঁধার সমাধান করে সময় কাটায়— এ-প্রবন্ধ তাদের কারোর লেখা। অবাস্তব লেখা। রেলের থার্ড ক্লাস কামরায়[১৬] নীচুতলায়[১৭] ভিড়ে চাপিয়ে দিতে ইচ্ছে যাচ্ছে লোকটাকে— মুখ আর চেহারা দেখে কার কী পেশা বলতে গিয়ে জিভ বেরিয়ে যাবে'খন বাছাধনের। যত্তোসব বাজে বাকতাল্লা!'

প্রশান্ত কণ্ঠে হোমস শুধু বললে, 'বাজি ধরলে কিন্তু তুমিই হারবে। তা ছাড়া, প্রবন্ধটা আমারই লেখা।'

'তোমারই লেখা!'

'হ্যাঁ, আমারই লেখা। পর্যবেক্ষণ আর অনুমান— চোখ দিয়ে দেখে অবরোহণমূলক সিদ্ধান্তে আসার প্রবণতা— দুটোই রয়েছে আমার মধ্যে। থিয়োরিটা উদ্ভট আর কাল্পনিক মনে হতে পারে। কিন্তু অতিশয় বাস্তব। এত বাস্তব যে আমার রুজিরোজগার নির্ভর করে এর ওপর।'

'কীভাবে?' আপনা হতেই প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

'আমার একটা পেশা আছে। আমার বিশ্বাস এ-পেশায় পৃথিবীতে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি কনসাল্টিং ডিটেকটিভ। জানি না মানেটা বুঝতে পারলে কিনা। লন্ডন শহরে অনেক সরকারি ডিটেকটিভ, অনেক প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছে। এরা যখন ভুল করে, আমার কাছে আসে, আমি ওদের ভুল শুধরে দিয়ে ঠিক লাইন দেখিয়ে দিই। সাক্ষ্যপ্রমাণ আমার সামনে হাজির করে, আমি অপরাধ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমার জ্ঞান বিদ্যের জোরে সেগুলোকে পরপর সাজিয়ে দিই। সব কুকর্মের মধ্যেই একটা মিল থাকে, পারিবারিক সাদৃশ্যও বলতে পার, একহাজার কুকর্ম যদি তোমার নখদর্পণে থাকে, এক হাজার এক নম্বর রহস্যটা কী ধরনের কুকর্ম, তা বলতে না-পারাটাই বরং অদ্ভুত। লেসট্রেড নামজাদা ডিটেকটিভ। সম্প্রতি একটা জালিয়াতি কেসে নিজে জালে জড়িয়ে গিয়েছিল, এত ঘনঘন আসছিল সেই কারণেই।'

'অন্য লোকগুলো?'

'ওদের বেশির ভাগকেই পাঠিয়েছে প্রাইট তদন্ত সংস্থা। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু ঝামেলায় জড়িয়েছে। আমি ওদের কথা শুনি, তারপর ওরা আমার মন্তব্য শোনে। ওদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, আমি দক্ষিণা পকেটে পুরি।'

'তার মানে কি বলতে চাও অন্য লোকে অকুস্থলে গিয়ে চোখে দেখে কানে শুনেও যা জানেনি, তুমি স্রেফ ঘরে বসে তা জেনে ফ্যালো?'

'হ্যাঁ তা পারি। ও-ব্যাপারে আমার একটা সহজাত ক্ষমতা আছে। মাঝে মাঝে আমাকে ছুটোছুটি করতে হয়— নিজের চোখে দেখতে হয়। অনেকরকম বিশেষ জ্ঞান আমি জানি। এইসব জ্ঞান প্রয়োগ করি সমস্যায় এবং অদ্ভুত ফল পাই। প্রবন্ধে অবরোহ প্রণালীর যে-নিয়মগুলো লিখেছি, যা পড়ে নাক সিঁটিয়ে অনেক ঝাল-টক মন্তব্য করলে, আমার কাছে তা অমূল্য এবং অত্যন্ত বাস্তব। পর্যবেক্ষণ আমার দ্বিতীয় প্রকৃতি। প্রথম সাক্ষাতে তোমাকে বলেছিলাম তুমি আফগানিস্তান ঘুরে এসেছ— শুনে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে।'

'কারো মুখে শুনেছিলে নিশ্চয়।'

'মোটেই না। কিন্তু আমি জানতাম তুমি আফগানিস্তান ঘুরে এসেছ। অনেক দিনের অভ্যেস আর চর্চার ফলে একটার পর একটা চিন্তা এত দ্রুত মাথার মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়েছিল যে তোমাকে দেখামাত্র অমোঘ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছি— মাঝের ধাপগুলো সম্বন্ধে সজাগ থাকিনি! ধাপগুলো কী, এবার তা বলছি। ধারাবাহিক যুক্তিগুলো শুনলেই বুঝবে কী করে তুমি আফগানিস্তান ফেরত। ভাবলাম, ভদ্রলোকের চেহারা ডাক্তারের মতো— কিন্তু হাবভাব মিলিটারি। নিঃসন্দেহে আর্মি ডাক্তার। চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে— স্বাভাবিক রং নয়— কেননা কবজি বেশ ফর্সা, তার মানে ভদ্রলোক বিষুবরেখা বরাবর কোনো জায়গায় ছিলেন। চোখ-মুখ উদ্ভ্রান্ত, শীর্ণ, কাহিল— তার মানে প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। বাঁ-হাতটাও দেখছি জখম হয়েছে। হাতটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় আড়ষ্টভাবে উঁচু করে রয়েছেন। ক্রান্তীয় রেখা বরাবর কোনো অঞ্চলে থাকলে একজন মিলিটারি ডাক্তারের পক্ষে এত কষ্ট সওয়া এবং হাত জখম হওয়া সম্ভব। অবশ্যই আফগানিস্তানে[১৮]। এতগুলো চিন্তা করতে কিন্তু এক সেকেন্ড সময়ও লাগেনি। তাই সঙ্গেসঙ্গে মন্তব্য করেছিলাম তুমি আফগানিস্তান ফেরত। শুনে অবাক হয়েছিলে।

হেসে হেসে বললাম, 'কী সোজা। ঠিক এডগার অ্যালেন পো-র দুঁপির[১৯] মতো। গল্পের গোয়েন্দারা যে বাস্তবে সম্ভব তা জানা ছিল না।'

উঠে দাঁড়িয়ে তামাকের পাইপ ধরিয়ে শার্লক হোমস বললে— 'দুঁপির সঙ্গে আমার তুলনা করছ নিশ্চয় প্রশংসা করার জন্যে। আমার মতে দুঁপি খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণির জীব। মিনিট পনেরো চুপচাপ থাকার পর বন্ধুর চিন্তাটাকে দুম করে বলে দেওয়ার মধ্যে লোক দেখানো বাহাদুরি আছে ঠিকই, কিন্তু গভীরতা নেই। পো যা কল্পনা করতে চেয়েছিলেন, দুঁপি তা আদৌ নয়।'

'গ্যাবোরিয়র বই[২০] পড়েছ? লেকক-কে আদর্শ ডিটেকটিভ বলে মনে কর?'

শ্লেষের হাসি হাসল শার্লক হোমস। রাগত স্বরে বলল, 'লেকক হচ্ছে একটা যাচ্ছেতাই রকমের আনাড়ি ডিটেকটিভ। এনার্জি ছাড়া লেককের নিজস্ব বলে আর কিছুই নেই। বইটা পড়ে শরীর পর্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। সমস্যাটা কী? একজন অজ্ঞাতনামা কয়েদিকে শনাক্ত করা— এই তো? চব্বিশ ঘণ্টায় আমি তা পারতাম। লেকক নিয়েছে ছ-মাস। তদন্ত করতে গিয়ে কী কী বর্জন করা দরকার এই নিয়ে পাঠ্যপুস্তক লিখলে গোয়েন্দাগুলোর কিছুটা শিক্ষা হত!'

আমার প্রাণপ্রিয় দুটো চরিত্রকে এইরকম উদ্ধতভাবে ধূলিসাৎ করে দেওয়ায় হাড়পিত্তি জ্বলে গেল আমার। জানালার সামনে গিয়ে যানবাহন পথিক সরগরম রাস্তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, 'হতে পারে লোকটা খুবই ধূর্ত, কিন্তু দাম্ভিক।'

কুঁদুলে গলায় হোমস বললে, 'আজকাল আর ক্রাইম নেই, ক্রিমিন্যালও নেই[২১]। এ-পেশায় তাই ব্রেন থাকলেও তা কাজে লাগে না। আমি জানি আমার যা আছে তাই দিয়ে বিখ্যাত হতে পারি। গোয়েন্দাগিরিতে আমার মতো এত পড়াশুনা আর সহজাত প্রতিভা এই মুহূর্তে কারো নেই— কোনোকালে ছিলও না। কিন্তু লাভ কী বলতে পার? গোয়েন্দাগিরি করবার মতো ক্রাইম নেই, যা আছে তা এত স্বচ্ছ, স্পষ্ট মোটিভসহ আনাড়ির নষ্টামি যা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের[২২] যেকোনো অফিসারও সমাধান করে ফেলতে পারে।'

লোকটার হামবড়াই দেমাকি কথাবার্তায় মেজাজ তখন এত খিঁচড়ে গিয়েছে যে ভাবলাম প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা যাক।

নীচের রাস্তায় উলটো দিকে একটা লোক হাতে একটা নীল রঙের বড়ো খাম নিয়ে উদ্‌বিগ্নভাবে বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে হাঁটছিল। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ চেহারা। পোশাক সাদাসিদে আর পাঁচটা লোকের মতোই। নিশ্চয় চিঠি পৌঁছে দিতে এসেছে। আঙুল তুলে বললাম, 'লোকটা কাকে খুঁজছে?'

সঙ্গেসঙ্গে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'রিটায়ার্ড জাহাজি সার্জেন্টের কথা বলছ?'

'মিথ্যের জাহাজ! জালিয়াত কোথাকার!' মনে মনেই বললাম আমি। 'জানে যে অনুমানটা যাচাই করতে পারব না।'

কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই নীচের তলার লোকটার চোখ পড়ল আমাদের বাড়ির ঠিকানায়। তক্ষুনি রাস্তা পেরিয়ে এসে টোকা মারল দরজায়। নীচতলায় শুনলাম গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার ভারী পদশব্দ।

ঘরে ঢুকে খামখানা আমার বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'মি. শার্লক হোমসের চিঠি।'

শার্লক হোমসের আত্মম্ভরিতা আর দর্প চূর্ণ করার এই হল সুবর্ণসুযোগ। এ-সুযোগ যে আমি পেয়ে যাব, একটু আগেই মহাপণ্ডিতের মতো দুম করে কথাটা বলার সময়ে হোমস নিশ্চয় তা কল্পনাও করতে পারেনি। খুব ভদ্র, নম্র, অমায়িকভাবে জিজ্ঞেস করলাম পত্রবাহককে,— 'ওহে, কী করা হয় তোমার?'

'আজ্ঞে দারোয়ানি। উর্দিটা মেরামত করতে দিয়েছি।'

বন্ধুবরের দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শুধোলাম, 'আগে কী করতে?'

'সার্জেন্ট! রয়াল মেরিন লাইট ইনফ্যান্ট্রি[২৩]। আর কিছু বলবেন? রাইট, স্যার।'

খটাস করে বুট ঠুকে হাত তুলে স্যালুট করে অন্তর্হিত হল অবসরপ্রাপ্ত জাহাজি কর্মচারী।

৩। লরিস্টন গার্ডেন্স রহস্য

বন্ধুবরের থিয়োরি যে এতখানি প্র্যাকটিক্যাল, তার নতুন প্রমাণ পেয়ে সত্যিই হকচকিয়ে গেলাম। ওর পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ ক্ষমতার ওপর বহুগুণে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল আমার। খানিকটা সন্দেহ তবু গেল না মন থেকে। কে জানে হয়তো পুরো জিনিসটাই সাজানো— আমার মন ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু আমাকে হকচকিয়ে দিয়ে তার কী উদ্দেশ্য তা অবশ্য বুঝতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখি চিঠি পড়া সাঙ্গ হয়েছে হোমসের। গালা-চকচকে শূন্যগর্ভ চোখে কী যেন ভাবছে— মন আর এখানে নেই।

'কী করে বুঝলে বল তো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কী বুঝলাম?' খিটখিটে গলায় বলল ও।

'লোকটা রিটায়ার্ড জাহাজি সার্জেন্ট?'

'তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।' অভদ্রভাবে বলে উঠল হোমস। তারপরেই মৃদু হেসে বললে, 'রুক্ষতার জন্যে ক্ষমা চাইছি। চিন্তার সুতো ছিঁড়ে দিলে কিনা। যাকগে সে-কথা। তুমি তাহলে সত্যিই দেখনি লোকটা রিটায়ার করা জাহাজি সার্জেন্ট কিনা?'

'একেবারেই না।'

'কী করে জানলাম তা বুঝিয়ে বলার চেয়ে জানাটা অনেক সোজা! দুয়ে দুয়ে জুড়লে চার কী করে হয় যদি প্রমাণ করতে বলা হয় তোমাকে— ফাঁপরে পড়বে বই কী। চার যে হয়— তা কিন্তু তুমি জান। লোকটা রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকলেও হাতের উলটো দিকে উল্কি চিহ্নটা চোখে পড়েছিল। নীল রঙের বিরাট একটা নোঙর অর্থাৎ জাহাজি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। চলাফেরা হাবভাব মিলিটারি ধরনের— গালপাট্টা জোড়াও জাহাজি নাবিকদের মতো। তাহলে জাহাজ আর সমুদ্র মাথায় এসে গেল। হাবভাব আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কর্তৃত্বব্যঞ্জক। মাথা বেঁকিয়ে ছড়ি দোলানোর কায়দা নিশ্চিত লক্ষ করেছ। দৃঢ় সংকল্প, সচ্চরিত্র, মধ্যবয়স্ক— মুখেই তা স্পষ্ট। সব মিলিয়ে নিমেষে বুঝলাম সে সার্জেন্ট।

'ওয়ান্ডারফুল!' বললাম সহর্ষে।

'সামান্য ব্যাপার, মুখে বললেও হোমসের চোখ দেখে মনে হল আমার বিস্ময়বোধ আর প্রশংসাজ্ঞাপনে সে বিলক্ষণ খুশি হয়েছে। 'এইমাত্র বলেছিলাম ক্রিমিন্যালের অভাব ঘটেছে। ধারণাটা যে ভুল এই চিঠি তার প্রমাণ,' বলে দারোয়ানের আনা চিঠিটা ছুড়ে দিল আমার দিকে।

চোখ বুলিয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আরে সর্বনাশ! এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার!'

'খুব একটা সাধারণ ব্যাপার মনে হচ্ছে না।' প্রশান্ত কণ্ঠে বললে হোমস, 'জোরে পড়ো তো, চিঠিখানা, শোনা যাক!'

জোরেই পড়লাম চিঠির বয়ান :—

'মাই ডিয়ার মি. শার্লক হোমস—

ব্রিক্সটন রোড বহির্ভূত ৩নং লরিস্টন গার্ডেন্সে কাল রাতে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে। রাত দুটোর সময়ে বাড়ির মধ্যে আলো দেখে সন্দেহ হয় বীটের কনস্টেবলের— কেননা সে জানত বাড়িটা খালি— কেউ নেই। বাড়ির দরজা খোলা, আসবাবহীন সামনের ঘরে পড়ে ছিল একটা সুবেশ লোকের মৃতদেহ। পকেটের কার্ডে লেখা নামটা— 'এনক জে ড্রেবার, ক্লীভল্যান্ড[১], ওহিয়ো[২], যুক্তরাষ্ট্র।' ডাকাতি হয়নি— লোকটা মারা গেল কীভাবে সে-রকম কোনো চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। ঘরে রক্তের দাগ আছে, কিন্তু লোকটার গায়ে ক্ষত নেই। ও-বাড়িতে সে এল কী করে ভেবে পাচ্ছি না— পুরো ব্যাপারটা একটা প্রহেলিকা। বারোটার আগে মনে হয় যদি বাড়িটায় আসেন, আমাকে দেখতে পাবেন। আপনি না-আসা পর্যন্ত জিনিসপত্র কিছুই নাড়াচাড়া করা হবে না। আসতে যদি পারেন বিশদ বিবরণ আমার মুখেই শুনবেন 'খন— আপনার মতামত পেলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করব।

'আপনার বিশ্বস্ত টোবিয়াস গ্রেগসন[৩]।'

'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে স্মার্ট ডিটেকটিভ এই গ্রেগসন', বললে বন্ধুবর : 'রদ্দিমালের মধ্যে এই দুই জনই যা আছে লেসট্রেড আর গ্রেগসন[৪]। দু-জনেই চটপটে, উৎসাহী— কিন্তু গতানুগতিক— খুব খারাপ লাগে। রেষারেষিও আছে দু-জনের মধ্যে। কাজে দড় হলে কী হবে— কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না— আড়ালে পিণ্ডি চটকায়। এ-কেসে দু-জনে মাথা ঢোকালে বেশ রগড় হবে কিন্তু।'

শান্ত মন্তব্য শুনে অবাক না-হয়ে পারলাম না। একটু জোরেই বললাম, 'কিন্তু আর তো দেরি করা যায় না। যাব আমি? ছ্যাকড়াগাড়ি ডেকে আনব?'

'আদৌ যাব কিনা সেটাই ভাবছি। মাঝে মাঝে আমি এই জুতোর চামড়ার মতোই হদ্দ কুঁড়ে— কিন্তু সময় বিশেষে ভীষণ প্রাণবন্ত।'

'আরে ভাই এইরকম একটা সুযোগের কথাই তো একটু আগে বলছিলে।'

'ভায়া ওয়াটসন, এতে আমার কী লাভ বলতে পার? ধর রহস্যের সমাধান করলাম। গ্রেগসন লেসেট্রড কোম্পানি পুরো কৃতিত্বটাই পকেটে পুরবে। বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনটা কী?'

'কিন্তু ও যে তোমার সাহায্য ভিক্ষা করছে!'

'তা করছে। কারণ ও জানে, এ-ব্যাপারে আমি ওর গুরু। নিজেও তা স্বীকার করে। কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলবে— তবুও তৃতীয় ব্যক্তির সামনে আমাকে ওর চাইতে বড়ো আসন দেবে না। তাহলেও চলো দেখে আসা যাক। নিজের কৌতূহল মেটাতেই যাব। যদি কিছু না-পাওয়া যায়, হাসিঠাট্টা করে আসা যাবে'খন। এসো।'

ঝটপট ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে চটপট পা বাড়াল হোমস— উৎসাহ শেষ পর্যন্ত ঔদাসীন্যকে ঘাড়ধাক্কা দিতে পেরেছে।

'টুপি নাও তোমার।' বললে আমাকে।

'আমাকে আসতে বলছ?'

'হাত খালি থাকলে আসতেও পার। এক মিনিট পরে দু-জনেই একটা দু-চাকার ঘোড়ার গাড়ি চেপে ঝড়ের মতো ধেয়ে চললাম ব্রিক্সটন রোড অভিমুখে।

মেঘাচ্ছন্ন, কুয়াশা-মলিন প্রভাত; বাড়িগুলোর মাথায় বুঝি পিঙ্গলবর্ণ ঘোমটা ঝুলছে— বহু নীচের কাদারঙের রাস্তার প্রতিফলন যেন। ফুর্তিতে উচ্ছল আমার বন্ধুটি পরমোৎসাহে আমাকে বিভিন্ন বেহালার তফাত বোঝাচ্ছে। ক্রেমোনা বেহালার[৫] গুণাগুণ ব্যাখ্যার পর আমাতি[৬] আর স্ট্রাডিফেরিয়াসের[৭] তফাতটা বোঝানোর সময়ে আমি আর গুম হয়ে বসে থাকতে পারলাম না।

বললাম, 'তুমি তো দেখছি যে-কাজে চলেছ, তা নিয়ে একেবারেই ভাবছ না।'

'ভাববার মতো উপাদান হাতে না-আসা পর্যন্ত ভাবা উচিত নয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ না-নিয়ে ভাবতে বসলেই বিরাট ভুল করে বসবে— সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাবে।'[৮]

'উপাদান পেতে আর দেরি নেই,' আঙুল তুলে বললাম আমি, 'এই হল ব্রিক্সটন রোড, আর ওই সেই বাড়ি।'

'ঠিক ধরেছ। ড্রাইভার, থামো! থামো!' বাড়ি থেকে শ-খানেক গজ দূরে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল হোমস— হেঁটে গেল বাকি রাস্তাটা।

৩নং লরিস্টন গার্ডেন্সের বাড়িটা দেখলেই কেন জানি না গা ছম ছম করে ওঠে। একটা অভিশপ্ত ছাপ যেন বাড়িটার সর্বত্র। রাস্তা থেকে একটু তফাতে মোট চারখানা বাড়ি। দুটিতে লোকজন আছে— দুটি শূন্য। ৩নং বাড়িটা এই শেষ দুটির একটি। তিন সারি নিরানন্দ জানলা যেন বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে— ঝাপসা কাচে ছানি পড়ার মতো হেথায়-সেথায় দুলছে

'বাড়িভাড়া পাওয়া যায়' নোটিশ। রাস্তা আর বাড়ির মাঝে আগাছা বোঝাই একটা বাগান। বাগানের রাস্তা হলদেটে রঙের— কাঁকর আর কাদায় ছাওয়া। গত রাতের বৃষ্টিতে পুরো তল্লাটটাই অত্যন্ত কাদা প্যাচপেচে। তিন ফুট উঁচু ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগান। পাঁচিলের ওপরে কাঠের রেলিং। একজন পুলিশ কনস্টেবল একদল নিষ্কর্মা লোক পরিবৃত অবস্থায় এই পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ভবঘুরের দল পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করছে কী কাণ্ড চলেছে বাড়ির ভেতরে।

ভেবেছিলাম একটুও দেরি না-করে হন হন করে বাড়ি ঢুকে রহস্য নিরীক্ষণে ব্যস্ত হবে শার্লক হোমস। কিন্তু সে-রকম লক্ষণ দেখলাম না। উদ্দীপনাহীনভাবে পায়চারি করতে লাগল ফুটপাথে, শূন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আকাশ, জমি, উলটোদিকের বাড়ি আর কাঠের রেলিংয়ের দিকে! আমার মনে হল স্রেফ ভণ্ডামি লোক দেখানো ভান! পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হলে এগোল রাস্তার কিনারায় ঘাসের পটি বরাবর— চোখ রইল কিন্তু রাস্তার ওপর। থামল দু-বার, একবার হাসল, সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠল। কর্দমাক্ত পথে পায়ের চিহ্ন অনেক। পুলিশ যাতায়াত করেছে বলেই অত পায়ের ছাপ পড়েছে। অত ছাপের মধ্যে থেকে হোমস কী করে যে আসল জিনিসটি খুঁজে পাবে ভেবে পেলাম না। তবে ওর প্রখর ইন্দ্রিয়ের অসাধারণ ক্ষমতা এবং চক্ষের পলকে অনুধাবন করবার শক্তির যে-নমুনা একটু আগে পেয়েছি তাতে মনে হয় আমার চোখে যা অদৃশ্য, তার অনেক কিছুই দৃশ্যমান হয়েছে ওর চোখে।

দোরগোড়ায় মুখোমুখি হলাম এক দীর্ঘকায়, সাদামুখো পুরুষের সঙ্গে, হাতে একটা নোট বই, চুলগুলো শণের মতো। হোমসকে দেখেই তিরবেগে দৌড়ে এসে দু-হাতে ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলল গদগদ কণ্ঠে, 'অসীম দয়া আপনার! সব যেমন তেমনি রেখে দিয়েছি আপনার জন্যে— একদম হাত দিইনি।'

'ওইটে ছাড়া।' বাগানের রাস্তার দিকে আঙুল তুলে বলল হোমস। 'একপাল মোষ গেলেও[৯] রাস্তার অবস্থা ওর চাইতে খারাপ হত কিনা সন্দেহ। তার আগে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত খাড়া করে নিয়েছ?'

জবাবটা এড়িয়ে গেল ডিটেকটিভ গ্রেগসন! বললে, 'ভেতরের ঝামেলা নিয়ে বড্ড ব্যস্ত ছিলাম বলে এদিকের ব্যাপারটা লেসট্রেডকে দেখতে দিয়েছি। ও এখানেই রয়েছে।'

আমার দিকে চেয়ে ব্যঙ্গভরে ভুরু তুলল হোমস। বললে, 'তোমার আর লেসট্রেডের মতো দু-দুজন বাঘা গোয়েন্দা হাজির থাকার পর তৃতীয় ব্যক্তি আর কী পাবে বল। রিক্ত হস্তে ফিরতে হবে।'

খুশি হল গ্রেগসন। দু-হাত ঘষে বললে, 'যা করবার সবই করেছি। তবে কী জানেন, কেসটা অদ্ভুত। আপনি আবার এইসব কেসই পছন্দ করেন।'

'এসেছ কীভাবে? ঘোড়ার গাড়িতে নিশ্চয়ই নয়?' জিজ্ঞেস করল শার্লক হোমস।'

'আজ্ঞে না।'

'লেসট্রেডও নিশ্চয় গাড়িতে আসেনি?'

'আজ্ঞে না।'

'চলো তাহলে ঘরের ভেতরে যাওয়া যাক,' বাড়ির ভেতরে পা বাড়াল হোমস। খাপছাড়া মন্তব্য নিয়ে আর একটি কথাও বলল না। হতভম্ব মুখে পেছন পেছন এল গ্রেগসন।

নগ্ন তক্তা লাগানো, ধূলিধূসরিত একটা ছোটো করিডর গিয়ে শেষ হয়েছে রান্নাঘর আর অফিস ঘরে। করিডরের বাঁ-দিকে আর ডান দিকে দুটো দরজা। একটা নিশ্চয় বন্ধ অনেক হপ্তা ধরে। আর একটা দরজা খাবার ঘরের। রহস্যজনক ব্যাপারটা রেখে গেছে এই ঘরেই। হোমস আমার আগে ঢুকল ঘরে, পেছনে আমি। মৃত্যুর সান্নিধ্যে হৃদঘাত মন্থর হয়ে আসে আমার— এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

ঘরটা চৌকোনা, বেশ বড়ো। আরও বড়ো মনে হচ্ছে ফার্নিচার না-থাকায়। লাল শিখার মতো সমুজ্জ্বল সস্তা রুচির কাগজে মোড়া দেওয়াল, মাঝে মাঝে ছ্যাতলার দাগ, কোথাও কোথাও বেশ খানিকটা ছিঁড়ে ঝুলছে, তলায় বেরিয়ে পড়েছে হলদে পলেস্তরা। দরজার উলটোদিকে একটা বাহারি ফায়ার প্লেস, নকল সাদা মর্মর দিয়ে চারদিক বাঁধানো। এরই এক কোণে এটা লাল গালার মোমবাতির তলদেশ। একটিমাত্র জানালা এত নোংরা যে আলো আসছে অতি ক্ষীণ আর অনিশ্চিতভাবে; ম্যাড়মেড়ে ধূসরতায় আবৃত করে রেখেছে ঘরের প্রতিটি বস্তু— পুরু ধুলো জমে থাকার ফলে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ধূসরতা।

এত খুঁটিনাটি লক্ষ করেছিলাম পরে। আমার সমস্ত সত্তা যেন তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মেঝের তক্তার ওপর শায়িত নিষ্পন্দ দেহটির ওপর। চোখ খোলা, কিন্তু দৃষ্টি নেই সে-চোখে। ফ্যালফ্যাল শূন্য চোখে চেয়ে আছে বিবর্ণ কড়িকাঠের দিকে। বয়স চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ, মধ্যমাকৃতি, চওড়া কাঁধ, কুঁচকানো ছোটো কালো চুল, খাটো মোটা শক্ত দাড়ি। পরনে ভারী কাপড়ের ফ্রক কোট আর ওয়েস্ট কোট, ট্রাউজার্স হালকা রঙের, কলার আর কাফ বেশ পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি। পরিষ্কারভাবে বুরুশ করা টপ হ্যাটটা বসানো রয়েছে দেহের পাশে মেঝের ওপর। হাত মুষ্টিবদ্ধ, বাহু দু-পাশে ছড়ানো, মৃত্যু যেন বড়োই যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে। আড়ষ্ট মুখে পরিস্ফুট এমন একটা ভয়াবহ বিভীষিকা এবং সেইসঙ্গে একটা বিজাতীয় ঘৃণা যার সংমিশ্রণ কোনো মানুষের মুখে কখনো আমি দেখিনি! এই উৎকট আর ভয়ংকর মুখ-বিকৃতির সঙ্গে নীচু কপাল, থ্যাবড়া নাক আর ঠেলে-বেরিয়ে-আসা চোয়াল যুক্ত হওয়ায় মৃতব্যক্তিকে একটা অদ্ভুত নরবানরের মতো দেখতে হয়েছে। মৃত্যুকালীন যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় পড়ে থাকার দরুন আরও প্রকট হয়েছে নরবানর আকৃতি। মৃত্যুকে অনেক রূপে, অনেক চেহারায় আমি দেখেছি। কিন্তু সেদিন খাস লন্ডন শহরের অন্যতম মূল ধমনীর ওপর নির্মিত ছায়াচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে যে-মৃত্যু দেখলাম, তার চাইতে ভয়াবহ আর কিছু দেখিনি?

দোরগোড়ায় বেজির মতো চটপটে ক্ষীণ বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লেসট্রেড— অভ্যর্থনা জানাল আমাদের দু-জনকেই।

বললে, 'কেসটা সাড়া ফেলবে, স্যার। জীবনে এ-রকম দৃশ্য দেখিনি। জানেন তো, সহজে বুক কাঁপে না আমার।'

'গ্রেগসন বললে, 'সূত্র-টুত্র কিছু পাওয়া গেল?'

'একেবারেই না' যেন সুরে সুরে মেলাল লেসট্রেড।

'মড়াটার কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে বসল শার্লক হোমস, খুঁটিয়ে দেখল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। তারপর চারিপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য রক্তের দাগের দিকে আঙুল তুলে
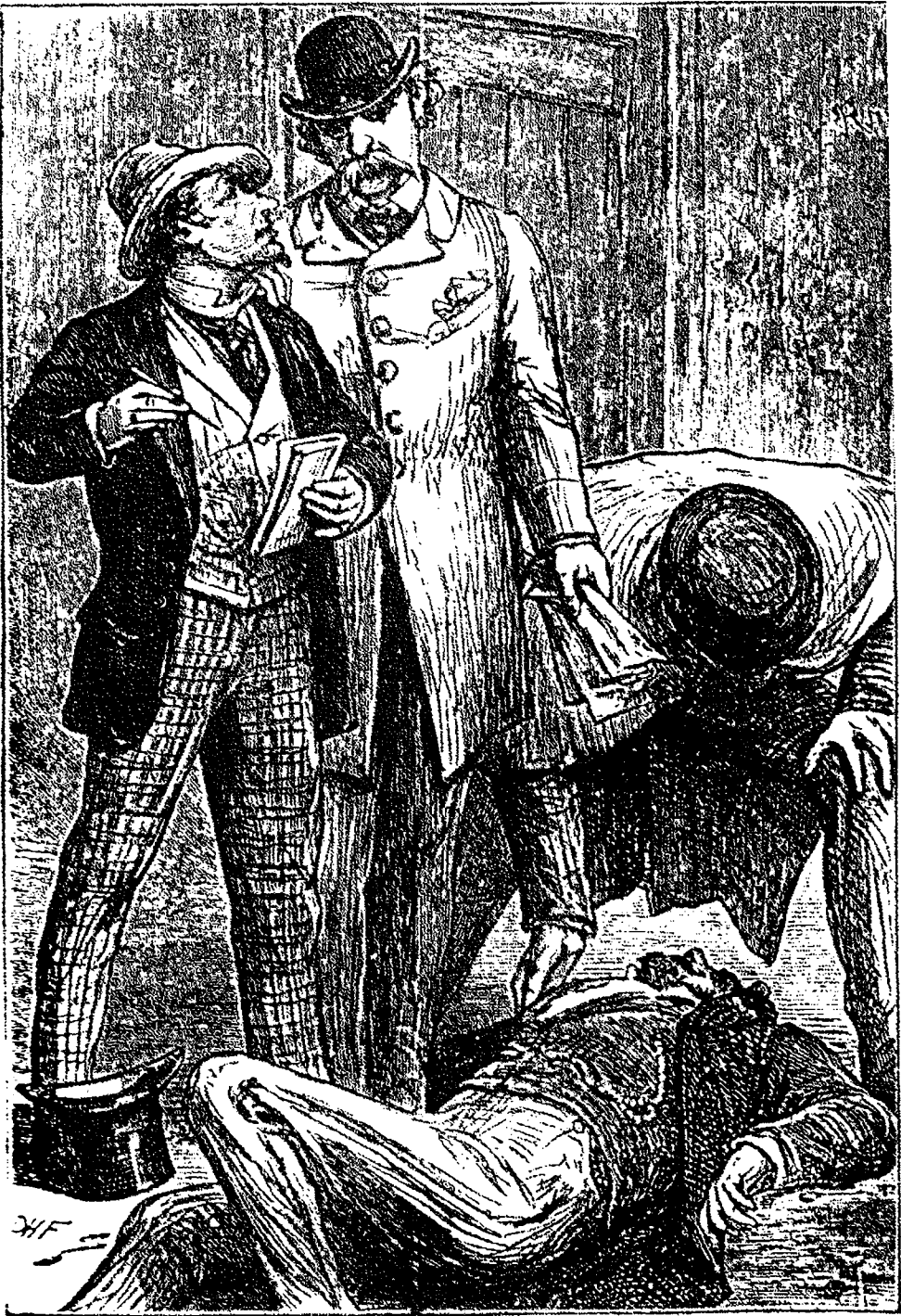
বীটন'স ক্রিস্টমাস অ্যানুয়াল-এ প্রকাশিত ডি এচ ফ্রিস্টন অঙ্কিত চিত্রে মরদেহ নিরীক্ষণরত শার্লক হোমস

বলল, 'দেহে চোট লাগেনি বলছ— ঠিক তো?' 'একেবারে ঠিক!' একই সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে দুই ডিটেকটিভ।

'তাহলে এ-রক্ত দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির— খুব সম্ভব হত্যাকারীর— আদৌ যদি সত্যি হয়ে থাকে। ১৮৩৪ সালে ইট্রেক্টে[১০] ভ্যান জ্যানসেনের মৃত্যুর ব্যাপারটা মনে পড়ে যাচ্ছে। গ্রেগসন কেসটা মনে আছে!'

'আজ্ঞে না।'

'পড়ে নিয়ো— পড়া উচিত। সংসারের নতুন কিছু হচ্ছে না— সব হয়ে গিয়েছে।'

কথার সঙ্গেসঙ্গে আঙুল চলছে হোমসের। তৎপর, দ্রুত, চঞ্চল আঙুল এত তাড়াতাড়ি টিপে দেখছে, বোতাম খুলছে, বুলিয়ে অনুভব করছে যে চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এত তাড়াতাড়ি অথচ এত নিপুণভাবে যে পরীক্ষা করা যায়, আগে জানতাম না। দুই চোখে কিন্তু সেই দিগন্ত বিস্তৃত স্বপ্নিল চাউনি— আগে যা বলেছি। সবশেষে মড়ার ঠোঁট শুঁকে তাকাল পেটেন্ট চামড়ার জুতোর শুকতলায়।

বললে, 'লাশ নাড়ানো হয়নি তো?'

'আমাদের পরীক্ষার জন্যে যেটুকু নাড়ানো দরকার, তার বেশি নয়।'

'মর্গে চালান করতে পার। আর কিছু জানার নেই।'

চারজন লোক স্ট্রেচার নিয়ে গ্রেগসনের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। হাঁকডাক শুনেই ঢুকল ভেতরে, আগন্তুককে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। লাশ তোলবার সময়ে কিন্তু একটা আংটি টং করে মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে যেতেই লাফিয়ে গিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিল লেসট্রেড। চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

পরক্ষণেই বললে গলার শির তুলে, 'মেয়েছেলেও ছিল এখানে। এ-আংটি বিয়ের আংটি। কনের আঙুলে থাকে।'

বলতে বলতে হাতের তেলোয় আংটি বাড়িয়ে ধরেছিল লেসট্রেড। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমরা সবাই। না, কোনো সন্দেহই নেই, সোনার এই ছোটো চক্রটি একদা এক বিয়ের কনের আঙুলেই শোভা পেয়েছিল।

'কেস দেখছি আরও জটিল হল,' বললে গ্রেগসন। 'এমনিতেই জটের ঠেলায় চোখে অন্ধকার দেখছিলাম, জুটল নতুন উৎসর্গ।'

'তাই নাকি? আংটি তাহলে জট বাড়িয়ে দিচ্ছে?' মন্তব্য করল শার্লক হোমস। 'হাঁ করে আংটির দিকে চেয়ে থাকলে নতুন কিছুই জানা যাবে না। লকেটে কী পেয়েছ বল।'

'এইখানেই সব আছে,' সিঁড়ির নীচের ধাপে স্তূপীকৃত কয়েকটি বস্তুর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে গ্রেগসন। লন্ডনের ব্যারড কোম্পানির[১১] তৈরি একটা সোনার ঘড়ি— নম্বর ৯৭১৬৩। খুব ভারী আর নিরেট সোনার অ্যালবার্ট চেন[১২]। গুপ্ত সমিতির চিহ্ন আঁকা সোনার আংটি। সোনার পিন— মাথাটা বুলডগের, চোখ দুটো চুনির। রাশিয়ান চামড়ার কার্ড-কেস, কার্ড লেখা 'এনক জে ড্রেবার অফ ক্লিভল্যান্ড। জামাকাপড়েও লেখা ই জে ডি। মানিব্যাগ নেই। কিন্তু আছে সতেরো পাউন্ড তেরো শিলিংয়ের মতো খুচরো টাকা পয়সা। বোকাসিওর 'ডেক্যামেরন'[১৩] বইখানার পকেট সংস্করণ, পুস্তনিতে লেখা জোসেফ স্ট্যানজারসনের নাম। দুটো চিঠি— একটা লেখা হয়েছে ই জে ড্রেবারকে, আর একটা জোসেফ স্ট্যানজারসনকে।'

দেওয়ালে লেখা অক্ষর দেখছেন হোমস। বীটন্‌স ক্রিস্টমাস অ্যানুয়াল।
শিল্পী : ডি এইচ ফ্রিস্টন

'কোন ঠিকানায়?'

'স্ট্র্যান্ডের আমেরিকান এক্সচেঞ্জের ঠিকানায়[১৪]— এসে নিয়ে যাওয়ার চিঠি। দুটোই এসেছে গুইয়ন স্টিমশিপ কোম্পানি[১৫] থেকে, লিভারপুল থেকে জাহাজ ছাড়ার খবর। বেচারা নিউইয়র্কে ফেরার তোড়জোড় করছিল।'

'স্ট্যানজারসন সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছ?'

'সঙ্গেসঙ্গে ব্যবস্থা করেছি,' বললে গ্রেগসন। 'সবক-টা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছি। লোক পাঠিয়েছি আমেরিকান এক্সচেঞ্জে, ফেরেনি এখনও।'

'ক্লিভল্যান্ডে খবর দিয়েছ?'

'টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি আজ সকালে।'

'কী জানতে চেয়েছ?'

'ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখেছি এই সম্পর্কে কিছু খবর পেলে খুশি হব।'

'যে-পয়েন্টটা প্রামাণিক আর চূড়ান্ত বলে মনে হয়েছে, সে-সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানতে চাওনি?'

'স্ট্যানজারসন সম্বন্ধে খবরাখবর চেয়েছি।'

'আর কিছু নয়? পুরো কেসটাই ঝুলছে যে-পয়েন্টে, সেটা সম্বন্ধে কিছুই জানতে চাওনি? আর একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে?'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গ্রেগসন বললে, 'যা বলবার সবই বলেছি।'

খুক খুক করে হেসে উঠল শার্লক হোমস। কী একটা কথা বলতে যাচ্ছে, এমন সময়ে বাইরের ঘর থেকে লেসট্রেড এসে পৌঁছোল এ-ঘরে। আত্মম্ভরিতা আর আত্মতৃপ্তি ঝরে পড়ছে দু-হাত ঘষার মধ্যে।

বললে, মি. গ্রেগসন, এইমাত্র একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছি। ভাগ্যিস দেওয়ালটা তন্নতন্ন করে দেখছিলাম, নইলে তো এ-জিনিস সবারই চোখ এড়িয়ে যেত।

সতীর্থকে একহাত নিতে পেরে সে কী ফুর্তি খর্বকায় মানুষটার। ঝিকমিক করছে দুই চোখ, চাপা উত্তেজনা বুড়বুড়ি কাটছে চোখে-মুখে।

হুড়মুড় করে ভেতরে এসে বললে সোল্লাসে, 'আসুন এদিকে। দাঁড়ান এখানে।' বিকট মড়া সরানোর ফলে ঘরে আবহাওয়ার উন্নতি ঘটেছিল। বুটের চামড়ায় দেশলাই ঘষে জ্বলন্ত কাঠিটা দেওয়ালের ওপর দিকে তুলে ধরল লেসট্রেড।

বললে বিজয়োল্লাসে, 'দেখুন!'

আগেই বলেছি, ছেঁড়া কাগজের লম্বা ফালি ঝুলছিল সবক-টা দেওয়ালেই। এই জায়গাটায় চৌকোনো হলদে পলেস্তারা বেরিয়ে পড়েছে বেশ খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে যাওয়ায়। হলুদ প্লাস্টারের ওপর রক্ত-লাল অক্ষরে লেখা একটি মাত্র শব্দ—

RACHE

'বলুন কী বুঝলেন?' সাড়ম্বরে হস্তসঞ্চালনে লেখাটি দেখিয়ে বললে লেসট্রেড, যেন জবর খেলা দেখাচ্ছে সার্কাসের বাজিকর। 'লেখাটা ছিল সবচেয়ে অন্ধকার কোণে— তাই কারো চোখে পড়েনি— দেখবার কথাও মনে হয়নি। হত্যাকারী এ-লেখা লিখেছে নিজের রক্ত দিয়ে।

দেখছেন না অক্ষর থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়েছে দেওয়াল বেয়ে। আত্মহত্যার সম্ভাবনা তাহলে নাকচ হয়ে গেল। শব্দটা ঘরের এ-কোণে কেন লেখা হয়েছিল বলুন তো? আমি বলছি। মোমবাতিটা দেখছেন? ওটা জ্বালানো হলে কিন্তু ওই কোণেই আলো পড়বে সবচেয়ে বেশি— অন্ধকার আর থাকবে না।

'আবিষ্কারের ফলে লাভটা কী হল?' প্রতিপক্ষকে পথে বসিয়ে দেওয়ার স্বরে বলল গ্রেগসন।

'লাভ? আরে মশাই, RACHEL নামটা লিখতে গিয়ে বাধা পাওয়ায় RACHE পর্যন্ত লেখা হয়েছে। RACHEL নামটা কিন্তু মেয়ের। কেসটা যখন গুটিয়ে আনা হবে, তখন দেখবেন র‍্যাচেল নামে একটা মেয়ে এর মধ্যে আছে। হাসা খুব সোজা মি. শার্লক হোমস। আপনি খুবই চালাক আর স্মার্ট মানছি, কিন্তু জানবেন কাঙালের কথা বাসি হলেও খাটে।'

খর্বকায় ডিটেকটিভের মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল হোমসের অকস্মাৎ অট্টহাসির জন্যে। হাসি থামিয়ে এখন বললে, 'কিছু মনে কোরো না। পুরো কৃতিত্ব তোমারই— কেউ দেখে ফেলার আগেই তুমি দেখেছ এমন একটা নাম যে কাল রাতের রহস্য নাটিকার অন্যতম ব্যক্তির স্বহস্তে লেখা। ঘরটা এখনও পর্যন্ত দেখিনি। এবার যদি অনুমতি কর তাহলে দেখা যাক।'

বলতে বলতে হোমস পকেট থেকে ঝাঁ করে টেনে বার করল একটা মাপবার ফিতে আর একটা মস্ত গোলাকার আতশকাচ। এই দুটি সরঞ্জামসহ শুরু হল তার নিঃশব্দ সঞ্চরণ ঘরের সর্বত্র। কখনো হেঁট হল, কখনো হাঁটু গেড়ে বসল, কখনো মুখ থুবড়ে সটান মেঝের ওপর নুয়ে পড়ল। মনোযোগী হয়ে রইল নিজের কাজে— আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে মনে হল। কেননা, বিবিধ মন্তব্যর ধারাবর্ষণ চালিয়ে গেল একনাগাড়ে আপন মনে চাপা গলায়। কখনো হর্ষে ফেটে পড়ল, কখনো বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, কখনো বিষাদে গুঙিয়ে উঠল, কখনো ফুর্তিতে শিস দিয়ে উঠল— বিপুল উৎসাহ আর প্রত্যাশা যেন মূর্ত হল ছোটো ছোটো চিৎকারের মধ্যে। ঠিক যেন খানদানি রক্তের উপযুক্ত ট্রেনিং পাওয়া একটা ফক্স হাউন্ড[১৬]— ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটোছুটি করছে, সাগ্রহে গরগর করছে, হারিয়ে যাওয়া গন্ধটা নাকে না-আসা পর্যন্ত স্থির থাকতে পারছে না। কুড়ি মিনিট কি তারও বেশি সময় এইভাবে চুলচেরা মাপজোক করে গেল হোমস হাতের ফিতে দিয়ে— কী যে ছাই মাপল আমি বুঝলাম না— কেননা আমার চোখে তা সম্পূর্ণ অদৃশ্যই রয়ে গেল। আমি না-দেখলেও ও কিন্তু অনেক দাগ দেখেছিল এবং একটা দাগ থেকে আর একটা দাগ কতটা দূরে ফিতে দিয়ে মাপছিল শুধু মেঝেতে নয়— দেওয়ালেও ফিতে ফেলে কী যে মাপল, বিন্দুবিসর্গ বুঝলাম না। একবার মেঝে থেকে ধূসর ধুলোর ছোট্ট একটা স্তূপ সযত্নে তুলে নিয়ে খামে পুরে রাখল পকেটে। সবশেষে আতশকাচ দিয়ে দেওয়ালের লিখন নিরীক্ষণ করল অসীম যত্নে— কিছুই যেন বাদ না-যায় এমনিভাবে তন্নতন্ন করে সবক-টা হরফ ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্যে দিয়ে বিবর্ধিত আকারে দেখার পর মনে হল যেন বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে! ফিতে আর কাচ রাখল পকেটে।

হেসে বলল, 'কথায় বলে প্রতিভাকে অনেক কষ্ট করতে হয়, নইলে কেষ্ট মেলে না। সংজ্ঞাটা যাচ্ছেতাই হলেও ডিটেকটিভ লাইনে খাটে।'

শখের গোয়েন্দার চাতুর্যপূর্ণ গতিবিধি, বিলক্ষণ কৌতূহল এবং কিছুটা অবজ্ঞাসহ লক্ষ করছিল গ্রেগসন আর লেসট্রেড। একটা ব্যাপার স্পষ্ট বুঝলাম। শার্লক হোমসের ছোটোখাটো তৎপরতাও যেন নির্দিষ্ট এবং বাস্তব লক্ষ্য অভিমুখী এরা দুইজনেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি।

তাই দুজনেই শুধালো একই সাথে, 'বলুন কী বুঝলেন।'

বন্ধুবর বললে, 'আমি যদি তোমাদের সাহায্য করে ফেলি, তাহলে তোমাদের আর বাহবা নেওয়া হয় না। কাজ যা করছ তা চমৎকার, মাঝখান থেকে বাগড়া দিতে চাই না।' প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যে ধ্বনিত হল নিঃসীম বিদ্রূপ। 'তদন্ত করছ কীরকম, সে-খবর যদি আমাকে জানানোর দরকার থাকে বলে মনে কর, তখন না হয় আমার সাধ্যমতো সাহায্য করা যাবে'খন। আপাতত লাশ যে আবিষ্কার করেছে সেই কনস্টেবলটির সঙ্গে কথা বলতে চাই। নাম-ঠিকানা দেবে?'

নোটবই বার করে নাম-ঠিকানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে লেসট্রেড বললে, 'জন রান্স। এখন ডিউটি নেই। কেনিংটন পার্ক গেটে[১৭] ৪৬ নম্বর অডলি কোর্টে গেলেই পাবেন!'

ঠিকানাটা লিখে নিল হোমস।

বলল, 'এসো ডাক্তার! জন রান্সকে খুঁজে বার করা যাক।' দুই ডিটেকটিভের দিকে ফিরে, 'তোমাদের শুধু একটা ব্যাপার বলে যেতে চাই— শোনা থাকলে তদন্তের সুবিধা হবে! এটা খুন[১৮]— খুনি একজন পুরুষ। মাথায় ছ-ফুটেরও বেশি ঢ্যাঙা, পূর্ণ যুবক মাথায় যতখানি ঢ্যাঙা সে-অনুপাতে পা অনেক ছোটো, পুরু চৌকোনো-মুখ বুটজুতো পরে, ত্রিচিনোপল্লী চুরুট[১৯] খায়। যে খুন হয়েছে তার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি চেপে এসেছিল এখানে। এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি। গাড়িটায় চারটে চাকা। ঘোড়াটার সামনে পায়ের একটা নাল নতুন, বাকি তিনটে পুরোনো, খুব সম্ভব হত্যাকারীর মুখ উজ্জ্বল লালচে, রক্ত যেন ফেটে পড়ছে— আর ডান হাতের আঙুলের নখ আশ্চর্য রকমের বড়ো! সামান্য কিছু পথনির্দেশ দিলাম, তোমাদের কাজে লাগবে।'

অবিশ্বাসের হাসি হেসে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে লেসট্রেড আর গ্রেগসন।

'খুনই যদি হবে তো হয়েছে কী করে বলে যান?' শুধোয় লেসট্রেড।

'বিষে', অশিষ্টভাবে সংক্ষেপে জবাব দিয়ে পা বাড়ায় শার্লক হোমস। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আর একটা কথা, লেসট্রেড। ''র‍্যাচি'' একটা জার্মান শব্দ— মানে প্রতিশোধ। কাজেই খামোকা মিস র‍্যাচেলকে খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।'

ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল হোমস— পেছনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী।

৪। জন রান্স যা বললে

তিন নম্বর লরিস্টন গার্ডেন্স ছেড়ে বেরিয়ে এলাম বেলা একটার সময়। নিকটতম টেলিগ্রাফ[১] অফিসে গিয়ে একটা সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠাল শার্লক হোমস। তারপর একটা গাড়ি ডেকে লেসট্রেড প্রদত্ত ঠিকানায় যেতে বললে গাড়োয়ানকে।

যেতে যেতে বললে, 'সাক্ষ্যপ্রমাণ যত টাটকা পাওয়া যায়, ততই ভালো। এ-কেস নিয়ে আমার মনে আর ধোঁকা নেই। তাহলেও আরও খবর যদি পাওয়া যায়, নেওয়া দরকার।'

আমি বললাম, 'হোমস তাজ্জব করলে আমাকে। যা বলে এলে, তা কি সব জেনেই বললে?'

'ভুল করার মতো কিছু থাকলে তো ভুল করব। অকুস্থলে পৌঁছেই সবার আগে যা যা দেখলাম তা একটা গাড়ির চাকার দাগ— ফুটপাত ঘেঁষে চাকার দু-সারি দাগ পড়েছে। বৃষ্টি কাল রাতেই হয়েছে, তার আগের সাতদিনে হয়নি। কাজেই চাকার গভীর দাগটাও কাল রাতেই পড়েছে। ঘোড়ার খুরের ছাপও পড়েছে কাদায়— তিনটে অস্পষ্ট, একটা খুব স্পষ্ট— তার মানে নতুন নাল। গ্রেগসন বলেছে সকালের দিকে গাড়ি ছিল না বাড়ির সামনে। গাড়িটা কিন্তু এসেছিল বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার পর। সুতরাং ধরে নিলাম, ওই গাড়ি চেপেই গভীর রাতে দু-জনে এসেছিল বাড়িতে!'

'খুব সোজা তো! কিন্তু হত্যাকারী মাথায় কতখানি ঢ্যাঙা, তা বললে কী করে?'

'দশজনের মধ্যে ন-জনের ক্ষেত্রেই লম্বা লম্বা পা ফেলার মাপ থেকে বলে দেওয়া যায় মাথায় কতখানি ঢ্যাঙা। হিসেবটা সোজা, কিন্তু অঙ্ক দিয়ে তোমার বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। লোকটার পায়ের ছাপ দু-জায়গায় পেয়েছি— বাইরের কাদায়, ভেতরের ধুলোয়। হিসেবটা যাচাই করার সুযোগও পেয়েছি। দেওয়ালের গায়ে লেখবার সময়ে মানুষমাত্রই চোখের সামনে লেখে— এক লেভেলে। মেঝে থেকে ছ-ফুট উঁচুতে হয়েছে লেখাটা। বাকিটা স্রেফ ছেলেখেলা।'

'লোকটার বয়স বললে কী করে?'

'যে-লোক অবলীলাক্রমে সাড়ে চার ফুট পদক্ষেপে হাঁটে, পূর্ণযৌবন কি তার মধ্যে টলমল করছে না? বাগানের রাস্তাটুকু ওইভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে এসেছে হত্যাকারী। ছোটো পদক্ষেপে হেঁটেছে পেটেন্টে চামড়ার বুট— সে-ছাপ ভেঙে দিয়েছে চৌকোনো-মুখ বুট। এর মধ্যে রহস্য নেই, ওয়াটসন। প্রবন্ধটায় পর্যবেক্ষণ আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার যেসব নিয়মকানুন লিখেছি, তারই কিছু কিছু প্রয়োগ করেছি মামুলি জীবনে। বলো, আর কী কী বুঝতে পারনি?'

'আঙুলের নখ আর ত্রিচিনোপল্লী।'

'দেওয়ালের লেখাটা একজন পুরুষের আঙুলের— রক্তে আঙুল ডুবিয়ে লিখেছে। আতশকাচের মধ্যে লক্ষ করলাম, লিখতে গিয়ে প্লাস্টারেও আঁচড় পড়েছে— নখ কাটা থাকলে আঁচড় পড়ার কথা নয়। মেঝে থেকে খানিকটা ছাই কুড়িয়ে নিয়েছিলাম মনে আছে? কালচে স্তরে স্তরে সাজানো, একমাত্র ত্রিচিনোপল্লী চুরুটেই এমনি ছাই হয়। চুরুটের ছাই নিয়ে আমার বিশেষ পড়াশুনা আছে, এ-বিষয়ে একটা প্রবন্ধও লিখেছি। বললে অহংকার শোনায়, কিন্তু যেকোনো চুরুট বা তামাকের যেকোনো ছাই দেখে আমি বলে দিতে পারি কোনটা কী ব্র্যান্ডের এবং তফাত কোথায়। লেসট্রেড আর গ্রেগসনের সঙ্গে দক্ষ ডিটেকটিভের তফাত ওইখানেই।'

'লালচে মুখ?'

'ওটা একটা আন্দাজি ব্যাপার। তবে আমার বিশ্বাস ভুল হবে না। এই পরিস্থিতিতে এর বেশি জিজ্ঞেস কোরো না।'

কপালে হাত চালিয়ে বললাম, 'মাথা ঘুরছে আমার। যতই ভাবছি, ততই রহস্যজনক ঠেকছে। ফাঁকা বাড়িতে দু-জনে এল কী মতলবে। শুধু দু-জনেই যে এসেছিল, তার কী

প্রমাণ? কোচোয়োন গেল কোথায়? একজন কি আর একজনকে বিষ খেতে বাধ্য করতে পারে? অত রক্ত এল কোত্থেকে? হত্যাকারী হত্যা করতে গেল কেন?

'ডাকাতির চিহ্ন তো দেখা যায়নি। মেয়ের আংটি-বা এল কোত্থেকে। সবচেয়ে বড়ো রহস্য, সরে পড়ার আগে দ্বিতীয় ব্যক্তি জার্মান শব্দ ''র‍্যাচি" লিখতে গেল কেন? কিছুই বুঝছি না, কোনোটার যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না।'

সম্মতিসূচক হাসি হাসল বন্ধুবর।

বলল, 'ছোট্টর মধ্যে সবক-টা রহস্য গুছিয়ে বললে। অস্পষ্ট এখনও অনেক কিছুই— কিন্তু মূল বিষয়গুলো সুস্পষ্ট আমার মনের মধ্যে। লেসট্রেড বেচারি যে-আবিষ্কার করে তুরুক নাচ নাচছে, ওটা আসলে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার ব্যবস্থা— পুলিশ যাতে ভুল পথে তদন্ত করে, সমাজবাদ[২] আর গুপ্ত সমিতি নিয়ে ঘুরে মরে। ও-লেখা কোনো জার্মান লেখেনি। A অক্ষরটা জার্মান ছাঁদে লেখা— লক্ষ করেছ নিশ্চয়। কিন্তু খাঁটি জার্মান ল্যাটিন ছাঁদে লেখে। নিশ্চিন্ত মনে তাই বলতে পার, একজন আনাড়ি জার্মান ছাঁদ নকল করতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। স্রেফ ধোঁকা দিয়ে বিপথে চালনা করার প্রয়াস! ডাক্তার, এর বেশি আর তোমায় বলব না। জানো তো, জাদুকর হাত সাফাইয়ের কায়দা যদি বলেই দেয়, তাহলে আর বাহাদুরি পায় না। আমার কাজের পদ্ধতি যদি বেশি বলতে থাকি, তুমি আমাকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে ফেলবে।'

'কখনো না— অমন কর্ম আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না। এ-পৃথিবীতে গোয়েন্দাগিরিকে পাকাপোক্ত বিজ্ঞানের আসনে তুমিই প্রথম বসালে।'

কথাগুলো অন্তর থেকে বলেছিলাম। বন্ধুবর তা লক্ষ করে আনন্দে আরক্ত হয়ে উঠল। গোড়া থেকেই দেখছি, প্রশংসা শুনলে গলে যায় হোমস, সৌন্দর্যের প্রশংসায় মেয়েরা যেমন ডগমগ হয়— শার্লক হোমসও স্বকীয় শিল্পের প্রশংসায় বিচলিত হয় বিলক্ষণ।

তাই ফের বললে, 'তাহলে আর একটা কথা বলা যাক। পেটেন্ট চামড়ায় বুট আর চৌকোনা-মুখ বুট একই গাড়িতে এসেছে, বাগানের রাস্তা বেয়ে বন্ধুর মতো হাত ধরাধরি করে হেঁটেছে। বাড়ির মধ্যে ঢোকার পর পেটেন্ট চামড়া এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছে কিন্তু চৌকোনা বুট ঘরময় পায়চারি করেছে। ঘরের ধুলোতেই সে-ছাপ রয়েছে। লোকটা একদণ্ডও থামেনি— ক্রমাগত এদিক-ওদিক করেছে, বকবক করেছে, একটু একটু করে নিজেকে তাতিয়ে খুনের প্রস্তুতি এনেছে। উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে পায়চারি করার সঙ্গেসঙ্গে— বুঝলাম ক্রমশ বেশি লম্বা পা ফেলার ছাপ দেখে! শেষকালে ক্রোধ যখন চরমে পৌঁচেছে, খুন করেছে সঙ্গীকে। যা বললাম, তার কিছু জেনেছি, বাকিটা অনুমান করেছি। তদন্ত শুরু করার মতো ভালো বনেদ কিন্তু পেয়েছি। এবার চটপট কাজটা শেষ করা দরকার। কেননা, বিকেলে হ্যালির কনসার্টে[৩] যাব নরম্যান নেরুদার[৪] বাজনা শুনতে।'

এ-কথা যখন হচ্ছে, গাড়ি তখন চলেছে বিবর্ণ নোংরা রাস্তা আর বিষণ্ণ নিরানন্দ অলিগলি দিয়ে। সবচেয়ে নোংরা আর নিরানন্দ গলির মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। মৃত্যু-রঙিন ইটের দেওয়ালে একটা ফাঁক দেখিয়ে কোচোয়ান বললে— 'অডলি কোর্ট। এখানেই পাবেন আমাকে। ঘুরে আসুন।'

অডলি কোর্ট খুব একটা আকর্ষণীয় অঞ্চল নয়। সরু গলিপথের পর পাথর বাঁধানো একটা চতুর্ভুজ ক্ষেত্র। সারি সারি হীনদর্শন বাড়ি। বিরং পোশাক পরা নোংরা চেহারার বাচ্চাদের মাঝ দিয়ে পৌঁছোলাম ৪৬ নম্বর বাড়ির সামনে। দরজায় তামার পাতে খোদাই করা রান্সের নাম। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কনস্টেবল মহোদয় এখন শয্যায়। খবর পাঠানোর পর আমাদের বসতে দেওয়া হল সামনের সংকীর্ণ বারান্দায়।

ঘুম থেকে তুলে আনার জন্যে মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে অচিরে এল জন রান্স।

বলল, 'আমি তো রিপোর্ট দিয়ে এসেছি অফিসে।'

পকেট থেকে একটা আধগিনি বার করে চিন্তামগ্ন ভাবে নাচাতে নাচাতে হোমস বললে— 'আমরা বসেছিলাম তোমার নিজের মুখে ব্যাপারটা শুনতে।'

সোনার ছোট্ট চাকতির দিকে চেয়ে থেকে কনস্টেবল বললে, 'সানন্দে বলব। বলুন কী জানতে চান।'

'যা-যা ঘটেছিল, বলো তোমার মতো করে।'

ঘোড়ার চুল দিয়ে ঠাসা সোফায় বসল রান্স। কপাল কুঁচকে ভেবে নিলে যাতে একটা কথাও না বাদ যায়।

বলল, 'গোড়া থেকে বলছি। আমার ডিউটি রাত দশটা থেকে ভোর ছ-টা পর্যন্ত। হোয়াইট হার্টের[৫] মদের আড্ডায় এগারোটা নাগাদ একটা মারপিট হয়েছিল— তারপর সব ঠান্ডা। একটার সময় শুরু হল বৃষ্টি। হল্যান্ড গ্রোভ[৬] বীটের কনস্টেবল হ্যারি মার্চারের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে হেনরিয়েট্টা স্ট্রিটে[৭] গল্প করতে লাগলাম দু-জনে। একটু পরে, দুটো নাগাদ কি তারও একটু পরে, ঠিক করলাম ব্রিক্সটন রোডে সব ঠিকঠাক আছে কিনা টহল দিয়ে দেখে আসা যাক। দারুণ নোংরা আর ফাঁকা রাস্তা। দু-একটা গাড়ি পাশ দিয়ে গেল— তা ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দু-জনে ভাবছি এই সময়ে একটু জিন পেলে কি ভালোই না হত, এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাড়ির জানালায় আলোর আভা দেখলাম। লরিস্টন গার্ডেন্সের ওই দুটো বাড়িতে কেউ থাকে না আমি জানতাম। কারণ বাড়ির মালিক নর্দমা সাফ করে না— অথচ একজন ভাড়াটে টাইফয়েডে মারা গেছে সেখানে। তাই অবাক হলাম বাড়ির মধ্যে আলো দেখে। সন্দেহ হল নিশ্চয় ব্যাপার সুবিধের নয়। দরজার সামনে আসতেই—'

'থমকে দাঁড়ালে। ফিরে এলে বাগানের দরজায়। কেন বল তো?' বাধা দিয়ে বললে হোমস।

ভীষণ চমকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রান্স। বিষম বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল শার্লক হোমসের মুখপানে।

'আরে সর্বনাশ! সত্যিই থমকে গিয়ে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি স্যার জানলেন কী করে? ভারি আশ্চর্য তো! ব্যাপারটা কী জানেন, দরজার সামনে পর্যন্ত গিয়ে বাড়ির ভেতরটা এমন খাঁ খাঁ অবস্থায় নিস্তব্ধ দেখলাম যে মনে হল একা যাওয়াটা ঠিক হবে না— সঙ্গে কাউকে রাখি! ভূতের ভয় আমার নেই স্যার। কিন্তু হঠাৎ কেন জানি মনে হল, টাইফয়েডে যে-মরেছে হয়তো সে ফিরে এসেছে নর্দমায় মৃত্যুর কারণটা খুঁজতে। ভাবতেই গা ছমছম করে উঠল।

ভাবলাম, ফিরে যাই। মার্চারের লণ্ঠন[৮] দেখলে ডেকে নিয়ে আসি। কিন্তু কাউকেই দেখলাম না। না মার্চার, না কেউ।'

'কেউ ছিল না রাস্তায়?'

'জ্যান্ত কেউ ছিল না— কুকুর পর্যন্ত নয়। তাই সাহসে বুক বেঁধে ফিরে এলাম। একটা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। কোনো আওয়াজ না-পেয়ে গেলাম যে-ঘরে আলো জ্বলছিল। ম্যান্টল পিসে লাল মোমবাতি জ্বলতে দেখলাম, সেই আলোয় দেখলাম—'

'জানি কী দেখলে। ঘরময় কয়েকবার চরকিপাক দিয়ে লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লে। তারপর উঠে গিয়ে রান্নাঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করলে—'

ভয়ার্ত মুখে ফের লাফিয়ে উঠে সন্দিগ্ধ চোখে শার্লক হোমসের দিকে চেয়ে রান্স বললে, 'কোথায় লুকিয়ে ছিলেন বলুন তো? আপনি তো দেখছি আমার চাইতে বেশি জানেন?'

হাসতে হাসতে নিজের-নাম-লেখা কার্ডটা টেবিলের উপর দিয়ে কনস্টেবলের দিকে ছুড়ে দিল হোমস, 'দেখো হে, খুনের দায়ে শেষে আমাকেই গ্রেপ্তার করে বোসো না। আমি শিকারীর কুকুর, নেকড়ে নই। মি. গ্রেগসন আর মি. লেসট্রেডকে জিজ্ঞেস করলেই শুনবে 'খন। আপাতত থেমো না। বলে যাও তারপর কী হল।'

রান্স ফের আসন গ্রহণ করল বটে, কিন্তু রহস্যমদিরতা গেল না চোখ-মুখ থেকে। বললে, 'গেটে এসে বাঁশি বাজালাম। শুনে দৌড়ে এল মার্চার এবং আরও দু-জন।'

'তখনও কি ফাঁকা ছিল না রাস্তা?'

'আচ্ছা আদমি বলতে কেউ ছিল না।'

'তার মানে? কী বলতে চাও?'

দাঁত বার করে হাসল কনস্টেবল, 'জীবনে অনেক মাতাল দেখেছি স্যার। কিন্তু কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া মাতাল দেখিনি। বেরিয়ে এসে দেখি রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে টলছে আর গলা ছেড়ে কলাম্বাইন্স নিউফ্যানগল্‌ড ব্যানার[৯] জাতীয় একটা গান গাইছে একটা লোক। টলছে ভীষণভাবে— পড়ে যায়নি এই যথেষ্ট।'

'কী ধরনের লোক?' শুধোল শার্লক হোমস।

অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় খিটখিটে স্বরে বললে জন রান্স, 'অসাধারণ মাতাল। হাতে কাজ না-থাকলে নির্ঘাত ফাটকে পুরতাম।'

'মুখটা দেখেছিলে? পোশাক?' অসহিষ্ণু স্বর শার্লক হোমসের।

'দেখেছিলাম বলেই তো মনে হচ্ছে? আমি আর মার্চার ধরাধরি করে খাড়া করে দিয়েছিলাম বলেই দেখেছিলাম। তালঢ্যাঙা, লালচে মুখ, মুখের নীচের দিক মাফলার দিয়ে—'

'ওতেই হবে,' সজোরে বললে হোমস। 'কী করলে তাকে নিয়ে?'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে পুলিশম্যান, 'তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় ছিল না। নিজের বাড়িতেই হয়তো গেছে।'

'জামাকাপড় কী পরেছিল?'

'ব্রাউন ওভারকোট।'

'হাতে চাবুক ছিল?'

লাফিয়ে উঠেছে জন রান্স। ওয়ার্ড, লক, বাওডেন অ্যান্ড কোং প্রকাশিত সংস্করণে হাচিনসনের অলংকরণ

'চাবুক— না।'

'নিশ্চয় রেখে এসেছিল,' স্বগতোক্তি করে হোমস। 'এরপর আর তাকে দেখোনি? গাড়িও চোখে পড়েনি?'

'না।'

'এই নাও তোমার আধগিনি,' উঠে দাঁড়িয়ে টুপি তুলে নিয়ে বললে হোমস। 'রান্স, জীবনে তুমি প্রমোশন পাবে না। তোমার ওই মাথাটা গয়নার মতো সাজিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনো কাজে লাগবে না। কাল রাতেই তুমি সার্জেন্টের স্ট্রাইপ্‌স্‌ পেয়ে যেতে। যাকে বগলদাবা করে তুলেছিলে, এ-রহস্যের সূত্র তারই হাতে। তাকেই আমরা এখন খুঁজছি। তর্ক করে লাভ নেই! চলে এসো ডাক্তার!'

একইসঙ্গে দুই বন্ধু রওনা হলাম গাড়ি অভিমুখে। অবিশ্বাসভরা চোখে চেয়ে বিষম অস্বস্তির মধ্যে জন রান্স দাঁড়িয়ে রইল পেছনে।

বাড়ির দিকে ছুটে চলল গাড়ি। ভেতরে বসে তিক্ত কণ্ঠে হোমস বললে, 'বেটা গাধা কোথাকার! একটার পর একটা ভুল করে গেছে! ভাবতে পার এ-রকম একটা অতুলনীয় সুযোগ হাতের মুঠোর মধ্যে আসা সত্ত্বেও ছেড়ে দিতে পারে কেউ?'

'আমি যে বন্ধু এখনও যে-তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছি। এই রহস্যের দ্বিতীয় ব্যক্তির বর্ণনা তুমি একটু আগে দিয়েছ তার সঙ্গে এই লোকটার চেহারা হুবহু মিলে যায় মানছি। কিন্তু মাথায় ঢুকছে না বাড়ি ছেড়ে চম্পট দেওয়ার পর আবার কেন ফিরে এল সে। ক্রিমিন্যালদের স্বভাব কিন্তু তা নয়।'

'আংটি... আংটি... আংটির জন্যেই ফিরে আসতে হয়েছে তাকে। আর কোনো পন্থাতেই যদি তার টিকি ধরতে না-পারি— এই আংটির টোপ ফেলেই তাকে ছিপে গাঁথব। ডাক্তার, বাজি ফেলে বলছি, ওকে আমি কবজায় আনবই। কিন্তু ধন্যবাদটা তোমারই প্রাপ্য। কেন জান? তুমি না ঠেলেঠুলে পাঠালে এ-কেসে আমি মাথা গলাতাম না— বঞ্চিত হতাম আমার গবেষক জীবনের শ্রেষ্ঠতম গবেষণা থেকে— উজ্জ্বল লাল রঙের খুনের সূত্র— আমাদের কর্তব্য তা আলাদা করে বার করা, রহস্য গ্রন্থিকে সরল করা এবং হাটের মধ্যে প্রহেলিকার হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া। আপাতত চলো লাঞ্চ খাই, তারপর শুনব নরম্যান নেরুদার বাজনা। আহা, খাসা হাত ভদ্রমহিলার। কায়দাকানুনেরও তুলনা নেই। শোপ্যাঁর[১০] সেই সুরটা এত চমৎকার বাজান— ট্রা-লা লা-লেরা-লিরা-লে।'

গাড়ির কোণে হেলান দিয়ে ভরত পক্ষীর মতো মনের আনন্দে গান গেয়ে চলল শখের রহস্যসন্ধানী— অ্যামেচার ব্লাড হাউন্ড— আর আমি তন্ময় হয়ে রইলাম মানবমনের বহুমুখী রহস্য নিয়ে।

৫। বিজ্ঞাপনের জবাবে সাক্ষাৎপ্রার্থী

আমার শরীর দুর্বল। সকালের ধকলে তাই কাত হয়ে পড়লাম। বিকেলে আর বেরোতে পারলাম না। হোমস একাই গেল কনসার্ট শুনতে। আমি সোফায় শুয়ে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথাই। বিবিধ ঘটনা প্রবাহে মস্তিষ্ক এতই উত্তপ্ত এবং এতই উত্তেজিত

যে অস্থির হয়ে পড়লাম, অদ্ভুততম কল্পনা আর অনুমানের উৎপাতে। ঘুমোনোর চেষ্টায় প্রতিবার চোখ বোজবার সঙ্গেসঙ্গে মনের চোখে ভেসে উঠল নিহত ব্যক্তির বিকৃত বেবুন-সদৃশ মুখাবয়ব। জ্বলে পুড়ে গেলাম স্মৃতির এই জঘন্য অত্যাচারে। এহেন মুখের মালিককে যে-ব্যক্তি ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিয়েছে তাকে মনে মনে ধন্যবাদ না-দিয়ে পারলাম না। অতীব করাল চেহারার পাপ যদি মানুষের চেহারায় কখনো বিমূর্ত হয়ে থাকে, তবে তা ক্লিভল্যান্ড নিবাসী এনক জে ড্রেবারের মুখ। তা সত্ত্বেও পাপীকে সাজা দিতেই হবে। কেননা, লম্পটকেও লাম্পট্যের শাস্তি দিলে না আইন কখনো শাস্তিদাতাকে ক্ষমা করে না।

ব্যাপারটা নিয়ে যতই মনে মনে তোলপাড় করতে লাগলাম, বন্ধুবরের অনুমিতিটা ততই অসাধারণ মনে হতে লাগল আমার কাছে! ও বলেছিল, লোকটাকে বিষ দিয়ে খুন করা হয়েছে। মনে পড়ল কীভাবে নিহত ব্যক্তির ঠোঁট শুঁকেছিল হোমস। বিষ প্রয়োগে হত্যার ধারণাটা ওর মগজে প্রবেশ করেছে নিশ্চয় তখনই। বিষক্রিয়ায় হত্যাই যদি না হয় তবে তো হত্যাটা হল কীভাবে? গলা টেপার চিহ্ন নেই— অস্ত্রাঘাতের ক্ষতও নেই। মেঝের ওপরে রক্তের ওই পুকুরটা তাহলে কার? ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখা যায়নি— নিহত ব্যক্তির কাছেও এমন কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি যার আঘাতে হত্যাকারীর দেহ থেকে রক্তপাত ঘটতে পারে। বেশ বুঝলাম, এতগুলো ধাঁধার সমাধান না-হওয়া পর্যন্ত ঘুমোনো সম্ভব হবে না আমার পক্ষে— হোমসও পারবে না ঘুমোতে। ওর প্রশান্ত আত্মবিশ্বাসী আচরণ থেকেই স্পষ্ট বুঝেছি রহস্যাবলির চাবিকাঠি এর মধ্যে ওর পকেটে পৌঁছে গিয়েছে— মনে মনে ধাঁধার একটা সমাধানও ছকে নিয়েছে— কিন্তু সে-সমাধান যে আসলে কী, কিছুতেই তা ভেবে উঠতে পারলাম না।

হোমস বাড়ি ফিরল কিন্তু অনেক দেরিতে— এত দেরি নিশ্চয় শুধু কনসার্ট শোনার জন্যে হয়নি। ডিনার টেবিলে খাবার সাজানো হয়ে যাওয়ার পর আবির্ভাব ঘটল মূর্তিমানের!

চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'অপূর্ব! সংগীত সম্বন্ধে ডারউইন[১] কী বলেছিলেন মনে আছে? বলেছিলেন, মানুষের মধ্যে কথা বলার শক্তি আসার অনেক আগেই এসেছিল গান গাওয়ার শক্তি। সেই জন্যেই বোধ হয় সংগীত এত সূক্ষ্মভাবে নাড়া দেয় আমাদের। বিশ্ব যখন শৈশবাবস্থায় তখনকার কুয়াশা ছাওয়া বহু শতাব্দীর স্মৃতি এখনও রয়ে গিয়েছে প্রত্যেকের সত্তায়।'

'ধারণাটা খুব ব্যাপক,' মন্তব্য করলাম আমি।

'প্রকৃতিকে বোঝাতে গেলে ধারণাটাও প্রকৃতির মতোই ব্যাপক হওয়া দরকার। কী ব্যাপার বল তো? তোমাকে তো খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না? ব্রিক্সটন রোড রহস্যে বিচলিত হয়েছ দেখছি।'

'সত্যিই হয়েছি,' বললাম আমি। 'আফগান অভিজ্ঞতার পর আমার আরও একটু শক্ত হওয়া উচিত ছিল। কেইওয়ান্দে কচুকাটা হতে দেখেছি কমরেডদের— নার্ভ কাঁপেনি একটুও।'

'বুঝি। এ-ব্যাপারে এমন একটা রহস্য আছে যা কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবেই। কল্পনা যেখানে নেই, বিভীষিকাও সেখানে নেই। সান্ধ্য দৈনিক দেখেছ!'

'না।'

'ঘটনাটার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ছেপেছে। শুধু একটা কথা বলেনি। মৃতদেহ তোলবার সময়ে মেয়েলোকের বিয়ের আংটি গড়িয়ে পড়ার ঘটনাটার কোনো উল্লেখ নেই। না-করে ভালোই করেছে।'

'কেন?'

'এই বিজ্ঞাপনটা দেখলেই বুঝবে। আজ সকালেই ওই কাণ্ড দেখে আসার পর সবক-টা খবরের কাগজে পাঠিয়েছিলাম বিজ্ঞাপনটা।'

কাগজটা ছুড়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল হোমস। নির্দিষ্ট জায়গাটিতে চোখ বুলোলাম। 'হারানো প্রাপ্তি' স্তম্ভের পয়লা বিজ্ঞাপন[২]। 'হোয়াইট হার্ট মদ্যশালা আর হল্যান্ড গ্রোভের মাঝের রাস্তায় ব্রিক্সটন রোডে আজ সকালে একটা সোনার সাদাসিদে আংটি পাওয়া গেছে। আজ সন্ধ্যায় ২২১বি, বেকার স্ট্রিটস্থ ডা. ওয়াটসনের সঙ্গে আটটা থেকে ন-টার মধ্যে সাক্ষাৎ করুন।'

'তোমার নাম ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি,' বললে হোমস। 'আমার নাম ব্যবহার করলে মূর্খগুলো চিনতে পারত— সব ভণ্ডুল করে দিত।'

'তা ঠিক। কিন্তু ধর যদি কেউ আসে। আংটি তো নেই আমার কাছে।'

'আছে বই কী,' একটা আংটি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল হোমস— 'এতেই হবে। প্রায় ওইরকমই দেখতে।'

'বিজ্ঞাপনে কে সাড়া দেবে বলে মনে হয় তোমার?'

'ব্রাউন কোট পরা লালমুখো আমাদের সেই বন্ধুটি— যার জুতোর ডগা চৌকোনা— পায়ের আঙুলও তাই। নিজে না-এলেও স্যাঙাত কাউকে পাঠাবেই।'

'আসাটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক তার পক্ষে— সে-খেয়াল কি তার নেই বলছ?'

'একেবারেই নেই! এ-মামলায় আমি যা ভেবেছি তা যদি ঠিক হয় এবং ঠিক বলেই আমার বিশ্বাস— তাহলে সোনার আংটি ফেরত পাওয়ার জন্যে যেকোনো ঝুঁকি নিতে সে প্রস্তুত। আমার ধারণা মতো, ড্রেবারের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে আংটিটা পড়ে যায়— কিন্তু সে জানত না। বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর যখন সে জানল, দৌড়ে এল আংটি উদ্ধার করতে— কিন্তু পারল না পুলিশ দেখে। দোষটা তারই। জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে যাওয়ার দরুনই আলো দেখে পুলিশ এসে গিয়েছে। গেটের কাছে অত রাতে তাকে দেখলে পাছে পুলিশের সন্দেহ হয় তাই মদ্যপের অভিনয় করতে হল তৎক্ষণাৎ। এবার তার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করো। পুরো ব্যাপারটা গোড়া থেকে নতুন করে ভাবতে গিয়ে এমন ভাবা স্বাভাবিক নয় কি যে আংটিটা হয়তো রাস্তায় কোথায় ফেলেছে... বাড়ির মধ্যে নেই! সেক্ষেত্রে তার কী করা উচিত? হারিয়ে যাওয়া জিনিস যদি কেউ খুঁজে পেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, এই আশায় দুরু দুরু বুকে সান্ধ্যদৈনিক দেখা। এই বিজ্ঞাপনটাও সে দেখবে। আনন্দে আটখানা হবে। ফাঁদে পা দিতে চলেছে এ-ধারণা মাথায় আসবে কেন? খুনের সঙ্গে আংটির যে সম্পর্ক থাকতে পারে, এমন কোনো যুক্তি তার মাথায় এলে তো। তাই আসবে। আসতেই হবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে। দেখা করবে তো?'

'তারপর?'

'আমার ওপর ছেড়ে দিয়ো! তোমার হাতিয়ার আছে?'

'পুরোনো মিলিটারি রিভলবার আর কয়েকটা কার্তুজ আছে।'

'সাফ করে নিয়ে গুলি ভরে রাখ। লোকটা কিন্তু মরিয়া, যদিও ওকে আমি আচমকা কবজায় আনব, তাহলেও খারাপ পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকা ভালো।'

শোবার ঘরে গিয়ে ওর কথামতো রিভলবারে গুলি ভরে নিলাম। ফিরে এসে দেখি খাবার টেবিল সাফ হয়ে গিয়েছে। হোমস ওর প্রিয়তম বেহালা নিয়ে ঘষামাজা করতে বসেছে।

আমি ঢুকতেই বললে, 'ষড়যন্ত্র গভীর হচ্ছে। আমার আমেরিকান টেলিগ্রামের জবাব পেলাম এইমাত্র। এ-মামলা সম্বন্ধে আমার ধারণাই সত্যি।'

'কী ধারণা?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি আমি।

'নতুন তার লাগালে বেহালার বাজনাটা আরও খুলবে। পিস্তলটা পকেটে রাখ। লোকটা এলে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলবে। বাকি যা করবার আমি করব। কটমট করে চেয়ে ভয় পাইয়ে দিয়ো না।'

'এখনই তো আটটা বাজে,' ঘড়ি দেখে বললাম আমি।

'হ্যাঁ। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সে এল বলে। দরজাটা একটু খোলো— ওতেই হবে! চাবিটা ভেতরে রাখো। ধন্যবাদ। এই বইটা[৩] গতকাল হঠাৎ পেয়ে গেলাম স্টলে। অদ্ভুত বই। ভীষণ পুরোনো। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ডের লাজে[৪] ল্যাটিন ভাষায় ছাপা। বাদামি মলাটে বাঁধানো খুদে এই বই যখন ছাপার হরফে প্রথম বেরোয়, চার্লসের মাথা তখনও খাড়া ঘাড়ের ওপর।'[৫]

'কে ছেপেছে?'

'ফিলিপ দ্য ক্রয়[৬]। পুস্তনিতে ফিকে কালি দিয়ে একটা নামও দেখতে পাচ্ছি— উইলিয়াম হোয়াইট[৭]। লোকটা কে বুঝতে পারছি না। সপ্তদশ শতাব্দীর অনধিকার চর্চাকারী কোনো আইনবিদ হতে পারে। লেখার মধ্যে আইনের প্যাঁচ আছে। এসে গেছে আমাদের লোক।'

কথা শেষ না হতে হতেই ঢং ঢং করে বেশ জোরে ঘণ্টা বেজে উঠল একতলায়। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল শার্লক হোমস, চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে গেল দরজার দিকে। হলঘরে পরিচারিকার পায়ের আওয়াজ পেলাম, খট করে ল্যাচ খোলার শব্দও ভেসে এল।

'ড. ওয়াটসন এখানে থাকেন? সুস্পষ্ট কিন্তু কর্কশ কণ্ঠে উচ্চারিত হল প্রশ্নটা। পরিচারিকার উত্তর শুনতে পেলাম না। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কে যেন মচ মচ শব্দে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। অনিশ্চিত পদক্ষেপ— পা ঘষটে ঘষটে চলার মতো! কান খাড়া করে শুনতে শুনতে অবাক হল হোমস— বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল চোখ-মুখের ওপর দিয়ে। গলিপথ বেয়ে পদশব্দ আস্তে আস্তে এসে পৌঁছল দরজার সামনে— আলতোভাবে কে যেন টোকা মারল দরজায়।

'ভেতরে আসুন' বললাম চেঁচিয়ে।

ঘরে ঢুকল একজন অতি বৃদ্ধা, জরাজীর্ণ, বলিরেখা কুঞ্চিত ভদ্রমহিলা— যার প্রতীক্ষায় বসে থাকা সেই ভয়ংকর দুর্দান্ত ব্যক্তিটি নয়। ঘরের জোরালো আলোয় যেন চোখ ধাঁধিয়ে গেছে বুড়ির এমনিভাবে সৌজন্য বর্ষণটুকু কোনোমতে সেরে নিয়ে ঘোলাটে চোখে পিট পিট করে চেয়ে রইল আমাদের পানে এবং নার্ভাস, কাঁপা আঙুলে হাতড়াতে লাগল নিজের পকেট। বন্ধুবরের পানে চেয়ে দেখি মুখখানা ভীষণ নিরাশ করে তুলেছে। অগত্যা নিজের মুখের ভাব ঠিকঠাক রাখার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলাম আমি।

পকেট থেকে সান্ধ্য দৈনিক টেনে বার করে বিজ্ঞাপনটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বুড়ি বলল, 'এসেছি এই বিজ্ঞাপনটা পড়ে,' আর এক দফা সৌজন্য বর্ষণ করে— 'ব্রিক্সটন রোডে একটা সোনার বিয়ের আংটি পাওয়া গেছে। আংটিটা আমার মেয়ে স্যালির। বারো মাস আগে বিয়ে হয়েছিল ইউনিয়ন জাহাজের[৮] ভাণ্ডারীর সঙ্গে। জামাই আমার এমনিতে ভালো, কিন্তু পেটে মদ পড়লে অন্য মানুষ। কাল রাতে স্যালি সার্কাস[৯] দেখতে গিয়ে—'

'এই আংটিটা?' বললাম আমি।

'জয় ভগবান! ঘুমিয়ে বাঁচবে আজকে স্যালি! হ্যাঁ! এই সেই আংটি!'

'আপনার ঠিকানা?' পেনসিল তুলে নিয়ে বললাম।

'তেরো নম্বর ডানকান স্ট্রিটে, হাউন্ডসডিচ। এখান থেকে বেশ দূরে।'

আচমকা তীক্ষ্ণ গলায় বলল শার্লক হোমস, 'সার্কাস আর হাউন্ডসডিচের মাঝামাঝি রাস্তা তো ব্রিক্সটন রোড নয়।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রক্ত বলয় ঘেরা ছোটো চোখে হোমসকে নিরীক্ষণ করে বুড়ি বললে, 'ইনি আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন। স্যালি থাকে তিন নম্বর মেফিল্ড প্লেস, পেকহ্যাম!'

'আপনার নাম?'

'সইয়ার। স্যালির নাম ডেনিস— টম ডেনিসকে বিয়ে করার পর। ছেলে ভালো, চটপটে পরিচ্ছন্ন— যতক্ষণ সমুদ্রে থাকে ততক্ষণ! ওরকম ভাণ্ডারী সব জাহাজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ডাঙায় এলেই মেয়েদের আর মদের পাল্লায় পড়ে—'

হোমসের ইঙ্গিত লক্ষ করলাম। আংটি বাড়িয়ে দিয়ে বললাম— 'নিন আপনার জিনিস। মিসেস সইয়ার, এ-আংটি আপনার মেয়েরই। আসল লোকের হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরে খুশি হলাম।'

বিড়বিড় করে বিস্তর আশীর্বাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আংটিটা কাগজে মুড়ে পকেটে রাখল বুড়ি— পা ঘষে ঘষে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বেরোতে-না-বেরোতেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল শার্লক হোমস— ছুটে গেল নিজের ঘরে। গলাবন্ধ আর আলস্টার চাপিয়ে ফিরে এল সেকেন্ড কয়েক পরেই। দ্রুতকণ্ঠে বললে, 'পিছু নিতে হবে দেখছি। বুড়ি নিশ্চয়ই খুনির স্যাঙাত— পেছনে পেছনে গেলেই খুনির দেখা পাব। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো।' বুড়ি সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর হলঘরের দরজা বন্ধ হতে-না-হতেই হুড়মুড় করে নেমে গেল শার্লক হোমস। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, বুড়ি পা টেনে টেনে চলেছে ওদিকের ফুটপাথ দিয়ে! পেছনে কিছু দূরে আঠার মতো লেগে আমার বন্ধুটি। মনে মনেই বললাম— 'হয় ওর থিয়োরি আগাগোড়া ভুল, আর না হয় রহস্যের নাভিকেন্দ্রে যাওয়ার অভিযান এইবার হল শুরু।' আমাকে প্রতীক্ষা করতে না-বললেও চলত। নৈশ-অ্যাডভেঞ্চারের পরিণাম না-শোনা পর্যন্ত ঘুম আমার পক্ষে অসম্ভব।

ও বেরোল ন-টা নাগাদ। কখন ফিরবে জানি না। তা সত্ত্বেও গ্যাঁট হয়ে বসে পাইপ টানতে লাগলাম আর হেনরি মার্জারের[১০] বই পড়তে লাগলাম। দশটা বাজল, পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম শুতে গেল পরিচারিকা। এগারোটায় শুনলাম বাড়িউলির ভারিক্কি পদধ্বনি— আমার দরজার সামনে দিয়ে গেল শোবার ঘরের দিকে। বারোটা বাজতে যখন কয়েক মিনিট বাকি,

ল্যাচে চাবি ঘোরানোর তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এল উপরে। ঘরে ঢুকতেই হোমসের মুখ দেখে বুঝলাম সফল হয়নি অভিযান। নৈরাশ্য আর কৌতুকের মধ্যে লড়াই লেগেছে মুখখানাকে পুরোপুরি দখলে রাখার। হঠাৎ শেষকালে জিতে গেল কৌতুক। বিষম মজায় প্রাণ খুলে অট্টহেসে ফেটে পড়ল শার্লক হোমস।

চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে বললে, 'মরে গেলেও এ-খবর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কানে তুলতে পারব না। ওদের এত টিটকিরি দিয়েছি যে এই একটা সুযোগ পেলে সুদে-আসলে উশুল করে নেবে। আমি হাসছি, কেননা আমি জানি শেষ পর্যন্ত আমি জিতবই।'

'কী হয়েছে বলবে তো।'

'বলতে গেলে আমার কেচ্ছাই আমাকে বলতে হয়। তাতে অবশ্য পরোয়া করি না। ওই যে-প্রাণীটা বিদেয় হল এ-ঘর থেকে, কিছুদূর যাওয়ার পর এমন খোঁড়াতে লাগল যে বেশ বুঝলাম পায়ের পাতায় ঘা হয়ে গিয়েছে। শেষকালে আর হাঁটতে না-পেরে হাতছানি দিয়ে দাঁড় করালে একটা চার চাকার চলন্ত ঘোড়ার গাড়ি। আমি ঠিক পাশটিতে গিয়ে কানখাড়া করলাম কোচোয়ানকে কোথায় যেতে বলে শোনবার জন্যে। অবশ্য তার দরকার ছিল না। ঠিকানাটা এত জোরে বলল বুড়ি যে ওপাশের ফুটপাথে থেকেও নিশ্চয় স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল।

'তেরো নম্বর ডানকান স্ট্রিট, হাউন্ডসডিচে চলো।' বুড়ি তাহলে সত্যিই বলেছে। ভেতরে উঠে বসতেই আমি জায়গা করে নিলাম পেছনে। এটাও একটা আর্ট— সব ডিটেকটিভের রপ্ত হওয়া উচিত। গন্তব্যস্থানে না-পৌঁছানো পর্যন্ত একবারও লাগামটান দিল না কোচোয়ান, ঊর্ধ্বশ্বাসে গেল ডানকান স্ট্রিটে। তেরো নম্বরের দরজা আসার আগেই টুপ করে নেমে পড়লাম গাড়ির পেছন থেকে, তারপর গজেন্দ্র গমনে হেঁটে গেলাম পথটা। লাফিয়ে নেমে দরজা খুলে ধরল কোচোয়ান— দূর থেকেই দেখলাম ভেতরের লোকের বাইরে আসার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। কিন্তু কেউ এল না বাইরে। কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম পাগলের মতো হাতড়াচ্ছে শূন্য গাড়ির আসন, আর এমন সব বাছা বাছা খিস্তি ছাড়ছে যা জীবনে আমি শুনিনি। প্যাসেঞ্জারের টিকি দেখা যাচ্ছে না— সে যে গাড়ির মধ্যে এসেছে এমন কোনো চিহ্নও নেই। ভাড়া পেতে এখন বেশ কিছুদিন সবুর করতে হবে কোচোয়ান বেচারাকে। তেরো নম্বর বাড়ির মধ্যে খোঁজ নিয়ে জানলাম সইয়ার বা ডেনিস বলে কেউ কস্মিনকালেও সেখানে থাকেনি। বাড়ির মালিক একজন মান্যগণ্য ব্যবসাদার— ঘরের দেওয়ালে কাগজ সাঁটার কারবার আছে।'

সবিস্ময়ে বললাম, 'বলছ কী! ওইরকম একটা থুত্থুরে শণের বুড়ি চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে গেল অথচ তোমার বা কোচোয়ানের চোখে পড়ল না?'

'থুত্থুরে বুড়ির কাঁথায় আগুন!' খ্যাঁক করে উঠল শার্লক হোমস। 'বুড়ি বলে যাকে ভেবেছি আসলে সে বুড়িই নয়— জোয়ান ছোঁড়া এবং পাক্কা অভিনেতা। ছদ্মবেশখানা কী নিয়েছিল বল? জবাব নেই। ও দেখেছে আমি পিছু নিয়েছি, তাই সটকান দিয়েছে এইভাবে। এতেই বোঝা গেল লোকটাকে যতখানি নিঃসঙ্গ ভেবেছিলাম ততখানি সে নয়। তার সঙ্গীসাথী আছে— এমন সঙ্গী যারা দরকার মতো বিরাট ঝুঁকিও নিতে পারে তার জন্যে। ডাক্তার, বড্ড কাহিল দেখাচ্ছে তোমাকে। যাও, এবার শুয়ে পড়ো।'

সত্যিই বড্ড ক্লান্তি বোধ করছিলাম। তাই ওর হুকুম শিরোধার্য করলাম। সধূম আগুনের সামনে বন্ধুবরকে বসিয়ে রেখে গেলাম শোবার ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমের ঘোরেও শুনলাম বেহালার তারে ছড়ি টেনে চলেছে হোমস। নীচু গ্রামে বাজাচ্ছে বড়ো বিষণ্ণ সুর। বুঝলাম অদ্ভুত সমস্যায় এখনও নিমগ্ন রয়েছে শার্লক হোমস।

৬। কেরামতি দেখাল টোবিয়াস গ্রেগসন

পরের দিন সকালে সবক-টা খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হল ব্রিক্সটন মিস্ট্রির চাঞ্চল্যকর সংবাদ। লম্বা লম্বা বিবরণ ছাপল প্রত্যেকেই— কেউ কেউ সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখে ফেলল। কতকগুলো তথ্য আমার কাছেও নতুন। কেসটা সম্পর্কে অসংখ্য পেপার কাটিং এখনও রয়েছে আমার স্ক্র্যাপবুকে। কয়েকটার সংক্ষিপ্তসার নীচে তুলে দিলাম :-

'ডেলি টেলিগ্রাফ'[১]-এর মন্তব্য অনুসারে অপরাধ ইতিহাসে কদাচিৎ এরকম বৈচিত্র্যময় ট্র্যাজেডি দেখা গিয়েছে। দেওয়ালের পৈশাচিক লিখন, মোটিভের অভাব এবং নিহত ব্যক্তির জার্মান নাম কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রিত এবং বিপ্লবীদের দিকেই আঙুল দেখাচ্ছে। সমাজবাদীদের বহু শাখা আছে আমেরিকার। নিহত ব্যক্তি নিশ্চয় অলিখিত কোনো আইন ভঙ্গ করেছিল। তাই ইংল্যান্ড পর্যন্ত ধাওয়া করা হয়েছে তাকে। শেষ পর্যন্ত বেশ উজ্জ্বলভাবে ডারউইনের থিয়োরি, ম্যালথাসের সূত্র[২], র‍্যাটক্লিফ রাজপথ নরহত্যার[৩] উল্লেখ করে সরকারের পিণ্ডি চটকে এবং ইংল্যান্ডে পরদেশিদের ওপর সজাগ রাখার উপদেশ দিয়ে শেষ করা হয়েছে প্রবন্ধ।

'স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায়[৪] একহাত নেওয়া হয়েছে উদার শাসনব্যবস্থাকে[৫]— এর ফলেই নাকি বেড়ে ওঠে আইন ভঙ্গকারিরা। জনগণের অনিশ্চিত মানসিকতা এবং কর্তৃপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এরা মাথাচাড়া দেয়। নিহত ব্যক্তি একজন মার্কিন ভদ্রলোক! লন্ডন শহরে বাস করছিলেন বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে। ম্যাডাম চারপেনটিয়ারের একটা বোর্ডিং হাউস আছে ক্যামবারওয়েলের টর্কটেরেস অঞ্চলে। নিহত ব্যক্তি উঠেছিলেন সেখানে। পর্যটন সাথী ছিল তাঁরই সেক্রেটারি জোসেফ স্ট্যানজারসন। চৌঠা মঙ্গলবার বাড়িউলির কাছে বিদায় নিয়ে দু-জনেই অস্টিন স্টেশন অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন লিভারপুল এক্সপ্রেস ধরার অভিপ্রায়ে। পরে দু-জনকেই প্ল্যাটফর্মে একত্রে দেখা গিয়েছে। এরপর থেকে মি. ড্রেবারের লাশ পাওয়া পর্যন্ত আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। লাশ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ব্রিক্সটল রোডের একটি শূন্যভবনে— ইউস্টন[৬] স্টেশন থেকে বহু মাইল দূরে! কীভাবে মি. ড্রেবার সেখানে পৌঁছেছিলেন এবং কীভাবেই-বা মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন— এখনও তা রহস্যাবৃত। স্ট্যানজারসনের গতিবিধিও রহস্যাবৃত— কোনো খবর নেই। আনন্দের কথা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. লেসট্রেড এবং মি. গ্রেগসন দু-জনেই এই কেসের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সুতরাং নিশ্চিতভাবে আশা করা যায়, স্বনামধন্য এই দুই অফিসারের তৎপরতায় অচিরেই রহস্যগ্রন্থি উন্মোচিত হবে এবং দুষ্কৃতকারী ধরা পড়বে।

'ডেলি নিউজ'[৭] পত্রিকার পর্যবেক্ষণ অনুসারে অপরাধটা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। উদারনীতির অত্যাচারে মহাদেশীয় সরকার তাড়িত বহু ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছে আমাদের

উইগিন্স ও তার ছন্নছাড়াদের দল। জার্মান অনুবাদে প্রকাশিত রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০২)

ভূমিতে— স্বৈরতন্ত্র আর ঘৃণার স্মৃতি ভুলতে পারলে আদর্শ নাগরিক হতে পারত এরা প্রত্যেকেই। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার অধীন এরা— এতটুকু লঙ্ঘন ঘটলেই শাস্তি মৃত্যু। সেক্রেটারি স্টারজারসনকে যেভাবেই হোক খুঁজে বার করা দরকার। নিহত ব্যক্তির বিশেষ কী কী অভ্যেস ছিল, সে-সম্বন্ধেও তদন্ত করা প্রয়োজন। বোর্ডিং হাউসের ঠিকানা পাওয়ার কাজ অনেক এগিয়েছে। বিরাট এই আবিষ্কারের সমস্ত কৃতিত্বই প্রাপ্য অবশ্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. গ্রেগসনের। তাঁর উদ্যম আর অধ্যবসায়ের ফলেই নিহত ব্যক্তির সাময়িক আস্তানার হদিশ মিলেছে।

প্রাতরাশ খেতে খেতে আমি আর শার্লক হোমস একত্রে পড়লাম খবরগুলো। দেখলাম, সন্দেশ বৈচিত্র্যে বেশ মজা পেয়েছে বন্ধুবর।

'বলিনি তোমাকে, যাই ঘটুক না কেন লেসট্রেড আর গ্রেগসন বাহবা লুটে বেরিয়ে যাবে।'

'কেস কী দাঁড়ায় দ্যাখ, কে কত বাহবা লোটে তখন দেখা যাবে।'

'তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। কিন্তু তাতেও কিছু হবে না। খুনি ধরা পড়লেও ওরা বাহবা পাবে, না-পড়লেও পাবে। ধরা যদি পড়ে সবাই বলবে ওদের খাটনির জন্যেই তা হয়েছে। না-পড়লে বলবে, খাটনি সত্ত্বেও খুনি পগার পার হয়েছে। টস করার মতো আর কি! এ-পিঠ পড়লে আমার লাভ, ও-পিঠ পড়লে তোমার হার।'

'এ আবার কী!' চমকে উঠলাম। হল ঘরে আর সিঁড়ির ওপর অকস্মাৎ অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ। সেইসঙ্গে তারস্বরে বিরক্তি ঘোষণা করছেন বাড়িউলি।

'ডিটেকটিভ পুলিশ ফোর্সের বেকার স্ট্রিট বাহিনী আসছে,' গম্ভীরভাবে বললে বন্ধুবর এবং কথার মাঝেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল আধ ডজন নোংরা রাস্তার ছেলে[৮]। জীবনে এ-রকম ছেঁড়া জামাকাপড় পরা আর এত নোংরা মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো রাস্তার ছেলে দেখিনি।

'অ্যাটেনশন!' তীক্ষ্ন গলায় চিৎকার করে উঠল হোমস! তৎক্ষণাৎ ছ-টা কাদামাখা স্কাউন্ড্রেল সারি দিয়ে সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে গেল আধ ডজন ভাঙাচোরা কদর্য পাথরের মূর্তির মতো। 'এরপর থেকে— শুধু উইগিন্সকে পাঠাবি খবর দিতে— বাদবাকি দাঁড়াবি রাস্তায়। উইগিন্স, পেয়েছিস?'

একটা উঞ্ছ বলে, 'আজ্ঞে না, পেলাম না।'

'জানতাম পাবি না। না-পাওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যা। এই নে তোদের রোজ।' প্রত্যেকের হাতে একটা শিলিং দিয়ে— 'যা এবার বেরো। এর পরের বার আরও ভালো খবর নিয়ে তবে আসবি।'

হাত নাড়তেই একপাল ধেড়ে ইঁদুরের মতো খসখস মড়মড় দুমদাম শব্দে ছোঁড়াগুলো নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। পরমুহূর্তে রাস্তা থেকে ভেসে এল সরু তীক্ষ্ন কচি গলার চিৎকার।

হোমস বললে, 'এক ডজন পুলিশ চর যা না-পারে, এদের একজন তা পারে। পুলিশি চেহারা দেখলেই মুখে চাবি দেয় প্রত্যেকেই। কিন্তু এরা সর্বত্র যায়, সবার কথা শোনে। ছুঁচের মতো তীক্ষ্ন প্রত্যেকেই— শুধু দরকার সংগঠনের।'

'ব্রিক্সটন কেসে এদের লাগিয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ। একটা ব্যাপার আমি যাচাই করতে চাই। একটু যা সময় লাগবে। আরে! আরে!

এবার কিন্তু আরও খবর আসছে— সেইসঙ্গে লাঞ্ছনা! গ্রেগসন আসছে! রাস্তা দিয়ে হাঁটছে দেখ! স্বর্গসুখ যেন উথলে উঠছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত! নিশ্চয় আমাদের কাছেই আসছে। ঠিক ধরেছি! ওই দ্যাখো দাঁড়িয়ে গেল। ওই আসছে!'

বিষম শব্দে বেজে উঠল দরজার ঘণ্টা। পরমুহূর্তেই এক এক লাফে তিনটে করে ধাপ টপকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে উল্কার মতো বসবার ঘরে ঢুকে পড়ল সাদা চুলো ডিটেকটিভ।

উষ্ণ অভ্যর্থনার ধার দিয়ে গেল না হোমস। গ্রেগসন কিন্তু ওর নিঃসাড় হাতখানা খপ করে তুলে নিয়ে করমর্দন করতে করতে বললে সোল্লাসে, 'মাই ডিয়ার মি. হোমস, অভিনন্দন জানান! পুরো ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে এনেছি!'

হোমসের ভাবসমৃদ্ধ মুখের ওপর দিয়ে চকিতে ভেসে গেল উদ্‌বেগের কালোছায়া।

বললে, 'ঠিক লাইন ধরে ফেলেছ?'

'ঠিক লাইন কী বলছেন। আরে মশাই, খুনিকে হাজতে পুরে এসেছি।'

'নাম কী তার?'

'আর্থার চারপেনটিয়ার। নৌবাহিনীর সাব লেফটেন্যান্ট।' মোটা মোটা দু-হাত ঘষে আর বুক ফুলিয়ে আত্মম্ভরিতায় যেন ফেটে পড়ল গ্রেগসন!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল শার্লক হোমস।

'বোসো। নাও, এই চুরুটটা টেনে দেখতে পার। কীভাবে জাল গুটিয়ে আনলে শুনতে ইচ্ছে যাচ্ছে। হুইস্কি আর জল চলবে?'

'আপত্তি নেই। দিন দুয়েক প্রচণ্ড ধকল গেছে— হুইস্কির দরকার হয়েছে বই কী। শারীরিক নয়, মানসিক। টানাপোড়েনে শেষ করে এসেছি। মি. শার্লক হোমস, এ-খাটনি যে কী জিনিস তা আপনি বুঝবেন, কেননা আপনি আমি দু-জনেই মগজ খাটিয়ে খাচ্ছি!'

'খুব বেশি সম্মান দিয়ে ফেললে আমাকে,' গম্ভীরভাবে বললে হোমস। 'এখন বল অতীব সন্তোষজনক এহেন সমাপ্তি সম্ভব হল কীভাবে।'

আর্মচেয়ারে বসল ডিটেকটিভ। নির্লিপ্তভাবে সুখটান দিল চুরুটে। আচমকা বিষম কৌতুকে যেন ফেটে পড়ল সশব্দে ঊরুতে চপেটাঘাত করে।

বললে সোল্লাসে, 'মজাটা কি জানেন? হাঁদারাম লেসট্রেড নিজেকে বড্ড বেশি চালাকচতুর মনে করে তো, তাই গোড়া থেকেই ছুটেছে ভুল পথে। ও দৌড়েছে সেক্রেটারি স্ট্যানজারসনকে পাকড়াও করতে, অথচ সে-লোকটা মায়ের পেটের বাচ্চার মতোই অমলিন, নির্দোষ। এতক্ষণে বোধ হয় তাকে গ্রেপ্তারও করে ফেলেছে।'

দৃশ্যটা কল্পনা করে এত সুড়সুড়ি অনুভব করলে গ্রেগসন যে বিষম না-খাওয়া পর্যন্ত হেসেই চলল আপন মনে।

'তোমার সূত্র পেলে কীভাবে বল?'

'বলব, বলব, আপনাকে সব বলব। ডক্টর ওয়াটসন, এসব কথা কিন্তু এই ক-জনের মধ্যেই সীমিত থাকবে। প্রথম সমস্যাটা হল গিয়ে আমেরিকান ভদ্রলোকের পূর্ব পরিচয়। আর কেউ হলে বিজ্ঞাপনের জবাব আসার অপেক্ষায় অথবা স্বেচ্ছায় কারো বলে যাওয়ার পথ চেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকত। কিন্তু টোবিয়াস গ্রেগসনের কাজের ধারাই আলাদা। মনে আছে মৃত ব্যক্তির পাশে একটা টুপি পড়ে ছিল?'

'হ্যাঁ মনে আছে। ১২৯ নম্বর ক্যাম্বারওয়েল রোডের জন আন্ডারউড অ্যান্ড সন্স কোম্পানির তৈরি টুপি।' বললে হোমস।

চোয়াল ঝুলে পড়ল গ্রেগসনের।

'আপনিও যে লক্ষ করেছেন জানতাম না। গেছিলেন নাকি ওখানে।'

'না।'

'হা!' হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন গ্রেগসন। 'সুযোগ যত ক্ষুদ্রই মনে হোক না কেন, কখনো তা পায়ে ঠেলবেন না।'

'বৃহৎ মনের কাছে ক্ষুদ্র বলে কিছুই নেই,' অর্থপূর্ণ ভাবে বললে হোমস।

'যাই হোক, আন্ডারউডে গিয়েছিলাম আমি। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম এই মাপের এই চেহারার টুপি কাউকে বিক্রি করেছে কিনা। খাতাপত্র দেখে তৎক্ষণাৎ বলে দিল নাম আর ঠিকানা। টুপিখানা পাঠিয়েছিল টর্ক টেরেসের চার্পেন্টিয়ার বোর্ডিং নিবাসী মি. ড্রেবারের কাছে। এইভাবেই পেলাম ঠিকানা।'

'স্মার্ট— অত্যন্ত স্মার্ট!' বিড়বিড় করে বললে শার্লক হোমস।

'এরপর দেখা করলাম ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ারের সঙ্গে। দেখলাম মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে ভদ্রমহিলাও— খুব বিমর্ষ আর উদ্‌বিগ্ন! ভদ্রমহিলার মেয়েও ছিল ঘরের মধ্যে। ভারি চমৎকার মেয়ে— এক কথায় অসাধারণ! চোখ লাল। আমার কথা শুনে জবাব দিতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কিছুই নজর এড়াল না আমার। এ-অনুভূতি আপনি বুঝবেন মি. শার্লক হোমস। ঠিক গন্ধটি পেলে কীরকম একটা রোমাঞ্চ জাগে স্নায়ুর মধ্যে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের ভূতপূর্ব বোর্ডার ক্লিভল্যান্ড নিবাসী মি. এনক জে ড্রেবারের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পেয়েছেন?'

মা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন বটে, কিন্তু কথা বলতে পারলেন না। হু-হু করে কেঁদে ফেলল মেয়েটা। বুঝলাম এরা দুজনেই এ-ব্যাপারের অনেক কিছু জানে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ট্রেন ধরবার জন্যে ক-টার সময়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলেন মি. ড্রেবার?'

'আটটায়,' উদ্‌গত উত্তেজনাকে হাত দিয়ে গলায় ধরে রেখে বললে মেয়েটা। 'দুটো ট্রেন ছিল— বললেন ওঁর সেক্রেটারি মি. স্ট্যানজারসন। সোয়া ন-টায় আর এগারোটায়! উনি প্রথম ট্রেনটা ধরতে চেয়েছিলেন।'

'তারপর আর ওঁকে দেখেননি?'

'প্রশ্ন শুনেই ভয়ংকর পরিবর্তন লক্ষ করলাম ভদ্রমহিলার চোখে-মুখে। লাল হয়ে গেলেন।'

'না' শব্দটুকু উচ্চারণ করতেই সময় নিলেন অনেকক্ষণ— তা-ও অস্বাভাবিক চাপা সুরে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর শান্ত গলায় বললে মেয়ে, 'মিথ্যে বলে লাভ নেই মা, এঁকে সব খুলেই বলাই দরকার! হ্যাঁ, মি. ড্রেবারকে আবার দেখেছিলাম আমরা।'

'একী সর্বনাশ করলি।' ককিয়ে উঠলেন ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ার, দু-হাত শূন্যে ছুড়ে এলিয়ে পড়লেন, 'চোয়াড়ে দাদাকে খুন করলি শেষকালে।'

'সত্যি না-বললে বরং আর্থারই খুন করত সবাইকে।' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল মেয়ে।

''আমি বললাম, 'খুলে বলুন। পেটে অর্ধেক মুখে অর্ধেক আরও খারাপ। তা ছাড়া, আপনারা যে কতটা জানেন তাও তো জানেন না!'

'অ্যালিস, তোর জন্যেই এই সর্বনাশ হল!' শিউরে উঠলেন মা। তারপরেই ফিরলেন আমার দিকে। বললেন, 'ঠিক আছে, আমিই সব বলছি; ভাববেন না যেন ছেলে এই সাংঘাতিক ব্যাপারে জড়িয়ে আছে বলে ভয়ের চোটে বলছি। সে নির্দোষ— একেবারেই। আমার ভয় কেবল আপনাদের চোখকে আর আইনের চোখকে— ও-চোখে হয়তো বেচারা দোষী সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারে। অবশ্য তা অসম্ভব। ওর পূর্ব পরিচয়, ওর পেশা, ওর চরিত্রে এ-কাজ সম্ভব নয়।'

'খুলে বলুন, কিছু লুকোবেন না। যদি সে নিরপরাধ হয়, আমার ওপর ভরসা রাখুন।' বললাম আমি।

'অ্যালিস, তুই বাইরে যা', মায়ের হুকুমে বেরিয়ে গেল মেয়ে। 'মেয়ে বেফাঁস কথা না-বলে বসলে কিছুই বলতাম না। কিন্তু বলব বলে যখন ঠিক করেছি, কিছুই বাদ দোব না— সব বলব।'

'সোজা পথ কিন্তু সেইটাই', বললাম আমি।

'হপ্তা তিনেক হল মি. ড্রেবার ছিলেন আমাদের সঙ্গে। মহাদেশ পর্যটনে বেরিয়েছেন দু-জনে— উনি আর সেক্রেটারি মি. স্ট্যানজারসন। ওঁদের দু-জনেরই ট্রাঙ্কে কোপেনহেগেন[৯] লেখা লেবেল দেখেছি। অর্থাৎ দু-জনেই লন্ডন আসার আগে কোপেনহেগেনে ছিলেন। স্ট্যানজারসন লোকটা অল্পভাষী, সংযত, শান্ত। কিন্তু তাঁর অন্নদাতাটি ঠিক উলটো। হাবভাব চাষাড়ে, কথাবার্তা পাশবিক। সূক্ষ্মতার বালাই নেই— সবই স্থূল। যেদিন এলেন সেই রাতেই বেহেড মাতাল হলেন আকণ্ঠ মদ গিলে— পরের দিন বারোটার মধ্যেই আর মানুষ পদবাচ্য রইলেন না। পরিচারিকাদের সঙ্গে দহরম-মহরম যদি দেখতেন! সবচেয়ে বিশ্রী হল ভদ্রলোক দু-দিনেই ঠিক একই ব্যবহার শুরু করলেন আমার মেয়ে অ্যালিসের সঙ্গে এবং একাধিকবার এমন সব কথা বলে বসলেন সৌভাগ্যক্রমে যার মানে বোঝার বয়স এখনও আমার মেয়ের হয়নি। একবার তো হাত ধরে অ্যালিসকে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়েও ধরেছিলেন। সেক্রেটারি এই নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট বকাঝকা করেছিল অন্নদাতাকে। এ কী বর্বরতা!'

''আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'সহ্য করলেন কেন! পছন্দ না-হলে বোর্ডারকে বিদেয় করার অধিকার নিশ্চয় আপনার আছে?'

''মোক্ষম প্রশ্ন শুনে মুখ লাল করে ফেললেন মিসেস চারপেন্টিয়ার। বললেন, 'যেদিন এসেছিলেন সেদিনই বিদায় করা উচিত ছিল। কিন্তু কী জানেন, পারিনি শুধু একটা প্রলোভনের জন্যে। মাথাপিছু এক এক পাউন্ড প্রতিদিন— সাত দিনে চোদ্দো পাউন্ড। বছরের এ সময়ে বোর্ডিং হাউস ফাঁকা যায়— চোদ্দো পাউন্ড তাই কম কথা নয়। আমি বিধবা মানুষ, এক ছেলেকে নৌবাহিনীতে ঢোকাতে গিয়ে দেউলে হতে বসেছি। তাই অতগুলো টাকা ছাড়তে পারিনি। সব সহ্য করে যাচ্ছিলাম— শেষেরটা বাদে। নোটিশ দিলাম। বলে দিলাম অমন অসভ্য বোর্ডার দরকার নেই। ওঁরা বিদেয় হয়েছিলেন এইজন্যেই।'

'তারপর?'

গাড়ি হাঁকিয়ে সত্যি সত্যিই বিদেয় হতে মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। ছেলে এখন ছুটিতে রয়েছে। এসব কথা ওর কানে তুলিনি ওর বদমেজাজের জন্যে— তার ওপরে বোন-অন্ত প্রাণ। তাই মি. ড্রেবারকে বিদেয় করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু কী কপাল দেখুন, এক ঘণ্টা যেতে-না-যেতে ফের বেজে উঠল ঘণ্টা— খবর এল ড্রেবার ফিরে এসেছেন। ভীষণ উত্তেজিত এবং চুরচুরে মাতাল অবস্থায়। মেয়েকে নিয়ে যে-ঘরে বসেছিলাম, জোর করে ঢুকে পড়লেন সে-ঘরে। ট্রেন ফেল করার অজুহাতস্বরূপ অসংলগ্নভাবে অনেক কথা বলবার পর ঘুরে দাঁড়ালেন অ্যালিসের দিকে। আমার সামনেই প্রস্তাব করলেন অ্যালিসকে— সেই মুহূর্তে যেন তাঁর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালায়। বললেন, 'তুমি এখন প্রাপ্তবয়স্কা— তোমাকে আটকে রাখার আইন দেশে নেই। আমার অনেক টাকা— খরচ করতে চাই। এ-বুড়িটার কথা ভেবো না। বেরিয়ে এসো আমার সঙ্গে! রানি বানিয়ে রাখব তোমাকে।' ভীষণ ভয়ে কুঁকড়ে সরে যেতে চাইল অ্যালিস বেচারা, কিন্তু মি. ড্রেবার ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন দরজার দিকে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল আমার ছেলে আর্থার। তারপর কী হয়েছে জানি না। গালিগালাজ আর ধস্তাধস্তির আওয়াজটুকু কেবল মনে আছে। আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়ে মাথা পর্যন্ত তুলতে পারিনি। তোলবার পর দেখলাম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে আর্থার— হাতে একটা লাঠি। বললে, 'এ-পথ আর মাড়াবে বলে মনে হয় না। তবুও পেছন পেছন গিয়ে দেখে আসা যাক শেষটা।' টুপি নিয়ে রাস্তায় নেমে গেল আর্থার। পরের দিন সকালে মি. ড্রেবারের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর শুনলাম।

অনেক খাবি খেয়ে অনেকবার থেমে নিজের মুখে বিবৃতিটা দিলেন মিসেস চার্পেন্টিয়ার। মাঝে মাঝে গলার স্বর এমন থেমে গেল যে স্পষ্টভাবে শব্দগুলো শুনতে পেলাম না। পাছে ভুল হয়, তাই প্রত্যেকটা কথা শর্টহ্যান্ডে[১০] লিখে নিলাম আমার নোটবইতে।'

হাই তুলে শার্লক হোমস বলল, 'খুব উত্তেজক বিবৃতি! তারপর কী হল বল।'

'মিসেস চার্পেন্টিয়ারের সব কথা শোনবার পর দেখলাম পুরো কেসটাই নির্ভর করছে একটা পয়েন্টের ওপর। বিশেষ এক কায়দায় মেয়েদের দিকে চেয়ে জেরা করে অনেকবার সুফল পেয়েছি আমি। মিসেস চার্পেন্টিয়ারের দিকে সেভাবে চেয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর ছেলে বাড়ি ফিরেছিল কখন।'

'জানি না', বললেন ভদ্রমহিলা।

'জানেন না?'

'না; ওর কাছে ল্যাচের চাবি থাকে। নিজেই বাড়ি ফিরেছিল।'

'আপনি শুয়ে পড়ার পর?'

'হ্যাঁ।'

'কখন শুয়েছিলেন আপনি?'

'এগারোটা নাগাদ।'

'আপনার ছেলে তাহলে কমসেকম দু-ঘণ্টা বাইরে ছিল?'

'হ্যাঁ!'

'চার পাঁচ ঘণ্টাও হতে পারে।'

'তা পারে।'

'কী করছিল অতক্ষণ?'

'জানি না,' বলতে বলতে ঠোঁট সাদা হয়ে গেল ভদ্রমহিলার।

'এরপর আর কিছু করার ছিল না। লেফটেন্যান্ট চার্পেন্টিয়ার কোথায় আছে জেনে নিয়ে দু-জন অফিসারের সঙ্গে সেখানে গিয়ে গ্রেপ্তার করলাম তাকে। কাঁধে হাত দিয়ে যেই বলেছি চেঁচামেচি না-করে চুপচাপ সঙ্গে আসতে, অমনি বুক ফুলিয়ে তেজ দেখিয়ে বললে— স্কাউন্ড্রেল ড্রেবারের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে নিশ্চয় গ্রেপ্তার করছেন?' কী জন্যে গ্রেপ্তার করছি কিছুই বলিনি। তা সত্ত্বেও নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করা খুবই সন্দেহজনক।'

'খুবই,' বললে হোমস।

'লাঠিটা সঙ্গেই ছিল। ভারী লাঠি। ড্রেবারের পেছন পেছন যাওয়ার সময়ে নিয়ে বেরিয়েছিল— মা নিজে বলেছেন। বেশ মোটা ওক কাঠের মুগুর!'

'তোমার থিয়োরিটা তাহলে কী দাঁড়াল?'

'ব্রিক্সটন রোড পর্যন্ত পেছন পেছন গিয়েছিল। ড্রেবারের সঙ্গে আর একদফা কথা কাটাকাটি হয় সেখানে! আর্থার মুগুর দিয়ে মরণ মার মারে তলপেটে— এক মারেই অক্কা পান ড্রেবার— ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়নি সেই কারণেই। বৃষ্টি পড়ছে তখন। রাস্তা ফাঁকা। লাশ টেনে নিয়ে একটা ফাঁকা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল চার্পেন্টিয়ার। মোমবাতি, রক্ত, দেওয়ালে লেখা আর আংটি হল পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা— তদন্ত যাতে অন্য খাতে বয়ে যায়।'

'শাবাশ!' পিঠ চাপড়ানো স্বরে বললে হোমস। 'সত্যিই গ্রেগসন, তোমাকে আর আটকানো গেল না। আরে যশের মুকুট তোমার কপালেই নাচছে!'

বুক ফুলিয়ে গর্বিত স্বরে বললে ডিটেকটিভ, 'নিজের মুখে বললে তো অহংকার শোনায়, কিন্তু ব্যাপারটা কী চমৎকার গুছিয়ে ফেলেছি দেখুন। আর্থার চার্পেন্টিয়ার একটা জবানবন্দি দিয়েছে স্বেচ্ছায়। বলেছে, ড্রেবারকে কিছুদূর ফলো করার পর ভয়ের চোটে লোকটা একটা ঘোড়ার গাড়ি চেপে পালিয়ে যায়। বাড়ি ফেরার পথে একজন পুরানো জাহাজি দোস্তের সঙ্গে দেখা হয় আর্থারের— হাঁটতে হাঁটতে দুই বন্ধু চলে যায় অনেক দূর। বন্ধুটি কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করে কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। কেসটা মিটে এসেছে বলেই আমার বিশ্বাস— গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবক-টা খাপছাড়া ব্যাপারই দেখুন কী সুন্দর খাপে খাপে বসে গিয়েছে— ফাঁক নেই কোথাও। লেসট্রেড বেচারির কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে। ভুল সূত্র নিয়ে দৌড়ে মরছে। কাদা ঘাঁটাই সার হবে। আরে, বলতেই এসে গেছে লেসট্রেড।'

লেসট্রেডই বটে। আমরা যখন কথায় মগ্ন ও তখন সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে। এখন ঢুকল ঘরে। ওর হাবভাব পোশাক পরিচ্ছদে সব সময়ে আত্মবিশ্বাস আর ফুর্তিবাজ মেজাজ লেগে থাকে— এখন তা নেই। মুখভাব বিচলিত, ক্লিষ্ট; পোশাক অবিন্যস্ত, অপরিচ্ছন্ন। এসেছিল

নিশ্চয় শার্লক হোমসের সঙ্গে শলাপরামর্শ করার জন্যে, তাই সতীর্থকে আগেই সেখানে হাজির দেখে বিব্রত হল খুবই— চুপসে গেল ফুটো বেলুনের মতো। ঘরের ঠিক মাঝখানে নার্ভাসভাবে টুপিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিতভাবে— কী যে করা উচিত যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। শেষকালে আর থাকতে না-পেরে বললে, 'ভারি গোলমেলে কেস— অত্যন্ত অসাধারণ, অত্যন্ত দুর্বোধ্য।'

বিজয় গৌরবে ফেটে পড়ল গ্রেগসন, 'এতক্ষণে তা বুঝলেন! আমি অবশ্য আগেই জানতাম এ-সিদ্ধান্তে আপনাকে আসতেই হবে। সেক্রেটারি মি. জোসেফ স্ট্যানজারসনকে খাঁচায় পুরতে পারলেন কি?'

গম্ভীরভাবে বললে লেসট্রেড, 'আজ ভোর ছ-টায় হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে খুন হয়েছে সেক্রেটারি, মি. জোসেফ স্ট্যানজারসন।'

৭। অন্ধকারে আলো

বুদ্ধিমত্তার চমক দিয়ে লেসট্রেড আমাদের তিনজনকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়ল কিছুক্ষণের জন্য— চমৎকৃত হলাম অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত আর সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ এই সংবাদের প্রসাদে। চেয়ার ছেড়ে ছিটকে যেতে গিয়ে গ্রেগসন বেচারি হুইস্কি আর জলের বাকিটুকু উলটে ফেলে দিলে মেঝের ওপর। আমি শব্দহীন বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম শার্লক হোমসের দিকে— দেখলাম ওর ঠোঁট দৃঢ়সংবদ্ধ, ললাট গ্রন্থিল, ভুরু বেঁকে নেমে এসেছে চোখের ওপর।

বললে বিড় বিড় করে, 'স্ট্যানজারসনও! চক্রান্ত আরও কুটিল হচ্ছে দেখছি।'

'হয়েছে অনেক আগেই,' চেয়ার টেনে নিয়ে বললে লেসট্রেড। 'আমি তো বলতে গেলে একটা যুদ্ধ মন্ত্রণাসভার ভেতরেই ঢুকে পড়েছি।'

তোতলাতে তোতলাতে গ্রেগসন বললে, 'খবরটা পাকা তো?'

'ভদ্রলোকের ঘর থেকেই সোজা আসছি আমি। লাশটা প্রথম আমিই দেখি,' বললে লেসট্রেড।

হোমস বললে, 'মামলাটা সম্বন্ধে গ্রেগসনের মতামত শুনছিলাম। তুমি কী দেখেছ, কী পেয়েছ যদি বল তো শুনি।'

'আপত্তি নেই', চেয়ারে বসতে বসতে বলল লেসট্রেড। 'প্রথমেই স্বীকার করছি, আমার ধারণা ছিল ড্রেবার হত্যায় স্ট্যানজারসনের হাত আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বুঝছি বিষম ভুল করেছি। মাথায় তখন একটা ধারণাই পাক দিচ্ছে— স্ট্যানজারসনের হদিশ বার করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলাম। তেসরা রাত সাড়ে আটটায় ইউস্টন স্টেশনে দেখা গেছে দু-জনকে দুটোর সময়ে ড্রেবারের লাশ পাওয়া গেছে ব্রিক্সটন রোডে! সাড়ে আটটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত সেক্রেটারি কী করছিল এবং তারপর কোথায় ছিল— এই প্রশ্নের জবাব আমাকে পেতেই হবে। টেলিগ্রাম পাঠালাম লিভারপুলে[১]। পলাতকের দৈহিক বিবরণ দিয়ে বললাম আমেরিকাগামী জাহাজগুলোর উপর যেন নজর রাখা হয়। তারপর খোঁজ নিতে বেরোলাম ইউস্টনের কাছাকাছি হোটেলে আর থাকার জায়গায়। ভেবে দেখলাম, ড্রেবারের সঙ্গছাড়া হওয়ার পর সেক্রেটারি নিশ্চয় ধারেকাছেই রাত কাটাবে— সকাল হলেই স্টেশনে ঘুরঘুর করবে সটকান দেওয়ার জন্যে।

'খুব সম্ভব কোথাও দু-জনের দেখা করার ব্যবস্থাও হয়েছিল,' মন্তব্য করল হোমস।

'এখন তাই দেখছি। গতকাল পুরো সন্ধেটা বৃথাই তদন্ত করে কাটালাম, লাভ হল না। আজ সকালে লাগলাম খুব ভোর থেকেই— আটটায় পৌঁছোলাম লিটল জর্জ স্ট্রিটের হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে। মি. স্ট্যানজারসন নামধারী কেউ আছেন কিনা খোঁজ করতেই ওরা বললে, হ্যাঁ আছেন।

'বললে, দু-দিন ধরে এক ভদ্রলোকের পথ চেয়ে বসে আছেন। আপনি নিশ্চয় সেই ভদ্রলোক।'

'কোথায় উনি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শুয়ে আছেন— ওপরতলায়। ডাকতে বলেছেন ন-টার সময়ে।'

'এক্ষুনি যাচ্ছি দেখা করতে।'

'ভেবেছিলাম আচমকা আমাকে দেখে ঘাবড়ে যাবে স্ট্যানজারসন— মুখ ফসকে বেরিয়ে আসবে অনেক কথা। জুতো পরিষ্কার করে যে-চাকরটা, সে-ই আমাকে নিয়ে গেল ওপরের ঘরে— তিনতলায়। ছোট্ট একটা করিডর পেরিয়ে ঢুকতে হয় ঘরে। চাকরটা দরজাটা আঙুল দেখিয়ে নেমে যেতে যাচ্ছে, এমন সময় গা শিরশির করে উঠল একটা জিনিস দেখে— বিশ বছরের কর্মজীবনে এভাবে কখনো লোম খাড়া হয়নি। দরজার তলা দিয়ে রক্তের একটা সরু ধারা বেরিয়ে এসে করিডরের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে গিয়ে থই থই আকারে জমা হয়েছে অপরদিকে। চেঁচিয়ে উঠতেই ছুটে এল চাকরটা। ওই দৃশ্য দেখেই অজ্ঞান হয়ে যায় আর কী! দরজায় ভেতর থেকে চাবি দেওয়া দেখে দু-জনেই কাঁধের চাড় দিয়ে তালা ভেঙে ফেললাম। ঘরের জানালা খোলা। জানলার পাশে তালগোল পাকিয়ে পড়ে রাত্রিবাস পরা একটা পুরুষ মূর্তি। মরে একদম কাঠ হয়ে গেছে— মরেছে অনেকক্ষণ, কেননা হাত পা একদম ঠান্ডা আড়ষ্ট। উঠে চিত করে শোয়ানোর পর চিনতে পারলে চাকরটা— মি. জোসেফ স্ট্যানজারসন— দু-দিন আগে এই ঘরে উঠেছিল। মৃত্যুর কারণ বুকের বাঁ-দিকে একটা ছুরিকাঘাত— হৃৎপিণ্ড নিশ্চয় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে। সবচাইতে অদ্ভুত ঘটনাটা বলছি এবার। কল্পনা করতে পারেন কী লেখা ছিল নিহত ব্যক্তির গায়ের ওপরে?'

আসন্ন বিভীষিকার পূর্ববোধে গা ছমছম করে উঠল আমার। জবাব দিল শার্লক হোমস। বললে, 'সেই শব্দটা— র‍্যাচি।'

'ঠিক বলেছেন', শ্রদ্ধাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল লেসট্রেড। কিছুক্ষণ আর কেউ কথা বলতে পারলাম না— নির্বাক নিস্পন্দ।

অজ্ঞাত এই গুপ্তঘাতকের ক্রিয়াকলাপ যেমন দুর্বোধ্য, তেমনি পদ্ধতিমাফিক। অপরাধগুলো নতুন চেহারা নিয়েছে— আরও বিকট, আরও করাল হয়ে উঠেছে। রণক্ষেত্রে আমার স্নায়ু অটল থেকেছে, এখন আর থাকছে না।

কথার খেই তুলে নিয়ে বললে লেসট্রেড, 'লোকটাকে দেখা গেছে। হোটেলের পেছনে অনেকগুলো আস্তাবল আছে— খোলা উঠোনের চারিদিকে সারি সারি আস্তাবল। একটা সরু গলি বেরিয়েছে এই উঠোন থেকে। গয়লাদের ছেলে এই গলি দিয়ে যাচ্ছিল গোয়ালে। আগেও সে দেখেছে একটা মই থাকে সেখানে। এখন দেখল মইটা লাগানো রয়েছে তিনতলার একটা দু-হাট করে খোলা জানলার সামনে। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে একটা লোক

নেমে আসছে মই বেয়ে। এমন সহজ আর খোলাখুলিভাবে নামছে যে ছেলেটা ভাবলে হয়তো ছুতোর মিস্ত্রি— হোটেলের কাজ করতে এসেছে। তাই আর সেরকমভাবে দেখেনি— তবে খটকা লেগেছে এত ভোরে কাজে আসায়। ওই এক পলকে যতটুকু দেখেছে তাতে মনে হয় লোকটা মাথায় বেশ ঢ্যাঙা, মুখ বেশ লাল, গায়ে লম্বা বাদামি রঙের কোট। খুন করার পরেও নিশ্চয় সে ঘরে ছিল অনেকক্ষণ। রক্তগোলা জল পেয়েছি হাত ধোওয়ার জলপাত্রে— খুন করে হাত ধুয়েছিল। বেশ করে ছুরির রক্তও মুছেছে বিছানার চাদরে।'

হোমস-প্রদত্ত হত্যাকারীর বর্ণনার সঙ্গে এই বর্ণনা হুবহু মিলে গেল। তাকালাম বন্ধুবরের দিকে। উল্লাসবোধ বা সন্তুষ্টির চিহ্নমাত্র দেখলাম না মুখে।

জিজ্ঞেস করল, 'খুনের সূত্র হতে পারে এমন কিছু পেয়েছ ঘরে?'

'কিসসু না। ড্রেবারের মানিব্যাগ পাওয়া গেছে স্ট্যানজারসনের পকেটে। সেটা স্বাভাবিক— কেননা ড্রেবারের খরচপত্র তাকেই সব করতে হত। আশি পাউন্ড ছিল মানিব্যাগে— কানাকড়িও খোওয়া যায়নি। অসাধারণ এই খুনের উদ্দেশ্য আর যাই থাকুক না কেন, চুরি ডাকাতি অন্তত নয়। নিহত ব্যক্তির পকেটে ক্লিভল্যান্ড থেকে পাঠানো একটা টেলিগ্রাম ছাড়া আর কোনো কাগজ বা স্মারকলিপি পাইনি। টেলিগ্রামে লেখা ছিল জে. এইচ. ইউরোপে রয়েছেন। কিন্তু কে পাঠিয়েছে খবরটা, সে-রকম কোনো নাম নেই তলায়।'

'এ ছাড়া আর কিছু পাওনি?' প্রশ্ন করে হোমস।

'গুরুত্বপূর্ণ কিছুই পাইনি। ঘুম আনার জন্যে একটা নভেল পড়ছিল স্ট্যানজ্যারসন, বিছানার পাশেই তা রয়েছে, পাশের চেয়ারে তামাক খাওয়ার নিজের পাইপ। টেবিলে এক গেলাস জল। জানলার গোবরাটে একটা সস্তার মলমের কৌটোয় খান দুই বড়ি।'

বিপুল হর্ষে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল শার্লক হোমস। বলল সোল্লাসে, 'কেস সম্পূর্ণ। শেষ যোগসূত্রটাও এসে গেল হাতে।'

সবিস্ময়ে চেয়ে রইল গোয়েন্দা যুগল।

আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বন্ধুবর বললে, 'জট সৃষ্টি হয়েছে যে-কটা সুতোয়, তার সবক-টাই এসে গেল তার হাতে। মাঝখানে কিছু বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন অবশ্য আছে। তবে মূল ঘটনাগুলো সব জানা হয়ে গেছে। স্টেশনে ড্রেবার আর স্ট্যানজারসনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে স্ট্যারজারসনের মৃতদেহ পাওয়া পর্যন্ত কী কী ঘটেছিল, সব আমি নিজের চোখে দেখেছি— এত ভালোভাবে জানি। আমার এই জানার প্রমাণও দিচ্ছি। বড়িগুলোয় হাত দিয়েছিলে?'

একটা ছোটো সাদা কৌটো বাড়িয়ে ধরে লেসট্রেড বললে, 'সঙ্গে এনেছি। মানিব্যাগ, টেলিগ্রাম আর কৌটো নিয়ে যাচ্ছি পুলিশ ফাঁড়িতে নিরাপদে জমা রাখার জন্যে। বড়ি নিয়ে লাভ অবশ্য কিছুই হবে না— কেননা এর মধ্যে তিলমাত্র গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না।'

'দাও আমাকে,' বললে হোমস। আমার দিকে ফিরে— 'ডাক্তার, এবার তুমি বলো, এ-বড়ি কি সাধারণ বড়ি?'

সাধারণ নিশ্চয় নয়। রংটা মুক্তোর মতো ধূসর, আকারে ছোটো গোলাকার এবং আলোর

সামনে ধরলে স্বচ্ছ। বললাম— 'বড়ি যখন এত হালকা আর স্বচ্ছ তখন নিশ্চয় জলে দিলে গুলে যাবে।'

'ঠিক বলেছ,' বললে হোমস। 'এবার একটা উপকার করো তো। টেরিয়ার[২] কুকুরটার যন্ত্রণার শেষ করার জন্যে গতকাল ল্যান্ডলেডি তোমাকে বলছিলেন। যাও, নিয়ে এসো তাকে।'

নীচতলায় গিয়ে কোলে করে কুকুরটাকে নিয়ে এলাম ঘরে। কষ্ট-নিশ্বাস আর অর্ধ স্বচ্ছ চক্ষু দেখেই বুঝলাম মৃত্যু সন্নিকটে। বেচারার সারমেয়-পরমায়ু অনেক আগেই ফুরিয়েছে, তুষার-ধবল নাক মুখেও তা সুস্পষ্ট। মেঝের কম্বলে গদি পেতে শুইয়ে দিলাম তাকে।

'দুটো বড়ির একটাকে এবার আমি দু-টুকরো করছি,' বলতে বলতে কলম-কাটা ছুরি বার করল হোমস। 'আধখানা থাকবে কৌটোয় ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্যে। বাকি আধখানা রাখব এই মদের গেলাসে— সেইসঙ্গে এক চামচ জল। দেখলে তো, ডাক্তার ঠিক বলেছে। জলে গুলে গেল বড়ি।'

'আপনার কাছে এক্সপেরিমেন্টটা কৌতূহলোদ্দীপক মনে হতে পারে, কিন্তু মি. জোসেফ স্ট্যানজারসনের মৃত্যুর সঙ্গে এর কী সম্পর্ক থাকতে পারে বুঝছি না,' আহত কণ্ঠে বললে লেসট্রেড। ভাবখানা ওকে যেন উপহাস করার চেষ্টা চলছে।

'ধৈর্য ধর, বন্ধু ধৈর্য ধর? সম্পর্কটা যে অত্যন্ত নিবিড়, যথাসময়ে তা দেখবে। এবার একটু দুধ মেশাচ্ছি মিক্সচারে যাতে খেতে স্বাদু হয়— কুকুরটার সামনে ধরলেই যাতে এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলে।'

কথার সঙ্গে মদের গেলাস থেকে তরল পদার্থটা একটা ডিশে ঢেলে রাখল টেরিয়ারের সামনে এবং তৎক্ষণাৎ চেটেপুটে ডিশ সাফ করে দিল মৃত্যুপথযাত্রী সারমেয়। শার্লক হোমসের আন্তরিকতায় আমাদের প্রত্যেকেরই বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে সত্যিই চমকপ্রদ কিছু এবার ঘটবে, তাই সাগ্রহে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে রইলাম টেবিলের দিকে। কিছুই অবশ্য ঘটল না। গদির ওপর শুয়ে আগের মতোই অতি কষ্টে নিশ্বাস নিয়ে চলল কুকুরটা— বড়ি খেয়ে অবস্থার উন্নতি ঘটল কি অবনতি ঘটল কিছুই বোঝা গেল না।

ঘড়ি নিয়ে সময় দেখছিল হোমস। পরিণতিহীন এক একটা মিনিট অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসীম নৈরাশ্য আর বিরক্তিবোধ ফুটে উঠেছে মুখের পরতে পরতে ঠোঁট কামড়াচ্ছে, টেবিলের ওপরে আঙুলের বাদ্যি বাজাচ্ছে এবং সর্ববিধ উপায়ে আতীব্র অসহিষ্ণুতাকে প্রকট করে তুলছে। বেচারির আবেগের তীব্রতায় আমি দুঃখ পেলেও গোয়েন্দাযুগল বিদ্রূপের হাসি হেসে বুঝিয়ে দিলে যে শার্লক হোমসকে কুপোকাত অবস্থায় দেখে তারা মোটেই অখুশি হয়নি।

অবশেষে চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠল হোমস, 'কাকতালীয় কখনোই নয়— হতেই পারে না,' ঘরময় বেগে পদচালনা করতে করতে— অসম্ভব, নিছক কাকতালীয়র জন্যে এমন হতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি না। ড্রেবারের মৃত্যুতে যে-বড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে সন্দেহ করেছিলাম— হুবহু সেই বড়ি পাওয়া গেছে স্ট্যানজারসনের মৃত্যুর পর। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে বড়ি নির্বিষ। এর কী মানে হতে পারে বলতে পার? আমার যুক্তির শৃঙ্খল

আগাগোড়া মিথ্যে হতে পারে না কিছুতেই— কখনো না। অসম্ভব! অথচ দেখেছ মরতে বসেও কুত্তাটার গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগল না। আ। পেয়েছি! পেয়েছি!' ভীষণ আনন্দে বিকট চেঁচিয়ে কৌটোর দিকে দৌড়ে গেল হোমস। বাকি বড়িটা কাটল দু-ভাগে, আধখানা জলে গুলে দুধ মিশোলে তাতে, খেতে দিল টেরিয়ারকে। সে বেচারা জিভটা ঠেকাতে-না-ঠেকাতেই সমস্ত শরীর সাংঘাতিকভাবে কাঁপিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে মরে কাঠ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ— বজ্রাহত হওয়ার মতো।

গভীর শ্বাস নিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল শার্লক হোমস।

বলল, 'আত্মবিশ্বাস আরও একটু বেশি থাকলে ভালো হত। এত চর্চা আর অভিজ্ঞতার পর আমার জানা উচিত ছিল সুদীর্ঘ সিদ্ধান্ত-পরম্পরার শেষে যখন একটা ঘটনা দেখা দেয়, তখন অবশ্যই তার একটা মানে থাকতে পারে। কৌটোর দুটো বড়ির একটা অত্যন্ত মারাত্মক বিষ, আর একটা একেবারে নির্বিষ। কৌটোটা চোখে দেখার আগেই ব্যাপারটা আঁচ করা উচিত ছিল আমার।'

শেষ কথাটায় এমন চমক খেলাম যে শার্লক হোমসের মাথা ঠিক আছে কিনা সন্দেহ হল আমার! অবশ্য মরা কুকুরটাই ওর সঠিক অনুভূতির অভ্রান্ত প্রমাণ। আস্তে আস্তে বুঝলাম কুয়াশা কেটে যাচ্ছে আমার মনের মধ্যে থেকে— অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছি আবছা সত্যকে।

হোমস কিন্তু বলেই চলেছে, 'তদন্তের গোড়াতেই সবেধন নীলমণি আসল সূত্রটি হাতে আসা সত্ত্বেও তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারনি বলেই সব কিছুই এত ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে তোমাদের চোখে। সৌভাগ্যক্রমে প্রথমেই সূত্রটা ঠাহর করেছিলাম আমি— তারপর থেকে যা কিছু ঘটেছে সবই সেই সূত্রের সঙ্গে সংগতি রেখেছে এবং আমার সিদ্ধান্তকে সবল করেছে। যা অদ্ভুত, তাই নাকি রহস্য— এই ভুল অনেকে করে। সবচেয়ে মামুলি কেসকেই অনেক সময়ে সবচেয়ে ঘোরালো কেস মনে হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত নতুন বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে না বলে। এ-কেসও অত্যন্ত রহস্য ঢাকা মনে হত যদি লাশ পাওয়া যেত রাস্তার ওপর এবং যেসব চাঞ্চল্যকর সহ-ঘটনা আর বস্তুর জন্যে এ-কেসের এত বৈচিত্র্য— তা যদি না-থাকত। অদ্ভুত এই বৈচিত্র্যগুলোই কেসটাকে জটিলতর করার বদলে বরং জলের মতো সোজা করে তুলেছে।'

অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে বক্তৃতা শুনছিল গ্রেগসন। আর সহ্য করতে পারল না। বলল, 'মি. শার্লক হোমস, মানছি আপনি যথেষ্ট স্মার্ট, আপনার কাজের ধারাও আলাদা। কিন্তু এই মুহূর্তে বক্তৃতার বদলে বস্তু চাই— থিয়োরির বদলে প্রমাণ। খুনিকে গ্রেপ্তার করাটাই আসল কাজ। সেটা আমি করেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে ভুল করেছি। দ্বিতীয় ক্রাইমে চার্পেন্টিয়ার ছোকরার হাত নেই। খুনি সন্দেহে স্ট্যানজারসনের পেছন নিয়েছিল লেসট্রেড— দেখা যাচ্ছে সে-ও ভুল করেছে! আপনি মাঝে মাঝে অনেকরকম আভাস ছাড়ছেন বটে, কিন্তু আসল কথাটি ভাঙছেন না। মনে হচ্ছে আপনি আমাদের চাইতেও খবর রাখেন বেশি। কিন্তু পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে কথাটা জিজ্ঞেস করা দরকার বলে মনে করি এবং সে-অধিকারও আমাদের

আছে। সোজা জিজ্ঞেস করছি, বলুন আপনি এ-কেসের কদ্দূর জেনেছেন? খুন যে করেছে তার নাম বলতে পারেন?'

লেসট্রেড বলে উঠল, 'স্যার, গ্রেগসন আমার মনের কথাই বলছে। চেষ্টা করেছি আমরা দু-জনেই, বিফলও হয়েছি দু-জনে। আমি ঘরে আসার পর থেকেই কিন্তু আপনি বার বার বলছেন মামলা সমাধানের পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ যা দরকার সব হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছেন। আর তো সেসব চেপে বসে থাকা মানায় না।'

আমিও বললাম, 'খুনিকে গ্রেপ্তার করতে এখন যত দেরি হবে, নতুন খুনখারাপির সুযোগ পাবে তত বেশি।'

সবাই মিলে চাপ দেওয়ায় দোনামোনায় পড়ল শার্লক হোমস। ফের পদচালনা শুরু করল ঘরময়, চিবুক ঠেকে রইল বুকে এবং দুই ভুরু জট পাকিয়ে নেমে এল নীচে— চিন্তামগ্ন থাকলেই যা করে আর কী।

'খুন আর হবে না,' হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললে আমাদের দিকে ফিরে, 'সম্ভাবনা একেবারেই নেই— নিশ্চিন্ত থাকতে পার। গুপ্তঘাতকের নাম জানি কিনা জিজ্ঞেস করেছিলে? হ্যাঁ, জানি। লোকটাকে ধরাটাই এখন মোদ্দা সমস্যা— নাম জানা সে তুলনায় কিছুই নয়। মোদ্দা সমস্যাটার মোকাবিলা করব শিগ্‌গিরই— নিজেই করব। ব্যবস্থাও করেছি। তবে খুব সাবধানে এগোনো দরকার। কেননা যাকে আমরা খুঁজছি সে নিজেই যে শুধু মরিয়া আর ধড়িবাজ তা নয়, তাকে মদত জোগাচ্ছে তারই মতো আরও এক চতুর চূড়ামণি। যতক্ষণ সে জানছে পুলিশ তাকে সন্দেহ করার মতো সূত্র পায়নি— ততক্ষণ তাকে ধরবার সম্ভাবনাও থাকছে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সে টের পাবে পুলিশ তাকে খুঁজছে, সেই মুহূর্তে নাম পালটে হারিয়ে যাবে চল্লিশ লক্ষ লন্ডন বাসিন্দার মধ্যে। তোমাদের আঘাত দিতে চাই না, কিন্তু সত্যি কথাটাও না-বলে পারছি না। ধড়িবাজ এই লোকটার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো আদমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নেই জেনেই তোমাদের কারও সাহায্য চাইনি পাছে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। যদি বিফল হই, তোমাদেরকে দলে না-টানার পুরো অপরাধ মাথা পেতে নেব। এই মুহূর্তে শুধু বলব আমার নিজস্ব ব্যবস্থা বানচাল না-করে যেটুকু তোমাদের জানানো যায়, সেটুকু নিশ্চয় জানাব।'

স্তোকবাক্য শুনে খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না গ্রেগসন বা লেসট্রেড— ডিটেকটিভ পুলিশের পক্ষে কলঙ্কজনক এই অভিমতটুকুও মনঃপূত হয়নি বোঝা গেল। গ্রেগসনের সাদা চুলের গোড়া পর্যন্ত যেন লাল হয়ে গেল এহেন উক্তিতে— লেসট্রেডের কুতকুতে চোখ দুটোয় চিকচিক করে উঠল কৌতূহল আর ক্রোধ। কেউ কোনো কথা বলার আগেই অবশ্য দরজায় টোকা মারার আওয়াজ শোনা গেল এবং পরমুহূর্তেই অখাদ্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে আবির্ভূত হল রাস্তার ছেলেদের মুখপাত্র দীনহীন উইগিন্স।

কপালের চুল ছুঁয়ে বললে, 'গাড়ি এনেছি, স্যার।'

মৃদুকণ্ঠে বললে হোমস, 'বেশ করেছ। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এ-জিনিস চালু করতে পার না।' ড্রয়ার থেকে একজোড়া হাতকড়া বার করে, 'দেখেছ কী সুন্দর এর স্প্রিংয়ের কাজ? এক পলকেই আটকে যায়।'

লেসট্রেড বললে, 'লোকটাকে পেলে পুরোনো হাতকড়াতেই কাজ হত!'

'চমৎকার! চমৎকার!' স্মিত মুখে বললে হোমস, 'বাক্স প্যাঁটরাগুলো কোচোয়ানের হাতে পাচার করলে ভালো হত। উইগিন্স, যা তো, পাঠিয়ে দে।'

বন্ধুবরের বাইরে যাওয়ার আয়োজন দেখে অবাক হলাম— কিছুই তো বলেনি আমাকে। ঘরের কোণে একটা ছোটো পোর্টম্যান্টো ব্যাগ বসানো ছিল। টেনে এনে ঘরের মাঝে রেখে স্ট্র্যাপ খুলছে হোমস এমন সময়ে গাড়িওলা ঢুকল ঘরে।

মাথা না-ঘুরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে স্ট্র্যাপ টানাটানি করতে করতে হোমস বললে, 'ওহে, একটু হাত লাগাও তো বাক্সটায়।'

রগচটা, বেপরোয়া ভঙ্গিমায় এগিয়ে এসে হাত নামাল গাড়োয়ান। ঠিক তখনই একটা তীক্ষ্ণ কটাং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধাতব ঝনঝনানি আওয়াজ ভেসে এল কানে। একই সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল শার্লক হোমস।

বললে প্রদীপ্ত চোখে উল্লসিত কণ্ঠে, 'জেন্টেলমেন, আসুন আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই মি. জেফারসন হোপের— ইনিই খুন করেছেন এনক ড্রেবার আর জোসেফ স্ট্যানজারসনকে।'

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল চোখের পাতা ফেলার আগেই— এত চকিতে যে বোঝবার সময় পর্যন্ত আমি পেলাম না। চোখের সামনে এখনও কিন্তু জ্বলজ্বল করছে সেই দৃশ্য। হোমসের জয়দৃপ্ত মুখচ্ছবি আর উল্লাসময় কণ্ঠধ্বনি, গাড়িওলার হতচকিত বর্বর মুখভাব— যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত কবজিতে বদ্ধ হাতকড়ার দিকে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত চোখে। সেকেন্ডখানেক কি দুয়েক আমরা সকলেই পর্যবসিত হলাম একদল মর্মরমূর্তিতে। পরমুহূর্তেই একটা গভীর, চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে এক ঝটকায় হোমসের মুষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে আছড়ে পড়ল জানালার ওপর। প্রচণ্ড শব্দে চুরমার হয়ে গেল কাঠ আর কাচ— জানলা গলে পুরো দেহটা বেরিয়ে যাওয়ার আগেই পেছন থেকে একপাল স্ট্যাগ হাউন্ডের[৩] মতো ধেয়ে গিয়ে আঁকড়ে ধরল লেসট্রেড গ্রেগসন আর হোমস। টানতে টানতে নিয়ে এল ঘরের মাঝে এবং শুরু হয়ে গেল অতি সাংঘাতিক এক লড়াই। লোকটা এতই বলবান আর ভীষণ প্রকৃতির যে বার বার আমাদের চারজনকেই গা ঝেড়ে ফেলে দিল অবলীলাক্রমে। মৃগী রোগাক্রান্ত পুরুষের মতোই খেঁচুনিযুক্ত অসম্ভব শক্তি তার দেহে। ভাঙা কাচের মধ্যে দিয়ে জোর করে গলতে গিয়ে বীভৎসভাবে কেটে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে মুখ আর হাত— কিন্তু ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়া সত্ত্বেও তিলমাত্র হ্রাস পাচ্ছে না প্রতিরোধ শক্তি। শেষকালে গলবন্ধের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে লেসট্রেড তার গলা টিপে ধরে জিভ বার করে ফেলতেই চৈতন্য হল— বুঝল বৃথা চেষ্টা। তা সত্ত্বেও দুটো হাত আর দুটো পা আচ্ছা করে না-বাঁধা পর্যন্ত নিরাপদ বোধ করলাম না কেউ। তারপর প্রায় দম আটকানো অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালাম চারজনে।

স্মিত মুখে শার্লক হোমস বললে, 'ওর গাড়িতেই ওকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া যাবে'খন। জেন্টলমেন, এবার কিন্তু ছোট্ট এই রহস্য-উপাখ্যানের অন্তে পৌঁছেছি। এখন যা খুশি প্রশ্ন করতে পারেন— উত্তর দিতে আর বাধা নেই।'

দ্বিতীয় খণ্ড

সন্তদের সেই দেশটি

৮. সুবিশাল ক্ষার সমতটে[১]

সুবৃহৎ উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটা অনুর্বর আর বীভৎস মরুভূমি আছে। সভ্যতার অগ্রগতি বহু বছর ধরে সেখানে ঠোক্কর খেয়ে আটকে গিয়েছে। সিয়েরা নেভাদা[২] থেকে নেব্রাস্কা[৩] আর উত্তরের ইয়োলোস্টোন নদী[৪] থেকে দক্ষিণের কলোরাডো[৫] পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ঊষর-অঞ্চলে বিরাজ করছে কেবল কবরের নীরবতা। বিকট এই মরুভূমির সর্বত্র একরূপে বিরাজিত নয় প্রকৃতি। কোথাও বরফ মুকুট পরা মেঘালয় পর্বতমালা। কোথাও অন্ধকার মৃত্যু-বিষাদে টংকারময় ধু-ধু উপত্যকা। খাঁজকাটা কিরিচের মতো গভীর গিরিখাদ ভেদ করে কোথাও বজ্র-গর্জনে প্রবাহিত দ্রুতগতি স্রোতস্বিনী, কোথাও দিগন্ত-বিসারী প্রান্তর শীতকালে শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছে বরফের চাদরে, গ্রীষ্মকালে ধূসরাভ হয়েছে লাবণিক ক্ষারের ধুলোয়। সব কিছুর সংমিশ্রণ প্রতিক্রিয়া কিন্তু একটাই— যুগ যুগ ধরে অনুর্বরতা, অতিথিবিমুখতা আর দারুণ দুর্বিপাককে জিইয়ে রেখে পুরো অঞ্চলটিকে অনধিগম্য রাখা।

নিরাশার এই দেশে বাসিন্দা কেউ নেই। কিছু কিছু পনি আর ব্ল্যাক ফিট মাঝে মাঝে অন্য জমিতে চরতে এদিকে আসে বটে, কিন্তু দুরন্ত সাহসীরাও বুক কাঁপানো এই প্রান্তরের সীমানা ছাড়িয়ে আসতে পারলে খুশি হয় এবং নিজেদের তৃণভূমিতে ফিরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ছোটো ছোটো ফাঁকা ফাঁকা গাছ আর ঝোপের মধ্যে হিলহিলে দেহে নিঃশব্দে সঞ্চরণ করে কেবল নেকড়ে, বড়ো বড়ো ডানার লম্বা লম্বা ঝাপটায় বাতাস চঞ্চল করে ওড়ে বুজার্ড শকুন[৬], আর গভীর সংকীর্ণ গিরিসংকটে হেলেদুলে টহলদার বিরাটদেহী বিরাটকার ধূসর গ্রিজলি ভালুকরা যা পায় তাই খুঁটে খায়। এরাই এই বিজনভূমির একমাত্র অধিবাসী।

সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কোর উত্তর সানুপ্রদেশ থেকে যে-দৃশ্য চোখে পড়ে, তার চেয়ে নিরানন্দ বিষণ্ণ দৃশ্যপট আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বিস্তীর্ণ চ্যাটালো প্রান্তরের যতদূর পর্যন্ত চোখ যাবে, দেখা যাবে কদাকার জড়পিণ্ডের মতো তাল তাল বামনাকার 'চ্যাপারাল' ঝোপ— সব কিছুর ওপর ছোপ ছোপ ক্ষার ধুলোর দাগ। দিগন্ত যেখানে শেষ, সেই প্রত্যন্ত প্রদেশে বরফ ছাওয়া খোঁচা খোঁচা পাহাড়ের চুড়ো। সুবিশাল এই তেপান্তরের মাঠে জীবনের চিহ্ন নেই, জীবন পদবাচ্য কোনো কিছুর লক্ষণ নেই। ইস্পাত নীল স্বর্গে নেই কোনো বিহঙ্গম, ধূসর ম্যাটমেটে মর্তে নেই কোনো সঞ্চরণ, সব কিছুর ওপর রয়েছে কেবল অখণ্ড নৈঃশব্দ। কান পেতে শুনলেও অদ্ভুত সেই বিজন প্রদেশে ক্ষীণতম শব্দটিও ভেসে আসে না কর্ণরন্ধ্রে, নৈঃশব্দ ছাড়া কিছু নেই— পরিপূর্ণ এবং রক্ত জল করা নৈঃশব্দ্য।

বিশাল এই প্রান্তরে জীবন পদবাচ্য কিছু নেই আগে বলা হয়েছে। কথাটা পুরো সত্য নয়। সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কোর ওপর থেকে দেখা যায় একটা সরু পথ মরুভূমির মধ্যে ঢুকে এঁকেবেঁকে অনেক দূর গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে শেষকালে। এ-পথ সৃষ্টি হয়েছে গাড়ির চাকার দাগ আর বহু দুঃসাহসী অভিযাত্রীর পদক্ষেপে। মাঝে মাঝে দেখা যায় সূর্যের আলোয় কী যেন ঝকঝক করছে— ধূসর লাবণিক ক্ষারস্তূপের মধ্যে অতি প্রকট হয়ে রয়েছে। কাছে যান, দেখুন কী

জিনিস। হাড় : কিছু বড়ো এবং স্থূল কিছু ছোটো এবং সূক্ষ্ম। বড়ো অস্থি বলদের, ছোটো অস্থি মানুষের। পনেরো মাইল পর্যন্ত এই বিকট অস্থিস্তূপ চোখে পড়বেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। গাড়ি নিয়ে মরু অভিযাত্রীদের পথটিও চেনা যাবে। এই পথে চলতে চলতেই পূর্ববর্তীরা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে পথের পাশে।

আঠারো-শো সাতচল্লিশ সালের চৌঠা মে হৃৎকম্পকারী এই ভয়াবহ দৃশ্যের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নিঃসঙ্গ একজন পর্যটক। আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে হয় সে ধীমান-শ্রেষ্ঠ পুরুষ, নয়তো পাণ্ডববর্জিত এই অঞ্চলের কোনো দানব। সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করেও বলা শক্ত বয়সটা চল্লিশের কাছে, না ষাটের কাছে। মুখ শীর্ণ এবং উদ্ভ্রান্ত। বাদামি পার্চমেন্ট-সদৃশ্য চামড়া চেপে বসে আছে ঠেলে বেরিয়ে আসা হাড়ের ওপর; দীর্ঘ বাদামি চুল আর দাড়ির মধ্যে উঁকি দিচ্ছে পাকাচুলের শুভ্র রেখা। দুই চক্ষু কোটরাপ্রবিষ্ট কিন্তু জ্বলন্ত, অস্বাভাবিক দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল; যে-হাতে রাইফেল আঁকড়ে আছে সেটি কঙ্কাল দেহের চাইতে বেশি মাংসল নয়। সে দাঁড়িয়ে আছে আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর ভর দিয়ে, যষ্টি ছাড়া দাঁড়াবার ক্ষমতা যেন নেই— তা সত্ত্বেও তার চওড়া হাড়ের বিপুল কাঠামো আর দীর্ঘ দেহের মধ্যে প্রকট হয়েছে তারের মতো মাংসপেশিবহুল প্রচণ্ড গড়ন পেটন। কৃশ মুখ আর শুষ্ক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর থলির মতো চাপানো ভিন্ন পরিধেয়র মধ্যেই অবশ্য সুস্পষ্ট হয়েছে তার জরাগ্রস্ত এবং বুড়োটে আকৃতি। লোকটা মরতে চলেছে— ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায়।

অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে অতি কষ্টে গিরিসংকট পেরিয়ে সে এই উচ্চতায় আরোহণ করেছিল জল পাওয়ার বৃথা আশায়। কিন্তু এখন তার চোখে বিস্তৃত সুবিশাল লাবণিক প্রান্তর, বর্বর পর্বতমালার দূরবর্তী বলয়— গাছপালা আগাছা ঝোপের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও, নেই আর্দ্রতার ক্ষীণতম আভাস। বিশাল এই নিসর্গ দৃশ্যে আশার তিলমাত্র ঝলকও নেই কোথাও। বন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে বার বার সে তাকিয়েছে উত্তরে এবং পূর্বে এবং পশ্চিমে— বারংবার এসেছে সেই একই উপলব্ধি : পর্যটন অন্তে পৌঁচেছে এবড়োখেবড়ো এই খাড়া পাহাড়েই মরতে হবে তাকে। একটা বিরাট আলগা পাথরের ছায়ায় বসে বিড়বিড় করে বললে নিজের মনে— মন্দ কী! আরও বিশ বছর পরে তুলোর বিছানায় মৃত্যুর বদলে না হয় এই মৃত্যুকেই বরণ করা যাক হাসিমুখে।'

পাথরের ছায়ায় বসবার আগে সে অকেজো রাইফেলের বোঝা নামিয়ে রাখল পায়ের কাছে, সেইসঙ্গে ডান কাঁধে ঝোলানো ধূসর শালকাপড়ের একটা মস্ত পুঁটুলি। কাহিল শরীরের পক্ষে পুঁটুলিটা নিশ্চয় অতিরিক্ত ভারী, কেননা কাঁধ থেকে নামানোর সময়ে তা দমাস করে খসে পড়ল জমির ওপর। সঙ্গেসঙ্গে ধূসর পুলিন্দার মধ্যে থেকে ভেসে এল সরু গলায় গোঙানি, ঠেলে বেরিয়ে এল অতিশয় উজ্জ্বল বাদামি চোখ সমন্বিত একটা ছোট্ট ভয়ার্ত মুখ এবং ডোরাকাটা টোল খাওয়া একজোড়া খুদে মুষ্টি।

কচি গলায় জাগ্রত হল ভর্ৎসনা—

'উঃ! বড্ড লেগেছে!'

'ইচ্ছে করে লাগাইনি রে!' অনুতপ্ত সুরে বলল লোকটা! বলতে বলতে ধূসর শালের ভাঁজ খুলে বাইরে টেনে আনল বছর পাঁচেকের ভারি মিষ্টি চেহারার ছোট্ট একটি মেয়েকে : সূক্ষ্ম

রুচিসম্পন্ন পরিপাটি জুতো, স্মার্ট গোলাপি ফ্রকের ওপর পুঁচকে অ্যাপ্রনের মধ্যে রয়েছে মাতৃস্নেহের সুকোমল নিদর্শন। অবসন্ন পাণ্ডুর হলেও মেয়েটির হাত পায়ের লাবণ্য দেখে বোঝা যায় সঙ্গী পুরুষের মতো ধকল তাকে সইতে হয়নি।

'এখন কীরকম বুঝছিস?' উদ্‌বিগ্ন স্বরে শুধোয় লোকটি। কেননা মেয়েটি তখনও হাত বুলোচ্ছে মাথার পেছনে দড়ির মতো গুচ্ছ পাকানো সোনালি চুলের রাশিতে।

'চুম দাও, তাহলেই সেরে যাবে।' অতীব গম্ভীর মুখে আহত জায়গাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে খুদে মেয়ে, 'মা-ও তাই করত। মা কোথায়?'

'চলে গেছে। শিগ্‌গিরই দেখা হবে মনে হয় তোর সঙ্গে।'

'চলে গেছে! কী আশ্চর্য। যাবার সময়ে "আসছি" বলে গেল না। মাসিমার কাছে চা খেতে গেলেও বলে "আসছি" আর আজকে নিয়ে তিন দিন হল মা কোথায় গেছে। বড্ড শুকনো জায়গা তো। জলটল নেই? খাবার?'

'কিছুই নেই মা। একটু ধৈর্য ধর, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কাঁধে এইভাবে মাথাটা রাখ, গায়ে জোর পাবি, ঠোঁট শুকিয়ে শুকনো চামড়ার মতো হলে কথা বলা যায় না, তাহলেও তোকে সব বলব। হাতে কী রে?'

'কী সুন্দর জিনিস। কী ভালোই না লাগছে দেখতে!' সোৎসাহে দু-টুকরো চকচকে অভ্র তুলে দেখিয়ে বলল মেয়েটি, 'বাড়ি গিয়ে বব-ভাইকে দোব।'

'এর চাইতে ভালো জিনিস শিগ্‌গিরই দেখতে পাবি মা,' প্রত্যয়ের সুরে বললে লোকটা। 'একটু অপেক্ষা কর। তার আগেই অবশ্য সব বলছি— নদী ছাড়িয়ে এলাম কখন মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'তখন ভেবেছিলাম শিগ্‌গির আর একটা নদী পেয়ে যাব। কিন্তু কম্পাস অথবা ম্যাপে কোথাও একটা ভুল ছিল। নদী আর পেলাম না। জল ফুরিয়ে গেল। তোর জন্যে রইল শুধু কয়েক ফোঁটা। তারপর... তারপর...'

'চান করবার জল আর পেলে না, তাই তো?' গম্ভীরভাবে সঙ্গী পুরুষের ধূলিধূসরিত আকৃতির পানে তাকিয়ে বললে মেয়েটি।

'খাবার জলও পেলাম না। তাই প্রথমেই গেলেন মি. বেনডার, তারপরে মিসেস ম্যাকগ্রেগর, তারপর জনি হোন্স, তারপরে তোর মা।'

'তাহলে মা-ও মরে গেছে,' ফ্রকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মেয়েটি।

'হ্যাঁ, মা। সবাই গেছে, তুই আর আমি বাদে। তখন ভাবলাম এদিকে এলে হয়তো জল পাব। কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম তোকে— অনেক কষ্টে এলাম বটে কিন্তু জল পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বাঁচবার সম্ভাবনা বিশেষ নেই।'

'তাহলে কি আমরাও মরে যাব?' কান্না থামিয়ে অশ্রু আঁকা মুখ তুলে শুধোয় মেয়েটি।

'হ্যাঁ, মা, সেইরকমই মনে হচ্ছে।'

'আগে বলোনি কেন?' হাসিতে কলকলিয়ে ওঠে খুদে পরি। 'এমন ভয় দেখাচ্ছিলে। মরলেই তো মায়ের কাছে যাব।'

'তা যাবি।'

'তুমিও যাবে। মাকে বলব'খন আমার জন্যে তুমি কত কী করেছ। দেখবে, স্বর্গের দরজায় এক জগ জল আর এক ঝুড়ি কেক নিয়ে মা দাঁড়িয়ে থাকবে। দু-দিক সেঁকা কেক— আমি আর বব যা খেতে ভালোবাসি। আর কত দেরি?'

'জানি না— খুব দেরি নেই মনে হচ্ছে।' উত্তর দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললে লোকটা। স্বর্গের নীল খিলেনে তিনটে বিন্দু দেখা দিয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসার দরুন। দেখতে দেখতে কাছে এসে গেল কালো বিন্দু তিনটি। দেখা গেল তিনটে বিশাল বাদামি পাখি অভিযাত্রীদের মাথার ওপর চক্রাকারে পাক দিয়ে গিয়ে বসল অদূরে উঁচু পাথরে— নজর রইল কিন্তু এদের দিকেই। পাখিগুলো বুজার্ড শকুন— এরা আসা মানেই বুঝতে হবে মৃত্যুও আসছে।

কদাকার পাখিগুলো দেখিয়ে ফুর্তি উচ্ছল কণ্ঠে বললে মেয়েটা, 'মুরগি না মোরগ? ভগবান কি এ-দেশটাও তৈরি করেছে?'

'করেছে বই কী,' অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নে চমকে গিয়ে বলে লোকটি।

'ভগবান ইলিনয়[৭] তৈরি করেছে, মিসৌরী[৮] তৈরি করেছে। আমার মনে হয় এই দেশটা অন্য কেউ তৈরি করেছে। মোটে ভালো হয়নি। জল দিতে ভুলে গেছে, গাছ বানাতে ভুল গেছে।'

'ভগবানকে ডাকলে হয় না?'

'এখনও রাত হয়নি।'

'তাতে কিছু এসে যাবে না। অসময়ে প্রার্থনা করলেও ভগবান কিছু মনে করবে না। প্রান্তর পেরিয়ে আসার সময়ে তুই তো রোজ রাত্রে গাড়ির মধ্যে প্রার্থনা করতিস।'

'তুমি করো না।'

'মনে থাকলে তো করব। সব ভুলে গেছি। ভগবানকে ডাকবার সময়ও পাইনি, যা কষ্ট গেছে। তুই বল। আমি শেষের দিকে গলা মিলাব।'

'তাহলে আমার মতো তোমাকেও হাঁটু গেড়ে এইভাবে বসতে হবে,' শালটা জমির ওপর বিছোতে বিছোতে বলে মেয়েটা। 'দু-হাত রাখবে এইভাবে। খুব ভালো লাগবে।'

অদ্ভুত সেই দৃশ্য দেখবার জন্যে বুজার্ড শকুন ছাড়া আর কেউ ছিল না সেখানে। সরু শালের ওপর পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসেছে দু-জন ভ্রামণিক— একজন একটা পুঁচকে বাচাল শিশু, আর একজন বেপরোয়া পোড় খাওয়া দুঃসাহসী। একজনের মুখ চাঁদ মাছের মতো গোলগাল আর একজনের মুখ ঝড়োকাকের মতো— মোটা মোটা হাড়গুলোই কেবল ঠেলে আছে— মাংস তেমন নেই। দুটো মুখই উত্থিত নির্মেঘ সুনীল স্বর্গ অভিমুখে— বীভৎস পরিণতির সম্মুখীন হওয়ায় আন্তরিক অনুনয় পরিস্ফুট দুটি মুখেই— সম্মিলিত কণ্ঠেও ধ্বনিত হচ্ছে সেই অনুনয়— সরু আর স্পষ্ট, গভীর আর রুক্ষ। দুটো গলার অন্তর থেকে ক্ষমা আর করুণা প্রার্থী দুটি অসহায় প্রাণী। প্রার্থনা শেষ হল। রক্ষকের প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে পাথরের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল বাচ্চা। ঘুমন্ত শিশুর দিকে কিছুক্ষণ অনিমেষে চেয়ে রইল রক্ষক। কিন্তু প্রস্তুতির ডাক আর এড়াতে পারল না। তিন দিন তিন রাত সে ঘুমোয়নি, জিরোয়নি। ক্লান্ত চক্ষুর ওপর আস্তে আস্তে নেমে এল চোখের পাতা, একটু একটু করে মাথা ঝুলে এল বুকের

ওপর। তারপর এক সময়ে তার ধূসরবর্ণ দাড়ির জট একাকার হয়ে মিশে গেল শিশুর স্বর্ণবর্ণ আলোকগুচ্ছের সাথে। স্বপ্নহীন সুগভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেল দু-জনেই।

পুরুষ ভ্রামণিক আরও আধঘণ্টা জাগ্রত থাকলে দেখতে পেত অদ্ভুত একটা দৃশ্য। ক্ষারপ্রান্তরের প্রত্যন্ত কিনারায় অনেক দূরে ধুলো ছিটিয়ে উঠল অতি সামান্য। প্রথমে খুবই অল্প। দূরের কুহেলি থেকে তা আলাদা করা যায় না। কিন্তু একটু একটু করে উপরে উঠে ছড়িয়ে পড়ল ধুলোর ফোয়ারা— আস্তে আস্তে রূপ নিল মেঘের। ধুলোর মেঘ। স্পষ্ট, নিরেট ধুলোর মেঘ। ক্রমশ বেড়েই চলল মেঘের আকার। শেষকালে যে-আকারে পৌঁছোল তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল অগুনতি প্রাণীর পদক্ষেপের ফলেই সৃষ্টি এই ধূলি মেঘের। উর্বর জায়গা হলে মনে হত তৃণভূমিতে চরতে বেরিয়েছে পালে পালে বাইসন মোষ। কিন্তু এই অনুর্বর অঞ্চলে তা একেবারেই অসম্ভব। সমাজচ্যুত এই দুটি প্রাণী যে নিঃসঙ্গ খাড়া পাহাড়ের গায়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ধুলোর ঘূর্ণিমুখ সেইদিকে আরও এগিয়ে আসার পর ঝটিকার মধ্যে একটু একটু করে উঁকি দিল ক্যানভাস-ছাওয়া ঘোড়ায় টানা গাড়ির শীর্ষদেশ এবং সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারদের মূর্তি। প্রেতচ্ছায়ার মতো সেই দৃশ্য আরও স্পষ্ট হল। মরুযাত্রীদের একটা বিরাট দল চলেছে বসবাসের উপযুক্ত ঢাকা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে। চলেছে পশ্চিমদিকে। কী বিরাট সেই দল! সামনের গাড়িগুলো পাহাড়ের সন্নিদেশে পৌঁছে গেলেও পেছন দিক তখনও অদৃশ্য রইল দূরদিগন্তে। বিপুল মরুপ্রান্তরের ওপর বিস্তৃত রইল কেবল ঢাকা গাড়ি আর খোলা গাড়ি, ঘোড়ার পিঠে পুরুষ, পায়ে হাঁটা পুরুষ। অগণিত মেয়ে পিঠে বোঝা নিয়ে নুয়ে পড়ে ছুটছে গাড়ির পাশে পাশে। বাচ্চারাও পাশে, সাদা আবরণ সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে গাড়ির ভেতরে। সাধারণ আদিবাসী এরা নয়, বিশেষ ধরনের যাযাবর মানুষ অবস্থায় চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে নতুন দেশের সন্ধানে বেরিয়েছে। বাতাসে ভাসছে অনেকরকম আওয়াজের মিশ্রিত কোলাহল। গাড়ির চাকার গড়গড়ানি, বহু মানুষের একটা চাপা গুমগুম আওয়াজ, তৈলহীন চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ আর অগুনতি ঘোড়ার হ্রেষারব। এত আওয়াজেও কিন্তু পথ শ্রান্ত দুই অভিযাত্রীর ঘুম ভাঙল না খাড়া পাহাড়ের গায়ে।

মরুযাত্রীদের পুরোভাগে জনাবিশেক অশ্বারোহী আসছে। গম্ভীর আর লোহার মতো শক্ত মুখ প্রত্যেকের। পরনে সাদাসিদে হাতে বোনা পোশাক। কাঁধে রাইফেল। খাড়া পাহাড়ের তলদেশে এসে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে যুক্তি পরামর্শ শুরু করল নিজেদের মধ্যে।

চুল যার ধূসর, গোঁফদাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো, ঠোঁট কঠিন— সে বললে, 'ব্রাদার, কুয়োগুলো কিন্তু ডান দিকে।'

আরেকজন বললে, 'সিয়েরা ব্লান্‌কোর ডান দিকে— তাহলেই পৌঁছাবো রিও গ্রান্ডি।'

'জলের জন্যে ঘাবড়িয়ো না,' চিৎকার শোনা গেল তৃতীয় কণ্ঠে। 'পাথর ফুঁড়ে যিনি ফোয়ারা বার করতে পারেন, এ দুঃসময়ে মুখ তুলে তিনি চাইবেনই, আমরা যে তাঁর নির্বাচিত সন্তান।'

'তাই হোক! তাই হোক!' সম্মিলিত কণ্ঠে সাড়া দিল পুরো দলটা।

এই বলে ফের যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে মরুযাত্রীদের পুরোধাগণ, এমন সময়ে খোঁচা খোঁচা খাড়াই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল একজন। চোখ তার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, বয়স সবচেয়ে কম। তাই সে দেখতে পেয়েছে অনেক উঁচুতে ধূসর কঠিন পাথরের পটভূমিকায় সামান্য একটু গোলাপি রং। হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে জিনিসটা। ধূসর পাহাড়ের গায়ে বড়ো

উজ্জ্বলভাবে দেখাচ্ছে গোলাপি গুচ্ছ। দৃশ্যটা চোখে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে গেল প্রত্যেকে, কাঁধের রাইফেল চলে এল হাতে, পেছন থেকে আরও সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার ছুটে এল পুরোধাদের বলীয়ান করতে। মুখে মুখে শোনা গেল একটাই শব্দ— 'লাল চামড়া'।

দলপতি বলে যাকে মনে হল, তার বয়স হয়েছে। বললেন, 'ইন্ডিয়ানরা এখানে সংখ্যায় বেশি নেই। পনিদের পেরিয়ে এসেছি। বড়ো পাহাড় না-আসা পর্যন্ত আদিবাসীদের তো আর দেখা যাবে না।'

একজন বললে, 'ব্রাদার স্টানজারসন, গিয়ে দেখে আসব?'

'আমি যাব,' 'আমি যাব,' চেঁচিয়ে উঠল ডজনখানেক কণ্ঠ।

বয়স্ক ব্যক্তি বললেন, 'ঘোড়া রেখে যাও।' তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে, পাথরের গায়ে লাগাম বেঁধে তরুণ যাযাবররা খাড়াই পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল কৌতূহল মিটোনোর অভিলাষে। উঠতে লাগল নিঃশব্দে দ্রুতবেগে, অত্যন্ত স্কাউটের দক্ষতা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে। নীচ থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে সঙ্গীরা দেখলে পাথর থেকে পাথরের গায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে তরুণ দল। দেখতে দেখতে যেন আকাশের কাছে পৌঁছে গেল দেহরেখাগুলো। গোলাপিগুচ্ছ দেখে প্রথমে যে চেঁচিয়েছিল, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সেই তরুণটি। অনুবর্তী সঙ্গীরা অবাক হল হঠাৎ তার সবিস্ময়ে শূন্যে দু-হাত নিক্ষেপ দেখে। কাছে যাওয়ার পর কিন্তু প্রত্যেকেই একইভাবে দু-হাত শূন্যে ছুড়ে লাফিয়ে উঠল প্রচণ্ড বিস্ময়ে। দেখল সেই একই দৃশ্য।

ন্যাড়া পাহাড়ের মাথাটা চ্যাটালো। ছোট্ট উপত্যকার মাঝে একটিমাত্র দানবিক পাথর। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে এলিয়ে রয়েছে দীর্ঘকায় এক পুরুষ, দাড়ি বেশ লম্বা, রুক্ষ কদাকার মূর্তি, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় বিশীর্ণ। প্রশান্ত মুখে ঘুমোচ্ছে সে, নিশ্বেস পড়ছে নিয়মিত ছন্দে। পাশেই ঘুমোচ্ছে একটি শিশু। সুগোল, সাদা হাতে জড়িয়ে রয়েছে পুরুষ-সঙ্গীর সিঁটে-মারা শক্ত বাদামি ঘাড়, স্বর্ণকেশ মাথাটি ন্যস্ত বুকের মখমল-পোশাকে। দ্বিধাবিভক্ত গোলাপি অধরোষ্ঠের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাদা দাঁতের সুসম সারি, শিশুমুখে ভাসছে বড়ো ফুর্তির হাসি— যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে খেলায় মত্ত। ছোট্ট ফুলো পা দুটিতে সাদা মোজা, পরিচ্ছন্ন জুতোয় চকচকে বাক্‌ল্‌। সঙ্গীর দীর্ঘ শুকনো কুঁচকোনো হাত-পায়ের পাশে সে-দৃশ্য বড়োই বেমানান। বিরাট পাথরটার ওপরের কিনারায় নীরবে বসে তিনটে বুজার্ড শকুনি একদৃষ্টে চেয়ে ছিল ঘুমন্ত এই দুই মূর্তির পানে। আগন্তুকদের দেখে কর্কশ নৈরাশ্য চিৎকারে বাতাস ফালাফালা করে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল দিগন্তে।

বিকট পক্ষীদের রক্ত-জল-করা ওই চিৎকারেই ঘুম ভেঙে গেল ঘুমন্ত দু-জনের। ফ্যালফ্যাল করে হতভম্ব মুখে চাইল চারদিকে। পুরুষটি টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দিগন্ত বিস্তৃত ধু-ধু প্রান্তরের দিকে। ঘুমের আগে এই প্রান্তর ছিল নিষ্প্রাণ, নিথর নির্জন। এখন সেখানে পিলপিল করছে মানুষ আর পশু। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না লোকটা, বিষম অবিশ্বাস ফুটে উঠল চোখে-মুখে, শিরা-বার-করা দু-হাত দিয়ে রগড়ে নিল দু-চোখ। বললে বিড়বিড় কণ্ঠে— 'এরই নাম হল মতিভ্রম।' কোট খামচে ধরে পাশেই দাঁড়িয়ে বাচ্চা মেয়েটি। মুখে কথা নেই, কিন্তু শিশুসুলভ সপ্রশ্ন চোখে অবাক হয়ে দেখছে আশেপাশের দৃশ্য।

উদ্ধারকারী দলটি অবশ্য অচিরেই সমাজচ্যুত দু-জনকে বুঝিয়ে দিলে— স্বপ্ন দৃশ্য নয়, মতিভ্রম নয়, সত্যি ওরা রক্তমাংসের মানুষ। একজন মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিলে, দু-জন বিশীর্ণ কাহিল লোকটিকে দু-পাশ থেকে ধরে নিয়ে চলল নীচে ঘোড়ার গাড়ির দিকে।

যেতে যেতে বললে লোকটা, 'আমার নাম জন ফেরিয়ার। একুশজনের মধ্যে বেঁচে আছি কেবল আমি আর ওই বাচ্চা মেয়েটা। খিদে তেষ্টায় মরেছে প্রত্যেকে দক্ষিণ অঞ্চলে।'

'তোমার বাচ্চা?' শুধোয় একজন।

'এখন থেকে তাই,' জন ফেরিয়ার বললে বেপরোয়া কণ্ঠে। 'ওকে আমি বাঁচিয়েছি, তাই ও আমারই মেয়ে। থাকবে আমারই কোলে— ছিনিয়ে নিতে দেব না কাউকে। আজ থেকে ওর নাম লুসি ফেরিয়ার। কিন্তু তোমরা কে?' সকৌতূহলে রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘকায় সুঠামদেহী উদ্ধারকারীদের দিকে তাকিয়ে শুধোয় জন— তোমরা দেখছি দলে বেশ ভারী।'

'প্রায় দশ হাজার। ঈশ্বরে নিগৃহীত সন্তান আমরা— অ্যাঞ্জেল মেরোনার[৯] ধর্মে দীক্ষিত।'

'নাম শুনিনি কখনো। তবে চ্যালাচামুণ্ডা জুটিয়েছে ভালো।'

ইস্পাত-কঠিন কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল একজন তরুণ, 'পবিত্র প্রসঙ্গ নিয়ে রঙ্গ পরিহাস না-করলেই খুশি হব। পালমিরার ধর্মপ্রাণ জোসেফ স্মিথকে[১০] একটা পেটাই সোনার পাত দেওয়া হয়েছিল। মিশরীয় হরফে তাতে যে-বাণী উৎকীর্ণ ছিল, আমরা তার প্রতিটি অক্ষর মেনে চলি। বেদবাক্যের মতোই তা পবিত্র আমাদের কাছে। আমরা আসছি ইলিনয় প্রদেশের নভু[১১] অঞ্চল থেকে— মন্দির প্রতিষ্ঠাও করেছি সেখানে। ঈশ্বর প্রসাদে বঞ্চিত অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির এক ব্যক্তির অত্যাচারে আমরা দেশ-ছাড়া হয়ে খুঁজছি এমন একটা দেশ যেখানে উগ্রতা নেই, বর্বরতা নেই— সে-দেশ মরুভূমির মাঝে হলেও আপত্তি নেই।'

নভু নামটা ঘা দিয়েছিল জন ফেরিয়ারের স্মৃতির তন্ত্রীতে। বললে, 'তাই বলো। তোমরা মর্মোন।'[১২]

'হ্যাঁ, আমরা মর্মোন,' একবাক্যে একসঙ্গে বলে উঠল সবক-টি তরুণ।

'যাচ্ছ কোথায়?'

'জানি না। ঈশ্বর আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন অবতারের মাধ্যমে। আমাদের সঙ্গে চলেছেন অবতার। তোমাকেও যেতে হবে তাঁর সামনে। তিনিই ব্যবস্থা দেবেন তোমার ব্যাপারে!'

এসে গেছে সানুদেশ। ঘিরে ধরেছে তীর্থযাত্রীরা; ফ্যাকাশে মুখ, বিনম্র স্ত্রীলোক। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাস্যমুখের ছেলে-মেয়ে; উদ্‌বিগ্ন, ব্যগ্র-চক্ষু পুরুষ। একজনের কচি বয়স আর একজনের দুরবস্থা দেখে 'আহা' 'আহা' সহানুভূতিতে বাতাস মুখরিত। উদ্ধারকারীরা ঠেলেঠুলে এদের মাঝ দিয়ে দু-জনকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ছিমছাম চেহারার একটা বড়ো আকারের গাড়ির সামনে। বেশ সাজানো ওয়াগন। অন্যান্য ওয়াগনে দুটো কি চারটে ঘোড়া, কিন্তু বিশেষ এই ওয়াগনটি টানছে ছ-টি ঘোড়া। চালকের পাশে আসীন পুরুষটি বয়সের দিক দিয়ে বড়োজোর তিরিশ হলেও প্রকাণ্ড মাথা আর দৃঢ় মুখচ্ছবি দেখে নেতা বলেই মনে হয়। বাদামি মলাট দেওয়া বই পড়ছিল পুরুষটি। এরা গিয়ে দাঁড়াতে বই নামিয়ে মন দিয়ে শুনল সব কথা। তারপর চোখ তুলল সমাজচ্যুত দু-জনের দিকে।

বললে, ধীর, গম্ভীর, শান্ত গলায়, 'আমার সঙ্গে আসতে হলে আমরা যে-ধর্মে বিশ্বাসী, সেই বিশ্বাস আনতে হবে। নেকড়ের সঙ্গে পথ চলতে আমরা চাই না। ছোট্ট পোকাই শেষ পর্যন্ত পচন ধরায় গোটা ফলে। তার চাইতে তোমাদের হাড় মরুভূমিতে ফেলে যেতেও আমরা তৈরি এই শর্তে যদি আসতে চাও আসতে পার।'

'যেকোনো শর্তেই আসতে রাজি,' প্রাণঢালা আবেগে বলল জন ফেরিয়ার। মুচকি হাসল বয়স্কা। অবিচল রইল নেতার নির্বিকার, কঠোর মুখভাব।

বলল, 'ব্রাদার স্ট্যানজারসন, সঙ্গে নাও এদের! খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করো— বাচ্চাটাকে দেখো। পবিত্র ধর্মতত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়ো অবসর মতো। আর দেরি নয়। চলো এগিয়ে! চলো জিয়ন!'

'চলো জিয়ন!' গলা মিলিয়ে হাঁক দিল মর্মোনরা। মুখে মুখে ফিরতে লাগল সেই ডাক— চলো জিয়ন! চলো জিয়ন! চলো জিয়ন! দূর হতে দূরে ছড়িয়ে গেল সেই হাঁক— আস্তে আস্তে ক্ষীণ গুঞ্জন ধ্বনির মতো মিলিয়ে গেল দূর দিগন্তে! চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ চক্রধ্বনির মধ্যে দিয়ে নতুন করে শুরু হল বিরাট বিরাট ওয়াগনগুলোর পথ চলা। দেখতে দেখতে বিশাল ক্যারাভানটা সর্পিল ভঙ্গিমায় এগিয়ে চলল মরুপথ বেয়ে। নবাগত দু-জনকে এক ওয়াগনে নিয়ে এল একজন বয়স্ক পুরুষ— পরিচর্যার ভার পড়েছে এর ওপরেই। এসে দেখল খাবার তৈরি।

বলল, 'এখানেই থাক এখন। দু-দিনেই ক্লান্তি কেটে যাবে। কিন্তু মনে রেখো, এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমাদের একজন— একই ধর্মে বিশ্বাসী। ব্রিগহ্যাম ইয়ং[১৩] যা বলেছেন, তার নিজের কথা নয়— জোসেফ স্মিথের কণ্ঠে বললেন স্বয়ং ঈশ্বর।'

৯। উটার[১] ফুল

স্বদেশ ত্যাগ করে কত কষ্ট সয়ে নতুন দেশে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় খুঁজে পেল মর্মোনরা, সে-কাহিনি বলবার জায়গা এটা নয়। মিসিসিপি[২] উপকূল থেকে শুরু করে রকি মাউন্টেনের[৩] ঢাল পর্যন্ত ওরা যে-জেদ নিয়ে এগিয়েছে, ইতিহাসে তার সমতুল্য নজির আর নেই বললেই চলে। প্রকৃতি যতরকম অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, মর্মোনদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল তার প্রতিটি। বর্বর মানুষ, হিংস্র শ্বাপদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, ব্যাধি— সবক-টিই এসেছে ওদের শেষ করতে— কিন্তু পারেনি। গোঁয়ার অ্যাংলো-স্যাক্সনদের[৪] মতোই সব বাধা পেরিয়ে এসেছে ওরা প্রচণ্ড জেদকে সম্বল করে। তা সত্ত্বেও বলিষ্ঠতম মর্মোনদেরও বুক কেঁপেছে বহুবার সুদীর্ঘ যাত্রাপথ এবং অসংখ্য আতঙ্কের মাঝে। তাই যেদিন রৌদ্রালোকিত উটা উপত্যকা ভেসে উঠল ওদের চোখের সামনে, সেদিন নতজানু হয়ে বসে সবাই প্রাণ-ঢালা প্রার্থনা জানালে ঈশ্বরকে— যে দেখিয়ে নিয়ে এসেছে এতগুলি মানুষকে অত্যাচারের আলয় থেকে মুক্তির দেশে। অবতার নিজেও বললে, এই সেই দৈবাদেশের দেশ, ঈশ্বর প্রতিশ্রুত দেশ। উর্বর এই অঞ্চল আজও কুমারী। মানুষের লাঙল স্পর্শ করেনি সেখানকার মাটি— সুজলা শ্যামলা এদেশ এখন থেকে কেবল দুঃসাহসী এই মর্মোনদেরই।

ইয়ং যে সুদক্ষ শাসনকর্তা, তা দেখিয়ে দিলে অচিরে। দৃঢ়চেতা দলপতি হিসেবেও সে অতুলনীয়। ম্যাপ আর চার্ট তৈরি হল তৎক্ষণাৎ। আঁকা হয়ে গেল ভবিষ্যৎ শহরের নকশা।

জন এবং লুসি ফেরিয়ারকে উদ্ধার করল মর্মনরা। বীটনস ক্রিস্টমাস অ্যানুয়ালে ডি এইচ ফ্রিস্টনের অলংকরণে

মর্যাদা অনুসারে জমিজায়গাও বিলি হয়ে গেল দু-দিনে। যে ব্যবসাদার সে পেল ব্যবসার সুযোগ; যে কারিগর, তাকে লাগিয়ে দেওয়া হল হাতের কাজে। যেন জাদুমন্ত্রবলে রাস্তাঘাট বাগান চত্বর তৈরি হয়ে গেল শহরে। নর্দমা তৈরি, আগাছা সাফ, ঝোপঝাড়ের বেড়া, বীজ রোপণেই গেল একটা বছর। তারপর গ্রীষ্ম আসতেই সারাদেশ সোপার মতো ঝলমলিয়ে উঠল গমের চারায়। শ্রী আর সম্পদ উথলে উঠল সব কিছুর মধ্যেই। শহরের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত বিরাট মন্দিরটাও ক্রমশ আরও বিরাট, আরও লম্বা হয়ে ঠেলে উঠতে লাগল আকাশের দিকে। দ্রুতবৃদ্ধির দিক দিয়ে মন্দিরটি ছাড়িয়ে গেল বিচিত্র এই উপনিবেশের সব কিছুই। উষার প্রথম অরুণিমা থেকে গোধূলির অবসান পর্যন্ত বিরাট এই স্মৃতিসৌধের সর্বত্র শোনা যেত হাতুড়ির ঠকাঠক আর করাতির ঘস ঘস আওয়াজ। যে পরম কারুণিকের কৃপায় এতগুলি মানুষ এত বিপদ পেরিয়ে সুখের নীড় পৌঁচেছে, তাঁর উদ্দেশে ভক্তি উজাড় করে দিত কৃতজ্ঞ অধিবাসীরা।

মহা-তীর্থযাত্রার শেষ অবধি সঙ্গে থেকেছে জন ফেরিয়ার আর তার পালিত কন্যা লুসি ফেরিয়ার। ব্রাদার স্টানজারসনের ওয়াগনেই পরম সুখে দিন কাটিয়েছে লুসি— সেবাযত্ন পেয়েছে স্ট্যানজারসনের তিন বউয়ের[৫] কাছে; খেলার সঙ্গীরূপে পেয়েছে স্ট্যানজারসনের বারো বছরের রগচটা, ডানপিটে পুত্রকে। বাচ্চাবয়স থেকে অনেক আঘাত, অনেক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে লুসিকে। মায়ের মৃত্যুর পর নতুন এই পরিবেশেও বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে সে। ক্যানভাস-ঢাকা এই চলন্ত বাড়ির আর এই তিন রমণীকে নিয়ে নতুন জীবনে দিব্বি মিশে গিয়েছে। জন ফেরিয়ারও প্রয়োজনীয় পথপ্রদর্শকরূপে সবার নজরে এসেছে। অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকের শ্রদ্ধা ভালোবাসা কেড়ে নেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ যাত্রা শেষে সাব্যস্ত করা হল আর সবার মতো তাকেও উর্বর জমি-জায়গা দেওয়া হবে সম-পরিমাণে। সবচেয়ে বেশি পাবে অবশ্য ইয়ং স্বয়ং আর তার চার মুখ্য বয়স্ক— স্ট্যানজারসন, কেমব্যাল[৬], জন্সটন[৭], ড্রেবার।

নিজের জায়গায় প্রথমে একটা কাঠের গুঁড়ির কুঁড়ে তৈরি করল জন ফেরিয়ার। ক্রমে ক্রমে তাকে বড়ো করে নিজের হাতে বানিয়ে নিল আলো হাওয়া যুক্ত প্রশস্ত একটা ভিলা। মন তার বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন, হাতের কাজে দক্ষ, আচার-আচরণে আন্তরিক। লৌহ-কাঠামোর দৌলতে উদয়াস্ত পরিশ্রম তার কাছে কিছুই নয়। স্বহস্তে জমি চাষ আর জায়গা-জমির উন্নতি সাধনে ব্যয় করত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে। দিনে দিনে তাই বেড়েই চলল তার জায়গা-জমির সম্পদ। তিন বছরে অবস্থা স্বচ্ছল হল প্রতিবেশীদের তুলনায়, ছ-বছরে হল বেশ বিত্তবান, ন-বছরে রীতিমতো ধনবান, বারো বছর পরে দেখা গেল ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো বড়োলোক ছ-জনও নেই সল্টলেক সিটিতে[৮]। সুবৃহৎ মধ্যবর্তী সমুদ্র থেকে সুদূর ওয়াসাচ মাউন্টেন্স[৯] পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জন ফেরিয়ারের চাইতে অধিক পরিচিত নাম আর রইল না একটিও।

শুধু একটি ব্যাপার স্বধর্ম বিশ্বাসীদের মনে দাগা দিলে জন ফেরিয়ার। সঙ্গীসাথিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিয়ে বিয়ে থা করে সংসারী হলে খুশি হত সবাই। কিন্তু যুক্তিতর্ক অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ হল এই একটি ব্যাপারে। স্ত্রীলোক সংসর্গে এত অরুচি কেন, তার কারণ সে ব্যাখ্যা করেনি। কিন্তু একনাগাড়ে প্রত্যেকের কথাই পায়ে ঠেলেছে, গোঁয়ার গোবিন্দের মতো নিজের মতে অটল থেকেছে। কেউ বলেছে এ-ধর্মে ওর মতি তেমন সুদৃঢ় নয়, কেউ বলেছে

পয়সা পিশাচ তো, পাছে টাকা খরচ হয় এই ভয়ে বিয়েতে নারাজ! কেউ শুনিয়েছে পুরোনো প্রেমের কল্পিত কাহিনি— প্রেমিকাটি নিশ্চয় আটলান্টিক পাড়ের মেয়ে, শুভ্রকেশী সুন্দরী। কারণ যাই হোক না কেন, জন ফেরিয়ার অবিচল থেকেছে আপন মতে। অন্যান্য সব ব্যাপারে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলেছে অক্ষরে অক্ষরে, একাত্ম হয়েছে ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে, সুনাম কিনেছে অনমনীয় আর ঋজু মনোভাবের জন্য।

কাঠের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই বড়ো হল লুসি ফেরিয়ার। পালিত পিতাকে সাহায্য করেছে সে প্রতিটি কাজে! পাহাড়ের শানিত হাওয়া আর পাইন গাছের স্নিগ্ধ সুগন্ধী যুগপৎ আয়া আর মা হয়ে এসেছে তার জীবনে। দিনে দিনে বড়ো হয়েছে। গাল আরও লাল হয়েছে, পদক্ষেপে শক্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে, শরীরে স্বাস্থ্যের জোয়ার এসেছে। জন ফেরিয়ারের খামার বাড়ির পাশ দিয়ে হাইরোড বরাবর যেতে যেতে বহু পথিক তার দীর্ঘ, সুকুমারী মূর্তি দেখে উদ্‌বেলিত হয়েছে, শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে বাবার মাসট্যাঙ[১০] ঘোড়ায় তার অনায়াস আরোহণ দেখে ফেলে-আসা বিস্মৃত আবেগকে নতুন করে মনের মধ্যে অনুভব করেছে, পশ্চিমের দুর্দান্ত সন্তানের মতো অক্লেশে অথচ মনোরম ভঙ্গিমায় বুনো ঘোড়া মাসট্যাঙকে চালনার কৌশল দেখে বিস্মিত হয়েছে। এই ভাবেই একটু একটু করে কুঁড়ি ফুটে পাপড়ি মেলে ধরেছে অপরূপ একটি পুষ্প। প্রশান্তসাগরীয় অববাহিকায় ওরকম পরিপূর্ণ আমেরিকান সৌন্দর্য আর একটিও দেখা যায়নি। যে-বছরে জন ফেরিয়ার সবচেয়ে ধনী চাষি রূপে স্বীকৃতি পেল সারাতল্লাটে, সেই বছরেই অনন্যা আমেরিকান সুন্দরীরূপে নাম ছড়িয়ে পড়ল লুসি ফেরিয়ারেরও।

শিশু লুসির যুবতী হওয়ার ঘটনা শুধু যে পিতৃদেবের নজরেই পড়েছিল— তা নয়। এসব ক্ষেত্রে কদাচিৎ তা ঘটে। রহস্যজনক এই পরিবর্তন আসে মৃদুমন্দ সঞ্চরণে, পা টিপে টিপে অতি সংগোপনে দিনকাল তারিখ সময় দিয়ে সে-হিসেব রাখা যায় না। লুসি নিজেও সচেতন ছিল না পরিবর্তনটা সম্পর্কে। খেয়াল হল যখন তার গলার স্বর নিজের কানেই একদিন অদ্ভুত শোনাল, বিশেষ একজনের হাতের ছোঁয়ায় বিচিত্র রোমাঞ্চ জাগ্রত হল বুকের মধ্যে। সভয়ে, সগর্বে সে জানল প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে, অনেক ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে তার তনুমনে। নতুন জীবনের এই উষাকাল যেদিন, যেভাবে দেখা দেয় কুমারী জীবনে— কোনো মেয়েই তা ভোলে না। লুসি ফেরিয়ারের জীবনে এই মুহূর্ত এল বিষম গুরুত্ব নিয়ে। প্রভাব গিয়ে পড়ল তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যচক্রে। সিরিয়াস ঘটনার রেশ প্রতিফলিত হল অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও।

জুন মাসের প্রভাত। পথঘাটে মাঠে প্রান্তরে ভ্রমর গুঞ্জনের মতো শ্রমব্যস্ত মানুষের চাঞ্চল্য ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনা খোঁজার হিড়িক[১১] আরম্ভ হয়েছে। স্থলপথে রাস্তা গিয়েছে ইলেক্ট সিটির মধ্য দিয়ে। রাস্তায় তাই চলেছে সারি সারি ধূলিধূসরিত মালবোঝাই অশ্বতরঙ্গ। চলেছে অশ্ব আর অধিবাসীরা, পথশ্রমে ক্লান্ত, চলেছে দু-পাশের কর্ষিত ভূমির দিকে বলদ আর মেষ। পাঁচমিশেলি এই জনবাহনের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে চলেছে লুসি ফেরিয়ার। অভ্যস্ত দক্ষতায় চালনা করছে তেজি ঘোড়াকে, কখনো লাফিয়ে, কখনো দুলকি চালে চলেছে সে অপরূপ ভঙ্গিমায়। বাদাম রঙের সুদীর্ঘ চুল উড়ছে পেছনে, ব্যায়াম-উচ্ছ্বাস জনিত রক্তচাপে লাল হয়ে উঠেছে মুখশ্রী। শহর থেকে বেরিয়েছে সে বাবার একটা কাজ নিয়ে। আগেও এভাবে বেরোতে হয়েছে। ভয়ডর তাই একেবারেই নেই। যৌবনের যা ধর্ম। কাজটা শেষ করতে হবে, এ ছাড়া কোনো চিন্তাও নেই। পথক্লান্ত দুঃসাহসীরাও অবাক হয়ে দেখছে তার

এই মূর্তি। এমনকী সুখে দুঃখে উদাসীন রেড ইন্ডিয়ানরাও ঔদাসীন্য ত্যাগ করে ঘাড়ের বোঝা বিস্মৃত হয়ে সবিস্ময়ে দেখছে পাণ্ডুর মুখ এই অসামান্যা সুন্দরীর আশ্চর্য রূপ।

শহরের প্রান্তসীমায় পৌঁছে মুশকিলে পড়ল লুসি। রাস্তা জুড়ে আসছে গোরু মোষের বিরাট একটা দল। তৃণভূমি থেকে তাড়িয়ে আনছে জনা ছয়েক বুনো চেহারার পশুপালক। তর সইল না লুসির। রাস্তা বন্ধ দেখে অধীর হয়ে ছোটো একটা ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ঘোড়া। ঢুকতে ঢুকতেই চারদিক থেকে নিরেট ভাবে গোরু মোষ বলদ ঘিরে ফেলল ওকে। ভীষণ লম্বা শিং নেড়ে, বুক-কাঁপানো চোখে তাকিয়ে ধেয়ে চলল ওকে ঘিরে, কিন্তু তাতে ভয় নেই লুসির। গোরু মোষ বলদ সামলাতে হয় কী করে তা সে জানে! তাই অকুতোভয়ে ওই অবস্থাতেও, ঘোড়া নিয়ে সদ্ব্যবহার করে চলল ছোটোখাটো সুযোগের, দীর্ঘ মিছিল ঠেলে বেরিয়ে যাওয়ার আশায় ঘোড়াকে চালিয়ে নিয়ে চলল অবিশ্বাস্য দক্ষতায়। এই সময়ে ইচ্ছায় হোক কী অনিচ্ছায় হোক, একটা শিংয়ের প্রচণ্ড গুঁতো লাগল মাসট্যাঙের পাশে, তাতেই খেপে গেল ঘোড়া। চক্ষের নিমেষে দাঁড়িয়ে গেল শির পা হয়ে এবং ভীষণ উত্তেজিত হয়ে এমনভাবে দাপাদাপি শুরু করে দিলে যে বসে থাকাই মুশকিল হল লুসির পক্ষে। রেগে নাক দিয়ে নিশ্বাসের ঝড় বইয়ে, হ্রেষারব করে পেছনের দু-পায়ে ঘন ঘন দাঁড়িয়ে উঠে ফেলে দিতে চাইল আরোহিণীকে। পাকা ঘোড়সওয়ার বলেই বারংবার সে-চেষ্টা ব্যর্থ করল লুসি! কিন্তু ক্রমশ তীব্র হতে লাগল সংকট— বেড়েই চলল বিপদ। খ্যাপা ঘোড়ার চাট খেয়ে খেপে গেল বলদ আর মোষেরাও। এক একটা লাথির জবাব দিতে লাগল উপর্যুপরি শিংয়ের গোঁতায়। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল মাসট্যাঙের উন্মত্ততা। অতিকষ্টে জিন আঁকড়ে ধরে ঘোড়ার পিঠে সেঁটে রইল লুসি— ঠিকরে পড়লেই দলিত পিষ্ট, ছিন্নভিন্ন হতে হবে ভয়ার্ত চক্ষু, ক্ষিপ্ত চতুষ্পদের খুরের তলার— অতীব ভয়ানক সেই মৃত্যু বর্ণনারও অতীত। অতর্কিতে বিপদগ্রস্ত হলে কীভাবে সামলাতে হয় নিজেকে, এই অভিজ্ঞতা কিন্তু ছিল না লুসির। তাই মাথা ঘুরতে লাগল লম্ফঝম্ফ, হাঁকডাক, তাণ্ডব নৃত্যের মাঝে; শিথিল হয়ে এল মুষ্টি লাগামের ওপর। ধুলোর মেঘে দম আটকে আসছে, ক্ষিপ্ত চতুষ্পদের গায়ের ঘাম বাষ্পাকারে উঠে নাসারন্ধ্র যেন বুজিয়ে দিতে চাইছে; এ অবস্থায় ভাগ্যের হাতেই নিজেকে সঁপে দিতে লুসি— হতাশ হয়ে ছেড়ে দিতে লাগাম— কিন্তু তার আগেই দরদ-মাখা একটা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল পাশে— বললে, ভয় নেই! লাগাম ধরে থাকুন— ছাড়বেন না! সঙ্গেসঙ্গে ধূলি মেঘের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল দড়ির মতো পাকানো একটা বলিষ্ঠ বাদামি হাত— শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল ভয়ার্ত ঘোড়ার মুখের লাগাম এবং ওই দাপাদাপির মধ্যে দিয়ে টেনে বার করে আনল মিছিলের বাইরে।

ভদ্রভাবে বললে উদ্ধারকারী, 'মিস, লাগেনি তো?'

রোদে-পোড়া কালচে ভীষণ মুখটার পানে চাইল লুসি। প্রগল্‌ভ হাসি হেসে বললে অকপটে, 'ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। এক পাল গোরুর মাঝে পড়ে এত ভয় পাব ভাবতে পারিনি।'

'ভাগ্যিস সিট ছাড়েননি— পিঠ থেকে পড়লে আর বাঁচতেন না।' বক্তা বয়েসে তরুণ। দীর্ঘকায় বুনো চেহারা। ছাই রঙের লোমযুক্ত তামাটে বর্ণ বিশিষ্ট অত্যন্ত তেজিয়ান ঘোড়ায় বসে

দৃপ্ত ভঙ্গিমায়। পরনে শিকারীর মোটা কর্কশ পোশাক। কাঁধে লম্বা রাইফেল। 'আপনি বোধ হয় জন ফেরিয়ারের মেয়ে। তাঁর বাড়ি থেকেই ঘোড়া নিয়ে বেরোতে দেখলাম আপনাকে। দেখা হলে জিজ্ঞেস করবেন সেন্ট লুইয়ের জেফারসন হোপকে মনে পড়ে কিনা। উনি যদি সেই ফেরিয়ার হন, তাহলে জানবেন আমার বাবা ওঁর বন্ধু ছিলেন।'

গম্ভীরভাবে লুসি বললে, 'তার চেয়ে আপনি নিজেই এসে একদিন জিজ্ঞেস করুন না?'

প্রস্তাবে খুশি হয়েছে বলে মনে হল তরুণটি। আনন্দে চিকমিক করে উঠল কালো চোখ। বললে, 'আসব! মাস দুয়েক হল পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছি। ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়ার মতো চেহারা নয়। নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না?'

'বরং অনেক ধন্যবাদ জানাবেন। আমিও জানাব। আমি ওঁর চোখের মণি। গোরুর লাথিতে মারা গেলে সে-ধাক্কা বাবা কাটিয়ে উঠতে পারতেন না ইহজীবনে।'

'আমিও না।'

'আপনি! আরে আমি মরলে আপনার কী? আপনি তো আমাদের বন্ধুও নন।'

মন্তব্য যেন শেল হয়ে বিঁধল শিকারির বুকে। মুখটা এমন শুকিয়ে গেল যে গলা ছেড়ে হেসে উঠল লুসি।

বললে, 'এই দেখুন! সত্যিই কি আমি তাই বলছি? ওটা কথার কথা। এখন তো আপনি আমার বন্ধুই। আসা চাই কিন্তু, ভুলবেন না। আর দাঁড়াতে পারছি না। দেরি হয়ে গেলে কাজ দিয়ে আর আমাকে বিশ্বাস করবেন না বাবা। গুড বাই।'

'গুড বাই!' প্রশস্ত কিনারাযুক্ত সমব্রেরো টুপি তুলে অভিবাদন করে তরুণটি, ঈষৎ হেঁট হয়ে স্পর্শ করে লুসির সুচারু হাত। মাসট্যাঙের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চাবুক হাঁকড়ায় লুসি, ধূলি-কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে উল্কার মতো ধেয়ে যায় চওড়া পথ বেয়ে।

বিষণ্ণ, মৌন মুখে সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যায় তরুণ জেফারসন হোপ। নেভাদা মাউন্টেনে ওরা ঘুরছে রুপোর খোঁজে। সন্ধানও পেয়েছে। সল্টলেক সিটিতে এসেছিল মূলধনের খোঁজে— রুপো তোলবার জন্যে। কাজের সময়ে সে অনন্য-মন। কিন্তু আজকের ঘটনায় মন তার অস্থির— কাজ ছেড়ে অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত। সিয়েরা সমীরণের মতো সতেজ এত সুন্দরী অকপট মেয়েটি নাড়া দিয়ে গেছে তার আগুন পাহাড়ের মতো বন্য হৃদয়ের মূল পর্যন্ত। অপস্রিয়মাণ অশ্বারোহিণীর পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে সমস্ত অন্তর দিয়ে সে উপলব্ধি করেছে বড়ো কঠিন সংকট এসেছে তার জীবনে। রুপো অন্বেষণ বা তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ সম্পূর্ণ নূতন একটি বিষয় ছেয়ে ফেলেছে তার মনের দিগদিগন্ত। এ-ভালোবাসা অস্থিরমতি বালকের চঞ্চল প্রেমে নয়, দৃঢ়চেতা পুরুষের কঠিন সংকলন! প্রভুত্ব যার মেজাজে স্ফুলিঙ্গের মতোই বিচ্ছুরিত— দাবানলের মতোই প্রেমের আগুন আচমকা জ্বলছে সেই চিত্তে। দুর্দান্ত, বন্য আবেগে মথিত তার হৃদয়। জীবনে যা সে চেয়েছে, তাই পেয়েছে। কোনো প্রয়াসই তার ব্যর্থ হয়নি। এখনও হবে না। মনে মনে শপথ নিল জেফারসন হোপ, এই ইচ্ছা, এই কামনা, এই যাচ্ঞা, যদি মানুষের সাধ্যাতীত না হয়— তবে তা সার্থক হয়ে উঠবেই তার জীবনে।

সেই রাতেই জন ফেরিয়ারের বাড়ি এল সে, এল তারপরেও অনেকদিন, মুখচেনা হয়ে

গেল খামারবাড়ির প্রত্যেকের সাথে। খেতখামার নিয়ে তন্ময় থাকায় এই বারো বছর বহির্জগতের কোনো খবর পায়নি জন। সে-খবর পাওয়া গেল জেফারসনের মুখে। কথা বলার ভঙ্গিমাটি তার বড়ো সুন্দর। শুধু বাপের নয়, মেয়েরও ভালো লাগত শুনতে। ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাডভেঞ্চার অভিযানের পথিকৃৎ সে। সরস বর্ণনা শুনিয়েছে সেইসব দুরন্ত দিনগুলোর— সুখ আর শান্তিতে ভরা মধুময় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি শুনতে শুনতে বিচিত্র রোমাঞ্চ অনুভব করেছে পিতাপুত্রী দু-জনেই। আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে কুবের সম্পদ পেয়েও হারিয়ে ফেলার রুদ্ধশ্বাসী বর্ণনায়। জেফারসন হোপ একাধারে সন্ধানী স্কাউট, ফাঁদে ফেলে পশুশিকারী, রুপো অন্বেষক এবং র‍্যাঞ্চম্যান অর্থাৎ গোরুমোষের পরিচালক। যেখানে বুক-কাঁপানো অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে, জেফারসন হোপ ছুটে গিয়েছে সেইখানে।

এইভাবেই দু-দিনেই বৃদ্ধ কৃষক জন ফেরিয়ারের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল জেফারসন। শতমুখে জন প্রশংসা করত জেফারসনের— গুণের নাকি তার শেষ নেই। সত্যিই হিরের টুকরো ছেলে। নীরবে শুনত লুসি। তবে আরক্ত মুখ আর সুখ চকচকে উজ্জ্বল চক্ষু দেখে বোঝা যেত মন তার চুরি গিয়েছে। লক্ষণগুলো পিতৃদেবের নজরে না-এলেও যার জন্যে সে পাগলিনী, তার নজর এড়ায়নি।

গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় সড়ক বেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে এল তার ঘোড়া— দাঁড়াল ফটকের সামনে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল লুসি। ওকে দেখেই এগিয়ে এল কাছে। বেড়ার ওপর লাগাম নিক্ষেপ করে বাগানের পথ বেছে মুখোমুখি দাঁড়াল জেফারসন।

লুসির দু-হাত তুলে নিয়ে নিবিড় চোখে মুখপানে তাকিয়ে বললে প্রেমস্নিগ্ধ কণ্ঠে, 'লুসি, আমি চললাম। এখন তোমায় নিচ্ছি না সঙ্গে, কিন্তু পরের বার আসবে তো?'

'কবে আসবে?' রক্তিম মুখে হেসে বলে লুসি।

'মাস দুই পর। এসেই তোমার পাণি প্রার্থনা করব। পৃথিবীতে কেউ নেই আমাকে রোখে।'

'বাবা?'

'রাজি হয়েছেন। শুধু একটা শর্ত— রুপোর খনিতে কাজ দেখাতে হবে। সে-ব্যবস্থা হয়ে এসেছে।'

জেফারসনের কপাটের মতো বিশাল বুকে লজ্জারুণ মুখ লুকিয়ে লুসি বললে, 'বাবা আর তুমি দু-জনেই যখন ব্যবস্থা করে ফেলেছ, আমি আর কথা বলব না।'

'আঃ বাঁচালে!' আবেগে গলা ভেঙে যায় জেফারসনের। আনত মুখে মুখ চুম্বন করে লুসির। তাহলে ওই কথাই রইল। আর দেরি করব না। যতই থাকি না কেন, যেতে আর ইচ্ছে যায় না। ওরা যে গিরিখাদে পথ চেয়ে আছে আমার। গুড বাই, ডার্লিং, গুড বাই। ফের দেখা হবে দু-মাস পরে।'

জোর করে লুসির বাহুপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়লে জেফারসন। টগবগিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে নক্ষত্রবেগে উধাও হল দূর হতে দূরে— ক্ষণেকের জন্যেও পেছনে তাকাল না— পাছে মন দুর্বল হয়ে যায়, যেতে ইচ্ছে না হয়। ফটকে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল লুসি! ধাবমান ঘোড়সওয়ার বিন্দুর মন ছোট্ট হয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর বুকজোড়া সুখ নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে— এত সুখ সেই মুহূর্তে বোধ হয় আর কোনো মেয়ের বুকে ছিল না।

১০। অবতারের সঙ্গে কথা বলল জন ফেরিয়ার

সল্টলেক সিটি ছেড়ে জেফারসন হোপ রওনা হওয়ার তিন সপ্তাহ পরের ঘটনা জেফারসন ফিরে আসার পর কী ঘটবে ভাবতেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে জনের। প্রাণাধিকা পালিতা কন্যা জন্মের মতো পর হয়ে যাবে সেদিন থেকে। কিন্তু মুখে হাসি এনে ব্যস্ত রেখেছে নিজেকে উদ্যোগ পর্বে। মেয়েকে মর্মোনের সঙ্গে বিয়ে দেবে না, গোড়া থেকেই এই ছিল ওর গোপন সংকল্প। ওটা আবার একটা বিয়ে নাকি। মাথা কাটা যায়। মানসম্মান খোয়াতে হয়। মর্মোন মতবাদ সম্বন্ধে জন ফেরিয়ারের ধারণা যাই থাকুক না কেন, এই একটি ব্যাপারে সে অনমনীয়। অথচ মনের কথা মনেই রাখতে হয়েছে। সাধুদের এই দেশে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা বলাটা বিপজ্জনক।

সত্যিই বিপজ্জনক। এতই বিপজ্জনক যে অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির ব্যক্তিও ধর্ম নিয়ে নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ্যে জাহির করতে ভয় পায়। ফিসফিস করে বলে একান্তে— পাছে কারো কানে যায়। কেননা, তৎক্ষণাৎ সোজা কথার বাঁকা মানে দাঁড় করানো হবে এবং ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে। একদা যারা নিগৃহীত হয়েছে, এখন তারা নিজেরাই নিগ্রহ সৃষ্টি করে চলেছে নিজেদের মধ্যেই এবং সে-নিগ্রহ এত ভয়াবহ যে বর্ণনা দিয়ে তা বোঝানো যায় না। উটায় যে নিগ্রহ-যন্ত্র সেই মুহূর্তে সক্রিয় তার সমকক্ষ ব্যবস্থা কল্পনাও করতে পারবে না ইটালির গুপ্ত সমিতি[১], জার্মানদের vehmgericht[২] অথবা, সেভিলের ইনকুইজিশন[৩] নামক ধর্মীয় তদন্ত সংস্থা।

এরা অজেয়, এরা রহস্যাবৃত— তাই এদের নিগ্রহ ব্যবস্থাও দ্বিগুণ ভয়াবহ। এদের সংগঠন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ— অথচ সে-সংগঠনকে কেউ দেখেনি, নাম শোনেনি। গির্জের বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়িয়েছে, সে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে বা কী অবস্থায় আছে, কেউ জানতেও পারেনি! বউ ছেলে-মেয়েরা পথ চেয়ে বসে থেকেছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস— কিন্তু গুপ্ত বিচারপতিদের বিচারে তার কী হাল হয়েছে— কেউ এসে সে-খবর শুনিয়ে যায়নি। রাগের মাথায় একটা কথাও যদি কেউ বলে ফ্যালে, বা কিছু করে ফ্যালে তাহলে তাকে ধরাধাম ত্যাগ করতে হয়েছে তৎক্ষণাৎ অথচ কাকপক্ষীও জানতে পারেনি মাথার ওপর ঝোলানো এই অদৃশ্য খড়্গটির স্বরূপ কী, ভয়াবহ এই শক্তির চেহারা চরিত্র কী। লোকে ভয়ে কাঁপত এই কারণেই। বিজন মরুর বুকে বসেও অত্যাচারী এই শক্তির বিরুদ্ধে মনের কথা কানাকানি করতেও সাহস পেত না।

অস্পষ্ট অথচ ভয়ংকর এই শক্তির প্রথম প্রয়োগ ঘটেছিল কেবল যারা অবাধ্য— তাদের ওপরেই; মর্মোন ধর্মমত গ্রহণ করেও যারা পরে তা বর্জন করতে চেয়েছে অথবা কলঙ্কিত করতে চেয়েছে। অচিরেই আরও ব্যাপকভাবে সক্রিয় হল কুটিল, করাল এই শক্তি। স্ত্রীলোকের জোগান কমে আসছিল মর্মোনদের মধ্যে— পুরুষ বেশি, মেয়ে কম। অথচ বহুবিবাহ প্রথাও প্রচলিত রয়েছে। নারীর সংখ্যা কমে এলে এ-মতবাদও ধোপে টিকবে না। অদ্ভুত গুজব শোনা যেতে লাগল তখন থেকেই। অনেকরকম বিচিত্র কাহিনি মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল মর্মোনদের মধ্যে। যেসব জঙ্গলে রেড ইন্ডিয়ানদের মতো লুঠেরা নরহত্যাকারীদের কখনো দেখা যায়নি, সেসব জায়গাতেও নাকি আজকাল দেশত্যাগী অধিবাসী খুন হচ্ছে, তাদের শিবির লুঠ হয়ে যাচ্ছে। বয়স্কদের হারেমে নতুন নতুন স্ত্রীলোকের আমদানি ঘটছে। চোখে তাদের অশ্রু, কণ্ঠে

শোকের হাহাকার, সর্ব অবয়বে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার অবর্ণনীয় ছাপ। সেই শোক, সেই অশ্রু, সেই অভিজ্ঞতা ম্লান হবার নয়। কিছু কিছু দুঃসাহসী ভ্রাম্যমাণ বললে, রাতের অন্ধকারে মুখোশধারী সশস্ত্র আততায়ীরা নাকি দল বেঁধে আসে বাঘের মতো নিঃশব্দ সঞ্চরণে— অসহায় পথচারীর সর্বনাশ করে অদৃশ্য হয়ে যায় দিগন্তে। এই গল্প, এই কাহিনি লোকের মুখে মুখে বার বার শোনা গিয়েছে, মিথ্যে যে নয় সে-প্রমাণও মিলেছে, আস্তে আস্তে তা একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে, একটা নির্দিষ্ট নামে পর্যবসিত হয়েছে। আজও পশ্চিমের র‍্যাঞ্চ মালিকের কাছে ড্যানাইট ব্যান্ড[৪] বা অ্যাভেঞ্জিং অ্যাঞ্জেলস একটা হৃৎকম্পনকারী পৈশাচিক নাম— এ-নাম শুনলেই অনেক পাপাচার, অনেক দানবিক ঘটনার কাহিনি জাগ্রত হয় স্মৃতিতে।

রহস্যময় এই সংগঠন সম্বন্ধে বিশদ খবর জানা যাওয়ার পর লোকের আতঙ্ক হ্রাস পাওয়ার বদলে আরও বৃদ্ধি পেল। নির্মম এই সমিতির সদস্য কে বা কারা, কেউ তা জানত না। ধর্মের নামে এই খুন জখম রাহাজানি নারকীয় কাণ্ড যারা চালিয়ে যাচ্ছে গুপ্তই রয়ে গিয়েছে তাদের নাম। অবতারদের অধর্ম, কুকীর্তি বা তার ক্রুর অভীপ্সার কথা যাকেই বলা যাবে, দেখা যাবে হয়তো সে-ই এই নারকীয় কর্মকাণ্ডের অন্যতম নায়ক। রাতের অন্ধকারে সে তখন আসবে, আগুন আর তরবারি প্রয়োগে কল্পনাতীত ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিয়ে যাবে। নিকটতম প্রতিবেশীকেও কেউ তাই বিশ্বাস করত না। মনের কথা মনেই চেপে রাখত।

একদিন বেশ ফুরফুর ভোরে গমখেত অভিমুখে রওনা হতে যাচ্ছে জন ফেরিয়ার, এমন সময় খট করে হুড়কো খোলার আওয়াজ শুনল বাগানের ফটকে। জানলা দিয়ে দেখল বলিষ্ঠ-আকৃতি, মধ্যবয়স্ক এক পুরুষ হন হন করে আসছে বাড়ির দিকে— চুল তার হলদেটে লাল। দেখেই হৃৎপিণ্ডটা ডিগবাজি খেয়ে এসে ঠেকল গলার কাছে— কেননা ব্রিগহ্যাম ইয়ং নিজেই যে বাড়ি বয়ে আসবে এ-যে ভাবাও যায় না। সন্ত্রাস আর কাঁপুনি যেন ফেটে পড়ল প্রতিটি লোমকূপের মধ্যে। সে যে জানে এর পরিণাম শুভ হতে পারে না কিছুতেই। শিউরে শিউরে উঠে জন দৌড়ে গেল মর্মোন প্রধানকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। নিরুত্তাপ, গম্ভীর মুখে অভিবাদন গ্রহণ করল ব্রিগহ্যাম ইয়ং। কঠিন মুখে জন ফেরিয়ারের পেছন পেছন এসে বসল বসবার ঘরে।

হালকা রঙের চক্ষুপল্লবের তলা দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে জনকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল মর্মোন-গুরু— ব্রাদার ফেরিয়ার, তুমি যাদের বন্ধু পেয়েছ, তারা প্রত্যেকেই এ-ধর্মে প্রকৃত বিশ্বাসী। তুমি না-খেয়ে মরতে চলেছিলে মরুভূমির মাঝে। আমরা তোমাকে উদ্ধার করেছি, আহার্য দিয়েছি, নির্বিঘ্নে এই দৈবাদেশের রাজ্যে নিয়ে এসেছি, জমিজায়গার বেশ খানিকটা অংশ দিয়েছি, আমাদের ছত্রছায়ায় বড়োলোক হওয়ার সুযোগ দিয়েছি, ঠিক কিনা?

'ঠিক', জবাব দিল জন ফেরিয়ার।

'বদলে একটা শর্তই মেনে চলার কথা ছিল তোমার— এই ধর্মমতকে তুমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে, সর্ব বিষয়ে নিষ্ঠা দেখাবে। কথা দিয়েছিলে অন্যথা হবে না। কিন্তু খবর আসছে, তুমি পায়ে ঠেলছ আমাদের ধর্মকে।'

'কীভাবে জানান?' দু-হাত ছুড়ে প্রতিবাদ জানায় জন ফেরিয়ার। 'সাধারণ তহবিলে আমি কি চাঁদা দিইনি? মন্দিরে যাইনি? আমি কি...'

'স্ত্রীরা কোথায় তোমার? ডাকো তাদের, কথা বলে যাই।' আশপাশ তাকিয়ে বললে ইয়ং।

'বিয়ে আমি করিনি প্রয়োজন নেই বলে। আমি তো একা নয়— মেয়ে রয়েছে। তাকে দেখাশুনা করতে হয়। তা ছাড়া দেশের মেয়ের সংখ্যা কম— বিয়ের প্রয়োজন আমার চাইতে যাদের বেশি, তাদের প্রয়োজন তো মিটছে।'

'তোমার এই মেয়ের ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি। মেয়েটি বড়ো হয়েছে— উটার ফুল বললে যা বোঝায়, সে তাই। গণ্যমান্য অনেকের চোখে পড়েছে, পছন্দও হয়েছে।'

জন ফেরিয়ারের অন্তরাত্মা শিউরে উঠল এই কথায়।

'অনেকরকম কথা কানে আসছে তোমার মেয়ে সম্পর্কে। সে নাকি একজন বিধর্মীর বাগদত্তা। এসব কথা নিছক গুজব বলেই ধরে নিচ্ছি। সবই গল্প— বিশ্বাস করতে চাই না।

'সেন্ট জোসেফ স্মিথের ত্রয়োদশ উক্তি মনে আছে? প্রত্যেক মেয়ের বিয়ে হোক সমধর্মাবলম্বী পুরুষের সঙ্গে। বিধর্মীকে যে পতিত্বে বরণ করবে, সে মহাপাপে নিমজ্জিত হবে। ধর্মসূত্র তুমি অক্ষরে অক্ষরে মনে চল বলেই বলেছি, মেয়েকে নরকে ঠেলে দিয়ো না— এই পবিত্র উক্তির অন্যথা হতে দিয়ো না।'

জবাব দিল না জন ফেরিয়ার। নার্ভাসভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকে ঘোড়ার চাবুক।

'এই একটি ব্যাপারে তোমার ধর্মবিশ্বাস আমরা যাচাই করব ঠিক করেছি— চার বয়স্কর অধিবেশনে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে। তোমার মেয়ের বয়স কম, কাজেই বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হোক চাই না। তা ছাড়া, ওই ব্যাপারে তার নিজের মতের দামও দেওয়া হবে। আমাদের হারেমে পত্নী সংখ্যা অনেক। কিন্তু আমাদের ছেলেদেরও বউ থাকুক, এই আমরা চাই। স্ট্যানজারসনের এক ছেলে, ড্রেবারের দুই ছেলে। এরা খুশি হবে তোমার মেয়েকে পুত্রবধূ রূপে পেলে। এদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিক তোমার মেয়ে। ওরা বড়োলোক, বয়সও কম, ধর্মে প্রকৃত মতি আছে। বলো কী বলবে?'

গ্রন্থিল ললাটে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ফেরিয়ার।

তারপর বললে, 'ভাববার সময় দিন। মেয়ের আমার বয়স খুবই কম— বিয়ের বয়সই হয়নি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ইয়ং বললে, 'একমাস সময় দিলাম ভাববার। একমাস পরে ওকে জবাব দিতে হবে।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ইয়ং। আরক্ত মুখে জ্বলন্ত চোখে বললে বজ্রকণ্ঠে, 'জন ফেরিয়ার চার বয়স্কর আদেশ অমান্য করার চাইতে বরং তোমাদের দু-জনেরই হাড় সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কোর মরুভূমিতে পড়ে থাকাই ভালো।'

ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইয়ং। যাওয়ার সময় এমন একটা ইঙ্গিত করে গেল হাত আর মুখের ভঙ্গিমায় যা রক্ত জল করার পক্ষে যথেষ্ট। শিহরিত অন্তরে জন ফেরিয়ার শুনল বারান্দায় নুড়ি মাড়িয়ে বেগে অন্তর্হিত হচ্ছে মর্মোন প্রধান।

বসবার ঘরেই হাঁটুতে কনুই আর গালে হাত রেখে তখনও বসে জন ফেরিয়ার ভাবছে কীভাবে কথাটা পাড়বে মেয়ের কাছে, এমন সময় নরম হাতের ছোঁয়া লাগল কাঁধে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। ফ্যাকাশে, ভয়ার্ত মুখ দেখেই বুঝল সে সব শুনেছে।

জন ফেরিয়ারের জিজ্ঞাসু চাহনির জবাবেই বললে লুসি, 'কী করব বল। গলা কী! সারা বাড়ি গম গম করছিল চেঁচানিতে। বাবাগো, কী করি বলো তো এখন?'

মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে হলদেটে লাল চুলে সস্নেহে কর্কশ হাত বুলোতে বুলোতে জন বললে, 'ঘাবড়াসনি! ব্যবস্থা একটা করবই। ওই ছোকরা সম্বন্ধে তোর মন ঠিক আছে তো?'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লুসি। জোরে চেপে ধরল বাবার হাত। ওই তার জবাব। মুখে বলার দরকার হল না।

জন বললে, 'জানি তোর মন কোথায়। ছেলেটাও ভালো। হিরের টুকরো। সবচেয়ে বড়ো কথা, সে খ্রিস্টান। এরা মুখে যতই ধর্মের কথা কপচাক না কেন, এদের চেয়ে শতগুণে ভালো। কাল নেভাদায় একটা দল যাচ্ছে। ওদের হাতেই খবর পাঠাব ছোঁড়াকে। জানি তো ঝঞ্ঝাটে পড়েছি শুনলেই দৌড়ে আসবে পাঁই পাঁই করে— হারিয়ে দেবে ইলেকট্রো টেলিগ্রাফকেও।'

প্রিয়বরের এহেন বর্ণনা বাবার মুখে শুনে সজল চোখে ফিক করে হেসে লুসি বলে, 'ও এলেই একটা ব্যবস্থা হবে। ওর মুখেই শোনা যাবে কী করা উচিত। তবে কী জান, যত ভয় তোমাকে। অবতারের বিরুদ্ধাচরণ করার শাস্তি নাকি ভয়ংকর— কত গল্প না কানে আসে। রেহাই কেউ পায় না— কী যে হয় তাদের কেউ জানাতেও পারে না।'

বাবা বললে, 'কিন্তু বিরুদ্ধাচরণ তো এখনও করিনি। যখন করব তখন দেখা যাবে। একমাস তো হাতে আছে! মাস ফুরানোর আগেই উটা ছেড়ে চম্পট দেব।'

'উটা ছেড়ে চলে যাবে!'

'তা ছাড়া আর পথ নেই।'

'তোমার চাষবাস?'

'নগদ টাকা বার করে নেব যতটা পারি। বাকিটা থাকবে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কী, অনেকদিন ধরেই এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ভাবছি। এদের মতে একজনের হুকুমে ওঠবোস করা আমার ধাতে নেই। আমি আমেরিকায় জন্মেছি, স্বাধীনতা আমার রক্তে। এদের গোলামি আমার সহ্য হচ্ছে না। এদের রীতিনীতিও আমার কাছে আজও অদ্ভুত। বয়স হয়েছে বলে ভাবিসনি যেন নতুন কিছু শেখবার ইচ্ছে আর নেই। তবে ফের যদি ও আসে এখানে গলাবাজি করতে, হয়তো গুলি খেয়ে মরতে হবে আমার হাতে।'

'কিন্তু আমাদের বেরোতে দেবে না তো,' বললে লুসি।

'জেফারসন এলেই একটা হিল্লে হয়ে যাবে। নে, চোখ মোছ। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে রাখিসনি। ছোঁড়া এসে ওই চোখে দেখলে আমাকেই একহাত নেবে। ভয়ের কিছু নেই! বিপদ একদম নেই।'

কথাগুলো জন ফেরিয়ার খুব প্রত্যয় নিয়ে বললেও সেই রাতে লুসি কিন্তু দেখল দরজা জানালা বেশ করে ভেতর থেকে বন্ধ করছে পিতৃদেব এবং শোবার ঘরে ঝোলানো মরচেপড়া পুরোনো শটগান নামিয়ে গুলি ভরছে!

১১। প্রাণ নিয়ে পালানো

মর্মোন অবতারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরের দিন সকালে সল্টলেক সিটিতে গিয়ে পরিচিত সেই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করল জন ফেরিয়ার। নেভাদা মাউন্টেন্স রওনা হচ্ছিল সে। তার মুখে খবর পাঠাল জেফারসন হোপের কাছে। সমূহ বিপদ। এখুনি যেন ফিরে আসে। খবর পাঠিয়ে হালকা মনে বাড়ি ফিরল জন।

খামারবাড়ির কাছাকাছি এসে অবাক হল ফটকের দু-পাশের পোস্টে দুটো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে দেখে। আরও অবাক হল বসবার ঘরটা দু-জন যুবা পুরুষের দখলে গিয়েছে দেখে। একজনের মুখ লম্বাটে ধাঁচের, ফ্যাকাশে। দোলানো চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে দু-পা তুলে দিয়েছে স্টোভের ওপর, আর একজনের ঘাড়টা ষাঁড়ের ঘাড়ের মতো মোটা, মুখ চোখ ফুলোফুলো কর্কশ। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পকেটে দু-হাত গুঁজে একটা চলতি গানের সুর শিস দিয়ে গাইছে। ফেরিয়ার ঘরে ঢুকতে দু-জনেই মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানাল। তারপর কথা শুরু করলে চেয়ারে আসীন ছোকরা।

বললে, 'চিনতে পারছেন না নিশ্চয়। এ হল বয়স্ক ড্রেবারের ছেলে। আর আমি জোসেফ স্ট্যানজারসন। মনে পড়ছে? মরুভূমির মাঝে দয়ালু ঈশ্বর যখন দু-হাত বাড়িয়ে আপনাদের কোলে টেনে নিয়েছিলেন, তখন আপনাদের সঙ্গে যে ছিল সেই আমি।'

সঙ্গী ছোকরা নাকিসুরে বললে, 'সবাইকে এইভাবেই কোলে টেনে নেবেন তিনি সব জাতের মানুষকে। ওঁর কাজ আস্তে হলে কী হবে— পাকা ব্যাপার।'

জন ফেরিয়ারের চোখ-মুখ তখন শীতল বরফের মতোই কঠিন। কঠিন মুখে কেবল ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলে। মক্কেল দু-জনের উদ্দেশ্য সে আঁচ করেছে।

স্ট্যানজারসন বললে, 'বাবাদের কথায় আমরা এসেছি আপনার মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে। দু-জনের মধ্যে যাকে হয় বেছে নিতে পারেন। ব্রাদার ড্রেবারের সাতজন স্ত্রী, আমার মোটে চারজন। কাজেই আমার দাবিই বেশি।'

'আরে না, না, ব্রাদার স্ট্যানজারসন', চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল ড্রেবার! 'কার ক-জন বউ আছে, সেটা তো সমস্যা নয়— সমস্যা হল কে ক-জন বউকে পুষতে পারে। কারখানাটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে বাবা। তার মানে তোমার চাইতে আমার রেস্ত এখন বেশি।'

তেতে উঠে বললে অপরজন, 'কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ তোমার চেয়ে ভালো। ভগবান আমার বাবাকে কাছে টেনে নিলেই আমি যে শুধু চামড়া ট্যান করার আর চামড়ার কারখানাই পাব তা নয়— তোমার বয়স্কও হব— গির্জেতে অনেক উঁচু পদও পাব।'

আয়নার নিজের চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে সপ্রতিভ কণ্ঠে বললে ড্রেবার তনয়, 'তাহলে কনেই বেছে নিক কাকে পছন্দ। সে যা বলবে তাই হবে।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ফুঁসছিল জন ফেরিয়ার। হাত নিশপিশ করছিল ঘোড়ার চাবুক দিয়ে দুই রাসকেলের পিঠ রক্তাক্ত করার জন্যে। অতিকষ্টে সামলে রেখেছিল নিজেকে।

এখন এগিয়ে এল দু-জনের সামনে। বললে কড়া গলায়, 'দ্যাখো ছোকরা আমার মেয়ে যদি ডাকে, তবে এস। তার আগে যেন এ-বাড়িতে আর কারো মুখ না-দেখি।'

দুই তরুণ মর্মোন হাঁ করে চেয়ে রইল ফেরিয়ারের মুখের দিকে। জীবনে এত অবাক তারা

কখনো হয়নি। বলে কী লোকটা! ওরা যে-মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তার তো বর্তে যাওয়া উচিত? এর চাইতে বড়ো সম্মান এদেশে আর আছে নাকি?

এবার ফেটে পড়ল ফেরিয়ার, 'এ-ঘর থেকে বেরোনোর পথ দুটো— দরজা— আর জানালা। পছন্দ কোনটা?'

দুই মূর্তিমান দেখলে গতিক সুবিধের নয়। জন ফেরিয়ারের বাদামি মুখে বন্য বর্বরতা ফুটে উঠেছে। দীর্ঘ শীর্ণ হাত দুটো নিশপিশ করছে। আর এক মুহূর্ত দেরি করা সমীচীন নয়। ছিটকে বেরিয়ে গেল দু-জনেই। পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত গেল জন ফেরিয়ার।

বললে শ্লেষতীক্ষ্ণ গলায়, 'কোনটা পছন্দ নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়ে জানিয়ো আমাকে, কেমন?'

'এর ফল আপনাকে ভুগতে হবে!' রাগে সাদা হয়ে বিকট চেঁচিয়ে বললে স্ট্যানজারসন, 'অবতারের কথা আর চার বয়স্কর নির্দেশ পায়ে ঠেলার ফল হাতেনাতে পাবেন। মরণকালেও ঠেলাটা টের পাবেন।'

'তাহলে আয় তোদের ঠেলাটা টের পাইয়ে দিই,' দারুণ চেঁচিয়ে পেছন ফিরেই বন্দুক আনতে দৌড়াল ফেরিয়ার— বাধা দিলে লুসি। জাপটে ধরে রইল বাবাকে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে। নাগালের বাইরে পালিয়েছে দুই মস্তান।

রাগে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে গরজে উঠল ফেরিয়ার, 'শয়তান রাসকেল কোথাকার। ওদের হাতে তোকে দেওয়ার চাইতে কফিনে শুইয়ে দেওয়াও ভালো।'

'যা বলেছ। গলায় দড়ি দেব ওদের ঘরে যাওয়ার আগে,' সমান তেজে বললে লুসি! 'কিন্তু মাথাটা ঠান্ডা করো তুমি। জেফারসন এসে গেল বলে।'

'যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল। কবে যে কী ঘটবে বুঝতে পারছি না।'

সত্যিই ওদের এখন পরামর্শ দরকার, সাহায্য দরকার। এ দুটি দিতে যে পারে এমন কেউ এখুনি যেন এসে দাঁড়ায় কাঠগোঁয়ার অথচ কষ্টসহিষ্ণু জন ফেরিয়ার আর তার পালিতা মেয়ের পাশে। উটার উপনিবেশের পত্তন হওয়ার পর থেকে এ-জাতীয় অবাধ্যতা কখনো ঘটেনি। বয়স্কদের আদেশ পায়ে মাড়িয়ে যাওয়ার এহেন সাংঘাতিক নজির কখনো দেখা যায়নি। লঘু পাপে যদি গুরু দণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে এই অপরাধের শাস্তির নমুনাটা যে কী ধরনের হবে তা ভাবাও যায় না। অনেক নিগ্রহ লেখা আছে ডাকসাইটে এই বিদ্রোহীদের কপালে। টাকা দিয়ে এ-নিগ্রহ আটকানো যায় না। এর আগেও দেখা গেছে অনেক ধনবানদের কপাল পুড়েছে, রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে, ধনসম্পত্তি গির্জের খপ্পরে গিয়েছে। জন ফেরিয়ারও রেহাই পাবে না— যত বড়োলোকই সে হোক না কেন— সমাজে সে যত মান্যগণ্যই হোক না কেন— কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। ভীতু সে নয়, দুর্দান্ত সাহস তার অণু-পরমাণুতে— তা সত্ত্বেও একটা চাপা, অস্পষ্ট, ছায়া কালো করাল আতঙ্ক কুরে কুরে খাচ্ছে হৃদয়ের অন্তস্থল, শিহরন জাগছে প্রতিটি লোমকূপে। যে-বিপদ জানা আছে, সে-বিপদের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় না জন ফেরিয়ার। কিন্তু এই উৎকণ্ঠা অসহ্য। স্নায়ু কাঁপছে সেই কারণেই। মেয়ের কাছে অবশ্য মনের ভয় লুকিয়ে গেল জন। যেন কিছুই ঘটেনি,

মুখে এমনি একটা হালকাভাব দেখালেও মেয়ের তীক্ষ্ণ নজরে এড়াল না কিছুই। স্পষ্ট দেখল, অস্বস্তি প্রকট হয়েছে ডাকাবুকো বাবার মুখেও।

জন আশা করেছিল তার এই আচরণের জবাব দেবে ইয়ং। হয় হুমকি, নয় ভর্ৎসনা আসবে পত্রবাহক মারফত। সত্যিই তা এল এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল বুকের ওপর গায়ের চাপায় একটা চৌকো কাগজ পিন দিয়ে আটকানো। তাতে আঁকাবাঁকা বড়ো বড়ো হরফে লেখা :

'উনত্রিশ দিন দেওয়া হল প্রায়শ্চিত্তের জন্য। তারপর—'

শেষের ওই ড্যাশটাই সবচেয়ে আতঙ্ক-উদ্রেককারী, বিশ্বের করালতম বিভীষিকাও বুঝি তুচ্ছ সামান্য ওই ড্যাশটুকুর তুলনায়। হুমকিটা ঘরের মধ্যে এল কী করে কিছুতেই বুঝে উঠল না জন ফেরিয়ার। চাকরবাকর তো সব ঘুমোয় আউট হাউসে— দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। কাগজটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিল জন— বেমালুম চেপে গেল মেয়ের কাছে। কিন্তু কলজে পর্যন্ত হিম হয়ে গেল এই ঘটনায়। তিরিশ দিন সময়ের বাকি রইল মাত্র উনত্রিশটি দিন। ইয়ংয়ের দেওয়া সময়সীমা থেকে বাদ গেল একটি দিন। যে-শত্রু এহেন রহস্যময় শক্তির অধিকারী, তার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো সরঞ্জাম বা সাহস তো জন ফেরিয়ারের নেই। যে-হাত রাত্রিনিশীথে ওই কাগজ পিন আটকে গেঁথে দিয়ে গেছে বুকের ওপর অনায়াসে সেই হাত একটা ছোরাও গেঁথে দিয়ে যেতে পারত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। জন ফেরিয়ার জানতেও পারত না মৃত্যু হল কার হাতে।

পরের দিন সকালে বুক ছাঁৎ করে উঠল আবার একটা ঘটনায়। এবার বুক কাঁপল আরও বেশি। প্রাতরাশ খেতে বসেছিল বাপ বেটিতে। ওপরে তাকিয়ে আচমকা সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল লুসি। চোখ তুলল জন ফেরিয়ার। দেখল ঘরের কড়িকাঠে সম্ভবত পোড়া কাঠ দিয়ে লেখা শুধু একটি সংখ্যা— ২৮। মেয়ে অবশ্য মানেটা বুঝল না, বাবাও ব্যাপার ভাঙল না। সেই রাতেই বন্দুক নিয়ে বসে রইল পাহারায়। চোখে কিছু পড়ল না, কানেও কিছু ভেসে এল না। অথচ ভোরবেলা দরজা খোলার পর দেখলে পাল্লায় বড়ো বড়ো আকারে রং দিয়ে লেখা— ২৭।

এইভাবে গড়িয়ে চলল একটার পর একটা দিন! এক-একটা রাত ভোর হয়েছে, চোখ রগড়ে জন ফেরিয়ার আবিষ্কার করেছে অদৃশ্য শত্রু বাড়ির কোথাও-না-কোথাও বেশ দৃষ্টিগোচর স্থানে লিখে রেখেছে বাকি দিনের বিজ্ঞপ্তি, মাস ফুরোতে আর ক-টা দিন বাকি— তার হিসেব। মৃত্যু সংখ্যা কখনো আবির্ভূত হয়েছে মেঝেতে, কখনো দেওয়ালে, কখনো বাগানের ফটকে সাঁটা পোস্টারে। চৌপর দিন রাত হুঁশিয়ার থেকেও কিছুতেই জন ফেরিয়ার দেখতে পেল না বিজ্ঞপ্তিগুলো লটকে যাচ্ছে কে, কখন, কীভাবে। নিঃসীম আতঙ্ক ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগল বেচারিকে। একটা অবোধ্য কুসংস্কারের মতোই বিকট ভয় পেঁচিয়ে ধরতে লাগল মনটাকে প্রতিদিন সংখ্যাগুলো দেখবার পরেই। কিন্তু আর কিছুই করার নেই। অসহায় শিকারকে শিকারি যখন তাড়া করে, তখন তার যে অবস্থা হয়— জন ফেরিয়ারের অবস্থা এখন তাই। উদ্ভ্রান্ত, অস্থির, ভয়ার্ত। জীবনে তার বাঁচবার আশা এখন একটাই— নেভাদা থেকে তরুণ শিকারীর প্রত্যাবর্তন।

বিশ হলো পনেরো, পনেরো এসে দাঁড়াল দশে— পাত্তা নেই জেফারসন হোপের। দিনে দিনে কমে আসছে দিনের সংখ্যা, টিকি দেখা গেল না ডাকাবুকো সেই ছোকরার। বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে ঘোড়সওয়ার ছুটে গেলে অথবা গাড়ি-চালকের হাঁকডাক শুনলেই গেটের কাছে দৌড়ে আসত বৃদ্ধ কৃষক, ভাবত বুঝি এসে গেছে ত্রাতা জেফারসন। কিন্তু হাল ছেড়ে দিল যখন দেখল পাঁচ হল চার, চার থেকে তিন। আশা আর নেই, পরিত্রাণের কোনো পথ তার নেই। যে-পাহাড়ের সারি ঘিরে রেখেছে এই উপনিবেশ সে-পাহাড়ের পথ জন ফেরিয়ারের কাছে একরকম অজানাই বলা চলে। তার ওপর সে একা। পারবে কেন অদৃশ্য অথচ সজাগ শত্রুর সঙ্গে? যে-রাস্তায় যানবাহন পথচারীর ভিড় বেশি, চার বয়স্কর হুকুমে সেইখানেও এখন পাহারা মোতায়েন হয়েছে, অনুমতি ছাড়া বেরোনোর পথ বন্ধ। শিরে উদ্যত খড়্গার কোপ থেকে বাঁচবার পথ কোনোদিকেই নেই। তা সত্ত্বেও এ-রকম একটা সঙিন পরিস্থিতিতেও, আপন সংকল্পে অবিচল রইল জন ফেরিয়ার। জীবন যায় যাক, মেয়েকে জলে ফেলবে না।

একদিন রাত্রে ঘরে বসে এই সব সমস্যায় তন্ময় রয়েছে জন। সেদিন সকালে ২ সংখ্যাটির বিজ্ঞপ্তি দেখা গিয়েছে বাড়িতে। আগামী কাল দেখা দেবে ১। তার মানে নির্ধারিত সময়সীমার শেষ দিবস। তারপর কী হবে আর ভাবতে পারছে না বৃদ্ধ। অনেকরকম ছায়া-কালো আবছা আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে মনকে। নিজের প্রাণের পরোয়া সে করে না। কিন্তু তার মৃত্যুর পর মেয়ের কপালে কী আছে কেউ তা জানে না। অদৃশ্য এই জালের মধ্যে থেকে মুক্তির পথ কী কোথাও নেই? এ কী দ'য়ে পড়েছে জন ফেরিয়ার! নিজের অসহায় অক্ষমতার কথা ভেবে জীবনে এই প্রথম টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল দুর্দান্ত লোকটা।

কিন্তু একী? নিশীথ রজনীতে চারদিক নিথর নিস্তব্ধ। তার মধ্যে কোত্থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল না? খুব আলতোভাবে কে যেন কী আঁচড়াচ্ছে। ক্ষীণ হলেও নিশুতি-রাতে সে-শব্দ অতি স্পষ্ট। শব্দটা আসছে সদর দরজা থেকে। হল ঘরে বেরিয়ে এসে কান পেতে শুনতে থাকে ফেরিয়ার। কিছুক্ষণ বিরতি। তার পরেই অতি ক্ষীণ, কপট শব্দটা নতুন করে ধ্বনিত হল দোরগোড়ায়। দরজার কাঠে কে যেন অতি সন্তর্পণে টোকা মারছে। গুপ্ত বিচারালয়ের মৃত্যুদণ্ড দিতে গুপ্তঘাতক আসেনি তো? শেষ দিনের সংখ্যা লিখতেও কেউ আসতে পারে। জন ফেরিয়ার আর সহ্য করতে পারল না। পল অনুপলের এই ধিকি ধিকি উৎকণ্ঠায় স্নায়ু ধ্বংস করার চাইতে একেবারেই সব শেষ হয়ে যাক। লাফিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় খিল নামিয়ে লাথি মেরে দরজা দু-হাট করে দিল জন ফেরিয়ার।

বাইরে বড়ো শান্তির রাজ্য। নিথর নিস্তব্ধ। আকাশ পরিষ্কার, রজনী নিরুপদ্রব গগনে তারার ঝিকিমিকি। বেড়া আর ফটক নিয়ে ঘেরা ছোট্ট বাগানে কেউ নেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে নিয়ে পায়ের দিকে চোখ নামাতেই জন চমকে উঠল বিষমভাবে। মুখ থুবড়ে সটান শুয়ে একটা লোক— দু-হাত ছড়ানো সামনে, পা পেছনে।

জন ফেরিয়ার এমন আঁতকে উঠল এই দৃশ্য দেখে যে আর একটু হলেও বুকফাটা চিৎকার বেরিয়ে আসত গলা দিয়ে। অতি কষ্টে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দু-হাতে নিজের গলা টিপে ধরে চিৎকারটাকে আটকে রাখল গলার মধ্যে। প্রথমে ভেবেছিল সাংঘাতিকভাবে জখম বা মুমূর্ষু

কেউ বোধ হয় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ওইভাবে। কিন্তু একটু ভালো করে দেখতে গিয়ে লক্ষ করল, অবিকল সাপের মতো নিঃশব্দে, চকিতে সাঁৎ করে ঘরের মধ্যে এঁকেবেঁকে ঢুকে পড়ল আগন্তুক এবং বাড়ির ভেতরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিয়ে ফিরে দাঁড়াল জন ফেরিয়ারের সামনে। সংকল্প-কঠিন ভীষণাকৃতি এই মুখের অধিকারী পৃথিবীতে একজনই আছে— জেফারসন হোপ।

'জয় ভগবান।' দম আটকানো গলায় বললে জন ফেরিয়ার। 'আচ্ছা ভয় দেখাও তো তুমি! এভাবে আসার কী দরকার ছিল শুনি?'

ভাঙা গলায় বললে হোপ— 'আগে কিছু খেতে দিন। আটচল্লিশ ঘণ্টা পেটে দানাপানি দেওয়ারও সময় পাইনি।' বলতে বলতে লাফ দিয়ে গিয়ে বসল টেবিলে। ফেরিয়ারের রাতের খাবার তখনও সাজানো। গোগ্রাসে গিলতে লাগল ঠান্ডা মাংস আর রুটি। পেটের জ্বালা কমবার পর বললে, 'লুসি ভালো আছে তো?'

'আছে। কী বিপদ নিয়ে দিন কাটাচ্ছি, ও তা জানে না।'

'শাবাশ। এ-বাড়ির চারদিকেই পাহারা। সেইজন্যেই আসতে হল এইভাবে। চোখ ওদের ছুঁচের মতো ধারালো হতে পারে, কিন্তু ওয়াশু শিকারীকে[১] ধরার মতো চোখ ওদের নেই।'

এইরকম একজন অনুরক্ত স্যাঙাতকে পাশে পেয়ে নিমেষে চাঙা হয়ে উঠল জন ফেরিয়ার। জেফারসনের দড়ির মতো পাকানো হাত চেপে ধরে বললে আবেগ ভরে, 'এই দুর্দিনে পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ আজ নেই— তুমি ছাড়া। তোমার জন্যে সত্যিই আমার গর্ব হয়।'

'আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনার জন্যে তো এই বিপদে মাথা গলাইনি আমি— এসেছি লুসির জন্যে। তার গায়ে আঁচ লাগলে জানবেন হোপ ফ্যামিলির একজনের লাশ পড়ে থাকবে এই উটায়।'

'কী করা যায় বল তো?'

'কালকেই শেষ দিন। আজ রাতে না-বেরোতে পারলে আর পারবেন না। ইগল র‍্যাভিনে একটা অশ্বতর আর দুটো ঘোড়া বেঁধে রেখে এসেছি। সঙ্গে কত টাকা আছে আপনার?'

'মোহরে[২] দু-হাজার ডলার, নোটে পাঁচ হাজার।'

'ওতেই হবে। সমান টাকা আমার কাছেও আছে! পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে কার্সন সিটি[৩] যাব ঠিক করেছি! লুসিকে জাগান। ভাগ্যিস চাকরবাকর বাড়ির ভেতরে ঘুমোয় না।'

ফেরিয়ার গেল মেয়েকে জাগাতে। সেই ফাঁকে হাতের কাছে যা পেল, তাই দিয়ে খাবারদাবারের একটা পোঁটলা বাঁধল জেফারসন। জল নিল পাথরের কুঁজোয়। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে বলেই সে জানে পথে কুয়োর সংখ্যা খুব বেশি নেই। থাকলেও খুব দূরে দূরে। পোঁটলাপুঁটলি বাঁধা শেষ হতে-না-হতেই মেয়েকে বাইরে বেরোনোর পোশাক পরিয়ে নিয়ে এসে গেল ফেরিয়ার। সময় খুব কম। প্রতিটি মুহূর্ত অমূল্য। কিন্তু কাজ অনেক। তাই দীর্ঘ বিরহের পর দু-জনের আবেগ উষ্ণ মিলন সাঙ্গ হল সংক্ষেপে।

'এক্ষুনি বেরোতে হবে।' শান্ত, কিন্তু দৃঢ় স্বর জেফারসন হোপের। বিপদের গুরুত্ব সে উপলব্ধি করেছে, বুককেও সেই অনুপাতে শক্ত করে তুলেছে। 'ওরা নজর রেখেছে সদর দরজা আর খিড়কির দরজায়। কিন্তু পাশের জানালা দিয়ে খেতের মধ্যে যাওয়া যাবে। রাস্তায়

পৌঁছে আরও দু-মাইল গেলেই র‍্যাভিন— ঘোড়া রয়েছে সেখানে। ভোর নাগাদ পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌঁছে যাব।'

'যদি পথ আটকায়?' ফেরিয়ার শুধোয়।

হোপের হাফ হাতা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো ঢিলে পোশাকের সামনে উঁকি দিচ্ছিল রিভলবারের কুঁদোটা। সস্নেহে তাতে চাপড় মেরে বলল ক্রূর হেসে, 'দলে ভারী থাকলে দু-তিন জনকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

বাড়ি সব আলো নেভানো। অন্ধকার জানলা দিয়ে পাশের খেতের দিকে তাকাল জন ফেরিয়ার। এ-খেত তার নিজের। কিন্তু জন্মের মতো ছেড়ে যেতে হবে আজ। অবশ্য অনেকদিন ধরেই সব ফেলে যাওয়ার জন্যে মনকে সে তৈরি করেছে। মেয়ের সুখ আর সম্মানের জন্য সমস্ত সম্পদ জলাঞ্জলি দিতেও সে প্রস্তুত। যেদিকে দু-চোখ যায় কেবল সুখ আর শান্তির ছবি। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে গাছের মধ্যে দিয়ে। মর্মরধ্বনি আর দূরবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের কোথাও এতটুকু মৃত্যুর কালো ছায়া নেই। আঁচ করাও যায় না কৃপাণ নিয়ে গুপ্তঘাতকের দল ওত পেতে রয়েছে আশেপাশে রক্তস্রোতে এই সুন্দর দৃশ্য কলঙ্কিত করার জন্যে। জেফারসনের নীরক্ত দৃঢ়সংবদ্ধ মুখেই কেবল আসছে সেই লক্ষণ— তারা আছে— আশেপাশে ঘাপটি মেরে রয়েছে— আসবার পথে স্বচক্ষে তা দেখেছে বলেই মাথা তার এত ঠান্ডা।

সোনার মোহর আর নোটের থলি ঘাড়ে নিল ফেরিয়ার, জেফারসন নিল জলের কুঁজো আর খাবারের পুঁটলি। লুসি নিল নিজের খুব দামি আর দরকারি কিছু জিনিসপত্রের একটা বান্ডিল। জানালা খুলে অপেক্ষায় রইল একটা কালো মেঘে রাতের অন্ধকারে আরও নিবিড় না-হওয়া পর্যন্ত। তারার আলোও যখন ঢাকা পড়ল মেঘের আড়ালে, জানলা গলে নেমে এল বাগানে। হেঁট হয়ে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে ঝোপের আড়ালে গা ঢেকে পৌঁছোল শস্যখেতের ধারে। একটা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে এখন ঢুকতে হবে খেতের মধ্যে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দু-হাতে বাপ বেটিকে চেপে ধরে জোর করে ছায়ার মধ্যে শুইয়ে দিল শিকারি জেফারসন— নিজেও শুয়ে পড়ল মাঝে— কম্পিত দেহে কিন্তু নিঃশব্দে পড়ে রইল মড়ার মতো।

মাঠেঘাটে প্রান্তরে টো-টো করার ফলে বুনো বেড়াল লিংকসের[৪] মতোই তীক্ষ্ণ কান পেয়েছে জেফারসন। মাটিতে পড়তে-না-পড়তেই একটা নিশাচর পাহাড়ি প্যাঁচা বিষাদ কণ্ঠে ডেকে উঠল মাত্র কয়েক গজ দূরে। সঙ্গেসঙ্গে জবাব দিল আর একটা প্যাঁচার ডাক— সামান্য তফাতে। তারপরেই একটা ছায়ামূর্তির আবছা দেহরেখা আবির্ভূত হল শস্যখেতের সেই ফাঁকটার মধ্যে থেকে— এই ফাঁকেই চুপিসারে ঢুকতে যাচ্ছিল জেফারসন। আবার হাহাকার করে উঠল প্যাঁচার ডাক— ডাকছে ছায়ামূর্তি— সংকেতধ্বনি। আঁধারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল আর একটা ছায়াকালো পুরুষ মূর্তি।

প্রথম জন বললে কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে, 'কালকে মাঝরাতে— নিশাচর পাখি হুইপারউইল[৫] তিনবার ডাকবার সঙ্গেসঙ্গে।'

'ঠিক আছে। ব্রাদার ড্রেবারকে জানিয়ে দেব?' বললে দ্বিতীয় জন।

'দাও। ব্রাদার ড্রেবার যেন সবাইকে বলে দেয়। নাইন টু সেভেন।'

'সেভেন টু ফাইভ। একই সুরে প্রতিধ্বনি করল দ্বিতীয় ব্যক্তি। দু-দিকে সরে গেল দুজনে। শেষ কথাগুলো নিশ্চয় সংকেত আর পালটা-সংকেত। পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে বুনো বেড়ালের মতো লাফিয়ে উঠল জেফারসন। বাপ বেটিকে টানতে টানতে ঢুকে পড়ল ফাঁকটার মধ্যে এবং পুরোদমে ছুটতে লাগল হেঁট হয়ে। লুসির দম ফুরিয়ে গেলে মাঝে মাঝে পাঁজাকোলা করে তুলে নিতেও কসুর করল না।

হাঁপাতে হাঁপাতে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর একটা কথাই কেবল শোনা গেল কণ্ঠে— 'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! সান্ত্রিদের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি খেয়াল থাকে যেন! তাড়াতাড়ি না-করলে বেরোতে পারব না। চটপট!'

হাইরোডে পৌঁছে আরও বেগে চলল তিন মূর্তি। একবারই দূর থেকে দেখা গেল একজনকে আসতে— সঙ্গেসঙ্গে লুকিয়ে পড়ল ছায়ায়— পাছে চিনে ফেলে তাই। শহরে পৌঁছনোর আগে একটা সরু এবড়োখেবড়ো পায়ে চলা রাস্তা গিয়েছে পাহাড়ের দিকে। জেফারসনের মোড় ঘুরল সেই পথে। অন্ধকারের মাঝে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একজোড়া খোঁচা খোঁচা পাহাড়ের চুড়ো— গলিপথ শেষ হয়েছে ইগল গিরিপথের সামনে। ঘোড়া দাঁড়িয়ে সেখানে। পথঘাট জেফারসনের নখদর্পণে। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই পাশ কাটিয়ে, একবার একটা শুকনো পাহাড়ি নদীর খাত পেরিয়ে এঁকেবেঁকে নানান দুর্গম খানাখন্দ পেরিয়ে এসে পৌঁছলো একটা নিভৃত অঞ্চলে। চারদিকে উঁচু পাথর পাঁচিলের মতো সাজানো। বাইরে থেকে দেখা যায় না। বিশ্বস্ত পশুগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে সেখানে মনিবের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। অশ্বতরের পিঠে, বসানো হল লুসিকে। বুড়ো ফেরিয়ার বসল দুটো ঘোড়ার একটার পিঠে. সঙ্গে রইল টাকার থলি। আর একটা ঘোড়া হাঁকিয়ে বিপজ্জনক খাড়াই পথে এগিয়ে গেল জেফারসন হোপ।

প্রকৃতির উদ্দাম মেজাজের সঙ্গে পরিচয় যার নেই, এ-পথ তাকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। একদিকে হাজার ফুট মাথা তুলে রয়েছে একটা খাড়া এবড়োখেবড়ো বিরাট পাহাড়— তারও বেশি হওয়া বিচিত্র নয়। কালো, কঠিন, রক্ত-হিম-করা আগ্নেয়শিলার সুদীর্ঘ থামগুলো অমসৃণ ধারালো— যেন প্রস্তরীভূত অতিকায় দানবের শিলাময় পঞ্জর। আর একদিকে বিরাট বিরাট আলগা পাথরের চাঁই আর আজেবাজে জিনিস এমনভাবে বিক্ষিপ্ত যে এগোনো অসম্ভব। এই দুইয়ের মাঝ দিয়ে সংকীর্ণ পথটা এতই সংকীর্ণ যে মাঝে মাঝে তিনজনকে সামনে পেছনে লাইন দিয়ে যেতে হচ্ছে— পাশাপাশি যাওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়; অভ্যেস না-থাকলে এ-পথ মাড়ানোর দুঃসাহস কারো হয় না— এগোনোর প্রশ্নই ওঠে না। তিন পলাতকের কিন্তু বুক কাঁপছে না— বরং ফুর্তিতে প্রাণ নেচে উঠছে। যতই ঢুকছে বিষম বিপদসংকুল ভয়ংকর পথের গভীরে, ততই হালকা হয়ে যাচ্ছে বুকের পাষাণ-ভার কেননা পেছনে-ফেলে-আসা দুঃস্বপ্নসম ওই স্বৈরতন্ত্র ক্রমশই দূর হতে দূরে চলে যাচ্ছে কদম কদম এগিয়ে চলার সঙ্গেসঙ্গে।

সাধুদের এলাকা যে ফুরোয়নি, সে-প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরে। সবচেয়ে খারাপ আর ধু-ধু বিজন অঞ্চলে পৌঁছেই আচমকা ওপরে আঙুল তুলে সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল লুসি। সরু রাস্তাটার

প্রায় মাথার ওপর ঝুঁকে থাকা পেল্লায় পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুকধারী একজন সান্ত্রি, নির্মেঘ আকাশের বুকে সুস্পষ্ট তার দেহরেখা। আগুয়ান তিন মূর্তিকে সে-ও দেখেছে। সামরিক কায়দায় হাঁক দিয়েছে— কে যায়? নিস্তব্ধ গিরিসংকটে পুরুষ কণ্ঠের সেই রক্ত-জল-করা চিৎকার ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির লহরি তুলে মিলিয়ে গেল দূরে।

জিনে ঝোলানো রাইফেলে হাত রেখে জেফারসন হোপ বললে, 'নেভাদার অভিযাত্রী।'

অন্ধকারেও দেখা গেল বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখেছে নিঃসঙ্গ প্রহরী। জবাবটা যে সন্তোষজনক হয়নি, ঝুঁকে পড়ার ধরনেই তা সুস্পষ্ট।

'কার হুকুমে?'

'চার বয়স্কর হুকুমে' জবাব দিল ফেরিয়ার। মর্মোনদের কাছ থেকে সে জানে সান্ত্রির কাছে মন্ত্রের মতো কাজ করে চার বয়স্কর নাম।

'নাইন টু সেভেন,' হেঁকে উঠল সান্ত্রি।

'সেভেন টু ফাইভ,' ঝটিতি জবাব দিল জেফারসন হোপ। বাগানের অন্ধকারে সংকেত আর পালটা সংকেত এখনও লেগে রয়েছে তার কানে।

'যান। ঈশ্বর কৃপায় পথ নির্বিঘ্ন হোক,' মাথার ওপর থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর। এখান থেকেই রাস্তা অনেক চওড়া গিয়েছে। কদম চালে আস্তে আস্তে দৌড়ে চলল তিন ঘোড়া আর অশ্বতর। পেছন ফিরতে দেখা গেল বন্দুকে ভর দিয়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে প্রহরী। কিন্তু আর ভয় নেই। ঈশ্বরের মনোমতো সন্তানদের সর্বশেষ পাহারায় ঘাঁটি এখন পেছনে— সামনে মুক্তির পথ।

১২। অ্যাভেঞ্জিং অ্যাঞ্জেলস

দীর্ঘ, সংকীর্ণ গিরিসংকটে সারি দিয়ে পথ চলতেই গেল সারারাত। পথ কোথাও নেই, কোথাও আলগা পাথর সমাকীর্ণ থাকায় অত্যন্ত বিপজ্জনক! দিকভ্রম ঘটল কয়েকবার, রাস্তা গেল গুলিয়ে। কিন্তু পাহাড়ি পথের অলিগলি মুখস্থ থাকায় পথ আবার বের করে নিল জেফারসন হোপ। ভোর হল। চোখের সামনে ভেসে উঠল আশ্চর্য কিন্তু বন্য সৌন্দর্য-দৃশ্য। যেদিকে দৃষ্টি যায়, কেবল পাহাড় আর পাহাড়। বরফ-ছাওয়া চুড়োর মালা বেঁধে রাখতে চাইছে যেন সব দিক দিয়ে— গা দিয়ে, কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে বিলীন হয়েছে দূর দিগন্তে। গা এত খাড়া যে অনেক উঁচুতে পাইন আর লার্চ গাছগুলো যেন ঝুলছে মাথার ওপর— একটু হাওয়া দিলেই বুঝি খসে পড়বে ঘাড়ে। ভয়টা অমূলক নয়। দৃষ্টিভ্রমও নয়। কেননা অনুর্বর উপত্যকার সর্বত্র ছড়ানো ঝড়ে-খসে-পড়া বিরাট বিরাট গাছ আর পাথরের চাঁই। পথ চলা দায়। কয়েক কদম যেতে-না-যেতেই সত্যি একটা প্রকাণ্ড গোলাকার পাথর বিষম শব্দের ঢেউ তুলে হুড়মুড়িয়ে নেমে এল পাহাড়ের গা বেয়ে— নিস্তব্ধ গিরিপথে সে-আওয়াজ যেন বজ্রনাদ হয়ে ফেটে পড়ল সহস্র প্রতিধ্বনির আকারে— ক্লান্ত-চরণ ঘোড়াগুলো লাফিয়ে উঠল গুরু-গুরু-গুম দমাস শব্দে।

সূর্য যখন উঁকি দিল পুবের আকাশে, অরুণ আভায় একে একে উৎসবে প্রজ্বলিত মোমবাতির লালচে আভায় ঝিলমিল করে উঠল সুউন্নত পর্বতশীর্ষগুলো। আশ্চর্য সুন্দর মহান

এই দৃশ্য নিমেষে সব ক্লান্তি হরণ করে নিয়ে গেল তিন পলাতকের অন্তর থেকে— নব বলে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে চলল আরও সামনে। একটু পরে পৌঁছোল একটা খরস্রোতা নদীর পাড়ে। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বইছে জলের ধারা। ঘোড়াগুলোকে জল খেতে দিয়ে নিজেরাও চটপট প্রাতরাশ সেরে নিলে। লুসি আর ফেরিয়ারের ইচ্ছে ছিল আরও একটু জিরোনার— কিন্তু ক্লান্তি নেই জেফারসনের। 'এখানে নয়, এখানে নয়, ওরা এসে পড়তে পারে। তাড়াতাড়ি যেতে না-পারলে প্রাণে বাঁচব না খেয়াল রাখবেন। কার্সনে ঢুকে যত খুশি জিরোবেন— সারাজীবন জিরোবেন। কেউ আর ছুঁতে পারবে না।' এ ছাড়া আর কথা নেই ওর মুখে।

কাজেই সারাদিন দীর্ঘ, সংকীর্ণ গিরিসংকট বেয়ে এগিয়ে চলল তিন মূর্তি। রাত হল। হিসেব করে দেখা গেল, শত্রুরা এখন কম করেও তিরিশ মাইল পেছনে। খাড়াই পাথরের গা থেকে প্রকাণ্ড পাথর কার্নিশের মতো ঝুলছিল পথের ওপর। ঠান্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপটা সেখানে কম। নিরাপদ সেই জায়গাটিতে রাত কাটাল প্রাণের ভয়ে পলাতক তিন অভিযাত্রী— গা ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পরস্পরের গায়ের গরমে শীত নিবারণ করল কোনোমতে। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে ভোরের আলো ফোটবার আগেই ফের শুরু হল যাত্রা। পেছনে এখনও কাউকে দেখা যায়নি। একটু একটু করে আশা জাগতে লাগল জেফারসনের অন্তরে। আর বোধ হয় পেছনকার ওই ভয়ংকর সংগঠন ওদের নাগাল ধরতে পারবে না। বেচারা! শত্রুর স্বরূপ ও আঁচ করতে পারেনি। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি ভয়াবহ ওই সংগঠনের লৌহমুষ্টি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে এবং কত সহজে ওদের কবজায় এনে পিষে শেষ করে দিতে পারে।

পলায়নের দ্বিতীয় দিবস। সূর্য যখন মধ্য গগনে, দেখা গেল সামান্য ভাঁড়ার প্রায় নিঃশেষিত। তাতে ঘাবড়াল না শিকারি জেফারসন। কেননা পাহাড়ে শিকার করার মতো জন্তুর অভাব নেই। এর আগেও এইভাবেই সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে রাইফেলের দৌলতে। পাহাড়ের খাঁজে শুকনো ডালপালা জড়ো করে জ্বালাল একটা ধুনি। গা গরম করা দরকার আগুনের তাতে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচু এই অঞ্চল। কনকনে হাওয়ায় যেন ছুরির ধার। ঘোড়াদের দড়ি দিয়ে বাঁধল, লুসির কাছে বিদায় নিল, কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিকারের সন্ধানে। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে পেছন ফিরে দেখলে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, বাপ বেটিতে উবু হয়ে বসে আছে আগুনের পাশে, নিস্পন্দদেহে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া আর অশ্বতর। তারপর পাহাড়ের আড়ালে যেতে যেতে এ-দৃশ্য হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

মাইল দুয়েক পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে গেল হোপ। পেরিয়ে এল গভীর সংকীর্ণ গিরিসংকটের পর গিরিসংকট। বধ করার মতো শিকার পেল না। অথচ গাছের ছালে আঁচড়ের চিহ্ন, আর রাস্তায় অন্যান্য বহু লক্ষণ দেখে বুঝল জায়গাটাকে ভালুকের রাজ্য বললেই চলে। ঘণ্টা দু-তিন বৃথা অন্বেষণের পর ভাবছে এবার ফেরা যাক, এমন সময় বুকটা নেচে উঠল ওপরে দৃষ্টি যাওয়ায়। তিন চারশো ফুট ওপরে একটা উদ্‌গত শিখরের কিনারায় ভেড়ার মতো দেখতে একটা জন্তু দাঁড়িয়ে— দু-দুটো ধারালো অস্ত্রের মতো প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং উঁচিয়ে রয়েছে মাথার ওপর। ভেড়ার পাল চলেছে হয়তো ওই শিংয়ের পেছন পেছন— শিকারির

চোখে এখনও তা অদৃশ্য। চলেছে অবশ্য উলটো দিকে— হোপকে দেখতে পায়নি। পাহাড়ে গা মিলিয়ে শুয়ে পড়ল হোপ, অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্যস্থির করল, তারপর টিপল ট্রিগার। শূন্যে ছিটকে গেল চতুষ্পদ— ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে দুমদাম শব্দে গড়িয়ে গেল নীচের উপত্যকায়।

এত বড়ো জানোয়ারকে তো আর ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া যায় না! তাই নিতম্ব কোমর আর পাঁজরা থেকে বেশ খানিকটা মাংস কেটে নিল জেফারসন। দ্রুত পা চালাল আস্তানার দিকে— সন্ধের আর দেরি নেই। গোধূলি শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েক পা যেতে-না-যেতেই বুঝলে অসুবিধেটা কোথায়। শিকারের নেশায় হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে চেনাজানা গিরিসংকট পেরিয়ে এমন জায়গায় এসে পড়েছে যে এখান থেকে রাস্তা চিনে নেওয়া মুখের কথা নয়। উপত্যকাটা থেকে অনেকগুলো গিরিসংকট বেরিয়ে গিয়েছে চারিদিকে, প্রত্যেকটাই দেখতে প্রায় একইরকম, আলাদা করে বিশেষ একটিকে মনে রাখা যায় না। কী আর করা যায়; একটা গিরিসংকট ধরে ধরে মাইলখানেক যাওয়ার পর এমন একটা খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর ধারে এসে পৌঁছলো যা সে আগে দেখেনি। পথ গুলিয়েছে বুঝতে পেরে ফিরে এসে এগোল আর একটা গিরিসংকট ধরে— পরিণাম সেই একই। এদিকে দ্রুত রাত বাড়ছে। চারদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগেই পৌঁছল একটা পরিচিত গিরিবর্ত্মে। চেনা হলেও কালঘাম ছুটে গেল এগোতে গিয়ে। চাঁদ এখনও ওঠেনি, অথচ দু-পাশের ঘোর অন্ধকারে সব কিছুই অস্পষ্ট। কোথায় চলেছে কিছুই বুঝছে না জেফারসন। কাঁধে মাংসের বোঝা, চরণে অসীম ক্লান্তি; তা সত্ত্বেও অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে লুসির জন্য— অনেক খাবার— বাকি যাত্রাপথ আহার্যর অভাব আর হবে না— প্রতিটি অবসন্ন পদক্ষেপে দূরত্ব কমিয়ে আনছে তার আর লুসির মধ্যে।

এসে গেছে আর একটা গিরিসংকটের প্রবেশমুখ। এই গিরিসংকটেই বাপবেটিকে ধুনি জ্বালিয়ে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল সে। অন্ধকারেও খাড়াই পাহাড়ে শিখরদেশ চেনা গেল। পাঁচ ঘণ্টা হল বেরিয়েছে জেফারসন। নিশ্চয় উদ্‌বেগে ছটফট করছে। আনন্দের চোটে দু-হাত মুখের ওপর জড়ো করে খুশির ডাক ছাড়ল জেফারসন— পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সেই ডাক ঘুরতে লাগল গিরিবর্ত্মে— সে যে ফিরে এসেছে এই তার সংকেত। একটু বিরতি দিল পালটা ডাক শোনার আশায়। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। নিজের ডাকই অসংখ্য প্রতিধ্বনি হয়ে বার বার আছড়ে পড়ল কর্ণকুহরে। নিস্তব্ধ, বিজন গিরিসংকটের বুক যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল একই চিৎকারের সহস্র প্রতিধ্বনিতে। আবার চেঁচায় জেফারসন, এবার আরও জোরে, আবার নিজের ডাকই ছোটোবড়ো সরু মোটা কর্কশ কোমল প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে— ফেলে-যাওয়া সঙ্গীদের ফিসফিসানিও শোনা যায় না ধারেকাছে দূরে নিকটে। একটা নামহীন আতঙ্কে পঙ্গু করে তোলে জেফারসনের সমস্ত সত্তা। কাঁধের বোঝা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ক্ষিপ্তের মতো ছুটে চলে সামনে।

মোড় ঘুরেই দেখা যায় জায়গাটা। পাঁচ ঘণ্টা আগে আগুন জ্বলছিল সেখানে দাউ দাউ করে। ছাইচাপা আগুন এখনও দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ওর যাওয়ার পর থেকে আগুনে আর নতুন কাঠ পড়েনি। শ্মশান নৈঃশব্দ্যে নিশ্চুপ চারিদিক— হাওয়া পর্যন্ত রুদ্ধকণ্ঠ। যা ভয় করেছিল জেফারসন, শেষকালে তাই সত্যি হল। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে দৌড়োতে নেমে এসে

দেখল পুরুষ, নারী, পশু— সব উধাও, অগ্নিকুণ্ডের পাশে জীবিত কোনো প্রাণী নেই। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটছে জেফারসন না-থাকার সময়ে ভয়ংকর সেই বিপর্যয় একাধারে গ্রাস করেছে ওদের সবাইকে— রেখে যায়নি কোনো চিহ্ন।

আঘাতটা আকস্মিক। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল জেফারসন হোপ— কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতচকিত। রাইফেলে ভর দিয়ে না-থাকলে মাথা ঘুরে পড়েও যেত। তবে নিষ্ক্রিয় বসে থাকার পাত্র সে নয়— যার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে বিচ্ছুরিত কর্মচাঞ্চল্য এভাবে হাবাগোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকা তাকে সাজে না। অচিরে সাময়িক অসহায়তা কাটিয়ে উঠল জেফারসন। আধপোড়া একটা কাঠ তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলে ধূমায়িত অগ্নিকুণ্ডে ফুঁ দিয়ে বাড়িয়ে দিল আগুন। লকলকে শিখার আলোয় শুরু করল ছোট্ট শিবির পর্যবেক্ষণ। অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের ছাপ রয়েছে জমিতে। যেন অশ্বারোহীদের বিরাট একটা দল পলাতকদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সল্টলেক সিটির দিকে অশ্বারোহীরা ফিরে গিয়েছে। পলাতকদের কাবু করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে কি? নিশ্চয় তাই হয়েছে। মনে মনে প্রায় এই বিশ্বাসই এনে ফেলেছে জেফারসন হোপ, এমন সময়ে শরীরের প্রতিটি স্নায়ু চনমন করে উঠল একটা জিনিস দেখে। একটু দূরেই ছোট্ট একটা ঢিবি দেখা যাচ্ছে। লালচে রঙের মাটির ঢিবি। এ-ঢিবি কিন্তু আগে ছিল না। সদ্য খোঁড়া কবর— দেখেই বোঝা যায়! কাছে যেতে দেখা গেল একটা লাঠি পোঁতা রয়েছে— লাঠির ডগাটা ছুরি দিয়ে চিরে ফাঁক করে এক টুকরো কাগজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে। কাগজের বয়ান অতি সংক্ষিপ্ত! কিন্তু সুস্পষ্ট :-

---

জন ফেরিয়ার

সল্টলেক সিটির পূর্বতন বাসিন্দা

মৃত্যু ৪ অগাস্ট, ১৮৬০

এই তো কিছুক্ষণ আগে দুর্মদ বুড়োকে আগুনের ধারে বসিয়ে মাংসের খোঁজে বেরিয়েছিল জেফারসন। বৃদ্ধ আর নেই— আছে কেবল কবরের ওপর ঝোলানো এই কাগজটুকু। পাগলের মতো আশপাশ খুঁজল হোপ আর একটা কবর দেখবার আশায়— কিন্তু পেল না। লুসিকে তাহলে শয়তানরা ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে গেছে। এতটা পথ পেছন পেছন এসেছিল ওকে বিয়ের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়ার জন্যে নিয়েও গেছে ভয়ংকরের দল সেই উদ্দেশ্যে— বয়স্ক-পুত্রদের হারেমে ঢোকানোর জন্যে। নিয়তিকে ঠেকানোর ক্ষমতা নেই জেফারসনের। অসহায় সে— বড়ো অসহায়। আর কেন বৃদ্ধ ফেরিয়ারের পাশে তারও যদি একটা কবর খোঁড়া থাকত— শান্তি মিলত এই দুঃখেও।

মানুষ হতাশ হলেই রাজ্যের কুঁড়েমিতে তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু জেফারসনের রক্তে নাচছে অদম্য কর্মস্পৃহা— হাত পা গুটিয়ে থাকা তার ধাতে নেই। তাই গা-ঝাড়া দিয়ে আলসেমি আর নৈরাশ্যকে বিদেয় করল ত্রিসীমানা থেকে। কিছু আর না-করার থাকলেও একটা পথ এখনও খোলা আছে— প্রতিহিংসা। রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যেই জীবন কেটেছে তার। রেড ইন্ডিয়ানদের মতোই দুর্জয় মনোবলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে অনমনীয় প্রতিশোধস্পৃহা। ধৈর্য তার অসীম, সহিষ্ণুতা অতুলনীয়; প্রতিহিংসাকামনাকে জিইয়ে রাখার ক্ষমতাও অপরিসীম। লেলিহান অগ্নিশিখার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সমগ্র সত্তা দিয়ে

উপলব্ধি করলে এই মহাশোককে সে সেইদিনই ভুলতে পারবে যেদিন স্বহস্তে নিধন করবে শত্রুদের— দেবে কুকর্মের চরম শাস্তি। আজ থেকে ওর অটল সংকল্প আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়োজিত হোক সেই অভিলক্ষে। রক্তশূন্য কঠোর মুখে ফিরে গেল মাংসের বোঝা যেখানে ফেলে এসেছিল সেইখানে, আগুনে কাঠ গুঁজে রান্না করল সেই মাংস যাতে বেশ কয়েকদিন চলে যায়। পুঁটলিতে রান্না মাংস নিয়ে চরম ক্লান্তিকে তুচ্ছ করে সেই মুহূর্তে রওনা হল ফেলে-আসা পাহাড়ি পথে অ্যাভেঞ্জিং অ্যাঞ্জেলসের সন্ধানে।

ঘোড়ায় চড়ে যে-গিরিসংকট পেরিয়ে এসেছিল হোপ, পায়ে হেঁটে পাঁচদিন ধরে অতিকষ্টে সেই পথেই ফিরে এল সে। পা কেটে রক্ত পড়তে লাগল পাথরের খোঁচায়— তবুও থামল না। রাত হলে পাহাড়ের খাঁজে যেখান-সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে নিত কয়েক ঘণ্টা— ভোরের পাখি ডাকার সঙ্গেসঙ্গে শুরু করত পদ অভিযান। ষষ্ঠ দিনে এসে পৌঁছাল ইগল গিরিসংকটে— এখন থেকেই শুরু হয়েছিল ভাঙা কপালে অভিযান। সাধুদের শহর এখান থেকে দেখা যায় অনেক নীচে। শরীর আর বইছে না; দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছে না। নিঃসীম অবসাদ সত্ত্বেও রাইফেলে ভর দিয়ে খাড়া রইল জেফারসন— দীর্ঘ শীর্ণ হাতে ঘুসি নিক্ষেপ করল পায়ের তলায় দিগন্ত বিস্তৃত নিস্তব্ধ শহরের উদ্দেশে। দেখল কয়েকটা মূল সড়কে পতাকা উড়ছে, উৎসবের আরও অনেক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এত উৎসব কীসের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে হোপ, এমন সময় কানে ভেসে এল অশ্বখুরধ্বনি। সটান ওর দিকেই আসছে একজন অশ্বারোহী। কাছে আসতেই চিনতে পারল মুখটা। নামটা কুপার— মর্মোন। অতীতে এর অনেক কাজ করে দিয়েছে হোপ। তাই ঠিক করল লুসি ফেরিয়ারের মন্দ কপালে শেষপর্যন্ত কী সর্বনাশ ঘটেছে তা জানতে হবে কুপারের মুখে। এগিয়ে গেল সামনে।

বললে, 'আমি জেফারসন হোপ। মনে পড়ে?'

অকপট বিস্ময়ে চেয়ে রইল কুপার। অতীতের যৌবন রসে টলমল দুরন্ত সেই যুবক শিকারির এই হাল হয়েছে? মুখ সাদা, ভীষণ। চোখ দুটি উদ্ভ্রান্ত। জামাকাপড় তো নয়, যেন ছেঁড়া ন্যাকড়া। চুল উশকোখুশকো। আপাদমস্তক কালিমাময়। সব মিলিয়ে ভয়ংকর দর্শন। চিনতে কষ্ট হলেও সেই জেফারসন হোপই বটে। চেনবার পর কিন্তু বিস্ময় তিরোহিত হল কুপারের মুখচ্ছবি থেকে— বিষম আতঙ্ক প্রকটিত হল চোখে-মুখে।

বললে চাপা স্বরে, 'তোমার মাথা কি খারাপ হয়েছে? এখানে এসেছ কেন? পরোয়ানা বেরিয়ে গেছে তোমার নামে। ফেরিয়ারদের ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে কেন? রেহাই নেই তোমার। চার বয়স্ক খুঁজছে তোমাকে। তোমার সঙ্গে এখন আমার কথা বলাও বিপদ— আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।'

'কারো তোয়াক্কা করি না আমি— পরোয়ানার ভয় আমাকে দেখিয়ো না। কুপার, বন্ধুত্ব আমাদের অনেকদিনের। ঈশ্বরের নামে বলছি, যা জান, সব বল। নিশ্চয় তুমি অনেক খবর রাখ। আমার কথা রাখ, আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও। না বোলো না।'

বিড়ম্বিত স্বরে মর্মোন বললে, 'বল কী বলবে। তাড়াতাড়ি করো। এখানে পাথরের কান আছে, গাছের চোখ আছে।'

'লুসি ফেরিয়ার কোথায়?'

লুসির বিয়ের আংটি খুলে নিল জেফারসন হোপ।
ওয়ার্ড, লক, বাওডেন অ্যান্ড কোং-এর প্রকাশিত সংস্করণে হাচিনসনের অলংকরণ।

'ড্রেবার ছোকরার হারেমে— বিয়ে হয়ে গেল কালকে। আরে, আরে, পড়ে যাবে যে! শরীরের আর কিছুই রাখোনি দেখছি।'

ক্ষীণ স্বরে হোপ বললে, 'ঠিক আছি আমি,' বলতে বলতে বসে পড়ল পাথরের ওপর। 'বিয়ে হয়ে গেছে?'

'গতকাল হয়ে গেল। এনডোমেন্ট হাউসে[১] ফ্ল্যাগ উড়ছে ওই কারণেই। কার বউ হবে লুসি ফেরিয়ার, এই নিয়ে টক্কর লেগেছিল ড্রেবার আর স্ট্যানজারসনের দুই ছেলের মধ্যে। তোমাদের পেছনে যারা ছুটছিল, ওরা দু-জনেই ছিল সেই দলে। লুসির বাবাকে গুলি করে মারে স্ট্যানজারসন, তাই তার দাবি বেশি, কিন্তু মিটিং-এ শেষ পর্যন্ত ড্রেবারের দল ভারী দেখা গেল; অবতার তাই ওকেই দিয়েছে লুসিকে। তবে বেশিদিন ভোগ করতে পারবে না কেউই। মৃত্যুর ছবি দেখে এসেছি মেয়েটার মুখে। মেয়ে বলে আর মনেই হয় না— যেন প্রেতিনি। চললে নাকি?'

উঠে দাঁড়িয়েছিল জেফারসন। মার্বেলে খোদাই মুখে দুই চোখে নরকের আগুন জ্বালিয়ে বজ্রকঠিন স্বরে বললে, 'হ্যাঁ চললাম।' মুখের পরতে পরতে ফুটে উঠল দুর্জয় সংকল্প।

'যাচ্ছ কোথায়?'

'কী হবে জেনে?' কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে নিয়ে বন্য জন্তু অধ্যুষিত ভয়ংকর পাহাড়ের মধ্যে ফিরে গেল জেফারসন হোপ— সেই মুহূর্তে ওর চাইতে হিংস্র, বিপজ্জনক কোনো প্রাণী অবশ্য ও-তল্লাটে আর ছিল কিনা সন্দেহ।

কুপারের ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। বাপের ভয়ংকর মৃত্যুর জন্যই হোক,

কি নিজের ঘৃণিত বিয়ের জন্যই হোক, বিছানা ছেড়ে আর মাথা তুলতে পারল না লুসি। মারা গেল এক মাসের মধ্যেই। পানোন্মত্ত স্বামীরত্নের বিন্দুমাত্র বিকার দেখা গেল না সেজন্যে। বিয়েটা করেছিল স্রেফ জন ফেরিয়ারের সম্পত্তির লোভে। সেটা তো হাতে এসে গেল। কিন্তু অন্য বউরা মড়া নিয়ে বসে রইল সারারাত— কবর দেওয়ার আগের রাত এইভাবেই কাটাতে হয় মর্মোন প্রথা অনুযায়ী[২]। কফিন ঘিরে বসে থাকার সময়ে শেষরাতে একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল! আচমকা দড়াম করে খুলে গেল ঘরের দরজা। ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো পোশাক পরা রোদে-পোড়া বর্বর চেহারার একটা পুরুষ মূর্তি ধেয়ে এল ঘরের মধ্যে। বিষম ভয়ে কাঠ হয়ে গেল মেয়েরা। প্রেতচ্ছায়ার মতো সেই বিকট পুরুষ আতঙ্ক-স্তম্ভিত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হনহন করে হেঁটে গেল কফিনে শোয়ানো লুসি ফেরিয়ারের পাশে। শ্বেতশুভ্র নিথর নিস্তব্ধ যে-দেহে একদা লুসি নামে একটি মেয়ে বাস করত, সেই দেহের তুহিন শীতল ললাটে ঠোঁট ছুঁইয়ে এক ঝটকায় আঙুল থেকে টেনে নিলে বিয়ের আংটিটা। দংষ্ট্রা-বিকশিত বীভৎস কণ্ঠে বললে... 'কবরে যাবে না এ-আংটি' বলেই জ্যামুক্ত তিরের মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে বাইরে— সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে— চেঁচানোর সময় পর্যন্ত পেল না মেয়েরা! আঙুল থেকে আংটিটা অদৃশ্য হয়েছে বলেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল মেয়েরা— বিশ্বাসও করাতে পারল সবাইকে। এত কম সময়ে এমন অদ্ভুত ব্যাপার যে ঘটতে পারে, স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন হত আংটি উধাও না-হলে।

বুকের মধ্যে প্রতিহিংসার লেলিহান অনল নিয়ে কয়েকমাস পাহাড়ে পাহাড়ে বন্য জীবনযাপন করল জেফারসন। অনেকরকম কাহিনি ছড়িয়ে পড়ল শহরে। নগরীর উপকণ্ঠে আর নিরালা গিরিসংকটে নাকি একটা বিচিত্র ভৌতিক মূর্তিকে আজকাল প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে একদিন নাকি স্ট্যানজারসনের দিকে একটা বন্দুকের গুলি উড়ে এসেছিল শনশন করে... কপাল ভালো তাই মাথায় না-লেগে একফুট তফাতে দেওয়ালে লেগে চিড়ে চ্যাপটা হয়ে যায় বুলেটটা। আর একবার নাকি পাহাড়ে পাহাড়ে টহল দেওয়ার সময়ে আচমকা একটা বিশাল আলগা পাথর গড়িয়ে পড়ে ড্রেবারের মাথার ওপর— পাশের দিকে শেষ মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়ায় একচুলের জন্যে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় সাংঘাতিক মৃত্যু। তরুণ মর্মোন দু-জন নির্বোধ নয়। অচিরেই তারা আঁচ করে নিলে ব্যাপারটা, প্রাণ হরণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে কেউ। সদলবলে অভিযান চালানো হল পাহাড়ের মধ্যে। কিন্তু বৃথাই। টিকি দেখা গেল না জেফারসন হোপের। বার বার অভিযান চালিও অদৃশ্য আততায়ীকে দেখা গেল না হত্যা করা তো দূরের কথা। তখন থেকে ঠিক হল বাড়ির বাইরে কখনো বেরোবে না। একলা কখনো রাস্তায় যাবে না। বাড়িতেও সবসময়ে সান্ত্রি পাহারাদার মোতায়েন থাকবে। কিছুদিন পরে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। নতুন কোনো ঘটনা আর ঘটেনি। বিচিত্র শত্রুর ছায়াও নাকি আর কারো চোখে পড়েনি। সময়ে মহাশোকও বিস্মৃত হয় মানুষ— সুতরাং প্রতিহিংসার আগুনও নিশ্চয় নিভে গিয়েছে জেফারসনের মধ্যে— এই ধারণা নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দুই পাষণ্ড মর্মোন।

কিন্তু হয়েছে ঠিক তার উলটো। নেভার বদলে প্রতিহিংসার আগুন আরও বেড়েছে। অত্যন্ত কঠিন ধাতুতে তৈরি তরুণ শিকারির ভেতরটা। এ-মন ধরা দিতে জানে না, বশ মানতে

পারে না, কিছুই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। প্রতিহিংসা নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে বলেই দিনে দিনে মনের দিগদিগন্ত ছেয়ে ফেলেছে ওই একটিমাত্র স্পৃহা— প্রতিহিংসা চাই, প্রতিহিংসা! মনের মধ্যে আর কিছুরই ঠাঁই নেই— প্রতিহিংসা স্পৃহা ছাড়া। প্রতিহিংসা পাগল হলেও কিন্তু সে অবোধ উজবুক নয়— অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল— ব্যবহারিক বুদ্ধি অতিশয় টনটনে। দু-দিনেই উপলব্ধি করল শরীরের ওপর অহর্নিশ এই অত্যাচার করাটা ঠিক হচ্ছে না। লৌহ কাঠামোও একদিন ভেঙে পড়বে। পুষ্টিকর খাবারের অভাবে আর চব্বিশ ঘণ্টা রোদে জলে পড়ে থাকার ফলে শরীর কাহিল হচ্ছে একটু একটু করে। পাগলা কুত্তার মতো পাহাড়ের খাঁজে মরে পড়ে থাকলে প্রতিহিংসাটা নেবে কে? শত্রুপক্ষ তো তাই চায়— এইভাবেই হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে অক্কা পাক জেফারসন হোপ। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্রেফ শরীরটাকে সুস্থ সবল করার জন্যে আর অনেক টাকা জমিয়ে নতুন করে প্রতিহিংসা অভিযানে নামার জন্যে নেভাদা খনি অঞ্চলে ফেরে সে অনির্বাণ আগুন নিয়ে।

ভেবেছিল বছর খানেক থাকবে নেভাদায়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত অনেক পরিস্থিতির ফলে থাকতে হল পাঁচ বছর। পাঁচ বছর পরেও কিন্তু মন থেকে প্রতিহিংসার আগুন যায়নি— স্মৃতি এতটুকু ফিকে হয়নি। জন ফেরিয়ারের কবরের পাশে সেই স্মরণীয় রাতের তীব্র আবেগ সমানভাবেই তীব্র ছিল, তীক্ষ্ণ ছিল মনের মধ্যে— মৌনী থেকেছে বাইরে, ভেতরে অহর্নিশ দাউ দাউ করে জ্বলছে প্রতিহিংসার দাবানল। ছদ্মবেশ ধারণ করে নাম পালটে ফিরে এল সল্টলেক সিটিতে— ধরা পড়লে কী হবে সে-ভাবনা একবারও ভাবল না— চরম শাস্তি দিতে পারলেই হল। এসে দেখল হাওয়া ঘুরে গেছে। আবার ওর কপাল পুড়েছে। মাস কয়েক আগে ধর্ম নিয়ে মতভেদ দেখা যায় গির্জের মধ্যে। মাথা চাড়া দেয় কিছু নবীন সদস্য— বিদ্রোহ করে বয়স্কদের খবরদারির বিরুদ্ধে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অসন্তুষ্ট কিছু ব্যক্তির অপসারণ ঘটেছে উটা থেকে— এখন তারা বিধর্মী[৩]। এদের মধ্যে আছে স্ট্যানজারসন আর ড্রেবার! কোথায় গিয়েছে তারা কেউ জানে না। গুজব, ড্রেবার বিষয়সম্পত্তি বেচে বেশ কিছু নগদ টাকা নিয়ে যেতে পেরেছে। সে তুলনায় স্ট্যানজারসন বেচারিকে প্রায় ফকির হয়েই রাস্তায় নামতে হয়েছে। কেউ জানে না দুই মূর্তিমান এখন কোন চুলোয়।

ঘটনা যখন এইরকম মোড় নেয় এবং এহেন প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তখন বেশির ভাগ লোকই হাল ছেড়ে দেয়— প্রতিহিংসা নেওয়ার আশা ত্যাগ করে। কিন্তু জেফারসন হোপ সে-ধাতু দিয়ে গড়া নয়। মুহূর্তের জন্যেও সে ভেঙে পড়ল না বা দ্বিধাগ্রস্ত হল না। চাকরি করার মতো যোগ্যতা তার খুবই কম। কিন্তু এই স্বল্প পুঁজি নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের এক শহর থেকে আরেক শহরে গিয়ে নানান রকমের জীবিকা জুটিয়ে নিয়ে অহর্নিশ খুঁজতে লাগল দুই শত্রুকে। বছর ঘুরে গেল। কালো চুল পেকে সাদা হয়ে গেল, তবুও মানুষ কুত্তার মতো নরশোণিত পিপাসা নিয়ে বিরামবিহীনভাবে অন্বেষণ করে চলল দুটি মাত্র পুরুষকে যাদের রুধিরে হাত না-ধোয়া পর্যন্ত জীবনে তার শান্তি নেই। অবশেষে পুরস্কার এল আশ্চর্য এই অধ্যবসায়ের। ওহিয়োর ক্লিভল্যান্ডে এক ঝলকের জন্যে একটা জানলায় দেখা গেল একটা মুখ। সাঁ করে মুখটা সরে গেলেও চিনে নিয়েছিল হোপ। এই মুখের খোঁজেই জীবন পণ করেছে সে! প্রতিহিংসার প্ল্যান মনের মধ্যে ছকে নিয়ে ফিরে এল দীনহীন আস্তানায়। জানলায় দাঁড়িয়ে ড্রেবারও চকিতের জন্যে রাস্তায় দেখেছিল একটা ছন্নছাড়া লোককে। চোখে তার খুনের সংকল্প। দেখেই চিনেছিল। ড্রেবার তখন রীতিমতো

ধনবান, স্ট্যানজারসন তার সেক্রেটারি। দু-জনে সেই মুহূর্তে গেল পুলিশ ফাঁড়িতে। ইনিয়েবিনিয়ে জানাল, একজন পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ওদের দু-জনকেই খুন করবে বলে পেছন পেছন ঘুরছে। সেই রাতেই হাজতে পোরা হল জেফারসন হোপকে! জামিনের টাকা না-দিতে পারায় কয়েক সপ্তাহ হাজত বাসও করতে হল। বেরিয়ে এসে দেখলে ড্রেবারের বাড়ি শূন্য— সেক্রেটারিকে নিয়ে সে ভেগেছে ইউরোপ অভিমুখে।

নতুন করে প্রতিহিংসা-পর্বে বাগড়া পড়ল বটে, কিন্তু জেফারসন হোপকে থামানো গেল না। ঘনীভূত প্রতিহিংসা-স্পৃহা এবার ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে। টাকার অভাবে বাধ্য হয়ে কিছুদিন গায়ে-গতরে খেটে একটি একটি ডলার জমিয়ে চলল পাথেয়-স্বরূপ। কষ্টেসৃষ্টে জীবন চলে যাওয়ার মতো টাকাকড়ি জমবার পর রওনা হল ইউরোপ অভিমুখে। দুই শত্রুর পেছন পেছন ধাওয়া করে চলল এক শহর থেকে আরেক শহরে, হাতের টাকা ফুরিয়ে গেলে কুলিমজুরের কাজ করতেও দ্বিধা করেনি দু-বেলা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে, কিন্তু একবারের জন্যেও শত্রুদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়নি। সেন্ট পিটার্সবার্গে[৪] গিয়ে শুনল প্যারিস[৫] গিয়েছে দুই মহাপাপিষ্ঠ, প্যারিস পৌঁছে শুনল এইমাত্র রওনা হয়েছে কোপেনহাগেনের দিকে। ড্যানিশ রাজধানীতে পৌঁছোতে একটু দেরি করে ফেলেছিল হোপ। দু-দিন আগেই লন্ডনে চলে গিয়েছে দুই শত্রু। লন্ডনে এসে পাওয়া গেল পাষণ্ডদের। তারপর কী ঘটেছিল, বৃদ্ধ শিকারীর নিজের জবানিতেই তা শোনা যাক। ডক্টর ওয়াটসনের খাতায় তা আনুপূর্বিক লেখা[৬] আছে, সে-খাতা থেকে শোনানো হচ্ছে এই কাহিনি।

১৩। জন ওয়াটসন এম ডি-র স্মৃতিচারণের পরবর্তী অংশ

প্রবল বাধা দেওয়ার পরেও কিন্তু আমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিরূপ মনোভাব দেখা গেল না বন্দীর। বরং যখন দেখলে বজ্রমুষ্টি থেকে ছাড়ান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন অমায়িকভাবে জিজ্ঞেস করলে, লাগেনি তো? মারপিটের ফলে আমরা জখম হয়েছি কিনা জানবার জন্যে এই উদ্‌বেগ কিন্তু অকপট। শার্লক হোমসকে বললে, 'নিশ্চয় এখন থানায় নিয়ে যাবেন আমাকে। আমার গাড়ি তো নীচেই রয়েছে। পায়ের বাঁধন খুলে দিন— হেঁটে যাচ্ছি। আগে হালকা ছিলাম— এখন ভারী হয়েছি— পাঁজাকোলা করে তোলা খুব সহজ হবে না।'

দৃষ্টি বিনিময় করল লেসট্রেড আর গ্রেগসন— বুকের পাটা আছে বটে বন্দীর। ধরা পড়বার পর এই প্রস্তাব কেউ করে? শার্লক হোমস কিন্তু তৎক্ষণাৎ হেঁট হয়ে কথা রাখল বন্দীর। তোয়ালে দিয়ে বেঁধেছিলাম পা জোড়া— খুলে ফেলে দিল তোয়ালে। উঠে দাঁড়িয়ে পা টান টান করে সে দেখে নিলে পা দুটো আবার স্বাধীন হয়েছে কিনা। বেশ মনে পড়ে লোকটার দিকে সজাগ চোখে চেয়ে থাকবার সময়ে লক্ষ করেছিলাম তার অমানুষিক কাঠামো। এ-রকম শক্তিমান পুরুষ কখনো দেখিনি। রোদেপোড়া কালচে মুখে দৃঢ় সংকল্প আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি যেন ফেটে পড়তে চাইছে— দৈহিক শক্তির মতোই লোকটার মনের শক্তিও প্রচণ্ড এবং ভয়ংকর।

শার্লক হোমসের দিকে অকপট প্রশংসাভরা চোখে তাকিয়ে বললে, 'পুলিশ-চিফের পদ যদি খালি থাকে, আপনাকে সেখানে বসানো উচিত। আমাকে খুঁজে বার করলেন কী করে ভেবে পাচ্ছি না।'

ডিটেকটিভ দু-জনের পানে তাকিয়ে হোমস বললে, 'তোমরাও এসো সঙ্গে।'

লেসট্রেড বললে, 'আমি চালাব গাড়ি।'

'ভালোই তো! গ্রেগসন, তুমি আমার সঙ্গে গাড়ির ভেতরে থাকবে। ডাক্তার, তুমিও চলো। গোড়া থেকে কেসটায় আগ্রহ দেখিয়েছ তুমি— লেগে থাকো শেষ পর্যন্ত।'

রাজি হলাম সানন্দে। দল বেঁধে নেমে এলাম নীচে। পালাবার চেষ্টা করল না কয়েদি। শান্তভাবে উঠে বসল নিজেরই গাড়ির মধ্যে— আমরা উঠলাম পেছন পেছন। ওপরে গিয়ে বসল লেসট্রেড। চাবুক হাঁকিয়ে খুব অল্প সময়ে এনে ফেলল গন্তব্যস্থানে। পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা ছোটো চেম্বারে। একজন পুলিশ ইনস্পেকটর লিখে নিলে কয়েদির নাম আর যাদের খুনের দায়ে তাকে ধরা হয়েছে, তাদের নাম। অফিসারের মুখ সাদা, আবেগহীন, নিরুত্তাপ। যন্ত্রবৎ কর্তব্য করে জিজ্ঞেস করল, 'এই সপ্তাহের মধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে কয়েদিকে। মি. জেফারসন হোপ, ইতিমধ্যে যদি কিছু বলতে চান বা বলতে পারেন তবে খেয়াল রাখবেন, যা বলবেন তা লিখে নেওয়া হবে এবং আপনার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ হতে পারে।'

মন্থর কণ্ঠে কয়েদি বললে, 'অনেক কথাই বলার আছে আমার। সব কথাই বলতে চাই আপনাদের।'

ইনস্পেকটর বললে, 'কোর্টে বলবেন কিনা ভেবে দেখুন।'

'হয়তো আমাকে আর কোর্টে যেতে হবে না। চমকে উঠবেন না। আত্মহত্যার কথা একদম ভাবছি না। আপনি কি ডাক্তার?' জ্বলন্ত কালো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে শেষ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল কয়েদি।

বললাম, 'হ্যাঁ, আমি ডাক্তার।'

'তাহলে হাতটা এখানে রাখুন,' একটু হেসে বলয় বন্দী কবজি দিয়ে দেখাল বক্ষদেশ।

হাত রাখলাম আমি। সঙ্গেসঙ্গে অনুভব করলাম বুকের খাঁচায় একটা প্রচণ্ড রকমের তোলপাড় চলছে— ধুকধুকুনি দুরমুশ পেটার মতো বেড়ে চলেছে। অপলকা বাড়ির ভেতরে শক্তিশালী ইঞ্জিন পুরোদমে চললে বাড়ির দেওয়াল যেমন মুহুর্মুহু কাঁপতে থাক, জেফারসন হোপের বুকের দেওয়াল সেইভাবে কাঁপছে, শিউরোচ্ছে, লাফাচ্ছে। ঘর নিস্তব্ধ বলেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম একটা চাপা গুঞ্জন, একটা অদ্ভুত ঘর-ঘর গুর গুর শব্দ উত্থিত হচ্ছে বুকের ভেতর থেকে।

'সর্বনাশ! এ যে দেখছি অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজম[১]! ধমনী ফুলে উঠেছে, দেওয়াল আর চাপ সইতে পারছে না!'

'নামটা তাই বটে!' প্রশান্ত স্বরে বললে জেফারসন। 'গত সপ্তাহে ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। বেশিদিন আর নেই— ধমনী ফেটে যাবে যেকোনো মুহূর্তে। গত কয়েক বছর ধরে অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। সল্টলেক পাহাড়-পর্বতে খোলা জায়গায় দিনরাত থেকেছি, না-খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছি, তারই ফল এই রোগ[২]। কাজ শেষ— এখন গেলেই বাঁচি। তবে যাওয়ার আগে যা করে গেলাম তার বৃত্তান্ত রেখে যাব। আর পাঁচটা গলা কাটার দলে যেন আমাকে ভেড়ানো না হয়।'

দুই ডিটেকটিভ আর ইনস্পেকটরের মধ্যে দ্রুত পরামর্শ হয়ে গেল জেফারসনের কাহিনি এখন শোনা সমীচীন হবে কিনা— এই নিয়ে।

ইনস্পেকটর বললে, 'ডাক্তার, বিপদ কি এসে গেছে? অবস্থা কি খুব খারাপ?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিলাম আমি।

'সেক্ষেত্রে আইনের স্বার্থে ওঁর কাহিনি এখুনি লিখে নেওয়া আমাদের কর্তব্য। বলুন আপনার কী বলার আছে। তবে আবার বলছি যা বলবেন, তা কিন্তু লিখে নেওয়া হবে।'

বসতে বসতে কয়েদি বললে, 'আপনাদের অনুমতি নিয়ে বসলাম। অ্যানিউরিজম ভারি পাজি রোগ, একটুতে কাহিল হয়ে পড়ি। আধ ঘণ্টা আগে যা ধপড়ধাঁই গেছে— এখনও সামলে উঠতে পারিনি। মরতে চলেছি মনে রাখবেন, এখন আর মিথ্যে বলা যায় না। যা বলব তার প্রতিটি শব্দ নির্জলা সত্য— আপনারা কীভাবে নেবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার।'

বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে অত্যাশ্চর্য কাহিনি শোনাল জেফারসন। ধীরেসুস্থে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রশান্ত কণ্ঠে বলে গেল একটার পর একটা ঘটনা— যেন প্রতিটি ঘটনাই অত্যন্ত মামুলি— অভিনব কিছু নয়। নীচে যা লিখছি, তার প্রতিটি কথা কিন্তু জেফারসন নিজের মুখে বলেছে— যেভাবে বলেছে লেখাও হচ্ছে সেইভাবে। কেননা লেসট্রেড তা লিখে নিয়েছিল নিজের নোটবইয়ে। সুতরাং বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে আমার গ্যারান্টি রইল।

'এই দু-জনকে আমি যে কতখানি ঘৃণা করি তা আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন না। তা নিয়ে আপনাদের কিছু এসেও যায় না। শুধু জেনে রাখুন, এরা দুটি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী। বাপকে খুন করেছিল একজন— মেয়েকে আর একজন। সুতরাং বেঁচে থাকার অধিকার এদের ছিল না। খুন করেছে অনেকদিন আগে— এত বছর পরে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে দণ্ড দেওয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি তো জানি ওরা খুনি। তাই ঠিক করলাম আমিই হব একাধারে বিচারপতি, জুরি আর জল্লাদ। আমার জায়গায় আপনারা থাকলে এবং ভেতরে পৌরুষ থাকলে আপনারাও ঠিক তাই করতেন।'

'যে-মেয়েটির কথা আমি বললাম, তার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল আজ থেকে বিশ বছর আগে। কিন্তু জোর করে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওই ড্রেবারের সঙ্গে— বুক ভেঙে দেওয়া হয়েছিল পাশবিক দিক দিয়ে। মারা যাওয়ার পর তার আঙুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে দেখতে দেখতে আর মহাপাপের কথা মনে করতে করতে মরবে ড্রেবার— এবং সে-মৃত্যু হবে আমারই হাতে। এই আংটি নিয়ে ড্রেবার আর ওর শাগরেদের পেছনে ঘুরেছি দু-দুটো মহাদেশ— তারপর ধরেছি এই লন্ডন শহরে। ভেবেছিলাম দেশদেশান্তরে ঘুরিয়ে জিভ বার করে দেবে আমার, যাতে বেদম হয়ে হাল ছেড়ে দিই। কিন্তু পারেনি। কাল যদি মারা যাই, যাব বলেই আমার বিশ্বাস, জেনে যাব যে-কাজ করব বলে বিশ বছর আগে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা সুষ্ঠুভাবেই করে গেলাম। এ-দুনিয়ায় ওই দু-জনের রক্তে তর্পণ করা ছাড়া আর কোনো কাজ আমার ছিল না। সে-কাজ আমি শেষ করেছি। নিজের হাতে দুনিয়া থেকে ওদের সরিয়ে দিয়েছি। আর কিছু আশা আমার নেই, বাসনাও নেই।'

'ওরা বড়োলোক, আমি গরিব। কী কষ্টে যে পেছন ধাওয়া করেছি, তা শুধু আমিই জানি। লন্ডন শহরে পৌঁছে দেখলাম রেস্ত বলতে কিছু নেই, কাজ-টাজ না-জোটালেই নয়। ঘোড়ায় চড়া অথবা ঘোড়ার গাড়ি চালানো আমার কাছে হাঁটা চলার মতোই সত্তায় মিশে গেছে। তাই এক গাড়ির মালিকের কাছে ধরনা দিতেই পেয়ে গেলাম চাকরি। হপ্তায় কিছু টাকা দিতে হবে মালিককে— তার ওপরে যা রোজগার করব তা আমার। দিয়ে থুয়ে কিছুই অবিশ্যি থাকত

না— তার মধ্যেও কষ্টেসৃষ্টে দু-বেলার খাবার জুটিয়ে নিলাম। সবচেয়ে বেগ পেলাম পথঘাট চিনতে। দুনিয়ায় যত গোলকধাঁধা আজ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, লন্ডন শহরের গলিঘুঁজি তাদের সবাইকে টেক্কা মারতে পারে। মাথা গোলমাল করে দেয়। পাশে খোলা ম্যাপ নিয়ে গাড়ি হাঁকাতাম বলেই একটু একটু করে চিনে গেলাম মূল সড়ক আর প্রধান হোটেলগুলো। তারপর আর খুব একটা অসুবিধে হয়নি।'

'ড্রেবার আর স্ট্যানজারসনের ঠিকানা বার করতে বেশ সময় লেগেছে। হাল ছাড়িনি। খুঁজতে খুঁজতে একদিন ঠিক করে ফেলেছি। নদীর ওপারে ক্যামবারওয়েলের একটা বোর্ডিং হাউসে উঠেছিল দু-জনে। ঠিক করলাম এবার আর চোখের আড়াল হতে দেব না। লম্বা দাড়ি রাখার ফলে এখন আর আমাকে দেখলে চেনা যায় না। ঠিকানা যখন পেয়েছি, তখন আর রক্ষে নেই। তক্কে তক্কে থাকব সুযোগ না-আসা পর্যন্ত।'

'লন্ডনের যেখানেই ওরা যাক না কেন দু-জনে, ছায়ার মতো লেগে থাকতাম পেছনে! কখনো গাড়িতে, কখনো পায়ে হেঁটে। তবে গাড়িতেই বেশি সুবিধে— চোখের আড়াল হতে পারত না। খুব ভোরে অথবা গভীর রাত্রে রোজগার করতাম অতি সামান্য— মালিক রেগে আগুন হল বখরা না-পেয়ে। লাঞ্ছনা মুখ বুজে সয়ে গেলাম দুই শিকারকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার আনন্দে।'

'দু-জনেই কিন্তু মহা ধূর্ত। পেছন নেওয়ার সম্ভাবনা আছে ভেবেছিল নিশ্চয়। তাই একলা কখনো রাস্তায় বেড়াত না, সন্ধের সময় তো নয়ই। ঝাড়া দুটো সপ্তাহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিন লেগে রইলাম পেছনে— কিন্তু ছাড়াছাড়ি হতে দেখলাম না একবারও। অর্ধেক সময় মদে চুরচুর হয়ে থাকত ড্রেবার, কিন্তু স্ট্যানজারসনকে ঢুলতে কখনো দেখিনি। খুব ভোরে আবার অনেক রাত্রেও খরনজর রেখেছি দু-জনের ওপর— ক্ষণেকের জন্যে সুযোগ পাইনি। মুষড়ে পড়িনি। কেননা মন বলছিল, সময় এবার হয়েছে! এবার আর পার পাবে না বাছাধনেরা। ভয় শুধু বুকের এই রোগটা নিয়ে। কাজটা শেষ করার আগেই ফেটে গিয়ে আমাকেই না শেষ করে দেয়।'

'একদিন সন্ধে নাগাদ টুর্কুয়ে স্ট্রিটে টহল দিচ্ছি গাড়ি নিয়ে— এই রাস্তাতেই থাকত ওরা— দেখলাম একটা ভাড়াটে গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। মালপত্র তোলা হল গাড়িতে, একটু পরেই বেরিয়ে এসে গাড়ির ভেতরে উঠে বসল ড্রেবার আর স্ট্যানজারসন, গাড়ি ছুটল সামনে। চাবুক হাঁকিয়ে আমিও ঘোড়া ছোটালাম পেছন পেছন, মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। বেশ বুঝলাম, বদমাশ দুটো ফের ডেরা পালটাচ্ছে। ইউস্টন স্টেশনে ওরা নামতেই আমি একটা ছোকরাকে ডেকে আমার ঘোড়াটা দেখতে বলে ঢুকলাম প্ল্যাটফর্মে— ওদের পেছনে পেছনে। শুনলাম, লিভারপুল ট্রেনের টিকিট চাইছে। গার্ড বললে, একটা গাড়ি তো এইমাত্র ছেড়ে গেল। পরের গাড়ি? সে অনেক দেরি। মুখ শুকিয়ে গেল স্ট্যানজারসনের, কিন্তু খুশিতে ডগমগিয়ে উঠল ড্রেবার। হট্টগোলের মাঝে একদম গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম বলে শুনতে পেলাম প্রতিটি কথা। ড্রেবার বললে, ওর নাকি একটা ব্যক্তিগত দরকার আছে। স্ট্যানজারসন যেন একটু অপেক্ষা করে ওর জন্যে— কাজটা সেরে এসে আবার একসাথে থাকা যাবে'খন। বেঁকে বসল স্ট্যানজারসন। মনে করিয়ে দিলে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে দু-জনে কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না। ড্রেবার বললে, ব্যাপারটা গোলমেলে, তাই তার একার যাওয়া দরকার। স্ট্যানজারসন কী জবাব দিল শুনতে পেলাম না। কিন্তু রাগে আগুন হয়ে যা মুখে আসে বলতে লাগল

ড্রেবার। স্ট্যানজারসন যেন ভুলে না যায় সে ড্রেবারের মাইনে-করা-চাকর— হুকুম দিতে যেন না-আসে। স্ট্যানজারসন আর কথা বাড়াল না! শুধু বললে, লাস্ট ট্রেন মিস করলে যেন হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে চলে যায় ড্রেবার— ওখানেই থাকবে সে ড্রেবার বললে, এগারোটার আগেই ফিরে আসবে প্লাটফর্মে। বলে, বেরিয়ে গেল স্টেশন থেকে।'

'এই হল সুবর্ণ সুযোগ। এত বছর এই সুযোগের প্রতীক্ষায় থেকেছি। দুই শত্রুই এখন আমার হাতের মুঠোয়। একসঙ্গে থাকলে আমাকে রুখতে পারত, কিন্তু আলাদাভাবে পারবে না। তা সত্ত্বেও হঠকারিতা দেখালাম না— ঝোঁকের মাথায় কিছুই করলাম না। কী করব সে-প্ল্যান ঠিক ছিল অনেক আগে থেকেই। মরবার আগে যদি জানতেই না পারল কেন মরতে হচ্ছে এবং কার হাতে মারা যাচ্ছে— তাহলে সে প্রতিহিংসার কোনো মানেই হয় না। তাই এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে আমার পরম শত্রু দু-জন জানবার সুযোগ পায় জীবনটা যেতে বসেছে কোন পাপের শাস্তিতে। দিন কয়েক আগে এক ভদ্রলোক ব্রিক্সটন রোডে অনেকগুলো বাড়ি দেখতে বেরিয়েছিলেন আমার গাড়িতে চেপে— ভুল করে একটা বাড়ির চাবি ফেলে যান গাড়ির মধ্যে। সেই রাতেই ভদ্রলোক চাবি ফেরত নিয়ে যান বটে, কিন্তু তার আগেই চাবির একটা ছাঁচ বানিয়ে নিয়েছিলাম। সেই ছাঁচ থেকে একটা নকল চাবিও করেছিলাম। এতবড়ো শহরে অন্তত একটা বাড়ির মধ্যে ঢোকার ব্যবস্থা করা গিয়েছিল এই চাবির দৌলতে— যে-বাড়ি জনমানবশূন্য এবং নির্বিঘ্নে আমার প্ল্যান সম্পন্ন করার পক্ষে আদর্শ। ড্রেবারকে এই বাড়ির মধ্যে ঢোকানোটাই এখন সমস্যা। সমাধান হয়ে গেল সে-সমস্যারও।'

'স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তা বরাবর হাঁটতে হাঁটতে একটার পর একটা মদের আড্ডায় ঢুকতে লাগল ড্রেবার। শেষ আড্ডাটায় রইল আধঘণ্টা। বেরিয়ে যখন এল, পা টলছে। মেজাজ শরিফ। সামনেই একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখে উঠে বসল তাতে। আমি গাড়ি নিয়ে চললাম পেছনে— এত পেছনে যে আমার ঘোড়ার নাক রইল সামনের গাড়োয়ানের গজখানেক পেছনে! এইভাবেই গেলাম সারারাস্তা; ওয়াটারলু ব্রিজ[৩] পেরোলাম। মাইলের পর মাইল রাস্তা পেছন ফেলে এলাম— তারপর চোখ কপালে উঠল যখন দেখলাম গাড়ি এসে দাঁড়ালে সেই বাড়িতেই যে-বাড়িতে এতদিন আস্তানা নিয়েছিল দুই বন্ধু। ফিরে আসার উদ্দেশ্যটা বুঝলাম না। গাড়ি নিয়ে দাঁড়ালাম শ-খানেক গজ তফাতে। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল ড্রেবার। এক গেলাস জল দেবেন? কথা বলতে বলতে মুখ শুকিয়ে গেছে।'

এক গেলাস জল দিলাম আমি— এক নিশ্বেসে গেলাস খালি করে দিল জেফারসন।

বললে, 'বাঁচলাম। যাই হোক, মিনিট পনেরোর মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ বাড়ির ভেতরে ঝটাপটির শব্দ শুনলাম। যেন মারপিট চলছে। তারপরেই খুলে গেল দরজা, ছিটকে বেরিয়ে গেল দুটো লোক— একজন ড্রেবার— আরেকজনের কম বয়স— চিনি না, কখনো দেখিনি। ড্রেবারের কলার ধরেছিল ছোকরা। সিঁড়ির মাথায় এসে এমন ঘাড়ধাক্কা আর লাথি মারল ড্রেবারকে যে রাসকেলটা ঠিকরে গিয়ে পড়ল মাঝরাস্তায়। হাতের লাঠি সাঁই সাঁই করে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে ছোকরা বললে তারস্বরে, "কুত্তা কোথাকার! ফের যদি ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে পড়তে আসিস তো এমন শিক্ষা দেব যে জীবনে ভুলবি না!" সত্যিই হয়তো ড্রেবারকে লাঠিপেটা করে মেরেই ফেলত ছোকরা— এমন প্রচণ্ড রেগেছিল। তবে

কাপুরুষ কুত্তাটা আর দাঁড়াল না— টেনে দৌড়াল মোড়ের দিকে। আমার গাড়ি দেখেই লাফিয়ে উঠে বসল ভেতরে। বললে, 'চলো হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেল।'

'গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়ার পর আনন্দের চোটে এমন বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল আমার যে ভয় হল ঘাটে এসে তরী না-ডোবে। শেষ মুহূর্তে ধমনী না-ফেটে যায়। অ্যানিউজিমকে নিয়েই আমার যত ভয়। আস্তে আস্তে চালালাম গাড়ি, মনে মনে ভাবতে লাগলাম কী করলে এখন সবচেয়ে ভালো হয়। শহরের বাইরে নিয়ে যেতে পারি, মফস্‌সলে নিরালা গলিঘুঁজির মধ্যে ঢুকে শেষবারের মতো মুখোমুখি হই। করতাম তাই, এমন সময়ে নিজে থেকেই সমস্যাটার সমাধান করে দিল ড্রেবার। আবার মদের নেশা চাড়া দিয়েছে— বললে প্যালেসে যেতে। ভেতরে ঢোকার আগে আমাকে বলে গেল বাইরে দাঁড়াতে। অনেকক্ষণ রইল ভেতরে। বেরিয়ে এল অত্যন্ত বেহুঁশ অবস্থায়। মন বলল, এই তো সুযোগ। আর ভয় নেই। ড্রেবার এখন আমারই মুঠোয়।'

'ঠান্ডা মাথায় খুন করার ইচ্ছে আমার ছিল না। দয়া করে ওই জাতের খুনি ঠাওরাবেন না আমাকে। করলে অবশ্য ক্ষতি ছিল না— কিন্তু ন্যায়বিচার ছাড়া আমার কোনো লাভ হত না, আমি যা করব ঠিক করেছিলাম, তা আর হত না। বিশ বছর ধরে ভেবেছি, যেদিন সুযোগ পাব, সেদিন আগে ওর পাপের চেহারাটা সামনে তুলে ধরব— এ-সুযোগ ওকে আমি দেবই। আমেরিকায় হন্যে হয়ে ওদের পেছনে ঘোরবার সময়ে ছোটো ছোটো অনেক চাকরি করতে হয়েছিল। ইয়র্ক কলেজে[৪] দারোয়ানগিরি আর ঝাড়ুদারের কাজও করেছিলাম। বিষ নিয়ে একদিন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন প্রফেসর। একটা জিনিস দেখালেন ছাত্রদের— জিনিসটা নাকি একটা অ্যালকালয়েড। দক্ষিণ আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানরা তীরে এ-রকম বিষ মাখিয়ে রাখে[৫]— সেই বিষ থেকে অ্যালকালয়েডটা উনি নিষ্কাষন করেছেন। মারাত্মক বিষ। এক গ্রেনেই মৃত্যু— সঙ্গে সঙ্গে। কোন বোতলে থাকে বিষটা দেখে রেখেছিলাম। গ্লাস খালি হয়ে যাবার পর বোতল থেকে একটু ঢেলে নিয়েছিলাম। ওষুধপত্র বানাতে আমি জানি। তাই ওই বিষ দিয়ে কতকগুলো সাদা বড়ি বানালাম— যে-বড়ি সহজেই গলে যায় হুবহু ওইরকম আরও কয়েকটা বড়ি বানালাম— কিন্তু তার মধ্যে বিষ দিলাম না। দু-রকম বড়ি রাখলাম একটা সাদা কৌটোয়। তখন থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম দুই শয়তানকে কৌটো থেকে বড়ি খাওয়াব— তারপর যা পড়ে থাকবে— নিজে খেয়ে নেব। মৃত্যু আসবে নিঃশব্দে— বন্দুকের মুখে রুমাল গুঁজে গুলি করলেও আওয়াজ হত— এতে কোনো শব্দই হবে না। বড়ির কৌটো তখন থেকে কিন্তু পকেটে পকেটে রাখতাম। সময় হয়েছে এবার বড়িকে কাজে লাগানোর।'

'ঘড়ির কাঁটা অনেক আগেই বারোটার ঘর ছাড়িয়েছে— একটা বাজতে দেরি নেই, রাত নিশুতি, দুর্যোগ চরমে উঠেছে— ঝড়ো বাতাস আর তুমুল বৃষ্টিতে রাস্তা ফাঁকা। এত আনন্দ হল আমার যে ইচ্ছে হল গলা ছেড়ে গান ধরি। জানি না আপনাদের কেউ আমার মতো পরিস্থিতিতে কখনো পড়েছেন কিনা। বিশ বছর ধরে যা চেয়েছেন, হঠাৎ যদি তা হাতের মুঠোয় পেতেন— ঠিক আমার মতোই আনন্দে নেচে উঠতেন গাড়ির ওপরেই। চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগলাম স্নায়ু শান্ত করার জন্যে। কিন্তু হাত কাঁপতে লাগল সমানে— দপ দপ করতে লাগল দুটো রগ প্রচণ্ড উত্তেজনায়। লাগাম ধরে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে যেন স্পষ্ট দেখলাম

অন্ধকারের মধ্যে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে আমার প্রাণের লুসি আর ওর বুড়ো বাপ জন ফেরিয়ার। বিশ্বাস করুন আপনাদের যেমন দেখছি ওদেরও যেন ঠিক তেমনি দেখতে পেলাম ঝড়বাদলের সেই রাতে। ঘোড়ার দু-পাশে দু-জন ছুটছিল আর হাসছিল আমার দিকে তাকিয়ে। সমস্ত রাস্তা গেল এইভাবে। তারপর গাড়ি ঢোকালাম ব্রিক্সটন রোডে।'

'রাস্তা একদম ফাঁকা— কেউ নেই। বৃষ্টির ঝরঝর আওয়াজ ছাড়া কোনো শব্দও নেই। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে ড্রেবার। মাতালের ঘুম। হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'সময় হয়েছে নামবার।'

'চলো', বললে ড্রেবার।

'হোটেলে এসেছে মনে করে আর একটি কথাও না-বলে বাগান দিয়ে হেঁটে এল আমার পেছন পেছন। পাশে পাশে হাঁটতে হল বাধ্য হয়ে— নইলে টলে পড়ে যেত বাগানেই। সদর দরজার চাবি খুলে ঢোকালাম সামনের ঘরে। বিশ্বাস করুন, এখানেও বাপবেটিতে হেঁটে এল আমার সামনে। রাস্তা থেকে বাড়ির ভেতর হাসিমুখে যেন পথ দেখিয়ে আনল আমাকে।'

'ঘর অন্ধকার। দুমদাম পা ফেলে বললে ড্রেবার— এ যে দেখছি নরকের অন্ধকার।'

'আলো এখুনি ফুটবে,' বললাম আমি। মোমবাতি এনেছিলাম সঙ্গে। দেশলাই বার করে জ্বালালাম। নিজের মুখে আলো ফেলে ঘুরে দাঁড়ালাম ওর সামনে। বললাম— 'এনক ড্রেবার, এবার বলো তো আমি কে?'

'মদের নেশায় ঢুলু ঢুলু লাল চোখে ক্ষণেকের জন্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল আপাদমস্তক। বুঝলাম, চিনেছে আমি কে। আরক্ত মুখে টলতে টলতে হেঁটে গেল কয়েক পা, দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ল কপাল বেয়ে, খটাখট শব্দে ঠোকাঠুকি লাগল দাঁতে দাঁতে। দেখবার মতো দৃশ্য। দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে হেসে নিলাম বেশ কিছুক্ষণ। প্রতিহিংসার মতো মিষ্টি কিছু নেই, এই আমি জানতাম বরাবর। কিন্তু আত্মার শান্তি যে তার চাইতেও মিষ্টি, তা জানলাম সেই প্রথম।'

'বললাম— কুকুর কোথাকার! সল্টলেক সিটি থেকে তোর পেছন নিয়েছি— গিয়েছি সেন্ট পিটাসবার্গ— প্রত্যেকবার পালিয়েছিস নাগালের বাইরে। আর পালাতে পারবি না। অনেক ঘুরেছিস— আর তোকে ঘুরে মরতে হবে না। হয় তুই, আর না হয় আমি কালকের সূর্য ওঠা আর দেখব না।' কেঁচোর মতো কুঁচকে আরও তফাতে সরে গেল ড্রেবার। মুখ দেখে মনে হল আমাকে বদ্ধ উন্মাদ ঠাউরেছে। সেই মুহূর্তে আমি অবশ্য পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম। দমাদম হৃদঘাত শোনা যাচ্ছিল রগের শিরায়— যেন হাতুড়ি পড়ছে। নাক দিয়ে বাড়তি রক্ত বেরিয়ে না-গেলে বোধ হয় সিধে থাকতে পারতাম না— জ্ঞান হারাতাম। রক্ত বেরিয়ে যেতেই বাঁচলাম।

দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা ওর নাকের সামনে নাড়তে নাড়তে গলার শির তুলে বললাম— 'লুসি ফেরিয়ারকে ভাবতে এখন কেমন লাগছে বল? ফলটা পেতে বড্ড দেরি হল রে— কিন্তু রেহাই তোর নেই।' ঠোঁট কাঁপতে লাগল কাপুরুষের। প্রাণ ভিক্ষা বৃথা জেনেই সে চেষ্টা করেনি— কিন্তু চোখে দেখলাম সেই অনুনয়।'

'বললে বিড় বিড় করে— খুন করবে?'

'খুন?' দাঁতে দাঁত পিষে বললাম আমি— 'খুন কীরে? পাগলা কুত্তাকে কেউ খুন করে না। পাগলা কুত্তার মতোই মারে! সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে যাকে ভালোবেসেছিলাম, যার বাবাকে কসাইয়ের মতো খুন করতে তোদের হাত কাঁপেনি, মরা বাবার কাছ থেকে হিড় হিড় করে

যাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তোর নোংরা ব্যাভিচারের হারেমে পুরেছিলি— সেই লুসির ওপর একবারও কি তুই দয়া দেখিয়েছিলিস?'

'চিৎকার করে বললে— 'আমি মারিনি লুসির বাবাকে।'

'কিন্তু লুসির বুক তুই ভেঙেছিলি', কৌটোটা ওর সামনে বাড়িয়ে ধরে বলেছিলাম ভীষণ গলায়। 'ভগবানের বিচার আছে কিনা দেখা যাক। দুটো বড়ি আছে এতে। একটা খাবি তুই— একটা আমি। একটাতে আছে মৃত্যু— একটাতে জীবন। ভগবান বলে যদি কিছু থাকে দুনিয়ায়— দেখা যাক কে মরে কে বাঁচে।'

বিকটভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে হাতে পায়ে ধরতে লাগল ড্রেবার— কিন্তু গলায় ছুরি চেপে ধরে বড়ি খেতে বাধ্য করলাম আমি। বাকি বড়িটা খেলাম নিজে। তারপর মিনিটখানেক নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম দু-জনে দু-জনের মুখের দিকে— কে বাঁচে কে মরে দেখবার জন্যে। যন্ত্রণার প্রথম অভিব্যক্তি মুখে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম বিষের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। সে-দৃশ্য আমি কোনোদিন ভুলব না। প্রথম প্রতিক্রিয়াটা দেখা গেল চোখে। দেখেই অট্টহাসি হাসতে লাগলাম। লুসির অভিশপ্ত বিয়ের আংটি চোখের সামনে নাড়তে লাগলাম। খুব বেশি সময় অবশ্য পেলাম না। অ্যালকালয়েডটার বিষক্রিয়া সত্যিই অত্যন্ত দ্রুত। প্রথমে একটা নিদারুণ যন্ত্রণায় খিঁচ ধরল পা থেকে মাথা পর্যন্ত, তারপর দু-হাত সামনে ছুড়ে চেষ্টা করল বাতাস খামচে ধরার। পরক্ষণেই টলতে টলতে ভাঙা গলায় বীভৎসভাবে চেঁচিয়ে উঠে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর— আর নড়ল না। পা দিয়ে চিত করে শুইয়ে হাত দিলাম বুকের ওপর। হৃৎপিণ্ড আর চলছে না। মারা গেছে ড্রেবার।

'দর দর করে রক্ত পড়ছিল আমার নাক দিয়ে। ভ্রূক্ষেপ করিনি। কী জানি তখন কেন খেয়াল হল, ওই রক্ত নিয়ে দেওয়ালে কিছু লিখে যাই। পুলিশকে ভুলপথে চালানোর জন্যেই বোধ হয় বদ বুদ্ধিটা এসেছিল মাথায়। মনে তখন ফুর্তি উপচে পড়েছে। নিউইয়র্কের একটা ঘটনা মনে পড়ল। খুন হয়েছিল একজন জার্মান। ডেডবডির ওপরে লেখা ছিল RACHE. খবরের কাগজওয়ালারা নানান কথা বলেছিল এই নিয়ে। খুনটা নাকি গুপ্ত সমিতির কীর্তি। ভাবলাম নিউইয়র্কওয়ালারা যে-ধোঁকায় ভোলে, লন্ডনওয়ালারাও নিশ্চয়ই সেই ধোঁকায় ভুলবে। তাই আঙুল ডোবালাম নিজের রক্তে, দেওয়ালে লিখলাম RACHE. বেরিয়ে এলাম বাইরে, গাড়িতে চেপে দেখলাম আশপাশ। কেউ নেই। রাস্তা ফাঁকা। নিশুতি রাত। কনকনে ঠান্ডা। ঝড়বাদলা একটুও থামেনি। কিছুদূর গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়ার পর পকেটে হাত দিয়ে দেখি লুসির বিয়ের আংটিটা নেই। মাথায় বাজ পড়ল যেন। লুসির স্মৃতি বলতে ওই আংটি ছাড়া কিছুই আর কাছে ছিল না। ড্রেবারের লাশের ওপর ঝুঁকে পড়ার সময়ে পকেট থেকে পড়ে গেছে নিশ্চয়। সঙ্গেসঙ্গে ফিরে এলাম গাড়ি নিয়ে। কপালে যাই থাকুক না কেন, ও-আংটি আমার চাই[৬]। পাশের গলিতে গাড়ি রেখে হনহন করে হেঁটে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি— মুখোমুখি ধাক্কা খেলাম একজন পুলিশের চৌকিদারের সঙ্গে। পাছে সন্দেহ করে বসে এত রাতে কী করতে এসেছি ফাঁকা বাড়িতে, তাই মাতালের অভিনয় করে বেঁচে গেলাম সে-যাত্রা।'

'ড্রেবার নিধন তো হল, এবার স্ট্যানজারসনকেও যে মারতে হবে একই পন্থায়— নইলে জন ফেরিয়ারের ঋণ তো শোধ হবে না। হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে উঠেছে জানতাম। সারাদিন ঘুর ঘুর করলাম আশেপাশে— কিন্তু একবারও বাইরে এল না শয়তান। মহা ধড়িবাজ তো! নিজেকে আগলাতে জানে। নির্দিষ্ট সময়ে ড্রেবার না ফিরতেই নিশ্চয় আঁচ করেছিল বিপদ এসে গেছে। কিন্তু

যত ধড়িবাজই হোক না কেন, বাড়ির বাইরে পা না-দিলেও আমার নাগালের বাইরে যে থাকা যায় না— এ-বুদ্ধি তার ঘটে ছিল না। শোবার ঘরের জানলা কোথায় দেখে নিলাম। পরের দিন কাক-ডাকা ভোরে মই জোগাড় করলাম পাশের হোটেল থেকে— মই লাগিয়ে জানলা দিয়ে ঢুকলাম ভেতরে। ঘুম থেকে টেনে তুলে বললাম অনেকদিন আগে একটা প্রাণ হরণের জবাব দেওয়ার সময় এখন হয়েছে। ড্রেবার মরেছে কীভাবে বলবার পর বিষবড়ির কৌটো বাড়িয়ে দিলাম জীবন অথবা মৃত্যুকে বেছে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু বাঁচবার এই শেষ সুযোগ তার মনঃপূত হল না। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে গলা টিপে ধরতে গেল আমার। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বাধ্য হয়ে ছুরি মারলাম বুকে। বড়ি খেলেও বাঁচত না ঠিকই। ভগবানের বিচারে ভুল হয় না। ঠিক বিষ বড়িটাই মুখে পুরতে হত নিয়তির নিয়মে।'

'আর বিশেষ কিছু বলার নেই আমার। বলতেও পারছি না— প্রাণটা গলায় এসে ঠেকেছে। আমেরিকা ফিরে যাওয়ার জন্যে টাকা দরকার! তাই দিনকয়েক গাড়ি হাঁকিয়ে কাটালাম স্রেফ পয়সার ধান্দায়। গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম গাড়ির আড্ডায়, এমন সময়ে ছেঁড়া পোশাক পরা রাস্তার একটা ছোকরা এসে বললে জেফারসন হোপ বলে কেউ আছে কিনা। ২২১বি বেকার স্ট্রিটের এক ভদ্রলোক ডেকেছেন, গাড়ি নিয়ে যেতে হবে। সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিল না। তাই এলাম। আসার পরেই এই ভদ্রলোক লোহার বেড়ি পরিয়ে দিল হাতে— জীবনে এমন সুন্দরভাবে হাতকড়া লাগাতে কাউকে দেখিনি। আমাকে খুনি মনে করতে পারেন আপনারা, তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ আমি জানি আপনাদের মতোই আমিও একজনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।'

মর্মস্পর্শী বর্ণন-ভঙ্গিমার ফলে লোমহর্ষক এই কাহিনি দাগ কেটে বসে গেল মনের মধ্যে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম প্রতিটা কথা। পোড়খাওয়া গোয়েন্দা দু-জনও দেখলাম অভিভূত হয়েছে। দু-দুটো খুনের আগাপাশতলা জানার পরও খুনির কাহিনি শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে। কাহিনি শেষ হওয়ার পর কারো মুখে কিছুক্ষণ আর কথা ফুটল না। ঘর নিস্তব্ধ। শুধু যা খসখস ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছে লেসট্রেডের পেনসিলে— শর্টহ্যান্ডে শেষ ক-লাইন লিখে নিচ্ছে কর্তব্যনিষ্ঠ ডিটেকটিভ।

অবশেষে মুখ খুলল শার্লক হোমস। বলল, 'একটা প্রশ্ন। আমার বিজ্ঞাপনের জবাবে আংটি নিতে কে এসেছিল?'

কৌতুকছলে চোখ টিপল জেফারসন হোপ। বলল, 'আমার ব্যাপারে শুধু আমাকে নিয়েই কথা বলা ভালো, অন্যকে টানতে চাই না। আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখে ভাবলাম সত্যিই হয়তো কেউ কুড়িয়ে পেয়েছে আংটিটা অথবা আংটির ফাঁদ পেতে কেউ আমায় ধরতে চাইছে। আমার বন্ধুটি[৭] নিজে থেকেই আংটি আনতে চাইল। খুব ঠকিয়েছে আপনাকে, তাই না?'

'তা আর বলতে,' আন্তরিকভাবেই বললে হোমস।

গম্ভীর মুখে ইনস্পেকটর বললে, 'জেন্টেলমেন, এবার তো আইনমাফিক কয়েদিকে হাজতে ঢোকাতে হয়। বেস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করব আসামিকে— আপনারা দয়া করে আসবেন, সাক্ষী হতে হবে। আমার দায়িত্ব সেই পর্যন্ত।' বলে ঘণ্টা বাজিয়ে দু-জন পাহারাদারকে দিয়ে আসামিকে পাঠিয়ে দিল হাজতে। আমি আমার বন্ধু বাইরে এসে ছ্যাকড়া গাড়ি চেপে ফিরে এলাম বেকার স্ট্রিটে।

১৪। উপসংহার

বেস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়ার তলব পেলেও বেস্পতিবার এলে পর দেখা গেল আমাদের সাক্ষী হওয়ার আর দরকার নেই। ঊর্ধ্বলোকের পরম বিচারপতি শমন পাঠিয়ে ডেকে নিয়েছেন জেফারসন হোপকে— ওপরওলার সেই বিচারালয়ে বিচার বড়ো কড়া, রায়ও বড়ো নির্ভুল। জেফারসনের বিচারের ভার তিনিই নিয়েছেন। ধরা যেদিন পড়ে, সেইদিন রাতেই ফেটে যায় জেফারসনের অ্যানিউরিজম। পরের দিন ভোরবেলা গারদের দরজা খোলার পর দেখা গেল হাসিমুখে সে শুয়ে আছে মেঝের ওপর। মৃত্যুর মুহূর্তে যেন সারাজীবনের সুষ্ঠু কর্ম নিমেষে প্রতিভাত হয়েছে মনের পর্দায়— মুখ তাই নিবিড় প্রশান্তিতে সমুজ্জ্বল।

পরের দিন সন্ধ্যায় এই সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে হোমস বললে, 'জেফারসন ফাঁকি দিয়ে গেল বটে, কিন্তু হাত কামড়ে মরবে লেসট্রেড আর গ্রেগসন। খুব একটা জাঁকালো বিজ্ঞাপন ছেড়েছিল না?'

'জেফারসনের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে ওদের তো তেমন হাত নেই।' বললাম আমি।

তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলে বন্ধুবর, 'জীবনে আমরা যা করি, ফলের আশা না-রেখেই করি। লোকে জানলেই হল যে কাজটা তোমার। যাকগে, বলেই তিক্ততা ঝেড়ে ফেলে বললে খুশি খুশি গলায়, 'এ-তদন্তে আমার কিন্তু লোকসান হয়নি— লাভই হয়েছে। সহজ হলেও শেখবার মতো কয়েকটা ব্যাপার পেয়েছি। ঠিক এ-রকম কেস আমার বরাতে এর আগে জোটেনি।'

'সহজ বলছ?' আমি তো অবাক।

'তা ছাড়া আর কী?' আমার অবাক হওয়া দেখে হাসিমুখে বললে শার্লক হোমস।' কেসটা যে সহজ তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হচ্ছে কোনোরকম সাহায্য ছাড়াই স্রেফ কয়েকটা মামুলি অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তের ওপর বশ করে তিন দিনের মাথায় গ্রেপ্তার করেছি আসামিকে।'

'তা ঠিক।'

'এর আগেও তোমাকে বলেছি, যা গতানুগতিক, তা অসুবিধের বদলে সুবিধেই করে দেয়! এ ধরনের ধাঁধার জবাব পাওয়ার মোক্ষম পন্থা হল পিছু-হাঁটা চিন্তাধারা। পদ্ধতিটা সোজা তো বটেই, কাজও হয় দারুণ— কিন্তু কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না— চর্চাও করে না। রোজকার জীবনে আমরা সামনে হাঁটায় অভ্যস্ত বলেই উপেক্ষা করি পিছু-হাঁটা চিন্তাকে। সংশ্লেষণ-মূলক চিন্তা যারা করে, সেরকম পঞ্চাশজনের মধ্যে হয়তো একজন বিশ্লেষণমূলক চিন্তায় অভ্যস্ত।'

'তোমার কথা মাথায় ঢুকছে না।'

'ঢুকবে বলেও ভরসা রাখি না। আর একটু স্পষ্ট করে বলা যাক। পরপর কতকগুলো ঘটনা শোনার পর বেশির ভাগ লোকই বলতে পারে ঘটনা পরম্পরার ফলটা কী হতে পারে। ঘটনাগুলো মনের মধ্যে সাজিয়ে দিয়ে মনে মনে তর্ক করে ঠিক করে নেয় অমুক ঘটনার অমুক পরিণাম হবেই। আবার কিছু লোক আছে যাদেরকে শুধু পরিণামটা বললে তাই থেকে মনের মধ্যে যুক্তি-তর্ক দিয়ে খাড়া করে নেয় কী-কী ঘটনার ফলে এমনি একটা পরিণাম সম্ভব হতে পারে। চিন্তার এই ক্ষমতাকেই আমি বলি পিছু-হাঁটা চিন্তা বা বিশ্লেষণমূলক যুক্তি।'

'বুঝলাম!'

'এই কেসে পাওয়া গিয়েছিল কেবল পরিণামটা— কী-কী ঘটনার ফলে ওই পরিণাম হতে পারে, সব ভেবে নিতে হয়েছে মনের মধ্যে। ঠিক কী-কী ভেবেছিলাম, এবার তা বলা যাক। যুক্তির

ধাপগুলো শুনলেই বুঝবে ব্যাপারটা কত সোজা। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করছি। মনে আছে নিশ্চয় বাড়িটা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম— মনকে পরিষ্কার স্লেটের মতো ফাঁকা রেখেছিলাম— আগে থেকে কোনো ধারণা মনে ঢুকতে দিইনি। পর্যবেক্ষণ শুরু করলাম রাস্তা থেকে। আগে বলেছি গাড়ির চাকার দাগ দেখলাম রাস্তায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এ-দাগ পড়েছে নিশ্চয় রাত্রে! গাড়িটা যে প্রাইভেট নয়— ভাড়াটে গাড়ি, তা বুঝলাম সরু চাকার দাগ দেখে। বাড়ির গাড়ি মানে, ব্রুহামের[১] চাকা অনেক চওড়া হয় লন্ডনের ছ্যাকড়াগাড়ির চাকার চেয়ে।'

'এই হল প্রথম পয়েন্ট। বাগানের রাস্তায় আস্তে আস্তে হাঁটতে দেখলাম আমার কপাল ভালো। বাগানের মাটি কাদা টাইপের— পায়ের ছাপ যার ওপর ফোটে ভালো। তোমার চোখে স্রেফ পাঁক মাড়িয়ে যাওয়া মনে হওয়াটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমার ট্রেনিং পাওয়া চোখে প্রত্যেকটা ছাপের মানে আলাদা। গোয়েন্দাগিরি একটা বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের অনেক বিভাগের মধ্যে একটা বিভাগ হল পায়ের ছাপের মানে বার করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর দরকারি এই বিভাগটাই সবচেয়ে অবহেলিত হয়ে রয়েছে ডিটেকটিভ সায়েন্সে। আমি কিন্তু বরাবর বেশি জোর দিয়েছি বিশেষ এই আর্টের ওপর— শিখেওছি অনেক। পায়ের ছাপের মানে বার করা আমার দ্বিতীয় প্রকৃতি বলতে পার। কনস্টেবলদের গোদা পায়ের ভারি ছাপ দেখলাম ঠিকই, এও দেখলাম যে তার আগে আরও দু-জন লোক বাগানের কাদা মাড়িয়ে বাড়ির ভেতরে গেছে। আগে গেছে বুঝলাম খুব সহজে। এদের পায়ের ছাপে অনেক জায়গায় চাপা পড়েছে পুলিশ কনস্টেবলের ভারী পায়ের ছাপে। তাই সঙ্গেসঙ্গে অনুমান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলেছিলাম, নৈশ আগন্তুক দু-জনের একজন অদ্ভুত রকমের ঢ্যাঙা— দুটো পায়ের ছাপের মধ্যে অতখানি ফাঁক থাকাটাই তার প্রমাণ— আর একজন শৌখিন পুরুষ— বুটের ছাপ ছোটো হলেও বাহারি। এইভাবেই পেলাম আমরা যুক্তি-শৃঙ্খলার দ্বিতীয় গ্রন্থি।'

'বাড়ির ভেতরে ঢোকার পর শেষ সিদ্ধান্ত যাচাই করা হয়ে গেল সুটপরা লোকটাকে মেঝের ওপর দেখে। ঢ্যাঙা লোকটাই তাহলে নাটের গুরু। খুন করে লম্বা দিয়েছে— অবশ্য শৌখিন ব্যক্তিটি খুন হয়েছে বলেই যদি সাব্যস্ত হয়। মৃত ব্যক্তির গায়ে ক্ষত নেই, কিন্তু মুখে বিভীষিকা আছে। আসন্ন মৃত্যুর খবর সে পেয়েছিল। হার্টফেল অথবা স্বাভাবিক কারণে হঠাৎ যারা মারা যায়, তাদের মুখে কখনো বিভীষিকা বা উত্তেজনা ফুটে থাকে না। ঠোঁট শুঁকলাম। একটা তেঁতো গন্ধ পেলাম। এই থেকে গেলাম বিষ-প্রয়োগের সিদ্ধান্তে। বিষটা দেওয়া হয়েছে গায়ের জোরে— মুখ তাই অমন বীভৎস। ঘৃণা আর আতঙ্ক অমন প্রকট। এই হল গিয়ে আমার তৃতীয় সিদ্ধান্ত। অন্যান্য পরিণতির সম্ভাবনা বাদ দিতে দিতে পৌঁছেছিলাম এই সিদ্ধান্তে। এটাও একটা পদ্ধতি। কেননা আর কোনো অনুমান দিয়েই এই পরিণতি সম্ভব হচ্ছে না। এ-জিনিস এর আগে কখনো শোননি ভেবো না যেন। অপরাধ ইতিহাসে গায়ের জোরে বিষ খাওয়ানোর ঘটনা নতুন কিছু নয়। যেকোনো বিষবিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করলেই সঙ্গেসঙ্গে দুটো উদাহরণ শুনিয়ে দেবে! একটা ওডেসা-র[২] ডোলাস্কি মামলা। আর একটা মঁপেলিয়ারের লেটুরিয়ার।'

'এরপর এল সবচেয়ে বড়ো চিন্তা। কেন এই খুন? লুঠপাটের নিশ্চয় উদ্দেশ্য ছিল না। কিছুই খোয়া যায়নি। তাহলে রাজনৈতিক হত্যা? স্ত্রীঘটিত হত্যাও বিচিত্র নয়। প্রশ্নটা ভাবিয়ে তুলল আমাকে। গোড়া থেকেই আমি অবশ্য শেষ সম্ভাবনার দিকে বেশি ঝুঁকেছিলাম। রাজনৈতিক গুপ্তঘাতকরা যা হোক করেই গা-ঢাকা দেয়। খুনটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু

এই খুনের কর্তাটিই খুন করেছে বেশ তারিয়ে তারিয়ে এবং সারাঘরে নিজের চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে যাতে পরে বোঝা যায় আগাগোড়া ঘরের মধ্যেই ছিল সে-উদ্দেশ্যটা তাহলে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ। গর্হিত অন্যায়ের শোধ তুলে গেছে কেউ— ধাপে ধাপে খুন করেছে— হট করে মেরে ঝট করে পালায়নি। দেওয়ালের লিখন দেখে অনুমানটা আরও গভীর হল। ধোঁকা দেওয়ার স্পষ্ট চেষ্টা। আংটিটা আবিষ্কারের পর আর কোনো সন্দেহই রইল না। জবাব মিলল প্রহেলিকার। হত্যাকারী আংটি বার করেছিল কোনো একটি মেয়ের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে— সে-মেয়ে অকুস্থলে তো নেই-ই, ধরাধামেও হয়তো নেই। কথাটা মাথার মধ্যে আসার সঙ্গেসঙ্গে গ্রেগসনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ক্লিভল্যান্ডে পাঠানো টেলিগ্রামে মি. ড্রেবারের অতীত জীবন সম্পর্কে খবর জানতে চাওয়া হয়েছে কিনা। তোমার মনে আছে নিশ্চয়, গ্রেগসন বলেছিল— না।'

'খুঁটিয়ে ঘর পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পেলাম আরও কয়েকটা খবর। আমার পূর্ব অনুমানের অকাট্য প্রমাণ। যেমন, হত্যাকারীর উচ্চতা কতখানি, সে ত্রিচিনোপল্লী চুরুট খায় এবং তার নখ বেজায় লম্বা। ধস্তাধস্তির লক্ষণ না-পাওয়ায় রক্তপাতের কারণও ভেবে নিয়েছিলাম। উত্তেজনার সময়ে হত্যাকারীর নাক থেকেই রক্ত ঝরেছে ঘরময়। ছিটানো রক্তের দাগের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছিল হত্যাকারীর পায়চারি করার ছাপ— একই লাইনে গিয়েছে। গায়ে অনেক রক্ত থাকলে উত্তেজনার মুহূর্তে কারো নাক দিয়ে এভাবে রক্ত ঝরে। এই থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, গুপ্তঘাতক সম্ভবত বিরাটদেহী, লালমুখো পুরুষ। সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল সে-প্রমাণ পরে পেয়েছি।'

'বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গ্রেগসন যা উপেক্ষা করেছে, মন দিলাম সেই কর্তব্যে। টেলিগ্রাম পাঠালাম ক্লিভল্যান্ডের পুলিশ প্রধানকে। বেশি কথা না— জানতে চাইলাম শুধু একটা খবর— এনক ড্রেবারের বিয়ের সময়ে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটেছিল কিনা— এক উত্তরেই পৌঁছে গেলাম শেষ সিদ্ধান্তে। ড্রেবার নাকি পুলিশের শরণাপন্ন হয়েছিল প্রেমের ব্যাপারে এক পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর কবল থেকে বাঁচবার জন্যে। নাম তার জেফারসন হোপ। লোকটা নাকি এখন ইউরোপে। হত্যারহস্যের চূড়ান্ত সূত্র হাতের মুঠোয় পেয়ে উঠে পড়ে লাগলাম হত্যাকারীকে জালে ফেলবার চেষ্টায়।'

'মনে মনে আগেই ভেবে নিয়েছিলাম, ড্রেবারের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে যে ঢুকেছিল, ঘোড়ার গাড়িটাকেও চালিয়ে এনেছিল সে। রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখেই এসেছিলাম সেই সিদ্ধান্ত। ঘোড়াটা এলোমেলো ভাবে হেঁটেছে— লাগাম ধরে কেউ বসে থাকলে ঘোড়া এ-রকম খেয়ালখুশি নিয়ে চলে না। গাড়োয়ান তাহলে ছিল কোথায়? নিশ্চয় বাড়ির মধ্যে। গাড়ি ছেড়ে বাড়ির ভেতর ছাড়া আর কোথাও যাওয়া তো সম্ভব নয়। তৃতীয় ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে পাগল ছাড়া কেউ খুন করে না। অর্থাৎ গাড়োয়ানই তাহলে খুনি। তা ছাড়া লন্ডন শহরে অগোচরে কারো পেছন নেওয়ার মতলব থাকলে গাড়োয়ান হওয়াটাই কিন্তু সবচেয়ে সুবিধাজনক! এই সব পয়েন্ট আর সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে একটাই চরম সিদ্ধান্তে আসা যায় এবং তা হল বিরাট এই শহরের বিভিন্ন গাড়ির আড্ডায় জেফারসন হোপ নামধারী এক গাড়োয়ানকে খোঁজ করা।'

'এই নামের কোনো লোক যদি সত্যিই থাকে গাড়ির আড্ডায়, রাতারাতি নাম পালটে উধাও হওয়া বোকামি হবে তার পক্ষে। কারো মনে যাতে সন্দেহের আঁচ না-লাগে, তাই দিন কয়েক গাড়ি নিয়ে বেরোতে হবে যাত্রীর সন্ধানে। হঠাৎ ধরাচুড়ো পালটালেই তো লোকের

চোখে পড়বে। ছদ্মনাম নিয়েছে এমন সন্দেহ করারও কোনো কারণ নেই। যে-দেশে কেউ তার আসল নামই জানে না, সে-দেশে নকল নাম নেওয়ার কোনো যুক্তি আছে কি? রাস্তার বাউন্ডুলে ছোঁড়াগুলোকে লাগিয়ে দিলাম সেই কাজে। লন্ডনে সবক-টা গাড়ির আড্ডার মালিকদের কাছে গিয়ে খোঁজ নিতে লাগল জেফারসন হোপের— পেয়েও গেল শেষপর্যন্ত। কীভাবে কত তাড়াতাড়ি তারা নিয়ে এল জেফারসনকে এবং কীরকম নাটকীয়ভাবে বাগে আনলাম তাকে, সে-দৃশ্য এখনও টাটকা তোমার স্মৃতিতে। স্ট্যানজারসনের খুন হওয়াটা নেহাতই অপ্রত্যাশিত— কিন্তু তা আটকানোর পথও আর ছিল না। ছুরি খেয়ে মরেছিল বলেই না বিষ-বড়িগুলো পেলাম— আমার পূর্ব অনুমানেরও অকাট্য প্রমাণ হাতে এল। তাহলেই দেখ, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই একটা ধারাবাহিক ব্যাপার— যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের শেকলও বলতে পার— ফাঁক কোথাও নেই।'

'অপূর্ব।' সোল্লাসে বললাম। 'তোমার প্রতিভার জনস্বীকৃতি দরকার। কেসটা ছেপে বার করা দরকার। তুমি যদি না-লেখ, আমি লিখব।'

'তোমার যা মন চায় তাই কর। এই দ্যাখো!' আমার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল হোমস, 'দ্যাখ! পড়ে দ্যাখ!'

কাগজটা সেইদিনের 'একো' পত্রিকা, আঙুল দিয়ে যে-খবরটা দেখাল হোমস, এই :

মি. এনক ড্রেবার এবং মি. জোসেফ স্ট্যানজারসনকে হত্যার অভিযোগে ধৃত হোপ নামক লোকটির অকস্মাৎ মৃত্যুতে চাঞ্চল্যকর একটি বিচার কাহিনি থেকে বঞ্চিত হল দেশের মানুষ। মামলাটির বিশদ বিবরণ কোনোদিনই আর উদ্‌ঘাটিত হবে না। বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জেনেছি, তা এই : জোড়া খুনের পেছনে নাকি বহু পুরোনো ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা আছে, সেইসঙ্গে আছে একটা রোমান্টিক কাহিনি এবং করুণ উপাখ্যান। নিহত দুই ব্যক্তিই নাকি যৌবনকালে সন্তদের দেশবাসী ছিলেন। হোপ নামক মৃত আসামি নাকি সল্টলেক সিটি থেকেই এসেছে। মামলাটায় আর কিছু লাভ না-হোক, একটা লাভ হয়েছে। ব্রিটিশ পুলিশের দক্ষতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিদেশিদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে পুরোনো ঝগড়ার মীমাংসা যেন দেশের মাটিতেই করে আসা হয়— ব্রিটিশ মাটিতে করতে গেলে ঝকমারি অনেক। ব্রিটিশ পুলিশের আশ্চর্য এই দক্ষতার পূর্ণ কৃতিত্ব যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দুই স্বনামধন্য তরুণ গোয়েন্দা সর্বশ্রী লেসট্রেড এবং গ্রেগসনের প্রাপ্য— এ-খবরও আর গোপন নেই। আসামিকে ধরা হয়েছে শার্লক হোমস নামক শখের গোয়েন্দার ঘরে। গোয়েন্দাগিরিতে ভদ্রলোক যৎকিঞ্চিৎ প্রতিভার চিহ্ন দেখিয়েছেন এবং উপযুক্ত উপদেষ্টা পেলে ভবিষ্যতে আরও দক্ষতা দেখাবেন আশা করা যায়। কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তরুণ পুলিশ গোয়েন্দা দু-জনকে একটা প্রশংসিকা দেওয়া হবে, এ-আশা করা নিশ্চয় অন্যায় হবে না।'

হাসতে হাসতে শার্লক হোমস বললে, ''কী হে, শুরুতেই বলিনি তোমাকে? 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট' তদন্তের ফল এটাই— ওদের দু-জনকে প্রশংসিকা পাইয়ে দেওয়া।''

আমি বললাম, 'মন খারাপ কোরো না। সব ঘটনাই লিখে রেখেছি আমার খাতায়— দেশের মানুষ শিগগিরই তা জানবে। যদ্দিন তা না-হচ্ছে, মনকে ঠান্ডা রেখো শুধু একটা কথা ভেবে : এ-জয় শুধু তোমারই।'

—

দ্য সাইন অফ ফোর[১]

(চারের সংকেত)

This Number Contains a Complete Story.

THE SIGN OF THE FOUR

BY A. CONAN DOYLE.

MONTHLY MAGAZINE.

CONTENTS.

PRICE ONE SHILLING.

London: WARD, LOCK AND CO., Salisbury Square, E.C.

Philadelphia: J. B. Lippincott Co.

লিপিকট'স মান্থলি ম্যাগাজিনের (ফেব্রুয়ারি ১৮৯০) প্রচ্ছদ

১. অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান[২]

ম্যান্টলপিসের[৩] কোণ থেকে বোতলটা নামিয়ে আনল শার্লক হোমস, সুদৃশ্য মরক্কো কেস[৪] থেকে বার করল ইঞ্জেকশন দেওয়ার হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ[৫]! দীর্ঘ, সাদা, কম্পিত আঙুল দিয়ে সরু ছুঁচটা ঠিক করে লাগিয়ে গুটিয়ে নিল শার্টের বাঁ-হাতা। চিন্তামগ্ন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল শিরা-বার-করা বাহুর ওপর অসংখ্য ফুটো ফুটো দাগের দিকে— সবই ছুঁচ ফোটানোর দাগ— চামড়ার চেহারা পর্যন্ত পালটে গিয়েছে। শেষকালে ফের ছুঁচ ফুটাল সেই দাগের ওপরেই, তীক্ষ্ণ সূচীমুখ আস্তে আস্তে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল চামড়ার তলায়, ছোট্ট পিস্টনে চাপ দিয়ে সবটুকু তরল পদার্থ চালান করল শরীরের মধ্যে এবং নরম পরিতৃপ্তির সুদীর্ঘ শ্বাস ফেলে এলিয়ে পড়ল মখমল মোড়া হাতল-চেয়ারের পিঠে।

দিনে তিনবার হিসেবে বহু মাস ধরে এই একই কাণ্ড দেখে আসছি আমি। কিন্তু গায়ে পড়ে বলাটা সৌজন্য-বিরোধী বলে কিছু বলিনি। বরং ভেতরে ভেতরে বিবেকের দংশন অনুভব করেছি, মুখের ওপর কিছু বলার সাহস নেই বলে এবং না-বলতে পারার জ্বালায় তিল তিল করে খিঁচিয়ে উঠেছে মেজাজটা। প্রতিবার এই দৃশ্য দেখেছি, মনে মনে সংকল্প করেছি, আর নয়, এবার দু-কথা শুনিয়ে ছাড়ব। কিন্তু প্রতিবারই বন্ধুবরের শান্ত, বেপরোয়া মুখচ্ছবি দেখে পিছু হটে এসেছি। দুনিয়ায় সে কাউকে পরোয়া করে না এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ একেবারে পছন্দ করে না। ওকে দেখছি অনেকদিন, দেখেছি ওর সাহস কত সুদূরপ্রসারী, চিনেছি ওর কর্তৃত্বময় ব্যক্তিত্ব, পেয়েছি ওর বহু বিচিত্র অসাধারণ সম্যক পরিচয়, জেনেছি ওর বিরাট শক্তি কী বিচিত্র— তাই ঘাঁটাতে চাইনি— সাহসও পাইনি— কাপুরুষের মতো পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু সেদিন বিকেলে কী যে হল আমার, দুপুরে খেতে বসে 'বোন' মদ[৬] খাওয়ার ফল কি না জানি না, দিনের পর দিন এই দৃশ্য দেখে ধৈর্যচ্যুতি ঘটার জন্যেও হতে পারে অথবা ওর ধরনধারণের মধ্যে সুগভীর নিবিষ্টতা দেখার জন্যেও হতে পারে— হঠাৎ মনে হল, আর সহ্য করা যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ কী? মর্ফিন[৭], না কোকেন[৮]?'

কালো হরফে ছাপা একটা প্রাচীন গ্রন্থ খুলে বসেছিল হোমস। আমার কথায় অবসন্ন চোখ তুলল বইয়ের পাতা থেকে।

বললে, 'কোকেন— সেভেন পার্সেন্টি সলিউশন। পরখ করে দেখবে নাকি।'

'নিশ্চয় না', ঝটিতি বললাম আমি। 'আফগান ধকল[৯] এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি আমার শরীর, বাড়তি বোঝা আর চাপাতে চাই না।'

মৃদু হাসল হোমস। বলল, 'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ ওয়াটসন। জিনিসটার শারীরিক প্রতিক্রিয়া খারাপ হলেও হতে পারে— তবে কী জান, এর আধ্যাত্মিক প্রসাদ এতই চনমনে

যে বলবার নয়। মনকে কাচের মতো স্পষ্ট করে তোলে। সেটাও মুখ্য লাভ। গৌণ প্রতিক্রিয়া সে তুলনায় নগণ্য।'

আন্তরিক সুরে বললাম, 'কিন্তু কী দাম দিতে হচ্ছে তার বিনিময়ে, সেটা কি ভেবেছ? ব্রেন উত্তেজিত হচ্ছে ঠিকই, সুষুপ্তি থেকে যেন নতুন উত্তেজনায় জেগে উঠেছে— কিন্তু সেটা দেহের কোষের সর্বনাশ ঘটিয়ে তবে হচ্ছে— টিসুগুলো আরও বেশি পালটে যাচ্ছে বলেই হচ্ছে— শেষকালে আসছে একটা স্থায়ী অবসাদ, দুর্বলতা। তুমি নিজেও টের পাও একটা আচ্ছন্নতায় ঢেকে যায় তোমার সমস্ত চেতনা। ক্ষতি যা হচ্ছে, সে তুলনায় লাভটাই বরং অতি সামান্য। ঈশ্বর তোমাকে অনেক প্রতিভা দিয়ে পাঠিয়েছেন, অসামান্য সেইসব ক্ষমতার সর্বনাশ কেন করছ সাময়িক সুখের জন্য? নিছক বন্ধু হিসেবে এত কথা বললাম ভেব না যেন, ডাক্তার হিসেবেও আমার একটা কর্তব্য আছে— তোমার শরীরের সর্বনাশ ঘটলে জবাবদিহি আমাকে করতে হবে।'

কথার তোড়ে হোমসের গায়ে আঁচ লাগল বলে মনে হল না— ক্ষুব্ধ হল না বিন্দুমাত্র। উলটে আঙুলের দশ ডগা একত্র করে চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে এমনভাবে হেলান দিয়ে বসল যেন আলোচনাটা বেশ জুতসই এবং মনের মতো।

বললে, 'ভায়া' আমার এই মনটা জড়সড় থাকতে চায় না মোটেই— বিদ্রোহ করে বসে নিশ্চলতার বিরুদ্ধে। সমস্যা দাও, জটিলতম সাংকেতিক ধাঁধা দাও, কাজ দাও, সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ দাও, মন আমার অমনি ঠান্ডা হয়ে যাবে, বিদ্রোহী মনকে শায়েস্তা রাখার ওই একমাত্র দাওয়াই— আমার মনের খোরাকও তাই। তখন কিন্তু কৃত্রিম উত্তেজকের আর দরকার হয় না। কিন্তু একঘেয়ে জীবনযাত্রা আমার দু-চক্ষের বিষ। আমি চাই মানসিক উত্তেজনা— মন যেন সদ্য উদ্‌বেলিত থাকে নিত্যনতুন সমস্যায়, রোমাঞ্চময়, প্রহেলিকাময়। এ-পেশা নিয়েছি তো সেই কারণেই বলতে পার— পেশাটা সৃষ্টিই করেছি আমি— কেননা তাবৎ বিশ্বে আমিই এক এবং অদ্বিতীয়।'

'এক এবং অদ্বিতীয় বেসরকারি গোয়েন্দা?' বললাম ভুরু তুলে।

'এক এবং অদ্বিতীয় বেসরকারি কনসাল্টিং গোয়েন্দা' জবাব দিল হোমস।

'গোয়েন্দাগিরিতে আপিল করতে গেলে আমি ছাড়া আর গতি— গোয়েন্দাগিরিতে সর্বোচ্চ আর সর্বশেষ আদালত বলতে গেলে আমিই। গ্রেগসন, লেসট্রেড অথবা অ্যাথেলনি জোন্স যখন হালে পানি পায় না— ওদের বিদ্যেবুদ্ধিতে ওর চাইতে বেশিও সম্ভব নয়— তখন কেস নিয়ে ধরনা দেয় আমার কাছে। বিশেষজ্ঞর মতোই কেসটার খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করি, বিশ্লেষণ করি, তারপর বিশেষজ্ঞের মতোই মতামত প্রকাশ করি। এসব কেসে কৃতিত্ব দাবি করি না— খবরের কাগজেও আমার নাম বেরোয় না! কাজের মধ্যে আমার আনন্দ আমার, বিচিত্র ক্ষমতাকে উপযুক্ত পরিবেশে প্রকাশ করতে পারাটাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। জেফারসন হোপের সঙ্গে আমার কাজের ধারার কিছু অভিজ্ঞতা তোমার হয়েছে।'

'তা হয়েছে', বললাম সহৃদয় কণ্ঠে, 'জীবনে এমন চমকান চমকাইনি। অভিজ্ঞতা তোমার লিখেও ফেলেছি ছোট্ট বইয়ের আকারে। নাম হয়েছে একটু ফ্যানটাসটিক— 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট।'

হোমস এবং ওয়াটসন। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০২)

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল হোমস।

বলল, 'পাতা উলটে দেখেছি বইটার। সত্যি কথা বলতে কী, প্রশংসা করতে পারছি না তোমাকে। গোয়েন্দাগিরি জিনিসটা একটা নির্জলা বিজ্ঞান। এ-জিনিস লেখাও উচিত সেইভাবে— আবেগহীন নিরুত্তাপভাবে। কিন্তু তুমি তার মধ্যে রোমান্স ছিটিয়েছ যখন তখন— ফলটা হয়েছে বদখত ধরনের ইউক্লিডের[১০] পঞ্চম উপপাদ্যের সঙ্গে প্রেমের গল্প অথবা প্রেয়সীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার গল্প মিশিয়ে দিলে যা দাঁড়ায়— তোমার কাহিনিও দাঁড়িয়েছে সেইরকম।'

প্রতিবাদের সুরে বললাম, 'সে কী কথা! রোমান্স তো ছিল জেফারসন হোপের কেসে। ঘটনাকে বিকৃত করার অধিকার তো আমার নেই।'

'কিছু কিছু ঘটনা চেপে যাওয়াই উচিত, অথবা লেখবার সময়ে একটু মাত্রাজ্ঞান রাখা উচিত। কেসটায় একটাই পয়েন্ট আছে উল্লেখ করবার মতো এবং তা আমাকে নিয়ে— কীভাবে কার্য থেকে কারণে বিচিত্র যুক্তিতর্কের মধ্যে দিয়ে আমি উপনীত হলাম এবং রহস্য ফাঁস করে ছাড়লাম।'

খুবই বিরক্ত হলাম কথার ধরন শুনে। কাহিনিটা লিখলাম যার তুষ্টি সাধনের জন্যে, সে-ই কিনা যা মুখে আসে তাই বলছে এতদিনকার প্রচেষ্টা নিয়ে। মেজাজ খিঁচড়ে গেল ওর দম্ভের জন্যেও বটে। বলে কিনা কাহিনির প্রতিটি লাইন উৎসর্গ করা উচিত ছিল স্তুতিবাদে। বেকার স্ট্রিটে এক বাড়িতে একসঙ্গে থাকতে গিয়ে এই ক-বছরের মধ্যে লক্ষ করেছি বন্ধুবরের প্রশান্ত, নীতিগর্ভ আচরণের তলায় উঁকি মারে ছোট্ট অহংকার। তাই আর কোনো মন্তব্য করলাম না। জখম পা-টায় হাত বুলোতে লাগলাম চেয়ারে বসে। দীর্ঘকাল আগে একটা ডিজেল বুলেট ঢুকেছিল পায়ে। হাঁটতে কষ্ট না-হলেও ঋতু পরিবর্তনের সময়ে মাথাচাড়া দেয় পুরোনো ব্যথাটা।

কিছুক্ষণ পরে সেকেলে ব্রায়ার পাইপটায়[১১] তামাক ঠাসতে ঠাসতে হোমস বললে, 'সম্প্রতি মহাদেশের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়েছে আমার প্র্যাকটিস। গত হপ্তায় আমার পরামর্শ নিয়ে গেছে ফাঁসোয়ালা ভিলার্ড। নাম শুনেছ বোধ হয়। ফরাসি গোয়েন্দা বিভাগে ইদানীং পয়লা নম্বর লোক। সহজাত বুদ্ধি দিয়ে ঝট করে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও ভদ্রলোকের মধ্যে একটা বড়ো রকমের ঘাটতি আছে। গোয়েন্দাগিরি একটা আর্ট। এ-আর্টে উঁচুদরের শিল্পকর্ম দেখাতে গেলে বিশেষ পড়াশুনা করা দরকার। এটি তাঁর নেই! কেসটা একটা উইল সংক্রান্ত ঝামেলা নিয়ে। মাথা ঘামানোর মতো বেশ কিছু পয়েন্টও আছে। আমি শুধু ওঁকে দুটো সমতুল্য কেসের খুঁটিনাটি পড়ে নিতে বলেছিলাম— তাঁর কেসের সমাধান রয়েছে ওই দুটো কেসেই— একটা ১৮৫৭ সালের রিগ রহস্য, আর একটা ১৮৭১ সালের সেন্ট লুই রহস্য। পরামর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে ভদ্রলোক চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা পেলাম আজ সকালে। পড়ে দেখ।

বলতে বলতে একটা দলা পাকানো বিদেশি কাগজ আমার দিকে ছুড়ে দিল হোমস। চোখ বুলোতে গিয়ে ভুরি ভুরি প্রশংসা-বিশেষণই কেবল চোখে পড়ল। ফরাসিরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে যেসব বাছাই করা বুলি ছাড়ে— কোনোটাই বাদ যায়নি।

বললাম, 'গুরুর কাছে শিষ্যের লেখা চিঠি বলে মনে হচ্ছে।'

লঘুভাবে হোমস বললে, 'একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে— পরামর্শটা সামান্য— ওঁর কাছে তা অসামান্য। প্রতিভার দিক দিয়ে নিজেও বড়ো কম যান না। আদর্শ ডিটেকটিভ হতে গেলে যে তিনটি গুণ অপরিহার্য, ওঁর মধ্যে তার দুটো আছে। পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা আছে, অবরোহ মতে সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতা আছে। অভাব শুধু পড়াশুনার— সেটা যথাসময়ে হয়ে যাবে। আমার লেখাগুলো এখন ফরাসিতে তরজমা করছেন ভদ্রলোক।'

'তোমার লেখা?'

'সে কী তুমি জান না?' হেসে বললে হোমস। 'বেশ কয়েকটা প্রবন্ধ লেখার অপরাধে অপরাধী আমি। সবই পেশা সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর। যেমন ধর না একটা— "বিভিন্ন তামাকের ছাইয়ের মধ্যে পার্থক্য"[১২] সংক্রান্ত। এ-প্রবন্ধে একশো চল্লিশ রকম সিগারেট, চুরুট আর তামাক পাইপের বর্ণনা দিয়েছি এবং রঙিন ছবি দিয়ে দেখিয়েছি একটি ছাইয়ের সঙ্গে আর একটির ছাইয়ের তফাত কোথায়। আদালতে অপরাধীদের মামলা চলার সময়ে এই একটি প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটে— কখনো-সখনো দেখা যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে এর জুড়ি নেই। যেমন ধর না কেন, তুমি যদি নিশ্চিন্তভাবে বলতে পার যে খুন করার সময়ে অমুক ব্যক্তি ভারতীয় লুঙ্কা চুরুট খাচ্ছিল— অনেক ছোটো হয়ে আসে তোমার তদন্তের গণ্ডি। বাঁধাকপি আর আলুর মধ্যে যে তফাত,

ত্রিচিনোপল্লি চুরুটের কালো ছাই আর বার্ডস আইয়ের[১৩] সাদা পেঁজা ছাইয়ের মধ্যে তেমনি অনেক তফাত, চক্ষের নিমেষে ধরা পড়ে যায় অভিজ্ঞ চোখে।'

'তুচ্ছ বিষয়ের পর্যবেক্ষণে তোমার জুড়ি নেই— সত্যিই প্রতিভা তোমার অসাধারণ'— মন্তব্য করি আমি।

'তুচ্ছ হলেও ফ্যালনা কিছুই নয়— গুরুত্ব বুঝে তার কদর করি। এই দেখ আমার লেখা আর একটা প্রবন্ধ— কীভাবে পায়ের ছাপ দেখে[১৪] ছাপের মালিকের নাড়িনক্ষত্র জানা যায় তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছি এর মধ্যে। সেইসঙ্গে প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে পদচিহ্নের ছবি তোলবার কথাও বলেছি। এই নাও আর একটা ছোট্ট লেখা— হাতের ওপর পেশার ছাপ কীভাবে পড়ে খুঁটিয়ে লিখেছি। অদ্ভুত বিষয় কিন্তু। অনেক হাতের লিথোটাইপ ছবিও[১৫] দিয়েছি। স্লেটপাথর নিয়ে যারা কাজ করে, ছাপাখানায় যারা টাইপ কম্পোজ করে, যারা কাপড় বোনে, যারা হিরে পালিশ করে, যারা জাহাজের খালাসির কাজ করে, যারা ছিপি কাটে— এদের প্রত্যেকের হাত দেখলেই বলে দেওয়া যায় কার কী পেশা? সায়েন্টিফিক ডিটেকটিভের কাছে বিষয়টার ব্যবহারিক গুরুত্ব কী প্রচণ্ড। বিশেষ করে বেওয়ারিশ লাশ শনাক্ত করার সময়ে অথবা অপরাধীর পূর্ব বৃত্তান্ত উদ্ধার করবার সময়ে এই বিদ্যার প্রয়োজন হয় খুব বেশি। যাক গে ভায়া, আমার শখের কাহিনি শুনিয়ে তোমায় হাঁফ ধরাতে আর চাই না।'

'মোটেই না', বললাম সাগ্রহে। 'তোমার কাজের ধারা স্বচক্ষে দেখেছি বলেই বলছি, প্রবন্ধগুলোর গুরুত্ব আমার কাছে অনেক— তুমি যা লিখেছ তা হাতে-কলমে দেখিয়েছ আমার সামনেই। তবে এইমাত্র পর্যবেক্ষণ আর অবরোহমতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্বন্ধে বলছিলে। দুটোই প্রায় একই বস্তু নয় কি?'

'তাই কি?' আর্মচেয়ারে মৌজ করে হেলান দিয়ে বসল শার্লক হোমস, গলগল করে নীলচে কালো ধোঁয়া ছাড়তে লাগল পাইপ থেকে। বলল, 'যেমন ধর, পর্যবেক্ষণ করে জানা গেল আজ সকালে তুমি উইমগোর স্ট্রিটে পোস্ট অফিসে গিয়েছিলে, কিন্তু অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকাশ পাচ্ছে তুমি সেখানে গেছিলে একটা টেলিগ্রাফ পাঠানোর কাজে।'

'বলেছ ঠিক! দুটিই খাঁটি সত্যি! কিন্তু বুঝলাম না তুমি জানলে কী করে। হঠাৎ ইচ্ছে হল টেলিগ্রাম পাঠানোর— কাউকে তো বলিনি আমি।'

আমার বিস্ময় দেখে খুক খুক করে কাষ্ঠ হেসে শার্লক হোমস বললে, 'ব্যাপারটা জলের মতো সোজা। এত সোজা যে ব্যাখ্যা করাটাও একটা বাড়াবাড়ি। তাহলেও করব পর্যবেক্ষণ আর অবরোহমূলক সিদ্ধান্তর সীমারেখা স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্যে। পর্যবেক্ষণের শেষ কোথায় এবং অবরোহ সিদ্ধান্তের শুরু কোনখান থেকে— সেটা বোঝা তোমার একান্ত দরকার। তোমাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল, তোমার পায়ের পাতার ওপরদিকে একটা লালচে ডেলা লেগে রয়েছে। উইমগোর স্ট্রিট পোস্ট অফিসের উলটো দিকে ফুটপাথ খোঁড়া হয়েছে দেখছি। নীচের মাটি বেরিয়ে পড়েছে এবং সে-মাটি একটু লালচে ধরনের— ধারে কাছে আর কোথাও দেখা যায় না। মাটিটা বেরিয়ে আছে এমন জায়গায় যে পোস্ট অফিসে ঢুকতে গেলে পায়ের পাতায় লাগবেই— এড়ানো যায় না। পর্যবেক্ষণের দৌড় এই পর্যন্ত। বাকিটা ধাপে ধাপে চিন্তা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর ব্যাপার।'

'ধাপে ধাপে কী চিন্তা করে তুমি জানলে যে আমি টেলিগ্রাম পাঠাতে গিয়েছিলাম?'

'সে আর এমন কী ব্যাপার। সারাসকাল তো তোমার সামনেই বসে আছি। একটা চিঠিও লিখতে দেখিনি। তোমার টেবিলেও দেখছি এক বান্ডিল পোস্টকার্ড আর বেশ কিছু ডাকটিকিট রয়েছে। তা সত্ত্বেও তুমি যখন পোস্ট অফিসে গেছ, নিশ্চয় টেলিগ্রাম পাঠানোর জন্যেই। অন্যান্য সব কারণ বাদ দিতে দিতে শেষ যে-কারণে পৌঁছোবে— জানবে সেইটাই আদত সত্যি।'

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'এ-কেসে অবশ্য সত্যি জলের মতোই সোজা— তোমার কথাই বলছি তোমাকে। যদি ধৃষ্টতা হিসেবে না নাও। তোমার তত্ত্বগুলোকে আরও কঠোরভাবে যাচাই করতে পারি কি?'

'নিশ্চয় পার। রাগ তো করবই না। বরং উপকৃত হব। কোকেনের সেকেন্ড ডোজটা আর নিতে হবে না। যেকোনো সমস্যা হাজির করতে পার, সানন্দে মাথা ঘামাব।'

'তোমাকেই বলতে শুনেছি দৈনন্দিন ব্যবহারের ফলে কোনো জিনিসের ওপর মানুষটার ব্যক্তিসত্তার ছাপ এমনভাবে আঁকা হয়ে যায় যে অভিজ্ঞ চোখে তা ধরা পড়বেই। কিছুদিন হল একটা ঘড়ি এসেছে আমার কাছে। যার ঘড়ি তার চরিত্র, স্বভাব, ঘড়ি দেখে বলতে পারবে?'

মনের মধ্যে একটা চাপা আনন্দ নিয়েই ঘড়িটা তুলে দিলাম বন্ধুবরের হাতে। হামবড়াই সুরে গায়ের জোরে বড্ড তত্ত্ব আওড়ায় হোমস, থোঁতা মুখ এবার ভোঁতা করা যাবে— দর্পচূর্ণ হবে— উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে। ঘড়িটা হাতে নিয়ে হোমস তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল ডায়ালের দিকে, পেছনের ডালা খুলে খুঁটিয়ে দেখল ভেতরকার কলকবজা— প্রথমে খালি চোখে, তারপর একটা শক্তিশালী আতশকাচ দিয়ে। খটাস করে ডালা বন্ধ করে ঘড়িটা যখন ফিরিয়ে দিল আমার হাতে, তখনকার সেই চোয়াল-ঝুলে পড়া শুকনো মুখচ্ছবি দেখে আনন্দ আর চাপতে পারলাম না— হেসে ফেললাম।

'ঘড়িটা সম্প্রতি সাফ করা হয়েছে তেল দিয়ে। ফলে সিদ্ধান্তে আসার মতো কোনো চিহ্ন আর পড়ে নেই', বললে ও।

'বলেছ ঠিক। আমার কাছে পাঠানোর আগে তেল দিয়েই সাফ করা হয়েছে ঘড়ি।'

মনে মনে কিন্তু ফালতু অজুহাত দেখানোর অপরাধে অপরাধী করলাম বন্ধুবরকে। নাচতে না-জানলে উঠোনের দোষ। ঘড়ি যদি তেল দিয়ে সাফ না-করাই হত, এমন কী চিহ্ন সে আবিষ্কার করত ঘড়ির কলকবজা থেকে? যত্তো সব...।

স্বপ্নাচ্ছন্ন, গালা-চকচকে চোখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে হোমস বললে, 'মনের মতো না-হলেও ঘড়ি নিয়ে গবেষণা একেবারে বৃথা যায়নি। ভুল হলে শুধরে দিয়ো। আমার সিদ্ধান্ত— এই ঘড়িটা তোমার বড়দার— তিনি পেয়েছিলেন তোমার বাবার কাছ থেকে!'

'ঘড়ির পেছনে H. W. অক্ষর দুটো দেখে নিশ্চয় বলছ?'

'হ্যাঁ W. হল তোমার নামের আদ্যক্ষর। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার তারিখ রয়েছে ঘড়ির মধ্যে; অর্থাৎ এ-ঘড়ি আমাদের বাবাদের আমলের ঘড়ি। জড়োয়া জিনিস সাধারণত বাড়ির বড়ো ছেলে পায়— বাবার নামেই তার নাম হয়। আমি জানি তোমার বাবা গত হয়েছেন বহু বছর আগে। তার মানে এ-ঘড়ি এসেছিল তোমার বড়দার হাতে।'

'ঠিক হচ্ছে। আর কিছু?'

'তিনি একটু অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের মানুষ— একটু কেন বেশিই বলতে পার। হুঁশ নেই কোনোদিকে। বেপরোয়া, অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। কিন্তু টাকা রাখতে হয় কী করে জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে— আবার কখনো টাকায় গড়াগড়ি দিয়েছেন। শেষকালে মদ ধরেন এবং মারা যান। বলার মতো আর কিচ্ছু পাচ্ছি না।'

চেয়ার থেকে ছিটকে গেলাম আমি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলাম ঘরময়— তিক্ততায় টইটম্বুর হয়ে উঠল ভেতরটা।

আমার দাদা বেচারার খবর আগেই নিয়েছ, এখন এমন ভান করলে যেন ঘড়ির মধ্যে থেকে সে খবর উদ্ধার করলে। সামান্য একটা পুরোনো ঘড়ি দেখে এত কথা বলা যায়, আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করাতেও পারবে না? ভণ্ডামিটুকু না-করলেই পারতে। কী অন্যায়! কী অন্যায়!'

সহৃদয় কণ্ঠে হোমস বললে, 'ভায়া ডাক্তার, ক্ষমা করো আমাকে। ব্যাপারটাকে একটা গূঢ় সমস্যা হিসেবেই নিয়েছিলাম, ভুলে গিয়েছিলাম বিষয়টা ব্যক্তিগত এবং দুঃখ পেতে পার। তবে বিশ্বাস কর, এ-ঘড়ি হাতে আসার আগে জানতাম না তোমার একজন ভাই আছে।'

'তাহলে জানলে কী করে? সবই তো সত্য ঘটনা— নির্জলা সত্যি।'

'সেটা আমার কপাল। আমি কতকগুলো সম্ভাবনার কথা বলেছি কেবল, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে যাবে ভাবিনি।'

'তবে কী, যা বললে তা নিছক অনুমান নয়?'

'অনুমান? আরে না, অনুমান আমি কখনো করি না। খুব খারাপ অভ্যেস— যুক্তিবোধের সর্বনাশ করে ছাড়ে। আমার চিন্তার ধারাটা তুমি অনুধাবন করতে পারোনি বলেই পুরো ব্যাপারটা মনে হচ্ছে এত অদ্ভুত। ঘটনা যত ছোট্টই হোক না কেন, তাকে যদি ঠিকমতো পর্যবেক্ষণ করা যায়— বৃহৎ সিদ্ধান্ত না-এসে পারে না। যেমন ধর না কেন, আমি তোমাকে প্রথমেই বললাম, তোমার বড়দাটির হুঁশ ছিল না কোনোদিকে। ঘড়ির তলার দিকটা লক্ষ করলেই দেখবে শুধু যে দু-জায়গায় তুবড়ে গেছে তা নয়, সারাগায়ে বিস্তর আঁচড় আর কাটার দাগ রয়েছে, যেন কঠিন বস্তুর সঙ্গে ঘড়িটাকে রেখে দেওয়ার বদভ্যেস ছিল— অর্থাৎ চাবি আর খুচরো পয়সার সঙ্গে এমন একটা রত্নখচিত ঘড়িও অবহেলায় রেখে দেওয়া হত একই পকেটে। যে-লোক পঞ্চাশ গিনি দামের ঘড়ি এত হেলাফেলাভাবে পকেটে নিয়ে বেড়ায়, সবদিকে তার হুঁশ আছে, এ-কথা কি বলা যায়? এই থেকেই আসা যায় আর একটা সিদ্ধান্তে, এত দামি বস্তুর মালিক যিনি, তাঁর অন্যান্য জিনিসেরও অভাব নিশ্চয় নেই।'

যুক্তিপ্রবাহ সুস্পষ্ট হওয়ায় মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

'ইংলন্ডের বন্ধকি কারবারিদের স্বভাব হল ঘড়ি বাঁধা রাখলেই টিকিটের নম্বরটা পিন দিয়ে খুঁচিয়ে ডালার ভেতর দিকে লিখে রাখে। লেবেল লাগাবার চাইতে নিরাপদ, হারাতে পারে, কিন্তু খোদাই করা নম্বর থেকে যাবে। ডালার মধ্যে এ-রকম নম্বর দেখলাম কম করেও চারটে। সিদ্ধান্ত একটাই— হামেশাই টাকার টানাটানি গিয়েছে তোমার দাদার! এ থেকে বেরোচ্ছে একটা শাখা সিদ্ধান্ত— মাঝে মাঝে দৈন্যদশা কাটিয়ে ফের টাকায় গড়াগড়ি দিয়েছিলেন বলেই

দামি ঘড়িটা ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল বন্ধকি কারবারির খপ্পর থেকে। সবশেষে তোমাকেই বলব চাবির গর্ত যাতে আছে ভেতরকার সেই পাতটার দিকে একটু তাকাও! চাবির চারপাশে হাজার হাজার আঁচড়ের দাগ দেখছ না? চাবি ফসকে যাওয়ার দাগ। মাতাল না-হলে সুস্থির মানুষের হাত এভাবে কখনো অস্থির হয়? মাতালরা কিন্তু কখনো ঘড়ি কাছ ছাড়া করে না— রাতে শোবার সময়ে ঘড়িতে দম দেয়— কাঁপা হাতে এই ধরনের দাগ ফেলে চাবির গর্তের পাশে। এখন বলো, রহস্যটা কোথায়?'

'কোথাও নেই, দিনের আলোর মতোই সব স্পষ্ট করে দিলে তুমি', বললাম আমি। 'তোমার ওপর অবিচার করার জন্যে অনুশোচনা হচ্ছে। তোমার বিস্ময়কর এই ক্ষমতায় আমার আরও একটু আস্থা থাকা উচিত ছিল। যাক গে, তোমার যা পেশা, সে-রকম কোনো কাজ এখন হাতে আছে নাকি?'

'একদম না। সেইজন্যেই তো কোকেন নিচ্ছি। মগজকে না-খাটিয়ে আমি থাকতে পারি না। তা ছাড়া জীবনের আর কী উদ্দেশ্য বলতে পার। এসো, এই জানালাটার সামনে দাঁড়াও। দুনিয়াটার এ-রকম চেহারা কখনো দেখেছ? নিরানন্দ, দুঃখময়, লাভ কোথাও নেই— কেবল লোকসান। হলদে কুয়াশা দেখেছ কীরকম ঘুরপাক খেতে খেতে রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পিঙ্গল রঙের বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে? গদ্যময়তা আর জড়বাদের এর চাইতে প্রকট রূপ আর কখনো দেখেছ? কী হবে শক্তি নিয়ে বলতে পার ডাক্তার? শক্তিকে প্রয়োগ করার উপযুক্ত ক্ষেত্রই যদি না-পাওয়া যায়, লাভ কী শক্তিমান হয়ে? অপরাধ জিনিসটাই আজকাল গতানুগতিক, মানুষের অস্তিত্বও গতানুগতিক, এই পরিস্থিতিতে মানুষের যে গুণ গতানুগতিক নয়— এ-সংসারে সে-গুণের কোনো চাহিদাই নেই।'

গরম লেকচারের জবাব দেওয়ার জন্যে সবে মুখ খুলেছি, এমন সময়ে দরজায় ছোট্ট করে নক করে ঢুকল ল্যান্ডলেডি— হাতের তাম্র-রেকাবে একটা কার্ড।

বললে বন্ধুবরকে, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান একজন ইয়ং লেডি।'

কার্ডটা পড়ল হোমস, 'মিস মেরি মর্সটান। হুম! এ-নাম তো কখনো শুনিনি— মনেই পড়ছে না। মিসেস হাডসন, ইয়ং লেডিটিকে বলুন, দয়া করে যেন ভেতরে আসেন। ডাক্তার তুমি যেয়ো না। আমি চাই তুমি থাক।'

২। কেস বৃত্তান্ত

দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন মিস মর্সটান। বাহ্যিক হাবভাব বেশ সংযত দেখলাম। মেয়েটি স্বর্ণকেশী ক্ষুদ্রকায়া। সাজসজ্জায় পারিপাট্য আছে। দু-হাত দস্তানায় ঢাকা। পরিচ্ছদ রুচিসুন্দর, প্রশংসার যোগ্য, মহার্ঘ নয়— সাদাসিদে। যা দেখে মনে হয়, হাতে ঢালাও টাকা তেমন নেই। চোখ জুড়োনো ধূসরাভ হলদেটে পোশাকে কাটছাঁটের চালিয়াতি একদম নেই। মাথায় ওই রঙেরই টুপি, একপাশে শুধু একটা সাদা পালকের ইশারা। মুখ চোখ খুব একটা নিখুঁত নয়, গায়ের রঙে রূপ ফেটে পড়ছে না। কিন্তু হাবভাব বেশ মিষ্টি এবং অমায়িক। বিশেষ করে বড়ো বড়ো নীল চোখদুটি সমবেদনা আর আধ্যাত্মিকতায় আশ্চর্যভাবে আকর্ষণীয়। তিন তিনটে মহাদেশের অনেক মেয়ের সংস্পর্শে আমি এসেছি, কিন্তু কৃষ্টি আর সংবেদনশীলতার মূর্ত

হোমস সমীপে মিস মর্স্টান। জার্মান অনুবাদে (দাস জিশেন ডার ভিয়ের) প্রকাশিত রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ

প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন এমন মুখ কখনো দেখিনি। তবে একটা জিনিস লক্ষ না-করে পারলাম না। বাইরে যতই সংযত আর দৃঢ় থাকুন না কেন, শার্লক হোমসের এগিয়ে দেওয়া চেয়ারে বসবার সময়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল মেয়েটির ঠোঁট আর হাত— তীব্র উত্তেজনার সব লক্ষণই প্রকাশ পেল চোখে-মুখে।

'মি. হোমস', বললেন মিস মর্স্টান, 'আমার অন্নদাতা মিসেস সিসিল-ফরেস্টারের একটা সাংসারিক সমস্যার জট আপনি বড়ো সুন্দরভাবে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আপনার দক্ষতায় তাঁর অগাধ বিশ্বাস, আপনার সুন্দর ব্যবহারে তিনি সত্যিই মুগ্ধ। সেইসূত্রেই এলাম আপনার কাছে।'

'মিসেস সিসিল ফরেস্টার', চিন্তামগ্নভাবে নামটা উচ্চারণ করল হোমস। 'তার একটা কাজ একবার করে দিয়েছিলাম বটে— অবিশ্যি কঠিন কিছু নয়— জলের মতো সোজা!'

'তিনি অবশ্য তা মনে করেন না। আমার কেসটাকে কিন্তু আপনি সোজা বলতে পারবেন না। এ-রকম জটিল, অদ্ভুত আর সাংঘাতিক দুর্বোধ্য পরিস্থিতিতে আমি জীবনে পড়িনি।'

দু-হাত ঘষে নড়েচড়ে বসল শার্লক হোমস, প্রদীপ্ত হল চক্ষু। ইগল পাখির মতো শানিত চোখ-মুখে ফুটে উঠল অসামান্য একাগ্রতা— ঝুঁকে বসল চেয়ারের ওপর।

বলল কাটছাঁট কাজের গলায়, 'বলুন আপনার কেস!'

আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। বিষম বিব্রত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম— 'আমি তাহলে চলি—'

মেয়েটি কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে দস্তানা-পরা হাত তুলে নিরস্ত করে বিলক্ষণ বিস্মিত করলেন আমাকে।

বললেন, 'আপনার বন্ধু থাকলে কিন্তু আমার অশেষ উপকার হবে!'

অগত্যা আমি বসে পড়লাম চেয়ারে।

মিস মর্স্টান বললেন, 'ছোট্ট করে বলা যাক ঘটনাগুলো। আমার বাবা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার ছিলেন। বাচ্চাবেলায় আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মা মারা যাওয়ার পর! ইংলন্ডে আমার কোনো আত্মীয় নেই। এডিনবরার[১] একটি চমৎকার বোর্ডিংয়ে আমাকে মানুষ করার ব্যবস্থা উনি করেছিলেন— সেখানেই মানুষ হয়েছি আমার সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত। আমার বাবা ছিলেন ওঁর রেজিমেন্টের সিনিয়র ক্যাপ্টেন। ১৮৭৮ সালে বারো মাসের ছুটি নিয়ে উনি দেশে ফিরলেন। লন্ডন থেকে টেলিগ্রাম পাঠালেন আমাকে। লিখলেন সব কুশল, ভালোভাবেই দেশে ফিরেছেন, উঠেছেন ল্যাংঘ্যাম হোটেলে[২], আমি যেন পত্রপাঠ চলে আসি। বেশ মনে আছে চিঠির মধ্যে স্নেহ ভালোবাসা আশীর্বাদ যেন ঝরে পড়েছিল। লন্ডন পৌঁছে ল্যাংঘাম হোটেলে গিয়ে শুনলাম কাপ্টেন মর্স্টান সেখানে উঠেছিলেন বটে কিন্তু আগের রাতে বেরিয়ে গেছেন— আর ফেরেননি! সারাদিন হা-পিত্যেশ করে বসে রইলাম তাঁর পথ চেয়ে! সেই রাত্রেই ম্যানেজারের কথামতো পুলিশে খবর দিলাম। পরের দিন সকালে সব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিলাম। কিন্তু কোনো ফল হল না— নিরুদ্দিষ্ট বাবার কোনো খবরই সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি পাইনি, দেশে এসেছিলেন বুক ভরা আশা নিয়ে শান্তি আর আরামে ক-টা দিন কাটিয়ে যেতে, কিন্তু—

ফুঁপিয়ে উঠলেন মিস মর্স্টান— অর্ধপথে স্তব্ধ হল কথা— হাত রাখলেন গলায়!'

নোটবই খুলে হোমস প্রশ্ন করল, 'তারিখটা কবে?'

'১৮৭৮ সালের তেসরা ডিসেম্বর উনি অদৃশ্য হয়ে যান— প্রায় দশ বছর আগে।'

'মালপত্র?'

'হোটেলেই ছিল। সূত্র বিশেষ পাওয়া যায়নি। কিছু বই, জামাকাপড় আর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিস্তর দুষ্প্রাপ্য জিনিস[৩]— দ্বীপান্তর কয়েদিরক্ষীদের[৪] উনিই ছিলেন সর্বপ্রধান।'

'শহরে কোনো বন্ধু ছিল ক্যাপ্টেন মর্সটানের?'

'একজনের নামই জানি আমি— মেজর শোল্টো— ওঁর রেজিমেন্টের কাজ করতেন— থার্টি ফোর্থ বম্বে ইনফ্যান্ট্রি[৫]। কিছুদিন আগেই অবসর নিয়েছিলেন মেজর, থাকতেন আপনার নরউডে[৬], যোগাযোগ করে জেনেছিলাম উনি নাকি জানতেনই না যে সতীর্থ অফিসার ইংলন্ডে ফিরেছেন।'

'আশ্চর্য কেস দেখছি', মন্তব্য করল হোমস।

'সবচেয়ে আশ্চর্য অংশটুকু তো এখনও বলিনি আপনাকে। বছর কয়েক আগে— ১৮৮২ সালের ৪ মে— 'টাইমস' পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন বেরোল— মিস মর্সটান যেন নিজের গরজে সাড়া দেন— ঠিকানাও জানিয়ে দেন। বিজ্ঞাপনে কারো নাম নেই, ঠিকানাও নেই! আমি তখন মিসেস সিসিলি ফরেস্টারের বাড়িতে গৃহশিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়ে ঢুকেছি! ওঁর পরামর্শমতো দৈনিকের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে ছাপিয়ে দিলাম আমার ঠিকানা। সেইদিনই ডাকযোগে একটা ছোটো কাডবোর্ডের কৌটো এল আমার নামে— ভেতরে একটা রীতিমতো প্রকাণ্ড মুক্তো— দারুণ জ্বলজ্বলে। কারো চিঠি নেই ভেতরে। সেইদিন থেকে ফি-বছর ঠিক ওইদিনে একইরকম কৌটোর মধ্যে ডাকে এসেছে একটি করে অবিকল ওইরকম মুক্তো! কিন্তু কে যে পাঠাচ্ছে, তার কোনো চিহ্ন থাকেনি কৌটোর মধ্যে। নামকরা একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন প্রতিটি মুক্তোই নাকি অত্যন্ত মূল্যবান এবং দুর্লভ— সহজে পাওয়া যায় না। এ-জাতের মুক্তো আপনি নিজে দেখলেই বুঝবেন সত্যিই সুন্দর কিনা।'

বলতে বলতে একটা চেপটা বাক্স খুলে অত্যুৎকৃষ্ট ছ-টি মুক্তো দেখালেন মর্সটান। জীবনে এ-রকম মুক্তো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

শার্লক হোমস বললে, 'আপনার বিবৃতি শুনে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। আপনাকে নিয়ে কিছু ঘটেছে কি?'

'হ্যাঁ, আজকেই ঘটেছে। এসেছি সেই কারণেই। আজ সকালে এই চিঠিটা পেলাম। আপনি নিজে পড়ে দেখুন।'

'ধন্যবাদ', হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে বললে হোমস। খামটাও দয়া করে দেবেন। লন্ডন এস-ডব্লিউ[৭] ডাকঘরের ছাপ, তারিখ, সাতই জুলাই! কোণে পুরুষের বুড়ো আঙুলের ছাপ— খুব সম্ভব ডাকপিয়োনের! সবচেয়ে ভালো জাতের কাগজ। এক প্যাকেট খামের দামই ছ-পেনি। চিঠিপত্রের কাগজ বাছাইয়ের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে স্বভাব। ঠিকানা নেই। 'আজ রাত সাতটায় লিসিয়াম থিয়েটারের[৮] বাইরে বাঁ-দিক থেকে তৃতীয় থামের গোড়ায় হাজির থাকবেন। ভরসা না-থাকলে সঙ্গে দু-জন বন্ধু আনবেন। অনেক অবিচার হয়েছে আপনার ওপর— এবার

তার সুবিচার হবে। পুলিশ আনবেন না। আনলে বৃথা চেষ্টা জানবেন। আপনার অজ্ঞাত বন্ধু।' বাঃ, এ তো দেখছি দারুণ রহস্য। কী করবেন ঠিক করেছেন, মিস মর্স্টান।'

'সেইটাই তো জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে।'

'তাহলে চলুন যাওয়াই যাক। আমি, আপনি— আর হ্যাঁ, ড. ওয়াটসনও যাবেন সঙ্গে। পত্রলেখক দু-জন বন্ধুর কথা লিখেছে। আমরা দুই বন্ধু এর আগেও একসঙ্গে কাজ করেছি।'

'কিন্তু উনি কি আসবেন?' হাবেভাবে কণ্ঠস্বরে বেশ খানিকটা মিনতি ফুটিয়ে তুলে বললেন ভদ্রমহিলা।

'নিশ্চয় আসব, সানন্দে আসব, আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো কাজ হয়, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব,' বললাম গাঢ় কণ্ঠে।

'আপনারা দু-জনেই বড়ো ভালো, বড়ো দয়ালু। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর থেকে আমার কোনো বন্ধু নেই যার কাছে মন খুলে কথা বলা যায়। ছ-টায় এলে আপনারা তৈরি থাকবেন তো?'

'তার বেশি দেরি করবেন না,' বললে হোমস। 'আর একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে যান। এই চিঠি আর মুক্তোর বাক্সের গায়ে লেখা ঠিকানা কি একই হাতে লেখা?'

'ঠিকানাগুলো সঙ্গেই এনেছি,' বলে গোটাছয়েক কাগজ এগিয়ে দিলেন মিস মর্স্টান।

'মক্কেল হিসেবে সত্যি আপনি আদর্শ। যখন যা দরকার তা বোঝবার ক্ষমতা আপনার আছে। দেখা যাক এবার লেখাগুলো,' কাগজগুলো টেবিলে বিছিয়ে শার্লক হোমস পর্যায়ক্রমে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলল এক কাগজ থেকে আরেক কাগজে।

'হাতের লেখা লুকোনো হয়েছে ঠিকানা লেখবার সময়ে— কিন্তু চিঠি লেখবার সময়ে সে চেষ্টা হয়নি।' একটু পরে— 'একই লোকের লেখা— কোনো সন্দেহ নেই। এই তো দেখুন না ছোটো হাতের C অক্ষরটা— শেষের দিকের টানটা একইরকম। শব্দের শেষের Sটা দেখেছেন— একইভাবে পেঁচানো হয়েছে মাঝখানটা। ঠিকানার লেখা আর চিঠির লেখা লিখেছে একই ব্যক্তি, মিথ্যে আশ্বাস দিতে চাই না মিস মর্স্টান, কিন্তু একটা কথা সোজাসুজি জানতে চাই। এই লেখার সঙ্গে আপনার বাবার হাতের লেখার কোনো মিল আছে কি?'

'একেবারেই না।'

'জানতাম তাই বলবেন। তাহলে ওই কথাই রইল, ঠিক ছ-টায় আসুন। কাগজগুলো দয়া করে রেখে যান— আর একবার মাথা ঘামাতে চাই। এখন তিনটে বাজে। আসুন তাহলে।'

'আসি,' বলে উজ্জ্বল, সহৃদয় চোখে পর্যায়ক্রমে আমাদের দু-জনের মুখের পানে তাকিয়ে মিস মর্স্টান মুক্তোর বাক্স তুলে চালান করলেন বুকের মধ্যে এবং তরতরিয়ে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

জানলায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর পথের দিকে। রাস্তার ভিড় কাটিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে চলেছেন মিস মর্স্টান। দেখতে দেখতে ধূসর টুপি আর সাদা পালক বিন্দুর মতো হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম সহর্ষে, 'আশ্চর্য মেয়ে বটে— দেখলেই ভালো লাগে!'

হোমস কিন্তু এর মধ্যেই ফের পাইপ ধরিয়ে নিয়েছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে দুই চোখের পাতা অর্ধেক নামিয়ে বললে অবসন্ন কণ্ঠে, 'তাই নাকি? খেয়াল করিনি।'

'হোমস তুমি সত্যিই একটা যন্ত্রবিশেষ— একটা হিসেবের কল। মাঝে মাঝে তোমার মধ্যে এমন একটা ডাহা অমানুষিকতা ফুটে ওঠে যে বলবার নয়।'

মৃদু হাসল শার্লক হোমস।

বলল, 'ব্যক্তিগত গুণাবলি যেন বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না-করে— এই হল প্রাথমিক প্রয়োজন। আমার কাছে একজন মক্কেল একটা একক ছাড়া কিছুই নয়— সমস্যার নিছক একটা অংশ। আবেগ-টাবেগ মাথা চাড়া দিলে যুক্তির ধার ভোঁতা করে ছাড়বেই— আটকাতে পারবে না। গুলিয়ে যাবে বিশ্লেষণ চিন্তা, আমি জানি নিজের তিন ছেলে-মেয়েকে স্রেফ বিমার টাকা পাওয়ার লোভে বিষ খাইয়ে মেরেছিল এমন একটি মহিলা কথাবার্তায় যে সত্যই ভুবনমোহিনী। আবার এমন একজন ভদ্রলোককে জানি যাঁকে দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে ওঠে— অথচ যিনি আড়াই-লাখ পাউন্ড খরচ করে বসে আছেন লন্ডনের দীনদরিদ্রের অবস্থা ফেরাবার জন্যে।'

'এ-কেসটা অবশ্য—'

'ব্যতিক্রমকে কখনো বরদাস্ত করি না আমি। ব্যতিক্রম নিয়মের উল্টো। হাতের লেখা থেকে[৯] চরিত্র নির্ণয় সম্পর্কে পড়াশুনা আছে? এই টানা লেখা দেখে লেখক সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে?'

'লেখাটা স্পষ্ট এবং সাজানো', বললাম আমি। 'চরিত্রে দৃঢ়তা আছে, কাজ কারবারের অভ্যেস আছে।'

মাথা নাড়তে লাগল হোমস।

বলল, 'লম্বা অক্ষরগুলো লক্ষ করো। অন্য অক্ষরগুলোর মাথা ছাড়িয়েছে বলে মনেই হয় না। D দেখে মনে হচ্ছে যেন, A, F তো নয়— যেন E চরিত্র যাদের দৃঢ়, যত জড়িয়ে-মড়িয়েই তারা লিখুক না কেন, লম্বা অক্ষরগুলো সবসময় স্পষ্ট করে লেখে— একটার সঙ্গে আর একটা গুলিয়ে যায় না। ছোটো হাতের K গুলোর মধ্যে চিত্তের দোলায়মান অবস্থা ফুটেছে, বড়ো হাতের অক্ষরগুলোর মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ঠিকরে পড়ছে। একটু বেরোচ্ছি। বইপত্তর ঘাঁটতে হবে। এই বইটা পড়ে দেখ— এ-রকম আশ্চর্য বই আজ পর্যন্ত আর লেখা হয়নি। উইনউড রীডসয়ের[১০]— মানুষের আত্মবলি। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরছি।'

বইখানা হাতে নিয়ে জানলায় বসলাম, মন কিন্তু উধাও হল বইয়ের পাতার আওতা থেকে। লেখকের দুঃসাহসিক ভবিষ্য-দর্শন ছেড়ে মন ছুটে গেল মিস মর্স্টানের পেছনে— সেই মিষ্টি হাসি গভীর সুরেলা কণ্ঠস্বর আর মাকড়সার জালের মতো তাকে জড়িয়ে ধরা বিচিত্র রহস্যের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রইল আমার অন্তর। বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার সময়ে বয়স ছিল সতেরো— তার মানে বয়স এখন সাতাশ— বড়ো মিষ্টি বয়স, কেননা ঠিক এই বয়ঃসন্ধিকালেই যৌবন হারায় তার আত্মসচেতনতা— অভিজ্ঞতার ভারে বিনম্র হয়ে আসে উদগ্র মদিরতা! ঠায় বসে আকাশপাতাল এইসব চিন্তা করতে করতে শেষকালে এমন সব বিপজ্জনক চিন্তাও উকিঝুঁকি মারতে লাগল মাথার মধ্যে যে দৌড়ে গিয়ে বসলাম টেবিলে এবং রোগ নিরূপণ বিদ্যার সর্বাধুনিক গ্রন্থখানি টেনে নিয়ে পাগলের মতো উলটে যেতে লাগলাম

পাতার পর পাতা। সামান্য একটা ডাক্তার আমি— সেনাবিভাগ থেকে অবসর নেওয়া আর্মি সার্জন, একটা পা কমজোরি, ব্যাঙ্কের তবিলের জোর তার চাইতেও কম, সাহস তো আমার কম নয়? এইসব চিন্তা বিলাস প্রশ্রয় দেওয়া আমাকে তো সাজে না। মিস মর্স্টান একটা নিছক একটা, একটা ভগ্নাংশ— ইমারত গড়তে গেলে অনেক ইটের একটি ইটের মতোই তিনিও সমাধান ইমারতের একটি অংশ ছাড়া কিছুই নয়। ভবিষ্যৎ আমার তমসাচ্ছন্ন হোক না কেন, পুরুষের মতোই তার সম্মুখীন হওয়া উচিত— আলেয়ার আলোর মতো মরীচিকা কল্পনা দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎকে আলোকময় করে তোলার প্রচেষ্টায় কোনো লাভ আছে কি?

৩। সমাধানের সন্ধানে

হোমস ফিরল সাড়ে পাঁচটায়। মেজাজ খুব শরিফ, উৎসাহ উদ্দীপনায় ঝকমক করছে চোখ-মুখ। এই হল শার্লক হোমস। কখনো বিষাদের মেঘে অন্ধকার, কখনো উত্তেজনার প্রসাদে ঝলমলে।

'এ-কেসে খুব একটা রহস্য নেই,' কাপে আমি চা ঢেলে দিতে কাপটা তুলে নিয়ে বললে ও : 'এখন শুধু একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার।'

'সে কী! রহস্য সমাধান করে ফেললে!'

'অতখানি বলাটা ঠিক হবে না। একটা ব্যাপার আবিষ্কার করেছি— যা খুব ইঙ্গিতময়। অত্যন্ত ইঙ্গিতময়। বিশদভাবে ব্যাপারটাকে এবার জানা দরকার। টাইমস পত্রিকার পুরোনো ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে দেখলাম থার্টি ফোর্থ বম্বে ইনফ্যানন্ট্রির অবসর প্রাপ্ত অফিসার এবং আপার নরউডের বাসিন্দা মেজর শোল্টো ১৮৮২ সালের ২৮ এপ্রিল মরদেহ ত্যাগ করেছেন।'

'বুদ্ধি আমার খুবই মোটা হতে পারে, কিন্তু ভাই হোমস আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এ-খবরের মধ্যে কীসের ইঙ্গিত তুমি পেলে।'

'কী আশ্চর্য। বুঝলে না ব্যাপারটা? সত্যিই অবাক করলে আমাকে। বিষয়টাকে তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখো। ক্যাপ্টেন মর্স্টান অদৃশ্য হলেন। লন্ডন শহরে একজনের বাড়িতেই তিনি যেতে পারেন গল্পগুজব করার জন্যে— তিনি হলেন মেজর শোল্টো। কিন্তু মেজর শোল্টো সাফ বলে দিলেন— ক্যাপ্টেন মর্স্টান লন্ডনে এসেছে কিনা তা-ই তিনি জানেন না। পাঁচ বছর পরে মারা গেলেন শোল্টো। মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেন মর্স্টানের মেয়ে একটা দামি উপহার পেলেন এবং প্রতি বছর একটা সময়ে আসতে লাগল সেই উপহার। অবশেষে এসেছে একটা চিঠি যাতে বলা হয়েছে ভদ্রমহিলার ওপর নাকি অবিচার করা হয়েছে। বাপের কাছ ছাড়া করা ছাড়া মেয়ের ওপর আর কী অবিচার হতে পারে এক্ষেত্রে? শোল্টোর মৃত্যুর ঠিক পর থেকে উপহার দেওয়া শুরু হল কেন? শেল্টোর উত্তরাধিকারী কি তাহলে জানত যে মর্স্টানের মেয়ের উপর গুরুতর অবিচার করা হয়েছে? তাই তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ বছর বছর মুক্তো পাঠিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে? বলো ভায়া এ ছাড়া আর কিছু ব্যাখ্যা মাথায় এসে থাকলে বলে ফ্যালো।'

'কিন্তু এই কি একটা ক্ষতিপূরণ হল! একী অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত! তা ছাড়া চিঠিটা ছ-বছর আগে না-লিখে এখনই-বা লিখতে গেল কেন? ফ্যাকড়া আরও আছে। চিঠিতে বলা হয়েছে

অবিচারের সুবিচার এবার হবে। কিন্তু সুবিচারটা কী ধরনের? এত বছর পরে আশা করা যায় না পিতৃদেব বেঁচে আছেন। মিস মর্স্টানের কেসে এ ছাড়া আর কি কোনো অবিচার তোমার জানা নেই।'

চিন্তামগ্নভাবে হোমস বললে, 'আছে আছে, অনেক অসুবিধেই আছে। আজ রাতে অভিযানের পর দেখবে, কিছু অসুবিধে দূর হয়েছে। ওই তো এসে গেল চার চাকার গাড়ি— ভেতরে দেখা যাচ্ছে মর্স্টানকে। তুমি তৈরি? তাহলে চলো নেমে যাওয়া যাক। ছ-টা বেজে গেছে।'

আমি টুপি আর সবচেয়ে ভারী ছড়ি নিলাম। হোমস কিন্তু ড্রয়ার থেকে রিভলবার বের করে চালান করল পকেটে। পরিষ্কার বোঝা গেল, নৈশ অভিযানে ঝামেলার আশঙ্কা করছে শার্লক হোমস।

কালো আলখাল্লায় সর্বাঙ্গ মুড়ে বসেছিলেন মিস মর্স্টান। ভাবপ্রবণ মুখটি সংযত কিন্তু বিবর্ণ। বিবর্ণ না-হলেই বরং অবাক হতাম। অদ্ভুত অভিযানে পা বাড়িয়ে কোনো মহিলা যদি অস্বস্তি অনুভব না-করেন, তাহলে তাঁকে শুধু মহিলা ছাড়াও অন্য কিছু বলতে হয়, অস্বস্তি সত্ত্বেও মিস মর্স্টানের আত্মসংযমে কিন্তু ক্রুটি নেই। হোমসের প্রশ্নগুলোর উত্তরও দিয়ে গেল ঝটপট।

মেজর শোল্টো বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রত্যেকটা চিঠিতে মেজরের উল্লেখ থাকত। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন উনি এবং বাবা দু-জনেই— সেইজন্যেই অত অন্তরঙ্গতা। ভালো কথা, বাবার টেবিলে একটা অদ্ভুত কাগজ পাওয়া গিয়েছিল— মাথামুণ্ডু কেউ বুঝতে পারেনি। সঙ্গে করে এনেছি যদি আপনি দেখতে চান, যদিও জানি এ-কাগজের কোনো গুরুত্বই নেই, এই দেখুন।'

সন্তর্পণে কাগজটার ভাঁজ খুলে হাঁটুর ওপর বিছিয়ে ধরল হোমস। তারপর বেশ পদ্ধতিমাফিকভাবে দেখতে লাগল কনভেক্স লেন্স[১] দিয়ে।

মন্তব্য করল এইভাবে, 'নেটিভ পেপার— ভারতবর্ষে তৈরি।[২] এক সময়ে একটা বোর্ডে পিন দিয়ে আটকানো ছিল। নকশাটা একটা প্রকাণ্ড বাড়ির— পুরো বাড়ির নয়— একটা অংশের। অনেক হল ঘর, অনেক বারান্দা, অনেক গলিপথ। একদিকে লালকালি দিয়ে আঁকা ছোট্ট ক্রস চিহ্ন। তার ঠিক ওপরেই ফিকে-হয়ে যাওয়া পেনসিলের লেখা— 'বাঁ-দিক থেকে ৩০ ৩৭'। বাঁ-দিকের কোণে অদ্ভুত সাংকেতিক চিহ্ন। একই লাইনে চারটে ক্রস— যেন হাতে হাত ছুঁয়ে রয়েছে। এর পাশে লেখা, চারের সংকেত— 'জোনাথন স্মল, মাহোমেত সিং, আবদুল্লা খান, দোস্ত আকবর।' হাতের লেখা রীতিমতো গোদা গোদা, ধ্যাবড়া টাইপের। হার মানলাম। হাতের কেসের সঙ্গে এ-কাগজের কোনো সম্পর্ক দেখছি না। তা সত্ত্বেও বলব কাগজটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল— তাই সযত্নে পকেট বইয়ের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল— কেননা কাগজের দু-পাশই বেশ পরিষ্কার।'

'বাবার পকেটে বইয়ের মধ্যেই পেয়েছিলাম কাগজখানা।'

'যত্ন করে রেখে দিন মর্স্টান। হয়তো কাজে লাগতে পারে। ব্যাপারখানা শেষ পর্যন্ত আরও ঘোরালো হয়ে দাঁড়াতে পারে— এ-রকম একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে আমার

মনের মধ্যে। প্রথমে কিন্তু ভাবিনি এ-কেসে এত সূক্ষ্মতা থাকতে পারে। ভাবনাগুলোকে নতুন করে ভেবে দেখা দরকার।'

এই বলে গাড়ির আসনে হেলান দিয়ে বসল হোমস। শূন্য দৃষ্টি আর টান-টান মুখচ্ছবি দেখেই বুঝলাম গভীর চিন্তায় সে মগ্ন। বর্তমান অভিযান এবং অভিযানে ফলাফল কী হতে পারে— এই নিয়ে নিম্নকণ্ঠে কথা বলতে লাগলাম আমি আর মিস মর্স্টান। বন্ধুবর হোমস কিন্তু গন্তব্যস্থানে না-পৌঁছানো পর্যন্ত মুখ গোমড়া করে বসেই রইল— চিন্তার আবরণ ভেদ করা গেল না কিছুতেই।

সেপ্টেম্বরের রাত[৩]... সাতটা তখনও বাজেনি। কিন্তু সারাদিনটা বড়ো একঘেয়ে বিষণ্ণতায় কেটেছে— এখন গাঢ় কুয়াশা আস্তে আস্তে গ্রাস করছে বিশাল শহরটিকে, কাদারঙের মেঘ যেন মুখ কালো করে ঝুলছে কাদাটে রাস্তার ওপর। রাস্তার দু-ধারে ল্যাম্পপোস্ট থেকে অতি ক্ষীণ আলোর আভা চক্রাকারে পড়েছে কাদা প্যাচপেচে ফুটপাথে। দোকান-পসারির জানলা থেকে হলদেটে দ্যুতি বাষ্পময় বাতাসের মধ্যে দিয়ে তির্যক রেখায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে বটে, কিন্তু জনবহুল পথে তার ঘোর অস্পষ্ট, ক্রমাগত চঞ্চল আভায় পর্যবসিত হয়েছে। এইসব আলোক বিচ্ছুরণের মধ্যে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে সারি সারি মুখ— যেন প্রেতের মুখ। অলৌকিক এই পরিবেশে অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে। শেষ নেই মুখের সারির। সংকীর্ণ আলোক পরিসরে যেন শোভাযাত্রা করে যাচ্ছে ভুতুড়ে মুখগুলো— কেউ হাস্যমুখর, কেউ বিষাদগ্রস্ত, কেউ উদ্‌ভ্রান্ত, কেউ প্রসন্ন। অন্ধকার থেকে আলোয় এসে ফের মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে— নরলোকের যা নিয়ম। ছায়া দেখে চমকে ওঠা বা ভাবনা শুরু করে দেওয়া আমার ধাতে নেই। কিন্তু সেদিনের সেই রাতটা যেন কেমনতরো। বিষণ্ণ, মন্থর, গুরুভার। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো চলেছি একটা অত্যদ্ভুদ কাজের দায়িত্ব নিয়ে। সব মিলিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, মনটাও খুব দমে গিয়েছিল। মিস মর্স্টানের মুখ দেখে আঁচ করলাম যে ভদ্রমহিলাও আমারই মতো মানসিক বিকারে ভুগছেন। এসব তুচ্ছ প্রভাব কাটিয়ে ওঠার মতো শান্ত ধাতু শুধু একজনেরই ছিল আমাদের মধ্যে— শার্লক হোমসের। এদিক দিয়ে সে আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। নোটবই হাঁটুর ওপর মেলে ধরে পকেট লণ্ঠনের[৪] আলোয় মাঝে মাঝে সে নানারকম হিসেব আর কথা লিখে রাখছে পাতার পর পাতায়।

লিসিয়াম থিয়েটারে পৌঁছে দেখি দু-পাশের প্রবেশপথের সামনে এর মধ্যেই ভিড় জমেছে! সামনের দিকে গাড়ি আর গাড়ি। আসছে, দাঁড়াচ্ছে, শার্ট-পরা পুরুষ আর শাল গায়ে হিরেমোড়া মহিলারা নামছেন, ভাড়া গুনে দিচ্ছেন, গাড়ি চলে যাচ্ছে। তৃতীয় থামটার সামনে আসতে বলা হয়েছিল চিঠিতে! পৌঁছোলোম সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে কোচোয়ানের বেশধারী একজন খর্বকায়, কৃষ্ণকায়, চটপটে লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল :

'আপনারা কি মিস মর্স্টানের সঙ্গে এসেছেন?'

'আমি মিস মর্স্টান। এই দুই ভদ্রলোক আমার বন্ধু।'

আশ্চর্য রকমের অন্তর্ভেদী সপ্রশ্ন চোখে আমাদের পানে তাকাল লোকটি।

বলল একগুঁয়ে গলায়, 'কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমার ওপর হুকুম আছে আপনাকে জিজ্ঞেস করে নেওয়ার— কথা দিন এঁরা পুলিশের লোক নন।'

'কথা দিলাম', বললেন মিস মর্স্টান।

তীক্ষ্ণ শিস দিল লোকটা। সঙ্গেসঙ্গে রাস্তার এক উঞ্ছ ছোকরা একখানা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে, খুলে ধরল দরজা। যে-লোকটা এতক্ষণ কথা বলছিল আমাদের সঙ্গে— উঠে বসল চালকের জায়গায়। আমরা বসলাম ভেতরে। বসতে-না-বসতেই চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কোচোয়ান। দুর্দান্ত বেগে কুয়াশার মধ্য দিয়ে আমরা ধেয়ে চললাম অজানার উজানে।

পরিস্থিতি খুবই বিচিত্র। কোথায় চলেছে গাড়ি— জানি না; কী উদ্দেশ্যে চলেছে— তাও জানি না। আমন্ত্রণটা হয় স্রেফ ধাপ্পা— অবশ্য তা কল্পনা করাও যায় না— অথবা সত্যিই আমরা এগিয়ে চলেছি একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির অভিমুখে। মিস মর্স্টানের আচরণ আগের মতো সংযত, দৃঢ়। আফগানিস্তানের স্মৃতিকথা শুনিয়ে ভদ্রমহিলাকে প্রসন্ন এবং প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী আমি নিজেই বিচিত্র পরিস্থিতির দরুন এখন উত্তেজিত আর কোথায় যাচ্ছি ভেবে এত কৌতূহলী হয়েছিলাম যে গল্প শুনিয়ে খুব একটা সুবিধে করতে পারলাম না। আজও ওঁর মুখেই শুনি সেদিন গল্প বলতে গিয়ে বলেছিলাম গভীর রাতে একটা দোনলা বন্দুক আমার তাঁবুর ভেতরে উঁকি দিয়েছিল বলে নাকি আমি একটা বাঘের বাচ্চা ছুড়েছিলাম টিপ করে। প্রথম প্রথম ঠাহর করতে পারছিলাম যাচ্ছি কোনদিকে, কী রাস্তায়। তারপর সব গুলিয়ে গেল! একে তো লন্ডনের পথঘাট আমি তেমন চিনি না[৫], তার ওপর নক্ষত্রবেগে কুয়াশা ফুঁড়ে ওইভাবে ধেয়ে চলা— তাই কোনদিকে যাচ্ছি খেয়াল রাখতে পারলাম না। শুধু মনে আছে দূরে... উল্কাবেগে চলেছে অশ্বযান। শার্লক হোমসের মাথা কিন্তু গুলোয়নি।[৬] গলিঘুঁজি, রাজপথ, বাগান, চত্বর— যেখান দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে প্রতিটার নাম বলে যাচ্ছে আপন মনে।

'রোচেস্টার রো[৭], এবার ভিনসেন্ট স্কোয়ার। ভক্সহল ব্রিজ রোড[৮] এসে গেল দেখছি। মনে হচ্ছে সারের দিকে যাচ্ছি। যা ভেবেছি, তাই। এইতো এবার ব্রিজে উঠলাম। ওই দ্যাখো নীচে নদী দেখা যাচ্ছে।'

সত্যি টেমস নদীর জল দেখতে পেলাম! শান্ত, প্রশান্ত জলধারার ওপর চকচক করছে লণ্ঠনের আলো। দেখতে দেখতে নদী পেরিয়ে গাড়ি এল ওপারে— আবার ঝড়ের মতো ছুটতে লাগল রাস্তাঘাটের গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে।

শার্লক হোমসের ধারাবিবরণীও শুরু হয়ে গেল সঙ্গেসঙ্গে— 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোড[৯]! প্রায়রি রোড[১০]! লারখাল লেন[১১]! স্টকওয়েল প্লেস[১২]! রবার্ট স্ট্রিট[১৩]! কোল্ড হারবার লেন[১৪]। খুব একটা খানদানি পাড়ায় যাচ্ছি বলে তো মনে হচ্ছে না!

বাস্তবিকই এমন একটা পল্লি দিয়ে তখন গাড়ি ছুটছে যেখানকার সুনাম সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। নিষিদ্ধ পল্লি হওয়াও বিচিত্র নয়। সারি সারি কালচে ইটের বাড়ির মাঝে মাঝে কোণের দিকে পাঁচজনের মেলামেশার পাবলিক হাউসের ঝলমলে আলোগুলোই কেবল যা চোখে পড়ছে। তারপরেই আবির্ভূত হল সারি সারি দোতলা ভিলা— সামনে বাগান। পরক্ষণেই পুনরাবির্ভূত হল নতুন ইটের তৈরি কটমট করে তাকিয়ে থাকা রাক্ষসের মতো বাড়ির পর বাড়ি— যেন অসংখ্য দানবিক কিলবিলে শুঁড় আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে রেখেছে বিশাল লন্ডন

শহরের উপান্তকে। এর পরে ঘড় ঘড় শব্দে গাড়ি ঢুকল একটা নতুন রাস্তায়— থামল তৃতীয় বাড়িটার সামনে। আর সব বাড়ি খালি। যে-বাড়ির সামনে থামলাম, সেবাড়ির চেহারাও বাসিন্দাদের চেহারার মতো কালো— টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে কেবল রান্নাঘরে। দরজায় টোকা মারতেই পাল্লা খুলে দিল একজন হিন্দু চাকর। মাথায় হলদে পাগড়ি, গায়ে ঢিলে ঢালা পোশাক, কাঁধে হলদে উড়ুনি। মফস্‌সলের তৃতীয় শ্রেণির এই বসতবাড়ির দরজায় ফ্রেমে আবির্ভূত বিচিত্র প্রাচ্য মূর্তিটির মধ্যে কোথায় যেন একটা অদ্ভুত অসংগতি রয়েছে— ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না।

'সাহেব বসে অছেন আপনাদের পথ চেয়ে,' কথা তার শেষ করার আগেই ভেতর বাড়ি থেকে ধ্বনিত হল একটা তীক্ষ্ণ সুর, কর্ণবিদারী কণ্ঠস্বর!

'খিদমতগার, ভেতরে নিয়ে এসো ওঁদের— সোজা আমার কাছে।'

৪। টেকো লোকটির কাহিনি

ভারতীয় ভৃত্যের পেছন পেছন ঢুকলাম একটা টানা লম্বা গলিপথে। আলো খুব কম। অত্যন্ত নোংরা। আসবাবপত্রও যাচ্ছেতাই। ডান দিকের একটা দরজা ঠেলে খুলে দিতেই এক ঝলক হলদে আলো আছড়ে পড়ল আমাদের ওপর। আলোক বন্যার মাঝে দাঁড়িয়ে ছোটোখাটো চেহারা এক পুরুষ। মাথাটি অত্যন্ত উঁচু। কিনারা ঘিরে গুচ্ছ গুচ্ছ লালচে চুল। শীর্ষদেশ কেশহীন চকচকে। ঝাউগাছের মাথা ছাড়িয়ে যেন উঁচু হয়ে রয়েছে পাহাড়ের চুড়ো। দু-হাত ঘষে, সারাশরীরটাকে ঘন ঘন নাচিয়ে ঝাঁকিয়ে, কখনো হেসে ভ্রূকুটি করে এক লহমার জন্যেও সুস্থিত হতে পারছিল না লোকটা! সবকিছুই হচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। প্রকৃতির খেয়ালে তার ঠোঁটজোড়া পেণ্ডুলামের মতো দুলন্ত এবং দু-সারি দাঁতও বেখাপ্পাভাবে উঁচুনীচু এবং হলদেটে নোংরা। দাঁত আর ঠোঁটে এহেন ছিরি ঢাকবার প্রয়াসে মাঝে মাঝে হস্তচালনা করছে মুখের নীচের দিকে। যাচ্ছেতাই ওই টাক সত্ত্বেও লোকটার চেহারায় কিন্তু যৌবনের ছাপ। প্রকৃতপক্ষে বয়স তার তিরিশও ছাড়ায়নি।

তীক্ষ্ণ সরু বাঁশির মতো গলায় বললে সে, 'আসুন মিস মর্স্টান, আপনার খানসামার ঘরেই আসুন। জেন্টলমেন, আসুন আপনাদের ভৃত্যের ঘরে। এই আমার সাধের ঘর— ছোট্ট— কিন্তু সাজিয়েছি আমার মতন করে। দক্ষিণ লন্ডনের ধু-ধু মরুভূমির মাঝে এক টুকরো মরুদ্যান বলতে পারেন।'

ঘরের চেহারা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম আমরা প্রত্যেকেই। প্রথম শ্রেণির হিরে যদি তামার সেটিংয়ে থাকে, তাহলে তা যেমন বেমানান, শ্রীহীন এই ভবনের এই ঘরখানিও তেমনি খাপছাড়া। অত্যন্ত দামি আর অত্যন্ত চকমকে পর্দার পর পর্দা ঝুলছে দেওয়ালে দেওয়ালে, মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে খানকয়েক অত্যন্ত দামি ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্র অথবা প্রাচ্য ফুলদানি। কার্পেটটা তৈলস্ফটিক হলুদ হলুদ আর কালো রঙের— এত নরম আর পুরু যে মোলায়েমভাবে পা তলিয়ে যায় নীচে— যেন পা পড়ছে শৈবালস্তরে। এহেন গালচের ওপর পাতা দুটো প্রকাণ্ড সমুণ্ড বাঘের ছাল— প্রাচ্য বিলাসিতার চূড়ান্ত নিদর্শন— এক কোণে মাদুরের ওপর রাখা বিশাল হুঁকোটাও এই বিলাসিতার আর একটি অঙ্গ। প্রায় অদৃশ্য সোনার

কথা বলছেন শোল্টো। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০২)

সুতো থেকে ঘরের ঠিক মাঝখানে ঝুলছে একটা রুপোর পায়রা— আসলে একটা লম্ফ— পায়রার আকারে তৈরি। সলতে জ্বলছে, তেল পুড়ছে এবং ভারি মিষ্টি আর অতীব হালকা একটা প্রাণমাতানো সুবাসে ম-ম করছে ঘরের বাতাস।

সমগ্র শরীর ঝাঁকিয়ে, হেসে বললে খুদে লোকটা, 'আমার নাম থেডিয়াস শোল্টো। আপনি নিশ্চয় মিস মর্সটান। আর এই ভদ্রলোক দু-জন—'

'ইনি মি. শার্লক হোমস, আর ইনি ডাক্তার ওয়াটসন।'

'ডাক্তার?' বিলক্ষণ উত্তেজনা জাগে থেডিয়াস শোল্টোর কণ্ঠে, 'স্টেথোস্কোপ[১] আছে? একটা অনুরোধ করতে পারি? হৃৎপিণ্ডের মিরট্যাল ভাল্‌বটা[২] নিয়ে বড়ো দুশ্চিন্তা আছে আমার। দয়া করে যদি একটু দেখে দেন। অ্যাওরটিকের ওপর ভরসা আছে— নেই কেবল এই মিরট্যালের ওপর। আপনার মতামত পেলে বর্তে যেতাম।'

অনুরোধ রাখলাম। কান পেতে হৃৎপিণ্ডের বাজনা শুনলাম। গোলমাল কোথাও দেখলাম না— ভয় ছাড়া। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে লোকটা— আপাদমস্তক কাঁপছে ঠকঠক করে।

বললাম, 'ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। ভয়ের কারণ নেই।'

'মিস মর্সটান,' লঘু সুরে বললে শোল্টো, 'আমার উদ্‌বেগকে ক্ষমার চোখে দেখবেন। অনেক কষ্ট পেয়েছি জীবনে— মিরট্যাল ভাল্‌বটা নিয়ে বরাবর দারুণ সন্দেহ ছিল মনে। ভয়ের কারণ নেই শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মিস মর্সটান, হৃৎপিণ্ডের ওপর বাড়তি ধকল যদি কমাতে পারতেন আপনার বাবা, বাঁচলেও বাঁচতে পারতেন আজও!'

আমার ইচ্ছে হল কষে একটা চড় মারি লোকটার গালে। মাথায় রক্ত চড়ে গেল আহাম্মুকি দেখে! এইরকম হৃদয়-ছোঁওয়া একটা বিষয় নিয়ে এভাবে কেউ কথা বলে? ক্যাবলা কোথাকার! মিস মর্সটান দেখলাম আস্তে আস্তে বসে পড়লেন, সাদা হয়ে গেল ঠোঁট, মুখ— সমস্ত!

'আমি জানতাম। মনে মনে জানতাম বাবা আর নেই!'

'সব খবরই পাবেন আমার কাছে, সেইসঙ্গে পাবেন সুবিচার, তাতে বার্থোলোমিউ ভায়া চটে গেলেও থোড়াই কেয়ার করি। বন্ধুদের এনে ভালোই করেছেন। খুব খুশি হয়েছি। কেননা, শুধু আপনার পথসঙ্গীই নন, এখন যা বলব এবং করব— তার সাক্ষীও বটে। তিন জনে রুখে দাঁড়াতে পারব বার্থোলোমিউ ভায়ার সামনে। কিন্তু বাইরের লোক না-থাকাই ভালো— পুলিশ-টুলিশ একদম বাদ। কারোর নাক গলানোর দরকার নেই— নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারব'খন। ঢক্কা নিনাদ বস্তুটা দু-চক্ষে দেখতে পারে না বার্থোলোমিউ ভায়া।'

বলতে বলতে একটা নীচু সোফায় বসল শোল্টো এবং ছলছল নীল দুর্বল চোখে জিজ্ঞাসার ঢংয়ে চেয়ে রইল আমাদের দিকে— ঘন ঘন পড়তে লাগল চোখের পাতা।

হোমস বললে, 'আমার দিক দিয়ে বলতে পারি, যা বলবেন তা আর কেউ জানবে না।'

'ওতেই হবে! মিস মর্সটান, চিয়ানতি[৩] দেব নাকি এক গেলাস? টোকে[৪]? আর কোনো মদ রাখি না[৫]। ফ্লাস্ক খুলব? না? বেশ, বেশ, তামাকের গন্ধে নিশ্চয় আপত্তি করবেন না— খাসা গন্ধ কিন্তু— প্রাচ্যের তামাক তো, স্নায়ু ঠান্ডা করতে জুড়ি নেই। আমি আবার একটু নার্ভাস টাইপের— একটুতেই ঘাবড়ে যাই— হুঁকোটাই আমার একমাত্র ঘুমের ওষুধ।'

সরু মোমবাতি দিয়ে টিকের আগুন ধরিয়ে নিল শোল্টো। ক্ষণপরেই গুরুক গুরুক শব্দে বুদবুদ কেটে ধোঁয়া বেরিয়ে এল গোলাপজলের মধ্যে দিয়ে। গালে হাত দিয়ে মুণ্ডু বাড়িয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে বসে রইলাম আমরা তিনজন— চকচকে উন্নত মাথা দিয়ে শরীরে ঘন ঘন ঝাঁকুনি জাগিয়ে ঠিক মাঝখানে বসে গুরুক গুরুক করে পরম অস্বস্তির সঙ্গে আলবোলা টেনে চলল বিচিত্র ব্যক্তিটি।

তারপর বললে, 'প্রথমে যখন ঠিক করলাম আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব, তখনই কিন্তু আমার ঠিকানা সরাসরি জানিয়ে দিতে পারতাম আপনাদের। কিন্তু ভয় হয়, যদি আমার অনুরোধ পায়ে ঠেলে অবাঞ্ছিত লোকেদের নিয়ে হামলা জোড়েন বাড়ির মধ্যে? সেইজন্যে একটু হুঁশিয়ার হতে হল। এমনভাবে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করলাম যাতে আমার লোক উইলিয়ামস আগে দেখতে পায় আপনাদের। ওঁর বুদ্ধি-শুদ্ধির উপর আমার অগাধ আস্থা। বলেও রেখেছিলাম, যদি তেমন বোঝে তাহলে যেন আর না-এগোয়। আমার এত সাবধানতা দয়া করে ক্ষমার চোখে দেখবেন। দেখতেই তো পাচ্ছেন, অবসর জীবনযাপন করি— রুচিও উঁচুদরের— মোটাদরের নয় মোটেই। পুলিশের লোকের মতো নীরস গদ্যবৎ বস্তু দুনিয়ায় আর দু-টি নেই— সূক্ষ্মতা বা শিল্পের ধার দিয়েও যায় না। স্থূল সইতে পারিনে একদম, রক্তের মধ্যে বাধা আছে। পাঁচজনের স্থূল জটলার মধ্যেও পারতপক্ষে যাই না। দেখতে পাচ্ছেন খানদানি পরিবেশে থাকতে ভালোবাসি। নিজেকে শিল্পকর্মের পৃষ্ঠপোষকও বলি। এ হল আমার দুর্বলতা। প্রাকৃতিক দৃশ্যের তৈলচিত্রটা, আসল কোরো[৬], ওই যে স্যালভেটর রোসা[৭] দেখছেন— খুঁতখুঁতে সমালোচকের সন্দেহ হলেও ওটাও কিন্তু আসল, বুগুরা[৮] সম্বন্ধেও সংশয় রাখবেন না মনে। আধুনিক ফরাসি ছবির দিকেই আমার ঝোঁক বেশি।

'মি. শোল্টো', বললেন মিস মর্স্টান, 'আমি এসেছি কিন্তু আপনার কী বলার আছে শোনবার জন্যে। রাত অনেক হল, সংক্ষেপে সারুন।'

'যত সংক্ষেপেই করি না কেন, সময় কিছু লাগবে। কেননা, নরউডে গিয়ে ব্রাদার বার্থোলোমিউয়ের সঙ্গে দেখা না-করলেই নয়। দল বেঁধেই যাব, তাতে যদি পথে আনা যায় ব্রাদার বার্থোলোমিউকে। আমি যা ভালো মনে করেছি তাই করেছি, বলে দারুণ গোসা হয়েছে ভায়ার। কাল রাতে খুব কথা কাটাকাটিও হয়ে গেছে এই নিয়ে। কল্পনা করতে পারবেন না রেগে গেলে কী সাংঘাতিক লোক হয়ে যায় আমার এই ব্রাদারটি!'

আমি সাহস করে বলে ফেললাম, 'নরউডেই যদি যেতে হয়, তাহলে এখুনি বেরোনোই ভালো।'

হেসে উঠল খুদে শোল্টো, হাসতে হাসতে টকটকে লাল করে ফেলল কানের ডগা পর্যন্ত।

বললে উচ্চকণ্ঠে, 'তাতে ফল হবে না। হঠাৎ এইভাবে আপনাদের নিয়ে হাজির করলে কী বলতে কী বলে বসবে ভগবান জানেন। পরিস্থিতিটা আগে বোঝাতে দিন— আমরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে সেটা পরিষ্কার করতে দিন। প্রথমেই বলে রাখি আমার কাহিনির বেশ কয়েকটা ব্যাপার আমার কাছেও আজ পর্যন্ত ধোঁয়াটে। যা জানি শুধু তাই বলব— ঘটনা ছাড়া তার মধ্যে কিছু নেই।'

'বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয় আমার বাবা মেজর শোল্টো এককালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। এগারো বছর আগে অবসর নিয়ে চলে এলেন আপার নরউডে— উঠলেন পণ্ডিচেরী লজে। ভারতবর্ষে থাকতে থাকতে অনেক টাকা করেছিলেন উনি। দেশে ফিরলেন কুবেরের সম্পদ নিয়ে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, দামি দুষ্প্রাপ্য বস্তুর এক বিরাট দুর্লভ সংগ্রহ আর একদল ওই দেশের চাকরবাকর। এত সুবিধে থাকার ফলেই বাড়ি কেনা সম্ভব হয়েছিল এবং সেই থেকেই অত্যন্ত বিলাসবহুলভাবে বসবাস শুরু করলেন পণ্ডিচেরী লজে। আমি আর আমার বার্থোলোমিউ ব্রাদার ছাড়া তাঁর আর ছেলেপুলে নেই।'

'ক্যাপ্টেন মর্সটনের চাঞ্চল্যকর অন্তর্ধানের পর কাগজে কাগজে কী লেখা হয়েছিল সব মনে আছে আমার! হইচই পড়ে গিয়েছিল সারাদেশে। বাবার বন্ধু বলেই বাবার সামনেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতাম খোলাখুলিভাবে। শেষপর্যন্ত এর অদৃষ্টে কী ঘটতে পারে এই নিয়ে অনেকরকম অনুমান করতাম, বাবাও যোগ দিতেন কথায়। ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি গোটা রহস্যটাই উনি পেটের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছেন। ভাবতেও পারিনি উনি ছাড়া আর কেউ জানে না কী ঘটেছে মর্সটানের অদৃষ্টে।'

'এইটুকু শুধু বুঝেছিলাম যে দারুণ একটা রহস্য, অমোঘ একটা বিপদ ঝুলছে আমার বাবার মাথায়। একলা কখনো রাস্তায় বেরোতেন না। বাজি ফেলে লড়াই করে, এমন দু-জন প্রাইজ ফাইটার মুষ্টিযোদ্ধাকে পণ্ডিচেরী লজে কুলির চাকরি দিয়ে রেখেছিলেন। আজকে আপনাদের গাড়ি চালিয়ে আনল যে উইলিয়ামস, সে দু-জনের একজন। এককালে ইংল্যান্ডের লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ান ছিল উইলিয়ামস। ভয়টা কীসের অথবা কাকে, বাবা কখনো বলেননি। তবে লক্ষ করেছি তাঁর চক্ষুশূল ছিল কাঠের পা-অলা কোনো ব্যক্তি। একবার কাঠের পা-আলা একজন দেখেই উনি রিভলবার ছুড়েছিলেন। শেষকালে দেখা গেল লোকটা একটা নিরীহ ফেরিওয়ালা। বাড়ি বাড়ি যায় অর্ডার সংগ্রহ করতে। অনেক টাকা ছড়িয়ে ধামাচাপা দিয়েছিলাম সেই কেলেঙ্কারি। ভায়া আর আমি দু-জনেই তখন ভাবতাম এটা বুঝি বাবার একটা বদখেয়াল— পরে কিন্তু এমন সব ঘটনা ঘটেছে যে এ-ধারণা পালটাতে বাধ্য হয়েছি।

১৮৮২ সালে ভারতবর্ষ থেকে একটা চিঠি পেয়ে সাংঘাতিক মানসিক চোট পেলেন বাবা। প্রাতরাশ খেতে বসেছিলেন টেবিলে। চিঠিখানাও খুলেছিলেন সেখানে— অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন টেবিলের ওপর। তারপর থেকেই কালব্যাধি পেয়ে বসল বাবাকে— তিলতিল করে এগিয়ে চললেন মৃত্যুর দিকে। কী লেখা ছিল চিঠিতে কাউকে বলেননি বাবা। তবে পাশ থেকে লক্ষ করেছিলাম চিঠির হস্তাক্ষর জড়ানো ধরনের। পিলে বৃদ্ধির জন্যে অনেকদিন ধরেই কষ্ট পাচ্ছিলেন বাবা। এই ঘটনার পর দ্রুত বেড়ে গেল রোগের প্রকোপ। এপ্রিলের শেষের দিকে শুনলাম জীবনের আশা নেই এবং শেষ দেখা দেখতে চেয়েছেন আমাদের— কী যেন বলতে চান মৃত্যুর আগে।

ঘরে ঢুকে দেখলাম পিঠে বালিশ দিয়ে উঠে বসে হাপরের মতো নিশ্বাস নিচ্ছেন বাবা! ইশারায় দরজায় তালা দিয়ে বিছানার দু-পাশে এসে বসতে বললেন দু-জনকে। তারপর আমাদের হাত চেপে ধরে যন্ত্রণায় আর আবেগে ভাঙা ভাঙা স্বরে যা বললেন যদ্দুর সম্ভব তা শোনাবার চেষ্টা করব আপনাদের।

মরতে বসেছি, কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না— পাষাণ হয়ে চেপে রয়েছে আমার বিবেকের ওপর। মর্সটানের অনাথ মেয়েটাকে আমি পথে বসিয়েছি। খুবই খারাপ ব্যবহার করেছি বেচারার সঙ্গে। যে অভিশপ্ত লোভের বশবর্তী হয়ে এক মহাপাপের বোঝা টেনে চলেছি জীবনভোর, সেই লোভের ফাঁদে পড়েই মেয়েটাকে ফাঁকি দিয়েছি অর্ধেক দৌলত— ধনরত্নের অন্তত অর্ধেকের মালিকানা হওয়া উচিত ওর। অথচ সে-সম্পদ নিজেও যে ভোগ করেছি তা নয়— আগলে রেখেছি যখের মতো— সাধে কি বলে অতিরিক্ত ধনলিপ্সায় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, নির্বোধ হয়ে যায়। কুবেরের সম্পদ দখলে রাখার আনন্দেই মাতোয়ারা হয়ে আর একজনকে বাবার অংশ দিতেও চাইছি না। কুইনাইনের[৯] শিশির পাশে মুক্তোর মুকুটটা দেখেছ? এ-মুকুট ওকে দেওয়ার জন্যেই সঙ্গে এনেছিলাম— কিন্তু দিচ্ছি না। কাছ ছাড়া করতেও প্রাণ চাইছে না। শোন, ছেলেরা, আগ্রা দৌলতের বেশ কিছু বখরা মেয়েটাকে দিয়ো। কিন্তু আমি না-যাওয়া পর্যন্ত কিছু দেবে না— মুকুটটাও না। এ-রকম কাহিল অবস্থায় পৌঁছেও মানুষ সেরে ওঠে— বেঁচে যায়।

'শোনো বলি কীভাবে মারা গিয়েছিল মর্সটান। ওর হার্ট চিরকালই দুর্বল— কিন্তু কেউ জানত না— কাউকে বলত না— আমাকে ছাড়া! আমিই কেবল জানতাম ওর হৃৎপিণ্ড ধকল সইতে পারে না একদম। ভারতবর্ষে থাকার সময়ে পর পর অনেকগুলো আশ্চর্য ঘটনার ফলে বেশ কিছু ধনরত্ন হাতে আসে আমাদের দু-জনের। আমি তা নিয়ে আসি ইংল্যান্ডে। মর্সটান দেশে ফিরেই সেই রাতেই সোজা আমার এখানে এসে চাইল অর্ধেক বখরা। স্টেশন থেকে হেঁটে এসেছিলেন মর্সটান— দরজা খুলে দিয়েছিল লাল চৌদার— আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী চাকর— এখন সে-ও পরলোকে। মণিমুক্তা বখরা করা হবে কীভাবে, এই নিয়ে মতান্তর হল আমার সঙ্গে মর্সটানের। বেশ কিছু চেঁচামেচিও হয়ে গেল তাই নিয়ে! রাগের মাথায় চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গিয়েছিল মর্সটান। আচমকা বুকের বাঁ-দিকে খামচে ধরে টলতে লাগল মাতালের মতো; ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে এল মুখ, তারপরেই চিতপটাং হয়ে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর, দড়াম করে মাথাটা ঠুকে গেল রত্নপেটিকায়। দৌড়ে গেলাম আমি। হেঁট হয়ে সভয়ে দেখলাম মারা গিয়েছে মর্সটান।'

'মুহ্যমানের মতো বসে রইলাম অনেকক্ষণ, ঠিক করে উঠতে পারলাম না কী করা উচিত এখন। প্রথমে ভেবেছিলাম চেঁচিয়ে লোক জড়ো করি। কিন্তু যদি সবাই উলটে সন্দেহ করে বসে যে আমিই হিরে মুক্তোর লোভে খুন করেছি মর্সটানকে? দুটো কারণে লোকের সন্দেহ এসে পড়বে আমার ওপর— প্রথমত দারুণ চেঁচামেচির পরেই মৃত্যু। দ্বিতীয়ত রত্নপেটিকার কোণে লেগে মাথা কেটে যাওয়া। দুটো ব্যাপারই যাবে আমার বিরুদ্ধে! আরও আছে। পুলিশ এলে সরকারি তদন্ত হবেই। রত্নপেটিকার গুপ্ত সংবাদও ফাঁস হয়ে যাবে— যা আমি মোটেই চাই না। মর্সটান বলেছিল কাকপক্ষীও জানে না সে কোথায় যাচ্ছে। সুতরাং খবরটা কাকপক্ষীকে গায়ে পড়ে জানানোর দরকার নেই।'

'এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময়ে চোখ তুলে দেখি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমার চাকর লাল চৌদার।' পা টিপে টিপে ভেতরে এসে দরজায় খিল তুলে দিল সে। বললে, 'ভয়

কী সাহেব? কেউ জানবে না আপনি খুন করেছেন ওঁকে! আসুন, লাশটা লুকিয়ে ফেলি।' আমি বললাম, 'আমি খুন করিনি।' হাসল লাল চৌদার। মাথা নেড়ে বললে, 'সাহেব, আড়াল থেকে সব শুনেছি আমি। ঝগড়া শুনেছি, মাথায় মারার আওয়াজও শুনেছি, কিন্তু এই মুখে চাবি দিলাম— কেউ তা জানবে না। বাড়িসুদ্ধ লোক এখন ঘুমোচ্ছে। এই সুযোগ। চলুন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক দেহটা।' শুনেই মন ঠিক করে ফেললাম। লাল চৌদার আমার পরম বিশ্বাসী চাকর— সে যদি আমাকে নিরপরাধ মনে না-করে, আদালতের জুরিরাই-বা করতে যাবে কেন? সেই রাতেই আমি আর লাল চৌদার হাওয়া করে দিলাম লাশ। পরের কয়েকদিনের মধ্যেই লন্ডনের কাগজে গরম গরম খবর ছাপা হতে লাগল ক্যাপ্টেন মর্সটানের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে! যা বললাম তা শুনে বুঝেছ নিশ্চয় এর জন্যে আমাকে দায়ী করা চলে না। দোষ আমার একটাই— শুধু লাশ পাচার নয়, দৌলতসুদ্ধ লুকিয়ে ফেললাম। শুধু নিজের অংশ নয়, মর্সটানের বখরাও আত্মসাৎ করলাম। এখন চাই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক! কাল নিয়ে এসো আমার কাছে। রত্নপেটিকা লুকিয়ে রেখেছি—'

'ঠিক এই সময়ে একটা ভয়াবহ পরিবর্তন দেখা গেল তাঁর চোখে-মুখে। দু-চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল কোটর থেকে, ঝুলে পড়ল চোয়াল, চেঁচিয়ে উঠলেন কানের পর্দা ফাটানো বিষম বিকট গলায়, 'বার করে দাও... বার করে দাও ওকে! হে ভগবান! হে ভগবান!' জীবনে সেই চিৎকার, সেই গলা, আমি ভুলতে পারব না। উনি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন আমাদের পেছন দিককার জানলায়। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম সেই দিকে। দেখলাম, অন্ধকারের ভেতর থেকে কেবল একটা মুখ চেয়ে আছে আমাদের দিকে। কাচের ওপর নাক চেপে ধরায় সাদা হয়ে যাওয়া নাকের ডগা পর্যন্ত দেখতে পেলাম স্পষ্ট। দাড়িওলা লোমশ একটা মুখ; বুনো পশুর মতো দুই চোখে নারকীয় নিষ্ঠুরতা, মুখ-ভাবে গাঢ় জিঘাংসা। ভায়া আর আমি দু-জনেই দৌড়ে গেলাম জানালার সামনে— ততক্ষণে কিন্তু উধাও হয়েছে লোকটা। বাবার কাছে ফিরে এসে দেখলাম মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর, নাড়ি আর চলছে না, থেমে গেছে হৃদঘাত।

সেই রাতেই তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম বাগান, কিন্তু আততায়ীর চিহ্ন দেখতে পেলাম না। জানালাটার নীচে কেবল দেখতে পেলাম ফুলগাছের মাটিতে একটি মাত্র পায়ের ছাপ। ওই পায়ের ছাপ না-দেখতে পেলে কিন্তু ধরে নিতাম জানালার কাচে যা দেখছি তা চোখের ভুল। গল্প শুনে ভয় পেয়ে একটা বীভৎস বন্য মুখকে কল্পনা করে নিয়েছি। কিন্তু গুপ্তচর যে অষ্টপ্রহর তৎপর আমাদের আশেপাশে— সে-রকম অনেক প্রমাণ পেলাম দু-দিনেই। একদিন ভোরবেলা উঠে দেখলাম বাবার ঘরে জানলা দু-হাট করে খোলা, আলমারি আর বাক্স-প্যাটরা হাঁটকে লাটঘাট করা এবং সিন্দুকের ওপর একটা ছেঁড়া কাগজ সাঁটা; তাতে জড়ানো ধাঁচে লেখা— 'চারের সংকেত'। কথাটার মানে কী, নৈশ আগন্তুকই-বা কে— কিছুই জানা গেল না। বাবার কোনো জিনিসই কিন্তু খোয়া যায়নি— অথচ সব জিনিসই হাঁটকানো হয়েছে। শেষ জীবনে বাবা একটা অদ্ভুত আতঙ্কে ভুগছিলেন। সেই আতঙ্কর সঙ্গে আশ্চর্য এই ব্যাপারের যোগসূত্র থাকা স্বাভাবিক— এ ছাড়া আর কিছু মাথায় এল না আমাদের। আজও কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই একটা প্রকাণ্ড রহস্য হয়ে রয়েছে দুই ভাইয়ের কাছে।'

হুঁকো নিভে গিয়েছিল। ধরিয়ে নেওয়ার জন্যে স্তব্ধ হল পুঁচকে লোকটা। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তাবিষ্টভাবে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল নাকমুখ দিয়ে। অত্যাশ্চর্য উপাখ্যান শুনেছি আমরা নিবিষ্ট চিত্তে। বাবার মৃত্যু-কাহিনি শুনে মড়ার মতো সাদা হয়ে গিয়েছিলেন মিস মর্সটান, ভয় হয়েছিল পাছে অজ্ঞান না হয়ে যান। পাশের টেবিলে একটা কাচের জল পাত্র ছিল। সুদৃশ্য পাত্র— ভেনিস[১০] থেকে আমদানি। এক গেলাস জল ঢেলে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলাম— জল খেয়ে অনেকটা সামলে নিলেন ভদ্রমহিলা। তন্ময় মুখে হেলান দিয়ে বসেছে শার্লক হোমস— চোখের পাতা নেমে এসেছে উজ্জ্বল চোখ জোড়ার ওপর। সে-মুখের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল আজকেই দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি নিয়ে অভিযোগ করেছিল বন্ধুবর। এখন যে-সমস্যা হাতে এসেছে, তার জট ছাড়াতেই কাল ঘাম ছুটে যাবে— বুদ্ধিপ্রবৃত্তিকে চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করতে হবে! পর্যায়ক্রমে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বীয় গল্পের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করল থেডিয়াস শোল্টো। অতিরিক্ত লম্বা নলটা মুখে লাগিয়ে গুরুক গুরুক শব্দে ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে শুরু করল বিচিত্র উপাখ্যানের পরবর্তী অংশ।

'বাবার মুখে গুপ্তধনের সংবাদ শুনে উত্তেজিত হয়েছিলাম দুই ভাই, আশা করি তা বুঝে নিয়েছেন। হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস খুঁড়ে খুঁড়ে ঝাঁঝরা করে ফেললাম বাগান, কিন্তু গুপ্তধনের চিহ্ন পেলাম না। হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল বাবা মরণকালে গোপন ঠিকানাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না বলে। মুক্তোর মুকুটটাই কেবল রত্নপেটিকার বাইরে রেখেছিলেন বাবা। ওই একখানা মুকুটের মূল্য বিচার করেই আঁচ করতে পারছিলাম নিখোঁজ পেটিকার ঐশ্বর্য। মুকুট নিয়ে দুই ভাই আলোচনা করেছিলেন। মুক্তোগুলো বাস্তবিকই অত্যন্ত মূল্যবান। এমন ঐশ্বর্য হাতছাড়া করার খুব একটা ইচ্ছে নেই দেখলাম ভাইয়ের। আপনারা বন্ধু মানুষ, আপনাদের বলতে বাধা নেই, বাবার অন্যায় খুব একটা বড়ো করে দেখেনি আমার ভাই। ওর মতে নাকি মুক্তোর মুকুট হাতছাড়া করলেই কানাকানি হবে তাই নিয়ে— তারপরে ঝামেলায় পড়ব দু-জনে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে রাজি করালাম যাতে মিস মর্সটানের ঠিকানা জোগাড় করে কিছুদিন অন্তর অন্তর একটি করে মুক্তো পাঠিয়ে দিতে পারি— ফলে অন্তত নিজেকে আর নিঃস্ব মনে করতে পারবেন না উনি।'

মিস মর্সটান অন্তর দিয়ে বললেন, 'মন আপনার সত্যিই উদার। অশেষ কৃতজ্ঞ রইলাম।'

হাত নেড়ে অভিনন্দনটা গ্রাহ্যের মধ্যে না-এনে বললে খুদে ব্যক্তি :

'আমরা হলাম গিয়ে আপনার অছি। আমার এই মতের সঙ্গে ভায়া বার্থোলোমিউ অবশ্য কিছুতেই একমত হতে পারেনি। অনেক টাকার মালিক আমরা। আর টাকার দরকার নেই আমার! তা ছাড়া একজন তরুণীকে এইরকম ন্যক্কারজনকভাবে পথে বসানোটাও অত্যন্ত কুরুচির ব্যাপার। এসব ব্যাপারে ফরাসি ভাষায় অনেক ভালো কথা আছে। মতান্তর এবং খিটিমিটি এমন চরমে পৌঁছোল যে ঠিক করলাম আলাদা থাকব। পণ্ডিচেরী লজ ছাড়লাম সেই কারণেই— সঙ্গে আনলাম বুড়ো খিদমতগার আর উইলিয়ামসকে। গতকাল একটি খবর কানে এল। দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটেছে। গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেছে। তক্ষুনি যোগাযোগ করলাম মিস মর্সটানের সঙ্গে। এখন চলুন সবাই মিলে গিয়ে যার যা শেয়ার বুঝেসুঝে নিই।

কাল রাত্রে আমার ইচ্ছে জানিয়ে রেখেছি ব্রাদার বার্থোলোমিউকে। কাজেই এখন গেলে আমাদের স্বাগতমই জানানো হবে— অবাঞ্ছিত বলে মনে করা হবে না।'

'স্তব্ধ হল থোডিয়াস শোল্টো— কিন্তু ঝাঁকুনি কাঁপুনি থামল না। বিলাসবহুল কেদারায় আসীন ক্ষুদ্র বপুটি মুহুর্মুহু চিড়িক দিয়ে উঠতে লাগল আত্যন্তিক উত্তেজনায়। চুপচাপ বসে রইলাম আমরা তিনজনে— মুখে টুঁ শব্দটি নেই— মন নিমজ্জিত নিতল রহস্য সমুদ্রে। ঘটনা যে এ-রকম মোড় নেবে ভাবা যায়নি। সবার আগে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল হোমস।

বলল, 'আপনি মশায় গোড়া থেকেই কাজের কাজ করে এসেছেন। যা করেছেন, ভালোই করেছেন। যা বোঝেননি, এখুনি তা বুঝিয়ে দিতে পারি। রহস্য পরিষ্কার করে দিতে পারি। কিন্তু এখন নয়— রাত অনেক হল। মিস মর্স্টান ঠিকই বলেছেন। হাতের কাজ আগে শেষ করা যাক।'

উঠে পড়ল নব পরিচিত শোল্টো, যত্নের সঙ্গে গুটিয়ে রাখল হুঁকোর নল, তারপর পর্দার আড়াল থেকে বার করল একটা বেজায় লম্বা টপ-কোট— ফাঁস আর বোতাম ছাড়াও সলোম ভেড়ার চামড়ার তৈরি কলার[১১] যার দেখবার মতো। গুমোট রাত, তা সত্ত্বেও কোটের বোতাম লাগাল গলা পর্যন্ত, সবশেষে মাথায় ছিল খরগোশের চামড়া দিয়ে তৈরি কানঢাকা টুপি— ফলে শুধু শীর্ণ, চঞ্চল মুখখানিই বেরিয়ে রইল বাইরে— বাকি শরীরটা ঢাকা পড়ল ধড়াচূড়ার আড়ালে।

অলিন্দে বেরিয়ে বলল সাফাই হিসেবে, 'স্বাস্থ্য আমার কাচের মতোই ঠুনকো জানবেন। তাই বাধ্য হয়ে বারোমেসে রুগি সেজে থাকতে হয়।'

গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে, যাওয়ার ব্যবস্থাও পূর্বপরিকল্পিত। কেননা ভেতরে উঠে বসতে-না-বসতেই চাবুক হাঁকিয়ে নক্ষত্রবেগে গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে চলল চালক। চাকার ঘরঘরানির ওপর গলা তুলে একনাগাড়ে কথা বলে চলল থেডিয়াস শোল্টো।

'বার্থোলোমিউ কিন্তু দারুণ সেয়ানা। গুপ্তধনের হদিশ কীভাবে বের করেছে জানেন? বাগানে তন্নতন্ন করে খোঁজার পর ও বুঝছিল রত্নপেটিকা বাড়ির মধ্যেই কোথাও আছে! তাই বাড়ির প্রতিটি বর্গইঞ্চির হিসেব নিয়েছে— যাতে কোনো অংশ চোখ এড়িয়ে না-যায়। মাপজোপ করতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ওর টনক নড়ায়। বাড়িটা চুয়াত্তর ফুট উঁচু! কিন্তু প্রতিটা ঘরের উচ্চতা আলাদাভাবে যোগ করার পর এবং দুটো ঘরের মাঝের সঠিক ব্যবধান কত জেনে সেই যোগফলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পর দেখা গেল দাঁড়াচ্ছে মাত্র সত্তর ফুট। তার মানে চার ফুটের কোনো হিসেব নেই। হিসেবের বাইরে এই চার ফুট তাহলে বাড়ির মাথার দিকেই আছে। ওপরতলার সিলিং ফুটো করে দেখা গেল সত্যিই তারও ওপরে রয়েছে একটা ঘর— বালি সিমেন্ট দিয়ে পরিপাটিভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে চোখের আড়ালে। এহেন চিলেকোঠার ঠিক মাঝখানে দুটো বরগার ওপর রয়েছে রত্নপেটিকা। ফুটোর মধ্যে দিয়ে পেটিকা নামিয়ে ঘরেই রেখে দিয়েছে বার্থোলোমিউ। মণিমুক্তোর হিসেবও করেছে। আন্দাজ দাম প্রায় পাঁচলক্ষ পাউন্ড।'

পণ্ডিচেরী লজ-এ। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০২)

যক্ষপতির রত্নপুরীসম এই বিপুল অংশটি শুনে বিস্ফারিত চোখে আমরা চাইলাম পরস্পরের মুখের দিকে। মিস মর্স্টানকে যদি তাঁর স্বত্ব পাইয়ে দিতে পারি, তাহলে রাতারাতি বরাত ফিরে যাবে তাঁর। ছিলেন অভাবী গৃহশিক্ষয়িত্রী, হবেন ইংলন্ডের সেরা ধনবতী। সাচ্চা বন্ধুমাত্রই এ-খবরে উল্লসিত হবে, আমি কিন্তু হতে পারলাম না। বলতে মাথা কাটা যাচ্ছে, তবু বলছি— নিদারুণ স্বার্থপরতায় নিমেষে মোচড় দিয়ে উঠল মনটা এবং সিসের মতো ভারী হয়ে উঠল বুকের ভেতরটা। অভিনন্দন জানাতে গেলাম, কিন্তু জিভ জড়িয়ে গেল, তোতলামি সার হল। অবশেষে বসে রইলাম মাথা হেঁট করে। নবীন সুহৃদের বকবকানির একটা বর্ণও ঢুকল না কানে। লোকটা নিঃসন্দেহে বিষাদ রোগে ভুগছে। স্বপ্নের মতো মনে পড়ে, অনর্গল অনেক রকম রোগের লক্ষণ বলে যাচ্ছিল সে এবং আমাকে পীড়াপীড়ি করছিল অসংখ্য টোটকা ওষুধের খবরাখবর নিয়ে। হাতুড়ে চিকিৎসা যদিও, তাহলে ওষুধগুলো কী দিয়ে তৈরি এবং কীভাবে কাজ করে শরীরের ভেতরে— বিরামবিহীনভাবে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছিল সেইসব তথ্য। কতকগুলো ওষুধ তো চামড়ায় মোড়া পকেট বইতে লিখেও রেখেছিল। আশা করি সে-রাতে আমি প্রশ্নের যেসব জবাব শুনিয়েছিলাম, তা তার মনে নেই। হোমস নাকি আমার দু-একটা জবাব শুনে ফেলেছিল। দু-ফোঁটার বেশি ক্যাস্টর অয়েল[১২] খেলে দারুণ বিপদ হতে পারে বলবার পরেই নাকি ঘুমের ওষুধ হিসেবে অধিকমাত্রায় স্ট্রিকনিন[১৩] খেতে সুপারিশ করেছিলাম। যাই হোক, গন্তব্যস্থানে গাড়ি পৌঁছোতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। ঝাঁকুনি দিয়ে থামল শোল্টো এবং লাফ দিয়ে নীচে নেমে দরজা খুলে ধরল চালক।

হাত ধরে মিস মর্স্টানকে গাড়ির বাইরে এনে বললে থেডিয়াস শোল্টো, 'মিস মর্স্টান, এই হল গিয়ে আমাদের পণ্ডিচেরি লজ।'

[স্যার আর্থার হুঁকো বলতে নিশ্চয় আলবোলাকেই বুঝিয়েছেন! অনুবাদক]

৫। পণ্ডিচেরি লজের বিয়োগান্তক কাহিনি

নৈশ অ্যাডভেঞ্চারে শেষ পর্বে পৌঁছোলাম রাত এগারোটা নাগাদ। বিরাট শহরের স্যাঁৎসেঁতে কুয়াশা ফেলে এসেছি পেছনে, আকাশ এখানে পরিষ্কার, রাত্রি অতি মনোহর। উষ্ণ পশ্চিমে হাওয়ার টানে ভারী মেঘগুলো মন্থর গতিতে ভেসে যাচ্ছে আকাশপথে, মাঝে মাঝে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে উঁকি দিচ্ছে আধখানা বাঁকা চাঁদ। কিছুদূর পর্যন্ত সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা গেলেও গাড়ির ভেতরে একটা সাইড-লণ্ঠন বের করে রাস্তায় বাড়তি আলোর ব্যবস্থা করল থেডিয়াস শোল্টো।

মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে পণ্ডিচেরি লজ। ভাঙা কাচের টুকরো বসানো একটা বেজায় উঁচু পাথুরে দেওয়াল ঘিরে রয়েছে চারদিকে। ভেতরে ঢোকার দরজা একটাই; পাল্লার ওপর লোহার পাত বসানো। সংকীর্ণ এই দরজার কপাটেই অনেকটা ডাকপিয়োনদের কায়দায় খটাখট খটাখট শব্দে অদ্ভুত রকমের টোকা দিয়ে চলল আমাদের পথপ্রদর্শক।

রূঢ়, চড়া গলায় কে যেন বললে ভেতর থেকে, 'কে?'

'আমি, ম্যাকমুর্ডো, আমি। আমার টোকার আওয়াজ অ্যাদ্দিনে মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল তোমার।'

চাপা গজরানির আওয়াজ শোনা গেল এবার, সেইসঙ্গে চাবির ঝনৎকার। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল ভারী দরজা, খর্বকায় কিন্তু বিশাল-বক্ষ এক পুরুষ মাথার ওপর লণ্ঠন তুলে ধরে দাঁড়াল দরজায়— ঠেলে-বেরিয়ে-আসা মুখে চিকমিক করতে লাগল, অবিশ্বাস মাখানো দুই চক্ষু।

'মি. থেডিয়াস দেখছি! সঙ্গে কারা? আর কাউকে ঢুকতে দেওয়ার হুকুম নেই মনিবের।'

'নেই কীহে? অবাক করলে দেখছি। কাল রাতেই ভায়াকে বলেছি জনাকয়েক বন্ধু আসবে আজ রাতে।'

'আজ সকাল থেকেই ঘরের বাইরে আসেননি মনিব। হুকুমও পাইনি। হুকুম ছাড়া আমি চলি না মি. থেডিয়াস। আপনি আসতে পারেন— কিন্তু বন্ধুদের ওইখানেই রেখে আসতে হবে।'

বাধাটা অপ্রত্যাশিত। হতচকিত, অসহায় মুখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল থেডিয়াস শোল্টো।

'খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু, ম্যাকমুর্ডো! আমার ওপরে তুমি কথা বলার কে? দেখতে পাচ্ছ না ভদ্রমহিলা রয়েছেন? উনি কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন এত রাত্রে?'

অটল স্বরে বললে দ্বাররক্ষক, 'মাপ করবেন। আপনার বন্ধু হলেই যে আমার মনিবের বন্ধু হতে হবে, তার কোনো মানে নেই। নুন খেয়ে বেইমানি করতে পারব না। আমার কাজ আমাকে করতে দিন। আপনার বন্ধুদের কাউকেই আমি চিনি না।'

'আলবাত চেনো, ম্যাকমুর্ডো।' সোল্লাসে বললে শার্লক হোমস। 'এত সহজে আমাকে ভুললে তো চলবে না। চার বছর আগে তোমার বাজি জেতার রাতে অ্যালিসনের ঘরে তোমার সঙ্গে যে-অ্যামেচারটি তিন রাউন্ড লড়ে গিয়েছিল, তাকে কি একেবারেই মনে পড়ছে না বলতে চাও।'

'আরে সর্বনাশ। মি. শার্লক হোমস যে!' যেন ব্যাঘ্র গর্জন করল প্রাইজ-ফাইটার দ্বাররক্ষক। 'কী কাণ্ড? চিনতেই পারিনি আপনাকে! চুপটি করে ওইখানে দাঁড়িয়ে না-থেকে ভেতরে এসে চোয়ালের নীচে আপনার ক্রস হিটখানা[১] ঝাড়লেই কিন্তু চিনে ফেলতাম সঙ্গেসঙ্গে। ক্ষমতা ছিল আপনার, নষ্ট করলেন! লাইনে এলে অনেক উঁচুতে উঠতেন।'

'শুনে রাখ, ওয়াটসন, শুনে রাখ। জীবনে আর যদি কিছু করতেও না-পারি, বিজ্ঞানসম্মত একটা পেশা অন্তত খোলা রইল আমার সামনে', হাসতে হাসতে বললে হোমস। 'এবার নিশ্চয় আমাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে না, দো ম্যাকমুর্ডো।'

জবাবে বলল ম্যাকমুর্ডো, 'ভেতরে আসুন স্যার, ভেতরে আসুন। সবান্ধবে ভেতরে আসুন। মি. থেডিয়াস, আমি দুঃখিত। কিন্তু জানেন তো, হুকুম বড়ো কড়া। নিশ্চিন্ত না-হলে আপনার বন্ধুদেরও বাড়ির মধ্যে ঢোকানো নিষেধ।'

ভেতরে কাঁকর বিছানো রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে শেষ হয়েছে একতাল কদাকার জড়পিণ্ডের মতো প্রকাণ্ড বাড়িটার সামনে। খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক— বাড়ি আর ফটকের মধ্যে অতখানি জমি মরুভূমির মতো নির্জন নিস্তব্ধ। চৌকোনা বাড়িখানাও কেমন জানি কাঠখোট্টা। চাঁদের আলো পড়েছে এক কোণে— ঝকমক করছে চিলেকোঠার জানালা— বাদবাকি অংশ ছায়ায়

ঢাকা। মৃত্যুপুরীর মতো নিস্তব্ধতা, অট্টালিকার প্রকাণ্ড আকার আর থমথমে পরিবেশের জন্য বুক কেঁপে উঠল আমার। থেডিয়াস শোল্টো পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছে লক্ষ করলাম— খটাখট শব্দে লণ্ঠন কাঁপতে লাগল হাতে— চঞ্চল হল আলোর ধারা।

বলল, 'ব্যাপার বুঝছি না। কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়েছে। বার্থোলোমিউকে পই পই করে বলেছিলাম আমরা আসব, তা সত্ত্বেও তো কই ওর জানালায় আলো জ্বলছে না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

হোমস জিজ্ঞেস করল, 'ওঁর বাড়ি পাহারার ধরন কি এইরকম?'

'ধরেছেন ঠিক। হুবহু বাবার মতো। বাবার চোখের মণি ছিল কিনা। আমার চাইতে বেশি ভালোবাসতেন ওকে। তাই তো আমার মনে হয় আমাকে যা বলেছেন তার চাইতে অনেক বেশি কথা বলে গেছেন বার্থোলোমিউকে। চাঁদের আলো যেদিকে পড়েছে, ওর জানালা কিন্তু ওইদিকেই! ঝকঝকে করছে দেখেছেন? কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে না।'

'না জ্বলছে না,' বললে হোমস। 'তবে দরজার পাশে ছোটো জানলায় আলোর আভা দেখতে পাচ্ছি।'

'ওটা হাউসকিপারের ঘর! মিসেস বার্নস্টোন বুড়ির আস্তানা। ওর মুখেই সব খবর পাব। আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি একাই যাই। না-জানিয়ে হঠাৎ সবাই সামনে গেলে আঁতকে উঠতে পারে। কিন্তু ওকী! চুপ! চুপ!'

লণ্ঠন তুলে দাঁড়িয়ে গেল শোল্টো। কম্পিত হাতে কাঁপতে লাগল লণ্ঠনের বৃত্তাকার আলো। সেই আলোয় দেখতে লাগলাম আমার কবজি চেপে ধরলেন মিস মর্সটান। যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল বুকের মধ্যে। কাঠের মতো দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম শব্দটা। সে-শব্দ আসছে মিশমিশে কালো মহাকায় বাড়ির দিক থেকে। রাতের নৈঃশব্দ্য খানখান করে আতীক্ষ্ণ ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে চলেছে একটা ভয়ার্ত নারীকণ্ঠ— বুকের রক্ত জল হয়ে যায় সেই বিকট চিৎকার শুনলে।

'মিসেস বার্নস্টোনের গলা', অবশেষে বললে শোল্টো, 'বাড়িতে মেয়েছেলে বলতে আর কেউ নেই। আপনারা দাঁড়ান। এখুনি আসছি।'

দৌড়ে গেল শোল্টো, অদ্ভুত কায়দায় টোকা দিল দরজায়। দূর থেকেই দেখলাম পাল্লা খুলে দাঁড়াল একজন বৃদ্ধা— মাথায় বেশ লম্বা। শোল্টোকে দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে বললে :

'এসে গেছেন? আঃ বাঁচলাম আমি। কী আনন্দই-না হচ্ছে আপনাকে দেখে মি. থেডিয়াস, স্যার!'

আনন্দোচ্ছ্বাস শেষ পর্যন্ত শুনতে পেলাম না। শোল্টোকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল বুড়ি; চাপা কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এল বাইরে।

লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে গিয়েছিল আমাদের গাইড। হোমস তুলে নিল লণ্ঠন, দুলিয়ে দুলিয়ে দেখতে লাগল চারিদিক। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল জমির ওপর স্তূপীকৃত রাশি রাশি রাবিশ, তারপর বাড়ির দিকে। মিস মর্সটানের হাত মুঠোয় নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলাম দু-জনে। ভালোবাসা একটা অনির্বচনীয় জিনিস। আগে কেউ কাউকে দেখিনি। আলাপ সেই দিনই।

দু-জনের কথায় বা ভাবে ভালোবাসার চিহ্ন পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। তা সত্ত্বেও বিপদের মুহূর্তে আপনা থেকেই দু-জনে চাইছি দু-জনকে। এই নিয়ে পরে অনেক ভেবেছি, অনেক আশ্চর্য হয়েছি। সেই মুহূর্তে কিন্তু ওঁর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছিল আমার ভেতরে। মিস মর্স্টানও বহুবার শুনিয়েছেন একই কথা— একই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল তাঁরও অন্তরে। বিপদ থেকে যেন আমি তাঁকে আগলে রাখি, নিরাপদ রাখি। হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ছোটো ছেলে-মেয়ের মতো— চারপাশের তমালকালো বিকট অপচ্ছায়ার মধ্যেও অনাবিল শান্তি বিরাজ করতে লাগল হৃদয়ের কন্দরে।

চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে মর্স্টান, 'অদ্ভুত জায়গা বটে!'

'ইংলন্ডের যত ছুঁচো যেন এখানেই জড়ো হয়েছে মনে হচ্ছে। ব্যালারাট[২] একটা পাহাড়ের গায়ে এইরকম দৃশ্য দেখেছিলাম— সোনা সন্ধানীরা মাটি খুঁড়ে তাগাড় করে ফেলে রেখেছিল এইভাবে।'

'এখানেও তাই হয়েছে,' বললে হোমস। 'এখানেও গুপ্তধন খোঁজা হয়েছে। মাটি খোঁড়া হয়েছে দীর্ঘ ছ-বছর পরে। তাই এই গর্ত জমিতে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে দড়াম করে দু-হাট হয়ে গেল বাড়ির দরজা এবং দু-হাত সামনে বাড়িয়ে আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে ধেয়ে এল থেডিয়াস শোল্টো। সে কী চিৎকার— বার্থোলোমিউ বিপদে পড়েছে! বার্থোলোমিউয়ের কিছু একটা হয়েছে? আমার ভীষণ ভয় করছে! এত সইবার ক্ষমতা আমার নার্ভের নেই।'

সত্যি সত্যিই প্রায় সশব্দে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে শোল্টো। নিদারুণ ভয় পেয়েছে, ভেড়ার চামড়ার বিরাট কলারের ভেতর থেকে ভয়ার্ত শিশুর মতো অসহায় মিনতি মাখানো মুখখানা থরথর করে কাঁপছে, বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ভয়ানক ভয়ে।

কাট ছাঁট দৃঢ় কণ্ঠে হোমস শুধু বললে, 'বাড়ির ভেতরে চলুন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চলুন!' ফুঁপিয়ে উঠল শোল্টো। 'যা করবার আপনি করুন— বুঝতে পারছি না এখন কী করা দরকার।'

অলিন্দ পথের বাঁ-দিকে হাউসকিপারের ঘর। সবাই গেলাম সেখানে। ছটফট করছে বুড়ি, হনহন করে পায়চারি করছে ঘরময়, আঙুল মটকাচ্ছে মট মট করে। দুই চোখের ভয় ব্যাকুল দৃষ্টি কিন্তু সহজ হয়ে এল মিস মর্স্টানকে দেখে— হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন।

মৃগী রুগির মতো বললে ফোঁপাতে ফোঁপাতে, 'কী মিষ্টি শান্ত মুখ গো তোমার। বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক! বাঁচলাম তোমায় দেখে! যা উৎকণ্ঠা গিয়েছে সারাদিন!'

মিসেস বার্নস্টোনের শিরা-বার-করা মেহনত-ক্লিষ্ট বাহুতে মৃদু চাপড় দিয়ে কানে কানে দু-চারটে মধুর মেয়েলি সান্ত্বনার বাণী শোনাল হোমস। অদ্ভুত কাজ হল তাতে। রক্ত ফিরে এল বুড়ির নীরক্ত গালে।

বললে, 'সারাদিন দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে রয়েছে কর্তা— কত ডাকছি, সাড়া দিচ্ছে না। মাঝে মাঝে একলা থাকতে চায় জানি— তাই সকাল থেকে ডাকাডাকি করিনি। কিন্তু ঘণ্টা খানেক আগে উঁকি দিয়েছিলাম চাবির গর্ত দিয়ে। যা ভয় করেছিলাম, দেখি তাই হয়েছে; আপনি যান মি. থেডিয়াস— নিজে যান, গিয়ে দেখুন কী হয়েছে। দশ দশটা বছর মি.

বার্থোলোমিউ শোল্টোকে দেখছি আমি— অনেক হাসি কান্নার চেহারা তার দেখেছি— কিন্তু এ-রকম মুখ কখনো দেখিনি।'

থেডিয়াস শোল্টোর দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি আরম্ভ হয়ে গেছে দেখে লক্ষ তুলে নিয়ে গেল শার্লক হোমস। দারুণ ভয় পেয়েছে লোকটা— আমি তার হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠিয়ে না-নিয়ে গেলে পা টলে পড়ে যেত নির্ঘাত। হাঁটু পর্যন্ত কাঁপছিল ঠকঠক করে। সিঁড়ির ওপর নারকেল ছোবড়ার কার্পেট পাতা। দু-বার হেঁট হয়ে পকেট থেকে লেন্স বার করে যা দেখল হোমস, আমার চোখে তা কার্পেটের গায়ে নিছক ধুলোর দাগ ছাড়া আর কিছু মনে হল না। মাথার ওপর লক্ষ তুলে সূচীতীক্ষ্ণ চোখে ডাইনে বাঁয়ে দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে একটার পর একটা ধাপ মাড়িয়ে সবার আগে রইল হোমস। মিস মর্স্টান রয়েছেন সবার পেছনে— ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া হাউসকিপারকে সঙ্গ দিতে।

তৃতীয় সিঁড়ির শেষে একটা টানা লম্বা গলিপথ, ডান দিকে দেওয়াল ঢাকবার বিরাট ভারতীয় পর্দা— পর্দায় আঁকা একটা প্রকাণ্ড ছবি। বাঁ-দিকে পরপর তিনটে দরজা। একইভাবে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল হোমস— আমরা রইলাম ঠিক পেছনে— লম্বা কালো ছায়া লুটিয়ে রইল পেছনে দীর্ঘ করিডরে। থামলাম তৃতীয় দরজার সামনে। টোকা মারল হোমস, সাড়া না-পেয়ে ঘোরাল হাতল ধরে। সবশেষে ঠেলা মারল গায়ের জোরে। কিন্তু খোলা গেল না পাল্লা। ফাঁকে লক্ষ রেখে দেখলাম শুধু যে ভেতর থেকে তালাই দেওয়া তা নয়, মোটাসোটা বেজায় মজবুত একটা খিল তোলা রয়েছে। চাবি দেওয়ার ফলে ফোকরটা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। হেঁট হয়ে ফুটোয় চোখ দিয়ে ছেঁড়া ধনুকের মতো সটান দাঁড়িয়ে উঠল শার্লক হোমস— নিশ্বাস নিল সশব্দে।

'ওয়াটর্সন, এ যে দেখছি— শয়তানের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে,' এভাবে বিচলিত হতে ওকে আমি কখনো দেখিনি। দেখে বল কী মনে হয়।'

কোমর বেঁকিয়ে হেঁট হয়ে ফোকরে চোখ লাগালাম এবং নিঃসীম আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। ঝরনার ধারার মতোই যেন চাঁদের আলো ঢুকছে ঘরের মধ্যে। একটা চঞ্চল অস্পষ্ট দ্যুতিতে সারাঘর সমুজ্জ্বল। সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটি মুণ্ডু। শুধু একটি মুণ্ডু যেন শূন্যে ভাসছে, কেননা নীচের অংশ আবৃত অন্ধকারে। মুখটি আমাদের নতুন বন্ধু থেডিয়াসের। একইরকম রক্তহীন মুখবর্ণ মাথা ঘিরে লালচে ঝাউয়ের মতো খাড়া খাড়া চুল, কেশহীন শীর্ষদেশ পর্বতচূড়ার আকারে সমুন্নত। একটা বিকট হাসি যেন কায়েমি হয়ে সেঁটে বসেছে আড়ষ্ট মুখের ওপর, হাসি তো নয়, যেন একটা স্থির, অস্বাভাবিক দাঁতখিঁচুনি। চাঁদের আলোয় মায়াময় ঘরের পরিবেশে সেই হাসি যেকোনো অপার্থিব ভ্রূকুটির চাইতেও ভয়াবহ— স্নায়ু কাঁপিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। থেডিয়াসের মুখের সঙ্গে এ-মুখের সাদৃশ্য এত বেশি যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলাম সত্যিই সে আমাদের সঙ্গে আছে কিনা। তার পরেই মনে পড়ল থেডিয়াস বলেছিল বার্থোলেমিউ আর সে আসলে যমজ ভাই!

হোমসকে বললাম, 'কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর! কী করা যায় এখন বল তো?'

'দরজা ভাঙতে হবে,' বলেই লাফ গিয়ে পড়ল দরজার গায়ে, দেহের পুরো ওজন দিয়ে ধাক্কার পর ধাক্কা মেরে চলল যাতে তালা ভেঙে যায়।

কিন্তু ভেঙে গেল না। মচমচ শব্দ হল বটে, দরজা অটুট রইল। শেষকালে আমিও ঠেলা মারতে লাগলাম ওর সঙ্গে। দু-জনের মিলিত ধাক্কায় কাজ হল, আচমকা মচাৎ শব্দের সঙ্গে ভেঙে ঠিকরে গেল তালা আর খিল— হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম বার্থোলোমিউয়ের চেম্বারে।

ঘর তো নয়, যেন একটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি— সেইভাবেই সাজানো। দরজার ঠিক উলটোদিকের দেওয়ালের তাকে কাচের ছিপি দেওয়া দু-সারি বোতল, মাঝে টেবিলে ছড়ানো বুনসেন বার্নার, টেস্টটিউব আর বকযন্ত্র। এককোণে বেতের ঝুড়িতে অ্যাসিডের পেটমোটা কার্বয়। একটা কার্বয় ভেঙে গেছে নিশ্চয়। অ্যাসিড পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। কালচে রঙের তরল পদার্থ গড়াচ্ছে মেঝেয়। বাতাসে উৎকট আলকাতরার ভারী গন্ধ। ভাঙা কাঠের বাতা আর চুনবালি রাবিশের ওপর দাঁড় করানো একটা কাঠের মই— মইয়ের মাথায় সিলিংয়ে একটা ফুটো— মানুষ গলে যাওয়ার মতো। মইয়ের গোড়ায় তাগাড় করা বেশ খানিকটা দড়ি।

টেবিলের পাশে কাঠের চেয়ারে বসে বাড়ির মালিক। বিধ্বস্ত অবস্থা! মাথা ঝুলে রয়েছে বাঁ-কাঁধের ওপর। বীভৎস দুর্বোধ্য হাসি। প্রকট ঠোঁট আর দাঁত। দেহ ঠান্ডা, আড়ষ্ট— প্রাণবায়ু শূন্যে মিলিয়েছে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে। শুধু মুখের ভাবই নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সাংঘাতিকভাবে তেউড়ে বেঁকে ফ্যানট্যাসটিক চেহারা নিয়েছে। হাতের কাছে টেবিলের ওপর রয়েছে একটা অদ্ভুত যন্ত্র। বাদামি রঙের সরু একটা লাঠি— লাঠির মাথায় মোটা সুতো দিয়ে কষে বাঁধা একটা পাথর— অনেকটা হাতুড়ির মতো। পাশে খাতার পাতা থেকে ছেঁড়া একটা কাগজ— তাতে টানা হাতে জড়ানো অক্ষরে লেখা কয়েকটা শব্দ। দেখল হোমস, তারপর তুলে দিল আমার হাতে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভুরু তুলে বললে— 'দ্যাখো।'

আমি দেখলাম। লণ্ঠনের আলোয় সে-লেখা পড়লাম এবং শিউরে উঠলাম।

লেখাটা এই : 'চারের সংকেত।'

'হে ভগবান! মানে কী এসবের?' বললাম বিমূঢ় কণ্ঠে।

'মানে একটা হত্যা', মৃত ব্যক্তির ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আ? যা ভেবেছিলাম। এই দ্যাখো।'

কানের ঠিক ওপরে চামড়ায় বেঁধা লম্বা, কালো কাঁটার মতো একটা বস্তুর দিকে আঙুল তুলে দেখায় ও।

'কাঁটা বলে মনে হচ্ছে,' বললাম আমি।

'কাঁটাই তো। টেনে নিয়ে দেখ। তবে সাবধান, বিষ মাখানো আছে।'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টেনে তুললাম কাঁটাটা। সহজেই বেরিয়ে এল চামড়া থেকে, দাগ বলতে সে-রকম কিছু রইল না— শুধু একটা লাল বিন্দু ছাড়া— চামড়া যেখানে ফুটো হয়েছিল, সেখানে।

বললাম— 'এ তো দেখছি বড়ো গোলমেলে হেঁয়ালি। পরিষ্কার তো হচ্ছেই না, উলটে আরও গুলিয়ে যাচ্ছে।'

হোমস বললে, 'ঠিক তার উলটোটাই ঘটছে আমার কাছে। প্রতি মুহূর্তে হেঁয়ালি আরও পরিষ্কার হচ্ছে। দু-একটা ব্যাপার এখনও হাতে আসেনি, এলেই সম্পূর্ণ হবে কেসটা।'

চেম্বারে ঢোকবার পর ভুলেই গেছিলাম থেডিয়াস শোল্টোর কথা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁউ মাউ করে সমানে কাঁদছিল আর কাঁপছিল সে— হাতে হাত ঘষে ইনিয়েবিনিয়ে আলাপ করে যাচ্ছিল নিজের মনে। মূর্তিমান আতঙ্ক বলে যদি কিছু থাকে সেদিন তা প্রত্যক্ষ করলাম তার মধ্যে। আচমকা কেঁদে উঠল তীক্ষ্ণ, বিকট কুঁদুলে কণ্ঠে :

'গুপ্তধন নেই! গুপ্তধন নেই! লুঠ হয়ে গেছে গুপ্তধন। ছাদের ফুটো দিয়ে ধরাধরি করে বাক্সটা নামিয়েছিলাম দু-জনে। শেষবারের মতো আমিই ওকে দেখছি জ্যান্ত অবস্থায়। কাল রাতে যাওয়ার সময়ে এই ঘরেই দেখে গেছি ওকে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুনেছিলাম— তালা দিচ্ছিল দরজায়।'

'ক-টা বেজেছিল তখন?'

'দশটা! আজ আর সে নেই— পুলিশ আসবে, আমাকে সন্দেহ করবে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি আমাকেই সন্দেহ করবে! কিন্তু আপনারা কি তাই করবেন? খুনই যদি করতাম তাহলে আপনাদের কি ডেকে আনতাম? কী সর্বনাশ। আমি কি পাগল হয়ে যাব?'

হাত ঘুরিয়ে, ছুড়ে, নাচিয়ে ক্ষিপ্ত নৃত্য শুরু করে দিলে থেডিয়াস।

কাঁধে হাত রাখল হোমস। বললে কোমল কণ্ঠে, 'ভয় কী মি. শোল্টো। মিছে ঘাবড়াচ্ছেন। যা বলি তাই করুন। গাড়ি নিয়ে সোজা থানায় যান। পুলিশকে সব খুলে বলুন। ফিরে এসে এখানেই পাবেন আমাদের।'

আচ্ছন্ন অবস্থায় হুকুম প্রতিপালন করল খুদে ব্যক্তি। হোঁচট খেতে খেতে নেমে গেল অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে।

৬। হাতেনাতে দেখাল শার্লক হোমস

দু-হাত ঘষে শার্লক হোমস বললে, 'হাতে আধঘণ্টা সময় পাওয়া গেছে ওয়াটসন। সদ্ব্যবহার করা যাক! কেসটা আমি মেরে এনেছি। তবে আত্মবিশ্বাস জিনিসটা বেশি থাকা ভালো নয়— ভুল হতে পারে। ওপর-ওপর জলের মতো সোজা কেস মনে হলেও কে জানে তলায় দারুণ ঘোর প্যাঁচ আছে কিনা।'

'জলের মতো সোজা বলছ।' আমি তো হতভম্ব।

'সোজাই তো।' এমনভাবে বলল হোমস যেন ডাক্তারি ক্লাসে কঠিন রোগের নিদান শোনাচ্ছে ছাত্রদের। এককোণে বসে থাক, তোমার পায়ের ছাপ দিয়ে জট পাকিয়ে দিয়ো না কেসটাকে। এবার নামা যাক কাজে। পয়লা হেঁয়ালি হল এই : আততায়ীরা এসেছে কোন পথে, গেছেই-বা কোনদিক দিয়ে? কাল রাত থেকে দরজা খোলা হয়নি। কিন্তু জানলাটা? জানলার ধারে লম্ফ নিয়ে গিয়ে গোবরাটটা দেখতে দেখতে নিজের মনে উচ্চকণ্ঠে যা বলে গেল হোমস তা এই— 'জানলার ছিটকিনি ভেতর দিকে। ফ্রেম শক্ত। পাশে কবজা নেই। খুলে দেখা যাক। নাগালের মধ্যে জলের পাইপ নেই। ছাদও নাগালের বাইরে। তা সত্ত্বেও

একটা লোক জানলা দিয়ে ঢুকেছিল ঘরে। সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল কাল রাতে। গোবরাটের কাদায় এই তো একটা পায়ের ছাপ। একটা গোলমতো কাদার দাগও দেখেছ এখানে। মেঝেতেও রয়েছে দাগটা, রয়েছে টেবিলের পাশেও। ওয়াটসন, নিজে দ্যাখো, নিজে দ্যাখো। হাতেকলমে শিখতে যদি চাও তো নিজের চোখে দেখে যাও!'

কাদার চাকতির মতো গোলাকার দাগগুলোর দিকে চাইলাম!

বললাম, 'এ তো পায়ের ছাপ নয়।'

'আমাদের কাছে এ-জিনিসের মূল্য তার চাইতেও অনেক বেশি। এ হল কাঠের খোঁটার ছাপ। গোবরাটটা দেখ— একটা ভারী বুটের ছাপ দেখতে পাবে— চওড়া ধাতুর গোড়ালি লাগানো বুটজুতো। ঠিক তার পাশেই দেখতে পাবে কাঠের খোঁটার দাগ!'

'কাঠের পা-ওলা লোক।'

'ঠিক ধরেছ, সঙ্গে যে ছিল সে কিন্তু শক্তসমর্থ চটপটে। ডাক্তার, পারবে ওই দেওয়াল বেয়ে উঠতে?'

খোলা জানলা দিয়ে তাকালাম বাইরে। চাঁদের আলোয় এখনও ঝকঝক করছে বাড়ির কোনা। জমি থেকে ষাট ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে আমি— ইটের দেওয়াল এত মসৃণ যে পায়ের আঙুল রাখবার জায়গা পর্যন্ত নেই।

'অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব!' বললাম আমি।

'স্যাঙাত না-থাকলে অসম্ভব বই কী! কিন্তু যদি তোমার একজন দোস্ত থাকে ওপরে— এই ঘরে? ওই যে দড়িটা তাগাড় করা রয়েছে সিঁড়ির গোড়ায়, ওই দড়ির একটা দিক দেওয়ালের এই বিরাট হুকটার সঙ্গে বেঁধে যদি অন্য দিকটা ঝুলিয়ে দেয় নীচে? তাহলে কিন্তু তোমার একটা ঠ্যাং যদি কাঠেরও হয়, আর যদি দিব্বি তাগড়াই মজবুত স্বাস্থ্য তোমার থাকে, দড়ি বেয়ে উঠে আসা এমন কিছু কঠিন হবে না তোমার পক্ষে। কাজ শেষ করে অবশ্য বেরিয়ে যাবে যে-পথে এসেছ সেই পথেই। তোমার স্যাঙাতও দড়ি টেনে তুলে হুক থেকে খুলে ছুড়ে ফেলে দেবে মইয়ের গোড়ায়, জানলা টেনে বন্ধ করে ভেতর থেকে দেবে ছিটকিনি এবং যে-পথে এসেছিল ঘরে সেই পথেই যাবে বেরিয়ে।' দড়িটায় আঙুল বুলোতে বুলোতে বলল হোমস— ছোট্ট হলেও আর একটা পয়েন্ট কিন্তু খেয়াল রেখ। কাঠের ঠ্যাংঅলা বন্ধুটি দড়ি বেয়ে দিব্বি উঠে এলে কী হবে, পেশায় সে খালাসি নয়। হাত তেমন কড়া পড়া নয়। লেন্সের মধ্যে দিয়ে দড়ির শেষের দিকে— যা থেকে বোঝা যায় যে বেচারি হাত ফসকে সরসর করে নেমে গিয়েছিল নীচে— তাতেই ছালচামড়া উঠে গিয়েছিল তালু থেকে।

'সব তো বুঝলাম, কিন্তু ধাঁধা তো আরও জটিল হয়ে গেল। রহস্যজনক এই স্যাঙাতটি ঘরের মধ্যে এল কী করে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যাঙাত! অনেক রহস্যই ঘিরে আছে তাকে—আছে অনেক 'ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট'। চিন্তামগ্নভাবে আমার কথাগুলিই যেন আউড়ে গেল হোমস। 'কেসটা একেবারেই মামুলি হয়ে যেত সে না-থাকলে। আমার কী মনে হয় জান, এক ঠেঙে আততায়ীর স্যাঙাতটি এদেশে অপরাধের একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করে গেল। এদেশে নতুন হলেও, ভারতবর্ষে

এ-জাতীয় অপরাধ আকছার ঘটছে। যদ্দুর মনে পড়ে, সেনেগামবিয়ায়[১] ঠিক এ-জাতীয় একটা ঘটনা ঘটেছিল।'

আমি একগুঁয়ে স্বরে ফের বললাম, 'কী করে সে ভেতরে এল আগে বলো। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে, দেওয়াল বেয়ে জানলায় ওঠা অসম্ভব, তবে কি চিমনির মধ্য দিয়ে?'

'সম্ভব নয়। ঝাঁঝরি অত্যন্ত সরু তোমার আগেই তা ভাবা হয়ে গেছে।'

'তাহলে?' আমি ছাড়বার পাত্র নই।

মাথা নাড়তে নাড়তে হোমস বললে, 'তবুও আমার নীতিসূত্র প্রয়োগ করতে চাও না। কতবার আর বলব তোমাকে যে অসম্ভবটা খারিজ করার পর যা পড়ে থাকবে— যত উদ্ভটই তা হোক না সার সত্য সেইটাই? আমরা জেনেছি জানলা দিয়ে সে আসেনি। দরজা দিয়েও আসেনি, চিমনি দিয়েও নামেনি। ঘরের মধ্যেও লুকিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়, কেননা ঘাপটি মারার মতো তেমন জায়গাও নেই। তাহলে সে এল কোত্থেকে?'

'ছাদের ফুটো দিয়ে।' বললাম সবিস্ময়ে।

'ছাদের ফুটো দিয়ে। ওই পথেই তাকে নামতে হয়েছে নীচে— আর কোনো রাস্তা নেই ঘরে ঢোকবার। লম্ফটা ধরো— উঠে গিয়ে গবেষণা চালিয়ে আসি ছাদের ঘরে— যে-ঘরে পাওয়া গেছে গুপ্তধনের বাক্স।'

মই বেয়ে উঠে গেল হোমস। দু-হাতে দুটো বরগা ধরে ঝুলতে ঝুলতে শরীর তুলে নিলে চিলেকোঠায়। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে লম্ফটা নিল আমার হাত থেকে। মই বেয়ে আমিও উঠে গেলাম চিলেকোঠায় একই পন্থায়।

ছোটো কুঠরিটা আকারে সত্যিই খুব ছোটো— লম্বায় দশফুট, চওড়ায় ছ-ফুট। মেঝে বলতে সারি সারি বরগার তলায় কাঠের বাতা আর চুনবালির পলেস্তারা। ঘরের মধ্যে তাই হাঁটতে গেলে এক বরগা থেকে আরেক বরগায় পা দিয়ে হাঁটতে হয়। আসবাবপত্র একদম নেই। মেঝেভরতি বহু বছর সঞ্চিত পুরু ধুলো। ছাদটা চুড়োর মতো এক জায়গায় গিয়ে মিশেছে— নিঃসন্দেহে বাড়ির আসল ছাদের ভেতরের দিকে।

ঢালু দেওয়ালে হাত বুলিয়ে বলল শার্লক হোমস, 'এই দেখ ঠেলা দরজা— ছাদে যাওয়ার পথ। এই দেখ ঠেলা মারতেই ফাঁকা হয়ে গেল— ছাদ দেখা যাচ্ছে— আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে গেছে। পয়লা নম্বর আততায়ীর আবির্ভাব ঘটেছিল এই পথেই। এবার দেখা যাক তার ব্যক্তিসত্তার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা।'

লম্ফ নামিয়ে মেঝের কাছে আনল হোমস। সঙ্গেসঙ্গে যেন চমকে উঠল— এ-রকম চকিত মুখচ্ছবি আজ রাতে আর একবার দেখেছি। দৃষ্টি অনুসরণ করতে গিয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল আমার— বেশ বুঝলাম ঠান্ডা হয়ে আসছে গা-হাত-পা। মেঝে ভরতি কেবল পায়ের ছাপ— অগুনতি পদচিহ্ন— সুস্পষ্ট, ধ্যাবড়া মোটেই নয়। আঙুল থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পরিষ্কার— কিন্তু সে-ছাপ পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের নয়— সাইজে তার অর্ধেক।

বললাম ফিসফিস করে, 'হোমস, এ যে দেখছি বাচ্চা ছেলের কাণ্ড। কী ভয়ংকর!'

মুহূর্তের মধ্যে আত্মস্থ হল হোমস।

বলল, 'বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম একটু। অস্বাভাবিক কিছুই নেই এখানে। স্মৃতি বিদ্রোহ

না-করলে এ-ব্যাপারে তোমাকে আগেই বলতে পারতাম। আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না— চলো নীচে যাই।'

নীচের ঘরে আসবার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'পায়ের চিহ্ন সম্বন্ধে তোমার তত্ত্বটা এবার বলো শুনি।'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিল হোমস, 'ভায়া ওয়াটসন, নিজে বিশ্লেষণ করো। আমার পদ্ধতি তুমি জান। প্রয়োগ করে দ্যাখো কী পাও। তাতে শিখতে পারবে।'

'আসল ঘটনা কিছু জানা যাবে বলে তো মনে হয় না। আমার মাথায় অন্তত কিছু আসছে না।'

'এখুনি এসে যাবে', ছাড়া ছাড়া সুরে বললে হোমস। 'দরকারি আর কিছু এখানে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, তবুও দেখা যাক।'

পকেট থেকে ফিতে আর লেন্স বার করে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরময় চরকিপাক দিতে শুরু করল বন্ধুবর। লম্বা নাকটা রইল কাঠের তক্তাগুলোর কয়েক ইঞ্চি দূরে। পাখির চোখের মতো কোটরাগত পুঁতি-সদৃশ চোখ দুটো যেন জ্বলতে লাগল ভেতরের উত্তেজনায়। ফিতে দিয়ে কখনো মেপে, কখনো এক মাপের সঙ্গে আর এক মাপ মিলিয়ে নিয়ে। কখনো চুল চেরা চোখ লেন্সের মধ্যে দিয়ে ধুলোবালি কাঠ পেরেক পরীক্ষা করে হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল ঘরের সর্বত্র। দ্রুতসঞ্চারী ব্লাডহাউন্ড যেমন নিঃশব্দে কিন্তু ক্ষিপ্রবেগে ছোটে গন্ধের পেছনে, শার্লক হোমসও তেমনি ঝড়ের মতো পরীক্ষা করছে। অদৃশ্য সূত্রকে দৃশ্যমান করতে চাইছে। মেঝের কাছে নাক নামিয়ে দেখেশুনে তাজ্জব হয়ে গেলাম। এ-মানুষ যদি অপরাধী হত, আতীক্ষ্ণ এই বুদ্ধিবৃত্তি আর উদ্যম অপরাধী অন্বেষণে না-লাগিয়ে অপরাধ অনুষ্ঠানে বিনিয়োগ করত, তাহলে ওর মতো ভয়ংকর ক্রিমিন্যাল এদেশে আর দু-টি থাকত না। শিকারী কুকুরের মতোই শুঁকে শুঁকে ঘর দেখতে দেখতে নিজের মনেই বকর বকর করে চলেছিল হোমস। আচমকা গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল বিপুল আনন্দে।

'কপাল ভালো আমাদের। খুব একটা অসুবিধে আর হবে না। নম্বর ওয়ানের কপাল খারাপ। ক্রিয়োসোট[২] মাড়িয়ে ফেলেছে। কার্বয় চিড় খেয়েছে, ক্রিয়োসোট মেঝেতে পড়েছে, নম্বর ওয়ান বেচারা তাতে পা দিয়ে ফেলেছে। দেখে যাও ভায়া, নিজের চোখেই দেখে যাও ছোটো পায়ের পরিষ্কার ছাপখানা— হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইখানে, উৎকট গন্ধওলা ও ক্রিয়োসোটের ঠিক পাশটিতে।'

'কিন্তু তাতে হল কী?'

'কী আবার হবে, নম্বর ওয়ান মুঠোয় এসে গেল। পৃথিবীর আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এই গন্ধ শুঁকে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে এমন একটা কুকুরকে আমি চিনি। শিকারি কুত্তার দল যদি হেরিং মাছের[৩] গন্ধ শুঁকে গোটা একটা জেলা পেরিয়ে যায়, বিশেষভাবে শেখানো হাউন্ড উৎকৃষ্ট গন্ধ শুঁকে যাবে কদ্দূর? ত্রৈরাশিক অঙ্কের মতো দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা। উত্তরটা হবে... আরে সর্বনাশ! দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা দেখছি এসে গেছে।'

গুরুভার পদশব্দ এবং উচ্চকণ্ঠের হট্টগোল শোনা গেল নীচের তলায়— দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল হল ঘরের দরজা।

হোমস বললে, 'ওরা আসার আগে একটা কাজ করো। বেচারার হাত আর পায়ে তোমার হাত রাখো। কী বুঝলে?'

'কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে মাসল।'

'ঠিক তাই। রাইগর মর্টিসেও[৪] হাত-পা এত শক্ত হয় না— এখন যা হয়েছে। মুখের বিকট খিঁচুনি, ঠোঁট আর দাঁতের কপট হাসির সঙ্গে হাত-পায়ের অদ্ভুত শক্ত অবস্থাটা মিলিয়ে দ্যাখো এখন কিছু পাওয়া যায় কিনা। কী মনে হচ্ছে?'

'মৃত্যু হয়েছে এমন একটা অ্যালকালয়েড দরুন যা সংগ্রহ করা হয়েছে গাছপালা বা লতাপাতা থেকে; শক্তিশালী বিষেরা অনেকটা স্ট্রিকনিনের মতো রক্তে মিশতেই ধনুষ্টংকারের[৫] বিক্ষেপ দেখা দিয়েছে।

'মুখের পেশি টান-টান অবস্থা দেখামাত্র কিন্তু ঠিক এই কথাই আমি ভেবেছিলাম। তাই ঘরে ঢুকে আগে খুঁজেছিলাম রক্তের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার অস্ত্রটা। তুমিও দেখেছ জিনিসটা। সামান্য একটা কাঁটা, আলগোছে ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে মাথার চামড়ায়। এবার লক্ষ করো যেখানে কাঁটাটা ফুটেছে সে-জায়গাটা ফেরানো রয়েছে সিলিংয়ের দিকে— চেয়ারে সিধে হয়ে বসে থাকা অবস্থাতেই তা হয়েছে। এবার পরীক্ষা করো কাঁটাটা।'

অনিচ্ছুকভাবে কাঁটাটা নিয়ে ধরলাম লম্ফর সামনে! লম্বা কালো এবং বেশ ছুঁচালো কাঁটা। মুখের কাছে আঠা-আঠা মতো কী যেন চকচক করছে— শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। ভোঁতা দিকটা ছুরি দিয়ে চেঁছে গোল করে রাখা হয়েছে।

হোমস জিজ্ঞেস করল, 'ইংলন্ডের কাঁটা কি?'

'না, না, মোটেই না।'

'তাহলে দ্যাখো মালমশলা যা পাওয়া গেল তা থেকে একটা ন্যায্য সিদ্ধান্তে আসা যাবে। নিয়মিত কাহিনি অবশ্য এসে গেছে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পশ্চাদপসরণই করা কর্তব্য।'

গুরুভার পদশব্দ একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল কাছে। শব্দ বেড়ে গেল করিডরে আসার পর। তার পরেই, হোমসের মুখের কথা ফুরোনোর আগেই দুমদাম শব্দে ভারিক্কি চালে ঘরে ঢুকল রীতিমতো মোটাসোটা একটি লোক— পরনে ধূসর বর্ণের সুট। হোঁতকা চেহারা, অতিরিক্ত লাল রক্ত-ঠাসা মুখাবয়ব। চোখের নীচে ছোটো থলির মতো ডুমোডুমো মাংস ঝুলছে এবং এই ফুলোর মধ্যে থেকে ভারি অদ্ভুত এক জোড়া অতি খুদে কিন্তু চিকমিকে চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে রয়েছে সামনে। পেছন পেছন এল ইউনিফর্মধারী একজন ইনস্পেক্টর এবং থেডিয়াস শোল্টো— মুখচোখ দেখে বোঝা গেল বুকের মধ্যে তখনও ঢেঁকির পাড় পড়ছে সমানে।

হোঁতকা লোকটা ঘরে ঢুকেই বললে ঘসঘসে ভোঁতা গলায়, 'বাঃ কারবার গরম দেখছি। চমৎকার! চমৎকার! কিন্তু এরা কারা? বাড়ি বোঝাই এত খরগোশের গর্ত কেন?'

প্রশস্ত কণ্ঠে হোমস বললে, 'আমাকে তো আপনার চেনা উচিত, মি. অ্যাথেনি জোন্স।'

'আরে শার্লক হোমস যে! তাত্ত্বিক মি. শার্লক হোমস। বেশ মনে আছে আপনাকে। বিশপগেট[৬] জুয়েল কেসে কার্যকারণ আর সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনার সারগর্ভ লেকচার কি

ভোলবার? তদন্তের ঠিক পথ আপনিই ধরিয়ে দিয়েছিলেন মানছি। তবে কী জানেন, স্রেফ কপালজোরেই তা পেরেছিলেন— খুব একটা যুক্তি পরামর্শ দেখাতে পারেননি।'

'দেখাবার সুযোগও অবশ্য ছিল না— খুবই সোজা যুক্তির কেস।'

'আরে রাখুন! পারেননি সেটা স্বীকার করতে লজ্জা কীসের? যাকগে, এখানকার কেস তো দেখছি বেশ ভালোই! কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড রে বাবা! ভেরি ব্যাড! ভেরি ব্যাড! তত্ত্বকথা শোনবার সুযোগ একদম নেই— ন্যাড়া ঘটনা, চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মতো ব্যাপার! কপাল ভালো অন্য কেস নিয়ে নরউডে হাজির ছিলাম! খবর যখন পৌঁছল, আমিও তখন ফাঁড়িতে। লোকটা কীসে মরল মনে হয়?'

'এ-কেসে তত্ত্বকথা শোনবার সুযোগ কোথা,' শুষ্ক কণ্ঠে বললে হোমস।

'তা ঠিক। তা ঠিক তবে মাঝে মাঝে তত্ত্ব আউড়ে আলটপকা কাজ হাসিল করে ফেলেন তো। কী সর্বনাশ! দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল দেখছি। পাঁচ লাখ পাউন্ডের মণিমুক্তো উধাও! জানলা খোলা ছিল না বন্ধ ছিল?'

'বন্ধ ছিল। কিন্তু গোবরাটে পায়ের ছাপ আছে।'

'বটে, বটে। জানলা যদি বন্ধই থাকে, তাহলে সে পায়ের ছাপের সঙ্গে এ-কেসের কোনো সম্পর্ক নেই। কমনসেন্স মশায়, সাধারণ বুদ্ধি। লোকটা হয়তো এমনিতেই মারা গেছে, তড়কা হয়েছিল নিশ্চয়। রত্নবাক্সটা অবশ্য উধাও হয়েছে। হ্যা! মাথায় এসেছে একটা তত্ত্ব। এ-রকম বুদ্ধি মাঝে মাঝে এসে যায় মাথায়। সার্জেন্ট— বাইরে যান। মি. শোল্টো— আপনিও যান বাইরে— আপনার বন্ধুরা ভেতরেই থাকবেন। হোমস কী মনে হয় বলুন তো? শোল্টো নিজেই স্বীকার করেছে কাল রাতে এখানে ও ছিল ভাইয়ের সঙ্গে। তড়কায় মারা গেল ভাই, হিরের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে গেল শোল্টো! কী? কী মনে হয়?'

'তারপর মড়াটা দিব্বি উঠে দাঁড়িয়ে ভেতর থেকে দরজায় তালাচাবি দিয়ে এসে ফের বসে পড়ল চেয়ারে। কেমন?'

'হুম! গলতি রয়েছে দেখছি। তাহলে আবার কমনসেন্স খাটানো যাক। ভাইয়ের সঙ্গে এই ঘরেই ছিল থেডিয়াস শোল্টো। একটা ঝগড়াও হয়েছিল। এই পর্যন্ত খবর কিন্তু আমরা জেনেছি। ভাইটি যে তারপর মারা গিয়েছে এবং হিরে মানিকের বাক্স উধাও হয়েছে— তা-ও আমরা জেনে বসে আছি। থেডিয়াস বিদেয় হওয়ার পর থেকে তার ভাইকে আর কেউ দেখেনি, বিছানাতেও শোয়নি ভাইটি। থেডিয়াস শোল্টো অত্যন্ত উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় রয়েছে— বেসামাল। চেহারাটাও আর— ইয়ে, মোটেই আহামরি নয়। বুঝছেন নিশ্চয় জালে ফেলছি থেডিয়াসকে— এবার গুটিয়ে আনব জালের মুখ।'

হোমস বললে, 'অনেক ঘটনাই এখনও আপনার অজানা। এই যে কাঠের টুকরোটা দেখছেন— সামান্য একটা কাঁটা— এটা কিন্তু লোকটার কানের ওপরে মাথার চামড়ায় গাঁথা ছিল— এখনও দাগ দেখতে পারেন। আমার বিশ্বাস কাঁটাটায় বিষ মাখানো আছে। টেবিলে কাগজটা ছিল— দেখতেই পাচ্ছেন কী লেখা রয়েছে কাগজে। তার পাশেই বাঁধা হাতুড়ির মতো অদ্ভুত এই জিনিসটা। এখন বলুন আপনার তত্ত্বে ওইসব খাওয়াবেন কী করে।'

'বেশ ভালোভাবেই খাপ খেয়ে যায়,' জাঁকালো গলায় বললে মোটা গোয়েন্দা। 'বাড়ি বোঝাই তো দেখছি কেবল ইন্ডিয়ান কিউরিয়সিটি— ভারতবর্ষ থেকে আমদানি হরেকরকম দুষ্প্রাপ্য জিনিস। থেডিয়াস শোল্টো কাঁটাটা জোগাড় করেছে এর মধ্যে থেকেই— আর যদি তাতে বিষ মাখানোই থাকে, তাহলে বুঝতে হবে মতলবটা ছিল খুন করার। কার্ডটা স্রেফ ধোঁকাবাজি— পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা। সমস্যা একটাই— ঘর থেকে বেরোল কীভাবে শোল্টো? আ! পেয়েছি! ছাদে একটা ফুটো করা হয়েছে দেখছি!'

গতরের তুলনায় রীতিমতো ক্ষিপ্রবেগে দৌড়ে গিয়ে তরতর করে মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল হোঁতকা গোয়েন্দা— গুটিসুটি মেরে ঢুকে পড়ল সংকীর্ণ চিলেকোঠায়। পর মুহূর্তে শুনলাম উল্লসিত কণ্ঠ— ঠেলা দরজা আবিষ্কার করে ফেলেছি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, 'মাঝে মাঝে বুদ্ধি খেলে যার মাথায়, আবিষ্কার তো সে করবেই!' তারপর একটা প্রবচন আউড়ে গেল ফরাসি ভাষায়।

মই বেয়ে নামতে নামতে বললে অ্যাথেলনি জোন্স, 'দেখলেন তো, তত্ত্বের চেয়ে ঘটনা অনেক ভালো। এ-কেসে আমার ভাবনাই শেষপর্যন্ত ঠিক হবে। ছাদে যাওয়ার ঠেলা দরজা রয়েছে চিলেকোঠায়— একটু খোলাও রয়েছে দরজাটা।'

'আমি খুলেছি।'

'তাই নাকি! আপনি খুলেছেন! দরজাটা তাহলে আপনিও দেখেছেন!' দমে গেল বেচারা অ্যাথেলনি জোন্স। 'মরুকগে, আবিষ্কার যেই করুক না কেন, খুনি পালিয়েছে কোন পথে, তা তো জানা গেল। ইনস্পেকটর!'

'ইয়েস, স্যার।' সাড়া এল বাইরের করিডর থেকে।

'মি. শোল্টোকে পাঠিয়ে দাও ভেতরে। মি. শোল্টো, আমার কর্তব্য আপনাকে সাবধান করে দেওয়া— এখন থেকে যা বলবেন তা আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি রানির নামে!'

'কী হল! বলিনি আপনাদের?' দু-হাত শূন্যে নিক্ষেপ করে একবার আমার আর একবার হোমসের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বললে বেচারা শোল্টো।

হোমস বললে, 'কিছু ভাববেন না। আমি আপনাকে খালাস করব।'

'আরে আরে করেন কী মি. তত্ত্ববাদী, আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়ে দেওয়ার কথা দিচ্ছেন? ভুল করছেন, মি. তত্ত্ববাদী, ভুল করছেন, প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ডিটেকটিভ। শেষকালে হালে পানি পাবেন না।'

'মি. জোন্স, আমি শুধু ওঁকে খালাসই করব না, কাল রাতে এ-ঘরে যে দু-জন লোক হাজির ছিল, তাদের একজনের নাম আর চেহারার বিবরণও আপনাকে উপহার দেব! আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার নাম জোনাথন স্মল। লেখাপড়া বেশি শেখেনি, ছোটোখাটো চেহারা, কিন্তু খুব চটপটে, ডান পা-টা নেই। পায়ের জায়গায় লাগানো আছে একটা কাঠের খোঁটা— ভেতর দিকটা ক্ষয়ে গেছে। বাঁ-পায়ের ভারী বুটের সামনের দিকটা চৌকোনা থ্যাবড়া। গোড়ালিতে লাগানো আছে একটা লোহার বেড়। বয়েসে মাঝামাঝি, রোদে ঝলসানো চেহারা, দাগি

আসামি। এতেই আপনার কাজ হবে। নিন আর একটা ফাউ। লোকটার হাতের তালুতে বেশ কিছু চামড়া দেখবেন নেই। অন্য লোকটা—'

'আ! অন্য লোকটা?' নাক কুঁচকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কণ্ঠে ঘৃণা বৃষ্টি করলেও জোন্সের সাগ্রহ হাবভাব দেখে বোঝা গেল ওষুধ ধরেছে।

'একটু অদ্ভুত টাইপের!' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল শার্লক হোমস। অবশ্য আশা রাখছি শিগ্‌গিরই আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব দু-জনকে। ওয়াটসন, এসো কথা আছে।'

সিঁড়ির মাথায় আমাকে নিয়ে এল হোমস।

বলল, 'হঠাৎ এই ঘটনার ফলে যে জন্যে আসা তা কিন্তু শিকেয় উঠল।'

বললাম, 'আমিও তাই ভাবছি! এ-অবস্থায় অভিশপ্ত এই বাড়িতে মিস মর্স্টানের আর থাকা উচিত নয়।'

'মোটেই নয়। তুমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। উনি থাকেন লোয়ার ক্যামবারওয়েলে মিসেস সিসিল ফরেস্টারের সঙ্গে— খুব বেশি দূর নয় এখান থেকে। গাড়ি নিয়ে ফিরে এসো— অপেক্ষায় থাকব। নাকি ক্লান্ত বোধ করছ?'

'একদম না। ফ্যানট্যাসটিক এই কারবারের শেষপর্যন্ত না-জেনে জিরোতে পারব বলে মনে হয় না। অনেক ধকল গেছে এই জীবনে, কিন্তু আজ রাতে পর-পর যেসব অদ্ভুত চমকের মধ্যে দিয়ে গেলাম— তাতে আমার ধাত ছেড়ে গিয়েছে। এত দূর যখন এসেছি, তোমার সঙ্গে থেকে শেষ না-দেখে যাচ্ছি না।'

'অনেক কাজ দেবে তুমি আমার সঙ্গে থাকলে। দু-জনে মিলে আলাদা তদন্ত করে ফয়সালা করব কেসটার— হাঁদা জোন্স গড়ে মরুক ওর তাসের প্রাসাদ। মিস মর্স্টানকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার পর আমার ইচ্ছে তুমি ল্যামবেথে[৭] যাও। সেখানে জলের ধারে পাবে তিন নম্বর পিনচিন লেন, ডান দিকের তৃতীয় বাড়ি। শেরম্যান বলে একজন লোক থাকে সেখানে। মরা পাখির পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার করে খড়কুটো ঠেসে বিক্রি করে। জানলায় দেখবে একটা খরগোশকে ধরে আছে একটা বেজি। দরজায় ধাক্কা দিয়ে টেনে তুলবে বুড়ো শেরম্যানকে। আমার নাম করে বলবে টোবিকে এখুনি চাই। গাড়িতে চাপিয়ে টোবিকে নিয়ে সোজা চলে আসবে এখানে।'

'টোবি মানে একটা কুকুর তো?'

'হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত দো-আঁশলা কুকুর। গন্ধ শুঁকে শিকার ধরবার আশ্চর্য ক্ষমতা রাখে। লন্ডনের পুরো গোয়েন্দা বাহিনির বদলে শুধু টোবির সাহায্য পেলেই আমি বর্তে যাব।'

'আমি নিয়ে আসছি টোবিকে। এখন বাজে একটা। তেজি ঘোড়ার গাড়ি পেলে ফিরে আসব তিনটের আগেই।'

'আমি ততক্ষণ বার্নস্টোনের পেট থেকে কিছু খবর বার করা যায় কিনা দেখি। মি. থেডিয়াসের মুখে শুনেছি ভারতীয় চাকরটা থাকে পাশের চিলেকোঠায়— তাকেই টোকা দিয়ে দেখা যাক যদি কিছু জানা যায়। বাকি সময়টা গ্রেট জোন্সের গোয়েন্দাগিরি দেখে আর চাষাড়ে বিদ্রূপ হজম করে কাটিয়ে দেব। এ-ব্যাপারে কিন্তু অনেক সারগর্ভ মন্তব্য করে গেছেন কবি গ্যেটে।'[৮]

৭। পিপে উপাখ্যান

সঙ্গে একটা ছ্যাকড়াগাড়ি এনেছিল পুলিশ। সেই গাড়িতে মিস মর্স্টানকে বাড়ি নিয়ে গেলাম। মেয়েরা একদিক দিয়ে সত্যিই দেবী। নিজের চাইতে দুর্বল মেয়ের সামনে ভেঙে তো পড়েই না, উলটে প্রবোধ দিয়ে যায়। ভয়াতুরা হাউসকিপারের সামনে শান্ত সমুজ্জ্বল মুখে সব ঝক্কিই সয়ে গেছে মিস মর্স্টান— প্রশান্ত আচরণ দেখে বোঝাই যায়নি ভেতরে তাঁর কী চলছে, গাড়িতে উঠে কিন্তু ভেঙে পড়লেন। প্রথমে মূর্ছা গেলেন, তারপর সে কী কান্না! এত রাতে এত অ্যাডভেঞ্চার সইতে পারবেন কেন? পরে আমাকে বলেছিলেন, সে-রাতে আমি নাকি সারাপথ নির্লিপ্তভাবে বসেছিলাম— যেন দূরের মানুষ! বেচারা! ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি কী তুমুল তুফান উঠেছিল আমার ছোট্ট বুকের খাঁচায় এবং কী অপরিসীম সংযমবলে ভাবোচ্ছ্বাসকে চেপে রেখে বসেছিলাম গাড়িতে। আমার প্রেম, আমার সমবেদনা কিন্তু স্পর্শ করেছিল বই কী তাঁকে— যে-মুহূর্তে বাগানের পথে হাতে হাত দিয়েছিলাম— উজাড় করে দিয়েছিলাম আমার বুকভরা ভালোবাসা। বহু বছরের গতানুগতিক অভিজ্ঞতায় যা সম্ভব হত না— এক রাতের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তা সম্ভব হয়েছিল। মিস মর্স্টানের সুমিষ্ট, অকুতোভয় প্রকৃতিকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম। তা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে ভালোবাসার কথা বার করতে পারিনি শুধু দুটো চিন্তার জন্যে। অসহায় দুর্বল মুহূর্তে ভালোবাসার কথা চাপিয়ে দেওয়া অশোভন— দেহে মনে, যিনি ভেঙে পড়েছেন তাঁকে এসব কথা বলা যায় না। তার চাইতেও যাচ্ছেতাই যা, তা হল আমাদের দু-জনের অসম আর্থিক অবস্থা। উনি এই মুহূর্তে সাংঘাতিক ধনবতী। হোমসের গবেষণা যদি সফল হয়, তাহলে পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের স্বত্বভোগী হবেন উনি একা। এমতাবস্থায় দৈব আমাদের পাশাপাশি এনেছে বলে আমার মতো একজন আধা মাইনের রিটায়ার্ড ডাক্তারের কি উচিত সেই সুযোগ নেওয়া? যদি একটা খারাপ ধারণা করে বসে আমার সম্পর্কে? যদি ভাবেন আমার আসল মতলব ভাগ্য ফেরানো এবং প্রকৃতি অত্যন্ত নীচ? পাছে এমন একটা কিছু ভেবে বসেন, তাই ঝুঁকি নিতে পারলাম না কোনোমতেই। দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতোই আমাদের মাঝে খাড়া রইল মণিমুক্তো।

দুটো নাগাদ পৌঁছোলাম মিসেস সিসিল ফরেস্টারের বাড়ি। চাকরবাকর সব শুয়ে পড়েছিল কিন্তু জেগে বসেছিলেন মিসেস ফরেস্টার। মিস মর্স্টান সেই অদ্ভুত চিঠিটা পাওয়ার পর উনিও খুব উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। দরজা খুললেন নিজেই। মধ্যবয়সি সম্ভ্রান্ত মহিলা। মিস মর্স্টানের কোমর মায়ের মতো জড়িয়ে ধরলেন, মায়ের মতো স্নেহ কোমল কণ্ঠে সম্বোধন করলেন। দেখে মনটা ভরে উঠল আনন্দে। মিস মর্স্টান এ-বাড়ির মাইনে-করা কেউ নয় যেন— পরম বন্ধু। সম্মান সেইরকমই। আলাপ পরিচয় হওয়ার পর মিসেস ফরেস্টার ভেতরে এসে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি শোনাতে অনুরোধ করলেন আন্তরিকভাবে। তখন বললাম কী গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিয়ে বেরিয়েছি আমি। কথা দিলাম, পরে আসব। যখন যা ঘটবে জানিয়ে যাব। চলে আসতে ঘাড় ফিরিয়ে আবার দেখলাম মন-ভরানো সেই দৃশ্য। অশান্তিপূর্ণ ভয়ঙ্কর রাতে এমন একটা শান্তির নীড় দেখেও মনটা হালকা হয়। খাঁটি ইংলিশ গেরস্থালি— শান্তিতে টইটম্বুর। আধখোলা দরজার সামনে সিঁড়ির ধাপে আলিঙ্গনাবদ্ধ দু-টি সম্ভ্রান্ত মহিলা—

রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে বাইরে ঠিকরে আসছে হলঘরের আলো, দেখা যাচ্ছে ব্যারোমিটার[১] আর সিঁড়ির চকচকে রড।

কুচুটে কেসটা মহা গোলমাল শুরু করে দিল মাথার মধ্যে। যতই ভাবি ততই যেন আরও করাল, আরও কালো মনে হতে থাকে। গ্যাসের আলোয় আলোকিত নিস্তব্ধ পথের ওপর গড়গড়িয়ে ছুটছে গাড়ি। ভেতরে বসে অসাধারণ কেসটার গোড়া থেকে ফের চিন্তা করছি নতুন করে। মূল সমস্যাটার জট অবশ্য খুলে এসেছে : ক্যাপ্টেন মর্সটানের মৃত্যু, মুক্তো পাঠানো, বিজ্ঞাপন এবং চিঠি— সবই এখন দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। কিন্তু এই থেকেই এসে পড়েছি আরও গভীর, আরও শোচনীয় রহস্যে। ভারতবর্ষের রত্নবাক্সে, মর্সটানের মালপত্রের মধ্যে পাওয়া একটাই অদ্ভুত নকশা, মেজর শোল্টোর মৃত্যুকালীন বিচিত্র দৃশ্য, রত্নবাক্সের পুনরুদ্ধারের ক্ষণপরে উদ্ধারকারীকে হত্যা। অপরাধসংলগ্ন অতি-অদ্ভুত ঘটনাপরম্পরা, পায়ের ছাপ, আশ্চর্য অস্ত্র, কার্ডে লেখা কথাগুলো— যা ক্যাপ্টেন মর্সটানের নকশায় লেখা কথার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়— সত্যি বড়ো জবর গোলকধাঁধা। আমার রুমমেটটির চাইতে কম বুদ্ধিধর কারো পক্ষে এ-রহস্যের ক্ষীণতম সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টাও দুরাশা মাত্র।

ল্যামবেথের নিম্নমহলের একটা অতি নোংরা রাস্তা হল পিনচিন লেন[২]। দু-পাশে সারি সারি দোতলা বাড়ি। তিন নম্বর বাড়িটার দরজায় বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কা মারার পর তবে সাড়া পাওয়া গেল। আলোর আভা ফুটল খড়খড়ির ফাঁকে। একটা মুখ বেরিয়ে এল ওপরের জানলায়।

বলল, 'দূর হ মাতাল কোথাকার! আর বেশি গোলমাল করলে কুকুর লেলিয়ে দেব— তেতাল্লিশটা কুকুর তোকে ছিঁড়ে খাবে।'

আমি বললাম, 'একটা ছেড়ে দাও— সেইজন্যেই আসা।'

'দূর হ! তবে রে! দাঁড়া আপদ তাড়ানোর মশলা আমার এই ব্যাগেই আছে। এক ফোঁটা মাথায় পড়লেই ঠেলা বুঝবি!'

'আরে গেল যা! আমি আপদ হতে যাব কেন? এসেছি একটা কুকুর নিতে।'

'আবার মুখের ওপর কথা! তিন পর্যন্ত গুনব। তারপরে তোর মাথায় গিয়ে পড়বে গরমমশলার একটা ফোঁটা!'

'মি. শার্লক হোমস'— এই বলে শুরু করেছিলাম— কিন্তু শেষ করতে হল না। জাদুমন্ত্রের মতো কাজ দিল শুধু ওই নামখানা। মুহূর্তের মধ্যে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ওপরের জানলা, এক মিনিট যেতে-না-যেতেই ধড়াম করে খুলে গেল সদর দরজা এবং দরজা জুড়ে সবিনয় মুখে আবির্ভূত হল মি. শেরম্যান— দীর্ঘ, কৃশ, শুষ্ক বৃদ্ধ; ঘাড়টা মোটা দড়ির মতো, কাঁধ ঈষৎ নোয়ানো এবং চোখ নীলচে কাচের চশমায় ঢাকা।

'আসুন, স্যার। ভেতরে আসুন— মি: শার্লক হোমসের বন্ধুর জন্যে এ-বাড়ির দরজা সব সময়ে অবারিত। হুঁশিয়ার! ব্যাজারটার*[৩] কাছ দিয়েও যাবেন না, বড্ড কামড়ে দেয়। কী দুষ্টু! কী দুষ্টু! ভদ্রলোককে খামচাতে শখ হয়েছে বুঝি?' এ-কথাটা বলা হল একটা স্টোট[৪] বেজিকে। খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়ে ক্রূর মাথা আর লাল চোখ বাড়িয়ে চেয়ে ছিল আমার দিকে। 'ঘাবড়াবেন না

* ব্যাজার— বেজি আর ভালুকের মাঝামাঝি চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ।

স্যার। ওর দাঁত নেই— ভেঙে দিয়েছি। ঘরময় ছোটে, গুবরে পোকা খতম করে। প্রথম দিকে ব্যবহারটা খারাপ করে ফেলেছি। গায়ে মাখবেন না। ছোঁড়াগুলো বড্ড জ্বালায়, যখন-তখন কত লোক যে এসে কড়া নাড়ে। এবার বলুন কী চান মি. শার্লক হোমস?'

'তোমার একটা কুকুর।'

'আ! টোবিকে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ। নামটা টোবি-ই বটে।'

'বাঁ-দিকের সাত নম্বরে থাকে টোবি।'

চারপাশের অদ্ভুত প্রাণীদের মাঝখান দিয়ে মন্থর চরণে মোমবাতি হাতে এগুলো বৃদ্ধ। ছায়াময়, অনিশ্চিত আলোয় কেবল চোখে পড়তে লাগল চকচকে ঝকঝকে স্ফুলিঙ্গর মতো বহু চক্ষু নানা কোণ থেকে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। এমনকী মাথার ওপরকার মাচা থেকেও সারিবদ্ধ মোরগ নির্বাকমুখে ঘুমভাঙা মেজাজে একবার এ-পা আর একবার সে-পায়ে ভর দিয়ে চেয়ে রইল আমাদের পানে।

টোবি কুকুরটা দেখলাম অতি কদাকার প্রাণী। ঝোলা কান, লম্বা চুল। গায়ের রং সাদায় আর বাদামিতে মিশোনো, হাঁটে দুলেদুলে হাঁসের মতো অতি বিতিগিচ্ছিরিভাবে। জাত অর্ধেক স্প্যানিয়েল[৫] অর্ধেক লার্চার।[৬] বৃদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ এক ডেলা চিনি দিল আমার হাতে। একটু দ্বিধা করে ডেলাটা আমার হাত থেকে মুখে নিল টোবি— বন্ধুত্ব গড়ে উঠতেই পেছন পেছন এল আমার। উঠে বসল গাড়িতে, নির্বিঘ্নে এল সঙ্গে। প্রাসাদ ঘড়িতে ঢং ঢং করে যখন তিনটে বাজছে, আমি ফিরে এলাম পণ্ডিচেরি লজে। শুনলাম প্রাক্তন বাজি জিতিয়ে লড়াকু ম্যাকমুর্ডোকেও গ্রেপ্তার করে মি. শোল্টোর সঙ্গে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানায়। ফটক পাহারায় ছিল দু-জন কনস্টেবল। ডিটেকটিভের নাম বলতেই ভেতরে যেতে দিল আমাকে কুকুরসমেত।

পকেটে হাত পুরে দাঁতে পাইপ কামড়ে ধরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল হোমস।

'আ! এই তো এসে গেছে আমার টোবি। গুড ডগ! তুমি যাওয়ার পর অনেক কেরদানি দেখাল আথেলনি জোন্স। শুধু থেডিয়াসকেই নয়, হাউসকিপার ইন্ডিয়ান চাকর, এমনকী ফটকের দারোয়ানকে পর্যন্ত ধরে নিয়ে গেছে খুনির শাগরেদ বলে। বাড়ি এখন খালি— ওপর তলায় মোতায়েন আছে কেবল একজন সার্জেন্ট। কুকুর এখানে রেখে চলো ওপরে যাই।'

হল ঘরের টেবিলের পায়ায় টোবিকে বেঁধে আমরা উঠে এলাম ওপরতলায়। ঘর যেমন তেমনি আছে। মাঝের চেয়ারে আসীন নিষ্প্রাণ মূর্তিটিকে কেবল একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া আছে। এককোণে বসে একজন পুলিশ সার্জেন্ট।

'সার্জেন্ট, তোমার লণ্ঠনটা ধার দাও তো,' বলল হোমস। এবার কর্ডটা বাঁধো আমার গলায় যাতে সামনে ঝোলে। ধন্যবাদ। জুতো মোজা খুললাম। ওয়াটসন, নীচে নিয়ে যাও। পাইপ বেয়ে ওঠানামা করতে হবে কিনা। রুমালটা ক্রিয়োসোটে ডুবিয়ে দাও। ওতেই হবে। এবার চিলেকোঠায় এসো আমার সঙ্গে।'

ফুটো দিয়ে গেলাম ওপরে। ধুলোয় আঁকা পায়ের ছাপগুলোয় আবার লণ্ঠনের আলো ফেলল হোমস।

বলল, 'বিশেষভাবে লক্ষ করো ছাপগুলো। বৈশিষ্ট্য কিছু দেখছ?'

'এ-ছাপ হয় বাচ্চা ছেলের, নয় বেঁটে মেয়েছেলের।'

'সাইজ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে?'

'অন্যান্য পায়ের ছাপের মতোই মনে হচ্ছে।'

'মোটেই না। এই দ্যাখো। ডান পায়ের এই ছাপটা দ্যাখো ধুলোর ওপর। আমার খালি পায়ের ছাপ পাশে ফেললাম। সবচেয়ে বড়ো তফাতটা কোথায় বলো তো?'

'তোমার পায়ের আঙুলগুলো গায়ে গায়ে লেগে আছে। অন্যান্য ছাপটায় বেশ ফাঁক ফাঁক।'

'ঠিক ধরেছ। এটাই আসল পয়েন্ট। মনে রেখো পয়েন্টটা। এবার একটা কাজ করো। ঠেলা জানলাটার সামনে যাও— কাঠের ফ্রেমটা শোঁকো। রুমাল নিয়ে আমি আর যাব না— এখানে দাঁড়াচ্ছি।'

হুকুম মতো শুঁকলাম কাঠের ফ্রেম। সঙ্গেসঙ্গে নাকে ভেসে এল আলকাতরাজাতীয় একটা কড়া গন্ধ।

'বেরোনোর সময়ে ওইখানেই প্রথম পা দিয়ে দিয়েছিল আততায়ী। গন্ধ যখন তোমার নাকে এসেছে টোবির নাকেও আসবে। যাও এবার নীচে গিয়ে কুকুরটাকে ছেড়ে দাও।'

দৌড়ে বাইরে নেমে এলাম— ততক্ষণে শার্লক হোমস ছাদে উঠে পড়েছে। আলসের ওপর দিকে একটা অতিকায় জোনাকি পোকার মতো আস্তে আস্তে হাঁটছে। একসারি চিমনির আড়ালে ঢুকল হোমস, বেরিয়ে এল অপর দিক দিয়ে, আবার অদৃশ্য হয়ে গেল উলটোদিকে। আমি ঘুরে গিয়ে দেখলাম চালের প্রান্তভাগে পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

'ওয়াটসন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'এইখান থেকেই নেমেছিল। নীচে ওই কালোমতো জিনিসটা কী?'

'জলের পাইপ।'

'খাড়া করে বসানো?'

'হ্যাঁ।'

'ধারেকাছে মই দেখতে পাচ্ছ?'

'না।'

'কী সর্বনাশ! পড়লে যে ছাতু হয়ে যেতে হবে। তবে সে যখন উঠেছে, আমিও নামতে পারব। জলের পাইপ মজবুত বলে মনে হচ্ছে! নামছি।'

খসখস আওয়াজ শুনলাম। ধীর স্থিরভাবে নেমে এল লণ্ঠনের আলো। লাফ দিয়ে পিপের ওপর নামল হোমস, সেখান থেকে মাটিতে।

জুতো মোজা পরতে পরতে বললে, 'খুব মুশকিল হয়নি পিছু নিতে। যেখানে সেখানে পা ফেলেছে, টালি আলগা করে গেছে। তাড়াহুড়োয় এই জিনিসটাও ফেলে গেছে। ডাক্তার তোমাদের ভাষাতেই বলি, আমার ডায়াগ্নোসিস যে নির্ভুল— এই জিনিসটাই তার প্রমাণ।'

বলে যে-জিনিসটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, তা একটা রঙিন ঘাসের ছোট্ট থলি বা বটুয়া। গায়ে বসানো চটকদার পুঁতি। সাইজে বা চেহারায় সিগারেট কেসের চেয়ে বড়ো নয়।

ভেতরে আধ ডজন কালো কাঠের কাঁটা। একদিকে ছুঁচোলো, আর একদিক চেঁছে গোল করা। বার্থোলোমিউ শোল্টোর কানের ওপর যা বেঁধা অবস্থায় দেখেছি হুবহু তাই।

হোমস বললে, 'খুব খারাপ জিনিস কিন্তু— শয়তানের অস্ত্রও বলতে পার। সাবধান, গায়ে ফুটিয়ে ফেলো না যেন। খুব সম্ভব এই ক-টা ছাড়া আর কাঁটা নেই। কাজেই আমি বেঁচে গেলাম। নইলে কে জানে কখন নিজের চামড়াতেই এসে ফুটত একটা। মার্টিনি বুলেটকে[৭] বুক পেতে নিতে পারি— এই কাঁটাকে নয়। মাইল ছয়েক হাঁটার মতো মেজাজ আছে ওয়াটসন?'

'নিশ্চয় আছে,' বললাম আমি।

'তোমার পা পারবে তো?'

'আরে, হ্যাঁ খুব পারবে।'

'গুড ওল্ড টোবি! আয় টোবি কাছে আয়, নে, গন্ধ শোঁক, ভালো করে শোঁক!' ক্রিয়োসোট রুমালটা টোবির নাকের সামনে নাড়তে লাগল হোমস। সঙ্গেসঙ্গে চার পা ফাঁক করে ঘাড় কাত করে এমন একটা হাস্যকর ভঙ্গিমায় দাঁড়াল চতুষ্পদ প্রাণীটা যেন ক্রিয়োসোট রুমাল নয়, বিখ্যাত দ্রাক্ষা-মদিরার আঘ্রাণ নিচ্ছে খুঁতখুঁতে গন্ধ বিশেষজ্ঞ। দূরে রুমাল ছুড়ে দিল হোমস। দো-আঁশলার কলারে একটা মোটা দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল পিপের গোড়ায়। জমির কাছে নাক নামিয়ে, ল্যাজটা শূন্যে তুলে হিড়হিড় করে নিয়ে চলল আমাদের। টান টান হয়ে গেল হাতের দড়ি এবং পাল্লা দিয়ে প্রায় দৌড়েই চলতে হল আমাদের:

পুবে আলো ফুটছে। ধূসর শীতল আভায় বেশ কিছুদূর দেখা যাচ্ছে। পেছনে বিষণ্ণ বদনে একাকী দাঁড়িয়ে অতিকায় চৌকোনো পিণ্ডবৎ বাড়িটা। খাঁ-খাঁ করছে জানালাগুলো। বেজায় উঁচু ন্যাড়া, কালো দেওয়ালগুলোও বিষাদগ্রস্ত। জমিতে অনেক গর্ত, অনেক পরিখা। খোঁড়াখুঁড়ির জ্বালায় একটুকু জমিও আস্ত নেই। এইসব খানাখন্দ পাশ কাটিয়ে চলেছি তো চলেইছি। রাবিশ, আবর্জনাস্তূপ, আগাছা ঝোপ এবং সর্বোপরি একটা অশুভ ছায়াপাতে পুরো জায়গাটা যেন কুটিল ট্র্যাজেডির উপযুক্ত অকুস্থল হয়ে উঠেছে।

বাগানের প্রান্তে পৌঁছে পাঁচিল বরাবর দৌড়তে লাগল টোবি। নিজের লম্বা ছায়ায় নাক ডুবিয়ে গর গর করে গর্জেই চলেছে সমানে। তারপরেই থেমে গেল এক কোণে— সামনে একটা তরুণ বীচ গাছ। দুটো দেওয়াল যেখানে মিশেছে, কয়েকটা ইট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে। ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়ে মইয়ের মতো ওঠানামার দরুন ক্ষয়ে গোল হয়ে এসেছে ইটগুলো। ইটের ফাঁকে পা দিয়ে হোমস উঠে পড়ল পাঁচিলের মাথায়, হাত বাড়িয়ে কুকুরটাকে কোলে দিয়ে নামিয়ে দিল পাশে।

আমি উঠে বসলাম পাঁচিলে। হোমস বললে— 'কেঠো-পাঅলার হাতের ছাপ পড়েছে পাঁচিলে। সাদা চুনবালির ওপর রক্ত লেগেছে দেখেছ? কপাল ভালো, কাল থেকে তেমন ভারী বৃষ্টি হয়নি। আটাশ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও রাস্তায় গন্ধ আছে এখনও।'

স্বীকার করছি, আমি কিন্তু যানবাহনবহুল লন্ডন রাজপথের দিকে তাকিয়ে মোটেই ভরসা রাখতে পারিনি বন্ধুবরের কথায়। আটাশ ঘণ্টা কম নয়। এর মধ্যে কত গাড়িই-না গিয়েছে পথ বেয়ে। তবে আমার ভয় যে অমূলক সে-প্রমাণ মিলল অচিরে। মুহূর্তের জন্যেও টোবিকে দ্বিধাগ্রস্ত বা বেকুব হতে দেখলাম না। অতশত গন্ধের মধ্যে থেকে ক্রিয়োসোটের গন্ধটি ঠিক

টোবি-র সঙ্গে হোমস ও ওয়াটসন। জার্মান অনুবাদ সংস্করণে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০২)

আলাদা করে নিয়ে একইভাবে অদ্ভুতভাবে হেলেদুলে এগিয়ে চলল রাস্তার মাঝ দিয়ে। যেতে যেতে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, ভেবো না যেন দৈবাৎ আততায়ীদের একজন ক্রিয়োসোটে পা ডুবিয়ে ফেলেছে বলে কেসটার সাফল্য নির্ভর করছে কেবল সেই সুযোগের ওপর। অনেক খবরই জানা গিয়েছে— কাজেই ও-সুযোগ ছাড়াও আরও অনেকভাবে আততায়ীদের টিকি ধরবার উপায় আমার জানা আছে। এই সুযোগটা অবশ্য একেবারে নাগালের মধ্যে এসে গেছে এবং হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলাও একটা অপরাধ। অবশ্য কেসটাকে যেমন বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয়েছিল এই সুযোগের ফলে তা আর মনে হচ্ছে না। সূত্রটা এতই মামুলি যে কৃতিত্ব নেওয়ার মতো নয়।'

'বল কী? কৃতিত্ব আছে বই কী! জেফারসন হোপের মার্ডার কেসে তুমি যে বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখিয়েছিলে, আমার তো মনে হয় এ-কেসে এর মধ্যেই তুমি তার চাইতে অনেক বেশি

ক্ষমতা দেখিয়ে ফেলেছ। এ-কেস যেন আরও জটিল, আরও দুর্বোধ্য। উদাহরণস্বরূপ, কেঠো-পাঅলা লোকটার নিখুঁত বিবরণ দিলে কী করে? যা বললে, তা তো বেশ জোরের সঙ্গেই বললে, বিশ্বাস কর বলেই বললে।'

'আরে ছ্যাঃ মাই ডিয়ার বয়? এ তো জলের মতো সোজা। নাটক করতে চাই না। একজন কয়েদি প্রহরীর কাছ থেকে দু-জন অফিসার গুপ্তধন সংক্রান্ত খবর পায়। জোনাথন স্মল নামে একজন ইংরাজ গুপ্তধনের একটা নকশা এঁকে অফিসারের হাতে তুলে দেয়! ক্যাপ্টেন মর্সটানের জিনিসপত্রের মধ্যে এ-নাম দেখেছ মনে পড়ছে? ক্যাপ্টেন নিজের এবং স্যাঙাতদের তরফে সই দিয়েছিলেন নকশায়— নাটকীয়ভাবে এই সইকেই বলা হয়েছে 'চারের সংকেত'। অফিসাররা অথবা অফিসারদের একজন— এই নকশার দৌলতে মাটি খুঁজে উদ্ধার করে গুপ্তধন এবং নিয়ে আসে ইংলন্ডে। যে-শর্তে এনেছিল, ধরে নিচ্ছি সে-শর্ত সে রাখেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে জোনাথন স্মল নিজে গুপ্তধন উদ্ধার করেনি কেন? উত্তর হাতের কাছেই রয়েছে। নকশায় যে-তারিখ বসানো, সে-তারিখে কয়েদিদের সংস্পর্শে ছিলেন ক্যাপ্টেন মর্সটান। কয়েদিদের মধ্যে শাকরেদসহ জোনাথন স্মল ছিল বলেই নিজে গিয়ে তুলে আনতে পারেনি গুপ্তধনের বাক্স।'

'কিন্তু ভায়া। এ তো তোমার নিছক অনুমান,' বললাম আমি।

'তার চাইতেও বেশি। একমাত্র এই অনুমান দিয়েই সবক-টা ঘটনার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। উপসংহারকে এই অনুমানের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলেই বুঝবে। গুপ্তধন আগলে বেশ কয়েক বছর পরম শান্তিতে কাটালেন মেজর শোল্টো। তারপরেই ভারতবর্ষ থেকে একটি চিঠি পেলেন। এক চিঠিতে ধাত ছেড়ে গেল তাঁর— বিষম ভয় পেলেন। বলো তো চিঠিতে কী ছিল?'

'যাঁদের ঠকিয়েছেন তাদের ছাড়া পাওয়ার খবর।'

'অথবা জেল থেকে তাদের পালানোর খবর। সেইটাই বেশি সম্ভব, কেননা উনি জানতেন নিশ্চয় জেলের মেয়াদ ওদের ক-দিন। অস্বাভাবিকভাবে ছাড়া পাওয়ার খবর হলে এ-রকম আঁতকে উঠতেন না। তারপর কী করলেন? কেঠো-পাঅলা এক ব্যক্তির হঠাৎ হামলা থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা করলেন। লোকটা কিন্তু ইউরোপের মানুষ— পয়েন্টটা মনে রেখো। তাই ইংরেজ ফেরিওলা দেখেই ভুল করে প্রাণের ভয়ে গুলি পর্যন্ত করে বসেছিলেন বেচারাকে। নকশায় সাদা চামড়া নাম একটাই আছে। আর সবাই হয় হিন্দু নয় মুসলমান। সাদা চামড়া আর কেউ নেই। বিনা দ্বিধায় দৃঢ়ভাবে তাই বলা যায় কেঠো-পাঅলা লোকটা আর জোনাথন স্মল এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। কী? যুক্তির মধ্যে ফাঁক আছে?'

'না। পরিচ্ছন্ন, সংক্ষিপ্ত।'

'বেশ, আবার তাহলে জোনাথন স্মলের জায়গায় নিজেদের বসানো যাক। তার দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাপারটা দেখা যাক। সে ইংলন্ডে এল এক ঢিলে দু-পাখি মারবার মতলব নিয়ে। গুপ্তধন পুনরুদ্ধার এবং বেইমানের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। শোল্টো কোথায় থাকেন তা জানবার পর খুব সম্ভব বাড়ির কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। লাল রাও নামে একজন খাস চাকর আছে শুনেছি, চেহারা এখনও দেখিনি। লোকটা যে মোটেই সুবিধের নয়, এ-রকম কথা শুনেছি মিসেস বার্নস্টোনের মুখে। কিছুতেই গুপ্তধনের হদিশ পেল না স্মল। কেউ জানে না

কোথায় আছে বাক্সটা— দু-জন ছাড়া। মেজর স্বয়ং এবং একজন পরম বিশ্বাসী অনুচর— যে মারা গেছে অনেক আগেই। হঠাৎ খবর পেল স্মল, মেজর মৃত্যুশয্যায়, ক্ষিপ্তের মতো পাহারাদারদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে সে ছুটে এল ভেতর-বাড়িতে পাছে গুপ্তধনের গুপ্ত ঠিকানা নিয়েই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন মেজর এই ভয়ে। মেজরের শোবার ঘরের জানলার বাইরে এসেও ভেতরে ঢুকতে পারল না কেবল দুই ছেলে হাজির থাকার ফলে। জিঘাংসায়। উন্মত্ত অবস্থায় কিন্তু সেই রাতেই হানা দিল, ঘরের মধ্যে তছনছ করে গেল জিনিসপত্র— গুপ্তধনের ঠিকানা কিন্তু পেল না। যাবার সময়ে কার্ডের গায়ে 'চারের সংকেত' লিখে জানান দিয়ে গেল কে এসেছিল। মেজরকে খুন করে বুকের ওপর 'চারের সংকেত' লেখা কার্ড রেখে যাওয়ার পরিকল্পনা নিশ্চয় আগে থেকেই ছিল। তার মাথার মধ্যে যাতে খুনটা স্বাভাবিক খুন বলে মনে না হয় এবং বোঝানো যায় যে চার শাকরেদের তরফ থেকে দণ্ড দিয়ে গেল একজন। অপরাধ ইতিহাসে এ ধরনের উদ্ভট আচরণ বা খামখেয়ালির নজির অনেক আছে। এ থেকে সাধারণত অপরাধী সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য এসে যায় অপরাধ বিশেষজ্ঞের হাতে। যা বলছি তা বুঝছ তো?'

'পরিষ্কার বুঝছি।'

'জোনাথন স্মল এখন করে কী? গুপ্তধন উদ্ধারের আশায় গোপনে নজর রেখে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। মাঝে মাঝে ইংলন্ড ছেড়ে চলেও যায়, ফিরে আসে কিছুদিন পরে। এর পরেই আবিষ্কৃত হল গোপন চিলেকুঠরির হদিশ— সঙ্গেসঙ্গে খবর চলে গেল স্মলের কানে। তাহলেই দ্যাখ, বাড়ির মধ্যেই যে স্মলের স্যাঙাত আছে, সে-প্রমাণ পাচ্ছি আবার। কাঠের পা দিয়ে বার্থোলোমিউ শোল্টোর অত উঁচু ঘরে ওঠবার ক্ষমতা নেই স্মলের। তাই সঙ্গে নিল এমন একজন অদ্ভুত চোস্ত শাকরেদকে যে এই দুস্তর বাধা অক্লেশে টপকে গেলেও খালি পা ডুবিয়ে বসল ক্রিয়োসোটে— ফলে এল টোবি এবং আধা মাইনের একজন অফিসার তার জখম টেন্ডো অ্যাকিলিস[৮] নিয়ে খুঁড়িয়ে এল পাক্কা ছ-টি মাইল।'

'কিন্তু খুনটা তো জোনাথন করেনি— স্যাঙাত করেছে।'

'খুব সত্যি। তাতে খুবই চটেছে জোনাথন— ঘরে ঢুকেই দুমদাম করে পা ফেলে ঘরময় পায়চারি করা দেখেই বুঝেছি। বার্থোলোমিউ শোল্টোর ওপর তিলমাত্র রাগ নেই তার— মুখে কাপড় ঠেসে হাত পা বেঁধে রাখলেই খুশি হত। ঝামেলায় মাথা গলাতে নারাজ। কিন্তু আর কিছু করার ছিল না— স্যাঙাতের বর্বর প্রবৃত্তি ষোলোকলায় প্রকাশ পেয়েছে— বিষ-মাখানো কাঁটার কাজ ভালোভাবেই শেষ হয়েছে— কাজেই 'চারের সংকেত' লেখা কার্ড ফেলে জানান দিয়ে গেল স্মল— রত্নবাক্স নামিয়ে দিলে নীচে— সব শেষে নামল নিজে। এই পর্যন্ত ঘটনা পরম্পরা ছাড়া করতে পেরেছি সূত্র আর সংকেতের রহস্যভেদ করে। সে যে মধ্যবয়সি আর আন্দামানের মতো জ্বলন্ত উনুনে অত বছর থাকার ফলে ঝলসানো চেহারার হবে সেটা বলা খুব কঠিন নয়। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরময় পায়চারি করেছিল সে। দু-পায়ের মাঝে ব্যবধান দেখে আঁচ করেছি উচ্চতা কতখানি। গালে দাড়ি যে আছে, তাও জানি। জানলায় তার মুখ দেখে আঁতকে উঠেছিল থেডিয়াস শোল্টো কেবল ওই দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের জন্যেই। আর কিছু বলবার তো দেখছি না।'

'স্যাঙাতটা সম্বন্ধে বল।'

'ও-ব্যাপারে খুব একটা রহস্য নেই। শিগ্‌গিরই সব জানবে। কী মিষ্টি সকাল দেখেছ? ছোট্ট ওই মেঘটা কীরকম উড়ে যাচ্ছে দেখ— ঠিক যেন একটা দানব ফ্ল্যামিঙ্গোর গা থেকে খসে-পড়া গোলাপি পালক। লন্ডনের ওপরকার মেঘ ঠেলে মাথা তুলেছে সূর্যের লাল রং। উষার রাঙা আলোয় অনেকেই এখন নেয়ে উঠেছে— আমরা দু-জন ছাড়া— অদ্ভুত পথের পথিক হয়েছি বলে! প্রকৃতির পঞ্চভূতের এই মহান শক্তির সামনে নিজেদের ক্ষুদ্র উচ্চাশা আর প্রচেষ্টা কত তুচ্ছ বল তো? জাঁ পল[৯] পড়েছ তো?'

'মোটামুটি। কারলাইল[১০] পড়তে পড়তে জাঁ পলে পৌঁছেছি।'

'লেক থেকে ছোটোখাটো যেসব নদী বেরোয়, তাদের যেকোনো একটাকে ধরে এগোলে লেকেই পৌঁছানো যায়। তোমার ব্যাপারটাও হয়েছে তাই। অদ্ভুত কিন্তু ভাববার মতো একটা কথা বলেছেন উনি। কোনো মানুষ কত মহান তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ মেলে তাঁর নিজেদের ক্ষুদ্রতার সম্যক উপলব্ধিতে অর্থাৎ তুলনামূলক বিচার আর উপলব্ধি দিয়েই নিজেই নিজের মহত্ত্ব প্রমাণ করেন। রিচটারের কথায় এমনি অনেক চিন্তার খোরাক আছে। তোমার তো পিস্তল নেই, না?'

'ছড়ি আছে।'

'বিবরে পৌঁছোনোর পর হয়তো হাতাহাতি হতে পারে। জোনাথনকে তুমি সামলাবে। কিন্তু স্যাঙাতটা যদি বেগড়বাই করে তো গুলি করে মারব।'

বলতে বলতে রিভলবার বার করে হোমস। দুটো চেম্বারে গুলি ভরে রেখে দিল কোটের ডান-হাতি পকেটে।

টোবির পেছন পেছন এসে পড়েছি বিশাল নগরীর উপান্তে আধা-গ্রামের মতো পল্লিতে— দু-পাশে সারি সারি ভিলা। রাস্তার পর রাস্তায় শুরু হয়েছে ভোরের তৎপরতা। খালাসি মেহনতি মানুষরা উঠেছে ঘুম থেকে। নোংরা মেয়েমানুষেরা খড়খড়ি খুলে দিয়ে বুরুশ দিয়ে পরিষ্কার করছে চৌকাঠ। কোণের চৌকোনা-ছাদ পাবলিক হাউসগুলোর কাজকর্ম সবে শুরু হয়েছে। চোখ-মুখ ধুয়ে রুক্ষ চেহারার পুরুষরা বেরিয়ে এসে জামার হাতা দিয়ে দাড়ি ঘষছে। রাস্তার কুকুরগুলো টহল দিচ্ছে আনাচেকানাচে। অবাক চোখে দেখছে আমাদের। কিন্তু তুলনা নেই টোবির। রাস্তা ছাড়া হুঁশ নেই কোনোদিকে। একভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে গন্ধ শুঁকে এগিয়ে চলেছে। আর মাঝে মাঝে গরগর করে উঠে জানান দিচ্ছে যে গন্ধ এখনও বেশ উগ্র।

স্ট্রেটহাম, ব্রিক্সটন, ক্যামবারওয়েল পেরিয়ে এলাম। ঢুকলাম কেনিংটন লেনে। গলিঘুঁজির মধ্য দিয়ে পৌঁছোলাম ওভালের[১১] পুবদিকে। যাদের পেছন নিয়েছি, তারা যেন ইচ্ছে করেই সোজা সড়ক ছেড়ে গলিঘুঁজির মধ্যে এঁকেবেঁকে চলেছে— যাতে পেছন নিয়েও নাগাল ধরা না-যায়। মূল সড়কের সরু গলি থাকলে সেই গলি দিয়েই হেঁটেছে— মূল সড়ক মাড়ায়নি। কেনিংটন লেনের শেষে পৌঁছে বাঁ-দিকে বেঁকে বন্ড স্ট্রিট আর মাইলস স্ট্রিট ধরেছে। মাইলস স্ট্রিট যেখানে নাইটস প্লেসে মোড় নিয়েছে, ঠিক সেইখানে গিয়ে আর এগোল না টোবি। এক কান খাড়া করে, আর এক কান ঝুলিয়ে অস্থিরভাবে একবার যায় সামনে, আবার পেছিয়ে

আসে পেছনে। দোটানায় পড়লে কুকুরমহল যা করে— হুবহু সেই চিত্র। তারপর গোল হয়ে ঘুরতে লাগল হেলেদুলে— ঘনঘন তাকাতে লাগল আমাদের দু-জনের দিকে— গোলমালে পড়ে যেন সহানুভূতি প্রার্থনা করছে।

'হল কী কুকুরটার?' গর গর করে ওঠে হোমস। 'বেলুনে চেপে নিশ্চয় উড়ে যায়নি। ছ্যাকড়াগাড়িও নেয়নি দুশমন দু-জন।'

'কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল বোধ হয়।' বললাম আমি।

'আ! এই তো আবার এগোচ্ছে।' স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বললে বন্ধুবর।

সত্যিই আবার এগোচ্ছে টোবি। গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হঠাৎ মনস্থির করে ফেলে এমন বেগে একদিকে ধেয়ে গেল তাক লেগে গেল আমার। এত উৎসাহ এত প্রত্যয় তো আগে দেখিনি। গন্ধ নিশ্চয় আরও উৎকট এখানে, কেননা রাস্তায় নাক নামানোর আর দরকারও হচ্ছে না— দড়িতে প্রবল টান মেরে ছুটছে সামনে— ছুটতে হচ্ছে আমাদেরকেও। হোমসের প্রদীপ্ত চোখ দেখে বুঝলাম যাত্রাপথের শেষ ঘনিয়ে এসেছে।

নাইন এল্‌ম্‌স বরাবর প্রায় ছুটতে ছুটতে হোয়াইট ইগল পানশালার[১২] পাশ দিয়ে এলাম ব্রোডরিক অ্যান্ড নেলসনের কাঠের গোলায়। ক্ষিপ্তের মতো পাশের গেট দিয়ে ভেতরের চত্বরে ঢুকে পড়ল টোবি— লোকজন তখন কাজ নিয়ে ব্যস্ত সেখানে। করাত দিয়ে ঘস ঘস করে কাঠ কাটা চলছে। টোবি কিন্তু আমাদের হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল কাঠের গুঁড়ো আর কাঠের কুচোর মাঝখান দিয়ে একটা গলির মধ্যে। সেখান থেকে একটা চওড়া পথ পেরিয়ে, দু-দিকে কাঠের স্তূপের মাঝখান দিয়ে একটা ঠেলাগাড়ির সামনে। ঠেলাগাড়ির ওপরে বসানো একটা মস্ত পিপের ওপরে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বিজয়গর্বে ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে। সে কী উল্লাস। জ্বলজ্বলে চোখে ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলতে ফেলতে এবং লকলকে জিব বার করে লালা ফেলতে ফেলতে পিপের ওপর পিঠটান করে দাঁড়িয়ে বাহবার আশায় পর্যায়ক্রমে চাইতে লাগল আমার আর হোমসের মুখের দিকে। ঠেলাগাড়ির চাকা আর পিপের তক্তায় লেগে একটা কালচে তরল পদার্থ এবং বাতাস ভারী রয়েছে ক্রিয়োসোটের কটু গন্ধে।

শূন্য দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমি আর শার্লক হোমস, পরক্ষণেই পেট ফাটা হাসির দমকে যুগপৎ ভেঙে পড়লাম দু-জনে।

৮। বেকার-স্ট্রিটের ছন্নছাড়া বাহিনী

বললাম, 'এবার কী করবে বল? টোবি আর অভ্রান্ত বলা যায় না— সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে।'

'ও যা পেয়েছে, সেই অনুযায়ীই কাজ দেখিয়েছে,' পিপের ওপর থেকে টোবিকে নামিয়ে কাঠের গোলার বাইরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললে হোমস। 'সারাদিনে লন্ডন শহরে কত ক্রিয়োসোটের গাড়ি চলে তা যদি ভাবো তো বুঝবে বেচারার গন্ধ গুলিয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এখানেও গন্ধ আরও উগ্র এই কারণে যে কাঠ সিজন করার জন্য ক্রিয়োসোটের দরকার। টোবির আর দোষ কী বল।'

'যে-গন্ধ ধরে বেরিয়েছিলাম, সেই গন্ধেই এখন ফিরে যাওয়া উচিত, তাই না?'

'হ্যাঁ। কপাল ভালো বেশিদূর যেতে হবে না। নাইটস প্লেসে দু-দিকে দুটো গন্ধ পেয়ে টোবি বেচারি গোলমালে পড়েছিল। তখন এগিয়েছিল ভুল গন্ধ ধরে, এখন এগোবে ঠিক গন্ধ ধরে।'

খুব একটা অসুবিধে হল না ঠিক গন্ধ খুঁজে নিতে। গোলমালে যেখানে পড়েছিল, সেইখানে টোবিকে নিয়ে যেতেই বাঁই বাঁই করে এক চক্কর ঘুরে নিয়েই তিরের মতো ছিটকে গেল নতুন একদিকে।

আমি বললাম, 'দেখ আবার ক্রিয়োসোট পিপে এসেছে যেখান থেকে, সেখানেই না টেনে নিয়ে যায় আমাদের।'

'সে-সম্ভাবনাও ভেবেছি। কিন্তু পিপে এসেছে মাঝ রাস্তা দিয়ে— ও চলেছে ফুটপাত দিয়ে। না হে, এবার ঠিক গন্ধই ধরেছে টোবি।'

গন্ধের পেছন নিয়ে বেলমন্ট প্লেস আর প্রিন্সেস স্ট্রিটের মধ্যে পৌঁছোলাম। নদীর ধারে ব্রন্ড স্ট্রিটের শেষে টোবি সোজা দৌড়ে নেমে গেল নদীর পাড়ে[১]— সামনে একটা ছোটো কাঠের জেটি। জেটিতে উঠে একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল কালো স্রোতের পানে তাকিয়ে।

'কপাল মন্দ আমাদের', বললে হোমস। 'ওরা তো দেখছি নৌকো নিয়েছে।'

কতকগুলো ছোটো ছোটো শালতি আর ডিঙি নৌকো ভাসছিল জলে আর জেটির ধারে। প্রত্যেকটার কাছে নিয়ে গেলাম টোবিকে, গন্ধ শুঁকল টোবি, কিন্তু ঠিক গন্ধ পেয়েছে এমন লক্ষণ দেখাল না।

জেটির কাছে একটা ইটের ছোটো বাড়ি দেখলাম। দ্বিতীয় জানালার সামনে একটা কাঠের বিজ্ঞাপন-পত্র। বড়ো বড়ো হরফে লেখা 'মর্ডেকাই স্মিথ', তলায় লেখা— দিন বা ঘণ্টা হিসেবে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়। দরজার ওপর একটা লেখা পড়ে জানা গেল একটা লঞ্চও ভাড়া পাওয়া যায়। জেটিতে স্তূপীকৃত কয়লা দেখে বুঝলাম কথাটা সত্যি। চারপাশে দেখল শার্লক হোমস— অমনি সংকেত দেখা গেল চোখে-মুখে।

বলল, 'গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। লোকগুলোকে যা ভেবেছিলাম দেখছি তার চাইতেও বেশি ধুরন্ধর। পিছু নিয়ে যাতে ধরা না-যায়, সে-ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল এখানে।'

দরজার দিকে এগোচ্ছে হোমস। এমন সময়ে কোঁকড়া চুলো ছ-বছর বয়সের একটা ছেলে তিরবেগে দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে— পেছন পেছন চেঁচাতে চেঁচাতে এল লালমুখো মোটাসোটা এক স্ত্রীলোক— হাতে একটা মস্ত স্পঞ্জ।

'জ্যাক ফিরে আয় বলছি। চান করে যা, নোংরা ভূত কোথাকার। তোর বাবা ফিরে এসে যদি তোকে এই অবস্থায় দেখে দু-জনকেই শেষ করে ছাড়বে।'

এই সুযোগ! চেঁচিয়ে উঠল হোমস, 'আয় খোকা! কী দুষ্টু! কী দুষ্টু! গাল দুটো তো দেখছি গোলাপের মতো সুন্দর! জ্যাক, বল দেখি কী তোর চাই?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিল ছেলেটা।

তারপর বললে, 'একটা শিলিং।'

'ব্যাস? আর কিছু না?'

'দুটো শিলিং।' আবার একটু ভেবে নিয়ে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাল শিশুটি।

'এই নে! লুফে নে!— ভারি সুন্দর ছেলে আপনার, মিসেস স্মিথ!'

'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। ছেলে আমার সুন্দর তো বটেই; তবে বড্ড দুষ্টু। একদম সামলাতে পারি না— বিশেষ করে কর্তা যদি একটানা ক-দিন বাইরে যায়।'

'বাইরে গেছেন নাকি?' নিরাশ কণ্ঠে বললে হোমস; 'কী কপাল আমার। মি. স্মিথের সঙ্গে যে কথা ছিল আমার।'

'কাল সকাল থেকেই বেরিয়েছে বাইরে। সত্যি কথা বলতে কী এবার একটু ভয়-ভয় করছে আমার। নৌকো যদি চান তো বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'আমি চাই মি. স্মিথের স্টিম লঞ্চটা।'

'আরে মশাই, সে তো স্টিম লঞ্চ নিয়েই বেরিয়েছে। ভয় হচ্ছে তো সেইজন্যেই। উলউইচে[২] গিয়ে ফিরে আসার মতো কয়লা তো নেই লঞ্চে। বজরা নিয়ে বেরোলে অত ভাবতাম না। গ্রেভসেন্ডে অনেক কাজ নিয়ে গেছে— দেরি হয়ে গেলে থেকেও গিয়েছে। কিন্তু কয়লা ছাড়া স্টিম লঞ্চ নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি যে অনেক।'

'নদীর ধারে কোনো জেটি থেকে কিনে নেবে 'খন!'

'নিলে তো হয়, কিন্তু সে-পাত্র ও নয়। দাম নিয়ে ঝগড়া করে মরবে। কত কথাই কানে আসে এ নিয়ে। বস্তা কয়েক কয়লার জন্যে দু-চার পয়সা বেশি তো দেবেই না, উলটে গলাবাজি করে ভূত ছাড়িয়ে দেবে। তা ছাড়া কেঠো-পাঅলা ওই লোকটা সুবিধের নয়। দেখতে কদাকার, কথায় অদ্ভুত টান। যখন-তখন দরজায় ধাক্কা দিয়ে চায় কী বলতে পারেন?'

ভীষণ অবাক হয়ে গিয়ে হোমস বলল, 'কেঠো পা-অলা লোক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মুখখানা বাঁদরের মতো বাদামি। যখন-তখন এসে ডেকে তোলে আমার কর্তাকে। কাল রাতে সে-ই ডেকে নিয়ে গেল কর্তাকে। কর্তাটিও কম নয়। জানত লোকটা আসবে— স্টিম তুলে রেখেছিল লঞ্চে। আমার কাছে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই স্যার, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, ভাবগতিক ভালো মনে হচ্ছে না।'

দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, আপনি বোধ হয় অকারণে ভয় পাচ্ছেন, মিসেস স্মিথ। কাল রাতে যে কেঠো-পাঅলাই এসেছিল জানছেন কী করে? এত নিশ্চিত বলছেন কী করে বুঝছি না।'

'গলা শুনে স্যার, গলা শুনে। ও গলা আমি হাড়ে হাড়ে চিনি— যেমন মোটা তেমনি জড়ানো। টক টক করে টোকা মারল জানলায়— রাত তখন তিনটে হবে। হেঁড়ে গলায় বললে, 'উঠে পড়ো দোস্ত! সময় হয়েছে।' শুনেই আমার বড়ো ছেলে জিমকে ঘুম থেকে তুলে বেরিয়ে গেল কর্তা সঙ্গে নিয়ে। কেঠো-পায়ের খটাখট আওয়াজ শুনলাম পাথরের ওপর।'

'কেঠো পা-অলা লোকটার সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

'বলা মুশকিল। আর কারো গলা তো শুনিনি।'

'মিসেস স্মিথ আমার কপাল মন্দ। স্টিম লঞ্চ ভাড়া নেব বলেই এসেছিলাম। তার বদলে লঞ্চ সম্বন্ধে কত খবরই না-পেলাম— ভালো কথা, নাম কী লঞ্চের?'

'অরোরা।'

'আ! সবুজ লঞ্চ তো? পুরোনো রং? হলদে লাইন কাটা? কড়ি খুব চওড়া?'

'মোটেই না। পাতলা ছিপছিপে। এই সেদিন রং করা হয়েছে— কালোর ওপর জোড়া লাল লাইন।'

'ধন্যবাদ। আশা করি মি. স্মিথের খবর শিগ্‌গিরই পেয়ে যাবেন। আমাকে তো বেরোতেই হবে নদীতে, অরোরার দেখা পেলে জানিয়ে দেব আপনি উদ্‌বেগে আছেন। কালো চিমনি বললেন না?'

'আজ্ঞে না। কালোর ওপর সাদা বেড়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বটে। কালো রং তো পাশের দিকটা। গুড মর্নিং মিসেস স্মিথ। ওয়াটসন, ওই তো একটা পানসি রয়েছে, মাঝিও রয়েছে। চলো ওতেই নদী পেরোনো যাক।'

পানসিতে উঠে বসবার পর হোমস বললে, 'এ ধরনের লোকদের পেট থেকে কথা বার করার প্রথম কায়দা হল কখনো ওদের ভাবতে দিতে নেই যে কথাগুলো তোমার কাজে লাগবে— তাহলে শুক্তির মতো খটাস করে মুখের ডালা সেঁটে বসে থাকবে। বরং প্রতিবাদের সুরে যা বলবে তার মধ্যেও হাঁড়ির খবর বেরিয়ে আসবে— এখন যা করলাম।'

'পথ পরিষ্কার মনে হচ্ছে,' বললাম আমি।

'কী করতে চাও?'

'একটা লঞ্চ ভাড়া করে নদীতে বেরিয়ে পড়তে চাই— অরোরাকে খুঁজতে চাই।'

'ভায়া, কাজটা বিরাট। এখান থেকে গ্রিনউইচ[৩] পর্যন্ত নদীর দু-ধারে যেকোনো জেটি অরোরা ছুঁয়ে যেতে পারে। ব্রিজের তলায় তো অসংখ্য জেটির একটা গোলকধাঁধা হয়ে রয়েছে। মাইলের পর মাইল শুধু জেটি আর জেটির গলিঘুঁজি। একা খুঁজতে গেলে অনেকদিন লাগবে, তোমার দমও ফুরিয়ে যাবে।'

'তাহলে পুলিশ লেলিয়ে দাও।'

'না!' অ্যাথেলনি জোন্সকে ডাকতে পারি শেষ মুহূর্তে। লোক সে খারাপ নয়— পেশার দিক দিয়ে যাতে তার ক্ষতি না হয়, সে-ব্যবস্থাও আমি করব। তবে অ্যাদ্দুর যখন এগিয়েছি, শেষ পর্যন্ত একাই চালিয়ে যেতে চাই তদন্ত।'

'জেটির মালিকদের কাছে খবর চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে হয় না?'

'তাতে আরও খারাপ হবে! যাদের পেছনে ছুটেছি, তারা টের পেয়ে যাবে যে আমরা পিছু নিয়েছি— দেশ ছেড়ে তখন লম্বা দেবে। দেশের বাইরে যাওয়ার জন্যে এখনো তারা তৈরি, কিন্তু তাড়াহুড়ো করছে না নিশ্চিন্ত আছে বলে। জোন্সের উৎসাহ উদ্যম একদিক দিয়ে আমাদের কাজে লাগছে। কেননা, কেস সম্বন্ধে ওর ধারণা খবরের কাগজে ছাপা হবেই, পলাতকরাও মনে করবে বিপথে চলেছে প্রত্যেকেই।

মিলব্যাঙ্ক পেনিটেনসিয়ারির[৪] কাছে পানসি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলাম—

'তাহলে এখন কী করব?'

'গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়ি যাবে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেবে— কেননা আজ

রাতে ফের বেরুতে হতে পারে। গাড়োয়ান, টেলিগ্রাফ অফিসে দাঁড়িয়ে যেয়ো! টোবিকে কাছে রাখব— ফের দরকার হতে পারে।'

গ্রেট পিটার স্ট্রিট পোস্ট অফিসে গিয়ে ভাড়াটে গাড়ি দাঁড়াল। একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হোমস। চলমান গাড়িতে বসে বললে— 'বল দিকি কাকে পাঠালাম?'

'জানলে তো বলব।'

'জেফারসন হোপ কেসে[৫] গোয়েন্দা পুলিশবাহিনীর বেকার স্ট্রিট ডিভিশনকে কাজে লাগিয়েছিলাম মনে পড়ে?'

'তাই নাকি?' হেসে ফেললাম আমি।

'ঠিক এই ধরনের কেসেই ওদের ভীষণ দরকার— বিকল্প হয় না। যদি না-পারে, অন্য ব্যবস্থা করব— কিন্তু প্রথম সুযোগ ওদের। টেলিগ্রামটা পাঠালাম আমার পুঁচকে নোংরা লেফটেন্যান্ট উইগিন্সকে। ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেই আশা করি দলবল নিয়ে এসে যাবে ছোকরা।'

সারারাত উত্তেজনার ধকল এখন অনুভব করছিলাম শরীরের মধ্যে। সময়টা তখন সকাল আটটা আর ন-টার মাঝামাঝি। খোঁড়াচ্ছিলাম, নেতিয়ে পড়ছিলাম, দেহমনে প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ করছিলাম— এক কথায় ধুঁকছিলাম। আমার বন্ধুটির মতো পেশাদার উদ্দীপনা আমার নেই— সমস্যাকে সূক্ষ্ম বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে মাথা ঘামাতেই পারি না। বার্থোলোমিউ শোল্টোর মৃত্যু হয়েছে বটে, কিন্তু লোকটা সম্বন্ধে এত খারাপ কথা শুনেছি যে তার হত্যাকারীদের ওপর তিলমাত্র বিদ্বেষ আমার নেই। গুপ্তধনটা অবশ্য একটা আলাদা ব্যাপার। সবটা, অথবা কিছুটা, ন্যায্যত প্রাপ্য মিস মর্স্টানের। জীবন দিয়ে উদ্ধার করব সেই সম্পদ, উদ্ধারের সম্ভাবনা যখন সমুজ্জ্বল। এও ঠিক যে রত্নপেটিকা পাওয়ার পর চিরকালের মতো আমার নাগালের বাইরে চলে যাবেন মিস মর্স্টান। কিন্তু এ-ধরনের চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে ভালোবাসাকে ক্ষুদ্র স্বার্থ দিয়ে পঙ্কিল করে তোলা। হোমস যদি অপরাধী অন্বেষণে এত মেহনত করতে পারে— তাহলে আমিই-বা অজানা সম্পদ উদ্ধারে জীবনপাত করতে পারব না কেন? ও যে-কারণে ক্রিমিন্যাল খুঁজছে, তার চাইতে দশগুণ জোরালো কারণে আমি খুঁজব রত্নপেটিকা।

বেকার স্ট্রিটে ফিরে স্নান সেরে জামাকাপড় পালটে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেল। বেরিয়ে এসে দেখলাম ব্রেকফাস্ট তৈরি। কফি ঢালছে হোমস।

'দেখে যাও হে।' হাসতে হাসতে খোলা খবরের কাগজের এক জায়গা দেখিয়ে বললে ও, 'পরমোৎসাহী জোন্স আর সর্বব্যাপী সাংবাদিক মিলেমিশে কাজটা শেষ করে এনেছে। খাওয়ার পরে দেখ— এ-কেসের অনেক খবরই তোমার জানা— ডিম আর শূকরের ঊরুর সদ্ব্যবহার করো আগে।'

কাগজটা হাত থেকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিটা পড়লাম— শিরোনামায় লেখা রয়েছে : 'আপার নরউডে রহস্যজনক কাণ্ড।'

স্ট্যান্ডার্ডের খবর! 'কাল রাত বারোটায় আপার নরউডস্থ পণ্ডিচেরি লজ নিবাসী মি. বার্থোলোমিউ শোল্টোকে যেভাবে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তাঁর ঘরে, তাতে মনে হয় একটা ঘোর ষড়যন্ত্র রয়েছে এর মধ্যে। যদ্দূর জানা গিয়েছে, মি. শোল্টোর শরীরে মারধরের

চিহ্ন নেই, তবে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভারতবর্ষ-থেকে-আনা রত্নরাজিপূর্ণ একটি পেটিকা উধাও হয়েছে। মৃত ব্যক্তির ভাই মি. থেডিয়াস শোল্টোর সঙ্গে পণ্ডিচেরি লজে গিয়েছিলেন মি. শার্লক হোমস এবং ডা. ওয়াটসন— রত্নপেটিকা চুরির বিষয়টি তাঁরাই প্রথম লক্ষ করেন। ভাগ্যক্রমে গোয়েন্দা পুলিশবাহিনীর বিখ্যাত অফিসার মি. অ্যাথেলনি জোন্স সেই সময়ে নরউড পুলিশ ফাঁড়িতে হাজির ছিলেন— খবর পেয়েই আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি অকুস্থলে হাজির হন। সুদীর্ঘ অনুশীলন আর অভিজ্ঞতার দরুন তিনি দ্রুত তদন্ত পরিচালনা করে অপরাধীদের ধরে ফেলেন এবং মৃত ব্যক্তির ভাই থেডিয়াস শোল্টোসহ হাউসকিপার মিসেস বার্নস্টোন, ভারতীয় খাস চাকর লাল রাও এবং দারোয়ান বাকুলি ম্যাকমুর্ডোকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যান। বাড়ির সব কিছুই নখদর্পণে ছিল চোর বা চোরেদের। কেননা মি. জোন্সের সুবিখ্যাত বিশেষ জ্ঞানের দৌলতে এবং অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ফলে অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে দুষ্কৃতকারীরা জানলা বা দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকেনি— ঢুকেছে ঘরের ছাদ ফুটো করে। সেই ফুটো দিয়ে চিলেকোঠায় ওঠা যায় এবং চিলেকোঠা থেকে ঠেলা দরজা দিয়ে ছাদে বেরিয়ে যাওয়া যায়। এই পথেই আততায়ীরা ঘরে এসেছে এবং এই ঘরেই পাওয়া গিয়েছে মৃতদেহ। এটা যে নিছক সুপরিকল্পিত, সিঁধকাটা চুরি নয়, উপর্যুক্ত ঘটনা থেকেই তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। আইনরক্ষক অফিসারদের দ্রুত এবং উদ্দীপনাপূর্ণ তৎপরতার ফলে দেখা গেল এসব ক্ষেত্রে শক্তিমান এবং তেজস্বী পুরুষ যদি একজনও হাজির থাকেন তার কত সুফল দেখা যায়। গোয়েন্দাদের বিকেন্দ্রীকরণ[৬] যাঁরা পছন্দ করে এই ঘটনা তাঁদের দাবিকে জোরদার করবে। এর ফলে আরও ফলপ্রদভাবে গোয়েন্দারা নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবেন।'

'দারুণ জমকালো, তাই না?' কফির কাপ ঠোঁটের কাছে ধরে কাষ্ঠ হাসি হাসে হোমস। 'কী মনে হয় তোমার?'

'আমার তো মনে হয় একই অপরাধে গ্রেপ্তার হতে হতে বেঁচে গেছি আমরা।'

'আমারও তাই মনে হয়। এখনও খুব নিরাপদ বোধ করছি না। উৎসাহ নতুন করে মাথা চাড়া দিলে জোন্স এখানেও দৌড়ে আসতে পারে হাতকড়া নিয়ে।'

ঠিক এই সময়ে খুব জোরে বেজে উঠল সদর দরজার ঘণ্টা— যুগপৎ শোনা গেল মিসেস হাডসনের নৈরাশ্য ও অনুযোগ মিশানো কাংস্যকণ্ঠ।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললাম— 'সর্বনাশ। হোমস, পুলিশ দেখছি সত্যিই এসে গেল।'

'পরিস্থিতি এখনও অতটা খারাপ হয়নি, ওয়াটসন। এরা আমার বেসরকারি পুলিশবাহিনী— বেকার স্ট্রিটের ঠিকে গোয়েন্দাদের দল।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই অনেকগুলো খালি পায়ের দুপদাপ আওয়াজ শোনা গেল সিঁড়িতে, সেইসঙ্গে উচ্চকণ্ঠের হট্টগোল, পরমুহূর্তেই হুড়মুড় করে ঘরে ধেয়ে এল ছেঁড়া জামাকাপড় পরা, ধূলিধূসরিত, নোংরা চেহারার একদল ছন্নছাড়া রাস্তার ছেলে। মহা হইচই করে প্রবেশ করলেও দেখা গেল নিয়মানুবর্তিতা বস্তুটার কিছু তাদের জানা আছে। কেননা, ঘরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে চক্ষের নিমেষে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল আমাদের সামনে এবং চেয়ে

রইল সাগ্রহ মুখে। এদের মধ্যে একজন মাথায় বড়ো, বয়সেও বড়ো, যাচ্ছেতাই এই কাকতাড়ুয়াদের মধ্যে সেই যেন কেষ্টবিষ্টু, এইরকম একটা হাস্যকর খানদানি ভাব নিয়ে এগিয়ে দাঁড়িয়েছে সামনে।

বলল, 'আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই ঝটপট দলবল নিয়ে চলে এলাম স্যার। টিকিটের দাম সাড়ে তিন শিলিং দেবেন।'

'এই নে,' খুচরো পয়সা দিল হোমস। 'উইগিন্স, এরপর ওরা খবর পাঠাবে তোর কাছে— তুই এসে খবর দিয়ে যাবি আমাকে[৭]। এভাবে বাড়িতে হামলা বরদাস্ত করব না। যাই হোক, কী করতে হবে সবাই শুনে যা! একটা স্টিম লঞ্চ খুঁজছি আমি— কোথায় কীভাবে আছে খবর দিতে হবে; লঞ্চের নাম অরোরা— মালিকের নাম মর্ডেকাই স্মিথ, কালো রঙের লঞ্চ— দু-পাশে দুটো লাল ডোরা, ফানেল কালো রঙের, সাদা বেড আছে। নদী যেদিকে সমুদ্রের দিকে গেছে— ওইদিকেই কোথাও পাবে লঞ্চটাকে। মর্ডেকাই স্মিথের জেটি হল মিলব্যাঙ্কের উলটো দিকে— একজন ছেলে থাকবে সেখানে— লঞ্চ ফিরলেই খবর দেবে। নদীর দু-পাড়েই চোখ রাখতে হবে— ঠিক করে নে, কে কোথায় যাবি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবি। পরিষ্কার হয়েছে তো?'

'ইয়েস গভর্নর', বলল উইগিন্স।

'মাইনে পাবি আগের হারে— নৌকো যে দেখতে পাবে, সে পাবে একটা মোহর। এই নে অগ্রিম। যা, ভাগ এখন।'

প্রত্যেকের হাতে একটা শিলিং দিল হোমস। বোঁ-বোঁ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ছন্নছাড়া বাহিনী। তারপরেই দেখলাম ছুটছে রাস্তা দিয়ে!'

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরাল হোমস। বলল, 'লঞ্চ যদি জলের ওপর থাকে, ওদের চোখে পড়বেই। ওরা সর্বত্র যেতে পারে, সমস্ত দেখতে পারে, সবার কথা পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে পারে। মনে হয় আজ রাত্রেই আসবে খবর। যতক্ষণ না তা পাওয়া যায়, ততক্ষণ ছিন্নসূত্রেই খেই ধরা যাবে না। আমাদেরও কিছু করার নেই। অরোরা বা মর্ডেকাই স্মিথের খবর না-পাওয়া পর্যন্ত বসে থাক গ্যাঁট হয়ে।

'এঁটোকাঁটাগুলো খাইয়ে দিচ্ছি টোবিকে। একটু ঘুমিয়ে নেবে?' বললাম আমি।

'না। আমি ক্লান্ত নই। অদ্ভুত ধাত আমার। ধকল সইতে পারি আশ্চর্যভাবে, কাজ করে ক্লান্ত হয়েছি কখনো মনে পড়ে না— কিন্তু নিষ্কর্ম থাকলে একেবারে কাহিল হয়ে যাই। সুন্দরী মক্কেলের অদ্ভুত সমস্যা নিয়ে এখন তামাক খেতে খেতে চিন্তা করব। কাজটা অবশ্য খুবই সোজা— এর চাইতে সোজা কাজ পৃথিবীতে আছে বলে মনে হয় না। কেঠো পা-অলা লোক চট করে পড়ে না মানছি, কিন্তু অন্য লোকটা জানবে একেবারেই অসাধারণ।'

'আবার সেই লোকের কথা এসে গেল!'

'লোকটাকে নিয়ে তোমার কাছে রহস্য তৈরি করতে চাই না। কিন্তু লোকটা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয় ভেবেছ। টুকটাক খবর আর তথ্য যা পেয়েছ তার ভিত্তিতেই চিন্তা কর না কেন। আকারে ছোট্ট পায়ের ছাপ, আঙুলগুলো ফাঁক-ফাঁক, বুটের চাপে সাজানো আঙুল নয়, খালি পা, পাথর বাঁধা কাঠের গদা, দারুণ চটপটে, বিষ মাখানো খুদে তির। বল, কী বুঝলে এ থেকে?'

'বর্বর।' বললাম সবিস্ময়ে। 'জোনাথন স্মলের ভারতীয় শাগরেদের কেউ নিশ্চয়!'

'মোটেই তা নয়। বিদঘুটে অস্ত্র দেখে প্রথমে তাই ভেবেছিলাম, পায়ের ছাপের বৈচিত্র্য লক্ষ করে অন্য ধারণা মাথায় এসেছে। ভারতবর্ষ উপদ্বীপের বাসিন্দারা কেউ কেউ মাথায় খাটো হয় ঠিকই, কিন্তু তাদের পায়ের ছাপ কম হয় না। খাঁটি হিন্দুদের পা লম্বা আর পাতলা। চটি-পরা মুসলমানদের বুড়ো আঙুল অন্য আঙুল থেকে তফাতে থাকে— মাঝে চটির চামড়ার ফিতে থাকে বলে। ছোটো ছোটো এই তীরগুলো ছুড়তে হলে একটিমাত্র পন্থাতেই ছুড়তে হয় এবং তা ব্লোপাইপ থেকে— ফুঁ দেওয়া নল থেকে। এ ধরনের বর্বর কোথায় থাকে বল তো?'

'দক্ষিণ আমেরিকায়' ঢোক গিলে বললাম।

লম্বা হাত বাড়িয়ে তাক থেকে একটা মোটা বই নামিয়ে আনল হোমস।

'বইখানা সদ্য প্রকাশিত— ভৌগোলিক শব্দ কোষের প্রথম খণ্ড। সর্বাধুনিক তথ্যের প্রামাণ্য গ্রন্থ। দেখ কী লেখা রয়েছে। 'সুমাত্রা[৮] থেকে ৩৪০ মাইল উত্তরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।' হুম? হুম! দেখ, দেখ, আরও কত কী খবর! আর্দ্র আবহাওয়া, প্রবাল প্রাচীর, হাঙর, পোর্ট ব্লেয়ার, দ্বীপান্তর কয়েদিদের ব্যারাক, রাটল্যান্ড দ্বীপ[৯], কটন উডস,— আ! এই তো পেয়েছি! 'বিশ্বের সবচেয়ে বেঁটে জাত বোধ হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা। কিছু নৃতত্ত্ববিদ অবশ্য এ-সম্মান দিতে চান আফ্রিকার বুশমেনদের[১০], আমেরিকা ডিগার ইন্ডিয়ানদের[১১] এবং টিয়েরা ডেল ফুয়েজিয়ান্সদের[১২]। গড়পড়তা উচ্চতা চার ফুটের চেয়েও কম। কিছু প্রাপ্তবয়স্করা এর চাইতেও বেঁটে। এরা বড়ো দুর্ধর্ষ, রুক্ষ এবং অশাসনীয়। কিন্তু একবার মন জয় করতে পারলে প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠতে পারে।' কথাটা খেয়াল রেখো, ওয়াটসন। এবার শোনো এইটা। 'স্বাভাবিকভাবেই ওরা কদাকার। মাথাটা প্রকাণ্ড, নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। চোখ ছোটো ছোটো এবং ভীষণাকার। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত[১৩]। হাত আর পা আশ্চর্যরকম ছোটো। অত্যন্ত দুর্দান্ত, অশাসনীয় এবং ভয়ংকর প্রকৃতির দরুন অনেক চেষ্টা করেও ব্রিটিশ শাসক এদের মাথা নোয়াতে পারেনি। জাহাজডুবি খালাসিদের কাছে এরা সাংঘাতিক আতঙ্ক। পাথরের গদা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়, নয়তো বিষ মাখানো তির ছুড়ে নিমেষে মেরে ফেলে। তারপর লাশ নিয়ে নরমাংস ভোজ[১৪] আরম্ভ হয়।' চমৎকার অমায়িক লোক বটে, তাই না ওয়াটসন! এ-লোককে নিজের ওপর ছেড়ে দিলে নিজস্ব পদ্ধতিতে কী বীভৎস কাণ্ড করা যেত ভাবতে পার! আমার তো মনে হয় এমনকী জোনাথন স্মলও তা বরদাস্ত করত না, ওর সাহায্যই নিত না।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ-লোককে সে সঙ্গী জোটাল কী করে?'

'আরে ভায়া, এর বেশি আর কিছু জানি না আমি। ধরে নাও যেহেতু স্মল নিজেই আন্দামানে ছিল এবং সেখান থেকেই এখানে তার আগমন, সুতরাং বিচিত্র ভয়ংকর এই দ্বীপবাসীটাও তার সঙ্গে এসেছে। সময় এলে এর সম্বন্ধে আরও খবর পাবই, নিশ্চিন্ত থেকো। ওয়াটসন, তোমাকে ভীষণ কাহিল লাগছে। শুয়ে পড়ো সোফায়, দেখি তোমাকে ঘুম পাড়াতে পারি কিনা।'

কোণ থেকে বেহালা নিয়ে এল হোমস। আমি লম্বা হলাম সোফায়। অদ্ভুত একটা বাজনা শুরু

করল ও। সুরটা নিশ্চয় নিজের, কেননা নতুন নতুন সুর তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ওর। স্বপ্নময়, ছন্দোময়, মিষ্টি বাজনা কানের মধ্যে দিয়ে মাথায় পৌঁছে আমাকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে গেল একটু একটু করে। অস্পষ্ট মনে পড়ে দীর্ঘক্ষণ হাত নেড়ে ছড়ি টানছে বন্ধুবর, চোখে-মুখে নিবিড় তন্ময়তা, তারপর মনে হয় যেন শব্দের প্রশান্ত কোমল সাগরে ভেসে যাচ্ছি, পৌঁছেছি স্বপ্নের দেশে এবং নির্নিমেষ আমার পানে চেয়ে আছে মেরি মর্সটানের মিষ্টি মুখখানি।

৯। শৃঙ্খলে যেখানে ফাঁক রয়েছে

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল আমার। শরীর ঝরঝরে। ঘুমানোর সময়ে শার্লক হোমসকে যেভাবে বসে থাকতে দেখেছিলাম, এখনও বসে রয়েছে সেইভাবে। কেবল বেহালা পাশে রেখে চোখ ডুবিয়ে রয়েছে একটা বইতে। আমার নড়াচড়ার শব্দে মুখ তুলে চাইতেই দেখলাম, দুশ্চিন্তার কালো হয়ে উঠেছে মুখখানা।

বলল, 'খুব ঘুমিয়েছ। এত কথা বললাম, তবুও ঘুম ভাঙেনি।'

'কিছুই শুনিনি। নতুন খবর পেয়েছ তাহলে?'

'না। খুবই মুষড়ে পড়েছি, ওয়াটসন। অবাকও হয়েছি। বিকেলের মধ্যে খবরের আশা করেছিলাম। এইমাত্র এসেছিল উইগিন্স। লঞ্চের চিহ্ন নেই কোথাও। অথচ প্রতিটি ঘণ্টা এখন গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমাকে দিয়ে কিছু হয় তো বল। শরীর ঝরঝরে। আর এক রাতের ধকল সইতে পারব।'

'না। কিছু করার নেই এখন— ঠায় বসে থাকা ছাড়া। বেরোলেই যদি খবর আসে, সে-খবর পেতে দেরি হয়ে যাবে। তোমার মন যা চায় তাই কর, আমাকে বসে থাকতে হবে এখানেই।

'আমি তাহলে ক্যাম্বারওয়েলে গিয়ে মিসেস সিসিল ফরেস্টারের খবর নিয়ে আসি। গতকাল সেইরকমই বলেছিলেন।'

চোখের মধ্যে হাসি নাচিয়ে হোমস বললে— 'খবরটা কার নেবে? মিসেস সিসিল ফরেস্টারের?'

'মিস মর্সটানেরও। জল কদ্দূর গড়াল জানতে চেয়েছিলেন।'

'আমি হলে বেশি কথা বলতাম না। সেরা মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই— পেটে কথা থাকে না।'

মন্তব্যটা অতিশয় খারাপ— আঁতে ঘা লাগে। আমি কিন্তু তর্ক করলাম না, দাঁড়ালামও না। বললাম, 'ঘণ্টাখানেক কি দুয়েকের মধ্যে ফিরছি।'

'অলরাইট! গুডলাক। নদীর ওপারেই যদি যাও, তো টোবিকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ওকে আর দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

দোআঁশলাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম। পিনচিন লেনের বুড়ো প্রকৃতিবিদের হাতে তাকে সঁপে দিলাম, সেইসঙ্গে একটা আধ-গিনি। ক্যাম্বারওয়েলে পৌঁছে দেখলাম রাতের ধকলে শুকিয়ে গেলেও নতুন খবরের প্রত্যাশার সাগ্রহে পথ চেয়ে বসে মিস মর্সটান। আগ্রহ মিসেস ফরেস্টারেরও কম নয়। যা-যা করেছি সব বললাম— বিয়োগান্তক দৃশ্যের সবচেয়ে বীভৎস

অংশগুলো চেপে গেলাম। মি. শোল্টোর মৃত্যুর কথা বললাম বটে, কীভাবে তাঁকে মারা হয়েছে— তা বললাম না। বাদসাদ দেওয়ার পরেও দেখা গেল আমার কাহিনি তাঁদের চমৎকৃত এবং বিস্মিত করেছে।

'দারুণ রোমান্স দেখছি।' সোল্লাসে বললে মিসেস ফরেস্টার। 'আহত মহিলা, পাঁচ লাখ পাউন্ডের হিরেমানিক, মিশমিশে নরখাদক, কেঠো পা-অলা দুর্বৃত্ত। রূপকথায় এদের বদলে থাকে মামুলি ড্রাগন অথবা কুচুটে রাজা।'

'রাজকন্যের উদ্ধারের জন্যে দু-জন ডানপিটে নাইটও রয়েছেন কিন্তু রোমান্সে', ঝকমকে চোখে আমার পানে তাকিয়ে বললেন মিস মর্সটান।

'কী যে বল মেরি, তোমার ঐশ্বর্য উদ্ধার নির্ভর করছে তো এই দু-জনেরই তদন্তের ওপর। কিন্তু তোমাকে তো তেমন উত্তেজিত দেখছি না। রাজ ঐশ্বর্য হাতের মুঠোয় এলে পৃথিবীটা যে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে, সে-খেয়াল আছে?'

এইরকম একটা চিত্ত চঞ্চলকারী সম্ভাবনার কথা শুনেও মিস মর্সটানের চিত্ত বৈকল্য ঘটল না লক্ষ করে মনে মনে একটা গোপন উল্লাস, একটা বিচিত্র রোমান্স অনুভব করলাম। উল্লসিত হওয়া তো দূরে থাকুক। সামান্য মাথা দুলিয়ে জানিয়ে দিলেন ব্যাপারটা তুচ্ছ এবং তাঁর মোটেই আগ্রহ নেই।

বললেন, 'আমার চিন্তা কেবল মি. থেডিয়াস শোল্টোকে নিয়ে। উনি অনেক করেছেন আমার জন্যে। গোড়া থেকেই যথেষ্ট মায়া-দয়া দেখিয়েছেন, খাঁটি ভদ্রলোকের মতো আচরণ করেছেন। আমাদের উচিত তাঁকে এই জঘন্য মিথ্যে অপবাদ থেকে মুক্ত করা।'

সন্ধের আগেই বেরোলাম ক্যাম্বারওয়েল থেকে— রাত হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে। চেয়ারের পাশে পড়ে আছে বন্ধুর তামাক, পাইপ আর বই— নিজে উধাও। আমার নামে চিঠিপত্র রেখে গেছে কিনা খোঁজ করলাম আশেপাশে, কিন্তু কিছুই পেলাম না।

'খড়খড়ি বন্ধ করার জন্যে মিসেস হ্যাডসন ঘরে আসতে জিজ্ঞেস করলাম— মি. শার্লক হোমস কি বেরিয়েছেন?'

'আজ্ঞে না। নিজের ঘরে রয়েছেন', গলা খাটো করে— 'ওঁর স্বাস্থ্যের জন্যে বড্ড দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

'কেন মিসেস হাডসন?'

'বড়ো অদ্ভুত লোক। আপনি বেরিয়ে গেলেন, উনিও পায়চারি আরম্ভ করলেন। করেই চললেন। কান পচে গেল পায়ের আওয়াজ শুনতে শুনতে! তারপর শুনলাম নিজের সঙ্গে বকবক করছেন, বিড়বিড় করছেন। সদর দরজায় যতবার ঘণ্টা বাজছে, দৌড়ে এসে সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছেন— কে এল, মিসেস হাডসন? কিছুক্ষণ আগে ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন— কিন্তু এখনও ঘরের মধ্যে পায়চারি করার আওয়াজ কানে আসছে। শরীর ভেঙে পড়তে পারে, এই ভয়ে মাথা ঠান্ডা করার একটা ওষুধের কথা বলতে গেছিলাম, কিন্তু এমনভাবে তাকালেন যে পালাবার পথ পেলাম না।'

বললাম, 'দুশ্চিন্তা করবেন না! এভাবে আগেও দেখেছি ওঁকে। মাথায় ছোটোখাটো সমস্যা ঢুকলে এইরকম অস্থির হয়ে যান উনি!'

কথাটা হালকা করে দিলাম বটে, কিন্তু আমার নিজের মনে তা পাষাণ হয়ে চেপে রইল। উদ্‌বেগ আরও বাড়ল যখন সারারাত পাশের ঘরে শুনলাম চাপা ধুপধুপ শব্দ— একনাগাড়ে পায়চারি করছে শার্লক হোমস। বেচারি! নিষ্ক্রিয় থাকলেই অবস্থা ওর কাহিল হয়— এত ছটফটানি তো সেইজন্যেই, লড়ে মরছে নিজের মনের সঙ্গে।

সকাল হল। ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে বলল হোমস। মুখ কালো, উদ্‌ভ্রান্ত। গালে জ্বরতপ্ত ফুটফুটে দাগ।

বললাম, 'নিজেকে মারছ। কাল সারারাত তোমার কুচকাওয়াজের আওয়াজ শুনেছি।'

'না হে, ঘুমোতে পারিনি একদম। নারকীয় এই বাধাটা কুরে কুরে খাচ্ছে ভেতর থেকে। এত বড়ো বড়ো বাধা পেরিয়ে আসার পর এই একটা ছোট্ট বাধায় হোঁচট খেয়ে পড়ার মতো দুর্ভাগ্য আর নেই। অসহ্য। লঞ্চের খবর পেয়েছি, লঞ্চে যারা রয়েছে, তাদের খবরও জানা হয়ে গিয়েছে— তা সত্ত্বেও আর কোনো খবর পাচ্ছি না। অন্যান্য ভাবেও খবর আনবার ব্যবস্থা করেছি— আমার সাধ্যমতো সব বন্দোবস্তই হয়েছে। নদীর দু-পাড় তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু খবর পাওয়া যায়নি লঞ্চের। মিসেস স্মিথও খবর পাননি স্বামীর! এ থেকে শেষ পর্যন্ত একটাই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়— তলা ফুটো করে লঞ্চ ডুবিয়ে দিয়েছে হারামজাদারা, কিন্তু আমার আপত্তি আছে এ-সিদ্ধান্তে।'

'এমনও হতে পারে তো যে মিসেস স্মিথ ইচ্ছে করেই ভুল খবর দিয়ে আমাদের বিপথে চালিয়েছে?'

'আমার তা বিশ্বাস হয় না। ও-সম্ভাবনা নাকচ করতে পার। খবর নিয়ে জেনেছি সত্যিই ওইরকম দেখতে একটা লঞ্চ আছে।'

'মোহনার দিকে এগিয়ে উৎসের দিকে যায়নি?'

'সে-কথাও আমি ভেবেছি। একটা তল্লাশি দল পাঠিয়েছি— রিচমন্ড[১] পর্যন্ত দেখে আসবে। তাতেও যদি লঞ্চের খোঁজ না-পাওয়া যায় তো নিজেই বেরোব— লঞ্চের বদলে লঞ্চের আরোহীদের তল্লাশ করব। তার আগে অবশ্য খবর আসবে— আসতেই হবে।

কিন্তু এল না। উইগিন্সের তরফ থেকেও নয়— অন্যান্য কারো মারফতও নয়। নরউড ট্র্যাজেডি নিয়ে নিবন্ধ বেরিয়েছে সবক-টা পত্রিকাতেই। সব কাগজই এক সুরে বাপান্ত করেছে বেচারি থেডিয়াস শোল্টোর। নতুন খবর কেউ দিতে পারেনি। শুধু জানা গেল পরের দিনই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্যে করোনারের জুরি নিযুক্ত হবে এবং তদন্ত আরম্ভ হবে। সন্ধের দিকে ক্যাম্বারওয়েল গিয়ে মহিলা দু-জনকে সারাদিনের ব্যর্থতার খবর জানিয়ে বাড়ি ফিরে দেখলাম প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে ভীষণ মনমরা হয়ে বসে শার্লক হোমস। আমার প্রশ্ন-টশ্ন শুনেও শুনল না, জবাব যা দিল, তা না-দেওয়ারই শামিল! সমস্ত সন্ধেটা কী এক নিগূঢ় রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত রইল। বিশ্লেষণের শেষে এমন একটা বিটকেল গন্ধ বেরোল ঘর থেকে যে বাড়ি ছেড়ে প্রায় বেরিয়ে আসতে হল আমাকে। মাঝরাতে শুনলাম টেস্টটিউব ঠোকাঠুকির ঠুনঠুন শব্দ— অর্থাৎ দুর্গন্ধ-কারক এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে এখনও বিভোর আমার বন্ধু।

খুব ভোরেই চোখ খুলে চমকে উঠলাম বিছানার পাশে সেজেগুজে হোমসকে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখে। পরনে খালাসিদের মোটা পোশাক— পুরু, খাটো ওভারকোট আর গলা ঘিরে কর্কশ, লাল স্কার্ফ।

বলল, 'ওয়াটসন, চললাম নদীর দু-পাশে খোঁজ নিতে। সারারাত ভেবেছি এই নিয়ে— এ-ধাঁধা থেকে বেরোনোর একটা পথই মাথায় এসেছে। সম্ভাবনাটা বাজিয়ে দেখতে চাই।'

'আমিও নিশ্চয় যাচ্ছি তোমার সঙ্গে?'

'না। আমার প্রতিনিধি হিসেবে এখানে থাকলেই বরং অনেক বেশি কাজ দেবে। কালরাতে উইগিন্স হতাশ হয়ে পড়লেও আমার হিসেব মতো আজকে খবর আসার নামে আসা সব টেলিগ্রাম আর চিঠি খুলে তুমি পড়ো— তেমন সব খবর পেলে নিজের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে যা করবার করবে। ভরসা রাখতে পারি তোমার ওপর?'

'নিশ্চয় রাখতে পারো।'

'মনে হয় টেলিগ্রাম পাঠাতে পারবে না— কোথায় থাকব নিজেও জানি না— তোমাকেও বলতে পারব না। কপাল ভালো থাকলে বেশিক্ষণ বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে না। ফিরে আসার আগেই একটা-না-একটা খবর পাবই।'

ব্রেকফাস্ট খেতে বসলাম— তখনও কোনো খবর এল না হোমসের দিক থেকে। 'স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা খুলে দেখি রহস্যাবৃত কেসটা সম্পর্কে নতুন খবর বেরিয়েছে।

খবরটা এই :

'আপার নরউড ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত কেসটিকে যতটা সহজ ভাবা গিয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তার চাইতে অনেক জটিল অনেক রহস্যময়। নতুন পাওয়া প্রমাণ অনুসারে মি. থোডিয়াস শোল্টোর পক্ষে এই হত্যাকাণ্ডে কোনোক্রমেই জড়িত থাকা সম্ভব নয়। কাল রাতে তাঁকে এবং হাউসকিপার মিসেস বার্নস্টোনকে হাজত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত অপরাধীদের মোক্ষম সূত্র নাকি পুলিশের হাতে এসেছে এবং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ অফিসার অ্যাথেলনি জোন্স তাঁর সুবিখ্যাত প্রাণপ্রাচুর্য এবং বুদ্ধিপ্রাচুর্যসহ এই সূত্র অনুসারে অপরাধী অন্বেষণ করছেন। যেকোনো মুহূর্তে আরও ধরপাকড়ের সম্ভাবনা রয়েছে।'

মনে মনে ভাবলাম, 'মন্দ কী! বন্ধুবর শোল্টো তো বেঁচে গেল। নতুন সূত্রটা অবশ্য কী বুঝতে পারছি না। তবে পুলিশ যখন নাকানিচোবানি খায় আর হরদম ভুল করে, তখন সব ক-টা ভুলই এক ধাঁচে ঢালা হয়।'

কাগজটা টেবিলে ছুড়ে ফেলে দিতেই হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ স্তম্ভে একটা বিজ্ঞাপনে চোখ পড়ল। বিজ্ঞাপনটা[২] এই :

'হারিয়েছি। গত মঙ্গলবার রাত তিনটে নাগাদ 'অরোরা' স্টিমলঞ্চে বেরিয়েছে মাঝি মর্ডেকাই স্মিথ এবং তার ছেলে জিম। স্টিমলঞ্চের রং কালো, দু-পাশে লাল পটি। ফানেল কালো, সাদা ব্লেড। জেটিতে মিসেস স্মিথের কাছে অথবা ২২১ বি, স্ট্রিটে মি. স্মিথের এবং অরোরা লঞ্চের খবর পৌঁছে দিলে নগদ পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া হবে।'

নিশ্চয় হোমসের কাজ। বেকার স্ট্রিটের ঠিকানাই তার প্রমাণ। বেশ চালাকি করেছে হোমস। পলাতকরা দেখে ভাববে স্বাভাবিক কারণেই উদ্‌বিগ্ন হয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী।

সুদীর্ঘ দিনটা যেন আর শেষ হতেই চায় না। দরজায় খটাখট টোকা মারার আওয়াজ বা

রাস্তায় পায়ের শব্দ শুনলেই ভেবেছি এই বুঝি ফিরে এল হোমস, নয়তো জবাব এল বিজ্ঞাপনের! বই নিয়ে পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মন দিতে পারলাম না। বার বার মন ছুটে গেল পলাতক দুই শয়তান শিরোমণি এবং বিচিত্র তদন্তের দিকে। বন্ধুবরের যুক্তির শৃঙ্খলের গোড়ায় গলদ নেই তো? প্রকাণ্ড আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছে না তো বেচারি? কল্পনাপ্রিয় চঞ্চল মন দিয়ে ভুল যুক্তির ওপর নড়েচড়ে ইমারত রচনা করে বসেনি তো? অবশ্য ওকে কখনো ভুল করতে দেখিনি। তাহলে বলব অকাট্য যুক্তিবাজকেও মাঝে মাঝে ঠকে যেতে হয়। অতি বিশুদ্ধ ওর যুক্তিপ্রবাহ এবং সেইজন্যেই ভুল করা স্বাভাবিক— আসলে হয়তো তা অনেক সোজা, অনেক মামুলি এবং রয়েছে নাগালের মধ্যেই। অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে, সাক্ষীসাবুদ সব আমিও দেখেছি, কোন কোন যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে এসেছে হোমস— তাও শুনেছি স্বকর্ণে। পরের পর অনেক ঘটনা ঘটেছে, অনেক বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, অনেক ব্যাপার নেহাত তুচ্ছও মনে হয়েছে, কিন্তু প্রতিটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে অবশ্যম্ভাবী এক পরিণতির দিকে। কাজেই নিজের মনের সঙ্গে চোখ ঠেরে লাভ নেই— হোমসের ব্যাখ্যা ভুল এমন ধারণা আমার পক্ষেও করা সম্ভব নয় এবং আমি বিশ্বাস করি শার্লক হোমস ভেবেচিন্তে মাথা খাটিয়ে যে অনুমিতি খাড়া করেছে— তা নির্ভেজাল সত্য এবং অতীব চমকপ্রদ ও চাঞ্চল্যকর।

বিকেলে তিনটের সময়ে দারুণ জোরে বেজে উঠল দরজার ঘণ্টা। ভারিক্কি গলার আওয়াজ শুনলাম হলঘরে এবং সচমকে দেখলাম ঘরে ঢুকছেন স্বয়ং অ্যাথেলনি জোন্স। আপার নরউডে যেমন হম্বিতম্বি এবং সর্দারি দেখেছিলাম— তার লক্ষণ দেখা গেল না এখনকার চেহারায়। উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে অধ্যাপকের মতো কাটছাঁট ভাষায় জ্ঞান দিয়েছিল যে এখন তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে, বিনয়ে যেন মাটি স্পর্শ করছে এবং হাবভাবে ক্ষমা প্রার্থনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'গুড-ডে স্যার; গুড-ডে। মি. শার্লক হোমস বেরিয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। কখন ফিরবে তাও জানি না। অপেক্ষা করতে পারেন। চেয়ার নিয়ে বসুন, এই নিন চুরুট।'

'ধন্যবাদ, আপত্তি নেই।' বিরাট লাল রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বলল জোন্স।

'হুইস্কি আর সোডা চলবে?'

'আধ গেলাস দিন। বড্ড গরম— এ সময়ে এত গরম বাড়ে না। দুশ্চিন্তা আর খাটাখাটনিও বেড়েছে তেমনি। নরউড কেসে আমার থিয়োরি তো আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ, একবার বলেছিলেন বটে।'

থিয়োরিটা নতুন করে খাড়া করতে বাধ্য হলেন। মি. শোল্টোকে জালে ফেলার পর ফুস করে তলার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। এমন একটা অন্যত্রস্থিতি প্রমাণ করে দিলেন যা নাকচ করা গেল না। ভাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর ইস্তক একজন না একজন তাঁকে দেখেছে— চোখের আড়াল হয়নি একবারও। কাজেই ছাদে উঠে ঠেলা দরজা খুলে ফুটো দিয়ে উনি ঘরে ঢোকেননি। কেসটা বড়ো জটিল, আমার সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে বসেছে। তাই সাহায্য পেলে বর্তে যাব।'

'মাঝে মাঝে সাহায্যের দরকার সবারই হয়।' বললাম আমি।

খসখসে গোপন কণ্ঠে বললে জোন্স, 'আপনার বন্ধু মি. শার্লক হোমস সত্যিই বড়ো আশ্চর্য মানুষ। ওঁকে হারানো যায় না। অনেক কেসে ওঁকে দেখেছি, কিন্তু সুরাহা করতে পারেননি এমন কোনো কেসের খবর আমার জানা নেই। ওঁর কার্যপদ্ধতি উলটোপালটা ধরনের— গতানুগতিক নয়, সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান আচমকা— তা সত্ত্বেও বলব পুলিশের খাতায় নাম লেখালে বড়ো অফিসার হতে পারতেন, কথাটা পাঁচ কান হলেও কিছু এসে যায় না আমার। আজ সকালে আবার একটা টেলিগ্রাম পেলাম ওঁর কাছ থেকে— শোল্টো রহস্যের নতুন সূত্র নাকি পেয়েছেন। এই দেখুন টেলিগ্রাম।'

পকেট থেকে তারবার্তা বার করে আমার হাতে দিলেন জোন্স। দুপুর বারোটার সময়ে পপলার ডাকঘর[৩] থেকে পাঠানো টেলিগ্রাম। 'এখুনি বেকার স্ট্রিটে যান। আমি না-থাকলে বসে থাকুন, না-ফেরা পর্যন্ত। শোল্টো গুপ্তঘাতকবাহিনীর নাগাল ধরে ফেলেছি। শেষ দৃশ্যে হাজির থাকার ইচ্ছে থাকলে আজ রাতে আসতে পারেন আমার সঙ্গে।'

বললাম, 'ভালোই তো। আবার দেখছি নাগাল ধরে ফেলেছে।'

'তাই বলুন, উনি তাহলে ভুল করেছেন।' সহর্ষে বলল জোন্স, খুশি চাপতে পারল না হাবভাবে। 'যত দুঁদেই হই না কেন, মাঝে মাঝে মুখ থুবড়ে পড়তে হয় আমাদের সবাইকেই। এটাও তেমনি উড়োখবর হতে পারে। তাহলেও অফিসার হিসেবে আমার কর্তব্য সব সূত্রের শেষ পর্যন্ত দেখা। দরজায় কে এসেছে দেখুন। মি. হোমস ফিরলেন মনে হচ্ছে।'

সিঁড়িতে গুরুভার পদশব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে জোরে জোরে সাঁ-সাঁ করে নিশ্বাস ফেলার এবং গলার মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ। পায়ের মালিক যেন একদম হাঁপিয়ে গেছে। দু-একবার দাঁড়িয়েও গেল— পা যেন আর চলছে না— সিঁড়ি ভাঙতে যেন আর পারছে না। তারপর কষ্টেসৃষ্টে এসে পৌঁছল দরজায় এবং ঢুকল ভেতরে। আওয়াজের সঙ্গে মিলে যায় লোকটার চেহারা। বয়স হয়েছে, পরনে সমুদ্রচারী নাবিকের পুরোনো পোশাক। খাটো, পুরু ওভারকোট, গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। পিঠ বেঁকিয়ে গেছে, হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপছে এবং হাঁপানি রুগির মতো নিশ্বাস নিচ্ছে— যন্ত্রণায় বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। ওক কাঠের ইয়া মোটা একটা মুগুরের ওপর দিয়ে কোনোমতে দাঁড়িয়ে দু-কাঁধ বেঁকিয়ে বাতাস টানতে লাগল ফুসফুসের মধ্যে। চিবুক ঢাকা রঙিন স্কার্ফের ফাঁক দিয়ে মুখ বলতে দেখা গেল শুধু একজোড়া তীক্ষ্ণ কৃষ্ণ চক্ষু, কার্নিশের মতো ঠেলে-বেরিয়ে-আসা নিবিড় সাদা ভুরু এবং সুদীর্ঘ ধূসর গালপাট্টা। সব মিলিয়ে চেহারাটা মর্যাদাসম্পন্ন দক্ষ সমুদ্রচারী নাবিকের— বয়স হয়েছে, অভাবে পড়েছে।

'কী চাই?' শুধোলাম আমি।

বুড়োরা যেভাবে ধীরে কিন্তু খুঁটিয়ে আশপাশ দেখে নেয়, সেইভাবে চারদিকে চেয়ে বৃদ্ধ বললে, 'মি. শার্লক হোমস আছেন?'

'না, তাঁর তরফে আমি আছি। কিছু খবর দেবার থাকলে আমাকে দিতে পারেন।'

'তার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।'

'বললাম তো তার তরফে আমি আছি। কথাটা কী নিয়ে? মর্ডেকাই স্মিথের লঞ্চের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। আমি জানি লঞ্চ কোথায়, আমি জানি উনি যাঁদের খুঁজছেন তারা কোথায়। আমি জানি গুপ্তধন কোথায়। সব জানি আমি।'

'তাহলে বলুন আমাকে। আমি জানিয়ে দেব মি. হোমসকে।'

'যা বলবার ওকেই বলব', খিটখিটে একগুঁয়েমির সুরে বললে বৃদ্ধ! খুব বুড়ো হলে সব মানুষ এইভাবে কথা বলে।

'তাহলে বসতে হবে ফিরে না-আসা পর্যন্ত।'

'না, না কাউকে খুশি করার জন্যে পুরো একটা দিন নষ্ট করতে আমি পারব না। মি. হোমস যদি না-থাকেন তো খুঁজেপেতে ওঁকেই সব খবর জেনে নিতে হবে। আপনাদের দু-জনকেই দেখে সুবিধের মনে হচ্ছে না— কোনো কথাও তাই বলব না।'

দরজার দিকে টলতে টলতে এগোল বৃদ্ধ— তার আগেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল অ্যাথেলনি জোন্স।

'দাঁড়ান, যে-খবর আপনি এনেছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই আপনার ইচ্ছে না থাকলেও আটকে রাখব মি. হোমস ফিরে না-আসা পর্যন্ত।'

দরজার দিকে গেল বৃদ্ধ— কিন্তু পাল্লায় পিঠ দিয়ে জোন্সকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝল বৃথা চেষ্টা।

মুগুরের মতো লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললে চিৎকার করে— 'এ কী নোংরা ব্যাপার। আমি এসেছি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে। জীবনে দেখিনি আপনাদের, কেন এভাবে আটকে রাখছেন আমাকে!'

'আপনার সময় যা নষ্ট হবে, তা উশুলও হয়ে যাবে,' বললাম আমি। 'আসুন, এই সোফায় বসুন। বেশি দেরি হবে না।'

সোফায় বসল বৃদ্ধ— দু-হাতে ন্যস্ত রইল গোমড়া মুখখানা। চুরুট খেতে খেতে ফের কথা শুরু করলাম আমি আর জোন্স। আচমকা কানের কাছে শোনা গেল হোমসের গলা।

'আমাকেও একটা চুরুট দিলে পারতে।'

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম দু-জনেই। সত্যিই প্রশান্ত সকৌতুক মুখে পাশে দাঁড়িয়ে হোমস।

'হোমস!' বললাম সবিস্ময়ে, 'তুমি! কিন্তু বুড়োটা গেল কোথায়?'

'এই তো সেই বুড়ো,' স্তূপীকৃত সাদা চুল দেখিয়ে বললে হোমস। 'এই দেখ সে— গালপাট্টা, পরচুলা, ভুরু— সব। ছদ্মবেশটা নিখুঁত হয়েছে জানতাম, কিন্তু এত ভালো হয়েছে বুঝিনি— অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করে গেলাম।'

'ভারি পাজি লোক তো আপনি।' ভীষণ খুশি হয়ে সোল্লাসে বললে জোন্স। 'পাক্কা অভিনেতা[৪] হতে পারতেন মশায়— কালেভদ্রে এমন নট জন্মায়। কাশিখানা অবিকল মেহনতি কাশি, ঠকঠক করে শুধু পা কাঁপানোর পুরস্কারই পেতেন হপ্তায় দশ পাউন্ড। তবে যাই বলুন না কেন, খটকা লেগেছিল আপনার চকচকে চোখ দেখে। বেরোতে তো দিইনি ঘর থেকে। কেমন?'

'চুরুট ধরিয়ে হোমস বললে, 'সারাদিন এই ধড়াচুড়ো নিয়েই কাজ করছি। অপরাধী মহলের অনেক রথী মহারথী আজকাল আমার মুখ দেখেই চিনে ফেলে— বিশেষ করে এই বন্ধুটি আমার কিছু কীর্তিকাহিনি[৫] নিয়ে গল্প ছাপবার পর থেকেই ঘটেছে এই কাণ্ড। তাই ওদের মহলে যখন যাই যুদ্ধজয়ের অভিলাষ নিয়ে, একটু ভোল পালটানোর দরকার হয়। টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন?'

'পেয়েই তো এসেছি।'

'আপনার কেস কদ্দূর?'

'অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে। দু-জন কয়েদিকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, বাকি দু-জনের বিরুদ্ধেও কোনো প্রমাণ পাচ্ছি না।'

'মন খারাপ করবেন না। যে দু-জন গেছে, তার বদলি অন্য দু-জন পাবেন। কিন্তু আমার কথামতো চলতে হবে। পুলিশ অফিসার হিসেবে সব কৃতিত্ব আপনিই পাবেন— কিন্তু আমার হুকুম মেনে চলতে হবে। রাজি?'

'পাকড়াও যদি করে দিতে পারেন শয়তানদের, যা বলবেন তাই শুনব।'

'বেশ, বেশ। প্রথমেই দরকার খুব জোরে ছুটতে পারে এমন একটা পুলিশবোট— স্টিম লঞ্চ— ঠিক সাতটার সময়ে হাজির থাকবে ওয়েস্টমিনিস্টার স্টেয়ারে[৬]।'

ও আর এমন কথা কী। চব্বিশ ঘণ্টাই ওখানে একটা লঞ্চ মোতায়েন থাকে[৭]। তাহলে টেলিফোনে[৮] পাকা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

'তারপরই চাই গাঁট্টাগোট্টা দু-জন লোক— মারপিট যদি হয়?'

'ও-রকম লোক জনা দু-তিন বোটেই থাকে। আর?'

'আসামিদের পাকড়াও করলেই গুপ্তধন আসবে। আমার বিশ্বাস, অর্ধেক হারে মালিকের ওপর যার স্বত্ব, সেই ভদ্রমহিলাটির হাতে রত্নপেটিকা স্বহস্তে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারলে আমার এই বন্ধুটি যৎপরোনাস্তি খুশি হবে। যাঁর জিনিস তিনিই খুলবেন হিরের বাক্স। ঠিক কিনা, ওয়াটসন?'

মাথা নেড়ে জোন্স বললে, 'খুবই উলটোপালটা ব্যাপার। অবশ্য সবই যখন দেখছি উলটোপালটা তখন না হয় এটাকেও চোখ ঠেরে ছেড়ে দেওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, গুপ্তধন প্রথমে সরকারের হাতে যাবে। তদন্ত শেষ হলে যাবে মালিকের হাতে।'

'অবশ্য, অবশ্য। তাও ম্যানেজ করা যাবে! আর একটা পয়েন্ট। জোনাথন স্মলের মুখ থেকে আমি এ-ব্যাপারে দু-একটা খুঁটিনাটি জেনে নিতে চাই। আপনি তো জানেন খুঁটিনাটির ওপরেই জোর দিই আমি। পুলিশি জবানবন্দি নিন গে আপত্তি নেই। কিন্তু আমার এই ঘরে বা অন্যত্র আমাকে সুযোগ দিতে হবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার। আপনার লোক অবশ্য পাহারায় থাকবে— যাতে না-পালায়। রাজি?'

'আরে মশাই, আপনি এখন গুরু— পুতুল নাচানোর সব সুতো একাই ধরে বসে আছেন। কে এই জোনাথন স্মল তাই জানি না— এ-রকম নামে কোনো লোক আছে এমন প্রমাণ এখনও পাইনি। সে-লোককে যদি আপনি পাকড়াও করেন, নিন না তার ইন্টারভিউ, আমার আপত্তি নেই।'

'পাকা কথা। আর কিছু?'

'শুধু একটা ব্যাপার। আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতে হবে আপনাদের। আধ ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে! ঝিনুক আর মেঠো মোরগের সঙ্গে সাদা মদ[৯]। ওয়াটসন, তুমি কিন্তু ভায়া গেরস্থালির কাজে আমার প্রতিভার কদর করনি কখনো।

১০। দ্বীপবাসীর শেষদিন

বেশ ফুর্তির মধ্যে শেষ হল খাওয়াদাওয়া। ইচ্ছে করলে অনর্গল কথা বলতে পারে হোমস। সেদিন দেখলাম ওর সেই ইচ্ছেই রয়েছে। মনে হল একটা স্নায়বিক উল্লাসের মধ্যে রয়েছে বন্ধুবর। এ-রকম উল্লসিতভাবে কখনো ওকে দেখেনি। যেন ঝলমল করছে, চলনে বলনে ঝিকিমিকি দ্যুতি ঠিকরোচ্ছে। নানা বিষয়ে পরের পর কথা বলে চলল একাই। রকমারি বিষয়। কিন্তু প্রতিটিতে যেন বিশেষভাবে কৃতবিদ্য[১]। বাইবেলের ঘটনা অবলম্বনে মধ্যযুগের অভিনয়, পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত মৃন্ময় পাত্র, স্ট্রাডিফেরিয়াস বেহালা[২], সিংহলের বৌদ্ধধর্ম[৩] এবং ভবিষ্যতের উপাসনাপদ্ধতি— সবই যেন তাঁর অধীত বিদ্যা। ক-দিন বিষণ্ণতার অন্ধকার কেটেছে— আর এখন ফুর্তিতে কলকলিয়ে উঠেছে। দেখা গেল ডিউটির বাইরে আড্ডার আসর মাত করে দেওয়ার ক্ষমতা অ্যাথেলনি জোন্স রাখে। খানা খেল তারিয়ে তারিয়ে— সম্মানীয় অতিথির মতোই। হাতের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি, এই কল্পনায় ফুর্তি জেগেছিল আমার প্রাণেও— হোমসের মতোই। তিনজনের কেউই অবশ্য খাওয়ার সময়ে এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম না।

টেবিলের কাপড় পরিষ্কার করার পর ঘড়ি দেখল হোমস— তিনটে গেলাসে কানায় কানায় ঢালল পোর্ট মদ[৪]।

বলল, 'ছোট্ট এই অভিযান যেন সফল হয়। চল এবার বেরিয়ে পড়া যাক। ওয়াটসন, তোমার পিস্তল আছে তো?'

'পুরোনো মিলিটারি রিভলবারটা আছে ডেস্কে।'

'বার করে নাও। প্রস্তুত থাকা ভালো! গাড়ি এসে গেছে দেখছি। ঠিক সাড়ে ছ-টায় বলেছিলাম আসতে।'

সাতটা বেজে কয়েক মিনিটের সময়ে পৌঁছোলাম ওয়েস্টমিনিস্টার জেটিতে। লঞ্চ ভাসছে জলে। আগাপাশতলা সূচীতীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে নিল হোমস।

'পুলিশবোট বলে মনে হতে পারে এমনি কোনো চিহ্ন আছে?'

'আছে; পাশের ওই সবুজ লণ্ঠনটা।'

'তাহলে নামান লণ্ঠন।'

সঙ্গে সঙ্গে উধাও হল সবুজ লণ্ঠন। ডেকে উঠতেই দড়ি খুলে দেওয়া হল জেটি থেকে। আমি, জোন্স আর হোমস বসলাম পেছনে। হাল ধরে রইল একজন লোক। একজন সামলাতে লাগল ইঞ্জিন, দু-জন কাঠখাট্টা পুলিশ ইনস্পেকটর রইল সামনে।

জোন্স জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব?'

'টাওয়ারের দিকে[৫]। জ্যাকবসন্স ইয়ার্ডের উলটোদিকে থামতে বলুন।'

লঞ্চটা বাস্তবিকই অত্যন্ত দ্রুতগামী। সটাসট পেছিয়ে পড়ল মাল বোঝাই গাধাবোটগুলো— যেন নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু হয়ে ভাসছে জলে। একটা রিভার স্টিমারকে নক্ষত্রবেগে ওভারটেক করে আসার পর হৃষ্ট হাসি ফুটল হোমসের ঠোঁটে।

বলল, 'নদীর বুকে যেকোনো নৌকারই নাগাল ধরতে পারব বলে মনে হচ্ছে।'

'সবাইকে টেক্কা মারতে না-পারলেও এ-লঞ্চের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো লঞ্চ এ-তল্লাটে খুব কম আছে।'

'অরোরার নাগাল ধরতেই হবে। লঞ্চটার সুনাম আছে— সাংঘাতিক জোরে ছোটে। ওয়াটসন, মনে পড়ে বড়ো বাধা পেরিয়ে আসার পর ছোট্ট বাধায় হোঁচট খাওয়ায় কীরকম তিরিক্ষে হয়ে উঠেছিলাম?'

'নিশ্চয় পড়ে।'

'তখন কী করলাম তুমি দেখেছ। রাসায়নিক বিশ্লেষণে মন ডুবিয়ে দিলাম, মানে মনটাকে জিরেন দিলাম। এ দেশের বিখ্যাত একজন কূটনীতিবিদ একবার বলেছিলেন, কাজ পালটানোই হল সেরা বিশ্রাম, এটাও তাই। হাইড্রোকার্বন দ্রবণীয় কিনা[৬] এই পরীক্ষায় তন্ময় হওয়ার পর হাইড্রোকার্বন যেই গুলে গেল— ফিরে এলাম শোল্টো রহস্যে। গোড়া থেকে নতুন করে ভাবতে বসলাম পুরো ব্যাপারটা। নদীর এদিক-ওদিকই খুঁজেছে আমার চরেরা— পায়নি কিছু। কোনো জেটিতেই দাঁড়িয়ে নেই অরোরা লঞ্চ— ফিরেও আসেনি নিজের জেটিতে। সূত্র মুছে ফেলবার উদ্দেশ্যে অমন একখানা লঞ্চকে তলা ফাঁসিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, সব সম্ভাবনার ভরাডুবি হলে এ-ছাড়া তার সম্ভাবনাও অবশ্য থাকে না। জোনাথন স্মল লোকটা হীন ধড়িবাজিতে চৌকস জানি, কিন্তু উঁচুদরের সূক্ষ্ম কৌশলেও যে পোক্ত হতে পারে তা কল্পনা করিনি। এ-জিনিস উচ্চশিক্ষা না-থাকলে আসে না। ভেবে দেখলাম লন্ডনে সে বেশ কিছুদিন ছিল, ছিল বলেই পণ্ডিচেরি লজের খবর নিয়মিত জোগাড় করত। সুতরাং লন্ডন থেকে তার তল্পিতল্পা গুটোতে হলে কিছু সময় চাই— রাতারাতি অত ব্যবস্থা হয় না। আর কিছু না-হলে দাঁড়িপাল্লায় সব সম্ভাবনা ওজন করলে, পাল্লা ঝুঁকবে কিন্তু এই দিকেই।'

আমি বললাম, 'সম্ভাবনাটা কমজোরি। আমার তো মনে হয়— গুপ্তধন উদ্ধারের অভিযানে বেরোনোর আগেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে সে তৈরি হয়ে গিয়েছিল।'

'আমার তা মনে হয় না। লন্ডনের এই গোপন বিবরটি তার কাছে অমূল্য। এ-ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়ার মতো অনুকূল অবস্থা আসার আগেই ঘাঁটি ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানোর মতো হঠকারিতা সে দেখাবে না। তবে আর একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে খটকা লাগে। জোনাথন স্মল নিশ্চয় বুঝেছিল মর্কট সঙ্গীটিকে যতই ওভারকোট দিয়ে মুড়ে রাখুক না কেন, অদ্ভুত ওই চেহারা দেখলেই কানাঘুসো আরম্ভ হবে— এমনকী নরউড হত্যার মামলার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। এটুকু আঁচ করবার বুদ্ধি তার ঘটে আছে। ঘাঁটি থেকে বেরিয়েছিল অন্ধকারে গা ঢেকে— ঘাঁটিতে ফিরে আসার মতলবও ছিল নিশ্চয় ভোরের আলো ফোটবার আগে। মিসেস স্মিথের কথা অনুযায়ী ওরা লঞ্চ ছেড়েছে তিনটের একটু পরেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আলো উঠে যাওয়ার কথা— লোকজনও বেরিয়ে পড়ল নদীতে। সুতরাং মনে মনে হিসাবে করে দেখলাম বেশিদূর ওরা যায়নি— যেতে পারে না। টাকার জোরে স্মিথের মুখ বন্ধ করে শেষ চম্পট না-দেওয়া পর্যন্ত ভাড়া

করে রেখেছে তার লঞ্চ এবং রত্নপেটিকা নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে গোপন ঘাঁটিতে। দিন দুয়েক লুকিয়ে থেকে দেখবে খবরের কাগজে কী লেখালেখি হচ্ছে এবং আদৌ পুলিশ তাদের সন্দেহ করতে পেরেছে কিনা। তারপর সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে গ্রেভস-এন্ড বা ডাউন্সে গিয়ে কোনো জাহাজে ধরবে— সে-রকম ব্যবস্থাও নিশ্চয় হয়ে আছে আগে থেকে— সোজা যাবে আমেরিকা বা কলোনিতে।'

'কিন্তু লঞ্চটা থাকবে কোথায়? ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব নয়।'

'তা ঠিক। মনে মনে তর্ক করে দেখলাম, লঞ্চ যতই অদৃশ্য থাকুক না কেন— নিজেকে জোনাথন স্মল রূপে কল্পনা করলাম। ওই বুদ্ধি নিয়ে কী করতাম মনে মনে ভাবলাম। পুলিশ যদি পেছন নিয়ে থাকে, জেটিতে লঞ্চ দাঁড় করিয়ে রাখলে বা ঘাটে লঞ্চ ফিরিয়ে দিলে পুলিশের পক্ষে তার নাগাল ধরে ফেলা অনেক সহজ হবে। লঞ্চ তাহলে লুকোনো যায় কী করে? অথচ দরকার পড়লেই লঞ্চ পাওয়া যায় কীভাবে? আমি হলে কী করতাম? ভাবতে ভাবতে দেখলাম, পথ একটাই। নৌকো যারা বানায় বা সারায়, মেরামতের অছিলায় লঞ্চখানা তাদের জিম্মায় সঁপে দেওয়া। লঞ্চ তখন চালান হয়ে যাবে মেরামতি শেড বা ইয়ার্ডে, থাকবে চোখের আড়ালে— কিন্তু চাওয়ামাত্র পাওয়া যাবে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে।'

'সোজা ব্যাপার।'

'এই ধরনের সোজা ব্যাপারগুলোই সবচেয়ে বেশি চোখ এড়ায়। যাই হোক, ঠিক করলাম ব্যাপারটা বাজিয়ে দেখব। সঙ্গেসঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম নিরীহ নাবিকের এই ছদ্মবেশে, খোঁজ নিলাম নদীর দু-পারের সবক-টা নৌকো কারখানায়। খালি হাতে ফিরলাম পনেরোটা ইয়ার্ড থেকে। কিন্তু ষোলো নম্বর ইয়ার্ডে মানে জ্যাকবসনের ইয়ার্ডে ঢুকে খবর পেলাম কেঠো পা-অলা একটা লোক দু-দিন আগে সামান্য মেরামতির জন্যে অরোরা লঞ্চকে রেখে গেছে এখানে। ফোরম্যান বললে— হাল মেরামত করতে বলেছে বটে, কিন্তু তেমন কোনো গোলমাল নেই হালে। ওই তো রয়েছে অরোরা, লাল পটি দু-পাশে। ঠিক সেই মুহূর্তে কে এল জান? মর্ডেকাই স্মিথ— যাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান আমার চরেরা। মদে চুর-চুর অবস্থা। আমি চিনতাম না স্মিথকে। কিন্তু নিজে থেকেই বাজখাঁই গলায় নিজের নাম আর লঞ্চের নাম জাহির করে বললে, 'আজকেই রাত ঠিক আটটার সময় লঞ্চ চাই। সময়টা খেয়াল থাকে যেন— রাত আটটা। তারপর এক মিনিটও দেরি সইবে না ভদ্রলোক দু-জনের।' স্মিথকে যে টাকায় ডুবিয়ে রাখা হয়েছে, তা ওর শিলিং ছড়ানো দেখেই বুঝলাম। টাকা ঝন ঝন করছে পকেটে, একে ওকে হাতে গুঁজে দিচ্ছে খুচরো। পেছন পেছন গেলাম কিছুদূর, শুঁড়িখানায় ঢুকল স্মিথ। ফিরে এলাম ইয়ার্ডে। আবার এক ছোকরা চরের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম লঞ্চের ওপর নজর রাখার জন্যে। লঞ্চ স্টার্ট দিলেই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়তে বলে এসেছি। আমরা নদীর মাঝামাঝি থাকব। এর পরেই যদি রত্নপেটিকা সমেত দুশমন গ্রেপ্তার করতে না-পারি তো অবাক হতে হবে বই কী।'

জোন্স বললে, 'ঠিক লোকের পেছনে চলেছেন কিনা তা জানি না— তবে ব্যবস্থাটা করেছেন ভালো। কিন্তু আমি যদি ব্যবস্থার মালিক হতাম জ্যাকবসনের কারখানায় পুলিশবাহিনী ঢুকিয়ে রাখতাম, হারামজাদারা এলেই গ্রেপ্তার করতাম।'

'এবং সেটা কখনোই সম্ভব হত না। অসম্ভব ধড়িবাজ এই স্মল লোকটা। আগেভাগে চর পাঠিয়ে খোঁজ নিত পথ পরিষ্কার কিনা। সন্দেহ জাগলেই ঘাপটি মেরে থাকত ঘাঁটিতে আরও এক সপ্তাহ।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মর্ডেকাই স্মিথের পেছন পেছন গিয়ে ওদের লুকিয়ে থাকার জায়গাটা দেখে আসা উচিত ছিল তোমার।'

'তাতে নষ্টই হত সারাদিনটা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রহস্যময় দুই যাত্রীর গোপন ঘাঁটির ঠিকানা মর্ডেকাই স্মিথও জানে না। মদ আর টাকা পেলেই খুশি— এত প্রশ্ন করতেই-বা যাবে কেন? কখন কী করতে হবে, স্মিথের কাছে সে-খবর পাঠিয়ে দেয় দুশমন— বাস, তার বেশি নয়। না হে, সবদিক ভেবেই বলছি, এটাই সেরা উপায়।'

কথা বলতে বলতে একটার পর একটা সেতু পেরিয়ে এসেছি উল্কাবেগে— সুদীর্ঘ সেতুমালা এখন পেছনে। শহর যখন ছাড়িয়ে এলাম, অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়ল সেন্ট পলসের[৭] চুড়োয়। টাওয়ারে পৌঁছোলাম গোধূলি লগ্নে।

সারির দিকে অনেকগুলো আকাশমুখো খোঁচা-খোঁচা মাস্তুল আর দড়িদড়ার দিকে আঙুল তুলে হোমস বললে, 'ওই হল জ্যাকবসনের কারখানা। জাহাজের মাল বোঝাই আর খালাস করার এই যে নৌকাগুলো সারি সারি ভাসছে, এদের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আগুপাছু করা যাক কিছুক্ষণ।' পকেট থেকে রাত্রে দেখবার দূরবিন বার করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তীরের দিকে। বলল, 'আমার ছোকরা পাহারাদার রয়েছে বটে, কিন্তু রুমাল তো নাড়ছে না।'

সাগ্রহ কণ্ঠে জোন্স বলল, 'এক কাজ করলে হয় না? চলুন না স্রোতের দিকে আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকি ব্যাটাদের জন্যে? এলেই ধরব।'

জবাবে হোমস বললে, 'কোনো কিছু যে হবেই, এমনটি ধরে নিয়ে কাজ করা উচিত নয়। স্রোতের দিকেই যে ওরা যাবে, তার সম্ভাবনা পনেরো আনা জানি। কিন্তু তা নাও হতে পারে। এত নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো নয়। এখান থেকে ইয়ার্ডে ঢোকবার আর ইয়ার্ড থেকে বেরোবার পথ দেখা যায়— কিন্তু ওরা আমাদের দেখতে পাবে না। রাতটাও পরিষ্কার— আলোও যথেষ্ট। কাজেই এখান থেকে যাব না। ওই দেখুন গ্যাসলাইটের তলায় লোক জড়ো হচ্ছে কাতারে কাতারে।'

'ইয়ার্ডের কাজ শেষ করে বেরুচ্ছে।'

'বদমায়েশের দল! যেমন নোংরা চেহারা, তেমনি নোংরা ভেতরটা। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি ওদের প্রত্যেকের ভেতরে কোথাও না কোথাও একটা নীতিহীন স্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে আছে। সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে— সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দেবে। আশ্চর্য হেঁয়ালি এই মানুষ জাতটা।'

আমি বললাম, 'কে যেন বলছে মানুষ মানে জানোয়ারের মধ্যে লুকোনো একটা আত্মা।'

হোমস বললে, 'এ-ব্যাপারে সবচেয়ে সাচ্চা কথা বলছেন উইনউড রিড। ওঁর কথায়, ব্যষ্টি হিসেবে মানুষ হেঁয়ালি, কিন্তু সমষ্টি হিসেবে মানুষ একটা গাণিতিক নিশ্চয়তা। অমুক ব্যক্তি কী করতে পারেন তা বলতে পারলেও সমষ্টির হিসেবে মানে গড়পড়তা হিসেবে কী হতে পারে তা তুমি সঠিকভাবে অনায়াসে বলতে পার। পৃথক পৃথক ভাবে এক-একটি মানুষ আলাদা, কিন্তু শতকরা হিসেবে মানুষ অপরিবর্তনীয়— একটা যুবক। মতামতটা পরিসংখ্যানবিদদের।
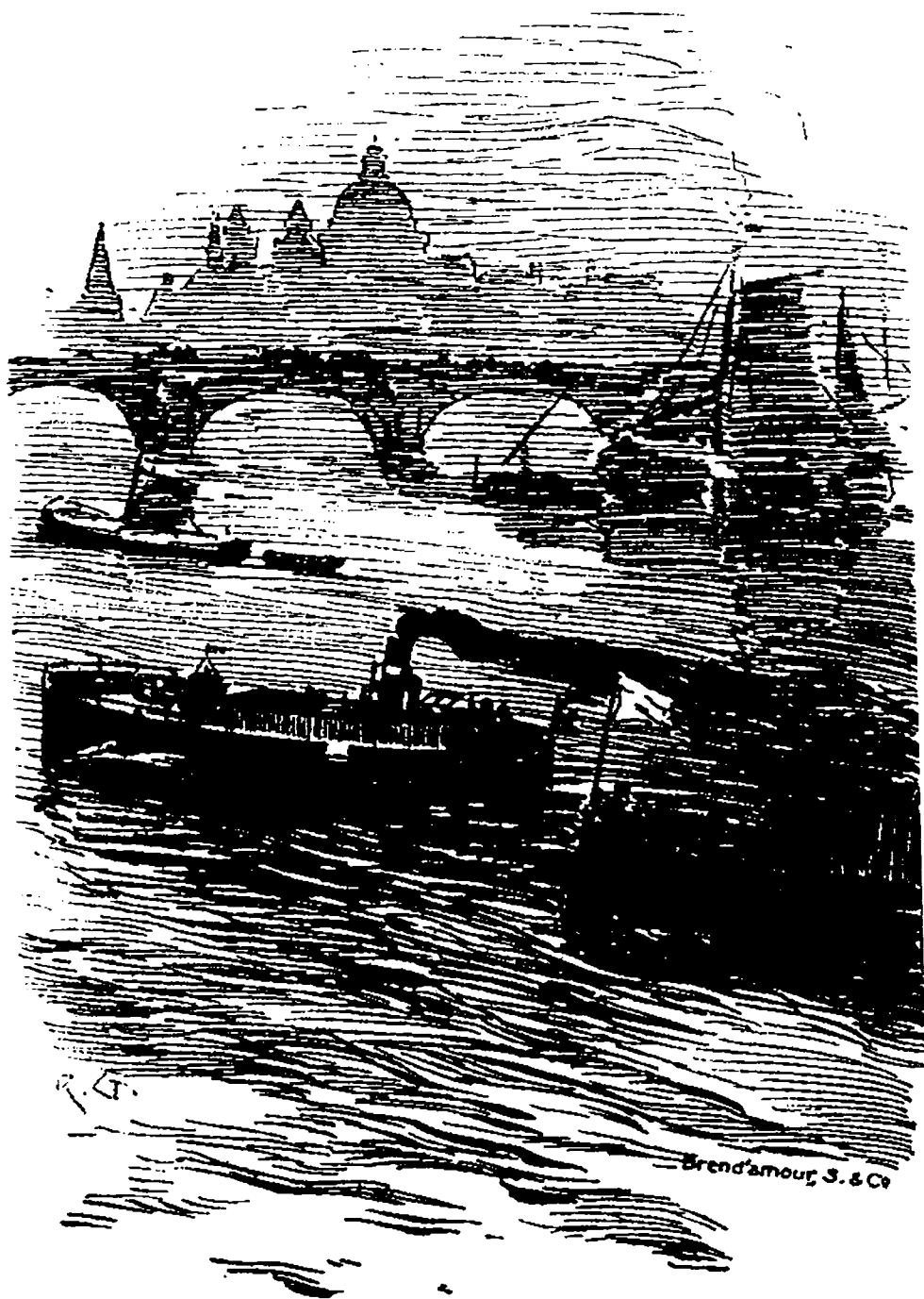
টেমস নদীতে পশ্চাদ্ধাবন। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০২)

রুমাল উড়ছে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো সাদা মতো কী একটা পতপত করছে অনেক দূরে।'

সোল্লাসে বললাম, 'তোমার ছোকরা সেন্ট্রি! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'তা আমি দেখতে পাচ্ছি অরোরাকে', হৃষ্ট কণ্ঠ হোমসের। 'উল্কার মতো ছুটছে। ইঞ্জিনে লাগাও ফুল স্পিড। হলদে আলোজ্বালা স্টিমলঞ্চের পেছনে চলো। কী সর্বনাশ! এ যে দেখছি সাংঘাতিক স্পিডে ছুটছে! কলা না দেখায় আমাদের।'

ইয়ার্ডের ভেতর থেকে বেরোনোর সময়ে দেখা যায়নি অরোরাকে, দুটো তিনটে নৌকা পাশ কাটিয়ে যখন দৃশ্যমান হয়েছে, ততক্ষণে স্পিড তুলে ফেলেছে অনেকটা। ভয়ংকর গতিবেগে স্রোতের অনুকূলে তীর ঘেঁষে ছুটে চলেছে জল তোলপাড় করে। মুখ কালো হয়ে গেল জোন্সের।

মাথা নেড়ে বললে, 'সাংঘাতিক জোরে ছুটছে তো! নাগাল ধরতে পারব বলে তো মনে হয় না।'

দাঁতে দাঁত পিষে গর্জে উঠল হোমস, 'ধরতেই হবে। স্টোকার[৮], ঢালো কয়লা আরও। পুরো দমে ছোটাও লঞ্চ। আগুন ধরে গেলেও পোড়া লঞ্চ নিয়ে পৌঁছানো চাই হলদে আলোর পাশে।'

স্পিড এর মধ্যে উঠে গিয়েছে। সোঁ-সোঁ শব্দে আগুনের গজরানি শোনা যাচ্ছে চুল্লিতে, বিশালকায় ধাতব হৃৎপিণ্ডের মতো ঝনঝন কড়াং কড়াং, ঘড়াং, শব্দে বিপুল বেগে চলেছে শক্তিশালী ইঞ্জিন। নদীর প্রশান্ত জল কেটে দু-টুকরো হয়ে যাচ্ছে ধারালো, খাড়াই অগ্রভাগের সামনে এবং চাকার মতো গড়াতে গড়াতে উত্তাল তরঙ্গ ধেয়ে যাচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে। জীবন্ত প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের মতো ইঞ্জিনের প্রতিটি হৃদঘাত নাচিয়ে কাঁপিয়ে ছাড়ছে আমাদের। গলুইয়ে ঝোলানো প্রকাণ্ড হলুদ লণ্ঠনের সুদীর্ঘ আলো থরথরিয়ে কাঁপছে সামনের জলে। ডান দিকে জলের ওপর আবছা মতো বস্তুটাই অরোরা। পেছনে সফেন জলরাশি দেখেই বোঝা যাচ্ছে কী প্রচণ্ড গতিবেগে ধেয়ে চলেছে স্টিমলঞ্চ। সওদাগরি জাহাজ, গাধাবোট, স্টিমার পেরিয়ে এলাম নক্ষত্র বেগে— কখনো পাশ দিয়ে, কখনো ফাঁক দিয়ে, কখনো এঁকেবেঁকে সংঘর্ষ বাঁচিয়ে। অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এল উচ্চকণ্ঠের বিস্মিত নিনাদ— আমরা কিন্তু থামলাম না, থামল না অরোরাও, ভীমবেগে বজ্রনাদে জল তোলপাড় করে উড়ে চলল সমানে— আমরা পেছনে।

'চাপাও কয়লা, আরও চাপাও। আরও! আরও! ইঞ্জিনরুমের দিকে তারস্বরে চেঁচিয়েই চলল হোমস— উৎকণ্ঠিত শানিত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে রইল প্রজ্জ্বলিত ভয়ংকর আভায়। বাড়াও স্টিম— যতটা সম্ভব— তোলো স্টিম।'

অরোরার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জোন্স বললে, 'একটু এগিয়েছি মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এগিয়েছি, এগিয়েছি খানিকটা। নাগাল ধরে ফেলব মিনিট কয়েকের মধ্যেই।'

ঠিক এই সময়ে কপাল পুড়ল আমাদের। একটা গাধাবোট তিনটে মালবোঝাই বজরা টেনে নিয়ে এসে গেল আমাদের সামনে— অরোরা বেরিয়ে যাওয়ার পরেই। স্রেফ গায়ের জোরে

হাল ঘুরিয়ে দিয়ে কোনোমতে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁচানো গেল বটে, কিন্তু গোল হয়ে পাশ কাটিয়ে ওপাশে বেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল দুশো গজ এগিয়ে গিয়েছে অরোরা। এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লঞ্চের চেহারা— তবে একটু একটু করে ঘোর অস্পষ্ট গোধূলি মিশে যাচ্ছে রাতের আঁধারের কবলে। নক্ষত্রখচিত কালো রাত স্পষ্ট হয়ে উঠছে মিনিটে মিনিটে। শক্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছে বয়লারগুলো— পাতলা পলকা খোল কাঁপছে থরথর করে, প্রচণ্ড গতিবেগে ধেয়ে যাওয়ার পথে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আর্তনাদ উঠছে প্রতিটি সন্ধিস্থল থেকে— এত গতিবেগ, এত উন্মাদনা যেন সইতে পারছে না জড়বস্তুটা। পুল[৯] পেরিয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডক পাশ কাটিয়ে, সুদীর্ঘ ডেডফোর্ড রীচ[১০] বরাবর নক্ষত্রবেগে গিয়ে আইল অফ ডগস[১১] পাক দিয়ে ফের ছুটছি স্রোতের অনুকূলে। সামনের সেই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে বস্তুটা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— ছিমছাম অরোরাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সার্চলাইট ঘুরিয়ে সামনের লঞ্চের ওপর ফেলল জোন্স— ডেকের মূর্তিগুলিকে দেখা গেল স্পষ্ট। লঞ্চের পেছনে উবু হয়ে বসে একটা লোক, দু-হাঁটুর মাঝে কালো মতো একটা জিনিসের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। নিউফাউন্ডল্যান্ড কুকুরের[১২] মতো কালো-মতো কী যেন একটা পড়ে রয়েছে পাশে। হালের চাকা ধরে দাঁড়িয়ে ছেলেটা, চুল্লির গনগনে লাল আভায় দেখা যাচ্ছে বুড়ো স্মিথকে— ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন— প্রাণের দায়ে বেলচা ভরতি কয়লা ঠাসছে ফার্নেসে। প্রথম প্রথম যদিও-বা একটু সন্দেহ ছিল আমরা আদৌ পিছু নিয়েছি কিনা, এখন আর তা নেই। যে-পথ দিয়ে অরোরা গিয়েছে, ঠিক সেই পথ দিয়ে আমরা এসেছি। প্রতিটি মোড়, কোণ, বাধা, ঝড়ের মতো ক্ষিপ্ত বেগে পেরিয়ে এসেছি। সুতরাং সন্দেহ আর নেই। গ্রিনউইচে পেরিয়ে গেলাম তিনশো গজ। ব্ল্যাকওয়েলে আড়াইশো। আমার বিচিত্র কর্মজীবনে বহুদেশের বহু প্রাণীকে তাড়া করেছি, কিন্তু টেমস নদীর বুকে দুরন্ত উন্মত্ত এই মনুষ্য মৃগয়ার মতো বন্য রোমাঞ্চ কখনো রক্তে এমন নাচন জাগায়নি। শনৈঃ শনৈঃ নাগাল ধরে ফেলেছি, একটু একটু করে কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, মিনিটে মিনিটে ব্যবধান কমে আসছে। রাত নিস্তব্ধ, অরোরার যন্ত্রপাতির হাঁপানি আর ঝলসানি আমাদের লঞ্চ থেকে শোনা যাচ্ছে। পেছনের লোকটা এখনও উবু হয়ে বসে আছে, ডেকে হাতদুটো কেবল নড়ছে, কী যেন করছে দু-হাতে এবং মুহুর্মুহু চোখ তুলে দেখছে দুই লঞ্চের মধ্যেকার ব্যবধান আর কতখানি। ক্রমশই এগিয়ে আসছি কাছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে থামতে বলল জোন্স! দুটো লঞ্চের মধ্যে তখন চারটে লঞ্চের সমান ব্যবধান এবং দুটো লঞ্চই জল ছুঁয়ে যেন উড়ে যাচ্ছে ভয়ংকর গতিবেগে। নদীবক্ষ এখন পরিষ্কার। একদিকে বার্কিং লেভেল[১৩], আর একদিকে বিষণ্ণ প্লামস্টীড মার্সেস[১৪]! জোন্সের গলাবাজি শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল পেছনে উবু-হয়ে-বসে-থাকা লোকটা, মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুড়ে বিকট ভাঙা গলায় মুণ্ডপাত করতে লাগল আমাদের। লোকটার চেহারা ভালো, শক্তিমান পুরুষ, কিন্তু দু-পা ফাঁক করে দাঁড়ানোর দরুন স্পষ্ট দেখা গেল ডান পায়ের ঊরুর তলা থেকে, পায়ের বদলে রয়েছে একটা কাঠের ঠেকা! বিকট, বীভৎস, ক্রুদ্ধ হুংকার শুনেই পাশে-পড়ে-থাকা জড়বৎ কালো পিণ্ডটা নড়ে উঠল— সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল একটা খুদে লোক— জীবনে এত বেঁটে মানুষ আমি দেখিনি— মাথাটা প্রকাণ্ড এবং বেঢপ আকারের, কালোচুলের বিপুল জটায় তা আরও ভয়ংকর। হোমস রিভলবার বার করে ফেলেছে এর মধ্যেই। বর্বর, বীভৎস, বিকৃত

প্রাণীটাকে দেখে আমিও তড়িঘড়ি বার করলাম আমার রিভলবার। কালো মতো অলস্টার বা কম্বলে আবৃত থাকার দরুন শুধু মুখ দেখা যাচ্ছে প্রাণীটার এবং সে-মুখ এমনই করাল-কুটিল যে একবার দেখলেই ঘুম উড়ে যায় চোখের পাতা থেকে। মানুষের মুখে নিষ্ঠুরতা আর পাশবিকতা যে এভাবে ফুটে উঠতে পারে জানা ছিল না আমার। ছোট্ট দু-চোখ জ্বলছে ঘোর আলোয়— নরকের স্ফুলিঙ্গ বুঝি একেই বলে— জিঘাংসা-সংকীর্ণ দংষ্ট্রার ওপর থেকে গুটিয়ে সরে গেছে মোটা ঠোঁট এবং খটাখট শব্দে দাঁতের মাড়ি বাজিয়ে অর্ধেক-নর অর্ধেক-শ্বাপদের মতো দাঁত খিঁচোচ্ছে আমাদের পানে চেয়ে।

শান্ত গলায় হোমস বললে, 'ওয়াটসন, ওর হাতের দিকে নজর রাখ— তুললেই গুলি করবে।'

দুটো লঞ্চের মধ্যে তখন ব্যবধান মাত্র একটা লঞ্চের— শিকার প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছি বললেই চলে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেই মূর্তি; দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সাদা চামড়ার লোকটা গালাগাল দিয়ে পিণ্ডি চটকাচ্ছে আমাদের; পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে দাঁত খিঁচোচ্ছে তার নারকীয় বামন সঙ্গী, লণ্ঠনের হলুদ আলোয় ঝকঝক করছে বড়ো বড়ো বিকট দাঁত! কদাকার মুখে ফুটে উঠেছে বর্ণনাতীত শয়তানি!

এত কাছ থেকে এত স্পষ্টভাবে মূর্তিমান সেই আতঙ্ককে দেখতে পেয়েছিলাম বলেই বেঁচে গেলাম সে-যাত্রা। আমাদের চোখের ওপরেই কম্বল বা অলস্টারের তলা থেকে ফস করে সে টেনে বার করল স্কুল-রুলের মতো একটা খাটো গোলাকার কাঠের টুকরো এবং চেপে ধরল পুরু ঠোঁটের ওপর। যুগপৎ গর্জে উঠল আমাদের পিস্তল দুটো। বোঁ করে ঘুরে গিয়ে দু-হাত শূন্যে নিক্ষেপ করে দম আটকানো কাশির মতো খকখকিয়ে ভয়ংকর প্রাণীটা ঠিকরে গেল নদীবক্ষে। পাশ হয়ে পড়েছিল বলেই মুখখানা দেখতে পেয়েছিলাম পলকের মধ্যে। দেখেছিলাম ঘুরন্ত সাদা জলের মাঝে বিকট বিষ মাখানো বুক-কাঁপানো নিষ্পলক চাহনি নিবদ্ধ রেখেছে সে আমাদের ওপর। ঠিক সেই মুহূর্তে একঠেঙে লোকটা বাঘের মতো লাফিয়ে গিয়ে পড়ল হালের চাকার ওপর এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে দিতেই আচমকা যেন গোঁৎ খেয়ে দক্ষিণ তীরের দিকে সাঁৎ করে ঘুরে গেল অরোরা। পেছনের গলুইতে আমাদের লক্ষ্য আছড়ে পড়তে পড়তে পাশ কাটিয়ে বায়ুবেগে বেরিয়ে গেল মাত্র কয়েক ফুট তফাত দিয়ে। তক্ষুনি ঘুরে ফিরে এলাম বটে, কিন্তু অরোরা ততক্ষণে তীরের কাছে পৌঁছে গেছে। খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক। মাঝে মাঝে বদ্ধ জলা, কোথাও দিগন্তবিস্তৃত কাদাজমি, কোথাও পচা শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদ ছাওয়া প্যাচপেচে মাঠ। অরোরা নক্ষত্রবেগে ধেয়ে গেল এই কাদার দিকে এবং ধপ করে উঠে পড়ল কাদা ভরতি তীরের ওপর— সামনের গলুই ঠেলে উঠল শূন্যে— পেছনের দিকটা ডুবে গেল নদীর জলে। সঙ্গেসঙ্গে লাফ দিল পলাতক, কিন্তু কাঠের পা-খানা আমূল ঢুকে গেল কাদামাটির মধ্যে। বৃথা হল টানা-হ্যাঁচড়া, সমস্ত শরীর দুমড়ে মুচড়ে পা খোলার প্রাণান্ত চেষ্টা। এক পাও ফেলতে পারল না সামনে বা পিছনে। নিষ্ফল ক্রোধে ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে লাফালাফি আর গায়ের জোর দেখাতে গিয়ে কাঠের খোঁটা আরও ভালো করে গেঁথে গেল কাদামাটির মধ্যে। লঞ্চ নিয়ে কাছে পৌঁছানোর পর তাকে কাদা থেকে টেনে তোলার জন্যে দড়ির ফাঁস ছুড়ে দিতে হল ঘাড়ের ওপর এবং অতিকষ্টে যেন কাদার

সমুদ্র থেকে টেনে হিঁচড়ে উদ্ধার করল অতি করাল এক কুটিল মৎস্যকে। মুখ কালো করে লঞ্চে বসে ছিল স্মিথ। বাপবেটা কিন্তু হুকুম শুনেই সুড়সুড় করে উঠে এল পুলিশ লঞ্চে। অরোরাকে টেনে ভাসালাম জলে এবং বেঁধে নিলাম পেছনে। ডেকে পড়ে ছিল ভারতীয় কারুকার্য শোভিত নিরেট লোহার একটা সিন্দুক। নিঃসন্দেহে শোল্টোদের সেই অভিশপ্ত রত্নপেটিকা। চাবি নেই সিন্দুকের গায়ে— কিন্তু বেশ ভারী! ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এলাম আমাদের ছোটো কেবিনে। স্রোতের প্রতিকূলে ঘসঘস শব্দে ধোঁয়া ছেড়ে ফেরবার সময়ে সার্চলাইট খুঁটিয়ে দেখলাম চারিদিক— কিন্তু পিশাচমুখো সেই দ্বীপবাসীকে আর দেখতে পেলাম না। টেমস নদীর তলদেশে তিমিরাবৃত আলয়ে জুড়োচ্ছে নিশ্চয় অর্ধ-পশু ভিনদেশীর ক-খানি হাড়। এদেশে আসাটাই কাল হয়েছে তার।

লঞ্চের খোলে নামবার পাটাতনের দরজার আঙুল তুলে হোমস বললে, 'দেখ, দেখ, পিস্তল ছুড়তেও দেরি করে ফেলেছিলাম।' সত্যিই তো! যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম দুই বন্ধু, ঠিক সেই জায়গাটিতে কাঠের গায়ে বিঁধে রয়েছে কালান্তক সেই বিষ কাঁটা— যার মরণ মারের নিদর্শন আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। গুলি ছোড়ার সঙ্গেসঙ্গে আমাদের দু-জনের মাঝখান দিয়ে সাঁৎ করে উড়ে গিয়ে কাঠে বিঁধেছে বিষের তির। আমার দিকে তাকিয়ে অভ্যেস মতো হোমস মৃদু হাসল বটে, আমার কিন্তু হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল, কী করাল মৃত্যুর খপ্পর থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছি ভাবতে গিয়ে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি, রক্ত ঠান্ডা হয়ে এসেছিল সেদিন সাক্ষাৎ যমদূতের মতো সেই বিষ কাঁটা কানের ঠিক পাশ দিয়ে শনশনিয়ে উড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করে।

১১। আগ্রা সম্পদ

কেবিনের মধ্যে বসে রইল আমাদের কয়েদি— সামনে রইল লোহার বাক্স— যে-বাক্সর লালসায় এত কু-কাণ্ড সে করেছে এবং এতদিন অপেক্ষা করে থেকেছে। লোকটা আগাগোড়া রোদে পোড়া, দুর্দান্ত এবং বেপরোয়া। মুখখানা যেন শক্ত লালচে মেহগনি কাঠ খোদাই করে তৈরি। অসংখ্য বলিরেখায় জর্জরিত সে-মুখ দেখলেই বোঝা যায় দীর্ঘদিন খোলা হাওয়ায় প্রকৃতির মধ্যে রোদ-জলে বন্য জীবন কাটিয়েছে। দাড়ি-ঢাকা থুতনির গড়নটাও অদ্ভুত, সংকল্প সাধনে অটল চরিত্রের লক্ষণ— লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার শক্তি কারোর নেই। বয়স পঞ্চাশের ধারেকাছে— কেননা ঘনকৃষ্ণ ঢেউ-খেলানো চুলের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে অগুনতি সাদা রেখা। এমনিতে মুখটা বদ নয়, কিন্তু রেগে গেলে যে অন্য মানুষ, তা ওই গোঁয়ার থুতনি আর ভারী ভুরু দেখলেই অনুমান করা যায়, তখন মুখের চেহারা কতখানি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে স্বচক্ষে তা দেখেছি নদীবক্ষে। হাতকড়া বদ্ধ দু-হাত কোলে রেখে, বুকের ওপর মাথা ঝুলিয়ে চুপ করে বসে থাকলেও তীক্ষ্ণ স্ফুলিঙ্গময় চোখ জোড়া অনিমেষে চেয়ে আছে এত কুকর্মের নিমিত্ত লৌহপেটিকার পানে। আমার কিন্তু মনে হল লোকটার আড়ষ্ট আর দৃঢ় মুখভাবে রাগের বদলে দুঃখ বেশি পরিস্ফুট। একবার শুধু চাইল আমার পানে— ঝিকমিক চোখে দেখলাম কৌতুক জাতীয় ভাবের স্ফুরণ।

চুরুট ধরিয়ে হোমস বললে— 'জোনাথন স্মল, শেষটা এইরকম হওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত।'

'আমিও', অকপট সুরে বললে স্মল। 'জানি আমি পার পাব না। ভগবানের দিব্যি, মি. শোল্টোর গায়ে আমি হাত দিইনি— বাইবেল ছুঁয়ে বলতে পারি। ওই বিটলে-কুত্তা টোঙ্গা ফস করে ছুড়ে বসল মারাত্মক তিরটা। কিছু করার ছিল না আমার— আমি বলিওনি তির ছুড়তে। আত্মীয় মরলে যেরকম বুক ভেঙে যায়, সেইরকম কষ্ট হয়েছিল। দড়ি দিয়ে বেধড়ক পিটিয়েছিলাম বিটলে বামনটাকে। কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে।'

হোমস বললে, 'চুরুট নাও, স্মল। আমার ফ্লাস্ক থেকে এক ঢোক ব্রান্ডিও[১] খাও। ভিজে একশা হয়ে গেছ দেখছি। এবার বলো তো, মি. শোল্টোর মতো প্রমাণ সাইজের মানুষকে কাবু করে ফেলবে তোমার ওই বিটলে কালো বন্ধুর মতো দুর্বল বেঁটে মানুষ— দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময়ে এ-বিশ্বাসটা তোমার মধ্যে ছিল কেন?'

'আপনি তো দেখছি অনেক খবর রাখেন। এমনভাবে বলছেন যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখেছেন। আসলে আমি ভেবেছিলাম ঘর ফাঁকা থাকবে। বাড়ির কার কী অভ্যেস, সব নখদর্পণে ছিল বলেই জানতাম ও সময়ে মি. শোল্টো নীচের তলায় খেতে যান। লুকোছাপার ধার দিয়েও যাব না, স্যার, সব খুলে বলছি। প্রাণ বাঁচাতে গেলে এখন সত্যি বলা ছাড়া আর পথ নেই। মি. শোল্টোর বদলে বুড়ো মেজর খুন হলে একটুও অনুশোচনা হত না। এই সিগার খাওয়ার মতোই ভাবনাটাকে ফুকে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু কী কপাল দেখুন, যার সঙ্গে কোনো ঝগড়া নেই, সেই ভদ্রলোকের খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম আমি।'

'তোমাকে খুনের দায়ে জড়াবে মি. অ্যাথেলনি জোন্স। আমার ঘরে উনিই তোমাকে নিয়ে আসবেন। তখন যা জান সব খুলে বললে, আমি লিখে নেব। মন খুলে যদি সব বল, তোমার উপকারে আসতে পারি। বিষটায় যে চক্ষের নিমেষে মানুষ মরে, আমি তা প্রমাণ করতে পারব। এত তাড়াতাড়ি মরে যে তুমি ঘরে ঢোকবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল মি. শোল্টো।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার। জীবনে ওইরকম চমকাইনি। জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দেখি ঘাড় কাত করে দাঁত খিঁচিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল সেই দৃশ্য দেখে। মারতে মারতে টোঙ্গাকে আধমরা করে ফেলতাম— হাঁচড়পাঁচড় করে পালিয়ে গেল বলে। গদা আর কিছু কাঁটা ফেলে গিয়েছিল সেইজন্যেই। আমাকে পরে বলেছিল। সেই জন্যেই মনে হয় আমার পেছন ধরতে সুবিধে হয়েছিল আপনার। কিন্তু কী করে যে পেছন পেছন এলেন ভেবে পাচ্ছি না। তার জন্যে আপনার ওপর আমার রাগ নেই। তবে ভাগ্যের কী পরিহাস দেখুন, তিক্ত হাসল স্মল— 'পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের মালিক হয়েও জীবনের অর্ধেক কাটালাম আন্দামান সাগরে ঢেউ ভাঙার পাথর বসিয়ে, বাকি অর্ধেক কাটাব ডার্টমুর জেলের[২] নর্দমা খুঁড়ে। সওদাগর আখমেতকে যেদিন থেকে দেখছি আর আগ্রা মণিমুক্তোয় নাক গলিয়েছি, সেদিন থেকেই অভিশাপ নেমেছে আমার জীবনে, অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পায়নি মণিমুক্তোর আসল মালিকও। তাকে মরতে হয়েছে খুনের দায়ে, আতঙ্ক আর অপরাধবোধে ভুগে মরতে হয়েছে মেজর শোল্টোকে, আর আমাকে সারাজীবন বেঁচে মরে থাকতে হবে স্রেফ গোলামগিরি করে।'

ঠিক এই সময়ে ছোট্ট কেবিনে মুখ আর কাঁধ গলিয়ে অ্যাথেলনি জোন্স বললে, 'বাঃ চমৎকার ফ্যামিলি পার্টি জমেছে দেখছি। হোমস, আমাকে ফ্লাস্কটা দিন— এক ঢোক খাই।

কৃতিত্ব আমাদের সকলেরই— অভিনন্দন প্রাপ্য সবার। আরেকটাকে জ্যান্ত ধরতে পারলাম না বলে দুঃখ হচ্ছে বটে, কিন্তু কিছু করার ছিল না। হোমস কাজটা ভালোই করলেন। অরোরাকে টেক্কা মারবার ব্যাপারেও আপনার হাত কম নয়। কী কষ্টে যে কাদা থেকে টেনে তুলতে হয়েছে তা আমিই জানি।'

হোমস বললে, 'সব ভালো যার শেষ ভালো। তবে অরোরা যে এমন দৌড়বাজ তা জানা ছিল না।'

'স্মিথ বলছিল টেমস নদীতে অরোরার চাইতে জোরে যাওয়ার ক্ষমতা কোনো লঞ্চেরই নেই। একা পড়ে গিয়েছিল বলে, ইঞ্জিন সামলানোর জন্যে আর একজন সঙ্গে থাকলে টিকি ধরতে পারতাম না। তবে হ্যাঁ, নরউড কারবারের বিন্দুবিসর্গ ও জানে না।'

চিৎকার করে বলল আমাদের কয়েদি, 'সত্যিই কিছু জানে না ও। লঞ্চ ভাড়া করেছিলাম অত জোরে যাওয়ার ক্ষমতা আর কোনো লঞ্চের নেই বলে। বলিনি কিছু? তবে টাকা দেদার। আরও দিতাম গ্রেভসএন্ডে 'এসমারেল্ডা' জাহাজে পৌঁছে দিতে পারলে— সোজা পালাতাম ব্রেজিলে[৩]।'

'বেশ তো, স্মিথ যদি অন্যায় না-করে থাকে, তাহলে আমরাও দেখব তার ওপর যেন কোনো অন্যায় না হয়। ক্রিমিন্যালকে আমরা যত তাড়াতাড়ি পাকড়াও করি, সাজাটা তত তাড়াতাড়ি দিই না!' জোন্সের কথাবার্তা শুনে বেশ মজা পাচ্ছিলাম। ফল নিয়েই সন্তুষ্ট সে— কীভাবে ফললাভ হল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। এর মধ্যেই কৃতিত্ব গায়ে মাখবার চেষ্টা যে হোমসের কানও এড়ায়নি, তা ওর চোখ-মুখের ফিকে হাসি দেখেই বুঝলাম।

জোন্স বললে, 'ডক্টর ওয়াটসন' রত্নবাক্স সমেত আপনাকে ভক্স-হল ব্রিজে নামিয়ে দেব'খন। বুঝতেই পারছেন বড়ো দায়িত্ব নিচ্ছি— এ ধরনের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ কর্তারা অনুমোদন করেন না! তবে সঙ্গে একজন ইনস্পেকটর দেব দামি জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন বলে। গাড়িতে যাবেন নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ গাড়িতে যাব।'

'কী মুশকিল দেখুন তো, চাবি নেই যে তালা খুলব। কিন্তু কী আছে সিন্দুকে তার ফর্দ না-করলেই নয়! তালাই ভাঙতে হবে দেখছি। ওহে, চাবিটা কোথায়?'

'নদীর তলায়,' ছোট্ট করে জবাব দিল স্মল।

'হুম! খামোকা ঝামেলাটা না-করলেই পারতে। অনেক ঝামেলাই তো পোয়াতে হল তোমার জন্যে। যাই হোক, ডাক্তার হুঁশিয়ার থাকবেন কিন্তু। বাক্স নিয়ে বেকার স্ট্রিটে যাবেন। পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার পথে আমার বেকার স্ট্রিটের বাসা হয়ে যাবেন।'

ভক্সহলে ভারী লোহার বাক্স সমেত আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল ওরা— সঙ্গে রইল সরল, অমায়িক এই ইনস্পেকটর। মিনিট পনেরো পরে গাড়ি পৌঁছল মিসেস সিসিল ফরেস্টারের বাড়ি। এত রাতে বাড়িতে লোকের আগমন দেখে অবাক হল পরিচারক। মিসেস সিসিল ফরেস্টার সন্ধে নাগাদ বেরিয়েছেন— ফিরতে খুব রাত হতে পারে। মিস মর্স্টান অবশ্য বসবার ঘরে আছেন। অগত্যা বাক্স হাতে আমি বসবার ঘরেই গেলাম— অনুগত ইনস্পেকটরকে রেখে গেলাম গাড়ির মধ্যে।

জানলার পাশে বসে ছিলেন মিস মর্স্টান। পরনে সাদা স্বচ্ছ কাপড়ের পোশাক— কাঁধ আর কোমরের কাছে কেবল একটু লালের ছোঁয়া। বাক্স চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকায় ঢাকা দেওয়া আলোর নরম আভা খেলা করছে কোমল, গম্ভীর মুখে— যেন ধাতব স্ফুলিঙ্গ চিকমিকিয়ে উঠছে মাথাভরতি কুণ্ডলি পাকানো উদ্দাম কেশরাশির মধ্যে। একটা সাদা হাত ঝুলছে চেয়ারের পাশে— সমস্ত শরীর ঘিরে অদৃশ্য রেখায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন গভীর বিষাদ— বসবার ভঙ্গিমার মধ্যেও প্রকট হয়েছে সুগভীর বিষণ্ণতা। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়েই অবশ্য লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে এবং ফ্যাকাশে গাল লাল হয়ে গেল আনন্দ আর বিস্ময়ের রোশনাইতে।

বললেন, 'একটা গাড়ি এল শুনলাম বটে। ভাবলাম তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন মিসেস ফরেস্টার— ভাবতেই পারিনি আপনি এসেছেন। বলুন কী খবর আনলেন।'

'খবরের চাইতেও ভালো জিনিস এনেছি,' ভারী লোহার বাক্সটা টেবিলের ওপর বসাতে বসাতে খুশি উচ্ছল প্রাণবন্ত গলায় বললাম বটে, ভেতর ভেতর কিন্তু বুক ভেঙে গেল। 'এ-সংসারে যার চাইতে বড়ো খবর আর হয় না, তাই এনেছি আপনার জন্যে। এনেছি কুবেরের ঐশ্বর্য।'

লোহার বাক্সর দিকে চাইলেন মিস মর্স্টান। বললেন অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে, 'এই সেই গুপ্তধন?'

'হ্যাঁ, সেই গুপ্তধন— আগ্রার হিরেমুক্তো। অর্ধেক আপনার— বাকি অর্ধেক থেডিয়াস শোল্টোর। লাখ দুয়েক পাবেন প্রত্যেকেই। বছরে দশ হাজার পাউন্ড বৃত্তি, ভাবতে পারেন? ইংল্যান্ডে আপনার মতো ধনবতী এখন ক-জন আছেন, আঙুল গুনে তা বলা যায়। বুক দশ হাত হচ্ছে না?'

অতি-অভিনয় করে ফেলেছিলাম নিশ্চয়। উচ্ছ্বাসটা যে ফাঁকা এবং অভিনয়টা যে নিষ্প্রাণ— তা লক্ষ করেই একটা ভুরু বেঁকিয়ে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চাইলেন মিস মর্স্টান।

বললেন, 'এ-রত্ন আমার হলেও জানবেন ঋণী রইলাম আপনার কাছে।'

'আরে না,' বললাম প্রতিবাদের সুরে— 'আমার কাছে নয়— ঋণী থাকুন আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাছে। দুনিয়ার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জড়ো করলেও রত্ন উদ্ধারের সূত্র আমি বার করতে পারতাম না। ওর মতো প্রতিভাও ঘোল খেয়ে গেছে— শেষ মুহূর্তেও হাত ফসকে যাচ্ছিল আর কী।'

'বসুন ডক্টর ওয়াটসন, বলুন গোড়া থেকে।'

শেষ সাক্ষাতের পর কী ঘটেছে সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। বললাম কীভাবে তদন্তকে নতুন ধারায় চালনা করেছে হোমস, অরোরাকে আবিষ্কার করলাম কী কৌশলে। অ্যাথেলনি জোন্স হালে পানি না-পেয়ে এল কীভাবে এবং রাতের অভিযানে বেরিয়ে টেমস নদীর জলে কী সাংঘাতিক দৌড়। দৌড়ে তবে পাকড়াও করলাম অরোরাকে। দ্বিধাবিভক্ত ঠোঁট আর ঝিকিমিকি চোখ নিয়ে নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের ধারাবিবরণী তন্ময় চিত্তে শুনলেন মিস মর্স্টান। অল্পের জন্যে বিষ-মাখানো তিরের মরণ চুম্বন থেকে বেঁচে গিয়েছি কীভাবে, শুনে সাদা হয়ে গেল মুখ— ভয় হল অজ্ঞান না হয়ে যান।

হন্তদন্ত হয়ে এক গেলাস জল এগিয়ে ধরতে বললেন, 'ও কিছু না— এই তো সামলে নিয়েছি। এ-রকম একটা ভয়ংকর বিপদের মধ্যে বন্ধুদের ঠেলে দিয়েছি ভেবে বুকটা কেমন যেন করে উঠেছিল।'

'বিপদ আর নেই। তা ছাড়া ভয়ংকর কিছুও তো নয়। যাকগে গা শিউরানো আর কিছু বলব না আপনাকে। ভালো ভালো কথা বলা যাক। এই নিন আপনার রত্নবাক্স! এর চাইতে ভালো কথা আর কী থাকতে পারে বলুন? প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি শুধু এই বাক্স নিজের হাতে আপনাকে হাতে তুলে দেব বলে— আপনিই এই ঐশ্বর্য সবার আগে দেখলে খুশি হবেন বলে।'

'তা হব' বললেন বটে কিন্তু খুশির ঝলক ফুটল না কণ্ঠে। আসলে 'খুশি হব' কথাটা বললেন স্রেফ সৌজন্যের খাতিরে। প্রাণ যেতে বসেছিল যে জিনিসের জন্যে, তা বয়ে নিয়ে আসার পর খুশি না-হলে মনে আঘাত পাব বলেই বললেন আমার মন রাখতে।'

বললেন বাক্সের ওপর ঝুঁকে পড়ে, 'ভারি সুন্দর বাক্স তো! ভারতীয় কারুকার্য! তাই না?'

'হ্যাঁ। কাশীর ধাতুর কাজ[৪]।'

'ভারীও কম নয়!' দু-হাতে বাক্সটাকে তোলবার চেষ্টা করে সবিস্ময়ে বললেন মিস মর্সটান 'শুধু বাক্সটার দামই কি কম! চাবি কোথায়?'

'টেমসের জলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে স্মল। মিসেস ফরেস্টারের চুল্লি খুঁচোনোর ডান্ডাটা বরং আনি।'

উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা ভারী মোটা আলতারাপ লাগানো ছিল সিন্দুকের সামনে। লোহার ডান্ডা ঢুকিয়ে চাড় মারলাম। খটাং করে উপড়ে বেরিয়ে এল আলতারাপ। কম্পিত আঙুলে তুলে ফেললাম ডালা। চমকিত চিত্তে ফ্যাল ফ্যাল করে দু-জনে তাকিয়ে রইলাম বাক্সের গর্ভে। বাক্স একেবারেই শূন্য!

লোহার কারুকাজ করা চাদরটা এক ইঞ্চির দুই তৃতীয়াংশ পুরু। আগাগোড়া এই চাদরে মোড়া বলেই বাক্স এত ভারী। খুব দামি জিনিস বইবার উপযুক্ত করেই মজবুত, নিরেট ভাবে তৈরি বাক্স। অথচ একরতি সোনা বা হিরে মানিকও নেই ভেতরে। একদম খালি— বিলকুল শূন্য-গর্ভ!

শান্ত কণ্ঠে বললেন মিস মর্সটান, 'রত্ন উধাও।'

কথাটা শুনলাম, মানেটা বুঝলাম এবং যেন একটা বিশমনি পাথর বুক থেকে নেমে গেল।

অলক্ষুণে এই আগ্রা-ঐশ্বর্যই যে বোঝা হয়ে মুষড়ে রেখেছিল আমাকে— বোঝা নেমে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তো এভাবে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারিনি। উপলব্ধিটা স্বার্থপরের উপলব্ধি, তা মানছি। অন্যায়, অনুচিত এবং অবিশ্বস্ত, তাও স্বীকার করছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা চিন্তায় তুরীয় আনন্দে মেতে উঠেছিলাম— স্বর্ণ প্রাচীর অদৃশ্য হয়েছে দু-টি হৃদয়ের মাঝখান থেকে।

'বাঁচলাম!' অন্তরের অন্তস্থল থেকে ছিটকে এল মনের কথা।

'ও-কথা কেন বললেন?' শুধোলেন মিস মর্সটান।

'তোমাকে আবার আমার নাগালের মধ্যে ফিরে পেলাম বলে! তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি

বলে। পুরুষ নারীকে যেভাবে হৃদয় দেয়, সেইভাবে আমি তোমায় হৃদয় দিয়েছি বলে, এই ঐশ্বর্য ও কথা বলার পথ বন্ধ করে রেখেছিল বলে।' দু-হাতে মেরির হাত তুলে নিয়ে বললাম আমি— মেরিও হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল না। 'ঐশ্বর্য আর নেই, কথাটা বলতেও আর বাধা নেই। ''মেরি বাঁচালাম'' বললাম সেই কারণেই!'

বলে দু-হাতে ওকে টেনে নিলাম কাছে। ফিসফিস করে ও বললে, 'তাহলে আমিও বলি তোমার মতো— 'আঃ! বাঁচলাম!'

সেই রাতে বিশ্বের কেউ হয়তো খুইয়েছে ঐশ্বর্য, আমি কিন্তু পেয়েছি আর এক ঐশ্বর্য।

১২। জোনাথন স্মলের বিচিত্র কাহিনি

গাড়িতে উপবিষ্ট ইনস্পেকটরের ধৈর্য আছে বলে, বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসার পরেও দেখলাম বসে আছে চুপটি করে। কিন্তু মুখে মেঘ ঘনিয়ে এল শূন্যগর্ভ বাক্স দেখানোর পর।

বলল দমে-যাওয়া গলায়, 'পুরস্কারের বারোটা বাজল! টাকা না-পেলে কে দেবে পুরস্কার! পাওয়া গেলে আমি আর স্যাম ব্রাউন দু-জনেই পেতাম এক একটা দশ পাউন্ডের নোট।'

আমি বললাম, 'তাতে কী? মি. থেডিয়াস শোল্টো বড়োলোক মানুষ। রত্ন পাওয়া না-গেলেও আপনাদের পুরস্কার দেবেন।'

বলা সত্ত্বেও ঘুচল না ইনস্পেকটরের নৈরাশ্য। বললে মাথা নাড়তে নাড়তে, 'কাজটা কিন্তু ভালো হল না। মি. অ্যাথেলিন জোন্স ঠিক এই কথাই বলবেন।'

অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হল সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী। বেকার স্ট্রিটে ফিরে গিয়ে খালি বাক্স দেখানোর পর হাঁ করে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল ডিটেকটিভ জোন্স। কয়েদি আর হোমসকে নিয়ে সবে পৌঁছেছিল জোন্স— প্ল্যানটা একটু পালটে নিয়েছিল— পুলিশ ফাঁড়ি হয়ে এসেছিল বেকার স্ট্রিটে। স্বভাবসিদ্ধ নির্বিকারভাবে আর্মচেয়ারে বসেছিল হোমস, উলটোদিকে ডান পায়ের ওপর কাঠের পা-খানা তুলে বসেছিল স্মল। খালি বাক্সটা দেখাতেই চেয়ারে হেলান দিয়ে হেসে উঠল হো-হো করে।

রেগে গিয়ে বললে অ্যাথেলনি জোন্স, 'এ-কীর্তি তাহলে তোমার, স্মল।'

সোল্লাসে বললে স্মল, 'হ্যাঁ, আমার কীর্তি। এমন জায়গায় রেখেছি রত্নভাণ্ডার যেখানে আপনাদের হাত পৌঁছোবে না। এ-রত্নভাণ্ডার আমার— আমি যদি তা না-পাই ভোগ করতে দেব না কাউকেই। শুনুন মশাইরা, শুনে রাখুন! ঐশ্বর্য ভোগ করার অধিকার আছে শুধু চারজনের— আমার আর আন্দামান কারাগারের তিন আসামির— আর কারোর নেই! আমি যা কিছু করেছি, এদের তরফেই করেছি— আমার জন্যেও করেছি। চারের সংকেত গোড়া থেকেই ছিল— এখনও আছে। আমি জানি আমি যা করেছি— ওরাও ঠিক তাই করত, বিপুল এই সম্পদ শোল্টো বা মর্সটানের বংশধরের ভোগে দেওয়ার চাইতে টেমসের জলে ছুড়ে দিত। ওদের বড়োলোক করার জন্যে আখমেটের সর্বনাশ করিনি আমরা। বামন টোঙ্গা যেখানে, সিন্দুকের চাবি সেখানে— সিন্দুক ভরতি হিরে মানিকও পাবেন সেখানে। যেই দেখেছি নির্ঘাত আমাকে ধরে ফেলবেন আপনারা, তখন থেকেই হিরে মানিক লুকিয়ে ফেলেছি নিরাপদ জায়গায়। কপাল মন্দ আপনাদের— এ-যাত্রায় খালি হাতেই ফিরুন।'
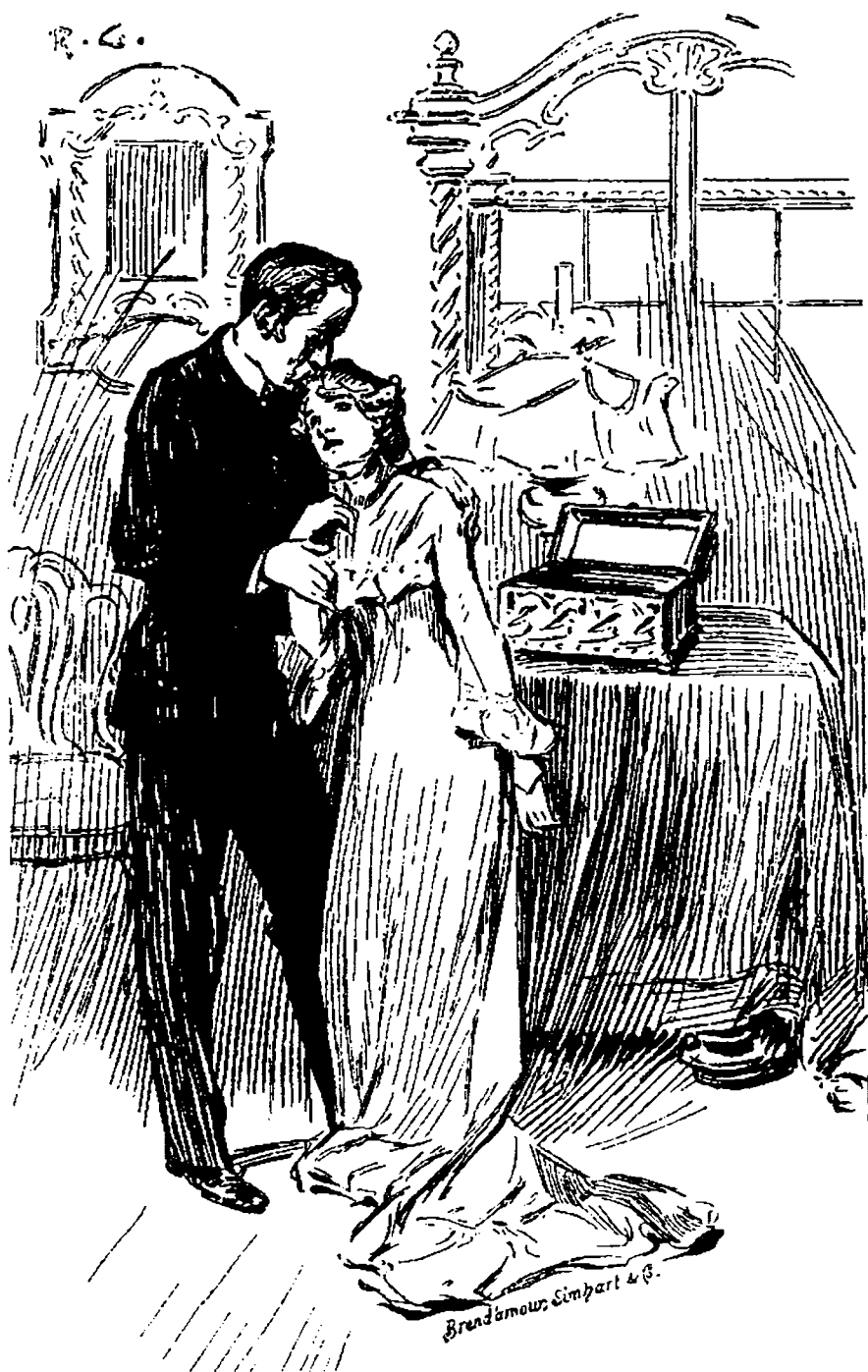
ড. ওয়াটসন এমং মিস মসটার্ন। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০২)

কড়া গলায় বললে অ্যাথেলনি জোন্স, 'স্মল, তুমি ঠকাচ্ছ আমাদের। হিরে মানিক টেমসের জলে ফেলার মতলব থাকলে পুরো সিন্দুকটাই জলে ফেলে দিতে— অনেক সহজেই কাজ সারা যেত।'

'এবং অনেক সহজেই তা ফের জল থেকে তুলে আনা যেত।' আড়চোখে ধূর্ত ঝিলিক হেসে বললে স্মল। 'আমার পিছু নেওয়ার বুদ্ধি যার আছে, টেমসের তলা থেকে সিন্দুক তুলে আনার বুদ্ধিও তার আছে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। পাঁচ মাইলের ওপর ছড়ানো রয়েছে এক বাক্স হিরে মানিক— আর খোঁজা সম্ভব নয়। বুক ভেঙে গেছে মুঠো মুঠো হিরে মুক্তো ছড়াতে। কিন্তু এ ছাড়া আর পথ ছিল না। যে-মুহূর্তে দেখছি তিরের মতো এসে নাগাল ধরে ফেলছেন, সেই মুহূর্তে মনস্থির করেছি। কিন্তু এখন আর দুঃখ নেই? জীবনে অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি— কিন্তু কৃতকর্মের জন্যে কখনো পস্তাইনি।'

ডিটেকটিভ বললে— 'স্মল ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। আদালতকে এভাবে বোকা না-বানিয়ে যদি সাহায্য করতে, আখেরে তোমারই লাভ হত— অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে যেতে।'

'আদালত!' দংষ্ট্রা বার করে গর্জে উঠল জেল-খাটা আসামি। 'আদালতের মহিমা খুব জানা আছে! এ-ঐশ্বর্য যদি আমাদের ভোগে না-লাগে, তবে আর কার ভোগে লাগবে শুনি? রোজগার না-করেই একদল ভোগ করবে, এই তো আপনাদের আদালতের রায়, তাই না? নিজের হাতের রোজগার করা ঐশ্বর্য তুলে দেব অপরের হাতে? এ-ঐশ্বর্য আমার রোজগার করা— কীভাবে করেছি শুনবেন। বিশ বছর কাটিয়েছি এমন এক জলাভূমিতে জ্বরের কবল থেকে যেখানে কারো নিষ্কৃতি নেই। সারাদিন হাড়ভাঙা খেটেছি, গরান গাছের[১] তলায় সারারাত শেকলে বাঁধা থেকেছি অতি নোংরা কদর্য কুঁড়েঘরে, মশার কামড়ে ছটফট করেছি, কালাজ্বরের[২] আক্রমণে কেঁপে মরেছি, কালামুখো পাষণ্ড পুলিশের অকথ্য অত্যাচারে মৃত্যু শ্রেয় মনে করেছি। জানেন তো সাদা মানুষদের লাথিয়ে আর যন্ত্রণা দিয়ে কী বিকট উল্লাস পায় এই বিটলে কালো পুলিশরা। আগ্রার ঐশ্বর্য মুঠোয় এনেছি এইভাবে— আর আপনি কিনা আমাকে আদালতের মহিমা শোনাতে এসেছেন— কেন? না, এ-ঐশ্বর্য যারা রোজগার করেনি তাদের খপ্পরে তুলে দেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারি না বলে। কী দাম দিয়েছি ভাবুন ঐশ্বর্য রোজগার করতে— সে কি অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে? অন্যের ভোগে লাগানোর জন্যে? আমি জেলখানায় দিন শেষ করব আর একজন আমার টাকা নিয়ে রাজার হালে প্রাসাদে বসে ফুর্তি করবে— এর চাইতে বরং টোঙার বিষ-মাখানো তির চামড়ায় ফুঁড়ে মরতেও রাজি আছি।'

সুখ দুঃখের উদাসীনতার বৈরাগ্য-মুখোশ খসে পড়েছে স্মলের মুখ থেকে— কথাগুলো বলে গেল ঝড়ের মতো। যেন মত্ত প্রভঞ্জন হাহাকার রবে উড়ে এল জ্বালাময় কথার মধ্য দিয়ে। ভাঁটার মতো জ্বলতে লাগল দুই চোখ— কড়কড় শব্দে কাঁপতে লাগল হাতের হাতকড়া। মেজর শোল্টো কেন ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলেন এখন তা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। ওই চেহারা, ওই ক্রোধ, ওই আত্যন্তিক আবেগ নিয়ে নেকড়ের মতো স্মল তাড়া করছে তাঁকে। খবর পেয়েই নিঃশেষ হয়ে এসেছিল তাঁর জীবনীশক্তির। আতঙ্ক যার অমূলক নয়। ভয়টা ভিত্তিহীন নয়।

শান্তভাবে হোমস বললে, 'তুমি কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। এখনও পর্যন্ত তোমার কাহিনি আমি শুনিনি। কী হয়েছে তাও জানি না। কাজেই তোমার ওপর কতখানি অন্যায় হয়েছে সে-বিচার করাও মুশকিল।'

'আপনার কথাগুলো স্যার, বেশ পরিষ্কার। ব্যবহারটাও ভালো। তবে আমার হাতের এই লোহার বালার জন্যেই আপনি দায়ী— ধন্যবাদ সেজন্যে। কোনো রাগ নেই জানবেন। যা হয়েছে ভালোর জন্যেই হয়েছে। আমার কাহিনি শোনার ইচ্ছে হয়ে থাকলে গোপন করব না। যা বলব তার প্রতিটা কথা জানবেন নির্ভেজাল সত্য— ঈশ্বরের নামে দিব্যি গিলে বলছি। ধন্যবাদ। গেলাসটা পাশে রাখুন। গলা শুকিয়ে গেলে ভিজিয়ে নেব'খন।'

'আমি উস্টার্সশায়ারের[৩] মানুষ, জন্মেছি পার্শোরে[৪]। ওদিকে গেলে অনেক স্মল পরিবার দেখতে পাবেন। মাঝে মাঝে ঘুরে আসার কথা ভেবেছি বটে, কিন্তু মন থেকে সাড়া পাইনি। বাড়ির লোকের কাছে আমি ছিলাম অপদার্থ— তাই আমার শ্রীমুখ দেখেও কেউ খুশি হবে না বলেই যাইনি। ওরা ধার্মিক, সদাচারী, নিয়মিত গির্জেয় যায়, চাষবাস করে ও অঞ্চলের সবার শ্রদ্ধার পাত্র— এক ডাকেই চেনে সবাই। আমি কিন্তু ছন্নছাড়া উঞ্ছ টাইপের ছিলাম গোড়া থেকেই। আঠারো বছর বয়সে নিষ্কৃতি দিলাম আত্মীয়দের। একটা মেয়েঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম। দেশ ছেড়ে পালাতে হল শেষ পর্যন্ত। থার্ড বাফস[৫] সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়ে পালিয়ে গেলাম ভারতবর্ষে।'

'তবে আমার অদৃষ্ট লিখন অনুসারে সৈন্যবাহিনীতে বেশিদিন থাকার কথা নয়। হাঁটু না-বেঁকিয়ে গজ-স্টেপ কুচকাওয়াজ শেখবার পর সবে বন্দুক চালানোটা রপ্ত করেছি, এমন সময়ে বোকার মতো সাঁতার কাটতে গিয়েছিলাম গঙ্গায়। কপাল ভালো, তাই আমার সঙ্গেই জলে নেমেছিল সার্জেন্ট জন হোল্ডার— বাহিনীতে ও-রকম দক্ষ সাঁতারু আর একজনও নেই। মাঝগঙ্গায় যেতেই আমাকে তাড়া করল একটা কুমির, কচাৎ করে কামড়ে নিয়ে গেল ডান পা-খানা— ঠিক যেন হাঁটুর ওপর থেকে পা কেটে বাদ দিলে হাসপাতালের সার্জন। রক্তপড়ার জন্যে বটে, আর যন্ত্রণার জন্যেও বটে, অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম আমি। জন হোল্ডার আমাকে তীরে টেনে না-নিয়ে এলে ডুবে মরতাম নির্ঘাত। হাসপাতালে পাঁচ মাস থাকার পর কাঠের পা নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বেরিয়ে এসে দেখলাম পঙ্গু হওয়ার দরুন সৈন্যবাহিনী থেকে আমার নাম কাটা গিয়েছে এবং খেটে খাওয়ার মতো কোনো কাজ আর নেই।'

'বুঝতেই পারছেন মি. মন্দভাগ্য নিয়ে দিনগুলো তখন কাটিয়েছি। বিশ বছরও বয়স নয় তখন— অথচ পঙ্গু। ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যেই অবশ্য করেন— দুর্ভাগ্যটা আসলে ছদ্মরূপী সৌভাগ্য বোঝা গেল দু-দিনেই। নীলের চাষ[৬] করেছিলেন অ্যাবেল হোয়াইট নামে এক ইংরেজ। একজন কুলির সর্দার দরকার ছিল তার লোকজনদের কাজকর্ম তদারক করার জন্যে। অ্যাবেল হোয়াইটের বন্ধু ছিলেন আমার কর্নেল। দুর্ঘটনার পর থেকেই আমার ওপর একটু দুর্বলতা ছিল কর্নেলের। কথা না-বাড়িয়ে বলি, কর্নেলের জোরালো সুপারিশে পেয়ে গেলাম চাকরিটা। পা না-থাকলেও কাজটা কঠিন নয়। কেননা, তদারকি করতে হবে ঘোড়ায় চেপে এবং যেটুকুও হাঁটু ছিল, তা দিয়ে জিন চেপে ধরতে পারতাম। খেতের মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া, কুলিদের কাজ দেখা আর ফাঁকিবাজির খবর মালিককে এনে দেওয়া— এই তো কাজ! মাইনেও ভালো। কোয়ার্টার চমৎকার। শেষ জীবনটা নীল কুঠিতেই কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম। মি. অ্যাবেল হোয়াইট মানুষ খুব ভালো। প্রায় আসতেন আমার দীন কুটিরে, তামাক পাইপ টানতেন একসঙ্গে বসে। স্বদেশে সাদা মানুষেরা

কেউ কাউকে দেখতে পারে না— বাইরে গেলে কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে প্রত্যেকের প্রাণ কাঁদে।'

'এমন সুদিন কিন্তু বেশিদিন টিকল না। আচমকা বিন্দুমাত্র জানান না-দিয়ে শুরু হয়ে গেল সিপাই বিদ্রোহ[৭]। সারে[৮] অথবা কেন্টের[৯] মতোই যে-দেশ শান্ত নিস্তরঙ্গ ছিল, আচমকা সেই দেশে তাণ্ডবনাচ আরম্ভ করল দু-লক্ষ কালো পিশাচ— নিমেষে সাক্ষাৎ নরকে পরিণত হল ভারতবর্ষ। সবই জানেন আপনারা, আমার চাইতেও বেশি খবর রাখেন— কেননা— পড়াশুনার ধাত আমার একেবারেই নেই। আমি যা দেখেছি শুধু তাই বলতে পারি। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সীমান্তে মথুরা বলে একটা জায়গায় ছিল আমাদের নীলের চাষ। রাতের পর রাত দেখেছি আকাশ লাল হয়ে রয়েছে জ্বলন্ত বাংলোর আভায়; আর দিনের পর দিন ছোটো ছোটো দলে ইউরোপীয়রা বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমাদের খেত মাড়িয়ে গিয়েছে আগ্রার দিকে— সবচেয়ে কাছের সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল সেখানে। মি. অ্যাবেল হোয়াইট ছিলেন বড়ো জেদি পুরুষ। ওঁর ধারণা ছিল, গোলমালটা হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছে, তেমনি হঠাৎ থিতিয়ে যাবে। আসলে যা হচ্ছে, গুজব ছড়াচ্ছে তার চেয়ে বেশি। রং চড়ানো গল্পে কান না-দিয়ে বারান্দায় বসে হুইস্কি আর চুরুট খেতেন— চারদিকে তখন শুধু আগুন আগুন। বাধ্য হয়ে আমি তো রইলাম, স্ত্রীকে নিয়ে ডসন-ও থেকে গেল কুঠিতে। ডসন খাতাপত্র লিখত, অফিস দেখত। ঝকঝকে পরিষ্কার। একদিনেই কিন্তু ঘনিয়ে এল বিপদ— সর্বনাশ হয়ে গেল একদিনেই। দূরের খেত থেকে ঘোড়ায় চেপে ফিরছি। সন্ধে হয়ে এসেছে, কদমচালে যেতে যেতে একটা খাড়াই নালার তলায় তালগোল পাকানো কী একটা পড়ে থাকতে দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখি ডসনের স্ত্রী। রক্ত হিম হয়ে গেল মৃতদেহের অবস্থা দেখে। ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে মারার পর নালার মধ্যে ফেলে যাওয়ায় খুবলে খুবলে খেয়ে গেছে লেড়ি কুত্তা আর শেয়াল। কিছু দূরে রাস্তার ওপর পড়ে ডসন নিজে। হাতে একটা রিভলবার; গুলি নেই; কিন্তু সামনে ধরাশায়ী চারজন সিপাই। ঘোড়ার রাশ ধরে ভাবছি কোনদিকে যাব, এমন সময়ে দেখলাম দূরে ঘন কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে অ্যাবেল হোয়াইটের বাংলো থেকে— লকলকে আগুনের শিখাও বেরিয়ে আসছে ছাদ ফুঁড়ে। এ অবস্থায় অন্নদাতাকে বাঁচাতে যাওয়া মূর্খতা। কিছুই করতে পারব না, উলটে আমার প্রাণ যাবে। লাল কুর্তা পরে শয়ে শয়ে কালো পিশাচ তাথই তাথই নাচছে আর গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে জ্বলন্ত বাড়ি ঘিরে! আমার দিকে চোখ পড়ল জনা কয়েকের, সঙ্গেসঙ্গে শন শন করে কয়েকটা বন্দুকের গুলি বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ধানখেতের ওপর দিয়ে লম্বা দিলাম আগ্রার দিকে। মাঝরাতে পৌঁছোলাম সেখানকার পাঁচিল-ঘেরা নিরাপদ আশ্রয়ে।'

'দেখা গেল, নিরাপত্তা সেখানেও বিশেষ নেই। চাকভাঙা মৌমাছির মতো পাগলা হয়ে গিয়েছে সারাদেশ। ইংরেজরা দল বেঁধে এক এক জায়গায় জড়ো হয়ে স্রেফ বন্দুকের জোরে ঠেকিয়ে রেখেছে বিদ্রোহীদের। বন্দুকের জোর যেখানে নেই, সেখানে অসহায়ভাবে দলে দলে পালাচ্ছে। দশ লক্ষর বিরুদ্ধে কয়েকশো লোক যেমন কিছুই নয়— বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো এই উন্মত্ত সিপাহীদের সামনে মুষ্টিমেয় ইংরেজও কিছু নয়। সবচেয়ে সর্বনাশ হয়েছে আমাদের ট্রেনিং নিয়ে আমাদেরই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে সিপাহীরা— যাদের আমরা লড়তে শিখিয়েছি, বন্দুক ধরতে শিখিয়েছি, কামান ছুড়তে শিখিয়েছি, বিউগল বাজাতে শিখিয়েছি— তারাই এখন আমাদের ঘোড়া, হাতিয়ার, রণকৌশল নিয়ে কাতারে কাতারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদেরই ওপর। আগ্রায় মোতায়েন

ছিল থার্ডবেঙ্গল ফিউজিলীয়ার[১০]— হালকা বন্দুকধারী সৈন্যবাহিনী— কিছু শিখ[১১], দু-দল অশ্বারোহী সৈন্য; আর একদল গোলন্দাজ। কেরানি আর ব্যবসাদারদের নিয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি হয়েছিল— কাঠের পা নিয়ে আমি তাতে যোগ দিলাম, জুলাইয়ের গোড়ার দিকে সাহগঞ্জে[১২] খুব একচোট লড়লাম বটে বিদ্রোহীদের সঙ্গে, কিন্তু বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় পালিয়ে আসতে হল শহরের মধ্যে।'

'চারদিক থেকে তখন খারাপ খবর আসছে, আসাটাই স্বাভাবিক। ম্যাপ দেখলেই বুঝবেন আমরা ছিলাম ঠিক মাঝখানে, শ-খানেক মাইল পূর্বে লক্ষ্ণৌ, দক্ষিণে প্রায় ওইরকম দূরত্বে কানপুর। চারদিকে কেবল অত্যাচার, হত্যা, উৎপীড়ন।'

'আগ্রা শহরটা আয়তনে বিরাট। ছত্রিশ জাতের নিবাস। গোঁড়া ধর্মান্ধ শয়তান মৌলবাদীতে ঠাসা। সরু সরু গলিঘুঁজির মধ্যে প্রায় হারিয়ে গেল বললেই চলে আমাদের মুষ্টিমেয় লোকজন। যাই হোক, নদী পেরিয়ে এসে ঘাঁটি গাড়লাম আগ্রার পুরোনো কেল্লায়। প্রাচীন এই কেল্লা সম্বন্ধে আপনারা কেউ কিছু পড়েছেন কি শুনেছেন কিনা জানি না। বড়ো অদ্ভুত জায়গা— জীবনে এ-রকম অদ্ভুত দুর্গ আমি দেখিনি— আমি নিজেও ছিলাম একটা আশ্চর্য জায়গায়। প্রথমত, কেল্লাটা আকারে পেল্লায়। কয়েক একর জায়গা জুড়ে একখানা কেল্লা। আধুনিক অংশে শহর রক্ষার বাহিনী, মেয়েদের, বাচ্চাদের খাবারদাবারের ভাঁড়ার এবং সবকিছুর জায়গা করে দেওয়ার পরেও রাশি রাশি ঘর খালি পড়ে রয়েছে তখনও। তা সত্ত্বেও পুরোনো পরিত্যক্ত অংশের তুলনায় আধুনিক অংশ কিছুই নয়— সেখানে কেউ যায় না; বিছে, কেঁচো, মাকড়সা জাতীয় বহুপদী প্রাণী ছাড়া কেউ থাকে না। সেখানকার বড়ো বড়ো হল ঘর, টানা লম্বা অলিন্দের গোলকধাঁধায়, পরিত্যক্ত নাচঘর আর ধু-ধু শূন্য গলিপথে পথ হারিয়ে ফেলে নতুন মানুষরা। শুধু এই কারণেই পরিত্যক্ত সেই মহলে যাওয়া নিষেধ সকলের— তা সত্ত্বেও নতুন দল এলে উঁকিঝুঁকি মেরে মিটিয়ে আসে কৌতূহল।'

'দুর্গের একদিকে নদী থাকার ফলে সেদিক সুরক্ষিত। কিন্তু অন্যদিকের বিস্তর দরজা জানালায় কড়া পাহারা বসানো দরকার। এ-রকম অগুনতি প্রবেশপথ রয়েছে পেছনের পরিত্যক্ত মহলেও। আমাদের লোকবলও খুব কম, কোনোমতে কেল্লার কোণ আগলানো আর বন্দুক চালানো যায়। কাজেই অগুনতি দরজার প্রতিটিতে কড়া পাহারা বসানো সম্ভব ছিল না। তাই কেল্লার মাঝে একটা কেন্দ্রীয় প্রহরী ভবন করে প্রত্যেকটা গেটে একজন সাদা চামড়ার অধীনে জনা দু-তিন কালা আদমি মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা হল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটা নিরালা দরজার ভার পড়েছিল আমার ওপর এক নির্দিষ্ট রাত-প্রহর থেকে। দু-জন শিখ সৈন্য ছিল আমার অধীনে। আমার ওপর হুকুম ছিল গোলমাল দেখলেই যেন বন্দুক ছুড়ি— আওয়াজ শুনলেই কেন্দ্রীয় প্রহরী ভবন থেকে দৌড়ে আসবে লোকজন। যেখানে ছিলাম, প্রহরী ভবন সেখান থেকে দু-শো গজ দূরে এবং এই দু-শো গজের মধ্যে এত বেশি গলিঘুঁজির গোলকধাঁধা যে সত্যিই আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেলে বন্দুক ছোড়া সত্ত্বেও সময়মতো সাহায্য এসে পৌঁছোবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট।'

'একে তো একখানা পা নেই, তার ওপর সেনাবাহিনীতে আনকোরা, কাজেই এই ছোট্ট দলের অধিনায়ক হতে পেরে বুকটা দশ হাত হয়ে উঠল। দু-রাত পাহারা দিলাম পাঞ্জাবিদের নিয়ে। দু-জনেই তালঢ্যাঙা, ভীষণ দর্শন। চিলিরানওয়ালার[১৩] এককালে অস্ত্র ধরেছিল আমাদের বিরুদ্ধে। দারুণ লড়নেওয়ালা। নাম, মাহোমৎ সিং আর আবদুল্লা খান। ইংরেজি ভালোই বলত; কিন্তু আমার

সঙ্গে বিশেষ কথা হত না। আলাদা দাঁড়িয়ে অদ্ভুত গুরুমুখী ভাষায় বকর বকর করত সারারাত। আমি দাঁড়াতাম গেটের বাইরে। নজর রাখতাম চওড়া এঁকাবেঁকা নদী আর আলো চিকমিকে মিরাট শহরের ওপর। নদীর ওপর থেকে ভেসে আসত ঢাকের বাদ্যি, টম টম ড্রাম পেটার খটাখট খটাখট আওয়াজ, বিদ্রোহীদের হুংকার আর উল্লাস, আফিংয়ের নেশায় জড়ানো কণ্ঠে চেঁচামেচি আর মাঝে মাঝে বন্দুকের নির্ঘোষ— বিপজ্জনক প্রতিবেশীরা যে সজাগ এবং সক্রিয়— সারারাত বোঝা যেত ওই চিৎকার আর আওয়াজের মধ্যে। দু-ঘণ্টা অন্তর রাতের অফিসার টহল দিয়ে দেখে যেত সব ঠিক আছে কিনা— কোনো পোস্ট বাদ দিত না।'

'তৃতীয় রাত্রে বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশ অন্ধকার, মাটি প্যাচপ্যাচে। এই আবহাওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফটকের বাইরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বড়ো কষ্টকর। শিখ অনুচরদের[১৪] কথা বলানোর চেষ্টা করেও পারলাম না। রাত দুটোর সময়ে টহলদার অফিসার ঘুরে যাওয়ার পর একঘেয়েমি একটু কাটল। সঙ্গীরা কেউ কথা বলতে চায় না দেখে বন্দুক রেখে তামাকের পাইপ দিয়ে দেশলাই ঘষতেই ধাঁ করে শিখ দু-জন লাফিয়ে পড়ল আমার ওপর। একজন খপ করে বন্দুক তুলে নিয়ে তাক করল আমার কপালে, একজন গলায় প্রকাণ্ড ছুরি চেপে ধরে হিসহিসিয়ে বললে, নড়লেই টুঁটি দু-টুকরো হবে।'

'প্রথমে ভাবলাম দু-জনেই বুঝি বিদ্রোহীর চর এবং আক্রমণ শুরু হল বলে। সিপাইরা ফটক দখল করলে পিল পিল করে ঢুকে পড়বে ভেতরে। বাচ্চা আর মেয়েদের কেটে টুকরো টুকরো— যা করেছে কানপুরে। পতন ঘটবে আগ্রা কেল্লার। ভাববেন না যেন সাফাই গাইবার চেষ্টা করছি— কিন্তু সেই মুহূর্তে কেল্লার পতন ঘটতে চলেছে আশঙ্কা করে হাঁ করেছিলেন। ছুরি খেয়েও সবাইকে চেঁচিয়ে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে। যে-লোকটা ছুরি ধরেছিল গলায়, সে যেন আমার উদ্দেশ্য আঁচ করেই বললে ফিসফিস করে, 'চেঁচাবেন না সাহেব। কেল্লা নিরাপদ। নদীর এপারে বিদ্রোহী কুত্তারা কেউ নেই।' গলা শুনে বুঝলাম কথাটা সত্যি এবং আওয়াজ করলেই আমি মরব। তারা কী চায় আমার কাছে শোনবার জন্যে চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলাম।'

'ওদের মধ্যে আবদুল্লা খানের চেহারাটাই সবচেয়ে ভীষণ— ঢ্যাঙাও বেশি। আবদুল্লাই বললে চাপা গলায়, 'শুনুন সাহেব, হয় এখন থেকে আপনি আমাদের একজন হবেন, নইলে খতম হবেন। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ— জান নিতে একটুও দ্বিধা করব না জানবেন। হয় আপনি খ্রিস্টের নামে ক্রুশ কাঠ ছুঁয়ে শপথ করে বলবেন আজ থেকে আমাদের একজন হয়ে গেলেন— নইলে মরবার জন্যে তৈরি হবেন। ওই খানায় লাশ ফেলে দিয়ে নদী পেরিয়ে ভিড়ে যাব বিদ্রোহী সিপাইদের দলে জাতভাইদের সঙ্গে। মাঝপথ নেই সাহেব। বলুন কী চান? বাঁচতে চান, না মরতে চান? তিন মিনিট সময় দিলাম ভাববার— হাতে সময় বেশি নেই— টহলদার অফিসার আসার আগেই যা করবার শেষ করতে হবে।'

আমি বললাম, 'এ তো মহা মুশকিল? কী চাও তোমরা তাই এখনও বলনি। না-শুনে শপথ করি কী করে? তবে হ্যাঁ, কেল্লা দখল করার ব্যাপারে যদি আমাকে দলে টানতে চাও তাহলে আর দেরি কোরো না— স্বচ্ছন্দে টুঁটি কাটতে পার আমার।'

আবদুল্লা বললে, 'কেল্লা দখলের ব্যাপার এটা নয়। আপনার জাতভাইরা যেজন্যে এদেশে এসেছে, আপনাকেও তাই করতে চাইছি। বড়োলোক করতে চাইছি। আজ রাত থেকে যদি নাম

লেখান আমাদের খাতায়, মনে প্রাণে এক হয়েছি বলে শপথ করেন, তাহলে কোনো ভারতীয় যে-শপথ জীবন গেলেও ভাঙে না সেই শপথ আমরা করব। তিন সত্যি করে বল্‌ল— আমাদের লুঠের বখরা আপনিও পাবেন। হিরে মানিকের চার ভাগের এক ভাগ আপনার হবে। এর চাইতে ভালো শর্ত আর কী হতে পারে বলুন!'

আমি বললাম, 'কিন্তু কোন হিরে মানিকের কথা বলছ, তাই তো বুঝলাম না। তোমাদের মতো আমারও খুব ইচ্ছে রাজা বাদশা হওয়ার, কিন্তু হওয়া যায় কী করে সেটা আগে বলো।'

আবদুল্লা বললে, 'তাহলে শপথ করুন বাবার নামে, মায়ের নামে, ধর্মের নামে যে এখন বা ভবিষ্যতে কোনো অবস্থাতেই আমাদের গায়ে হাত তুলবেন না, আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না?'

আমি বললাম, 'শপথ করছি শুধু একটা শর্তে— কেল্লার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে চলবে না।'

'তাহলে আমি আমার দোস্ত দু-জনেই শপথ করছি— লুটের বখরা আপনিও পাবেন এবং সমানভাবে ভাগবাঁটোয়ারা হবে চারজনের মধ্যে।'

'কিন্তু আমরা তো মোটে তিনজন,' বললাম আমি।

'না, না। দোস্ত আকবরও পাবে বখরা। ওরা আসছে এইদিকেই— সেই ফাঁকে গল্পটা বলি শুনুন। মাহোমৎ সিং, তুমি গেটে দাঁড়াও, এলেই খবর দেবে। সাহেব, এ-কাহিনি আপনাকে বলছি শুধু আপনি শপথ করেছেন বলে। ফিরিঙ্গিরা শপথ রাখে— আপনাকে তাই বিশ্বাস করা যায়।'

'উত্তরপ্রদেশের একজন রাজা আছে। ভূমিস্বত্ব কম থাকলেও ঐশ্বর্য তার প্রচুর। পৈতৃক সূত্রে অনেক টাকা তো পেয়েছেই, নিজেও জমিয়েছে তিল তিল করে। লোক খুব খারাপ, ভোগ করতে জানে না, কেবল জমাতেই জানে। সোনা জমানোর বাতিক প্রচণ্ড। গোলমালের শুরুতে সাপের মুখেও চুমু খেয়েছে, ব্যাঙের মুখেও চুমু খেয়েছে, একদিকে সিপাই আর একদিকে কোম্পানিরাজের ভজনা করেছে। দু-দিনেই অবশ্য বুঝেছে দিন ফুরিয়েছে সাদা মানুষদের। দেশের নানা দিক থেকে কেবল খবর আসছে ইংরেজদের পতন ঘটছে, দলে দলে ইংরেজরা মৃত্যুবরণ করছে। তবে লোক অত্যন্ত ধড়িবাজ বলেই একটা অপূর্ব প্ল্যান এঁটেছে রাজা। অবস্থা যাই দাঁড়াক না কেন, ঐশ্বর্যের অর্ধেক যেন থেকে যায় কাছে। সোনা রুপোর যা কিছু আছে থাক প্রাসাদের তোষাখানায়। কিন্তু দামি দামি রত্ন আর বাছাই করা মুক্তো একটা লোহার বাক্সের মধ্যে নিয়ে একজন বিশ্বাসী অনুচর সওদাগরের ছদ্মবেশে আগ্রা কেল্লায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখুক শান্তি ফিরে না-আসা পর্যন্ত। বিদ্রোহীরা জিতলে সোনাদানা থেকে যাবে, কোম্পানি জিতলে হিরে জহরত ফিরে পাওয়া যাবে, জমানো ঐশ্বর্য এইভাবে দু-ভাগ করে দিয়ে রাজাসাহেব সিপাইদের হয়ে খুব লড়ছে— কেননা তার রাজ্যের সেপাইদের দাপট বেশি। সাহেব, নুন খেয়ে যারা নিমকহারামি করেনি— এর ফলে রাজার এই সম্পত্তিতে কিন্তু তাদেরই অধিকার জন্মাচ্ছে।'

'ছদ্মবেশী এই সওদাগর আখমেত নাম নিয়ে আগ্রা শহরে পৌঁছে গেছে— এখন কেল্লায় ঢোকবার ফিকিরে আছে। আমার এক পালিত ভাই পথসঙ্গী হিসেবে আখমেতের সঙ্গে রয়েছে। এর নাম দোস্ত আকবর— সিন্দুকের গুপ্তকথা শুধু সেই জানে। আজ রাতেই আখমেতকে কেল্লার খিড়কি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবে কথা দিয়েছে দোস্ত আকবর— এবং তারা আসছে এই দরজার দিকেই। এখুনি এসে পড়বে— এসে দেখবে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আমি আর মাহোমৎ সিং।

এত ফাঁকা জায়গায় কেউ জানতেও পারবে না, কে এল। আখমেতের খবর দুনিয়ার আর কেউ পাবে না— কিন্তু রাজার বিপুল ঐশ্বর্য চার ভাগ হয়ে যাবে আমাদের মধ্যে। কীরকম লাগল বলুন সাহেব।'

'উর্স্টার্সশায়ারের প্রাণের দাম থাকতে পারে, কিন্তু মৃত্যু যেখানে পদে পদে— বন্দুকের গুলি, রক্ত আর আগুন যেখানে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে— প্রাণ জিনিসটা এমন কিছু বিরাট বা পবিত্র সেখানে নয়। আখমেত মরুক বাঁচুক তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু দেশে ফিরে পকেট বোঝাই মোহর বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং একদিন যারা আমাকে অপদার্থ মনে করেছিল তাদের নাকের ডগার ওপর রাজার হালে দিন কাটাচ্ছি ভাবতেই পুলকিত বোধ করলাম। কাজেই মন আমার ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আবদুল্লা ভাবলে দ্বিধায় পড়েছি, তাই আরও পীড়াপীড়ির সুরে বললে :

'সাহেব, কম্যান্ডারের হাতে এ-লোক ধরা পড়লে নির্ঘাত ফাঁসির দড়ি বা বন্দুকের গুলিতে মরবে, জহরত যাবে সরকারি তোষাখানায়, তাতে কারো লাভ হবে না। কিন্তু জহরত যদি আমরা নিই, বাকিটুকুই-বা সরকারের হয়ে করব না কেন? জহরতের বাক্স সরকারের তোষাখানায় যাওয়ার বদলে কেবল আমাদের পকেটে আসবে। চারজনের প্রত্যেকেই রাতারাতি বড়োলোক হয়ে যাব, জমিদার পর্যন্ত হব। কিন্তু কেউ জানবে না— কাকপক্ষীও নেই এখানে কী করলাম দেখার জন্যে। এত বড়ো সুযোগ কী পায়ে ঠেলা উচিত? আবার বলুন তো সাহেব সঙ্গে আছেন কিনা— না কি আপনাকে শত্রু হিসেবেই দেখতে হবে?'

বললাম, 'মনে প্রাণে তোমাদের সঙ্গে রইলাম!'

বন্দুকটা ফিরিয়ে নিল আবদুল্লা। বলল, 'এই তো চাই। আপনাকে পুরো বিশ্বাস করি আমরা। জানি, আমাদের মতো আপনার কথারও অন্যথা হবে না। আসুন এখন ভাই আর সওদাগরের অপেক্ষায় থাকা যাক।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ভাই তোমার মতলব জানে তো?'

'প্ল্যানটা তারই— তারই মাথা থেকে বেরিয়েছে। চলুন গেটে গিয়ে মাহোমৎ সিংয়ের সঙ্গে নজর রাখা যাক।'

'বর্ষার শুরু বলে সমানে বৃষ্টি পড়ছিল। ভারী বাদামি মেঘ ভেসে যাচ্ছে আকাশে, পাথরের ছাঁচ ছাড়া চোখে পড়ছে না, কিছু সামনের গভীর পরিখার অনেক জায়গায় জল শুকিয়ে গেছে— হেঁটে পেরিয়ে আসা যায় অনায়াসে। দু-জন পাঞ্জাবির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি এই পরিবেশে এমন একজনের প্রতীক্ষায় যে আসছে কেবল মরতে। ভাবতেও অবাক লাগে।'

'আচমকা পরিখার অপর পারে ঢাকা-দেওয়া লণ্ঠনের ঝিলিক দেখলাম! স্তূপীকৃত রাবিশের আড়ালে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল আলো— ফের দেখা গেল অন্যপাশে— আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

চাপা গলায় বললাম, 'এসে গেছে!'

ফিসফিস করে আবদুল্লা বললে, 'আপনি গিয়ে চ্যালেঞ্জ করবেন— কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে সব জিজ্ঞেস করবেন। ঘাবড়ে দেবেন না। আমাদের সঙ্গে ভেতর পাঠিয়ে দেবেন। তারপর যা দরকার আমরা করব— আপনি এখানেই পাহারায় থাকবেন। লণ্ঠনের ঢাকা খোলবার জন্যে তৈরি থাকুন— ভালো করে দেখে নিতে চাই সেই লোক কিনা!'

'আলোটা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছিল সামনে। কখনো থামছে, কখনো এগোচ্ছে। তারপর পরিখার ওপারে কালো মূর্তি দেখতে পেলাম। ঢালু পাড় বেয়ে কোনোমতে নামল নীচে, জলা জায়গা পেরোল ছপাং ছপাং শব্দে, ঢালু পাড় বেয়ে গেটের দিকে অর্ধেক উঠতেই চাপা হুংকার ছাড়লাম ওপর থেকে।

'কে যায়?'

'বন্ধু!' জবাব এল নীচে থেকে। লণ্ঠনের ঢাকা খুলে জোরালো আলো ফেললাম মুখের ওপর। সবার আগে রয়েছে একজন বিপুলকায় শিখ। কালো দড়ি লুটোচ্ছে কোমর-বন্ধ পর্যন্ত। সার্কাস বা প্রদর্শনীর বাইরে সচরাচর এ-রকম তাল-ঢ্যাঙা মানুষ চোখে পড়ে না। অন্য লোকটা বেঁটে, মোটা, গোলগাল। মাথায় হলদে পাগড়ি। হাতে শাল মোড়া একটা পোঁটলা[১৫]। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে বেচারা। ঠিক যেন পালাজ্বর হয়েছে এমনিভাবে থরথর করে কেঁপে উঠছে দু-হাত— গর্ত থেকে ইঁদুর মুখ বাড়িয়ে যেমন জ্বল জ্বল করে তাকায় আশেপাশে— তেমনিভাবে ভয়ার্ত মুণ্ডু ডাইনে বাঁয়ে ফিরিয়ে ঝকঝকে চোখে কী যেন দেখতে চাইছে অন্ধকারের মধ্যে। এ-লোককে খুন করতে হবে ভাবতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। তার পরেই অবশ্য রত্নপেটিকার কথা মনে এনে মনটাকে চকমকি পাথরের মতো শক্ত করে ফেললাম। আমার সাদা মুখ দেখে লোকটা আনন্দে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে দৌড়োতে দৌড়োতে ছুটে এল আমার কাছে।

বললে হাঁপাতে হাঁপাতে, 'বাঁচান সাহেব, আমাকে বাঁচান। দীন দুঃখী সওদাগর আখমেতকে আশ্রয় দিন। আগ্রা ফোর্টে এসে বাঁচবার জন্যেই রাজপুতনা হেঁটে পেরিয়ে এসেছি! কোম্পানি আমার মা-বাপ বলে আমাকে ওরা বেধড়ক মেরেছে, গালাগাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়েছে, টাকাকড়ি সব কেড়ে নিয়েছে। আজ আমার বড়ো সুদিন— ফের পেয়েছি আপনাদের আশ্রয়। আমার সামান্য সম্বল আজ থেকে নিরাপদ।'

'কী আছে তোমার পুঁটলিতে?' শুধোলাম আমি।

ও বলল, 'লোহার বাক্স। সামান্য পারিবারিক স্মৃতি রেখেছি ভেতরে। অন্যের কাছে কোনো দামই নেই— আমার কাছে অমূল্য। তাহলেও জানবেন আমি ভিখিরি নই। আশ্রয় যদি দেন তো মোটা পুরস্কার পাবেন আপনি আর আপনার সরকার।'

লোকটার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলার মতো ভরসাও রাখতে পারলাম না নিজের ওপর। ভয়ে ফ্যাকাশে চর্বি থলথলে মুখটার দিকে যতই তাকাই ততই মনে হয় ঠান্ডা মাথায় এ-লোককে কি মারা যায়? অসম্ভব! ধুত্তোর, যা হবার হয়ে যাক।

বললাম, 'ভেতরে প্রধান প্রহরীর কাছে নিয়ে যাও একে।' পাঞ্জাবি দু-জন ওর দু-পাশে থেকে নিয়ে গেল ভেতরে— পেছনে রইল অসুরের মতো শিখটা। অন্ধকার গলিপথের মধ্যে তালে তালে পা ফেলে নিয়ে গেল বেচারিকে। মানুষকে এভাবে মৃত্যু পরিবেষ্টিত অবস্থায় কখনো দেখিনি। লণ্ঠন নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

'নিস্তব্ধ অলিন্দে ওদের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম কিছুক্ষণ— তারপরেই তা থেমে গেল। আচমকা ভেসে এল চেঁচামেচি ঝটাপটি, ঘুসোঘুসির শব্দ। পরক্ষণেই চুল খাড়া হয়ে গেল একটা ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনে। পায়ের আওয়াজ ঊর্ধ্বশ্বাসে আসছে আমার দিকেই এবং ফোঁস ফোঁস শব্দে ভীষণ আওয়াজ করে হাঁপাচ্ছে ছুটন্ত ব্যক্তি। লণ্ঠন ঘুরিয়ে

আলো ফেললাম টানা লম্বা গলিপথে— দেখলাম বাতাসের বেগে ছুটে আসছে সেই মোটকা লোকটা— সারামুখে রক্ত মাখামাখি— ঠিক পেছনেই চকচকে খোলা ছুরি হাতে ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে আসছে অসুরের মতো বিশাল চেহারার সেই কালো দাড়িওলা শিখটি। অসম্ভব বেগে দৌড়াচ্ছে খুদে সওদাগর। এত জোরে কখনো কোনো মানুষকে দৌড়তে দেখিনি। ক্রমশ পেছিয়ে পড়ছে শিখ এবং কোনোমতে আমাকে পেরিয়ে সওদাগর যদি বেরিয়ে যায় খোলা জায়গায় ধরা মুশকিল হবে। মনটা নরম হয়ে এল বেচারার অবস্থা দেখে, পরমুহূর্তেই শক্ত হয়ে উঠল হিরে মানিকের কথা ভেবে। আমার পাশ দিয়ে উল্কার মতো বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে বন্দুকটা গলিয়ে দিলাম দু-পায়ের ফাঁকে— গুলি খাওয়া খরগোশের মতো দুটো ডিগবাজি খেয়ে সে হড়কে গেল মাটির ওপর দিয়ে। উঠে দাঁড়াবার আগেই পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ল ভীমদর্শন শিখ এবং দু-দুবার ছুরি বসিয়ে দিল বুকের বাঁ-দিকে। চেঁচানি গোঙানি কোনোটাই বেরোল না লোকটার গলা দিয়ে— আঙুল পর্যন্ত নড়ল না— পড়ে রইল নিথর দেহে। আছাড় খেয়ে ঘাড় ভেঙে ফেলেছিল বোধ হয়। দেখুন স্যার, সব কথা বলব কথা দিয়েছিলাম বলেই কিছু আর লুকোচ্ছি না। প্রত্যেকটা ঘটনা হুবহু বলে যাব। আপনাদের ভালো লাগলেও বলব, খারাপ লাগলেও বলব।'

জল-মিশোনো হুইস্কি এগিয়ে দিয়েছিল হোমস। কথা থামিয়ে গেলাসের দিকে হাত বাড়াল স্মল। আমার ভেতর পর্যন্ত খিঁচড়ে গিয়েছিল লোকটার ওপর— গা রি-রি করছিল আতীব্র ঘৃণায়। এত বড়ো একটা খুনখারাপির মধ্যে এত সহজভাবে নিজেকে যে মিশিয়ে দিতে পারে, নিঃসন্দেহে সে অতি ভয়ংকর পুরুষ। তার ওপর গোড়া থেকেই পুরো ঘটনাটা বলে যাচ্ছে বেপরোয়া বাচাল ভঙ্গিমায়— কিছুই যেন হয়নি। আদালতে এ-লোকের বরাতে যে-দণ্ডই জমা থাকুক না কেন, আমার তরফ থেকে এক বিন্দু সহানুভূতিও ওকে দেওয়া যাবে না। হাঁটুতে হাত রেখে শার্লক হোমস আর জোন্স নিবিষ্ট চিত্তে শুনেছে ওর কাহিনি— মুখের পরতে পরতে কিন্তু ফুটে উঠেছে একই বিরাগ, স্মল তা লক্ষ করেছিল নিশ্চয়। তাই আরও বেপরোয়া গলায় আর ভঙ্গিমায় নতুন করে আরম্ভ করল কাহিনি।

'কাজটা ভালো নয় মানছি। কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে রত্নের বখরা পায়ে ঠেলবার মতো মানুষ দুনিয়ায় কেউ আছে কি? দলে না-ভিড়লেই টুঁটি কাটা যেত। আবার দেখুন, আখমেত যদি আমার সামনে দিয়ে পালাত, তাহলেও পুরো ব্যাপার ফাঁস হয়ে যেত— আমি ধরা পড়তাম, কোর্ট মার্শাল হত, গুলি খেয়ে মরতাম। সমস্যাটা তাই মরণ বাঁচনের। হয় আখমেত মরবে, নয় আমি মরব। এ-রকম সমস্যায় দুনিয়ার কেউ কিন্তু মায়া দয়া দেখায় না।'

হোমস সংক্ষেপে বললে, 'গল্পটা বলে যাও।'

যাই হোক, আবদুল্লা, আমি আর আকবর লাশ বয়ে নিয়ে এলাম ভেতরে। বেঁটেখাটো হলে কী হবে, বেজায় ভারী লোকটা। দরজা আগলানোর জন্যে রইল মাহোমেৎ সিং। গোর দেওয়ার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিল। আখমেতকে নিয়ে গেলাম সেখানে। অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে বেশ কিছুদূরে পেল্লায় ফাঁকা হল ঘর— ইট পলেস্তারা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। একদিকের মাটি আপনা থেকেই বসে যাওয়ায় কবরের মতো গর্ত হয়ে গেছে। আখমেতকে তার মধ্যে ফেলে ওপরে আলগা ইটের টুকরো চাপা দিলাম। তারপর ফিরে এলাম রত্নপেটিকার কাছে।

'মার খেয়েই আখমেত বাক্স যেখানে ফেলেছিল পড়েছিল সেইখানেই। সেই বাক্সই রয়েছে

পলায়নরত আখমেত। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০২)

আমাদের টেবিলে। ওপরের হাতলে বাঁধা সিল্কের দড়ি থেকে ঝুলছিল চাবিটা, তালা খুলে লণ্ঠনের আলো ভেতরে ফেলতে ঠিকরে বেরিয়ে এল একঝলক দ্যুতি। আলো পড়ছে বাক্স ভরতি হিরে মানিকের ওপর— বিচিত্র বর্ণের আশ্চর্য রোশনাইতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পার্শোরে থাকার সময় বাচ্চাবেলায় অনেক মণিমাণিক্যের গল্প শুনেছিলাম, পড়েছিলাম! এ সেই রূপকথার মানিক যেন, বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না— চোখে ধাঁধা লাগে। চোখ ভরে সেই দৃশ্য দেখবার পর উপুড় করে ঢাললাম রত্নরাশি— গুনে গুনে ফর্দ তৈরি করলাম। প্রথম শ্রেণির হিরেই ছিল এক-শো তেতাল্লিশটা, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হিরে 'গ্রেট মোগল'[১৬]ও ছিল তার মধ্যে। আর ছিল সাতানব্বইটা অতি উৎকৃষ্ট পান্না, এক-শো সত্তরটা চুনি, কতকগুলো অবশ্য আকারে ছোটো! এ ছাড়াও ছিল চল্লিশটা পদ্মরাগমণি[১৭], দশ দশটা নীলকান্ত মণি, একষট্টিটা অলীক পাথর, বেশ কিছু ফিরোজা মণি, অনিক্স্ পাথর, বৈদূর্য মণি টার্কয়িজ নীলকান্ত এবং আরও অনেক দামি দামি পাথর[১৮]— যার নাম তখন না-জানলেও পরে জেনেছিলাম। এইসঙ্গে ছিল অতি উৎকৃষ্ট শ-তিনেক মুক্তো— বারোটা মুক্তো গাঁথা ছিল সোনার ছোট্ট মুকুটে। ভালো কথা, সিন্দুক ফিরে পাওয়ার পর ভেতরে কিন্তু মুক্তোর সোনার মুকুটটা পাইনি।

'গোনাগুনতির পর সিন্দুকে রত্ন নিয়ে গেটে গিয়ে দেখলাম মাহোমেৎ সিংকে। তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফের প্রতিজ্ঞা করলাম কেউ কাউকে বিপদে ফেলে পালাবে না। দুর্দিনে পাশে দাঁড়াব এবং গুপ্তকথা প্রকাশ করব না। ঠিক করলাম দেশে শান্তি ফিরে না-আসা পর্যন্ত লুটের মাল কোথাও লুকিয়ে রাখব— পরে সমানভাবে ভাগাভাগি করে নেব। সেই মুহূর্তে ভাগবাঁটোয়ারার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা ওইরকম দামি পাথর কাছে দেখলেই সবার সন্দেহ হবে— কেল্লার মধ্যেও লুকিয়ে রাখার মতো সে-রকম জায়গা নেই। তাই বাক্স নিয়ে গেলাম যে হল ঘরে আখমেতকে কবর দিয়েছি সেই ঘরে; সবচেয়ে শক্ত একটা দেওয়াল থেকে ইট সরিয়ে রাখলাম। গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম সিন্দুক। জায়গাটার ঠিকানা মুখস্থ করে নিয়ে পরের দিন চারটে নকশা তৈরি করলাম, প্রত্যেকটার তলায় চারজনে সই করলাম— কেননা আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে-কাজে হাত দিয়েছি তা শেষ করব একসঙ্গে এবং কেউ কাউকে ঠকাব না। বুকে হাত দিয়ে বলছি এ-শপথ আজও আমি ভাঙিনি।'

'এরপর ভারতবর্ষের বিদ্রোহ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আপনাদের নতুন করে তা বলার দরকার নেই। উইলসন[১৯] দিল্লি আর স্যার কলিন[২০] লক্ষ্ণৌ পুনরুদ্ধার করার পর মেরুদণ্ড ভেঙে গেল বিদ্রোহীদের। আরও বাহিনী আসা শুরু হতেই সীমান্তপ্রদেশে গা ঢাকা দিল নানাসাহেব। কর্নেল গ্রেথেড[২১] একটা ঝটিকা বাহিনী এনে আগ্রা অবরোধ করলেন এবং হটিয়ে দিলেন প্যান্ডিদের[২২]। আস্তে আস্তে শান্তি ফিরে এল দেশে। আমরা চারজনেও মশগুল হয়ে রইলাম লুটের মাল ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয়ার সুখস্বপ্নে। স্বপ্ন অবশ্য চুরমার হয়ে গেল এক আঘাতেই— আখমেত হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার হলাম চারজনই।'

'ঘটনাটা ঘটল এইভাবে। প্রাচ্যের লোকগুলো বড়ো সন্দেহবাতিক হয়। বিশ্বস্ত অনুচরের জিম্মায় রত্নপেটিকা দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি রাজা— আর একজন অনুচরকে বলেছিল ছায়ার মতো প্রথমজনের পেছনে যেতে এবং সবসময়ে নজর রাখতে। কখনো যেন চোখের আড়াল না-করা হয়। হুকুমের নড়চড় হল না কোনোক্ষেত্রেই। দ্বিতীয় অনুচর ছায়ার মতো সে-রাতেও আখমেতের

পেছন পেছন এসে তাকে দেখল কেল্লার ভেতর ঢুকতে। ভাবল বুঝি কেল্লায় ঠাঁই পেয়েছে আখমেত। তাই পরের দিন দরখাস্ত পেশ করে নিজেও ঢুকল দুর্গে— কিন্তু আখমেতের টিকি দেখতে পেল না। অদ্ভুত ব্যাপার তো। তাই সময়মতো রহস্যটা নিবেদন করল প্রহরীদের জনৈক সার্জেন্টের কাছে এবং যথাসময়ে সার্জেন্ট গিয়ে খবরটা অধিনায়কের কানে তুলে দিল। তক্ষুনি তন্নতন্ন করে খোঁজা হল চারদিক— বেরিয়ে পড়ল আখমেতের মৃতদেহ। কপাল খারাপ একেই বলে। বিপদ কেটে গেছে ভেবে লুঠের মাল ভাগাভাগির স্বপ্ন যখন দেখছি, ঠিক তখনই গ্রেপ্তার হলাম চারজনে— তিনজন ওই রাতে ফটক পাহারা দিচ্ছিলাম বলে, চতুর্থজন নিহত ব্যক্তির পথসঙ্গী ছিল বলে। বিচারকালে জহরত নিয়ে কেউ কোনো কথা বলল না। কেননা যার জহরত সেই রাজাকেই নির্বাসন দণ্ড দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছিল ভারতবর্ষের বাইরে, কাজেই পেটিকা নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না কারোরই। তবে খুন যে একটা হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং আমরা চারজনেই জড়িত সেই খুনের মধ্যে। শিখ তিনজনের ওপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হল। ফাঁসিতে মৃত্যুর রায় এল আমার ওপর। শেষ অবধি অবশ্য আমাকেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় অন্যদের মতো।'

'আমাদের তখনকার অদ্ভুত অবস্থাটা কল্পনা করুন। চারজনেরই পা একসঙ্গে বাঁধা— ইহজীবনে মুক্তির আশা নেই! অথচ চারজনের প্রত্যেকেই এমন একটা গুপ্ত খবর জেনে বসে আছি যার দৌলতে প্রত্যেকেই এক একটা রাজপ্রাসাদ বানিয়ে রাজার হালে জীবন কাটিয়ে দিতে পারি— যদি একবার ছাড়া পাই। এ অবস্থায় মানুষ পাগল হয়ে যায়! আমিও পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু চিরকালই আমি একটু গোঁয়ার টাইপের। তাই মনের মধ্যে ধিকিধিকি আগুন নিয়েও প্রতিদিন লাথিঝাঁটা খেয়েছি, জেলের অখাদ্য ভাত খেয়ে ক্ষুধা তেষ্টা মিটিয়েছি— প্রতি মুহূর্তে কিন্তু মনে হয়েছে বাইরে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে রাজ ঐশ্বর্য— গিয়ে শুধু তুলে নিলেই হল! তাই মুখ বুজে সব সয়েছি আর দিন গুনছি সুদিন আসার।'

'অবশেষে মনে হল যেন সুদিন এসেছে। আগ্রা থেকে মাদ্রাজ পাঠানো হল আমাকে। সেখান থেকে আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার[২৩] দ্বীপে। বেশ কয়েকজন শ্বেতকায় কয়েদি ছিল উপনিবেশে। আমার ব্যবহার ভালো হওয়ায় শিগ্‌গিরই কর্তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে গেলাম। মাউন্ট হ্যারিয়েটের[২৪] সানুদেশে ছোট্ট হোপটাউনে একটা কুঁড়েঘরের সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই পেলাম। জায়গাটা নির্জন, তার ওপর জ্বরজ্বালা লেগেই আছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হল নরখাদকের ভয়। নিজের চত্বর ছেড়ে একটু এদিক-ওদিক করলেই বিষ-মাখানো তির এসে বিঁধবে গায়ে। খোঁড়াখুঁড়ি, রাস্তা আর নর্দমা বানানো ছাড়াও চুপড়ি আলুর চাষ করতে হত আমায়, ডজন-খানেক আরও কাজে ব্যস্ত থাকতে হত সারাদিন। রাত্রিবেলা শুধু সময় পেতাম গল্পগুজব করার। অন্যান্য কাজের মধ্যে ডাক্তারের কথামতো ওষুধ দেওয়ার দায়িত্বও ছিল কাঁধে, সেই কাজ করতে গিয়ে ডাক্তারি বিদ্যেও কিছু কিছু শিখে নিয়েছিলাম। সর্বক্ষণ কিন্তু পালানোর সুযোগ খুঁজতাম— কিন্তু তা সম্ভব ছিল না কোনোমতেই। একটা দ্বীপ থেকে আরেকটা দ্বীপ কম করে এক-শো মাইল দূরে হাওয়াও তেমন নেই ওদিককার সমুদ্রে, সুতরাং পালানোর সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।'

'ডক্টর সোমারটন খুব হাসিখুশি টাইপের মিশুকে ছোকরা। অন্যান্য তরুণ অফিসাররা রাত হলেই তাঁর বাড়ি গিয়ে আড্ডা মারতেন আর তাস খেলতেন। ডাক্তারখানায় বসে ওষুধ বানাতাম

আমি। মাঝে মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হলে ডাক্তারখানার আলো নিভিয়ে মাঝের জানলায় দাঁড়িয়ে কথা শুনতাম আর খেলা দেখতাম। আমি নিজে তাসের ভক্ত। খেলা দেখতে ভালোবাসি— মনে হয় যেন নিজেই খেলছি। আড্ডায় থাকতেন ডাক্তার নিজে, দেশি সৈন্যবাহিনীর অফিসার মেজর শোল্টো, ক্যাপ্টেন মর্সটান, লেফটেন্যান্ট ব্রমলি ব্রাউন! আর জনা দু-তিন জেল অফিসার— প্রত্যেকেই পাকা জুয়াড়ি, খেলতেন ঝুঁকি বাঁচিয়ে, অত্যন্ত কৌশলে। পার্টিটা ছোট্ট। কিন্তু জমাটি।'

'একটা জিনিস দেখে কিন্তু খটকা লেগেছিল প্রথম থেকেই। সামরিক অফিসাররা ক্রমাগত হারতেন, অসামরিক অফিসাররা ক্রমাগত জিততেন। খেলায় কারচুপি ছিল বলতে চাই না— কিন্তু প্রতিবারেই দেখেছি এই একই কাণ্ড। অসামরিক জেল-অফিসাররা আন্দামানে জেল ডিউটি নিয়ে আসার পর থেকে একনাগাড়ে তাস খেলে এসেছেন— একে অপরের খেলার ধারার শেষ পর্যন্ত হিসেব রাখতেন। কিন্তু সামরিক অফিসাররা অত ধার ধারতেন না, তাঁরা খেলতেন শুধু তাস পিটিয়ে সময় কাটানোর জন্যে। রাতের পর রাত চলেছে হারার পালা। সামরিক অফিসারদের পকেট যতই হালকা হয়েছে ততই তাঁদের রোখ চেপে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি চোট খেয়েছিলেন মেজর শোল্টো। প্রথম প্রথম খেলতেন নোট আর সোনা ফেলে। শিগ্‌গিরই দেখা গেল মোটা টাকার দরকার হলেই ধার নিচ্ছেন অঙ্গীকারপত্র লিখে। মাঝে মাঝে জিততেন। সাহস বেড়ে যেত, তারপরেই আবার গো-হারান হারতেন, সারাদিন কালো বাজের মতো দাপিয়ে বেড়াতেন নানা কাজে আর মদ গিলতেন শরীর সইতে পারছে না জেনেও।'

'একরাতে রোজ যা হারতেন তার চাইতেও বেশি হারলেন। টলতে টলতে কোয়ার্টারে ফিরছিলেন ক্যাপ্টেন মর্সটান আর মেজর শোল্টো আমার কুঁড়ের পাশ দিয়ে। দু-জনেই হরিহর-আত্মা বন্ধু— ছাড়াছাড়ি কখনো হত না। ঘরে বসে শুনলাম মেজর শোল্টো দুঃখ করছেন অতগুলো টাকা হেরে যাওয়া নিয়ে।'

'বললেন— মর্সটান আমি পথে বসেছি। সর্বস্বান্ত হয়েছি। কাগজপত্র না-আনলেই নয়।'

'বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে মর্সটান বললেন— 'ননসেন্স! আমার নিজের অবস্থাও কি খুব ভালো? তবে—'

'এর বেশি আর শুনতে পেলাম না দু-জনে দূরে সরে যাওয়ায়। কিন্তু যা শুনেছি তাই যথেষ্ট। নতুন মতলব উঁকি দিল মাথায়।'

'দিন দুয়েক পরে মেজর শোল্টোকে সকালবেলায় পায়চারি করতে দেখে ভাবলাম, কথা বলার এই-ই সুবর্ণ সুযোগ!'

'বললাম, 'মেজর, আপনার একটা উপদেশ চাই।'

মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে মেজর বললে, 'কী ব্যাপার, স্মল?'

'বললাম, 'আমি জানতে চাই গুপ্তধন ঠিক কার হাতে দেওয়া উচিত। পাঁচ লক্ষ পাউন্ড দামি একটা গুপ্তধনের ঠিকানা আমি জানি। নিজে যখন তা ভোগ করতেই পারব না, ভাবছিলাম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলে কেমন হয়। তাতে আমার জেল-মেয়াদটা তো কমতে পারে।'

'পাঁচ লক্ষ পাউন্ড!' দম আটকে এল যেন মেজরের। খরখরে চোখে চাইলেন আমার মুখের দিকে ঠাট্টা করছি কিনা দেখবার জন্যে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। জহর আর মুক্তো মিলিয়ে। এমন জায়গায় রয়েছে যে, যে কেউ নিতে পারে।

মজাটা কী জানেন। আসল মালিককে দেশছাড়া করেছে সরকার। কাজেই এ-গুপ্তধনটা এখন যে আগে পাবে তার হবে।'

আমতা আমতা করে মেজর বললেন, 'কাকে আর দেবে, স্মল। গভর্নমেন্টকে দিয়ো। বললেন বটে। কিন্তু তোতলামি দেখেই বুঝলাম ওষুধ ধরেছে। সহজভাবে বললাম, 'খবরটা তাহলে গভর্নর জেনারেলকে দিতে বলেছেন?' 'অত তাড়াতাড়ি করার কী দরকার? পরে পস্তাতে হবে। খুলে বলো আগে শুনি।'

'বললাম পুরো কাহিনি, কয়েক জায়গা একটু পালটে দিতে হল যাতে জায়গাটা না-চিনতে পারেন। শেষ করার পর দেখি উনি চিন্তায় পাথর হয়ে গেলেন। ঠোঁট কাঁপছে দেখেই বুঝলাম ভেতরে তোলপাড় চলেছে, দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে।'

অবশেষে বললেন, 'স্মল ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে আর কারো কাছে মুখ খুলো না। আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।'

দু-রাত পরে নিশুতি রাতে লণ্ঠন হাতে আমার কুঁড়েতে এলেন মেজর শোল্টো আর ক্যাপ্টেন মর্সটান।

মেজর বললে, 'স্মল, গল্পটা তুমি আবার শোনাও ক্যাপ্টেন মর্সটানকে।'

'যা আগে বলেছিলাম, এখনও তাই বললাম।'

মেজর বললেন, 'কী মনে হয়? সত্যি? এগোনো যায়?'

'ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন ক্যাপ্টেন মর্সটান।'

মেজর তখন বললেন, 'শোনো স্মল, তোমার গুপ্তধন নিয়ে অনেক ভেবেছি আমরা দুই বন্ধু। একটা সিদ্ধান্ততেই এসেছি। বিষয়টা ব্যক্তিগত— সরকারি মোটেই নয়। ব্যক্তিগত সমস্যার নিষ্পত্তি ব্যক্তিগতভাবেই করা উচিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— কী দাম চাও তুমি? তোমার হয়ে গুপ্তধন আমরা উদ্ধার করে আনতে পারি, গুপ্তধনের চেহারাটাও একটু দেখতে পার— শর্ত যদি মনের মতো হয়।' খুব সহজ শান্তভাবে কথাগুলো বললেন, দেখলাম লোভ ও উত্তেজনায় চোখ চকচক করছে মেজরের।

'আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করেও ভেতরে ভেতরে ওঁর মতোই উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'এক্ষেত্রে সবাই যে-শর্ত চায়, আমারও তাই শর্ত। আমাকে মুক্তি দিতে হবে— আমার তিন বন্ধুকেও জেলের বাইরে আনতে হবে। তাহলেই আপনাদের অংশীদার করে নিয়ে পাঁচ ভাগের এক ভাগ দেব আপনাদের— ভাগ করে নেবেন দু-জনে।'

'মাথাপিছু পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড,' বললাম আমি।

'পাঁচ ভাগের এক ভাগ! সে আর এমন কী!'

'কিন্তু অসম্ভব আবদার করছ যে! মুক্তি দেব কী করে?'

'তাও ভেবেছি,' বললাম আমি। 'পালাবার একমাত্র অন্তরায় হল এতখানি সমুদ্রপথ পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত বোট আর তদ্দিনের খাবারদাবার আমাদের নেই। কলকাতা বা মাদ্রাজে পাল তোলা হালকা বজরা অনেক আছে— একটা পেলেই কাজ চলে যাবে আমাদের। ওইরকম একটা বোট নিয়ে আসুন এখানে। রাতে অন্ধকারে উঠে পড়ব তাতে। ভারতবর্ষের উপকূলে কোথাও যদি নামিয়ে দিতে পারেন তাহলেই জানবেন আপনাদের দিক দিয়ে চুক্তি রক্ষে হবে।'

'একজন হলে করতাম,' বললেন উনি।

আমি বললাম, 'করলে চারজনের জন্যেই করতে হবে— নইলে নয়। শপথ করেছি আমরা, যা করব চারজনে একসঙ্গে করব।'

'মর্স্টান, স্মলের কথার দাম আছে। বন্ধুদের ডুবিয়ে নিজে বাঁচতে চায় না। আমার তো মনে হয় এমন লোককে বিশ্বাস করা যায়।'

মর্স্টান বললেন, 'কাজটা কদর্য। তাহলেও তুমি যখন বলছ দস্তুরির টাকায় নোংরামি পুষিয়ে যাবে, তখন না হয় করা যাবে।'

মেজর বললেন, 'স্মল তোমাকে বাজিয়ে দেখতে চাই। যা বললে তা সত্যি কিনা যাচাই করতে চাই। বাক্স কোথায় আছে বলো। ছুটি নিয়ে আমি নিজে গিয়ে দেখে আসব। প্রতি মাসেই তো রিলিফ-বোর্ট যাচ্ছে ভারতবর্ষে— আমি রওনা হব সেই বোটে।'

মেজর গরম হয়ে উঠতেই আমি ঠান্ডা মেরে গেলাম। বললাম, 'অত তাড়াহুড়ো করলে তো চলবে না। তিন বন্ধু রাজি আছে কিনা জানতে হবে। বললাম না আপনাদের, যা করব চারজনে একসঙ্গে করব।'

ধাঁ করে রেগে গিয়ে মেজর বললেন, 'বাজে কথা বোলো না! তোমার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হচ্ছে, তার মধ্যে কালা আদামি তিনটে আসে কী করে?'

আমি বললাম, 'কালো কি নীল বুঝি না— আমরা চারজনে এক, একসঙ্গেই থাকব।'

'যাই হোক, আর একটা অধিবেশনে নিষ্পত্তি হয়ে গেল সব কিছুর— এ-অধিবেশনে হাজির রইল মাহোমৎ সিং, আবদুল্লা খান, আর দোস্ত আকবর। অনেক আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা হল। দু-জন অফিসারকেই আগ্রা ফোর্টের একটা নকশা দেব— নকশায় চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেব কোথায় কোথায় আছে গুপ্তধন। আমি সত্যি বলেছি কিনা যাচাই করার জন্যে ভারতবর্ষে যাবেন মেজর শোল্টো। বাক্স দেখতে পেলে সেখানেই রেখে দেবেন। একটা ছোটো বজরায় খাবার দাবার বোঝাই করে আন্দামানে পাঠিয়ে দেবেন— বজরা এসে নোঙর ফেলবে রাটল্যান্ড দ্বীপে— আমরা সেখানে গিয়ে উঠব বজরায়। মেজর শোল্টো তখন নিজের কাজে ফিরে আসবেন। তারপর ছুটির দরখাস্ত করবেন ক্যাপ্টেন মর্স্টান, আগ্রায়, গিয়ে মিলবেন আমাদের সঙ্গে হীরে মানিক ভাগ বাঁটোয়ারা হবে তারপর— মেজর শোল্টোর বখরাও নেবেন ক্যাপ্টেন মর্স্টান। ছ-জনেই প্রতিজ্ঞা করলাম কোনোমতেই এ-ব্যবস্থার অন্যথা করব না। মন আর মুখ দিয়ে এভাবে সচরাচর কেউ প্রতিজ্ঞা করে না। সারারাত বসে দুটো নকশা তৈরি করে সই করলাম চারজন— আবদুল্লা, আকবর, মাহোমৎ আর আমি।'

'লম্বা কাহিনি শুনে অধীর হয়ে পড়েছেন বুঝতে পারছি— মি. জোন্স তো ছটফট করছেন আমাকে খাঁচায় পোরবার জন্য। যদ্দূর সম্ভব সংক্ষেপে বলছি, শোল্টো শয়তান ভারতবর্ষে গিয়ে আর ফিরে এলেন না। কিছুদিন পরেই একটা ডাক জাহাজের যাত্রীদের তালিকায় শোল্টোর নাম আমাকে দেখালেন ক্যাপ্টেন মর্স্টান। হঠাৎ নাকি কাকা মারা গেছেন, কাকার অনেক টাকা পেয়ে সামরিক চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন— পাঁচ স্যাঙাতকে পথে বসাতে একটুও দ্বিধা না-করে। দিন কয়েক পরে আগ্রায় গিয়ে মর্স্টান দেখলেন যা ভয় করেছিলেন, তাই হয়েছে— রত্নপেটিকা সত্যিই উধাও হয়েছে। যে-শর্তের বশে গুপ্তকথা ফাঁস করেছিলাম, তার কোনোটাই না-রেখে স্কাউন্ড্রেলটা একাই আত্মসাৎ করেছে বাক্স-বোঝাই রত্ন। সেদিন থেকে আমার জীবনধারণের

লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে একটাই— প্রতিহিংসা। সারাদিন ভাবতাম কীভাবে নেওয়া যায় প্রতিহিংসা— সারারাত বিরাম দিতাম না সেই চিন্তায়। শয়নে স্বপনে জাগরণে ছায়ার মতো প্রতিহিংসা কামনা তাড়া করত আমাকে— কুরে কুরে খেত মগজের ভেতরটা— প্রতিহিংসা ছাড়া আর কোনো চিন্তা ঠাঁই পেত না মাথায়।

'আইনকানুনের তোয়াক্কা রাখিনি— ফাঁসিকাঠের সম্ভাবনাকে আমল দিইনি। কপালে যা থাকুক, প্রতিহিংসা আমাকে নিতেই হবে। এমনকী আগ্রার রত্নও নগণ্য হয়ে গিয়েছিল আমার তখনকার উদয়াস্ত শোল্টো-নিধন চিন্তার ফলে।

'এ-জীবনে আমি অনেক কিছুই করেছি। যা করব বলে মনে করেছি তাই করেছি। করতে পারিনি এমন দৃষ্টান্ত একটাও নেই। কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে অনেকগুলো দীর্ঘ বছর। বলেছি শুনেছেন নিশ্চয়, ওষুধপত্র ডাক্তারির কিছু কিছু শিখেছিলাম কম্পাউন্ডারি করতে করতে। একদিন কয়েকজন কয়েদি জঙ্গলের মধ্যে একজন লোককে বয়ে নিয়ে এল ডাক্তারখানায়। ডক্টর সোমারটনের সেদিন জ্বর হয়েছিল। লোকটাকে আমিই দেখলাম। আন্দামানের আদিবাসী। অসুখে ভুগে ভুগে মৃত্যু সামনে দেখে নির্জন জঙ্গলে গিয়েছিল মরবার জন্যে। লোকটা সাপের বাচ্চার মতোই বিষধর জেনেও চিকিৎসা করলাম— দু-মাস পরে দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াতে লাগল। সেই থেকে আমার ন্যাওটা হয়ে গেল সে। জঙ্গলে যেতে হত না। দিনরাত আমার কুঁড়ের আশেপাশে ঘুরঘুর করত। ওর ভাষাও কিছু কিছু শিখে নিলাম— তাতে ও আমার আরও বেশি ন্যাওটা হয়ে পড়ল।

'লোকটার নাম টোঙ্গা! খুব ভালো নৌকা চালাতে পারত। নিজের একটা বড়ো ছিপ নৌকোও ছিল। আমার জন্য করতে পারে না হেন কাজ ছিল না টোঙ্গার কাছে— এত ন্যাওটা ছিল আমার। মুক্তির পথ খুঁজে পেলাম ওর মধ্যে। শলাপরামর্শ করলাম। পুরোনো একটা ঘাটে লোকজন কেউ যায় না, পাহারাদারও নেই। কোনো এক গভীর রাতে ছিপ নৌকো নিয়ে সেখানে আসবে টোঙ্গা। বলে দিলাম অনেকগুলো লাউয়ের খোল ভরতি করে যেন জল আনে, সেইসঙ্গে মিষ্টি আলু, নারকেল আর চুপড়ি আলু।

'টোঙ্গা লোকটা যেমন অনুগত, তেমনি খাঁটি। ও-রকম বিশ্বাসী অনুচর দুনিয়ায় কেউ কখনো পেয়েছে কিনা সন্দেহ। নৌকো নিয়ে বিশেষ সেই রাতটিতে ভাঙা ঘাটে হাজির হল সে। কপাল কী দেখুন। ঠিক সেইদিনই কয়েদিদের একজন গার্ড হাজির সেখানে। অতি যাচ্ছেতাই লোক, শয়তান বললেই চলে— জাতে পাঠান[২৫]। সুযোগ পেলেই আমাকে অপমান করত, গালাগালি দিত, মেরে গায়ে কালসিটে ফেলে দিত। সব হজম করে গেছি— প্রতিহিংসার জন্য ভেতরটা জ্বলে পুড়ে গেছে, কিন্তু কিছু করতে পারিনি। সুযোগ পেলাম সেই রাতে। স্বয়ং ভগবানই যেন দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার আগে প্রতিহিংসার সুযোগ বাড়িয়ে ধরলেন আমার সামনে। আমার দিকে পেছন ফিরে কাঁধে বন্দুক নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়েছিল সে। এদিক-ওদিক তাকালাম ঠুকে ঘিলু বার করে দেওয়ার মতো পাথরের সন্ধানে— পেলাম না।

'তারপরেই একটা অদ্ভুত চিন্তা এল মাথায়। অন্ধকারে বসে পড়ে বেল্ট খুলে হাতে নিলাম কাঠের পা-খানা। তিন লাফে এসে দাঁড়ালাম পেছনে। বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুলল সে। ততক্ষণে নেমে এসেছে আমার কেঠো পা— এক মারেই কপাল-টপাল ভেঙে ঢুকে গেল ঘিলুর মধ্যে। জঙ্গলে সেখানে যদি কখনো যান, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘিলুর চিহ্ন এখনও দেখতে পারেন।

লাঠি হাঁকিয়ে তাল সামলাতে না-পেরে আমিও হুড়মুড়িয়ে পড়লাম পাঠানের গায়ে এবং দু-জনেই ঠিকরে পড়লাম মাটিতে। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম সে আর নড়ছে না। উঠে পড়লাম নৌকায়। একঘণ্টা লাগল মাঝ-সমুদ্রেতে পৌঁছোতে। টোঙ্গা ওর যাবতীয় পার্থিব সম্পদ সঙ্গে এনেছিল— দেবদেবী আর অস্ত্রশস্ত্র কিছুই বাদ দেয়নি। জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল একটা লম্বা বাঁশের বর্শা আর কিছু নারকেল ছোবড়ার মাদুর। এই দুটো জিনিস দিয়ে পাল বানিয়ে তুলে দিলাম নৌকার ওপর। স্রেফ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে দশদিন অথই জলে ভেসে রইলাম। তারপর একটা সওদাগরি জাহাজ তুলে নিল আমাদের! মালয় তীর্থযাত্রী[২৬] নিয়ে জাহাজ যাচ্ছিল সিঙ্গাপুর[২৭] থেকে সৌদি আরবের জেড্ডায়[২৮]— মক্কায়[২৯] ঢোকবার মূল প্রবেশপথের দিকে। সেই ভিড়-ভাট্টার মধ্যে দিব্যি মিশে গেলাম আমি আর টোঙ্গা! চমৎকার একটা গুণ ছিল ওদের। গায়ে পড়ে আলাপ করত না, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পেটের কথা বার করবার চেষ্টা করত না।

'আমার সেই একান্ত অন্তরঙ্গ পুঁচকে সাথিকে নিয়ে যেসব অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল— তার সব বলতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে, আপনাদের ধৈর্য ফুরোবে। ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগলাম দুনিয়ায় নানান জায়গায়— একটার পর একটা বাধা আসায় লন্ডন ঢোকা আর হয়ে উঠল না। লক্ষ্যচ্যুত অবশ্য হইনি— একদিনের জন্যেও প্রতিহিংসার চিন্তা আমাকে ছেড়ে যায়নি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতাম শোল্টোকে। তারপর এক সময়ে বছর তিন চারেক আগে ইংলন্ডে ফিরে এলাম। শোল্টোকে খুঁজে বের করতে বেগ পাইনি। হিরে মানিক বেচে দিয়েছে কিনা আগে সেই খোঁজ নিলাম! বন্ধুত্ব করলাম একজনের সঙ্গে। নিয়মিত খবর দিত সে। নামটা বলব না! জেলখানার ভেতরে আর কাউকে ল্যাজে বেঁধে আনতে চাই না। যাই হোক, খবর পেলাম হিরে মানিক এখনও কাছেই আছে— বিক্রি করেনি। বহু চেষ্টা করলাম শয়তানটার কাছে যাওয়ার— কিন্তু কোনোদিক দিয়েই পারলাম না। মহা ধড়িবাজ ছিল লোকটা— তার ওপর পাহারায় রেখেছিল দু-দুটো প্রাইজফাইটার লড়াইবাজ মস্তানকে। দুই ছেলে আর খিদমতগারও পাহারা দিত দিন রাত।

যাই হোক, একদিন খবর পেলাম শোল্টো মরতে বসেছে। মরে গিয়ে আমার হাত ফসকে পালাবে ভেবে পাগল হয়ে তখুনি ছুটলাম বাগানে— জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম দু-পাশে দুই ছেলে নিয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। তিন জনের টক্কর একাই নিতাম ভেতরে ঢুকে— তার আগেই আমার ওপর চোখ পড়তেই চোয়াল ঝুলে পড়ল শোল্টোর। বুঝলাম মারা গেল শয়তান? সেই রাতেই ঘরে ঢুকে কাগজপত্র লাট-ঘাট করলাম। রত্নগুলো লুকিয়েছে যেখানে, তার ঠিকানা যদি কোথাও রেখে থাকে, এই আশায় তন্নতন্ন করে খুঁজলাম সব কিছু। কিন্তু সে-রকম কোনো হদিশ পেলাম না। রাগে হতাশায় বুনো বর্বরের মতো খেপে গিয়েছিলাম তখন। চলে আসার সময় মনে হল শিখ বন্ধুদের সঙ্গে যদি দেখা হয়। তখন যদি বলি তাদের যে শোল্টো মরে যাওয়ার পরও আমাদের চারজনের ঘৃণার নিদর্শন তার বুকের ওপর রেখে এসেছি, তাহলে নিশ্চয় খুশি হবে ওরা। তাই নকশায় যেভাবে চারজনে সই করেছিলাম, সেই চারের সংকেত একটা কাগজে লিখে পিন দিয়ে এঁটে দিলাম ওর বুকে। বোকা বানিয়ে যাদের ঐশ্বর্য লুঠ করে এনেছে, তাদের তরফ থেকে কোনো চিহ্ন না-নিয়ে কবরে যাবে শোল্টো— এ কি হয়। একটা চিহ্ন অন্তত সঙ্গে যাক।

'কালো নরখাদক হিসেবে টোঙ্গাকে দেখিয়ে দু-বেলার খাওয়া জোটাচ্ছিলাম আমি। কচমচ করে কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেয়ে যুদ্ধ-নৃত্য নাচত টোঙ্গা— দিনের শেষে শুধু পেনিতেই ভরে উঠত আমার টুপি। পণ্ডিচেরি লজের সব খবরই কানে আসত। রত্ন নাকি এখনও পাওয়া যায়নি— কিন্তু খোঁজ

চলছে। কয়েক বছর গেল এইভাবে। তারপর এল সেই খবর। রত্ন পাওয়া গেছে। একদম ওপরতলায় মি. বার্থোলিমিউর রাসায়নিক গবেষণাগারে আছে রত্নপেটিকা। তখুনি চলে এলাম পণ্ডিচেরি লজে। অনেক দেখেও ভেবে পেলাম না কাঠের পা নিয়ে অত উঁচুতে উঠব কী করে। শুনি ছাদে একটা ঠেলা-দরজা আছে। মি. শোল্টো রাত্রে কখন খেতে যান, সে-খবরও পেয়েছিলাম। টোঙ্গাকে দিয়ে কাজ ফতে করবার ফন্দি আঁটলাম। ওর কোমরে এক বান্ডিল দড়ি জড়িয়ে দিলাম। দেওয়াল আর নল বেয়ে বেড়ালের মতো সর সর করে ছাদে উঠে গেল টোঙ্গা— কিন্তু কপাল খারাপ আমার— দেখা গেল বার্থোলোমিউ শোল্টো খেতে যাননি, ঘরে বসে আছেন। বসে বসেই মারা গেলেন টোঙ্গার বিষ-মাখানো তিরে। ঘরে ঢুকে দেখলাম পেখম তুলে ময়ূরের ফুর্তিতে নাচছে টোঙ্গা— ওর ধারণা বাহাদুরির কাজ করে ফেলেছে। দেখেই রক্ত চড়ে গেল মাথায়। দড়ির আগা দিয়ে পিটিয়ে মেরেই ফেলতাম সেদিন— হাঁচড়-পাঁচড় করে সিঁড়ি বেয়ে পালিয়ে গেল বলে রক্ষে! মার খেয়ে আর রক্তখেকো পিশাচ জাতীয় গালাগাল শুনে সেদিন ও অবাকই হয়েছিল। দড়ি বেঁধে রত্নপেটিকা আগে নামিয়ে দিলাম নীচে। তারপর দড়ি বেয়ে হড়কে নেমে এলাম নিজে। আসবার আগে চারের সংকেত রেখে এলাম টেবিলের ওপর যাতে বোঝা যায়, রত্নে যাদের অধিকার সর্বাগ্রে, অনেক হাত ঘুরে রত্নপেটিকা এখন তাদেরই কাছে। নেমে যাওয়ার পর টোঙ্গা দড়ি টেনে তুলে নিয়ে জানলা বন্ধ করে যে-পথে উঠেছিল— সেই পথেই নেমে গেল নীচে।

'আর কিছু বলার তো দেখছি না। একজন মাঝির কাছে শুনেছিলাম 'অরোরা' লঞ্চকে টেক্কা মারার মতো স্পিড নাকি এ-তল্লাটে কোনো লঞ্চেরই নেই। তাই ঠিক করলাম ওই লঞ্চেই চম্পট দিতে হবে। বুড়ো স্মিথকে অনেক টাকা দিয়ে রফা করলাম, জাহাজে তুলে দিয়ে আসতে হবে। ব্যাপারটা গোলমেলে আঁচ করে কৌতূহল দেখায়নি স্মিথ— গুপ্ত কথা জানতে চায়নি। যা বললাম তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বলে জানবেন। সত্যি বললাম শুধু নিজে বাঁচবার জন্যে, সত্যি বলাটা বাঁচবার একমাত্র পথ বলে, আপনাদের চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়— কেননা আপনারা আমার খুব একটা ভালো করেননি। আমি চাই দুনিয়া জানুক মেজর শোল্টো আমার সঙ্গে কী দুর্ব্যবহার করেছে। চারজনের প্রতি কী জঘন্য আচরণ করেছে ও তার জন্যে আমি দায়ী নয় মোটেই।'

শার্লক হোমস বললে, 'কাহিনিটা সত্যিই অত্যন্ত অসাধারণ[৩০] এ-রকম একটা কৌতূহলোদ্দীপক মামলার উপযুক্ত উপসংহার বটে। কাহিনির শেষের দিকে যা বললে, তার মধ্যে নতুন কিছু পেলাম না। সবই জানি— একটা বিষয় ছাড়া : দড়িটা তুমিই সঙ্গে এনেছিলে। এইটুকুই কেবল জানতাম না। ভালো কথা, আমি ভেবেছিলাম টোঙ্গার কাছে বিষ-মাখানো তির আর নেই। তা সত্ত্বেও ছুটন্ত লঞ্চ থেকে একটা তির আমাদের টিপ করে ছুড়ল কেমন করে?'

'তিরের থলিটা হারিয়ে ফেললেও ব্লো-পাইপের মধ্যে একটা থেকে গিয়েছিল।'

'আ! তাও তো বটে! এটা তো মাথায় আসেনি আমার।' বললে হোমস।

অমায়িকভাবে বললে কয়েদি, 'বলুন আর কিছু জানার নেই!'

অ্যাথেলনি জোন্স বললে, 'হোমস, আপনার রসবোধের তারিফ করতে হয়; অপরাধের ব্যাপারেও আপনি সমঝদার ব্যক্তি, রসজ্ঞ পুরুষ। তবে কী জানেন, কর্তব্য বড়ো কঠিন। আপনার আর আপনার বন্ধুর কথা রাখতে গিয়ে সীমার বাইরে যেতে হয়েছে আমাকে। গল্পকার এই লোকটিকে তালাচাবি দিয়ে খাঁচায় না-পোরা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। গাড়ি এখনও নীচে দাঁড়িয়ে। দু-জন ইনস্পেকটরও রয়েছে নীচের তলায়। সাহায্যের জন্য অনুগৃহীত রইলাম আপনাদের দু-জনের কাছেই। বিচার আরম্ভ হলে কিন্তু আপনাদের দরকার হবে। গুডনাইট।'

'গুডনাইট আপনাদের দু-জনকেই,' বললে স্মল।

'স্মল, আগে তুমি বেরোও তো', ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললে জোন্স। 'আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যা করেছ, আমার মাথায় সেইভাবে কেঠো পা হাঁকড়াবার সুযোগ তোমায় দিচ্ছি না।'

দুই মূর্তি নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ধূমপান করলাম আমি আর হোমস। তারপর বললাম, 'নাটক তো শেষ হল। তোমার তদন্ত পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের সুযোগও আমার ফুরোল— এই কেসই শেষ কেস। মিস মর্স্টান আমাকে তাঁর ভাবী স্বামী নির্বাচন করেছেন, আমি তাতে বর্তে গেছি।'

'ঠিক যা ভয় করেছিলাম। আমি কিন্তু ভায়া অভিনন্দন জানাতে পারছি না তোমাকে!'

শুনে মনে বড়ো লাগল।

আহত কণ্ঠে বললাম, 'আমার পছন্দ তোমার মনোমতো নয় কেন জানতে পারি?'

'আরে, তা নয়। পছন্দ তোমার ঠিকই হয়েছে। মিস মর্স্টানের মতো মধুর স্বভাবের তরুণী খুব কমই দেখেছি আমি— যে-কাজ আমরা করেছি উনিও তাতে সাহায্য করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। এ-ব্যাপারে তিনি একটা জ্বলন্ত প্রতিভা— বাবার অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে থেকে আগ্রা নকশা উদ্ধার করে কীভাবে এতদিন রেখেছিলেন ভাব দিকিনি। তবে কী জান ভালোবাসা জিনিসটা আবেগপ্রসূত— তা কঠিন, শীতল, নিকষ যুক্তির অন্তরায়। আমি কিন্তু শেষেরটাকেই মাথায় রাখি, প্রথমটাকেই পায়ে। বিয়ে তাই এ-জীবনে করব না— বিচারবুদ্ধি পাছে আচ্ছন্ন হয়ে যায়— এই ভয়েই করব না।'

হেসে ফেললাম আমি। বললাম, 'আশা করি আমার বিচারবুদ্ধি শেষপর্যন্ত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু ভায়া তোমাকে যে ভীষণ কাহিল লাগছে!'

'তা তো লাগবেই, ভয়ংকর পরিশ্রমের জের শুরু হয়ে গেছে যে। সামনের সাতটা দিন স্রেফ ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো নেতিয়ে থাকব।'

সত্যিই তুমি একটা আশ্চর্য মানুষ! অন্যের ক্ষেত্রে যা শুধু কুঁড়েমি তোমার ক্ষেত্রে তার পালা বদল ঘটে বিপুল প্রাণশক্তি আর প্রচণ্ড উদ্দীপনার মধ্যে।

'ঠিক বলেছ। আমি প্রথম শ্রেণির নিষ্কর্মা হতে পারি, আবার দারুণ কর্মঠ প্রাণবন্ত পুরুষও হয়ে উঠতে পারি। দু-টিই পাবে এই আমার মধ্যে। গ্যেটের লাইন ক-টা[৩১] তাই প্রায় মনে পড়ে :

Schade dass die Natur nur einen Mensch aus dir schuf, Denn Zum Wurdigen Mann War and Zum Schelmen der Stoff.

'ও হ্যাঁ, নরউড রহস্যে আমার একটা অনুমান শেষ পর্যন্ত সত্যি হল দেখছি। সত্যিই বাড়ির মধ্যে একজন স্যাঙাত পুষে রাখা হয়েছিল— নাম তার লাল রাও। খাসা চাকর। জোন্স তাহলে অন্তত একজনকেও নিজে থেকে জালে টানতে পেরেছে এবং এ-ব্যাপারে কৃতিত্বের বখরা কেউ পাবে না।'

আমি বললাম, 'ভাগবাঁটোয়ারা কিন্তু মোটেই ন্যায্য হল না। আগাগোড়া তুমি খেটে মরলে। কিন্তু আমি পেলাম একজন বউ, জোন্স পেল কৃতিত্ব, তোমার জন্য রইল কী?'

লম্বা, সাদা হাতখানা তাদের দিকে বাড়িয়ে শার্লক হোমস বললে, 'কোকেনের এই বোতলটা।'

—

দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস্‌

সানফ্রানইসস্কো ক্রনিক্‌ল (৩০.৩.১৯৩৯) পত্রিকায় টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স প্রযোজিত 'দা হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস'-এর বিজ্ঞাপন

১। শার্লক হোমস

শার্লক হোমস এমনিতে খুব বেলায় ওঠে ঘুম থেকে[২]। ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে— সারারাত না-ঘুমিয়ে শিবনেত্র হয়ে বসে থাকার ঘটনাও ঘটে যখন-তখন। সেদিন এই মানুষকেই সাতসকালে বসে থাকতে দেখলাম ব্রেকফাস্ট টেবিলে। অগ্নিকুণ্ডের সামনে পাতা মোটা কম্বলের ওপর দাঁড়িয়ে আমি লাঠিটি হাতে নিলাম— গত রাতে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসে ফেলে গেছেন লাঠিখানা। চমৎকার মোটা কাঠের ছড়ি, মাথাটা কন্দাকৃতি, এ ধরনের ছড়িকে বলা হয় 'পেন্যাঙ লইয়ার'[৩]। হাতলের ঠিক নীচেই একটা চওড়া রুপোর পটি— ইঞ্চিখানেক চওড়া। ওপরে খোদাই করা— 'জেমস মর্টিমার, এম.আর.সি.এস.[৪]কে.সি.সি. এইচ.-এর বন্ধুবর্গ, ১৮৮৪।' সেকেলে গৃহচিকিৎসকরা যে ধরনের ছড়ি নিয়ে হাঁটেন, এ-ছড়িও ঠিক সেইরকম— মর্যাদাব্যঞ্জক, নিরেট, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার মতো।

'ওয়াটসন, ছড়ি দেখে কী বুঝলে বলো তো?

হোমস কিন্তু বসেছিল আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আমি ওকে বলিওনি কী নিয়ে তন্ময় ছিলাম এতক্ষণ।

'জানলে কী করে কী দেখছি? মাথার পেছনে একজোড়া চোখ আছে মনে হচ্ছে।'

'মাথার পেছনে চোখ না-থাক, নিকেল-করা বেজায় চকচকে একটা কফিপট রয়েছে আমার সামনে। সে যাই হোক, ছড়ি দেখে কী মনে হল বলো দিকি ওয়াটসন। ভদ্রলোক কাল রাতে এসেছিলেন দেখা করতে, কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ— তাই দেখা হয়নি। তিনি কীরকম, কী করেন, দেখতে কেমন— কিছুই জানি না। কাজেই দৈবাৎ ফেলে যাওয়া এই স্মারক নিদর্শনটি এখন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ছড়ি পরীক্ষা করে ভদ্রলোকের বর্ণনা কীরকম দিতে পারো শোনা যাক।'

বন্ধুবরের পদ্ধতি আমি জানি। সাধ্যমতো তা অনুসরণ করলাম। বললাম, 'ডক্টর মর্টিমার দেখছি বেশ পসার জমিয়েছেন। বয়স্ক। শ্রদ্ধার পাত্র। স্বীকৃতি স্বরূপ পরিচিতেরা দিয়েছে এই ছড়ি।'

হোমস বললে, 'গুড! অতি চমৎকার!'

'খুব সম্ভব উনি গাঁয়ের ডাক্তার। হাঁটেন বেশি'।

'কেন বলো তো?'

'ছড়িটা এককালে খুবই দেখতে বাহারি ছিল। কিন্তু এত চোট খেয়েছে যে মনে হয় শহুরে চিকিৎসকের হাতে থাকলে এমন হাল হত না। ডগায় আঁটা পুরু লোহার টুপি বেশ ক্ষয়ে এসেছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছড়ি হাতে হাঁটাহাঁটি হয়েছে খুব বেশি।'

'এক্কেবারে ঠিক!' বললে হোমস।

"তারপর ধরো এই 'সি.সি. এইচ.-এর বন্ধুবর্গ' কথাটা। স্থানীয় বাসিন্দাদের চমৎকৃত করেছিলেন শল্যচিকিৎসা দিয়ে—বিনিময়ে উপহার পেয়েছেন এই ছড়ি।"

চেয়ার ঠেলে সরিয়ে সিগারেট ধরিয়ে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, তুমি দেখছি আমাকেও টেক্কা মেরে গেলে! না-বলে আর পারছি না, আমার ছোটোখাটো কৃতিত্ব গুছিয়ে লিখতে গিয়ে তোমার নিজের ক্ষমতাকে ছোটো করে দেখেছ বরাবর। তুমি নিজে হয়তো আলোকময় নও, কিন্তু আলোক-পরিবাহী তো বটে। সংসারে কিছু মানুষ আছে যারা প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না, অন্য প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করার অসাধারণ ক্ষমতা রাখে। ভায়া, তোমার কাছেও আমি ঋণ স্বীকার করছি।'

এত কথা এর আগে কখনো ওর মুখে শুনিনি। তাই খুব আনন্দ হল শুনে। ওর প্রশংসা আর প্রচার করতে গিয়ে বহুবার আঘাত পেয়েছি ওর নিজেরই ঔদাসীন্য দেখে। গর্বও হল ওর সেই পদ্ধতিকে আয়ত্তে আনতে পেরেছি দেখে। পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ দেখিয়ে ওকে তাক লাগিয়ে দিয়েছি, প্রশংসা অর্জন করেছি। ছড়িটা এবার আমার হাত থেকে নিয়ে ও খালি চোখে পর্যবেক্ষণ করল মিনিট কয়েক। তারপর যেন আগ্রহ সঞ্চারিত হল চোখে-মুখে। সিগারেট নামিয়ে রেখে ছড়ি হাতে গিয়ে দাঁড়াল জানলার সামনে এবং একটা পেটমোটা আতশকাচ নিয়ে ফের খুঁটিয়ে দেখল ছড়ির আগাপাশতলা।

তারপর ফিরে এসে বসল সোফায় ওর প্রিয় কোণটিতে। বললে, 'কৌতূহলোদ্দীপক এবং অসাধারণ। ছড়ির ওপর সত্যিই দু-একটা ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্তের বনেদ হিসেবে যথেষ্ট।

নিজেকে কেউকেটা মনে হল। এইরকম সুরে বললাম, 'আমার চোখ এড়িয়ে গেছে কি কিছু? দরকারি কিছু এড়িয়েছে বলে মনে হয়?'

'ভায়া ওয়াটসন, তোমার অধিকাংশ সিদ্ধান্তই ভুল। আমাকে উদ্দীপ্ত করেছ, এই কথা বললাম এই কারণে যে তোমার এইসব ভুল থেকেই মাঝে মাঝে আমি সত্যে উপনীত হয়েছি। ভুলগুলোই আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সঠিক পয়েন্ট কোনদিকে। এক্ষেত্রে অবশ্য তুমি একেবারেই ভুল করেছ, তা বলব না। ভদ্রলোক সত্যিই গাঁইয়া ডাক্তার। হাঁটেনও এন্তার।'

'তাহলে তো ঠিকই বলেছি।'

'ওই পর্যন্ত ঠিক বলেছ।'

'ওর বেশি আর নেইও কিছু।'

'না, না, ভায়া ওয়াটসন, মোটেই তা নয়— একেবারেই নয়। যেমন ধরো উপহার জিনিসটা ডাক্তাররা হাসপাতাল থেকেই পায়— রুগিদের কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সেই হাসপাতালের নামের আগে 'সি.সি.' লেখা থাকলে বুঝতে হবে তা 'শেরিং ক্রস হাসপাতাল'[৫]।

'মনে হচ্ছে ঠিকই বলছ।'

'সম্ভাবনা কিন্তু সেইদিকেই। কাজ শুরু করার অনুমিতি হিসেবে এটুকু মেনে নিলে অজানা সেই ভদ্রলোককে মনে মনে আঁকার সম্পূর্ণ নতুন একটা বনেদ পাওয়া যাবে।'

'বেশ তো, 'সি. সি. এইচ.' মানে ; দি শেরিং ক্রস হসপিটাল ধরে নেওয়া হয়, তা থেকে কী সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে?'

'তোমার মাথায় কিছু আসছে না? আমার পদ্ধতি তুমি জানো। প্রয়োগ কর না কেন?'

'আমার মাথায় কেবল অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তটাই আসছে। গাঁয়ে যাওয়ার আগে ভদ্রলোক শহরে প্র্যাকটিস করেছিলেন।'

'আমার মনে হয় আরও একটু বুক ঠুকে এগোনো যায়। এইভাবে দেখা যাক। এ-রকম উপহার দেওয়ার পক্ষে সবচেয়ে সম্ভবপর পরিস্থিতি কী হতে পারে? বন্ধুপ্রীতি জানাতে বন্ধুরা কোন সময়ে একত্র হতে পারে? হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করার ঠিক আগে নিশ্চয় উপহার পেয়েছিলেন দেখতেই পাচ্ছি। বুঝতে পারছি শহুরে হাসপাতাল ছেড়ে গাঁয়ের প্র্যাকটিস আরম্ভ হয় তখনই। এই পরিবর্তনের সময়েই উপহারটা পেয়েছিলেন, এ-সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কি খুব বাড়াবাড়ি হবে?'

'খুবই সম্ভবপর মনে হচ্ছে।'

'এবার দ্যাখো, ভদ্রলোক নিশ্চয় হাসপাতালের মাইনে-করা ডাক্তার ছিলেন না। কেননা, এ-পদ পেতে গেলে লন্ডনে জমজমাট পসার থাকা চাই। এ-রকম পসার ছেড়ে কেউ গাঁয়ে প্র্যাকটিস করতেও যায় না, তাহলে কী ছিলেন উনি? হাসপাতালে ছিলেন, কিন্তু কর্মচারী তালিকাভুক্ত ছিলেন না। তাহলে নিশ্চয় সিনিয়র স্টুডেন্টের একটু ওপরের ধাপে ছিলেন, মানে হাউস-সার্জন বা হাউস-ফিজিশিয়ান। হাসপাতাল ছেড়েছেন পাঁচ বছর আগে— তারিখটা ছড়িতেই রয়েছে। ভায়া ওয়াটসন, ফলে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তোমার মধ্যবয়স্ক, গম্ভীরবদন গৃহচিকিৎসক— সে-জায়গায় আবির্ভূত হচ্ছে একজন ছোকরা ডাক্তার, বয়স তিরিশের নীচে, অমায়িক, উচ্চাশাহীন, অন্যমনস্ক, এবং টেরিয়ারের[৬] চেয়ে একটু বড়ো আর ম্যাসটিফের[৭] চেয়ে একটু ছোটো একটা কুকুরের মালিক।'

সোফায় হেলান দিয়ে বসে ধোঁয়ার রিং কড়িকাঠ অভিমুখে নিক্ষেপ করে চলল শার্লক হোমস। অবিশ্বাসের হাসি হাসলাম আমি।

বললাম, 'শেষদিকে যা বললে, তা যাচাই করার উপায় আমার হাতে নেই। তবে হ্যাঁ, ভদ্রলোকের বয়স আর পেশাগত কর্মজীবনের খবর যাচাই করাটা খুব কঠিন হবে না।'

ডাক্তারি বই রাখার ছোটো তাক থেকে মেডিক্যাল ডিরেক্টরি নামিয়ে নামটা খুঁজে বের করলাম। মর্টিমার বেশ কয়েকজন আছেন, কিন্তু কাল রাতে আমাদের চৌকাঠ মাড়িয়েছেন, এমন মর্টিমার একজনই আছেন। প্রমাণ-লিপি পড়ে শোনালাম।

'মর্টিমার জেম্স্, এম.আর.সি.এস. ১৮৮২, গ্রিমপেন, ডার্টমুর[৮], ডেভন[৯]। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত শেরিংক্রস হসপিটালের হাউস-সার্জন। তুলনামূলক প্যাথলজির ওপর 'ব্যাধিমাত্রই কি পুনঃপ্রকোপ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে জ্যাকসন পুরস্কার[১০] বিজয়ী। সুইডিশ প্যাথলজিক্যাল সোসাইটির পত্রলেখক সদস্য। রচনাবলি : 'দূর পূর্বপুরুষের সঙ্গে সাদৃশ্যে কয়েকটা খেয়ালখুশি' (ল্যান্‌সেট, ১৮৮২), 'আমরা কি অগ্রগতির পথে?' (জার্নাল অফ সাইকোলজি, মার্চ, ১৮৮৩)। গ্রিমপেন, থর্সলি এবং হাই বারোতে[১১] যাজকের অধীন অঞ্চলের মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন।'

দুষ্টু হেসে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, স্থানীয় বাসিন্দাদের শল্যচিকিৎসার নৈপুণ্য দেখিয়ে চমকে দেওয়ার কোনো উল্লেখই নেই। তবে একটা কথা দারুণ বলেছ— গাঁয়ের ডাক্তারই

বটে। আমার সিদ্ধান্তগুলো মোটামুটি ঠিক বলেই মনে হচ্ছে। এবার বিশেষণগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা যাক। যদ্দূর মনে পড়ে, তিনটে বিশেষণ বলেছিলাম— অমায়িক, উচ্চাশাহীন, অন্যমনস্ক। আমার অভিজ্ঞতা বলে, এ-দুনিয়ার অমায়িক মানুষরাই প্রশংসিকা গ্রহণ করে, উচ্চাশাহীন ব্যক্তিরাই লন্ডনের কর্মজীবন পায়ে ঠেলে গাঁয়ের পথে পাড়ি জমায়, এবং অন্যমনস্ক পুরুষরাই এক ঘণ্টা তোমার ঘরে বসে থাকার পর নাম লেখা ভিজিটিং কার্ডের বদলে নিজের ছড়ি ফেলে যায়।'

'কুকুরটা?'

'মনিবের পেছন পেছন ছড়ি মুখে করে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত। ভারী ছড়ি, তাই মাঝখানে কামড়ে ধরতে হয়, সেই কারণে কুকুরের দাঁতের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দাগের মাঝখানের ফাঁকটুকু দেখেই কুকুরটার চোয়াল কতখানি চওড়া বোঝা যায়। ফাঁকটুকু যতখানি চওড়া হলে টেরিয়ার বলা যায়, ততখানি নয়— তার চেয়ে একটু বেশি আবার ম্যাসটিফের চোয়ালের মতোও অতখানি চওড়া নয়। আমার মনে হয়— আরে হ্যাঁ, কী কাণ্ড দেখো, এ যে দেখছি স্প্যানিয়েল কুকুর, চুলগুলো কোঁকড়া।'

সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে ঘরময় পায়চারি করতে করতে কথা বলছিল হোমস। এখন থমকে দাঁড়াল জানলার কুলুঙ্গির সামনে। কণ্ঠস্বরে এমন একটা প্রত্যয় ফুটে উঠল যে সবিস্ময়ে চোখ তুললাম আমি।

'বন্ধু, এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?'

'অতি সহজ কারণে, দরজার সামনেই দেখতে পাচ্ছি কুকুরটাকে, মনিবের চেহারাটাও চোখে পড়ছে। যেয়ো না, ওয়াটসন। পেশার দিক দিয়ে ভদ্রলোক তোমার সতীর্থ। তুমি থাকলে আমার সুবিধেই হবে। ওয়াটসন, নিয়তির নাটকীয় মুহূর্ত সিঁড়ির ওপরকার ওই পদধ্বনির মধ্যে এগিয়ে আসছে তোমার জীবনে, ভালো হবে কি মন্দ হবে তা কিন্তু তুমি জানো না! বিজ্ঞান-সাধক ডক্টর জেমস মর্টিমার অপরাধ-বিশেষজ্ঞ শার্লক হোমসের কাছে কী অভিপ্রায় নিয়ে আসছেন জানি না। ভেতরে আসুন!'

আশা করেছিলাম, মার্কামারা গাঁইয়া ডাক্তার দেখব; তাই ঘরে যিনি ঢুকলেন তাঁকে দেখে অবাক হলাম। মাথায় বেশ লম্বা, ছিপছিপে পাতলা চেহারা, নাক তো নয় যেন পাখির চঞ্চু, ঘনিষ্ঠ দুই ধূসর চোখের মাঝখান থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনে, সোনার চশমার আড়ালে চিকমিক করছে অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চাহনি। বেশবাস ডাক্তারের মতোই, কিন্তু যত্নহীন; ফ্রককোট মলিন, ট্রাউজার্স ছেঁড়া— সুতো বেরিয়ে পড়েছে। বয়সে তরুণ হলেও লম্বা পিঠখানা বেঁকে গিয়েছে ধনুকের মতো, হাঁটছেন মাথা সামনের দিকে বাড়িয়ে, ভাবেসাবে উঁকি দিচ্ছে মানুষের উপকার করার সদিচ্ছা, ঘরে ঢুকতেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল হোমসের হাতের ছড়িটার উপর, সঙ্গেসঙ্গে দৌড়ে গেলেন হর্ষধ্বনি করে।

বললেন, 'বাঁচলাম! জাহাজ-অফিসে ফেলেছি কি এইখানে রেখে গেছি, ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। প্রাণ থাকতে এ-ছড়ি কাছছাড়া করতে পারব না।'

হোমস বললে, 'উপহার পাওয়া ছড়ি দেখছি।'

'হ্যাঁ।'

'শেরিং ক্রস হসপিটাল থেকে?'

'আমার বিয়ে উপলক্ষে হাসপাতালের বন্ধুরা দিয়েছিল।'

'কী বিপদ! কী বিপদ! সেটা তো খুব খারাপ হল।' মাথা নাড়তে নাড়তে বললে হোমস। একটু অবাক হয়েই চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকান ডক্টর মর্টিমার।

'খারাপ হল কেন?'

'আমাদের এই সামান্য সিদ্ধান্ত-পর্বটাকে অগোছালো করে দিলেন বলে। আপনার বিয়ে বললেন না?'

'হ্যাঁ। বিয়ে করার ফলে হাসপাতাল ছাড়তে হল, কনসাল্টিং প্র্যাকটিসের আশাও শিকেয় উঠল। নিজস্ব একটা আস্তানার দরকার হয়ে পড়ল সবার আগে।'

'তাই বলুন, খুব একটা ভুল তাহলে করিনি,' বললে হোমস। 'এবার বলুন দিকি ডক্টর জেমস মর্টিমার—'

'মিস্টার, মশায়, মিস্টার— সামান্য এম. আর. সি. এস. আমি[১২]।'

'মনটাও নিশ্চয় যেরকমটি হওয়া উচিত, সেইরকম।'

'মি. হোমস বিজ্ঞান জগতের ভাসা ভাসা কিছু খবর রাখি, বিরাট অজানা মহাসমুদ্রের উপকূলে শামুক কুড়িয়ে বেড়াই। কথা বলছি নিশ্চয় মি. শার্লক হোমসের সঙ্গে, আর—'

'হ্যাঁ, ইনি আমার বন্ধু, ডক্টর ওয়াটসন।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। ডক্টর ওয়াটসন, আপনার বন্ধুর সূত্রেই আপনার নাম আমি শুনেছি। মি. হোমস, আপনাকে নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই আমার। করোটির এ-রকম dolichocephalic[১৩] গড়ন দেখতে পাব ভাবিনি, চোখের গর্তের ওপরকার হাড়ের গঠনও রীতিমতো সুগঠিত। দু-পাশের হাড় দু-খানার জোড়ের ওপর আঙুল বুলোতে চাই, আপত্তি আছে? যেকোনো নৃতত্ত্ব জাদুঘরে সাজিয়ে রাখার মতো আপনার এই করোটি। আসলটা যদ্দিন না-পাচ্ছে, তদ্দিন একটা ছাপ পেলেও গৌরব বাড়বে মিউজিয়ামের। খোশামুদ করছি ভাববেন না যেন, কিন্তু দারুণ লোভ হচ্ছে আপনার করোটিখানার ওপর।'

হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বিচিত্র দর্শনার্থীকে চেয়ারে বসতে অনুরোধ জানায় শার্লক হোমস। বলে, 'আমি যেমন আমার লাইনের চিন্তা নিয়ে উৎসাহী, আপনিও দেখছি সেইরকম। আপনার তর্জনী দেখে মনে হচ্ছে নিজের সিগারেট নিজেই বানান। দ্বিধা করবেন না, ধরিয়ে নিন একটা।'

কাগজ আর তামাক বার করে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় কাগজ পাকিয়ে তামাক ভরে ফেললেন ভদ্রলোক। পোকামাকড়ের শুঁড়ের মতন চটপটে আর অস্থির তাঁর দীর্ঘ কম্পমান আঙুল।

নীরবে বসে রইল হোমস। কিন্তু তিরের মতন চাহনি নিক্ষেপ দেখেই বুঝলাম বিচিত্র ভদ্রলোক জাগ্রত করেছেন তার কৌতূহল।

শেষকালে বললে, 'দেখুন মশায়, কাল রাতে আর আজ সকালে নিশ্চয় খুলিতে আঙুল বোলাবার অভিপ্রায়ে এখানে আসেননি?'

'না, মশাই, না; যদিও এ-সুযোগ পেয়ে আমি সুখী। মি. হোমস, আমি এসেছি কেননা প্রথমত আমার ব্যবহারিক বুদ্ধি কম, দ্বিতীয়ত হঠাৎ একটা অত্যন্ত গুরুতর আর অসাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বলে। যেহেতু ইউরোপে আপনিই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ—'

'বটে! বটে! জানতে পারি কি প্রথম হওয়ার সম্মানটি কার ভাগ্যে জুটেছে!' একটু রুক্ষস্বরেই শুধোয় হোমস।

'মঁসিয়ে বার্টিলন[১৪]। মনটা বিজ্ঞানসম্মত— ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। এ-সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।'

'তাহলে পরামর্শের জন্যে তাঁর কাছেই যাওয়া উচিত ছিল আপনার?'

'আগেই বলেছি মনটা তাঁর বিজ্ঞানসম্মত— ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যবহারিক বুদ্ধির দিক দিয়ে আপনি অদ্বিতীয়— সবাই তা জানে। অজান্তে আপনার অসম্মান—'

'একটু করেছেন', বললে হোমস। 'ডক্টর মর্টিমার, আর ভনিতা না-করে সাদা কথায় দয়া করে বলুন ঠিক কী ধরনের সমস্যায় আমার সহযোগিতা আপনি চাইছেন।'

২। বাস্কারভিল বংশের অভিশাপ

ডক্টর জেমস মর্টিমার বললেন, 'আমার পকেটে একটা পাণ্ডুলিপি রয়েছে।'

'আপনি ঘরে ঢুকতেই তা লক্ষ করেছি', হোমস জবাব দিলে।

'পাণ্ডুলিপিটা পুরোনো।'

'জাল পাণ্ডুলিপি যদি না হয়, তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের।'

'কী করে বললেন, বলুন তো?'

'যতক্ষণ কথা বলছেন, ততক্ষণ এক ইঞ্চি কি দু-ইঞ্চির মতো পাণ্ডুলিপি[১] বার করে রেখেছেন আমার চোখের সামনে। দলিল দেখে যদি তা কোনযুগে লেখা আঁচ করা না-যায়, তাহলে বিশেষজ্ঞ হিসেবে খুবই নিম্নশ্রেণির বলতে হবে। এ-বিষয়ে আমার লেখা প্রবন্ধটা সম্ভবত পড়েছেন। আমার হিসেবে আপনার পাণ্ডুলিপির তারিখ ১৭৩০।'

'সঠিক তারিখ ১৭৪২,' ব্রেস্ট-পকেট থেকে পাণ্ডুলিপিটা টেনে বার করতে করতে বললেন ডক্টর মর্টিমার। 'এটা একটা পারিবারিক পাণ্ডুলিপি। আমার জিম্মায় রেখে গেছেন স্যার চার্লস বাস্কারভিল। মাস তিনেক আগে তাঁর অকস্মাৎ শোচনীয় মৃত্যুতে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল ডেভনশায়ারে। বলে রাখি, আমি ছিলাম একাধারে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু আর গৃহচিকিৎসক। ভদ্রলোক অত্যন্ত শক্ত মনের মানুষ ছিলেন। ব্যবহারিক বুদ্ধি আর ধূর্ততা দুটোই সমান প্রখর ছিল। কিন্তু আমার মতন ছিলেন কল্পনাহীন। তা সত্ত্বেও এ-দলিল তিনি সিরিয়াস চোখে দেখেছিলেন, মনকেও যে পরিণতির জন্যে তৈরি রেখেছিলেন, শেষকালে ঠিক সেইভাবেই তা ঘটেছে।'

হাত বাড়িয়ে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে হাঁটুর ওপর বিছিয়ে ধরল হোমস।

''ওয়াটসন, লম্বা 'এস' আর ছোটো 'এস'কে কীরকম পালাবদল করে লেখা হয়েছে লক্ষ করেছ নিশ্চয়। যে-কটা লক্ষণ দেখে তারিখটা আঁচ করেছি, এটা তার মধ্যে একটা।'

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে হলদেটে কাগজ আর ফিকে হয়ে আসা পাণ্ডুলিপির পানে তাকালাম আমি। মাথায় লেখা : 'বাস্কারভিল হল', এবং তলায় বড়ো বড়ো টানা ছাঁদে একটা সাল : '১৭৪২'।

'লিখিত বিবৃতি বলে মনে হচ্ছে।'

হোমস, ওয়াটসন এবং ড. মর্টিমার। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০৩)

'হ্যাঁ, বাস্কারভিল পরিবারে বংশপরম্পরায় একটা কিংবদন্তি চলে আসছে। এটা সেই কিংবদন্তির লিখিত বিবৃতি।'

'এর চাইতে আধুনিক আর প্র্যাকটিক্যাল কোনো ব্যাপারে আমার পরামর্শ নিতে এসেছেন আশা করি?'

'অত্যন্ত আধুনিক। অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল, অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার— ফয়সালা করতেই হবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। পাণ্ডুলিপিটা অবশ্য ছোটো, বিষয়টার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপনি অনুমতি দিলে পড়ে শোনাই।'

যেন হাল ছেড়ে দিল হোমস। বসল হেলান দিয়ে। আঙুলের ডগাগুলো একত্র করে বন্ধ করল চোখের পাতা। আলোর সামনে পাণ্ডুলিপি ধরে উচ্চনিনাদী চড়চড়ে গলায় প্রাচীন দুনিয়ার অদ্ভুত কাহিনিটি পড়ে শোনালেন ডক্টর মর্টিমার :

বাস্কারভিল কুক্কুরের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকরকম বিবৃতি শোনা যায়। কিন্তু যেহেতু আমি সরাসরি হিউগো বাস্কারভিলের বংশধর এবং এ-গল্প আমি শুনেছি আমার বাবার মুখে, তিনি শুনেছেন তাঁর বাবার কাছে, তাই ঠিক যেভাবে লেখা হচ্ছে সেইভাবেই ঘটনাটা ঘটেছিল এ বিশ্বাস আমি রাখি। পুত্রগণ, বিধাতার বিচারের ওপর তোমাদেরও আস্থা রাখতে বলব এই কারণে যে পাপের সাজা যিনি দেন, অত্যন্ত দরাজ হৃদয়ে তিনি তা ক্ষমাও করেন। প্রার্থনা আর অনুশোচনা দ্বারা অপসারণ ঘটে না এমন কোনো অভিশাপ এ-সংসারে নেই। তাই, এ-গল্প পড়ে অতীতের কর্মফলকে ভয় করতে না-শিখে বরং ভবিষ্যতে পরিণামদর্শী থেকো, সতর্ক থেকো; যে জঘন্য নোংরা ইন্দ্রিয়াবেগের জন্যে এত কষ্ট সয়েছে আমাদের বংশ, তা যেন ফের ফিরে না-আসে আমাদের কাজকর্মে।

'মহাবিপ্লবের[২] সময়ে (মহাপণ্ডিত লর্ড ক্ল্যারেনডন[৩] লিখিত এই বিপ্লবের ইতিহাসের প্রতি একান্তভাবে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি) বাস্কারভিল জমিদারের এই খামারবাড়ি হিউগো বাস্কারভিলের দখলে ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্দান্ত, দুষ্ট, নাস্তিক এবং দেবনিন্দুক পুরুষ। প্রতিবেশীরা হয়তো তাঁর এইসব বদগুণ ক্ষমার চোখে দেখে থাকতে পারেন, কেননা এসব অঞ্চলে সাধুসন্তরা কোনোকালেই সুবিধে করে উঠতে পারেননি; কিন্তু ক্রূর কৌতুকবোধ, উচ্ছৃঙ্খলতা আর লাম্পট্যর দরুন সারা পশ্চিমাঞ্চলে একটা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল হিউগো বাস্কারভিলের নাম। ঘটনাক্রমে প্রেমে পড়েছিলেন এই হিউগো (তমসাচ্ছন্ন এহেন ইন্দ্রিয়াবেগকে যদি আলোকোজ্জ্বল এই নামে অভিহিত করা যায়)। বাস্কারভিল এস্টেটের কাছেই এক তালুকদারের জমিজমা ছিল। এরই মেয়েকে ভালোবেসে ফেললেন হিউগো। মেয়েটি কিন্তু বিচক্ষণ, সতর্ক এবং গুণবতী। ভালো মেয়ে হিসেবে বেশ সুনাম ছিল। হিউগোর কুকীর্তি শুনেছিল বলেই এড়িয়ে চলত তাঁকে। ভীষণ ভয় পেত। তাই একদিন মেয়েটিকে খামারবাড়ি থেকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এলেন হিউগো, সঙ্গে ছিল জনা পাঁচ ছয় কুঁড়ের বাদশা মহা বদমাশ ইয়ারবন্ধু। মেয়েটির বাপ আর ভাইরাও রেহাই পেল না, সবাইকেই টেনে এনে বাস্কারভিল ভবনে তুলল হিউগো। সেদিন ছিল ২৯ সেপ্টেম্বর, সেন্ট মাইকেলের ভোজ[৪] উৎসব। মেয়েটিকে ওপরের একটা ঘরে আটকে রেখে রোজ রাতের মতো সেদিনও সপারিষদ হিউগো মদ্যপান আর হই-হল্লায় মত্ত হলেন। ওপরতলায় বন্দিনী ভাগ্যহীনা মেয়েটির অবস্থা

সঙিন হয়ে উঠল। ভয়ানক খিস্তিখেউর, গান আর চেঁচামেচি শুনে। সে জানত পেটে মদ পড়লে হিউগো বাস্কারভিল নাকি খোদ শয়তান বনে যান— ও নাম তখন মুখে আনলেও নরকে যেতে হয়। ভয়ে আতঙ্কে মরিয়া হয়ে এ অবস্থায় অত্যন্ত সাহসী আর তৎপর পুরুষমানুষ যা করত, মেয়েটিও তাই করে বসল। দক্ষিণ দেওয়ালের আইভিলতা ধরে ঝুলতে ঝুলতে পাতার আড়ালে গা ঢেকে নেমে এল নীচতলায় এবং জলাভূমির ওপর দিয়ে রওনা হল বাড়ির দিকে। বাস্কারভিল হল থেকে মেয়েটির বাবার খামারবাড়ি কিন্তু ন-মাইল দূরে। হলের দক্ষিণ দেওয়ালে আজও এই আইভিলতা দেখতে পাবে।

'ঘটনাক্রমে এর কিছুক্ষণ পর খাদ্য পানীয় নিয়ে হিউগো নিজেই ওপরে এলেন বন্দিনীর ঘরে। আরও জঘন্য বস্তু বোধ হয় ছিল সঙ্গে। বন্ধুদের রেখে এসেছিলেন নীচতলায়। ঘরে ঢুকে দেখলেন খাঁচা খালি, পাখি পালিয়েছে। তৎক্ষণাৎ যেন স্বয়ং শয়তান ভর করল তাঁর কাঁধে। সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের মতো নেমে এলেন একতলার ডাইনিং হলে, এক লাফে উঠে পড়লেন টেবিলের ওপর, মদ্য পরিবেশনের সরু-গলা পাত্র আর খাদ্যসম্ভার বোঝাই বারকোষ ঘুরতে লাগল চোখের সামনে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ইয়ারবন্ধুদের বললেন, অশুভ শক্তির হাতে নিজের দেহমন সঁপে দিতেও তিনি পেছপা নন— কিন্তু সেই রাতেই মেয়েটিকে ধরে আনতে হবে মাঝরাস্তা থেকে। মাতাল বন্ধুরা গোল হয়ে ঘিরে শিহরিত অন্তরে শুনল ক্রোধান্বিত হিউগোর সেই শপথ। কিছু বদমাশ আর মাতাল একযোগে চিৎকার করে বললে, তাহলে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হোক মেয়েটির পিছনে। শুনেই ছুটতে ছুটতে বাড়ির বাইরে এলেন হিউগো, হাঁকডাক করে সহিসদের বললেন, ঘোড়া সাজাতে, কুকুরশালার দরজা খুলে দিতে। ঘোড়া আসতেই লাফিয়ে উঠলেন পিঠের ওপর, মেয়েটির ফেলে যাওয়া একটা রুমাল ফেলে দিলেন হিংস্র কুকুরগুলোর সামনে এবং ডাকাতে হুংকার ছেড়ে সারবন্দি কুকুর নিয়ে টগবগিয়ে ধেয়ে চললেন চন্দ্রালোকিত জলাভূমির ওপর দিয়ে।

'বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল মাতাল বন্ধুরা— চক্ষের নিমেষে কী যে ঘটে গেল, তা অনুধাবন করতেই গেল বেশ কিছু সময়। কিন্তু অচিরেই জাগ্রত হল দুষ্ট বুদ্ধি— মনের মতো কাজ ঘটতে চলেছে জলাভূমির বুকে— তবে আর দেরি কেন? আচম্বিতে প্রচণ্ড হই-হুল্লায় যেন ফেটে পড়ল সমাগত অতিথিরা, চিৎকার করে কেউ খুঁজল পিস্তল, কেউ ঘোড়া, কেউ ফ্লাস্কভরতি সুরা। কিছুক্ষণ পরে কিছুটা সুবুদ্ধির উদয় হতে তেরো জনের পুরো দলটা ঘোড়ায় চেপে ধাওয়া করল পেছন পেছন। চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে চারদিক। যে-পথে পিতৃগৃহে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে মেয়েটির, সেই পথ ধরেই ওরা দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল সামনে।

'মাইলখানেক কি দুয়েক যাওয়ার পর দেখল জলাভূমির ওপর দিয়ে আসছে একজন নৈশ মেষপালক। চিৎকার করে ডাকল কাছে। জিজ্ঞেস করলে শিকার অর্থাৎ মেয়েটিকে দেখেছে কিনা। শোনা যায়, ভয়ের চোটে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারছিল না বেচারা মেষপালক। শেষ পর্যন্ত কোনোমতে বলেছিল, হ্যাঁ, হতভাগিনী মেয়েটিকে সে দেখেছে— পেছনে তাড়া করে চলেছে কুকুরের পাল। বলেছিল— 'তার চাইতেও ভয়ংকর দৃশ্য আমি দেখেছি। কালো ঘোড়ায় চেপে আমার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে হিউগো বাস্কারভিলকে— পেছন

পেছন ছুটছে একটা প্রকাণ্ড কুকুর। যেন সাক্ষাৎ নরকের কুকুর! ঈশ্বর করুন ও কুকুর যেন আমার পেছনে কখনো তাড়া না-করে।'

'মাতাল ইয়ারবকশিরা এই শুনে বাপান্ত করল মেষপালকের এবং বেগে ঘোড়া ছোটাল সামনে। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই ঠান্ডা হিম হয়ে এল গায়ের চামড়া। জলাভূমির ওপর দিয়ে ভেসে এল ধাবমান অশ্বখুরধ্বনি, পরমুহূর্তেই উল্কার মতো পাশ দিয়ে উধাও হল হিউগোর কালো ঘোড়া; মুখ দিয়ে ঝরছে সাদা ফেনা, লাগাম লুটোচ্ছে ধুলোয়, পিঠের জিন শূন্য। একা থাকলে মাতাল বন্ধুরা কেউ আর এগোত না এই দৃশ্য দেখে, চম্পট দিত ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে। অজানা আতঙ্কে গা হিম হয়ে গেল প্রত্যেকের— প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে দলবেঁধে এগিয়ে চলল সামনে— খাড়া হয়ে রইল গায়ের লোম। এইভাবে ধীর কদমে যেতে যেতে অবশেষে নাগাল ধরে ফেলল কুকুরগুলোর। প্রত্যেকটা কুকুরই ভালো জাতের; সাহস আর বিক্রমের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু দঙ্গল বেঁধে কেঁউ কেঁউ করছে একটা ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে— জলাভূমির এই তালকে আমরা বলি 'গয়াল'। কেউ গুটি গুটি কেটে পড়ার তালে ছটফট করছে— স্থির থাকতে পারছে না কিছুতেই, কেউ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সামনে বিস্তৃত সংকীর্ণ উপত্যকার দিকে।

'মাতালদের নেশা তখন কেটে এসেছে, দাঁড়িয়ে গেল সেখানে— যে-নেশা নিয়ে রওনা হয়েছিল, এখন আর তা নেই। তিনজন ছাড়া কেউ আর এক পা-ও এগোতে রাজি নয়। ঢাল বেয়ে এগোল যে তিনজন, হয় তাদের বুকের পাটা ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, নয়তো আকণ্ঠ মদ গেলায় সবচেয়ে বেশি মাতাল। ঢালু জায়গাটা শেষ হয়েছে একটা প্রশস্ত চত্বরে। প্রকাণ্ড দুটো পাথর খাড়া করা হয়েছে মাঝখানে। সুদূর অতীতে এ-পাথর কারা খাড়া করে রেখেছিল, এখন তাদের নামও কেউ জানে না। পাথরগুলো কিন্তু এখনও গেলে সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে। চাঁদের আলো ঝকঝক করছে খোলা চত্বরে, মাঝামাঝি জায়গায় লুটিয়ে রয়েছে মেয়েটির দেহ— নিষ্প্রাণ— ভয়ে আর অপবাদে দেহপিঞ্জর ছেড়ে পালিয়েছে প্রাণপাখি। কাজেই লুণ্ঠিত হিউগো বাস্কারভিলের দেহ অথবা মেয়েটির প্রাণহীন দেহ দেখেও কিন্তু মাথার চুল খাড়া হয়নি ডানপিটে-শিরোমণি এই তিন বদমাশের— হল আরেক দৃশ্য দেখে। হিউগোর পাশে দাঁড়িয়ে টুঁটি কামড়ে রয়েছে একটা মহাকায় জীব, দেখতে কুকুরের মতন, কিন্তু আকার পৃথিবীর যেকোনো কুকুরের চাইতে বড়ো— মরজগতের কোনো চক্ষু, এত বড়ো কুকুর কখনো দেখেনি। তিন দুঃসাহসীর চোখের সামনেই হিউগোর টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে মুখ তুলল অপার্থিব কুকুরটা এবং রক্তঝরা চোয়াল তুলে নরকের আগুন-জ্বলা চোখে তাকাল তিনজনের দিকে। দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল ডানপিটেদের। নিঃসীম আতঙ্কে কলজে-ছেঁড়া চিৎকার করে উঠল তিনজনেই এবং ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বিকট স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে ধেয়ে চলল জলাভূমির উপর দিয়ে। শোনা যায়, এই দৃশ্য দেখে সেই রাত্রেই মারা যায় একজন, বাকি জীবনটা পাগল হয়ে থেকেছে অন্য দু-জন।

'পুত্রগণ, এই হল গিয়ে বাস্কারভিল কুক্কুরের আবির্ভাব কাহিনি। সেই থেকেই এ-বংশে অনেক উপদ্রবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কুকুরটা। সব কথা লিখলাম যাতে ভয়টা কম হয়। আবছা জানলে ভয় আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরে, স্পষ্ট জানা থাকলে অত ভয় হয় না। অনুমান

হিউগো বাস্কারভিলের মৃত্যু। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০৩)

করে চমকে চমকে উঠতে হয় না। এ-বংশের অনেকেরই মৃত্যু অত্যন্ত রহস্যময়! মৃত্যু এসেছে আচমকা রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে। শান্তি পায়নি মরণকালে। তা সত্ত্বেও বলব আমরা যেন পরমপুরুষের শরণ নিই। তিন চার পুরুষ কেটে যাওয়ার পর নিরপরাধ বংশধরদের তিনি নিশ্চয় আর শাস্তি দেবেন না। পুত্রদের, পরম পিতার দয়ার ওপর তোমাদের আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা তাঁকে ডাকো। আর, সন্ধের পর যখন অশুভ শক্তির নরক গুলজার চলে জলাভূমিতে, তখন ও-তল্লাট মাড়িয়ো না।'

(হিউগো বাস্কারভিলের এই কাহিনি তাঁর দুই ছেলে রোজার আর জন-কে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে নির্দেশ আছে, বোন এলিজাবেথকে যেন এ-সম্পর্কে একটা কথাও না-বলা হয়।)

অত্যাশ্চর্য বিবরণ পড়া শেষ করে চশমাটা কপালে ঠেলে তুলে দিয়ে শার্লক হোমসের দিকে তাকালেন ডক্টর মর্টিমার। হাই তুলল হোমস। সিগারেটটা টোকা দিয়ে নিক্ষেপ করল অগ্নিকুণ্ডে।

বলল, 'হয়েছে।'

'কৌতূহলোদ্দীপক নয় কি?'

'রূপকথা সংগ্রহ যাদের বাতিক, তাদের কাছে।'

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ বার করলেন ডক্টর মর্টিমার।

'মি. হোমস, এবার তাহলে আপনাকে কিছু সাম্প্রতিক খবর দেওয়া যাক। কাগজটা ডেভন কাউন্টি ক্রনিকল, এ বছরের চোদ্দোই জুন তারিখের। ওই তারিখের দিনকয়েক আগে স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই খবরে।

ঝুঁকে বসল বন্ধুবর, নিবিড় হয়ে এল মুখচ্ছবি। কপাল থেকে চশমাটা চোখের ওপর নামিয়ে পড়া শুরু করলেন ডক্টর মর্টিমার:

'স্যার চার্লস বাস্কারভিলের সাম্প্রতিক অকস্মাৎ মৃত্যুতে বিষাদের কালো ছায়া নেমেছে সারা তল্লাটে। আগামী নির্বাচনে লিবারাল-প্রার্থী[৫] হিসাবে মিডডেভন কেন্দ্রে এঁর থাকার সম্ভাবনা ছিল। বাস্কারভিল হলে স্বল্পকাল বসবাস করলে ওঁর সংস্পর্শে যারা যারা এসেছে, তারাই তাঁর অমায়িক চরিত্র, চূড়ান্ত উদারতায় মুগ্ধ হয়েছে। ভালোবেসেছে, শ্রদ্ধা করেছে। এই ক্ষয়িষ্ণু বৈভবের যুগে ইনি চমক সৃষ্টি করেছেন, নতুন খবর তৈরি করেছেন। সুপ্রাচীন এক বংশ দুর্দিনের কবলে পড়ে যখন অনুজ্জ্বল, উনি তখন অল্প বয়সে কুবেরের সম্পদ অর্জন করে দেশে ফিরেছেন এবং সেই টাকায় বংশের হৃতগৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন, স্যার চার্লস দক্ষিণ আফ্রিকায় ফাটকাবাজি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ঝোঁকের মাথায় যারা টাকার লোভে আরও এগিয়ে যায়, তারাই শেষে পস্তায় লোকসানের পালা শুরু হলে। স্যার চার্লস কিন্তু বুদ্ধিমান পুরুষ। লাভের টাকা নিয়ে ফিরে আসেন ইংলন্ডে। বাস্কারভিল হলে উঠেছেন মাত্র দু-বছর আগে। এর মধ্যেই লোকমুখে ছড়িয়ে গেছে কীভাবে তিনি বিরাট সব পরিকল্পনার মাধ্যমে সংস্কার আর শ্রীবর্ধনের কাজে হাত দিয়েছিলেন। ওঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে সব কাজ এখন বন্ধ। যেহেতু উনি নিঃসন্তান, তাই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে ছিল জীবদ্দশাতেই ওঁর অগাধ টাকায় সারাতল্লাটের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যেতে। তাই তাঁর অকাল মৃত্যুতে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। স্থানীয় নানা তহবিলে এবং জেলার নানারকমের দাতব্য ব্যাপারে তাঁর মুক্তহস্তে চাঁদা দেওয়ার খবর ইতিপূর্বে বহুবার এই স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে।'

'স্যার চার্লসের মৃত্যুসংক্রান্ত পরিস্থিতি তদন্তের ফলে সম্পূর্ণ পরিষ্কার না-হলেও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে কুসংস্কারজনিত গুজব অপসারণ করতে পেরেছে। মৃত্যুর পেছনে নোংরা কারসাজি আছে, এমন ভাববার কোনো কারণ পাওয়া যায়নি। অস্বাভাবিক কারণে স্যার চার্লস মারা গেলেন, এমন কল্পনাও আর কেউ করতে পারে না। মৃত্যুর কারণ খুবই স্বাভাবিক। স্যার চার্লস বিপত্নীক ছিলেন এবং হয়তো একটু বাতিকগ্রস্তও ছিলেন। বিপুল বৈভবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও খুবই সাদাসিধে রুচির মানুষ ছিলেন উনি। বাড়ির ভেতরকার চাকরবাকর বলতে ছিল কেবল একটি দম্পতি, নাম ব্যারিমুর। স্বামী ছিল খাসচাকর, স্ত্রী ঘরকন্নার পরিচালিকা, এদের সাক্ষ্য এবং কয়েকজন বন্ধুর জবানবন্দিতে জানা গেছে কিছুদিন ধরেই শরীর ভালো যাচ্ছিল না স্যার চার্লসের, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। বিশেষ করে হৃদযন্ত্রে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় গায়ের রং পালটে যেত, নিশ্বাস আটকে যেত এবং প্রচণ্ড স্নায়বিক উদ্যমহীনতায় ভুগতেন। মৃত ব্যক্তির বন্ধুস্থানীয় গৃহচিকিৎসক ডক্টর জেমস মর্টিমার একই কথা বলেছিলেন তাঁর সাক্ষ্যে।'

'এ-কেসের ঘটনাগুলো কিন্তু সাদাসিধে। রাত্রে শয়নের আগে বাস্কারভিল হলের বাগানে সুবিখ্যাত 'ইউ-বীথি'তে বেড়ানোর অভ্যাস ছিল স্যার চার্লসের। ব্যারিমুর স্বামী-স্ত্রী তাদের জবানবন্দিতে বলেছে, চিরসবুজ ইউ-বীথিতে ভ্রমণ তাঁর বরাবরের অভ্যেস। চৌঠা জুন স্যার চার্লস ব্যারিমুরকে ডেকে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে দিতে বলেছিলেন, কেননা পরের দিনই লন্ডনে যাবেন। রাত্রে যথারীতি বেরিয়েছিলেন নৈশভ্রমণে, সঙ্গে ছিল যথারীতি একটা চুরুট। আর ফেরেননি। রাত বারোটার সময়ে হল ঘরের দরজা খোলা রয়েছে দেখে ভয় পেয়ে ব্যারিমুর লণ্ঠন নিয়ে বেরোন মনিবের খোঁজে। দিনে বৃষ্টি হওয়ায় মাটি ভিজে ছিল। ইউ-বীথির রাস্তায় স্যার চার্লসের পদচিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, পায়ের ছাপ ধরে চলে ব্যারিমুর ইউ-বীথির উদ্যান-পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফটক আছে জলাভূমির দিকে। এই ফটকের সামনে স্যার চার্লসের কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার চিহ্ন পাওয়া গেছে। ইউ-বীথি ধরে আবার এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং পথের শেষপ্রান্তে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। ব্যারিমুর তার জবানবন্দিতে একটা ঘটনার উল্লেখ করা সত্ত্বেও তার যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। জলার দিকের গেট পেরিয়ে আসার পর থেকেই স্যার চার্লস নাকি আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটেছিলেন পথের শেষ পর্যন্ত। এ-ঘটনা যখন ঘটে, তখন মর্ফি নাকি যাযাবর ঘোড়া-ব্যবসায়ী অকুস্থলের কাছেই জলার মধ্যে ছিল বটে, কিন্তু তার জবানবন্দিতে জানা গেছে মোটেই সে প্রকৃতিস্থ ছিল না অত্যধিক মদ্যপানের দরুন। আর্ত-চিৎকার কানে এসেছিল স্বীকার করেছে, কিন্তু কোন দিক থেকে, তার ঠাহর করতে পারেনি। ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি স্যার চার্লসের মৃতদেহে। যদিও ডাক্তার বলেছেন, মুখভাব নাকি অস্বাভাবিক বিকৃত হয়েছিল— অবিশ্বাস্য সেই মুখ বিকৃতির দরুন নিজের বন্ধুকেও নাকি চিনতে কষ্ট হয়েছিল ডক্টর মর্টিমারের, বিশ্বাসই করতে চাননি ভূলুণ্ঠিত দেহটি তাঁর একদা বন্ধু এবং রুগি স্যার চার্লসের। পরে অবশ্য তার ব্যাখ্যা শোনা গিয়েছে। হৃদ্‌যন্ত্র বেদম হয়ে মৃত্যু এলে শ্বাসকষ্টের দরুন মুখের চেহারা অমন হতে পারে। ময়নাতদন্তেও এই ব্যাখ্যার সমর্থন মিলেছে। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন অসুস্থ দেহযন্ত্র নিয়ে বেঁচে ছিলেন স্যার চার্লস। চিকিৎসকের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন করোনারের[৬]

জুরিগণ। এতে ভালোই হয়েছে। কেননা, স্যার চার্লসের উত্তরাধিকারীকে বাস্কারভিলে এরপর বসবাস করতে হবে এবং স্থগিত সৎ কাজেও নতুন করে হাত দিতে হবে। মৃত্যুকে ঘিরে যেসব রোমান্টিক কল্পকাহিনির গুজব ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ছিল, করোনারের কাঠখোট্টা রায় তার অবসান না-ঘটালে বাস্কারভিল হলের পরবর্তী বাসিন্দা খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয়। জানা গেছে, স্যার চার্লস বাস্কারভিলের ছোটো ভাইয়ের ছেলে মি. হেনরি বাস্কারভিল যদি এখনও জীবিত থাকেন, তাহলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তিনিই হবেন। তরুণ এই ভদ্রলোক আমেরিকায় ছিলেন জানা গিয়েছিল— সেই থেকে আর খবর নেই। বিপুল বৈভবের সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টাচরিত্র চলেছে।'

কাগজটা ফের ভাঁজ করে পকেটস্থ করলেন ডক্টর মর্টিমার।

বললেন, 'মি. হোমস, স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু-সম্পর্কিত যেসব ঘটনা জনসাধারণ জেনেছে, এই হল গিয়ে তার বিবরণ।'

শার্লক হোমস বললে, 'কেসটায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ধন্যবাদ। সত্যিই এতে কেবল কৌতূহল-জাগানো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। সেই সময়ে খবরের কাগজে কিছু কিছু মন্তব্য চোখে পড়েছিল বটে, কিন্তু রোমে পোপের[৭] আর প্রাসাদের[৮] বহুমূল্য পাথরের ওপর উঁচু করে খোদাই নকশা নিয়ে রীতিমতো ব্যস্ত থাকায়, সেইসঙ্গে পোপের অনুরোধ রক্ষে করতে গিয়ে অত্যন্ত উদ্‌বেগের মধ্যে থাকায় বেশ কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ইংলিশ কেসের সংস্রবে আসতে পারিনি। আপনি বলেছেন, এই প্রবন্ধে জনসমক্ষে প্রকাশিত সব ঘটনাই আছে?'

'আছে।'

'তাহলে প্রাইভেট ঘটনাগুলো এবার বলুন।' আঙুলের ডগা একত্র করে হেলান দিয়ে বসল হোমস। বিচারপতিদের মতন মুখখানা যদ্দূর সম্ভব নির্বিকার করে চেয়ে রইল সমাহিত চোখে।'

ডক্টর মর্টিমারের হাবভাবে এবার ফুটে উঠল অতীব আবেগের লক্ষণ। বললে, 'আগেই বলি, এ-কথা আমি আর কাউকে বিশ্বাস করে বলতে পারিনি। না-বলার একটা উদ্দেশ্য আছে। প্রকাশ্যভাবে জনপ্রিয় কুসংস্কারকে উসকে দিতে কোনো বিজ্ঞানসাধকই চায় না। আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। বাস্কারভিল হলকে ঘিরে অনেক গা-ছমছমে কাহিনিই লোকের মুখে মুখে ফিরছে। কুখ্যাতি বেড়ে যেতে পারে, এমন কিছুই বলা এখন সমীচীন নয়— শেষকালে হয়তো ও-বাড়িতে আর কেউ থাকতেই চাইবে না। এইসব কারণেই ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, যা জানি তার চাইতে কম বলব! সব বললেও ব্যবহারিক লাভ তো কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু আপনার কাছে মন খুলে কথা না-বলার কারণ দেখছি না।

'জলাভূমিতে লোকবসতি খুবই বিরলভাবে বিক্ষিপ্ত। কাছাকাছি যাদের বসবাস মনের দিক দিয়েও তারা অনেকটা কাছের মানুষ। এই কারণেই স্যার চার্লস বাস্কারভিলের সঙ্গে এত দহরম-মহরম হয়েছিল আমার। দেখাসাক্ষাৎ লেগেই থাকত। বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে প্রকৃতিবিদ মি. স্টেপলটন আর ল্যাফটার হিলের মি. ফ্রাঙ্কল্যান্ড ছাড়া শিক্ষিত পুরুষ আর কেউ নেই। অবসর জীবনযাপন করছিলেন স্যার চার্লস। কিন্তু তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেল আমাদের দু-জনের মধ্যে। এ-ছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ে দু-জনেরই আগ্রহ থাকায় মনের মিল ঘটল ভালো করেই। কিন্তু আফ্রিকা থেকে বিজ্ঞানের অনেক খবর সংগ্রহ করে এনেছিলেন

উনি। বহু সন্ধ্যা আনন্দে কেটেছে এইসব আলোচনায়। বুশম্যান আর হটেনটটদের[১] শারীরস্থান নিয়ে আলোচনা করেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

'শেষ কয়েক মাসের মধ্যে একটা জিনিস ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে। স্যার চার্লসের স্নায়ুতন্ত্র অত্যধিক চাপের দরুন ভেঙে পড়তে বসেছে। এইমাত্র যে কিংবদন্তিটা আপনাকে বললাম, উনি তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন। এত বেশি করেছিলেন যে নিজের বাড়ির বাগানে পায়চারি করতেন ঠিকই, কিন্তু রাত্রে কখনো জলায় যেতেন না। শত প্রলোভনেও তাঁকে জলায় টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মি. হোমস, শুনলে খুবই অদ্ভুত মনে হবে আপনার, কিন্তু উনি সমস্ত সত্তা দিয়ে বিশ্বাস করতেন সত্যিই একটা ভয়াবহ অভিশাপ ঝুলছে বংশের মাথায়— অনেক দুর্ভোগ লেখা আছে অদৃষ্টে। পূর্বপুরুষদের যেসব কাহিনি শোনাতেন, তা শুনলে সত্যিই বুক দমে যায়। কল্পনা করতেন বিকট দেখতে কী যেন একটা প্রাণী সবসময়ে তাড়া করছে তাঁকে। প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন আমাকে, রাত্রে রুগি দেখতে বেরিয়ে অদ্ভুত কোনো জানোয়ার কখনো দেখেছি কিনা, অথবা কুকুরের ডাক শুনেছি কিনা। শেষ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিলেন বেশ কয়েকবার, প্রতিবারেই উত্তেজনায় কাঁপতে থাকত কণ্ঠস্বর।'

'শোচনীয় ঘটনাটার হপ্তাতিনেক আগে এক সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে গেলাম ওঁর বাড়ি। হল ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন উনি। আমার দু-চাকার হালকা গাড়ি নিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। গাড়ি থেকে নামলাম, এমন সময়ে উনি আমার কাঁধের ওপর দিয়ে আমার পেছনদিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইলেন— চোখের পাতা আর পড়ল না— সাংঘাতিক বিভীষিকা ফুটে উঠল চোখের তারায় তারায়। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াতেই ছায়ার মতো কী যেন একটা সরে যেতে দেখলাম রাস্তার শেষপ্রান্তে— বড়ো, কালো বাছুর নিশ্চয়। উনি কিন্তু এমন উত্তেজিত আর অস্থির হয়ে পড়লেন যে বাধ্য হয়ে জায়গাটায় গিয়ে জানোয়ারটাকে খুঁজলাম। যদিও পেলাম না— পালিয়েছে। কিন্তু ওঁর মনের ওপর মারাত্মক ছাপ ফেলল এই ঘটনা। সমস্ত সন্ধেটা রইলাম সঙ্গে সঙ্গে। কেন এত উত্তেজিত হয়েছেন বোঝানোর জন্যে তখনই যে পাণ্ডুলিপিটা আমার জিম্মায় উনি রেখে দিলেন— এখানে এসে প্রথমেই তা থেকে পড়ে শুনিয়েছি আপনাকে। ঘটনাটা তুচ্ছ হলেও বললাম এই কারণে যে পরের ট্র্যাজেডির সঙ্গে হয়তো এর কোথাও একটা যোগসূত্র আছে— যদিও সেই মুহূর্তে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিষয়টা একেবারেই তুচ্ছ, এবং ওঁর এত উত্তেজনারও কোনো কারণ নেই।

'আমার পরামর্শ শুনেই লন্ডন যাচ্ছিলেন স্যার চার্লস। আমি জানতাম ওঁর হৃদযন্ত্রের অবস্থা ভালো নয়। কারণটা যত উদ্ভটই হোক না কেন, একনাগাড়ে ভয় আর উদ্‌বেগের মধ্যে থাকার ফলে শরীরের ওপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, হৃদযন্ত্রের ওপর অত্যধিক ধকল পড়ছিল। তাই ভেবেছিলাম মাস কয়েক শহরে পাঁচ রকম ব্যাপারে মন ছেড়ে দিলে এখানকার অযথা উদ্‌বেগ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন— নতুন মানুষ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। মি. স্টেপ্‌লটন আমাদের দু-জনেরই বন্ধু। স্যার চার্লসের ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে উনিও উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। লন্ডনে পাঠানোর ব্যাপারে একই মত তিনিও পোষণই করতেন। শেষ মুহূর্তে ঘটল এই ভয়ংকর বিপর্যয়।

'স্যার চার্লস মারা গেলেন যে-রাতে, সেই রাতেই ব্যারিমুর তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করেই খবর পাঠায় আমাকে। খবর নিয়ে আসে ঘোড়ার সহিস পার্কিন্স। আমি তখনও শুতে যাইনি।

ঝড়ের মতো ঘোড়ায় চেপে ওকে আসতে দেখেই ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাই বাস্কারভিল হলে। তদন্তে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রতিটি আমি যাচাই করেছি, তবে সমর্থন করেছি। পায়ের ছাপ ধরে ইউ-বীথি দিয়ে আমি এগিয়েছি, জলার দিকে ফটকে যেখানে উনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন বলে মনে হয়েছে সে-জায়গা আমি দেখেছি, ঠিক সেইখান থেকে পায়ের ছাপের ধরন পালটে যাওয়া নিয়ে মন্তব্য করেছি, নরম কাঁকর জমির ওপর ব্যারিমুরের পায়ের ছাপ ছাড়া আর পায়ের ছাপ নেই লক্ষ করেছি, সবশেষে খুব সাবধানে মৃতদেহ পরীক্ষা করেছি— আমি না-আসা পর্যন্ত কেউ ছোঁয়নি মৃতদেহ। দু-হাত ছড়িয়ে, দশ আঙুল দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে, মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন স্যার চার্লস— একটা প্রচণ্ড আবেগ আর প্রচণ্ড খেঁচুনি প্রকট হয়ে উঠেছিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে— যার ফলে ওঁকে শনাক্ত করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়েছিলাম। দৈহিক আঘাত একেবারেই নেই। তদন্তের সময়ে কিন্তু একটা মিথ্যে বিবৃতি দিয়েছিল ব্যারিমুর। বলেছিল, মৃতদেহের আশপাশের জমিতে কোনো ছাপ পাওয়া যায়নি। আসলে ও লক্ষ করেনি। আমি করেছিলাম— একটু তফাতে দেখেছিলাম সেই ছাপ, কিন্তু বেশ স্পষ্ট আর টাটকা।'

'পায়ের ছাপ?'

'হ্যাঁ, পায়ের ছাপ!'

'পুরুষমানুষের না মেয়েমানুষের?'

ক্ষণেকের জন্য অদ্ভুতভাবে আমাদের পানে চেয়ে রইলেন ডক্টর মর্টিমার, তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললেন চাপা গলায়:

'মি. হোমস, পায়ের ছাপগুলো একটা দানব কুকুরের[১০]!'

৩। প্রহেলিকা

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, কথাগুলো শুনেই গা শিরশির করে উঠল আমার। ডাক্তারের কণ্ঠস্বরও বেশ রোমাঞ্চিত লক্ষ করলাম, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় বলতে গিয়ে উনি নিজেও বিলক্ষণ বিচলিত হয়েছেন। উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে পড়েছে হোমস, কৌতূহল নিবিড় হলে, আগ্রহ আতীব্র হলে যেভাবে ওর চোখ জ্বলতে দেখেছি বরাবর, এখনও সেই কঠিন, শুষ্ক দীপ্তি ঠিকরে আসছে চোখের তারা থেকে।

'আপনারা দেখেছেন?'

'আপনাকে যেরকম স্পষ্ট দেখছি, সেইভাবে দেখেছি।'

'কাউকে বলেননি?'

'বলে লাভ?'

'আর কেউ দেখল না, এটা কী করে হয়?'

'দেহ থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে ছিল ছাপগুলো। কেউ তাই মাথা ঘামায়নি। এই কিংবদন্তি না-পড়া থাকলে আমিও মাথা ঘামাতাম না।'

'জলাভূমিতে মেষপালকদের অনেক কুকুর আছে, তাই না?'

'আছে নিশ্চয়, কিন্তু এ-কুকুর ভেড়া সামলানোর কুকুর নয়।'

'খুব বড়ো বলছেন?'

'অতিকায়।'

'কিন্তু দেহের কাছে আসেনি?'

'না।'

'রাত কীরকম ছিল?'

'খারাপ। স্যাঁৎসেঁতে।'

'কিন্তু বৃষ্টি ঠিক পড়ছিল না?'

'না।'

'ইউ-বীথিটা কীরকম?'

'মাঝখানে আট ফুট চওড়া হাঁটবার রাস্তা। দু-পাশে বারো ফুট উঁচু মান্ধাতার আমলের ইউ গাছের দু-সারি ঝোপ— এত ঘন যে দুর্ভেদ্য বললেই চলে।'

'পায়ে-চলার-রাস্তা আর ঝোপের মাঝখানে কিছু আছে?'

'আছে, ছ-ফুট চওড়া ঘাসের পটি, দু-পাশেই।'

'ইউ-বীথির এক জায়গায় একটা ফটক আছে না?'

'আছে। ছোটো ফটক— জলাভূমির দিকে।'

'ঝোপের মাঝে ফটক ছাড়া আর কোনো ফাঁক আছে?'

'না।'

'তার মানে, ইউ-বীথিতে ঢুকতে হলে হয় বাড়ির দিক থেকে, নয় জলার দিক থেকে আসতে হবে?'

'একদম শেষে গ্রীষ্মাবাসের ভেতর দিয়ে বেরোনোর পথ একটা আছে।'

'স্যার চার্লস তদ্দূর পৌঁছোতে পেরেছিলেন?'

'তা; সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে পড়েছিলেন।'

'এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিন, ডক্টর মর্টিমার। ছাপগুলো আপনি রাস্তায় দেখেছিলেন? ঘাসের ওপর নয় তো?'

'ঘাসের ওপর কোনো ছাপই পড়েনি।'

'জলার ফটক যেদিকে, ছাপগুলো কি সেইদিকেই দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ; জলার ফটক যেদিকে সেইদিকের রাস্তার ধার ঘেঁষে।'

'আপনার কথা শুনে, দারুণ কৌতূহল জাগছে। আরেকটা বিষয়। ছোটো ফটকটা কি বন্ধ ছিল?'

'ছিল। প্যাডলক ঝুলছিল।'

'কত উঁচু ফটক?'

'ফুট চারেক।'

'যে কেউ টপকে আসতে পারে?'

'পারে।'

'ছোটো ফটকের পাশে কি ছাপ দেখেছেন?'

'সেরকম কিছু দেখিনি।'

'কী আশ্চর্য! কেউই কি খুঁটিয়ে দেখেনি?'

'আমি দেখেছি।'

'তার পরেও কিছু পাননি?'

'বড়ো গোলমেলে ব্যাপার, মি. হোমস। স্যার চার্লস সেখানে পাঁচ-দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলেন বুঝতে পেরেছি।'

'কী করে বুঝলেন?'

'চুরুট থেকে ছাই ঝেড়েছিলেন।'

'চমৎকার! ওয়াটসন, এই হল গিয়ে আমাদের মনের মতো সহযোগী। কিন্তু পায়ের ছাপ?'

'কাঁকর বিছোনো সামান্য ওই জায়গায় নিজের পায়ের ছাপ ফেলেছেন অনেকে। আর কারো পায়ের ছাপ আলাদা করে বার করতে পারিনি।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিমায় হাঁটু চাপড়াল শার্লক হোমস।

'ইস! আমি যদি থাকতাম তখন! কেসটা সত্যিই অসাধারণ, কৌতূহল তুঙ্গে তুলে ছাড়ে। বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ অনেক উপাদান পাবে এ-কেস থেকে, পাবে গবেষণার বিস্তর সুযোগ। কাঁকর-পৃষ্ঠায় লেখা অনেক খবর আমি ঠিক পড়ে নিতাম। কিন্তু ধুলোবালি, বৃষ্টি জলে, কৌতূহলী চাষাদের কাঠের শুকতলায় সব চিহ্নই এতক্ষণে একাকার হয়ে গেছে। ডক্টর মর্টিমার, তখন আমাকে ডাকলেন না কেন! এজন্যে কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে।'

'আপনাকে ডাকার আগে যা কিছু জেনেছি দুনিয়ার সামনে তা প্রকাশ করতে হত। কেন তা করতে চাইনি আগেই বলেছি। তা ছাড়া, তা ছাড়া—'

'দ্বিধা করছেন কেন?'

'অত্যন্ত তীক্ষ্মধী, অত্যন্ত অভিজ্ঞ গোয়েন্দারাও অসহায় হয়ে পড়ে এমন রাজ্যও কিন্তু আছে।'

'জিনিসটা অলৌকিক, এই বলতে চাইছেন তো?'

'স্পষ্টভবে তা বলিনি।'

'বলেননি, কিন্তু মনে মনে তাই ভাবছেন।'

'মি. হোমস বিয়োগান্তক সেই ঘটনার পর এমন কতকগুলো ঘটনা আমার কানে এসেছে, প্রকৃতির বাঁধা নিয়মের আওতায় যা ফেলা যায় না।'

'যেমন?'

'ভয়ংকর সেই ঘটনা ঘটবার আগে জলাভূমিতে অনেকেই একটা অদ্ভুত প্রাণী দেখেছে। বাস্কারভিল পিশাচের মতোই দেখতে তাকে। বিজ্ঞান-দুনিয়া এখনও এ-প্রাণীর হদিশ পায়নি। প্রত্যেকেই একবাক্যে বলছে, জানোয়ারটা আকারে অতিকায়, বিকট এবং প্রেতচ্ছায়ার মতন। এদের তিনজনকে আমি জেরা করেছিলাম। তিনজনের মধ্যে যে-লোকটা গাঁয়ে থাকে, মাথা তার নিরেট, কপোল-কল্পনায় ভেসে যাওয়ার পাত্র নয়। আরেকজন ঘোড়ার ডাক্তার। তৃতীয় ব্যক্তি জলার চাষা। তিনজনেই বলেছে একই কাহিনি। কিংবদন্তির পিশাচ কুকুরের মতোই একটা ভয়ংকর প্রেতচ্ছায়া নাকি ঘুরে বেড়ায় জলাভূমিতে— সাক্ষাৎ নরক থেকে তার

আবির্ভাব। বিশ্বাস করুন, আতঙ্কে থমথম করেছে গোটা জলা। পাথরের মতো শক্ত যার বুকের পাটা, রাতের অন্ধকারে সে-ও আর জলা পেরোতে রাজি নয়।

'বিজ্ঞানের লোক হয়ে আপনিও এইসব অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বিশ্বাস করেন দেখছি।'

'বুঝতে পারছি না এ ছাড়া আর কী বিশ্বাস করা যায়।'

কাঁধ ঝাঁকাল হোমস। বলল, 'এতাবৎকাল ইহজগতের ব্যাপার-স্যাপারেই সীমিত রেখেছিলাম আমার তদন্ত। বিনয়ের সঙ্গে বলব, অশুভ শক্তির সঙ্গে টক্কর দিয়েছি বহুবার। কিন্তু অশুভ শক্তিদের জনকের সঙ্গে লড়তে যাওয়াটা খুব বেশি উচ্চাশা হয়ে যায়। অবশ্য পায়ের ছাপটা যে জন্তুজগতের, আপনি তা স্বীকার করছেন।

কিংবদন্তি কুকুরটাও বস্তুজগতের কুকুরের মতোই টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল। তা সত্ত্বেও কিন্তু পৈশাচিক ছিল সে।

'আরে সর্বনাশ! আপনি তো দেখছি অতিপ্রাকৃতবিদদের অনেক কাছে চলে গেছেন। ডক্টর মর্টিমার, এবার একটা কথা বলুন তো। এই যদি আপনার ধারণা হয়, তাহলে পরামর্শের জন্য আমার কাছে এসেছেন কেন? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে স্যার চার্লসের মৃত্যু-রহস্যের তদন্ত যে একটা পণ্ডশ্রম, আপনি তা বিশ্বাস করেন। তা সত্ত্বেও চান আমি তদন্ত করি।'

'আমি তো বলিনি যে আমার ইচ্ছে আপনি তদন্ত করুন।'

'তাহলে আপনাকে সাহায্যটা করব কীভাবে?

ঘড়ির দিকে তাকালেন ডক্টর মর্টিমার। বললেন, 'এখন থেকে ঠিক একঘণ্টা পনেরো মিনিট পরে ওয়াটারলু স্টেশনে[১] পৌঁছোচ্ছেন স্যার হেনরি বাস্কারভিল। কী করব তাঁকে নিয়ে, আপনি শুধু তাই বলে সাহায্য করুন আমাকে।'

'উত্তরাধিকারী হিসেবে আসছেন বলেই কি এই পরামর্শ চাইছেন?'

'হ্যাঁ। স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর খোঁজখবর নিয়ে জানলাম তরুণ এই ভদ্রলোক কানাডায় চাষবাস নিয়ে আছেন। যদ্দূর খবর পেয়েছি, ভদ্রলোক সবদিক দিয়ে চমৎকার। এখন কিন্তু ডাক্তার হিসেবে এসব কথা বলছি না, বলছি স্যার চার্লসের উইলের অছি আর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে।

'আর কেউ দাবিদার নেই নিশ্চয়?'

না। ইনি ছাড়া আর এক জ্ঞাতির সন্ধান পেয়েছিলাম। রোজার বাস্কারভিল— স্যার চার্লসের কনিষ্ঠ ভাই— স্যার চার্লস ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। মেজো ভাই অল্প বয়সেই মারা যান। এই হেনরি ছেলেটা তাঁরই ছেলে। তৃতীয় ভাই রজার বংশের কুলাঙ্গার। বাস্কারভিল বংশের আদি-পুরুষদের দাপট যেন ওঁর মধ্যেই মাথা চাড়া দিয়েছিল। লোকে বলে, চেহারা চরিত্র সবদিক দিয়ে হিউগো বাস্কারভিলের দ্বিতীয় সংস্করণ তিনি। হিউগোর পারিবারিক ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ইংল্যান্ডকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পালিয়ে যান মধ্য-আমেরিকায়, সেখানেই হলুদ জ্বরে[২] মারা যান ১৮৭৬ সালে। বাস্কারভিল বংশের শেষ বংশধর এখন এই হেনরি। এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট[৩] পরে ওয়াটারলু স্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে আমার। তারবার্তায় জেনেছি সাদাম্‌টন পৌঁছেছেন আজ সকালে। মি. হোমস, বলুন এখন কী করি তাঁকে নিয়ে।'

'বাপ-পিতামহের ভিটেয় কেন যাবেন না বলতে পারেন?'

'সেইটাই স্বাভাবিক, তাই না? অথচ দেখুন বাস্কারভিল বংশের যারাই ওখানে গেছে, কপাল পুড়েছে তাদের। অমঙ্গল এসেছে জীবনে। আমার বিশ্বাস মৃত্যুর আগে আমার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ যদি পেতেন স্যার চার্লস, শেষ বংশধরকে, তাঁর বিপুল বৈভবের একমাত্র উত্তরাধিকারীকে, করাল মৃত্যুর এহেন জায়গায় না-আসতেই বলে দিতেন। অথচ দেখুন, ওঁর উপস্থিতির ওপরেই পুরোপুরি নির্ভর করছে দীনহীন এই পল্লি অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি। বাস্কারভিল হলে মানুষ যদি না-থাকে, তাহলে স্যার চার্লস যা কিছু সৎকাজ করে গেছেন, সবই মাঠে মারা যাবে। আমার স্বার্থ আছে বলেই এ-ব্যাপারে পাছে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলি, তাই এসেছি আপনার উপদেশ নিতে।'

একটু ভেবে নিল হোমস। বললে, 'সোজা কথায় ব্যাপারটা তাহলে এই—

আপনি মনে করেন, ডার্টমুরে এমন একটা পৈশাচিক শক্তি কাজ করছে যার ফলে বাস্কারভিল বংশধরদের পক্ষে জায়গাটা নিরাপদ নয়— কেমন? এই তো আপনার অভিমত?'

'সে-রকম অনেক প্রমাণ পেয়েছি, এটুকুই শুধু বলতে চাই।'

'ঠিক কথা। কিন্তু আপনার অতিপ্রাকৃত অনুমিতি যদি সঠিক হয়, তাহলে কিন্তু অশুভশক্তির প্রকোপ শুধু ডেভনশায়ার কেন, লন্ডন শহরেও সমানভাবে দেখা যাবে। শুধু গ্রাম্য-গির্জের পোশাক ঘরেই তাণ্ডবনাচ দেখিয়ে শয়তান ক্ষান্ত হবে, এমনটা কিন্তু কল্পনা করা কঠিন।'

'মি. হোমস, আপনি নিজে এসবের সংস্পর্শে সরাসরি আসেননি বলেই এমনি ধরনের কথা বলছেন— এলে কিন্তু এভাবে কথা আর বলতেন না। আপনার উপদেশ তাহলে এই : আপনি মনে করেন হেনরি বাস্কারভিল লন্ডন শহরে যতখানি নিরাপদ থাকবেন, ঠিক ততখানি নিরাপদ থাকবেন ডেভনশায়ারেও। পঞ্চাশ মিনিট পরে উনি আসছেন। বলুন কী সুপারিশ করতে চান?'

'মশায়, আমার সুপারিশ একটাই— আমার সামনের দরজা আঁচড়ে শেষ করে দিল আপনার স্প্যানিয়েল কুকুরটা। তাকে ডেকে নিয়ে একটা ভাড়াটে গাড়িতে চাপুন, ওয়াটারলু স্টেশনে যান, স্যার হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা করুন।'

'তারপর?'

'তারপর, যতক্ষণ না আমি এ-ব্যাপারে মনস্থির করছি ততক্ষণ তাঁকে কিস্সু বলবেন না।'

'মনস্থির করতে কতক্ষণ সময় নেবেন?'

'চব্বিশ ঘণ্টা। ডক্টর মর্টিমার, কাল দশটার সময়ে এই ঘরে আমার সঙ্গে আপনি দেখা করলে অত্যন্ত বাধিত হব, স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে যদি সঙ্গে আনেন তাহলে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা রচনা করতেও অনেক সুবিধে হবে।'

'তাই করব, মি. হোমস।'

শার্টের আস্তিনের কপে সাক্ষাতের সময় লিখে নিলেন ডক্টর মর্টিমার। তারপর ওঁর নিজস্ব অদ্ভুত ভঙ্গিমায় উঁকি মারা কায়দায় মাথা ঠেলে বার করে, আনমনাভাবে হন হন করে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড় করাল হোমস।

বলল, 'আর একটা প্রশ্ন, ডক্টর মর্টিমার। আপনি বলছিলেন, স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যুর আগে বেশ কয়েকজন এই শরীরী প্রেতকে টহল দিতে দেখেছে জলায়?'

'তিনজন দেখেছে।'

'মৃত্যুর পর আর কেউ দেখেছে?'

'আমি শুনিনি।'

'ধন্যবাদ। সুপ্রভাত।'

চেয়ারে ফিরে এসে বসল হোমস। অন্তরে পরিতৃপ্তি প্রকাশ পেল প্রসন্ন মুখচ্ছবিতে। মনের মতো কাজ যেন এসে গেছে— পা বাড়ালেই হয়।

'বেরোচ্ছ নাকি, ওয়াটসন?'

'আমাকে দিয়ে যদি তোমার কোনো কাজ না হয়, তাহলেই বেরোব।'

'ভায়া ওয়াটসন, সক্রিয় মুহূর্তেই তোমাকে আমার দরকার। কয়েকটা ব্যাপারে এ-কেস কিন্তু চমকপ্রদ, সত্যিই অদ্বিতীয়। ব্র্যাডলির দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে এক পাউন্ড কড়া দা-কাটা তামাক[৪] পাঠিয়ে দিতে বলবে? ধন্যবাদ। সন্ধে পর্যন্ত যদি বাইরে কাটিয়ে দিতে পারো, তাহলে ভালোই হয়। সেই ফাঁকে অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং এই ধাঁধার সঙ্গে আমার ধারণাগুলো মিলিয়ে নেব।'

প্রগাঢ় মনঃসংযোগের প্রয়োজন দেখা দিলেই নির্জনতা আর একাকিত্ব নিতান্তই দরকার হয় বন্ধুবরের। তখন মনের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দেখে কোন পয়েন্টটা কাজের আর কোনটা অকাজের। মনে মনে খাড়া করে বিকল্প অনুমিতি, একটার সঙ্গে আর একটা মিলিয়ে দেখে কোনটা বেশি কার্যকর, বিধি সাক্ষ্যপ্রমাণের গুরুত্ব যাচাই করে স্রেফ চিন্তাশক্তি দিয়ে। কাজেই সারাদিন ক্লাবে কাটালাম, সন্ধের আগে বেকার স্ট্রিটমুখো হলাম না। রাত ন-টায় ঢুকলাম বসবার ঘরে।

ঢুকেই প্রথমে মনে হল নিশ্চয় আগুন লেগেছে কোথাও— ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে, টেবিলের ওপর ল্যাম্পের আলোও ম্লান হয়ে উঠেছে ধোঁয়ার আড়ালে। ঢোকবার পর অবশ্য সে-ভয় আর রইল না। কেননা তামাক-পোড়ার গন্ধ ভেসে এল নাকে। সেইসঙ্গে কড়া তামাকের কটু, উগ্র ধোঁয়া গলায় ঢুকতেই কাশতে লাগলাম খক খক করে। ধোঁয়ার ঝাপসা পর্দার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম দাঁতের ফাঁকে কালো ক্লে-পাইপ কামড়ে ধরে চেয়ারে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে হোমস। খানকয়েক পাকানো কাগজ ছড়ানো আশেপাশে।

শুধোলো, 'ঠান্ডা লাগিয়ে এলে নাকি, ওয়াটসন?'

'না, আবহাওয়াটা বিযাক্ত।'

'ভাগ্যিস বললে তুমি, ধোঁয়াটা খুব ঘন হয়ে উঠেছে দেখছি।'

'ঘন কী হে! অসহ্য!'

'তাহলে বরং জানলাটা খুলে দাও! সারাদিন ক্লাবে ছিলে দেখছি।'

'ভায়া হোমস!'

'ঠিক বলেছি?'

'নিশ্চয়, কিন্তু কীভাবে—'

আমার হতচকিত ভাব দেখে হেসে ওঠে হোমস।

'ওয়াটসন, তোমার মধ্যে দারুণ একটা মনমাতানো তাজা ভাব দেখতে পাচ্ছি। তাই

তোমারই কৃপায় পাওয়া আমার সামান্য শক্তির কসরত দেখানোর সুযোগ ছাড়তে পারিনি। কাদাটে বাদলা দিনে রাস্তায় বেরোলেন এক ভদ্রলোক। ফিরে এলেন ফিটফাট বেশে— জুতো আর টুপির চেকনাই অম্লান রেখে। অতএব তিনি সারাদিন কোথাও ঠায় বসে ছিলেন। কোথায় থাকা সম্ভব বলে মনে হয়? স্পষ্ট ব্যাপার, নয় কী?'

'স্পষ্টই বটে।'

'দুনিয়াটা স্পষ্ট জিনিসেই ঠাসা, কিন্তু চোখ মেলে দেখার সুযোগ কেউ পায় না। আমি কোথায় ছিলাম বলে মনে হয়?'

'ঠায় বসে ছিলে।'

'ঠিক উলটো। আমি ডেভনশায়ারে গিয়েছিলাম।'

'সূক্ষ্ম দেহে?'

'ঠিক বলেছ। দেহটা এই হাতল-চেয়ারে থেকেছে; অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে জানাচ্ছি— আমার অবর্তমানে সে দুটো বড়ো পট-ভরতি কফি আর অবিশ্বাস্য পরিমাণ তামাক সেবা করেছে। তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর স্ট্যানফোর্ডের দোকান[৫] থেকে জলার সামরিক ম্যাপ আনিয়েছিলাম। এতক্ষণ সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করছিলাম সেখানে। রাস্তা চিনতে ভুল হয়নি।'

'বিরাট স্কেল ম্যাপ নিশ্চয়?'

'খুবই বিরাট।' একটা অংশ খুলে হাঁটুর ওপর মেলে ধরল হোমস। 'এই সেই জলা যা নিয়ে আমাদের দরকার। মাঝখানের এইটা বাস্কারভিল হল।'

'জঙ্গল ঘেরা?'

'ঠিক। ইউ-বীথিটা ম্যাপে দেখানো হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয় সেটা এই লাইন বরাবর হবে— বুঝতে পারছ নিশ্চয় জলা পড়ছে লাইনের ডান দিকে। এইখানে এই যে ছোটো ছোটো বাড়ির জটলা, এই হল গ্রিমপেন পল্লি[৬], আমাদের বন্ধু ডক্টর মর্টিমারের সদরদপ্তর। পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্তের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সামান্য কিছু বাড়িঘরদোর। এই হল ল্যাফটার হল[৭]— বিবৃতিতে উল্লেখ আছে। এইখানে একটা বাড়ির চিহ্ন দেওয়া হয়েছে— নিঃসন্দেহে প্রকৃতিবিদের বাসস্থান। নামটা যদ্দূর মনে পড়ে— স্টেপলটন। এইখানে দুটো জলাভূমির খামারবাড়ি— হাই টর[৮] আর ফাউলমায়ার। তারপর চোদ্দো মাইল দূরে[৯] রয়েছে প্রিন্সটাউনের বিরাট কয়েদখানা। বিক্ষিপ্ত এই কয়েকটা জায়গায় চারপাশে আর মাঝে খাঁ-খাঁ করছে প্রাণহীন, জনহীন জলাভূমি। এই মঞ্চেই অভিনীত হয়েছে বিয়োগান্তক সেই দৃশ্য এবং এই মঞ্চেই তার পুনরাভিনয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাব আমরা।'

'খুবই বন্য অঞ্চল মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, উপযুক্ত পরিবেশ। শয়তানের যদি ইচ্ছে হয় নরলোকের ব্যাপারে নাক গলানোর—'

'অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার দিকে তাহলে তুমি নিজেই ঝুঁকছ।'

'শয়তানের অনুচর তো রক্ত-মাংসের প্রাণীও হতে পারে, পারে না কি? শুরুতেই দুটো প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হবে। প্রথম, আদৌ কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না। দ্বিতীয়, অপরাধটা কী এবং করা হয়েছে কীভাবে? ডক্টর মর্টিমারের অনুমান যদি সত্যি হয়, সত্যিই যদি প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কোনো অজ্ঞাত শক্তির খেলা এ-কেসে থাকে—

তাহলে আমাদের তদন্তেরও ইতি এইখানে। কিন্তু এটা হল গিয়ে আমাদের শেষ অনুমিতি। এর আগের সবক-টা অনুমিতি যাচাই করার আগে এ-অনুমিতিতে ধরাশায়ী হতে আমি রাজি নই। যদি কিছু মনে না-করো, আমার মনে হয় ওই জানলাটা আবার বন্ধ করতে পারি। ব্যাপারটা অসাধারণ। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি ঘনীভূত আবহাওয়ায় চিন্তাশক্তিও ঘনীভূত হয়— একাগ্রতা বাড়ে। চিন্তাকে ঠেলেঠুলে অবশ্য একটা বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে যাচাই করে দেখিনি কতখানি সত্য কথাটা— তবে বিশ্বাসটা এসেছে যুক্তিনির্ভর পথে। কেসটা নিয়ে ভেবেছ?'

'হ্যাঁ, ভেবেছি। সারাদিন অনেক চিন্তা করেছি।'

'ভেবে কী মনে হল?'

'অত্যন্ত গোলমেলে।'

'কাঠামোটা কিন্তু সেইরকমই। তফাতও আছে। যেমন, পায়ের ছাপের পরিবর্তন। তোমার কী মনে হয়?'

'মর্টিমার তো বললেন বীথির ওইদিকে আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটেছিলেন স্যার চার্লস।'

'তদন্তে কতগুলো মুর্খ যা বলেছে, উনি শুধু তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। বীথির পথে আঙুলে ভর দিয়ে কেউ হাঁটে?'

'তাহলে?'

'দৌড়োচ্ছিলেন, ওয়াটসন, প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়োচ্ছিলেন, স্যার চার্লস, পড়ি কি মরি করে দৌড়োচ্ছিলেন, দৌড়োতে দৌড়োতে শেষকালে কলজে ফেটে যায়, মুখ থুবড়ে পড়ে যায় মৃতদেহটা।'

'কার তাড়া খেয়ে দৌড়োচ্ছিলেন?'

'সেইটাই তো আমাদের প্রহেলিকা। দৌড়োনোর আগে উনি যে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন, সে-রকম ইঙ্গিত কিন্তু রয়েছে।'

'কেন বলছ?'

'আমি ধরে নিচ্ছি মৃত্যুর কারণটা এসেছে জলার ওপর দিয়ে। তাই যদি হয়, তাহলে বলব ভয়ের চোটে উনি বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। বাড়ির দিকে না-দৌড়ে, ঠিক উলটোদিকে দৌড়োচ্ছিলেন। যাযাবর জিপসির জবানবন্দি যদি সত্যি হয়, তাহলে উনি 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার করতে করতে এমন একদিকে দৌড়চ্ছিলেন যেদিক থেকে কেউ তাঁকে বাঁচাতে আসবে না। তারপর ধরো, সে-রাতে কার প্রতীক্ষা উনি করছিলেন? বাড়িতে বসে প্রতীক্ষা না-করে ইউ-বীথির মধ্যে দিয়ে পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কেন?'

'তোমার কি মনে হয় উনি কারো অপেক্ষায় ছিলেন?'

'ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, তার ওপর অশক্ত। সান্ধ্যভ্রমণ তাঁকে মানায় ঠিকই, কিন্তু সে-রাতে দারুণ ঠান্ডা পড়েছিল, ঝোড়ো হাওয়া বইছিল, মাটি স্যাঁৎসেতে ছিল। এ-পরিস্থিতিতে তাঁর মতো মানুষের পক্ষে পাঁচ থেকে দশ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা কি স্বাভাবিক বলে মনে হয়? চুরুটের ছাই থেকে ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন ডক্টর মর্টিমার। ভদ্রলোকের বাস্তববুদ্ধি এত প্রখর ভাবতে পারিনি।'

'উনি কিন্তু প্রতি সন্ধ্যাতেই বেড়াতেন।'

'প্রতি সন্ধ্যায় জলার গেটে অপেক্ষা করতেন, তা কিন্তু মনে হয় না। পক্ষান্তরে, সাক্ষীরা বলেছে উনি জলাভূমি এড়িয়ে চলতেন। অথচ সে-রাতে অপেক্ষা করেছেন ফটকের কাছে। পরের দিনই তাঁর লন্ডন রওনা হওয়ার কথা। এবার একটা আকার নিচ্ছে কেসটা। বোধগম্য হচ্ছে। বেহালাটা এগিয়ে দেবে, ওয়াটসন? কাল সকালে স্যার হেনরি বাস্কারভিল আর ডক্টর মর্টিমারের সাক্ষাতের আগে মুলতবি থাক এ-প্রসঙ্গে যাবতীয় ভাবনাচিন্তা।

৪। স্যার হেনরি বাস্কারভিল

সকাল-সকাল সাফ হয়ে গেল ব্রেকফাস্ট টেবিল, পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী সাক্ষাৎকারীদের অপেক্ষায় ড্রেসিংগাউন পরে বসে রইল হোমস। মক্কেলরা দেখলাম ঘড়ি ধরে চলেন। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় এলেন। ঘড়িতে দশটা বাজবার সঙ্গেসঙ্গে ডক্টর মর্টিমারকে নিয়ে আসা হল ওপরে, পেছনে পেছনে এলেন তরুণ ব্যারনেট[১]। ভদ্রলোকের বয়স বছর তিরিশ, ছোটোখাটো মানুষ, সতর্ক, চোখ কালো, অত্যন্ত বলিষ্ঠ গঠন— যেন পেটাই লোহা, পুরু কালো ভুরু এবং দৃঢ়, যুদ্ধপ্রিয় মুখাবয়ব। পরনে লালচে টুইডসুট[২], চেহারায় রোদ জলের স্বাক্ষর— যেন জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন খোলা হাওয়ায়, তা সত্ত্বেও কিন্তু স্থির চোখ আর শান্ত আচরণের মধ্যে উচ্চবংশের সুপষ্ট ছাপ।

'ইনিই স্যার হেনরি বাস্কারভিল', বললেন ডক্টর মর্টিমার।

'কী কাণ্ড দেখুন দিকি', বললেন স্যার হেনরি, 'অদ্ভুত ব্যাপার মি. শার্লক হোমস, এই বন্ধুটি যদি আজ সকালে আপনার এখানে আসবার কথা না-বলতেন, আমি নিজেই আসতাম। ছোটোখাটো ধাঁধার সমাধান আপনি করেন জানি। আজ সকালেই এমনি একটা ধাঁধায় আমি পড়েছি। একটু বেশি চিন্তার দরকার— আমার সে সময় নেই।'

'বসুন স্যার হেনরি। লন্ডনে পৌঁছে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন মনে হচ্ছে?'

'গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, মি. হোমস। ঠাট্টা বলেই মনে হয়। আজ সকালে এই চিঠিটা পেয়েছি— জানি না একে চিঠি বলবেন কি না।

টেবিলের ওপর একটা লেফাফা রাখলেন স্যার হেনরি, আমরা প্রত্যেকেই ঝুঁকে পড়লাম খামটার ওপর। মামুলি কাগজের খাম, রংটা ধূসর। অসমান ছাঁদে লেখা ঠিকানা 'স্যার হেনরি বাস্কারভিল, নরদামবারল্যান্ড হোটেল[৩]। ডাকঘরের ছাপ শেরিংক্রস[৪],' চিঠি ডাকে ফেলার তারিখ গতকাল সন্ধ্যা।

তীক্ষ্ণ চোখে তরুণ ব্যারনেটের পানে তাকিয়ে শার্লক হোমস, 'আপনি যে নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে উঠেছেন, কে তা জানত?'

'কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ডক্টর মর্টিমারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ঠিক করেছিলাম দু-জনে।'

'কিন্তু ডক্টর মর্টিমার নিশ্চয় আগেই উঠেছিলেন ওখানে?'

'না, আমি উঠেছি এক বন্ধুর বাড়িতে' বললেন ডক্টর মর্টিমার, 'এ-হোটেলে আসব, এ-রকম কোনো আভাস আগে প্রকাশ পায়নি।'

'হুম! আপনার গতিবিধির ব্যাপারে কোনো একজনের গভীর আগ্রহ রয়েছে দেখা যাচ্ছে।'

খামের মধ্যে থেকে চার ভাঁজ করা এক তাড়া ফুলস্ক্যাপ কাগজ বার করে হোমস। ভাঁজ খুলে মেলে ধরে টেবিলের ওপর। কাগজ থেকে কাটা কতকগুলো ছাপা শব্দ মাঝখানে আঠা দিয়ে লাগিয়ে একটা বাক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কথাটা এই: 'প্রাণের মায়া আর বুদ্ধি থাকলে জলার ত্রিসীমানায় ঘেঁষবেন না।' 'জলার' শব্দটা লেখা কালি দিয়ে।

স্যার হেনরি বাস্কারভিল বললেন, 'এবার বলুন মি. হোমস, মানে কী এসবের? আমার ব্যাপারেই-বা এত আগ্রহ কার?'

'ডক্টর মর্টিমার, আপনার কী মনে হয়? মানছেন নিশ্চয় এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছুই নেই?'

'তা নেই। তবে এ-চিঠি যে লিখেছে তার দৃঢ় বিশ্বাস পুরো ব্যাপারটা অতিপ্রাকৃত।'

'কী ব্যাপার?' ঝটিতে জিজ্ঞেস করেন স্যার হেনরি। 'আমার নিজের ব্যাপারে আমি যা জানি, মনে হচ্ছে তার চাইতে ঢের বেশি খবর রাখেন আমার?'

'স্যার হেনরি, এ-ঘর ছেড়ে বেরোনোর আগেই আমরা যা জানি, আপনিও তা জানবেন। কথা দিচ্ছি আমি, বললে শার্লক হোমস। 'অতঃপর যদি অনুমতি দেন, অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এই দলিলটায় মন দিতে পারি। নিশ্চয় কাল সন্ধ্যায় এ-চিঠি জোড়াতালি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর ডাকে ফেলা হয়েছে। গতকালের 'টাইমস' কাগজ আছে?'

'এই তো কোণে রয়েছে।'

'একটু কষ্ট করে মাঝের কাগজটা দেবে— যাতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা আছে।' একটার পর একটা স্তম্ভের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল হোমস। মুক্ত বাণিজ্যের ওপর শীর্ষস্থানীয় প্রবন্ধ। কিছুটা পড়ে শোনাচ্ছি। 'কেউ কেউ বুদ্ধি দিচ্ছেন, একটা বাড়তি শুল্কের আড়াল থাকলে ব্যবসার সমৃদ্ধি ঘটবে, স্বদেশি জিনিসের ওপর মায়া বাড়বে, কিন্তু বুঝছেন না এ ধরনের আইনের ফলে শেষকালে বিদেশের অর্থ এদেশের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না, আমদানির পরিমাণ কমে যাবে, আর এ-দ্বীপের লোকের প্রাণধারণের মানও কমে যাবে।' কীরকম বুঝছ, ওয়াটসন?' দারুণ উৎফুল্ল হয়ে পরম পরিতৃপ্তির স্বরে হাত ঘষতে ঘষতে বললে হোমস। 'প্রশংসনীয় সেন্টিমেন্ট, তাই না?'

পেশাদারি আগ্রহ ফুটে ওঠে ডক্টর মর্টিমারের চোখে-মুখে— নির্নিমেষে তাকালেন হোমসের পানে। স্যার হেনরি বাস্কারভিল কিন্তু বিভ্রান্ত দুই কৃষ্ণ চক্ষু নিবদ্ধ করলেন আমার ওপর।

বললেন, 'বাণিজ্য আর শুল্কের অত খবর আমি রাখি না। তবে বোধ হয় চিঠির প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি।'

'ঠিক উলটো, স্যার হেনরি, সূত্র ধরে দিব্যি এগিয়ে চলেছি। ওয়াটসন আমার পদ্ধতির খবর রাখে। কিন্তু দেখছি সে-ও কথাটার তাৎপর্য ধরতে পারেনি।'

'সত্যিই পারিনি। দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক দেখছি না।'

'ভায়া ওয়াটসন, সম্পর্কটা এতই নিবিড় যে একটাকে আর একটা থেকে টেনে বার করা হয়েছে। 'প্রাণের', 'মায়া', 'আর', 'বুদ্ধি', 'থাকলে', 'ত্রিসীমানায় ঘেঁষবেন না'। বুঝতে পারছ না কোত্থেকে নেওয়া হয়েছে শব্দগুলো?

'কী আশ্চর্য! ঠিক ধরেছেন তো! দারুণ স্মার্ট দেখছি। আপনি!' সবিস্ময়ে বললেন স্যার হেনরি!

সম্ভাব্য সন্দেহ যদিও-বা কিছু থাকে, 'ত্রিসীমানায় ঘেঁষবেন না' শব্দগুলো দেখলেই তা ঘুচে যাবে। 'ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না' একসঙ্গে কেটে নেওয়া হচ্ছে— একটা 'ন' অন্য জায়গা থেকে কেটে এনে 'ঘেঁষবে'র পাশে লাগিয়ে 'ঘেঁষবেন' করা হয়েছে।'

'তাই তো বটে!'

ডক্টর মর্টিমার অবাক চোখে আমার বন্ধুর পানে তাকিয়ে বললেন—'মি. হোমস, এ যে আমি ভাবতেই পারছি না! খবরের কাগজ থেকে কেটে নিয়ে শব্দগুলো আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছে, যে কেউ তা বলতে পারে। কিন্তু খবরের কাগজের নাম বলে দেওয়া, এমনকী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকেই যে তা নেওয়া— এ যে রীতিমতো আশ্চর্য ব্যাপার! এ-রকম কাণ্ড কখনো শুনিনি আমি। কী করে বললেন বলুন তো?'

'ডক্টর, নিগ্রো আর এস্কিমোর[৫] করোটি দেখলেই আপনি চিনতে পারবেন?'

'নিশ্চয় পারব।'

'কীভাবে?'

'আরে, সেটাই তো আমার বিশেষ শখ। তফাতগুলো সুস্পষ্ট। চোখের কোটরের ওপর দিককার হাড়ের উঁচু গড়ন, মুখাবয়বের কোণ, চোয়ালের বাঁক—'

'এটাও আমার বিশেষ শখ, তফাতগুলো এক্ষেত্রেও সমানভাবে সুস্পষ্ট! আপনার ওই এস্কিমোর খুলি আর নিগ্রোর খুলির মধ্যে যে তফাত, আধপেনি দামের অগোছালো সান্ধ্য-দৈনিক ছাপা আর 'টাইমস' প্রবন্ধের ছোটো ছোটো বরজয়িস হরফের[৬] মধ্যে সেই একই তফাত ধরা পড়ে যায় আমার চোখে। অপরাধ বিষয়ে বিশেষ বিশেষজ্ঞ হতে গেলে হরফ দেখেই চিনতে পারার বিদ্যে একটা রীতিমতো অসাধারণ জ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে; যদিও স্বীকার করছি, খুব অল্প বয়সে 'লিডস মার্কারি'[৭] আর 'ওয়েস্টার্ন মর্নিং ক্রনিকল'[৮]-এর হরফ দেখে গুলিয়ে ফেলেছিলাম। তবে কি জানেন, 'টাইমস' কাগজের প্রধান সম্পাদকীর একেবারেই আলাদা জাতের, এ-শব্দগুলো অন্য কোনো কাগজে নেওয়া হয়নি— কখনোই নয়। যেহেতু কাজটা সারা হয়েছে গতকাল, তাই গতকালের 'টাইমস' থেকে নেওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি করে দেখা দিয়েছিল।'

স্যার হেনরি বাস্কারভিল বললেন, 'আপনার কথা শুনে যদ্দূর বুঝছি, এই চিঠির শব্দগুলো কেউ কাঁচি দিয়ে কেটে—'

'নখ কাটা কাঁচি দিয়ে', বললে হোমস। 'কাঁচির ফলা দুটো খুবই ছোটো। 'ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না' কাটতে গিয়ে দু-বার কাঁচি চালাতে হয়েছে।'

'ঠিক। ছোটো ফলাওলা কাঁচি দিয়ে শব্দগুলো কেউ কেটেছে, তারপর ময়দার আঠা দিয়ে—'

'গঁদের আঠা দিয়ে', বললে হোমস।

'গঁদের আঠা দিয়ে কাগজে লাগিয়েছে। কিন্তু 'জলার' শব্দটা হাতে লেখা হল কেন জানতে পারলে খুশি হতাম।'

'কারণ ছাপার অক্ষরে শব্দটা পাওয়া যায়নি। অন্য শব্দগুলো সোজা, যেকোনো দিনের সংখ্যাতেই পাওয়া যায়, কিন্তু 'জলার' শব্দটা চট করে চোখে পড়ে না।'

'ঠিক বলেছেন, বুঝলাম ব্যাপারটা। চিঠির বয়ানে আর কিছু চোখে পড়ল, মি. হোমস?'

'দু-একটা ইঙ্গিত চোখে পড়েছে, তবে অত্যন্ত যত্নসহকারে যাবতীয় সূত্র মুছে ফেলা হয়েছে। লক্ষ করেছেন নিশ্চয়, ঠিকানাটা লেখা হয়েছে অসমান ছাঁদে। কিন্তু টাইমস এমনই একটা কাগজ যা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া কারু হাতে সচরাচর যায় না। তাহলেই ধরে নিচ্ছি, ঠিকানা যে লিখেছে, সে লেখাপড়া জানা মানুষ— কিন্তু অশিক্ষিত সেজে থাকতে চাইছে। হাতের লেখা লুকোনোর এই চেষ্টা, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে হয় তার হাতের লেখা আপনি চেনেন অথবা চিনে ফেলতে পারেন। তারপর দেখুন, শব্দগুলো সঠিক লাইনে গঁদ দিয়ে সাঁটা হয়নি। যেমন, এই 'প্রাণের' শব্দটা— লাইনের যেখানে থাকার কথা, সেখান থেকে ঠেলে উঠে পড়েছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে শব্দ যে কেটেছে, হয় সে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে উত্তেজনার চোটে মেপেজুপে লাগায়নি, অথবা সে অসতর্ক পুরুষ। আমি কিন্তু প্রথম মতবাদের পক্ষপাতী। কেননা বিষয়টা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং এ-চিঠি যে সৃষ্টি করেছে, সে অসতর্ক পুরুষ, ভাবতে পারছি না। তাড়াতাড়িই যদি করে থাকে, কেন তাড়াতাড়ি করেছিল সেটাই হবে একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। কেননা, মাঝরাত পর্যন্ত যেকোনো সময়ে চিঠি ডাকে ফেললে হোটেল ছেড়ে বেরোনোর আগে স্যার হেনরির হাতে পৌঁছে যেত। তবে কি বাধা পাওয়ার আশঙ্কা করেছিল পত্রলেখক? কে বাধা দিত?'

ডক্টর মর্টিমার বললেন, 'আমরা কিন্তু এবার অনুমানের রাজ্যে ঢুকে পড়েছি।'

'বরং বলুন এমন একটা রাজ্যে ঢুকেছি যেখানে বিভিন্ন সম্ভাবনা পাল্লায় চাপিয়ে দেখি কোনটা বেশি ভারী, বেছে নিই যেটা সবচেয়ে বেশি সম্ভবপর। এ হল কল্পনার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগপদ্ধতি, দূর কল্পনা শুরু করতে হবে কিন্তু বস্তুজগতের বনেদের ওপর। আপনি বলবেন অনুমান, আমি কিন্তু প্রায় নিশ্চিত যে এ-ঠিকানা লেখা হয়েছে কোনো একটা হোটেল থেকে।'

'কী করে তা জানছেন?'

'খুঁটিয়ে দেখলেই চোখে পড়বে কলম আর কালি দুটোই ভুগিয়েছে লেখককে। একটিমাত্র শব্দ লিখতে গিয়ে দু-বার কালি ছিটিয়েছে কলম এবং ছোট্ট একটা ঠিকানা লিখতে গিয়ে কালি ফুরিয়েছে তিন বার। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দোয়াতে নামমাত্র কালি ছিল। বাড়ির দোয়াত বা কলম কদাচিৎ এ-রকম দুরবস্থায় থাকে— একই সাথে দুটোর এ-রকম হাল বিরল ঘটনা বললেই চলে। কিন্তু হোটেলের দোয়াত আর কলমের ছিরি কীরকম হয়, আপনি তা জানেন, এর চেয়ে ভালো জিনিস সেখানে আশা করা যায় না। শেরিংক্রসের আশপাশের হোটেলগুলোয় ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি হাঁটকালে কাটা-ছেঁড়া টাইমস সম্পাদকীয় পাওয়া যে যাবে, এ-কথা বলতে খুব একটা দ্বিধা আমার নেই। অত্যাশ্চর্য এই পত্র যে রচনা করেছে, তাকেও ধরে ফেলা যাবে অনায়াসে। আরে! আরে! আরে! এ আবার কী?'

খবরের কাগজের শব্দগুলো যে ফুলস্ক্যাপ কাগজে গঁদ দিয়ে লাগানো হয়েছে, দেখলাম, হোমস সেই কাগজখানা চোখের সামনে এক ইঞ্চি কি দু-ইঞ্চি তফাতে রেখে কী যেন দেখছে।

'কী হল?'

'কিছু না', কাগজটা প্রায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে হোমস। 'জলছাপের দাগ পর্যন্ত নেই— বেবাক ফাঁকা আধখানা একটা কাগজ। অদ্ভুত এই চিঠি থেকে অনেক কিছুই লাভ করা গেল। স্যার হেনরি, এবার বলুন, লন্ডনে পৌঁছোনোর পর কৌতূহলোদ্দীপক আর কোনো ঘটনা ঘটেছে আপনাকে নিয়ে?'

'না, মি. হোমস, মনে তো হয় না।'

'আপনার পিছু নিচ্ছে বা আপনার ওপর নজর রাখছে, এমন কাউকে লক্ষ করেননি?'

'সস্তার রোমাঞ্চ উপন্যাসের নায়ক হয়ে পড়েছি মনে হচ্ছে? আরে মশাই, আমার পেছন নিয়ে বা আমার ওপর নজর রেখে কার কী লাভ বলতে পারেন?'

'বলছি সে-কথা। সে-প্রসঙ্গ শুরু করার আগে বলবার মতো আর কোনো খবরই কি নেই?'

'বলবার মতো কিনা, সেটা আপনার মনে করার ওপর নির্ভর করছে।'

'দৈনন্দিন জীবনের বাইরে যা কিছু, সবই বলবার মতো ঘটনা বলে জানবেন।'

মৃদু হাসলেন স্যার হেনরি, 'ইংরেজদের দৈনন্দিন জীবনের খবর আমি খুব একটা রাখি না। জীবনের বেশির ভাগ কাটিয়েছি কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব এক পাটি বুট জুতো হারানোটা নিশ্চয় এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে পড়ে না।'

'এক পাটি বুট জুতো হারিয়েছেন?' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন ডক্টর মর্টিমার। 'হোটেলে ফিরে গিয়েই দেখবেন আপনার জুতো আপনার কাছেই আবার ফিরে এসেছে। সামান্য এই বিষয় নিয়ে মি. হোমসকে উত্ত্যক্ত করে লাভ কী বলতে পারেন?'

'উনি কিন্তু বলেছেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাইরে যা কিছু ঘটেছে, সব বলতে হবে।'

'ঠিকই তো', বললে হোমস। যত উদ্ভটই হোক না কেন, তবুও তা শুনতে হবে। একপাটি বুট হারিয়েছে আপনার?'

'নিশ্চয় কোথাও পড়ে-টড়ে আছে। কাল রাত্রে দরজার সামনে দু-পাটি রেখেছিলাম, আজ সকালে উঠে দেখি এক পাটি রয়েছে। বুটপালিশ ছোকরার পেট থেকে কথা বার করতে পারলাম না। সবচেয়ে যাচ্ছেতাই হল, বুটজোড়া কালকেই রাত্রে কিনেছিলাম স্ট্যান্ড থেকে, একবারও পায়ে দিয়ে হাঁটা হয়নি।'

'যদি পায়ে দিয়েই না-থাকেন তো পরিষ্কার করার জন্যে বাইরে রেখেছিলেন কেন?'

'কষ লাগিয়ে পাকা করা কাঁচা চামড়ার বুট তো, ভার্নিশ ছিল না। তাই রেখে ছিলাম বাইরে।'

'আপনি তাহলে গতকাল লন্ডনে পা দিয়েই বেরিয়েছিলেন? জুতো কিনে হোটেলে ফিরেছিলেন?'

'বেশ কিছু কেনাকাটাও করেছিলাম। ডক্টর মর্টিমার আমার সঙ্গে ছিলেন। ব্যারনেট হয়ে থাকতে গেলে সাজপোশাক সেইরকম হওয়া দরকার। পশ্চিমে অত হিসেব করে চলিনি। অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল বাদামি বুটজোড়া— ছ-ডলার দিয়ে কিনেছিলাম— পায়ে দেওয়ার আগেই চুরি হয়ে গেল এক পাটি।'

শার্লক হোমস বললেন, 'চুরি করার মতো জিনিসই নয় এটা— কোনো কাজেই লাগবে

না। ডক্টর মর্টিমারের সঙ্গে আমিও একমত। শিগ্গিরই যথাস্থানে ফিরে আসবে নিখোঁজ বুটের পাটি।'

সংকল্প দৃঢ় স্বরে ব্যারনেট বললেন, 'জেন্টলমেন, আমি যেটুকু জানি, সবই বললাম। এবার আপনাদের কথা রাখুন। বলুন কী নিয়ে এত গোলমাল।'

'আপনার অনুরোধ খুবই যুক্তিযুক্ত', জবাব দিলেন হোমস। 'ডক্টর মর্টিমার, গল্পটা আমাদের যেভাবে শুনিয়েছিলেন, সেইভাবেই বললে একটা কাজের কাজ করবেন।'

উৎসাহ পেয়ে পকেট থেকে পাণ্ডুলিপির তাড়া টেনে বার করলেন বৈজ্ঞানিকবন্ধু এবং গতকাল সকালে যেভাবে বলেছেন, সেইভাবেই নিবেদন করলেন সম্পূর্ণ কেসটা। অত্যন্ত তন্ময়ভাবে শুনলেন স্যার হেনরি বাস্কারভিল মাঝে মাঝে কেবল চেঁচিয়ে উঠলেন বিস্ময়ে।

সুদীর্ঘ বিবৃতি সমাপ্ত হলে পর বললেন, 'উত্তরাধিকার সূত্রে শুধু সম্পত্তি নয়, তার মানে একটা অভিশাপ আর প্রতিশোধও পেয়েছি দেখছি। ধাইমা-র ঘরে যখন থাকতাম, তখন থেকেই অবশ্য এই কুকুরের গল্প শুনেছি। পরিবারের প্রিয় কাহিনি। আমি কিন্তু খুব একটা পাত্তা দিইনি কোনোদিনই। কাকার মৃত্যুটা অবশ্য— ব্যাপারটা এখনও ধোঁয়াটে আমার কাছে, মাথার মধ্যে যেন ফুটছে। কেসটি পুলিশের না পুরুতঠাকুরের সেইটাই ঠিক করা যাচ্ছে না।'

'খাঁটি বলেছেন।'

'তারপরেই ধরুন হোটেলে পাঠানো এই চিঠির ব্যাপারটা। বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে।'

ডক্টর মর্টিমার বললেন, 'জলার কাণ্ডকারখানার খবরাখবর আমাদের চাইতে বেশি কেউ জানে, এই চিঠি পড়ে তা মনে হচ্ছে।'

হোমস বললে, 'এবং সেই ব্যক্তি আপনার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নয়— তাই বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি পাঠাচ্ছে।'

অথবা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই আমাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইছে।

তাও সম্ভব। ডক্টর মর্টিমার, আপনার কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এমন একটা সমস্যায় আমাকে টেনে এনেছেন যার অনেকগুলো কৌতূহলোদ্দীপক বিকল্প। কিন্তু একটা কার্যকর বিষয় এখুনি ঠিক করতে হবে আমাদের। স্যার হেনরি, বিষয়টা এই— বাস্কারভিল হলে আপনার এখন যাওয়াটা সমীচীন হবে কিনা।'

'কেন যাব না শুনি? বিপদটা কীসের বলে মনে হয় আপনার? ভয়টা কাকে? পারিবারিক শত্রু সেই শয়তানকে? না, মানুষকে?'

'সেইটাই তো বার করতে হবে।'

'বিপদ যে ধরনেরই হোক না কেন, আমার জবাবের নড়চড় হবে না। আমার বাপপিতামহের ভিটেয় যাওয়া রোধ করতে পারে, এমন শয়তান নরকে নেই, এমন মানুষও মর্ত্যে নেই। মি. হোমস এই আমার শেষ জবাব।' কথা বলতে বলতে কালচে লাল হয়ে গেল স্যার হেনরির মুখ, গ্রন্থিল হল কালো ভুরু। বেশ বোঝা গেল, বাস্কারভিল বংশের প্রচণ্ড মেজাজ শেষ বংশধরটির মধ্যেও লোপ পায়নি। বললেন, 'ইতিমধ্যে যা বললেন, তা নিয়ে ভাববার সময় আমার নেই। একবারেই সব বুঝে নিয়ে মন ঠিক করে ফেলাটা যেকোনো মানুষের কাছেই একটা বিরাট ব্যাপার। মনস্থির করতে আমাকে নির্জনে ঘণ্টাখানেক বসতে

হবে। মি. হোমস, আপনার বন্ধুকে নিয়ে দুটো নাগাদ আসবেন? একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাবে? তখন আরও স্পষ্টভাবে বলতে পারব এ-ব্যাপারে আমার মনের অবস্থা।'

'তাহলে আসছি জানবেন।'

'গাড়ি ডেকে দেব?'

'আমি বরং হেঁটেই ফিরব। একটু চঞ্চল হয়েছি এ-ব্যাপারে।'

ডক্টর মর্টিমার বললেন, 'আমিও সানন্দে হাঁটব আপনার সঙ্গে।'

'তাহলে ফের দুটোয় দেখা হবে। আসুন, সুপ্রভাত।'

সাক্ষাৎপ্রার্থী দু-জনের পায়ের আওয়াজ সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল, তারপরেই দড়াম করে বন্ধ হল সামনের দরজা। পরমুহূর্তে উধাও হল হোমসের অবসন্ন স্বপ্নাচ্ছন্নতা— বিদ্যুৎ খেলে গেল হাতে পায়ে।

'টুপি আর বুট পরে নাও, ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি! একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না।' ড্রেসিং গাউন পরেই ঘর থেকে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল হোমস, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল গায়ে ফ্রককোট চাপিয়ে। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে এসে পড়লাম রাস্তায়। প্রায় দু-শো গজ সামনে তখনও দেখা যাচ্ছে ডক্টর মর্টিমার আর বাস্কারভিলকে— চলেছেন অক্সফোর্ড স্ট্রিটের[১] দিকে।

'দৌড়ে গিয়ে দাঁড় করাব?'

'ভায়া ওয়াটসন, ও-কাজটি কোরো না। তোমার সঙ্গ পেয়েই আমি বিলক্ষণ সন্তুষ্ট— অবশ্য আমার সঙ্গ যদি পছন্দ হয় তোমার। আমাদের নতুন বন্ধু দু-জন দেখছি বুদ্ধিমান পুরুষ— সকালটা সত্যিই অতি চমৎকার— হাঁটবার উপযুক্ত।'

মাঝের ব্যবধান অর্ধেক কমিয়ে না-আনা পর্যন্ত দ্রুত পা চালাল হোমস। এক-শো গজ ব্যবধান বজায় রেখে পেছন পেছনে এলাম অক্সফোর্ড স্ট্রিটে, সেখান থেকে রিজেন্ট স্ট্রিটে। সামনের দুই বন্ধু একবার একটা দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে শো-কেসের দিকে তাকিয়ে রইলেন, হুবহু তাই করল শার্লক হোমসও। পরমুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠল হৃষ্টকণ্ঠে। অনুসরণ করলাম ওর সাগ্রহ দৃষ্টি। দেখলাম, রাস্তার উলটোদিকে দাঁড়িয়ে একটা দু-চাকার ঘোড়ার গাড়ি, ভেতরে একজন পুরুষ আরোহী। আমি তাকাতে-না-তাকাতেই গাড়িটা আবার আস্তে আস্তে এগোল সামনের দিকে।

'ওয়াটসন! ওয়াটসন! ওই সেই লোক! চলে এসো, আর কিছু না-পারি, চেহারাটা ভালো করে দেখে রাখি।'

তৎক্ষণাৎ গাড়ির পাশের জানলা দিয়ে আমাদের দিকে তাকাল অন্তর্ভেদী একজোড়া চক্ষু— ঝোপের মতো কালো দাড়িতে আচ্ছন্ন একখানা মুখ। সঙ্গেসঙ্গে ছিটকে উঠে গেল গাড়ির ছাদের ঠেলে-তোলা দরজা— আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কী যেন বলা হল কোচোয়ানকে— অমনি রিজেন্ট স্ট্রিটের ওপর দিয়ে উন্মত্ত বেগে যেন উড়ে চলল গাড়িখানা। বিপুল আগ্রহে আর একটা ভাড়াটে গাড়ির আশায় আশপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল হোমস, কিন্তু কোনো গাড়িই চোখে পড়ল না। তখন পাগলের মতো ধেয়ে চলল ধাবমান গাড়ির পেছন পেছন গাড়িঘোড়ার স্রোতের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু পাল্লা দেওয়া গেল না— দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হল সামনের গাড়ি।

গাড়ির জানালায় দাড়িওয়ালা মুখ। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০৩)

'পালাল!' যানবাহন বন্যার মধ্যে থেকে বিষম বিরক্তিতে নীরক্ত মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এসে তিক্তকণ্ঠে বললে হোমস। 'এ-রকম যাচ্ছেতাই বরাত আর যাচ্ছেতাই কাজ কখনো দেখেছ? ওয়াটসন! ওয়াটসন! সততা বলে যদি কিছু থাকে তোমার মধ্যে, আমার সাফল্যের পাশে চরম এই ব্যর্থতার কাহিনিও লিখে রাখ হে!'

'লোকটা কে?'

'কিস্সু জানি না।'

'চর?'

'হতে পারে, শহরে পা দেওয়া ইস্তক ছায়ার মতো লোক ঘুরছে বাস্কারভিলের পেছন পেছন। তা না-হলে উনি নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে উঠবেন ঠিক করেছেন, এত তাড়াতাড়ি লোকটা জানল কী করে? প্রথম দিন যারা ছায়ার মতো পেছন পেছন ঘুরেছে, মনকে বোঝালাম— দ্বিতীয় দিনেই নিশ্চয় তারা পেছন ছাড়বে না। ডক্টর মর্টিমার যখন কিংবদন্তি পড়ে শোনাচ্ছিলেন, মনে থাকতে পারে তোমার দু-বার জানলার সামনে দিয়ে ঘুরে এসেছিলাম।'

'হ্যাঁ মনে আছে।'

রাস্তায় কেউ পায়চারি করছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ ছিল না। ওয়াটসন, যার সঙ্গে টক্কর লেগেছে আমাদের, সে কিন্তু মহা ধড়িবাজ। জল ক্রমশ গভীর হচ্ছে। আড়ালে থেকে যে আমাদের ওপর নজর রেখেছে, সে আমাদের ইষ্ট চায়, না, অনিষ্ট চায় এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। তবে তার কাজকর্মের মধ্যে শক্তির চমক আর নিখুঁত পরিকল্পনার আভাস দেখেছি। বন্ধু দু-জন রাস্তায় পা দিতেই পেছন পেছন আমি নেমে এসেছিলাম ওঁদের অদৃশ্য সহচরকে দেখবার মতলবে। লোকটা এতই ধূর্ত যে নিজের পা জোড়ার ওপর ভরসা না-রেখে ভাড়াটে গাড়ির শরণ নিয়েছে, যাতে দরকার মতো পেছন পেছন যাওয়া যাবে, নয়তো পাশ দিয়ে বেগে বেরিয়ে যাওয়া যাবে— চোখ এড়িয়ে পালানো যাবে। ব্যবস্থাটার আর একটা সুবিধে ছিল। বন্ধু দু-জন যদি ভাড়াটে গাড়িতে চাপে, গাড়ির জন্যে আর ছুটোছুটি করতে হবে না— অনায়াসে যাবে পেছন পেছন। একটা অসুবিধে অবশ্য থেকে যাচ্ছে এ ব্যবস্থায়!'

'কোচোয়ানের অধীন থাকতে হচ্ছে।'

'ঠিক।'

'ইস, গাড়ির নাম্বারটা যদি লিখে নিতাম।'

'ভায়া ওয়াটসন, কাজটা খুবই খারাপ করেছি সন্দেহ নেই, তাই বলে, নম্বরটা দেখে রাখিনি, সত্যিই মনে কারো নাকি? নম্বরটা ২৭০৪। এই মুহূর্তে অবশ্য ও-নম্বর কোনো কাজে আসছে না।'

'এর বেশি আর কী করণীয় ছিল আমার মাথায় আসছে না।'

'গাড়িটা চোখে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে অন্যদিকে ফিরে হাঁটা উচিত ছিল। তাহলে ধীরেসুস্থে আর একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে বেশ খানিকটা তফাতে থেকে সামনের গাড়িকে ফলো করতে পারতাম, তার চাইতেও ভালো করতাম নরদামবারল্যান্ড হোটেলে গিয়ে যদি অপেক্ষা করতাম। অজ্ঞাত এই ব্যক্তি যখন বাস্কারভিলের পেছন ছাড়বে না— বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করবেই— তখন ওর চালেই ওকে ধরতাম— যেখানে চলেছে সেখানে গিয়েই ওত পেতে থাকতাম! কিন্তু

অবিবেচকের মতো আগ্রহ দেখিয়ে ফেলে সব মাটি করেছি। অসাধারণ ক্ষিপ্রতা আর উদ্যম দেখিয়ে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে প্রতিপক্ষ— নিজেদের ধরা দিয়েছি, প্রতিপক্ষকে হারিয়েছি।'

কথা বলতে বলতে অলসভাবে হাঁটছি রিজেন্ট স্ট্রিট বরাবর, সঙ্গীসহ ডক্টর মর্টিমার বহু আগেই অদৃশ্য হয়েছেন দৃষ্টিপথ থেকে।

হোমস বললে, 'ওঁদের পেছন পেছন গিয়ে লাভ নেই। ছায়া উধাও হয়েছে, আর ফিরবে না। দেখা যাক হাতে এবার কী তাস আসে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। গাড়ির ভেতরকার লোকটার মুখ কীরকম, হলফ করে বলতে পারবে?'

'শুধু দাড়িটার কথাই হলফ করে বলতে পারব।'

'আমারও সেই কথা— এই থেকেই ধরে নেব, দাড়িটা নিশ্চয় নকল। এ ধরনের সূক্ষ্ম কাজে ধড়িবাজরা যখন নামে, তখন দাড়ি জিনিসটা কোনো কাজেই আসে না— চেহারা গোপন করা ছাড়া। এদিকে এসো, ওয়াটসন!'

আঞ্চলিক বার্তাবাহকদের[১০] একটা অফিসে ঢুকে পড়েছে হোমস। ওকে দেখেই সাদর অভ্যর্থনা জানায় ম্যানেজার।

'উইলসন যে! ছোট্ট সেই কেসটার কথা এখনও ভোলোনি দেখছি। আমার কপাল ভালো, তাই তোমাকে সাহায্য করতে পেরেছিলাম।'

'কিছুই ভুলিনি, স্যার। আমার সুনাম শুধু নয়, জীবনটাও রক্ষে করেছিলেন আপনি।'

'আরে ভায়া, বড্ড বাড়িয়ে বলছ। উইলসন, বন্ধুর মনে পড়ছে কার্টরাইট নামে একটা ছোকরা তোমার এখানে কাজ করত। গতবারের তদন্তে সে বেশ দক্ষতা দেখিয়েছিল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এখনও কাজ করে এখানে।'

'ঘণ্টা বাজিয়ে একটু ডেকে পাঠাবে? ধন্যবাদ! পাঁচ পাউন্ডের এই নোটটা ভাঙিয়ে দিয়ো।'

ম্যানেজারের তলব পেয়ে চোদ্দো বছরের এক কিশোর এসে দাঁড়াল সামনে। উজ্জ্বল, শানিত মুখ। সুবিখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবরের দিকে চেয়ে রইল অপরিসীম শ্রদ্ধায়।

হোমস বললে, 'হোটেল ডিরেক্টরিটা দেখি। ধন্যবাদ। কার্টরাইট, তেইশটা হোটেলের নাম দেখছি এখানে— সবই শেরিংক্রসের ধারেকাছে। দেখেছ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'প্রত্যেকটা হোটেলে তুমি যাবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গিয়েই আগে বাইরের দারোয়ানকে একটা শিলিং দেবে। এই নাও তেইশটা শিলিং।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বলবে, গতকালের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িগুলো দেখতে চাই। বলবে, একটা গুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রাম অন্য ঠিকানায় চলে গেছে— খুঁজে বার করতে হবে, বুঝেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আসলে কিন্তু খুঁজবে গতকালের টাইমস কাগজের মাঝের পাতা— দেখবে কাঁচি দিয়ে কতকগুলো ফুটো করা রয়েছে কাগজের মাঝখানে। এই পাতাটা। দেখলেই চিনতে পারবে— তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'প্রত্যেক হোটেলেই বাইরের দারোয়ান হল ঘরের দারোয়ানকে ডেকে পাঠাবে, তাকেও একটা শিলিং দেবে। এই নাও তেইশটার মধ্যে খুব সম্ভব কুড়িটা হোটেলে শুনবে, গতকালের ছেঁড়া কাগজ ফেলে দেওয়া হয়েছে, অথবা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। বাকি তিনটে হোটেলে তাগাড় করা কাগজ দেখিয়ে দেওয়া হবে তোমাকে— টাইমস-এর এই পাতাখানা তার মধ্যে তুমি খুঁজবে। না-পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। জরুরি দরকারের জন্যে এই নাও আরও দশ শিলিং। সন্ধের আগেই বেকার স্ট্রিটে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেবে কী পাওয়া গেল। ওয়াটসন, এবার একটা কাজই বাকি রইল। টেলিগ্রাম মারফত ২৭০৪ নম্বর ছ্যাকড়াগাড়ির কোচোয়ানকে শনাক্ত করতে হবে। তারপর বন্ড স্ট্রিট ললিতকলা প্রদর্শনীর[১১] ঘরে গিয়ে ছবি দেখব হোটেলে যাওয়ার সময় না-হওয়া পর্যন্ত।'

৫। তিনটে ছিন্নসূত্র

ইচ্ছে করলেই মনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ক্ষমতা অত্যন্ত আশ্চর্য মাত্রায় উপস্থিত ছিল শার্লক হোমসের মধ্যে। ঝাড়া দু-ঘণ্টা বেলজিয়ান শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্যে বেমালুম হারিয়ে ফেলল নিজেকে— একেবারেই ভুলে গেল কী বিচিত্র ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি আমরা সবাই। ছবির জগৎ সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই স্থূল, কিন্তু প্রদর্শনীকক্ষ থেকে বেরিয়ে নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে পৌঁছোনোর পথে ছবির আলোচনা ছাড়া আর কোনো কথার মধ্যেই গেল না।

হোটেলে যেতেই কেরানি বললে, 'ওপরতলায় স্যার হেনরি বাস্কারভিল অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে। আপনারা এলেই ওপরে নিয়ে যেতে বলেছেন আমাকে।'

হোমস বললে, 'রেজিস্টারে একটু চোখ বুলোলে আপত্তি আছে?'

'একদম না।'

খাতার পাতায় দেখা গেল বাস্কারভিল হোটেলে ওঠার পর আরও দুটি নাম লেখা হয়েছে। একটা থিয়োফিলাস জনসন এবং তাঁর পরিবার— নিউক্যাস্‌ল্[১] থেকে এসেছেন; আরেকটা মিসেস ওল্ডমোর এবং তাঁর পরিচারিকা— অ্যালটনের[২] হাইলজ থেকে এসেছেন।

দারোয়ানের সঙ্গে যেতে যেতে হোমস বললেন, 'জনসন ভদ্রলোককে চিনি। উকিল মানুষ, তাই না? মাথার চুল সব সাদা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন?'

'আজ্ঞে না, ইনি কয়লাখনির মালিক। খুব চটপটে। বয়স আপনার চেয়ে বেশি নয়।'

'জানছ কী করে উনি কী কাজ করেন? ভুল করছ মনে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে না, এ হোটেলে উনি নতুন নন, অনেক বছর ধরে আসছেন। আমরা সবাই তাঁকে ভালোভাবেই জানি।'

'তাহলে তো মিটেই গেল। মিসেস ওল্ডমারের নামটাও যেন চেনা চেনা লাগছে। কৌতূহল দেখাচ্ছি বলে কিছু মনে কোরো না; তবে কী জানো, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে অনেক সময়ে আরেক বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হয়ে যায়।'

'উনি পঙ্গু। স্বামী এককালে গ্লসেস্টারের[৩] মেয়র ছিলেন। শহরে এলেই এখানে ওঠেন।'

'ধন্যবাদ; উনি যে আমার পরিচিত, আর তা বলা যাবে না। ওয়াটসন, প্রশ্নগুলো করে কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা খাড়া করে ফেললাম,' পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার সময়ে খাটো গলায় বলল হোমস। 'আমাদের এই বন্ধুটিকে নিয়ে যাদের এত মাথাব্যথা, তারা কেউই এ-হোটেলে ওঠেনি— সেটা জানা গেল। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই: স্যার হেনরিকে ওরা চোখে চোখে রাখতে যেমন উদ্‌বিগ্ন, স্যার হেনরিও যাতে ওদের দেখে না-ফেলে, সে-ব্যাপারেও সমান উদ্‌বিগ্ন। ঘটনাটা কিন্তু অতিশয় সংকেতপূর্ণ।'

'কীসের সংকেত?'

'সংকেতটা— আরে, আরে, ভায়া, এ আবার কী কাণ্ড?'

সিঁড়ির মাথায় আসতেই প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা খেলাম স্বয়ং স্যার হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে, এক হাতে ধূলিধূসরিত পুরোনো একপাটি বুটজুতো ঝুলছে। এমনই উগ্রমূর্তি ধারণ করেছেন যে ভালো করে কথা বলতে পারছেন না। কথা যখন ফুটল, সে-কথা বোঝে কার সাধ্য। এ-রকম পশ্চিমি টানে কথা বলতে সকালে তো শুনিনি।

চিৎকার করে বললেন, 'ভেবেছে কি ওরা? বাঁদরামি হচ্ছে আমার সঙ্গে? ভুল জায়গায় খাপ খুলতে এসেছে, ঠেলাটা টের পাইয়ে ছাড়ব বলে দিলাম। নিখোঁজ বুটের পাটি যদি ও-ছোঁড়া উদ্ধার করতে না-পারে তো ওর একদিন কি আমার একদিন। ফষ্টিনষ্টির একটা সীমা আছে, মি. হোমস, এ-হোটেল সে-মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

'এখনও বুট খুঁজছেন?'

'খুঁজছি এবং খুঁজে বার করবই।'

'কিন্তু আপনি তো বলছিলেন বাদামি বুট হারিয়েছে?'

'সেটা তো গেছেই, এখন গেল একটা পুরোনো কালো বুট।'

'সে কী! আপনি কি তাহলে বলতে চান—?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই বলতে চাই। তিন জোড়া জুতোর মালিক আমি— নতুন বাদামি, পুরোনো কালো, আর পেটেন্ট চামড়া— যা এখন পরে আছি। কাল রাতে সরিয়েছে একপাটি বাদামি, এখন সরাল একপাটি কালো। বুঝেছেন? কী হে? চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? হাঁ করে চেয়ে না-থেকে মুখে কথা বলতে কী হয়েছে?'

অকুস্থলে আবির্ভূত হয়েছে জনৈক উত্তেজিত জার্মান ওয়েটার।

'পেলাম না, স্যার, তন্নতন্ন করে খুঁজে এলাম সমস্ত হোটেল, কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

'সূর্য ডোবার আগে যদি জুতো ফিরে না-পাই, সোজা ম্যানেজারের অফিসে যাব— সেখান থেকে রাস্তায়— এ-হোটেলে আর নয়— এই বলে দিলাম।'

'পাওয়া যাবে স্যার, আমি বলছি পাওয়া যাবে। একটু ধৈর্য ধরুন, খুঁজে বার করবই।'

'যত্তোসব চোরেদের আড্ডা। জুতো চুরি বার করে দেব! মি. হোমস সামান্য এই ব্যাপারে আপনাকে কষ্ট দিতে আমি—'

'আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা সামান্য নয় এবং কষ্টটুকু দিয়ে ভালোই করলেন।'

'তার মানে? আপনি দেখছি বিলক্ষণ সিরিয়াস?'

'জুতো চুরির কারণটা বুঝিয়ে দিতে পারেন?'

'বোঝানোর চেষ্টাও করতে চাই না। এর চাইতে উদ্ভট, সৃষ্টিছাড়া পাগলামি জীবনে কখনো দেখিনি।'

'সৃষ্টিছাড়া তো বটেই', চিন্তিতস্বরে বললে হোমস।

'আপনার কী মনে হয়?'

'আমিও যে সব বুঝে ফেলেছি, তা বলব না। স্যার হেনরি, আপনার এ-কেস অত্যন্ত জটিল। বিশেষ করে আপনার কাকার মৃত্যুর পটভূমিকায় যদি বিচার করতে হয় সৃষ্টিছাড়া এই সব ঘটনা, তাহলে ধরব, সারাজীবনে আমি যে শ'পাঁচেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেসের[৪] ফয়সালা করেছি— তার কোনোটাই আপনার এই কেসের মতো প্যাঁচালো ছিল না। তবে কী জানেন, অনেকগুলো সূত্র হাতে নিয়ে বসে আছি তো, একটা-না-একটা ধরে ঠিক পৌঁছে যাব মূল সত্যে। ভুল সূত্র ধরে হয়তো কিছুটা সময় নষ্ট করে ফেলতে পারি, কিন্তু আজ হোক কি কাল হোক— সঠিক সূত্র ধরে ফেলবই।'

লাঞ্চ খেলাম তৃপ্তির সঙ্গে এবং মনোরম পরিবেশে। যে-ঝামেলায় জড়িয়ে একত্র হয়েছি, তা নিয়ে কথা হল খুবই কম। প্রাইভেট রুমে বসবার পর বাস্কারভিলকে হোমস জিজ্ঞেস করল কী করবেন বলে ঠিক করলেন তিনি।

'বাস্কারভিল হলে যাব।'

'কবে?'

'এই সপ্তাহের শেষে?'

'মোটের ওপর সিদ্ধান্তটা বুদ্ধিমানের মতোই নিয়েছেন আপনি', বললেন হোমস। 'আপনার পেছনে লোক ঘুরছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমি পেয়েছি। লক্ষ লক্ষ লোকে ঠাসা বিরাট এই শহরে যারা আপনার ওপর নজর রেখেছে, তাদের খুঁজে বার করা বা তাদের উদ্দেশ্যটা জানা খুবই কঠিন ব্যাপার। উদ্দেশ্য যদি অশুভ হয়, আপনার অনিষ্ট করতে পারে— আমরা তা আটকাতে পারব না। ডক্টর মর্টিমার, আজ সকালে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর আপনার পেছনে লোক লেগেছিল জানেন কি?'

ভীষণ চমকে উঠলেন ডক্টর মর্টিমার। 'লোক লেগেছিল! কে সে?'

'দুর্ভাগ্যবশত সেটা বলতে পারব না। ডার্টমুরে আপনার চেনাজানা বা প্রতিবেশীদের মধ্যে দাড়িওয়ালা[৫] কেউ আছে? মুখভরতি দাড়ি?'

'না— ইয়ে, দাঁড়ান— আরে, হ্যাঁ। স্যার চার্লসের খাসচাকর ব্যারিমুরেরই তো মুখভরতি কালো চাপদাড়ি আছে।'

'আচ্ছা! ব্যারিমুর এখন কোথায়?'

'বাস্কারভিল হলের দেখাশুনা করছে।'

'সত্যিই সে সেখানে আছে, না কি লন্ডনে এসেছে, তা জানতে হবে।'

'কী করে জানবেন?'

'একটা টেলিগ্রাম ফর্ম দিন। 'স্যার হেনরির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ?' ওতেই হবে। ঠিকানা লিখুন, ব্যারিমুর, বাস্কারভিল হল। সবচেয়ে কাছের টেলিগ্রাফ অফিস কোনটা? গ্রিমপেন। ঠিক আছে,

গ্রিমপেনের পোস্টমাস্টারকে আর একখানা টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি : 'মি. ব্যারিমুরের টেলিগ্রাম তার হাতে দেবেন। বাড়িতে না-পেলে, নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে স্যার হেনরি বাস্কারভিলের কাছে ফেরত পাঠাবেন!' সন্ধের আগেই জানতে পারব ব্যারিমুর ডেভনশায়ারে আছে কি নেই।'

বাস্কারভিল বললেন, 'তা তো হল। কিন্তু এই ব্যারিমুরটি কে, ডক্টর মর্টিমার?'

'আগের কেয়ারটেকারের ছেলে— সে-লোকটি মারা গেছে। চার পুরুষ ধরে বাস্কারভিল হল দেখাশুনা করছে এরা। যদ্দুর জানি, ওরা স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই সজ্জন— গাঁয়ের প্রত্যেকে যথেষ্ট সম্মান দেয়।'

বাস্কারভিল বললেন, 'এটাও ঠিক যে বাস্কারভিল হলে ফ্যামিলির কেউ যদ্দিন না-থাকছে, তদ্দিন এদের পোয়াবারো। কিছু না-করেই চমৎকার প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি দিব্যি ভোগ করতে পারছে।'

'তা ঠিক।'

'স্যার চার্লসের উইলে ব্যারিমুর কিছু পেয়েছে?' শুধোয় হোমস।

'স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই পাঁচ-শো পাউন্ড করে পেয়েছে।'

'আচ্ছা! ওরা কি জানে টাকা পাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, জানে। উইলে কাকে কী দিয়েছেন, তাই নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন স্যার চার্লস।'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।'

ডক্টর মর্টিমার বললেন, 'স্যার চার্লস ইচ্ছাপত্রে যাদের টাকা দিয়ে গেছেন, আশা করি তাদের সবাইকে সন্দেহ করবেন না। কেননা, উনি আমাকেও হাজার পাউন্ড দিয়ে গেছেন।'

'বটে! আর কেউ?'

'সামান্য অঙ্কের টাকা অনেককে দিয়েছেন— দাতব্য প্রতিষ্ঠানেও অনেক দান করেছেন। বাদবাকি সমস্ত পাবেন স্যার হেনরি।'

'বাদবাকি টাকার অঙ্কটা কী?'

'সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউন্ড।'

বিস্ময়ে ভুরু তুলে ফেলল শার্লক হোমস। বলল, 'এইরকম টাকার পাহাড় এ-কেসে জড়িয়ে রয়েছে ভাবিনি।'

'স্যার চার্লস বড়োলোক, সবাই তা জানত। কিন্তু কতখানি বড়োলোক, তা তাঁর মৃত্যুর পর দলিল দস্তাবেজ দেখতে গিয়ে জানলাম। জমিদারির মোট মূল্য প্রায় দশ লক্ষ পাউন্ড।'

'বলেন কী! এ-টাকার জন্য যেকোনো ঝুঁকি নিয়ে মরণ-বাঁচন খেলা শুরু করা যায় বই কী। আর একটা প্রশ্ন, ডক্টর মর্টিমার। ধরুন, আমাদের এই তরুণ বন্ধুটির কিছু একটা হয়ে গেল— অনুমিতিটা অস্বস্তিকর, ক্ষমা করবেন!— সেক্ষেত্রে জমিদারি পাবে কে?'

'যেহেতু স্যার চার্লসের ছোটো ভাই রোজার বাস্কারভিল বিয়ে না-করে মারা গেছেন, জমিদারি পাবে দূর সম্পর্কের তুতো ভাই ডেসমন্ডরা। জেমস ডেসমন্ডের বয়স হয়েছে, পুরুতগিরি করেন ওয়েস্টমুরল্যান্ডে।'

'ধন্যবাদ। খবরগুলো সত্যিই কৌতূহল জাগায়। মি. জেমস ডেসমন্ডের সঙ্গে কখনো আলাপ হয়েছে আপনার?'

'হয়েছে, স্যার চার্লসের সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলেন— তখন। সৌম্যদর্শন পুরুষ, থাকেন সন্ন্যাসীর মতন। বেশ মনে আছে, স্যার চার্লস নিজে থেকেই পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও উনি এক কপর্দকও নিতে রাজি হননি।'

'এইরকম সরল লোক স্যার চার্লসের লাখ লাখ টাকা পাবে?'

'স্যার চার্লসের জমিদারিটাই পাবে— উইলে সেইরকমই লেখা আছে। বর্তমান ওয়ারিশ অন্য উইল না-করলে টাকাও তিনি পাবেন। স্যার হেনরি যা ভালো মনে করেন, তাই করবেন।'

'স্যার হেনরি, উইল করেছেন আপনি?'

'না, মি. হোমস এখনও করিনি। সময় পেলাম কখন? গতকাল তো জানলাম জল কদ্দুর গড়িয়েছে।' তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, উপাধি আর জমিদারির সঙ্গে টাকাও যাবে একসঙ্গে। কাকা বেচারার ইচ্ছে ছিল সেইরকমই। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টাকাই যদি না-থাকে, বাস্কারভিল বংশের গৌরব কি ফিরিয়ে আনতে পারবে জমিদারির মালিক? বাড়ি, জমি, টাকা— যাবে একসাথে।'

'ঠিক বলেছেন। স্যার হেনরি, আপনার মতো আমিও বলি আর দেরি না-করে ডেভনশায়ারে যাওয়া দরকার। শুধু একটা শর্ত আছে আমার। একলা যাবেন না— কখনোই না।'

'ডক্টর মর্টিমার আসছেন আমার সঙ্গে।'

'ডক্টর মর্টিমারকে রুগি দেখতে বেরোতে হয়, ওঁর বাড়িও আপনার বাড়ি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। শত ইচ্ছে থাকলেও আপনার পাশে উনি দাঁড়াতে পারবেন না। না, না, স্যার হেনরি, আপনি আর কাউকে সঙ্গে নিন, খুব বিশ্বাসী লোক হওয়া চাই, যে আপনার পাশে পাশে থাকতে পারে।'

'আপনি নিজে এলে হয় না, মি. হোমস?'

'সে-রকম সংকট দেখা দিলে, আমি সশরীরে হাজির হতে চেষ্টা করব। কিন্তু নানা দিক থেকে ডাক আসে আমার, কনস্যাল্টিং প্র্যাকটিস ছড়িয়েছে অনেকদূর, অনির্দিষ্টকাল লন্ডনের বাইরে থাকা আমার পক্ষে তাই সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে ধরুন ইংলন্ডের এক পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে দোহন করার চেষ্টা করছে এক ব্ল্যাকমেলার[৬]— আমি উঠে পড়ে না-লাগলে কেলেঙ্কারি ঠেকানো যাবে না। দেখতেই পাচ্ছেন ডার্টমুরে যাওয়া কতখানি অসম্ভব আমার পক্ষে।'

'তাহলে কাউকে সুপারিশ করছেন?'

আমার বাহুতে হাত রাখল হোমস।

'আমার এই বন্ধুটি যদি রাজি হয়, তাহলে জানবেন দুরবস্থায় যখন পড়বেন— আপনার পাশে দাঁড়ানোর মতন এঁর চাইতে যোগ্য লোক আর নেই। এত জোর দিয়ে আমার চাইতে এ-কথা আর কেউ বলতে পারবে না।'

'ডক্টর ওয়াটসন, আপনার অশেষ অনুগ্রহ,' বললেন স্যার হেনরি। 'আমার অবস্থা তো আপনি দেখছেনই, এ-ব্যাপারে আমি যা জানি— আপনিও তাই জানেন। বাস্কারভিল হলে এসে আমার সঙ্গে থেকে শেষটা যদি দেখে যান, জীবনে আপনার উপকার ভুলব না।'

অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলে চিরকালই উশখুশ করে উঠি, তার ওপরে হোমসের অভিনন্দন আর ব্যারনেটের সাগ্রহ আমন্ত্রণ।

বললাম, 'সানন্দে আসব আপনার সঙ্গে। সময়টাকে কাজে লাগানোর পক্ষে এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা আর হয় না।'

হোমস বলল, 'আমাকে কিন্তু রিপোর্ট পাঠাবে বেশ দেখেশুনে। সংকট আসবেই, এলে কী করতে হবে, আমি তোমায় জানিয়ে দেব। আশা করি শনিবারেই সব ঠিক হয়ে যাবে?'

'ডক্টর ওয়াটসন, অসুবিধে হবে না তো?'

'মোটেই না।'

'তাহলে ওই কথাই রইল। মাঝখানে যদি উলটো কথা না-শোনেন, তাহলে শনিবার সাড়ে দশটার ট্রেনে[৭] রওনা হব প্যাডিংটন[৮] থেকে।'

যাবার জন্যে যেই উঠে দাঁড়িয়েছি, অমনি বিজয়োল্লাসে চিৎকার করে উঠে স্যার হেনরি ধেয়ে গেলেন ঘরের কোণে এবং একটা ক্যাবিনেটের তলা থেকে টেনে বার করলেন একপাটি বাদামি বুট।

বললেন সোল্লাসে, 'আমার হারানো বুট।'

শার্লক হোমস বললে, 'এইভাবেই যেন অনায়াসে মিলিয়ে যায় আমাদের সব অসুবিধে।'

ডক্টর মর্টিমার মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। লাঞ্চ খাওয়ার আগে আমি নিজে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি ঘরটা!'

'আমিও খুঁজেছি', বললেন বাস্কারভিল। 'এক ইঞ্চিও বাদ দিইনি।'

'তখন তো বুট ছিল না ওখানে।'

'তাহলে আমরা যখন লাঞ্চ খেতে ব্যস্ত, ওয়েটার তখন রেখে গেছে।'

ডেকে আনা হল জার্মান ওয়েটারকে। সে কিন্তু দিব্যি গেলে বললে, এ-ব্যাপারে কিছুই সে জানে না। বিস্তর খোঁজখবর নিয়েও রহস্য পরিষ্কার হল না। এইভাবেই রহস্য-সিরিজে যুক্ত হল আরও একটা রহস্য। প্রত্যেকটা রহস্যই ছোটো, বাহ্যত উদ্দেশ্যহীন, কিন্তু তাদের আবির্ভাব ঘটছে বিরামবিহীনভাবে এবং দ্রুতবেগে। স্যার চার্লসের মৃত্যুর করালকাহিনি ছাড়াও গত দু-দিনের মধ্যে লাইন দিয়ে এসেছে একটার পর একটা অব্যাখ্যাত ঘটনা। এর মধ্যে আছে ছাপা কাগজ সাঁটা আজব চিঠি, দু-চাকার ঘোড়ার গাড়িতে কালো দাড়িওলা রহস্যময় চর, নতুন বাদামি বুটের অন্তর্ধান, পুরোনো কালো বুটের অন্তর্ধান, এবং এখন নতুন বাদামি বুটের বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন। বেকার স্ট্রিটে ফেরার পথে ছ্যাকড়াগাড়ির কোণে নীরবে বসে রইল হোমস। ভ্রূকুঞ্চন আর শানিত মুখচ্ছবি দেখেই বুঝলাম, আমার মতো সে-ও মনে মনে এইসব অদ্ভুত আর বাহ্যত সম্পর্কহীন ঘটনাগুলোকে এক মালায় গেঁথে একটা ফ্রেমের মধ্যে আনবার চেষ্টা করছে। সমস্ত বিকেলটা আর সন্ধেটা তামাক আর চিন্তা নিয়ে এইভাবে ব্যাপৃত রইল সে।

ডিনার খাওয়ার ঠিক আগে এল দুটো টেলিগ্রাম। প্রথমটা এইরকম :—

'এইমাত্র খবর পেলাম ব্যারিমুর বাস্কারভিল হলে আছে। বাস্কারভিল।'

দ্বিতীয়টা :—

'নির্দেশমতো তেইশটা হোটেল ঘুরেছি। কিন্তু টাইমস-এর কাটা কাগজ পাইনি।—কার্টরাইট।'

'দুটো সুতো ছিঁড়ল, ওয়াটসন। যে-কেসে কেবলই ব্যর্থতা, সে-কেসের মতো চনমনে কেস

আর নেই— ভেতর পর্যন্ত চাঙা করে দেয়। চারদিকে তাকিয়ে থাকতে হয় নতুন সূত্রের আশায়।'

'যার গাড়িতে চর লেগেছিল পেছনে, এখনও সেই কোচোয়ানের খবর কিন্তু পাওনি।'

'তা ঠিক। সরকারি রেজিস্ট্রিতে তার নাম-ঠিকানা খুঁজে বার করার জন্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি। জবাবটা বোধ হয় এসে গেল মনে হচ্ছে।'

জবাবের চাইতেও সন্তোষজনক যে একটা কিছু এসেছে, দরজার ঘণ্টাধ্বনি শুনেই তা মালুম হল। দু-হাট হয়ে গেল দরজা, রুক্ষ চেহারার একটা লোক ঢুকল ভেতরে— নিঃসন্দেহে কোচোয়ান স্বয়ং।

বললে, 'হেডঅফিসে খবর পেলাম এই ঠিকানার এক ভদ্রলোক ২৭০৪ নম্বর গাড়ি সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছেন। সাত বছর গাড়ি চালাচ্ছি, আজ পর্যন্ত কেউ নালিশ করেনি। তাই সোজা ইয়ার্ড থেকে আসছি। যা বলতে চান, সামনাসামনি বলুন মশায়।'

হোমস বললে, 'ওহে, তোমার বিরুদ্ধে কোনো নালিশই নেই আমার। ঠিক উলটোটাই বরং আছে। আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব যদি দাও, আধ গিনি বকশিশ পাবে।'

কাষ্ঠ হেসে কোচোয়ান বললে, 'দিনটা দেখছি ভালোই যাচ্ছে, ভুলচুক করিনি। বলুন স্যার, কী জানতে চান?'

'যদি পরে দরকার হয়, তাই প্রথমে জানতে চাই নাম কী তোমার, থাকো কোথায়?'

'জন ক্লেটন, তিন নম্বর, টার্পে স্ট্রিট, দ্য বরো। আমার গাড়ি থাকে ওয়াটারলু স্টেশনের কাছে শিপলির গাড়ির আড্ডায়[৯]।'

লিখে নিল শার্লক হোমস।

'ক্লেটন, এবার বলো আজ সকাল দশটায় তোমার গাড়িতে এসে যে এ-বাড়ির ওপর নজর রেখেছিল— কী জানো তার সম্পর্কে। এখান থেকে দু-জন ভদ্রলোক বেরিয়ে রিজেন্ট স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে গাড়ি নিয়ে তাঁদের পেছন পেছনও গেছিলে?'

অবাক চোখে তাকাল ক্লেটন, ভাব দেখে মনে হল যেন বেশ বিব্রত বোধ করছে।

বললে, 'আপনি যখন সবই জেনে বসে আছেন, তখন না-বলার কোনো কারণ দেখি না। আসলে কী হয়েছিল জানেন, ভদ্রলোক আমাকে বললেন তিনি একজন ডিটেকটিভ এবং তাঁর সম্বন্ধে যেন কাউকে কিছু না-বলি।'

'ওহে, ব্যাপারটা সিরিয়াস। আমার কাছে একটা কথাও যদি গোপন করতে যাও তো ঝামেলায় পড়বে। তোমাকে বললেন, উনি একজন ডিটেকটিভ?'

'হ্যাঁ, তাই বললেন।'

'কখন বললেন?'

'চলে যাওয়ার সময়ে।

'আর কিছু বললেন?'

'নিজের নামটা বলে গেলেন।'

বিজয়-উল্লসিত চোখে আমার পানে চকিত চাহনি নিক্ষেপ করে হোমস।

'তাই নাকি? নিজের নাম বলে গেলেন? ভারি অবিবেচক লোক দেখছি। কী নাম বললেন শুনি?'

'শার্লক হোমস।'

কোচোয়ানের এহেন জবাবে বন্ধুবর যেভাবে চমকে উঠল, এভাবে কখনো তাকে চমকাতে দেখিনি। নীরব বিস্ময়ে বসে রইল ক্ষণকাল। তারপরেই ফেটে পড়ল প্রাণখোলা অট্টহাসিতে:

'বাহাদুর বটে ওয়াটসন,— শেষ তাসখানা কীরকম ছেড়েছে দেখলে? সত্যিই বাহাদুর, স্বীকার করতেই হবে। আমারই মতো চটপটে। এবার কিন্তু বেশ একহাত নিয়েছে আমাকে। যাক, ভদ্রলোকের নামটা তাহলে শার্লক হোমস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চমৎকার! কোত্থেকে তাঁকে গাড়িতে তুললে, তারপর কী কী হল— সব বলে যাও।'

'সাড়ে ন-টার সময়ে ট্রাফালগার স্কোয়ারে আমাকে ডাক দিলেন। বললেন, আমি একজন ডিটেকটিভ। দুটো গিনি দেব। সারাদিন যা-যা বলবেন, তাই করতে হবে— কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। খুশি হয়ে রাজি হলাম। প্রথমেই এলাম নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে। দুই ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আড্ডা থেকে একটা গাড়ি না-নেওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর চললাম পেছন পেছন, সামনের গাড়ি এসে দাঁড়াল এইখানে কোথায় যেন।'

'এই বাড়িরই দরজার সামনে' বললে হোমস।

'সঠিক বলতে পারব না। তবে আমার গাড়িতে যিনি উঠেছিলেন, তিনি সবই জানতেন। এই রাস্তার মাঝামাঝি গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘণ্টা দেড়েক পরে ভদ্রলোক দু-জন বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগলেন। বেকার স্ট্রিট বরাবর আমরাও চললাম পেছন পেছন, তারপর—'

'জানি', বলল হোমস।

'রিজেন্ট স্ট্রিটের তিনভাগ রাস্তা পেরোনোর পর ডিটেকটিভ ভদ্রলোক আচমকা ঠেলা-দরজা তুলে চিৎকার করে আমাকে ঝড়ের মতো ওয়াটারলু স্টেশনে যেতে বললেন। চাবুক হাঁকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পৌঁছে গেলাম দশ মিনিটেই। উনি তখন সত্যিকারের ভদ্রলোকের মতোই দুটো গিনি আমাকে দিয়ে স্টেশনের মধ্যে ঢুকলেন। ঢোকবার ঠিক আগে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন— 'কাকে নিয়ে এতক্ষণ চক্কর দিলে জানা থাকলে তোমার ভালো লাগতে পারে। আমার নাম শার্লক হোমস। নামটা তখনই জানলাম।'

'বটে! তারপর আর দেখা হয়নি?'

'স্টেশনে ঢুকে যাওয়ার পর আর দেখিনি।'

'শার্লক হোমসকে দেখতে কীরকম?'

মাথা চুলকোলো কোচোয়ান। 'দেখুন স্যার, ভদ্রলোকের চেহারাটা আর পাঁচটা ভদ্রলোকের মত খুঁটিয়ে বলার নয়। বয়স বছর চল্লিশ, উচ্চতা মাঝামাঝি— আপনার চাইতে দু-তিন ইঞ্চি বেঁটে। ফিটফাট বাবু, ফ্যাকাশে মুখ, চৌকোনা কালো দাড়ি। এর বেশি কিছু দেখিনি।'

'চোখের রং?'

'বলতে পারব না।'

'আর কিচ্ছু মনে পড়ছে না?'

'না স্যার, কিচ্ছু না।'

'তাহলে এই নাও আধগিনি। আরও খবর যদি দিতে পারো আর একখানা আধগিনি তোলা রইল তোমার জন্যে। শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি। ধন্যবাদ, স্যার!'

নীরস হাসি হাসতে হাসতে বিদেয় হল জন ক্লেটন। ক্ষোভের হাসি হেসে দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস তাকাল আমার পানে।

বলল, 'তৃতীয় সুতোটাও ছিঁড়ে গেল, ওয়াটসন। যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, শেষ-ও করলাম সেইখানে। কী ধড়িবাজ বদমাশ দেখেছ? আমার ঠিকানা সে জানত, স্যার হেনরি বাস্কারভিল যে আমার পরামর্শ নিচ্ছেন— সে-খবরও রাখত, রিজেন্ট স্ট্রিটে দেখেই আমাকে চিনেছে, গাড়ির নম্বর যখন আমি দেখেছি— তখন শেষ পর্যন্ত কোচোয়ানকে পাকড়াও করে ফেলব হিসেব করে নিয়েই উদ্ধত এই সংবাদটি পাঠিয়েছে তার মুখে! ওয়াটসন, আমাদের এবারকার শত্রুটি কিন্তু খাঁটি ইস্পাত— আমাদের মতোই। লন্ডনে কিস্তিমাত করে গেল সে— গোহারান হারলাম আমি। ডেভনশায়ারে কপাল ফিরবে আশা রাখি। কিন্তু মনটাকে সহজ করতে পারছি না।'

'কী ব্যাপারে?'

'তোমাকে পাঠানোর ব্যাপারে। কেসটা কুৎসিত, ওয়াটসন, অত্যন্ত বিপজ্জনক, অত্যন্ত জঘন্য। এ-কেসের যতই দেখছি, ততই উদ্‌বেগ বাড়ছে। ভায়া, হাসছ তুমি। হেসে নাও। কিন্তু আমি হাসব তখনই যখন তুমি নির্বিঘ্নে নিরাপদে আবার ফিরে আসবে বেকার স্ট্রিটে।'

৬। বাস্কারভিল হল

নির্দিষ্ট দিনে তৈরি হয়ে গেলেন স্যার হেনরি বাস্কারভিল এবং ডক্টর মর্টিমার, এবং ডেভনশায়ার অভিমুখে রওনা হলাম আমরা। স্টেশন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে একই গাড়িতে গেল শার্লক হোমস এবং শেষবারের মতো নির্দেশ আর উপদেশ দিলে আমাকে।

বলে, 'ওয়াটসন, আগে থেকেই কাউকে সন্দেহ করে বসে পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে যাও, এটা আমি চাই না। তাই কোনো অনুমিতি তোমাকে শোনাব না— কাকে সন্দেহ বেশি, তাও বলব না, যদ্দূর সম্ভব খুঁটিয়ে সমস্ত ঘটনা লিখে জানাবে, থিয়োরি-টিয়োরি যা কিছু খাড়া করবার, আমি করব।

'কী ধরনের ঘটনা লিখব?' জিজ্ঞেস করলাম।

'স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সংক্রান্ত যেকোনো তাজা খবর, অথবা হাতের দুই কেসে কাজে লাগতে পারে এমনি যেকোনো ঘটনা— তা সে যত পরোক্ষই হোক না কেন, বিশেষ করে তরুণ বাস্কারভিল আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে— সেই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ। গত ক-দিনে আমি নিজেই কিছু তদন্ত করেছি বটে, কিন্তু ফলাফলটা নেতিবাচক হয়েছে। একটা জিনিস কিন্তু নিশ্চিত বলেই মনে হচ্ছে। পরবর্তী ওয়ারিশ মি. জেমস ডেসমন্ডের কথা বলছি। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে এবং চেহারা চরিত্র অত্যন্ত অমায়িক! সুতরাং এ-জাতীয় নিগ্রহ বা নির্যাতন তাঁর দিক থেকে আশা করা যায় না। আমার কিন্তু সত্যিই
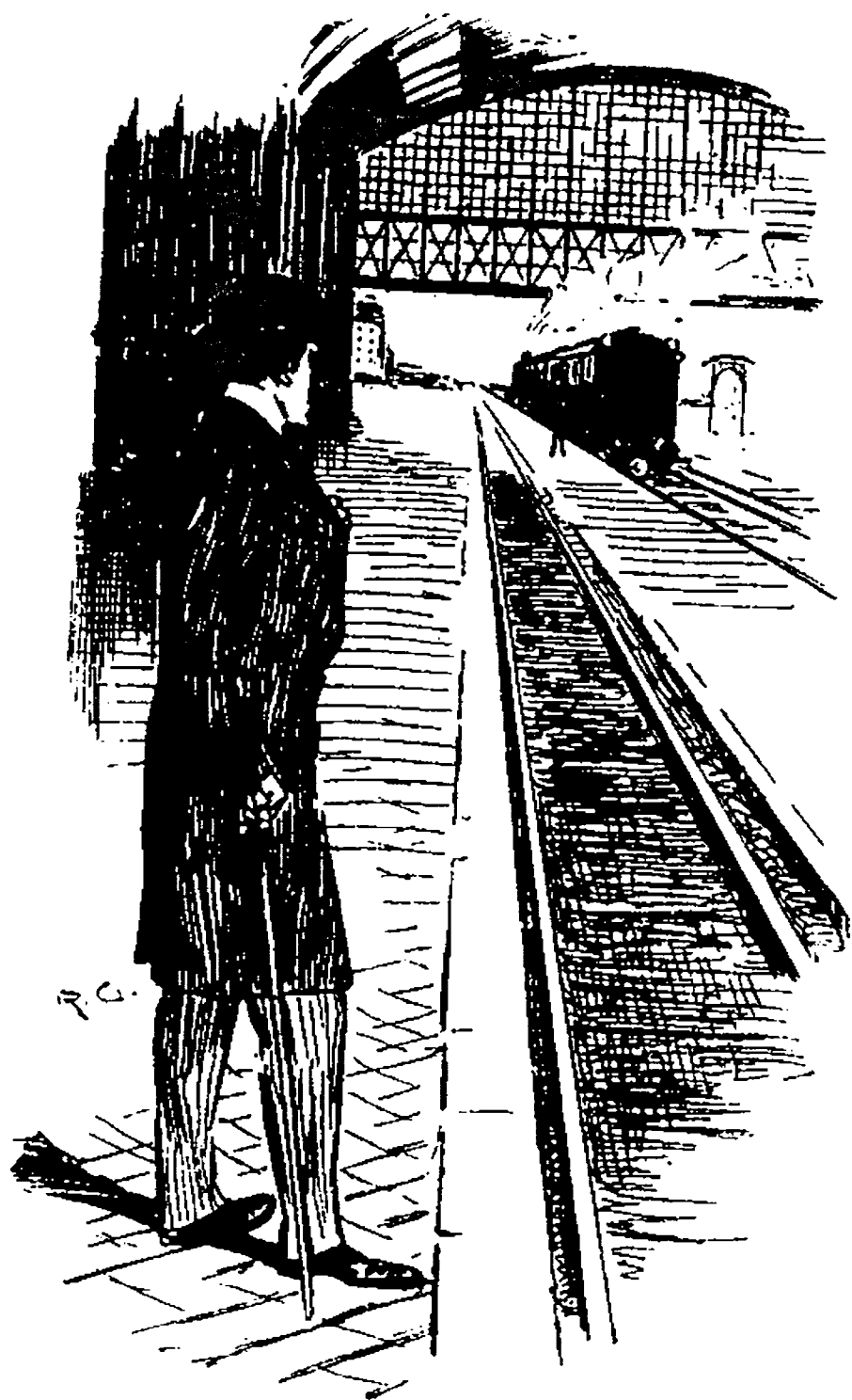
প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলেন শার্লক হোমস। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০৩)

মনে হয়, অনায়াসেই তাঁকে হিসেব থেকে বাদ দিতে পারি আমরা। তাহলে থেকে যাচ্ছে তাঁরাই যারা প্রকৃতপক্ষে জলাভূমিতে স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে ঘিরে থাকছে।'

'প্রথমেই এই ব্যারিমুর দম্পতিকে হিসেব থেকে বাদ দিলে ভালো হয় না?'

'কোনোমতেই না। এর চাইতে বড়ো ভুল আর নেই। নিরপরাধ যদি হয়, নিষ্ঠুর অবিচার হবে ঠিকই, কিন্তু অপরাধী যদি হয়, ঘুণাক্ষরেও তারা যেন টের না-পায় তাদের সন্দেহ করা হচ্ছে। না হে না, সন্দেহভাজনের ফর্দে এদের নামও থাকবে। তারপর ধরো, যদ্দূর মনে পড়ে, বাস্কারভিল হলে একজন সহিস আছে। দু-জন জলাভূমির চাষি আছে। বন্ধু ডক্টর মর্টিমার রয়েছেন— ওঁকে আমি খাঁটি সচ্চরিত্র বলেই বিশ্বাস করি,— ওঁর স্ত্রী রয়েছেন— যাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না। প্রকৃতিবিদ স্টেপলটন রয়েছেন, এবং তাঁর বোন রয়েছেন, শুনেছি ভদ্রমহিলা নাকি তরুণী এবং সুন্দরী। তারপরেও রয়েছেন ল্যাফটার হলের মি. ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড— তিনিও একটা অজানা বিষয়, এ ছাড়াও দু-একজন অন্য প্রতিবেশী। এদেরকে নিয়েই তোমার বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে।'

'যথা সম্ভব করব আমি।'

'অস্ত্র নিয়েছ আশা করি?'

'হ্যাঁ, নেওয়াটা উচিত মনে করেই নিয়েছি।'

'নিশ্চয়, ঠিকই করেছ। অষ্টপ্রহর কাছে রাখবে রিভলবার— দিনে রাতে সবসময়ে হুঁশিয়ার থাকবে— মুহূর্তের জন্যেও ঢিলে দেবে না।'

নতুন বন্ধু দু-জন এর মধ্যেই একটা প্রথম শ্রেণির কামরা জোগাড় করে নিয়েছেন, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাদের প্রতীক্ষায়।

হোমসের প্রশ্নের জবাবে ডক্টর মর্টিমার বললেন— 'না, নতুন খবর নেই। একটা কথাই শপথ করে বলতে পারি এবং তা হল গত দু-দিনে কেউ আমাদের পেছনে ঘোরেনি। বাইরে বেরিয়েছি, কিন্তু সবসময়ে কড়া নজর রেখেছি চারপাশে, কেউ চোখ এড়ায়নি।'

'দু-জনে কখনো ছাড়াছাড়ি হননি তো?'

'গতকাল বিকেল ছাড়া আর হইনি। শহরে এলে সাধারণত একটা দিন নির্ভেজাল আমোদ-প্রমোদ নিয়েই কাটাই। তাই গিয়েছিলাম কলেজ অফ সার্জন্স-এর মিউজিয়ামে[১]।'

বাস্কারভিল বললেন, 'আর আমি গিয়েছিলাম পার্কের লোকজন দেখতে। কিন্তু গোলমাল কিচ্ছু ঘটেনি।'

'তাহলেও অত্যন্ত অবিবেচকের মতো কাজ করেছেন,' মাথা নাড়তে নাড়তে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে হোমস। 'স্যার হেনরি, আমার একান্ত অনুরোধ, একলা কখনো রাস্তায় বেরোবেন না। যদি বেরোন, সাংঘাতিক দুর্বিপাকে পড়বেন। অন্য বুটের পাটিটা পেয়েছেন?'

'না, মশায়, ওটা দেখছি একেবারেই গেল।'

'বটে। সেইটাই অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ঠিক আছে, বিদায়', ট্রেন তখন নড়ে উঠেছে, প্ল্যাটফর্ম থেকে সরে যাচ্ছে। 'স্যার হেনরি, ডক্টর মর্টিমার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে যে কিংবদন্তিটা পড়ে শুনিয়েছেন, তার একটা কথা সবসময়ে মনে রাখবেন। সন্ধের পর যখন অশুভ শক্তির নরক গুলজার চলে জলাভূমিতে, তখন ও-তল্লাট মাড়াবেন না।'

অনেক পেছনে প্ল্যাটফর্ম ফেলে আসার পর ফিরে দেখলাম আমাদের পানে স্থির চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শার্লক হোমসের দীর্ঘ, সাদাসিধে, কঠোর, নিস্পন্দ মূর্তি ।

দ্রুত ছুটে চলল ট্রেন। বেশ ভালোই লাগছে ছুটন্ত ট্রেনে বসে থাকতে। দুই বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়িয়ে নিলাম নানা কথার মাধ্যমে। খেলা করতে লাগলাম ডক্টর মর্টিমারের স্প্যানিয়েলের সঙ্গে। এইভাবেই হুহু করে কেটে গেল সময় ঘন্টা কয়েকের মধ্যে। মাটির রং বাদামি থেকে লালচে হয়ে গেল, ইট থেকে গ্র্যানাইটে এসে পড়লাম, সুবিন্যস্ত ঝোপ দিয়ে ঘেরা উজ্জ্বল সবুজ ঘাস ছাওয়া মাঠে লাল রঙের গোরু চরতে দেখলাম, গাছপালার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দেখেই বুঝলাম চমৎকার আবহাওয়া আসছে— যদিও আর্দ্রতার ভাগ একটু বেশি। চোখ বড়ো বড়ো করে সাগ্রহে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন তরুণ বাস্কারভিল এবং ডেভনের পরিচিত নৈসর্গিক দৃশ্য চিনতে পেরে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন জোর গলায়!

বললেন, 'ডক্টর ওয়াটসন, এ-জায়গা ছেড়ে যাওয়ার পর পৃথিবীর অনেক জায়গাই আমি দেখেছি, কিন্তু এমনটি কোথাও দেখিনি। তুলনা হয় না!'

আমি মন্তব্য করলাম, 'ডেভনশায়ারের লোকেরা কিন্তু শপথ নেয় নিজেদের জেলার নামে— ব্যতিক্রম আজও চোখে পড়েনি।'

'সেটা শুধু জেলা নয়, নির্ভর করে মানুষগুলোর শিক্ষাদীক্ষা রক্তের ওপরেও, বললেন ডক্টর মর্টিমার। 'এই যে আমাদের এই বন্ধুটি, মাথাটি দেখুন, পশ্চিম ইউরোপের প্রাচীন আর্যজাতি কেল্টদের[২] মাথার মতোই গোল; তাদের সেই উৎসাহ আর স্বদেশপ্রীতি এঁর খুলির মধ্যেও রয়েছে। স্যার চার্লস বেচারার মাথাটি ছিল সত্যিই অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অর্ধেকটা স্কটল্যান্ডের পার্বত্য জাতি গেলদের[৩] মতো, বাকি অর্ধেক আইভারমিয়ান[৪]। কিন্তু আপনি যখন বাস্কারভিল দেখেছিলেন, তখন নেহাতই ছেলেমানুষ ছিলেন নয় কি?'

'বাবা যখন মারা যান, আমি তখন কিশোর। তারপর থেকে বাস্কারভিল আর চোখে দেখিনি— কেননা বাবা থাকতেন দক্ষিণ উপকূলে একটা ছোটো কুঁড়েঘরে। সেখান থেকে সোজা গেলাম আমেরিকায় এক বন্ধুর কাছে। তাই বলছি, ডক্টর ওয়াটসনের চোখে সব যেমন নতুন লাগছে, আমার চোখেও তাই লাগছে। জলাভূমির চেহারা দেখবার জন্যেও জানবেন প্রাণটা আকুলিবিকুলি করছে।'

'করছে নাকি? তাহলে পূর্ণ হোক আপনার মনোবাসনা, ওই দেখুন জলাভূমি,' কামরার জানলা দিয়ে আঙুল তুলে দেখালেন ডক্টর মর্টিমার।

চৌকোনা সবুজ মাঠ আর গাছপালার নীচু বক্ররেখার ওপর দিয়ে দেখা গেল বহু দূরে ঠেলে উঠেছে ধূসর, বিষণ্ণ একটা পাহাড়, চুড়োটা অদ্ভুত রকমের এবড়োখেবড়ো খোঁচা-খোঁচা, অনেক দূরে থাকায় তা আবছা আর মায়াময়— ঠিক যেন স্বপ্নে দেখা ফ্যানট্যাসটিক নিসর্গ দৃশ্য! দীর্ঘক্ষণ পাথরের মতো নিশ্চুপ দেহে বসে রইলেন বাস্কারভিল, স্থির দুই চক্ষু নিবদ্ধ রইল সেই দুঃস্বপ্ন দৃশ্যের পানে— সাগ্রহ মুখ দেখেই উপলব্ধি করলাম কী ধরনের ভাবের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে তার মনের মধ্যে; এই প্রথম তিনি দেখছেন রহস্যমদির সেই জলাভূমির দৃশ্য; প্রহেলিকাময় এই জলার বুকে যারা যুগ যুগ ধরে শাসনের দণ্ড ঘুরিয়েছে— তাঁদেরই রক্ত বইছে তাঁর ধমনীতে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সেই আদি পুরুষদের সুগভীর ছাপ রয়েছে এখানকার

আকাশে বাতাসে মাটিতে। কাঠখোট্টা রেলকামরার এক কোণে টুইডস্যুট পরে ওই দিন যিনি আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলেছেন, তাঁর মলিন আর ভাবব্যঞ্জক মুখে পরতে পরতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দোর্দণ্ডপ্রতাপ সেই পূর্বপুরুষদের প্রচণ্ড চরিত্রের ব্যঞ্জনা, দেখতে পাচ্ছি খানদানি রক্তের উচ্ছ্বাস। উপযুক্ত বংশধরই বটে। হেজেলগাছের মতো পিঙ্গলবর্ণ বিশাল দুই চোখে অনুভূতিপ্রবণ স্ফুরিত নাসারন্ধ্রে, ঘন ভুরু যুগলে আদিমপুরুষদের দর্প শৌর্য এবং শক্তি যেন উচ্ছ্বরিত হচ্ছে। নিষিদ্ধ ওই জলা সত্যিই যদি বিপদসংকুল, দুঃসাধ্য তদন্ত পথ চেয়ে থাকে আমাদের প্রতীক্ষায়, এইরকম একজন কমরেডের জন্যে তার সম্মুখীন হতে দ্বিধা নেই আমার— কেননা সে-বিপদকে বুক পেতে নেওয়ার মতো দুঃসাহস এঁর আছে।

ছোট্ট একটা স্টেশনে[৫] এসে দাঁড়াল ট্রেন, নেমে পড়লাম আমরা সকলে। বাইরে, সাদা, নীচু বেড়ার ওদিকে দাঁড়িয়ে একজোড়া বলবান টাট্টু ঘোড়ায় টানা একটা খোলা গাড়ি। আমরা এসেছি, এটাই যেন একটা বিরাট ব্যাপার এ-অঞ্চলে। কেননা, স্টেশনমাস্টার নিজে দাঁড়িয়ে নামিয়ে দিলেন আমাদের মালপত্র। সাদাসিধে, সুস্নিগ্ধ এ-পল্লি অঞ্চলে একটু অবাক হলাম দু-জন বন্দুকধারী লোক দেখে। পরনে সিপাইদের মতো গাঢ় রঙের ইউনিফর্ম, ফটকের সামনে খাটো রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দু-জনে। আমরা বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে তীক্ষ্ণ, সন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কোচোয়ান লোকটার মুখখানা শক্ত, গাঁটযুক্ত খর্বকায় চেহারা। স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে দেখেই খটাস করে সেলাম ঠুকল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই চওড়া সাদা রাস্তা বেয়ে যেন উড়ে চললাম আমরা। দু-পাশে টানা লম্বা পশুচারণের তৃণভূমি— ঢেউ খেলে উঠে গেল ওপর দিকে। ঘন সবুজ গাছপাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ঢালা ছাদ দিয়ে ঘেরা বাড়ির তিনকোনা উপরিভাগ। শান্তিপূর্ণ, রৌদ্রালোকিত পল্লিভূমির পেছন দিক দিয়ে কিন্তু ঠেলে উঠেছে বুক-কাঁপানো জলাভূমির ঢেউ-খেলানো দীর্ঘ আভাস— সন্ধ্যাকাশের পটভূমিকায় তা কৃষ্ণকালো, মাঝে মাঝে খোঁচা-খোঁচা কুটিল পাহাড়।

পাশের রাস্তায় বোঁ করে ঢুকে পড়ল খোলা গাড়িখানা। গভীর গলি এঁকেবেঁকে উঠতে লাগলাম ওপরদিকে। রাস্তা ক্ষয়ে বসে গেছে বহু শতাব্দীর চক্রযানের যাতায়াতে। দু-পাশের খাড়া পাড়ে পুরু শ্যাওলা, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে তা থেকে; ঝুলছে পুষ্পহীন মাংসল ফার্ন। পড়ন্ত রোদে ঝকমক করছে ব্রোঞ্জশুভ্র ব্রাকেনফার্ন[৬] আর নানা রঙের ছাপযুক্ত কাঁটাঝোপ। আরও উঠতে উঠতে পেরিয়ে এলাম একটা গ্রানাইট পাথর। তলা দিয়ে সশব্দে বইছে স্রোতস্বিনী, ধূসর বর্ণের পাথরের চাঁইয়ের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে ফেনা ছড়িয়ে গর্জাতে গর্জাতে দ্রুত নেমে চলেছে নীচের দিকে। ফার আর ওক গাছের ঘন ঝোপে ছাওয়া একটা উপত্যকার মধ্যে রাস্তা আর স্রোতস্বিনী। প্রত্যেকবার মোড় ফেরার সঙ্গেসঙ্গে হর্ষধ্বনি করছেন বাস্কারভিল, ব্যগ্র চোখে চারপাশে দেখছেন এবং অসংখ্য প্রশ্ন করছেন। ওঁর চোখে সবই সুন্দর, আমি কিন্তু বিচিত্র এই পল্লিদৃশ্যের ওপর একটা বিষাদের ছায়া লক্ষ করছি— শীতের প্রকোপ কমে আসার সুস্পষ্ট লক্ষণ। হলদে পাতার গালচে পাতা রয়েছে গতিপথে— গাড়ি যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে তা উড়ছে খসখস শব্দে। উড়ন্ত পত্রস্তূপ আর পচা উদ্ভিদের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে ছুটন্ত চাকার ঘড় ঘড় শব্দ। প্রকৃতি যেন কীরকম! বাস্কারভিল বংশের উত্তরাধিকারী বাড়ি ফিরছেন— গাড়ির সামনে এহেন বিষণ্ণ উপহার না-দিলেই কি নয়!

'আরে! আরে! এ আবার কী?' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর মর্টিমার।

জলাভূমির শৈলশ্রেণির মধ্যে থেকে গুল্মাচ্ছাদিত একটা উদ্গত পর্বত খাড়া হয়েছে সামনে। চূড়ায় দাঁড়িয়ে একজন অশ্বারোহী সৈন্য, বাহুর ওপর রাইফেল উদ্যত। ঠিক যেন পাদভূমির ওপর কঠিন, সুস্পষ্ট ঘোড়সওয়ারের প্রস্তর মূর্তি— মলিন, কিন্তু কঠোর। নজর রাস্তার দিকে— যে-রাস্তা বেয়ে আমরা চলেছি।

'পাকিন্স, ব্যাপার কী বলো তো?' শুধোন ডক্টর মর্টিমার।

সিটে বসেই শরীরটাকে অর্ধেক ঘুরিয়ে বলল চালক, 'প্রিন্সটাউন থেকে একজন কয়েদি পালিয়েছে, হুজুর। আজ নিয়ে তিন দিন হল নিখোঁজ, প্রত্যেকটা স্টেশন আর রাস্তা পাহারা দিচ্ছে সেপাইরা— কিন্তু তার টিকি দেখা যাচ্ছে না। এখানকার চাষিরা মোটেই ভালো চোখে দেখছে না ব্যাপারটা।'

'খবর দিলে তো পাঁচ পাউন্ড পাবে।'

'তা পাবে। কিন্তু গলাটাও কাটা যেতে পারে— পাঁচ পাউন্ড সে তুলনায় কিছু নয়। এ কিন্তু সাধারণ কয়েদি নয়, হুজুর। এর অসাধ্য কিছু নেই।'

'কে বলো তো?'

'সেলডন, নটিংহিল[৭] খুনি।'

কেসটা স্পষ্ট মনে পড়ল। গুপ্তঘাতক নির্মম পাশবিকতা আর অদ্ভুত হিংস্রতা দেখিয়েছিল খুনটার মধ্যে। হোমস সেই কারণেই আগ্রহী হয়েছিল ব্যাপারটায়। প্রাণদণ্ড মকুব করে লঘুদণ্ড দেওয়া হয় মস্তিষ্কের পুরোপুরি সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেওয়ায়— মাথা খারাপ না-থাকলে নাকি অমন বর্বরতা দেখানো যায় না। ঢাল বেয়ে উঠে পড়ল আমাদের খোলা গাড়ি, সামনেই ভেসে উঠল দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমি এবং গ্রন্থিল, এবড়োখেবড়ো প্রস্তরস্তূপ আর ছোটো ছোটো অদ্ভুত পাহাড়— যা ডার্টমুর ছাড়া সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। ঠান্ডা কনকনে একটা হাওয়ার ঝাপটা সেদিক থেকে এসে গা কাঁপিয়ে দিল আমাদের। ওইখানে কোথাও নির্জন, জনশূন্য ওই প্রান্তরের কোনো এক বিবরে বন্যজন্তুর মতো ঘাপটি মেরে আছে শয়তান-সদৃশ এই লোকটা, সমস্ত মানুষ জাতটার ওপর বিষিয়ে আছে তার অন্তর— তাদের জন্যেই আজ সে সমাজচ্যুত, গৃহহারা, নির্বাসিত। ঊষর এই পতিত প্রান্তরের ক্রূর সংকেতময়তা, হাড়কাঁপানো এই বাতাস এবং আকাশের ঘনায়মান অন্ধকার যেন সম্পূর্ণ হয়েছে নরপিশাচ ওই কয়েদির আবির্ভাবে। এমনকী বাস্কারভিলও চুপ মেরে গেলেন, ওভারকোট টেনেটুনে গায়ে আরও জড়িয়ে নিলেন।

উর্বর জমি এখন পেছনে এবং নীচে ফেলে এসেছি। পেছন ফিরে তাকালাম সেদিকে। তির্যক সূর্যরশ্মির দৌলতে ছোটো ছোটো জলের ধারাগুলো যেন সোনার সুতো হয়ে গিয়েছে, সদ্যকর্ষিত মাঠের কালো মাটি যেন আগুনরঙে জ্বলছে এবং বনজঙ্গলের জটাজাল আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সামনের রাস্তা আরও নিরানন্দ, আরও ধন্য হয়ে উঠছে পাটকিলে আর জলপাই রঙের সুবিশাল ঢেউ খেলানো প্রান্তরের ওপর— এলোমেলোভাবে ছড়ানো দানবিক গোলাকার প্রস্তরখণ্ডের ওপর দিয়ে বিরামবিহীনভাবে বয়ে আসছে কনকনে হাওয়ার ঝাপটা। মাঝে মাঝে পাশ কাটিয়ে আসছিল জলাভূমির কুঁড়েঘর; দেওয়াল আর ছাদ পাথর দিয়ে তৈরি; কর্কশ গায়ে

লতার আচ্ছাদন নেই। আচম্বিতে চোখ গিয়ে পড়ল কাপের মতো একটা নিম্নভূমির ভেতর দিকে— মাথা নেড়া ওক আর ফার গাছ দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক— বহুবছর ধরে মত্ত প্রভঞ্জন দাপট চালিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে মাথা হেঁট করে ছেড়েছে গাছগুলোর। নতমস্তক এইসব গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আকাশপানে উঠে রয়েছে দুটো উঁচু, সংকীর্ণ টাওয়ার। চাবুক দিয়ে দেখাল চালক।

বলল, 'বাস্কারভিল হল।'

হলের মালিক উঠে বসলেন, আরক্ত গাল আর প্রদীপ্ত চোখ মেলে চেয়ে রইলেন। মিনিট কয়েক পরেই পৌঁছোলাম দারোয়ানের গেটের সামনে। ঢালাই লোহার ওপর গোলোকধাঁধার মত অদ্ভুতরকমের কারুকার্য করা ফটক। দু-পাশে রোদ-জলে বিবর্ণ দুটো থাম, সর্বাঙ্গে চর্মরোগের মতো শ্যাওলার ধ্যাবড়া দাগ, এবং ওপরে বাস্কারভিল বংশের প্রতীকচিহ্ন শূকর-মস্তক। ফটক সংলগ্ন দারোয়ানের বাড়িটা কালো গ্র্যানাইট আর বেরিয়ে-পড়া পাঁজরার মতো বরগার ধ্বংসস্তূপ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা অর্ধনির্মিত নতুন ভবন— স্যার চার্লসের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অর্জিত স্বর্ণস্তূপের প্রথম ফসল।

ফটক পেরিয়ে এলাম একটা বীথির মধ্যে, আবার চাকার আওয়াজ ডুবে গেল ঝরা পাতার মধ্যে, মাথার ওপর লম্বা ডাল বাড়িয়ে পাতার চাঁদোয়া মেলে ধরল দু-পাশের গাছের সারি— ঠিক যেন একটা বিষণ্ণ সুড়ঙ্গ পথ। অন্ধকারময় সুদীর্ঘ এই পথের একদম প্রান্তে ঝকমক করছে বাস্কারভিল ভবন। সেদিকে চেয়ে শিউরে উঠলেন স্যার হেনরি।

'এইখানেই কি— ?' শুধোলেন খাটো গলায়।

'না, না, ইউ-বীথিই রয়েছে বাড়ির ওদিকে।'

মুখ কালো করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন তরুণ ওয়ারিশ।

বললেন, 'কাকার আর দোষ কী। এ-জায়গায় থাকলে আতঙ্ক পেয়ে বসে, সবসময়ে ভাবতেন ওই বুঝি বিপদে পড়লেন। যেই আসুক না কেন, ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করবে। ছ-মাসের মধ্যে দু-পাশে বিদ্যুৎবাতি বসাব। হলের দরজার সামনে সোয়ান আর এডিসনের[৮] হাজার পাওয়ারের আলো জ্বললে এখানকার চেহারা পালটে যাবে— চিনতেও পারবেন না।'

বীথিপথ শেষ হয়েছে ঘাস ছাওয়া একটা প্রশস্ত চত্বরের সামনে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বাড়িটাকে। পড়ন্ত আলোয় দেখা যাচ্ছে বাড়ির মাঝের দিকটাই বেশি ভারী— একটা গাড়িবারান্দা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকে। পুরো সামনের দিকটা আইভিলতায় ঢাকা। যেখানে যেখানে জানলা আছে বা বংশের প্রতীক চিহ্ন রয়েছে, সেইসব জায়গাগুলোই কেবল ফাঁকা থেকে গেছে রহস্যময় এই অবগুণ্ঠনের মাঝে। মাঝের এই অংশ থেকেই সুপ্রাচীন জোড়া টাওয়ার উঠে শূন্যে, সারাগায়ে অনেক ছিদ্র, গুলি চালাবার জন্যে ফোকরওয়ালা পাঁচিল। খাঁজ কাটা এই পাঁচিলের ডাইনে আর বাঁয়ে কালো গ্র্যানাইটের আধুনিক বাড়িটা প্রায় নির্মিত হয়েছে পরবর্তীকালে। মোটা মোটা গরাদ-ঢাকা জানলাগুলোর ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে, কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে খাড়া ছাদের ওপরকার উঁচু চিমনির মাথা থেকে।

'স্বাগতম স্যার হেনরি! স্বাগতম জানাই বাস্কারভিল হল।'

খোলা গাড়ির দরজা খুলে ধরার জন্যে দেউড়ির ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে দীর্ঘকায় এক

ব্যক্তি। হলের হলদেটে আলোর পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে একটি স্ত্রী মূর্তি। এগিয়ে এসে পুরুষ মূর্তির হাত থেকে আমাদের ব্যাগ নিয়ে নামিয়ে রাখতে লাগল মেঝেতে!

ডক্টর মর্টিমার বললেন, 'কিছু মনে করবেন না স্যার হেনরি, এই গাড়িতেই সোজা বাড়ি যাচ্ছি আমি। স্ত্রী পথ চেয়ে আছে।'

'থেকে যান না? খেয়েদেয়ে যাবেন?'

'না না, আমি যাই। গিয়ে দেখব হয়তো কাজের পাহাড় জমে রয়েছে। থেকে গিয়ে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারতাম ঠিকই, তবে ও-ব্যাপারে ব্যারিমুর আমার চেয়ে ভালো গাইড জানবেন। চললাম। দিনে রাতে যখন দরকার পড়বে, খবর দেবেন— দ্বিধা করবেন না।'

চাকার আওয়াজ মিলিয়ে গেল পেছনে। আমি আর স্যার হেনরি ঢুকলাম হলের ভেতরে, ঝন ঝন ঝনাৎ শব্দে ভারী দরজা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে। দেখলাম একটা ভারি চমৎকার ঘরে দাঁড়িয়ে আমরা। বিরাট, ভারী ওককাঠের বরগা দিয়ে মজবুত সিলিং অনেক উঁচুতে— মহাকালের ভ্রূকুটি নিক্ষেপে কালো হয়ে গিয়েছে প্রতিটি কাঠের কড়ি। পেল্লায় আকারের লোহার কুকুরের[১] পেছনে সেকেলে ধাঁচের প্রকাণ্ড— কাঠের গুঁড়ি পট পট শব্দে জ্বলছে তার মধ্যে। আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে ধরলাম আমি আর স্যার হেনরি— দীর্ঘপথ পরিক্রমায় দু-জনেরই হাত ঠান্ডায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর দেখলাম চারিদিকের সুউচ্চ পাতলা জানালা, দেওয়ালের ওককাঠের তক্তা, হরিণের মাথা, বংশ প্রতীক, দাগ ধরা শার্সির কাচ সব কিছুই মাঝের ল্যাম্পের স্তিমিত আলোয় যেন বিষণ্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ম্লান।

স্যার হেনরি বললেন, 'এইরকমটাই কিন্তু আশা করেছিলাম। প্রাচীন যেকোনো ফ্যামিলির বাড়ির ছবি এই ধরনেরই হয়। ভাবুন দিকি, এই হলেই পাঁচ-শো বছর ছিলেন আমার পূর্বপুরুষরা! ভাবলেও বুক দমে যায়।'

দেখলাম, চারিদিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষি উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মলিন মুখ। আলো পড়েছে মুখে, লম্বা ছায়া লুটোচ্ছে দেওয়ালে, কালো চাঁদোয়ার মতো ঝুলছে মাথার ওপরে। মালপত্র আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে ব্যারিমুর। হাতেকলমে ট্রেনিং পাওয়া অভিজ্ঞ পরিচালকের মতোই বিনম্র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে। লোকটার চেহারা সত্যিই অসাধারণ। দীর্ঘাঙ্গ, সুশ্রী, চৌকোনা, কালো দাড়ি এবং দশজনের ভিড়ে চোখে পড়ার মতো পাণ্ডুর চোখ-মুখ।

'স্যার, ডিনারের ব্যবস্থা এখুনি করব কি?'

'খাবার তৈরি?'

'মিনিট কয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে। ঘরে গেলেই গরম জল পাবেন। যতদিন আপনি নতুন ব্যবস্থা না-করছেন, ততদিন আমি আর আমার স্ত্রী সানন্দে আপনার সেবা করে যাব। নতুন পরিস্থিতিতে কিন্তু এ-বাড়িতে চাকর-বাকর আরও দরকার।'

'নতুন পরিস্থিতিটা আবার কী?'

'স্যার চার্লস অবসর জীবন কাটাচ্ছিলেন বলে আমরা দু-জনেই তাঁর সেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিলাম। আপনি কিন্তু নিশ্চয় আরও সঙ্গীসাথি চাইবেন, ঘরকন্নার কাজেও পরিবর্তন আসবে।'

'তুমি আর তোমার স্ত্রী কি কাজ ছেড়ে দিতে চাও?'

'আপনি যখন সুবিধে বুঝবেন, তখন।'

'তোমাদের ফ্যামিলি কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরেই রয়েছে এ-বাড়িতে, তাই না? এত পুরোনো একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে যদি থাকতে হয় এখানে, খুবই দুঃখ পাব জানবে।'

খাস চাকরের সাদা মুখে যেন আবেগের লক্ষণ দেখলাম বলে মনে হল আমার।

'স্যার, একইরকম মনের অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমার আর আমার স্ত্রীর। কিন্তু সত্যি কথাটা কী জানেন, স্যার চার্লসকে আমরা দু-জনেই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম। বড়ো আঘাত পেয়েছি তাঁর মৃত্যুতে। বুক ফেটে যাচ্ছে এই পরিবেশে থাকতে। বাস্কারভিল হলে জীবনে আর কখনো সহজ মনে থাকতে পারব বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু করবেটা কী?'

'ব্যাবসা করলে দাঁড়িয়ে যাব, এ-বিশ্বাস স্যার আছে। মূলধন তো দয়া করে দিয়েই গেছেন স্যার চার্লস। আসুন স্যার, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই।'

সেকেলে হলের মাথার ওপর দিয়ে ঘিরে রয়েছে একটা চৌকোনা ব্যালাস্ট্রেড— রেলিং দিয়ে যুক্ত ছোটো ছোটো পিলপের সারি। জোড়া সোপান শ্রেণি বেয়ে উঠতে হয় সেখানে। এর মাঝ থেকে দুটো লম্বা অলিন্দ বিস্তৃত বাড়ি যদ্দূর লম্বা, তদ্দূর পর্যন্ত— এই অলিন্দের দু-পাশে রয়েছে সারি সারি শয়নকক্ষ। আমার আর স্যার হেনরির শোবার ঘর পড়েছে বাড়ির একদিকে এবং প্রায় পাশাপাশি। বাড়ির মাঝের অংশের চেয়ে এই অংশটি অনেক আধুনিক। অসংখ্য মোমবাতি আর ঝকমকে কাগজের দৌলতে নিরানন্দ ভাবটা অনেকটা কম এখানে— এ-বাড়ি ঢুকেই যে-ছাপ মনে দাগ কেটেছে, এদিকে তা অনেকটা ফিকে।

কিন্তু ডাইনিংরুমে বিরাজ করেছে ছায়া আর বিষণ্ণতা। হল ঘর থেকেই যেতে হয় খাবার ঘরে। লম্বাটে ঘর, একদিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় উঁচু মঞ্চে। এখানে বসত ফ্যামিলির লোকজন, আশ্রিত ব্যক্তিদের পৃথক ব্যবস্থা। মাথার ওপরে কালো কড়িকাঠের পর কড়িকাঠ— তারও ওদিকে ধোঁয়া-মলিন সিলিং। সুদূর অতীতে এখানে সারি সারি মশাল জ্বলত— সেই আলোয় আলোকিত পরিবেশে বর্ণ আর অমার্জিত উল্লাস হয়তো অনেক কোমল হয়ে আসত; কিন্তু একটিমাত্র চাকা দেওয়া ল্যাম্পের স্বল্প আলোক-বলয়ের মধ্যে কৃষ্ণবেশে দুই ভদ্রলোক বসতেই একজনের গলা খাটো হয়ে এল অজান্তেই, আর একজনের বুক দমে গেল ভীষণভাবে। বিবিধ পরিচ্ছদে সজ্জিত সারি সারি নির্বাক পূর্বপুরুষরা শুধু স্থির চাহনি নিক্ষেপ করেই বুক কাঁপিয়ে ছাড়ল আমাদের! এলিজাবেথের আমলের নাইট থেকে আরম্ভ করে রাজপ্রতিনিধির শাসনকালের বাবু ব্যক্তিরাও আছেন সেই সারিবদ্ধ আদিপুরুষের মধ্যে। কথা বললাম খুবই কম, খাওয়া শেষ হতেই স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বাঁচলাম এবং আধুনিক বিলিয়ার্ড-রুমে গিয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম।

স্যার হেনরি বললেন, 'তাই বলুন, খুব একটা সুখের জায়গা এটা নয়।' থাকলে হয়তো সয়ে যায়, আমি কিন্তু এই মুহূর্তে খাপ খাওয়াতে পারছি না। এ-রকম বাড়িতে একেবারে একলা ছিলেন বলেই ছায়া দেখেও চমকে উঠতেন কাকা। যাই হোক, রাত হয়েছে। বলেন তো শুতে যাওয়া যাক। কাল সকালে হয়তো অনেকটা সুখকর মনে হতে পারে জায়গাটা।'

বিছানায় ওঠার আগে পর্দা সরিয়ে তাকালাম জানলার বাইরে। হলের দরজার সামনেই যে

ঘাসছাওয়া প্রশস্ত চত্বর, এ-জানলা থেকে তা দেখা যায়। তার ওদিকে দু-সারি গাছ ক্রমাগত দুরন্ত হাওয়ার টানে দুলছে আর ককিয়ে উঠছে। দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন মেঘের দল, ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে আধখানা চাঁদ। হিমশীতল চন্দ্রকিরণে চোখে পড়ল বৃক্ষসারির অনেক দূরে ভাঙাচোরা শৈলশ্রেণি এবং টানা, লম্বা, তরঙ্গায়িত বিষণ্ণ জলাভূমি। বন্ধ করে দিলাম জানালা। হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, প্রথম উপলব্ধির সঙ্গে এই শেষের উপলব্ধির কোনো ফারাক নেই।

তা সত্ত্বেও বলব, এইটাই আমার শেষ উপলব্ধি নয়। ঘুমোতে পারছিলাম না। অসীম ক্লান্তি সত্ত্বেও এপাশ-ওপাশ করছিলাম। সাধনা করেও ঘুমকে চোখে আনতে পারছিলাম না। অনেক দূরে পনেরো মিনিট অন্তর শোনা যাচ্ছে একই সুরে মেলানো অনেক ঘণ্টার ঐকতান বাজনা— এ ছাড়া বিরাট বাড়িখানায় বিরাজ করছে মৃত্যুপুরীর স্তব্ধতা! আর তারপরেই আচম্বিতে, নিথর নিস্তব্ধ সেই নিশুতি রাতে, একটা শব্দ ভেসে এল আমার কানে— সুস্পষ্ট সে-শব্দ শুনতে এতটুকু ভুল আমার হয়নি— বাতাসের মধ্য দিয়ে অনুরণন আর প্রতিধ্বনি জাগিয়ে শব্দটা আছড়ে পড়ল আমার কানের পর্দায়। ফুঁপিয়ে কাঁদছে একটি স্ত্রী-কণ্ঠ, বুকফাটা দুঃখ যেন চাপা হাহাকার হয়ে বেরিয়ে আসছে— নিরুদ্ধ নিশ্বাসে কেঁদেই চলেছে। উঠে বসলাম বিছানায়, কানখাড়া করে শুনলাম সেই কান্না। শব্দের উৎস খুব দূরে নয়, বাড়ির মধ্যে প্রতিটি স্নায়ু টান টান করে ঝাড়া আধঘণ্টা এইভাবে বসে রইলাম, কিন্তু ঘণ্টাশ্রেণির মিলিত ঐকতান বাজনা আর দেওয়ালের গায়ে আইভির খস খস শব্দ ছাড়া নতুন কোনো আওয়াজ কানে এল না।

৭। মেরিপিট হাউসের স্টেপল্‌টনরা

বাস্কারভিল হলে এসেই একটা কৃষ্ণকুটিল ছায়াপাত অনুভব করেছিলাম মনের মধ্যে— মনের সতেজ সৌন্দর্য কিন্তু অনেকটা মুছে নিয়ে গেছে সেই অভিজ্ঞতা। প্রাতরাশ টেবিলে এসে বসলাম আমি এবং স্যার হেনরি। গরাদ দেওয়া সুউচ্চ জানলা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়ল ঘরে, জানলা-ঢাকা কুলমর্যাদার নকশা আঁকা ঢাল থেকে ছাপকা ছাপকা জলরং ভাসিয়ে দিল ঘরের সব কিছু। দেওয়ালের গাঢ় রঙের কাঠের তক্তাগুলো সোনালি রশ্মিতে ঝকঝক করতে লাগল ব্রোঞ্জধাতুর মতন, দেখে বোঝা ভার যে এই ঘরেই গত সন্ধ্যায় মন মুষড়ে পড়েছিল আমাদের নামহীন বিষণ্ণতায়।

ব্যারনেট তো বলেই ফেললেন, 'দোষটা দেখছি বাড়ির নয়, আমাদের! একে পথকষ্ট, তার ওপর কনকনে ওই ঠান্ডা— ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে ধরে নিয়েছি বাড়ির জন্যেই মন অত মুষড়ে পড়ছে। এখন দেখুন শরীর ঝরঝরে, বাড়িও বেশ প্রসন্ন।'

জবাবে বললাম আমি, 'সবটাই কিন্তু কল্পনা নয়। কাল রাতে একজন মেয়েছেলের ফুঁপিয়ে কান্না শুনেছিলাম?'

'তন্দ্রার মধ্যে ওই ধরনের কী একটা যেন শুনেছিলাম। অদ্ভুত কাণ্ড! কিছুক্ষণ কান খাড়া করে রইলাম। কিন্তু আর কোনো আওয়াজ না-পেয়ে ভাবলাম নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি।'

'আমি কিন্তু শব্দটা স্পষ্ট শুনেছি। সত্যিই ফুঁপিয়ে কাঁদছিল একটা মেয়ে।'

'তাহলে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক।'

ঘণ্টা বাজালেন স্যার হেনরি। ব্যারিমুরকে জিজ্ঞেস করলেন আমাদের এই অভিজ্ঞতার কোনো ব্যাখ্যা তার জানা আছে কিনা। আমার মনে হল, খাস চাকরের পাণ্ডুর মুখ যেন আরও একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল প্রশ্নটা শুনে। কিন্তু বেশ মন দিয়ে শুনল কান্নার বিবরণ।

বললে, 'স্যার হেনরি, এ-বাড়িতে স্ত্রীলোক বলতে দু-জন। একজন রান্নাঘরের পেছনের ঘরে বাসন ধোয়। ঘুমোয় বাড়ির ওদিককার অংশে— আপনাদের দিকে নয়, আরেকজন আমার স্ত্রী। আওয়াজটা যে তার দিক থেকে আসেনি, সেটুকু আমি বলতে পারি।'

কথাটা কিন্তু মিথ্যে। কেননা ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর লম্বা করিডরে পূর্ণ সূর্যালোকে মিসেস ব্যারিমুরকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। রোদ পড়েছিল মুখে। দোহারা চেহারা, ভারী গড়ন, অনুভূতিহীন মুখচ্ছবি, দৃঢ়সংবদ্ধ কঠিন ঠোঁট। ঠোঁট টেপা হলে কী হবে, চোখ দুটোয় তো কিছু গোপন নেই। চোখের পাতা ফোলা, চোখও লাল। কাল রাতে তাহলে কেঁদেছে ওই স্ত্রীলোকটিই, কেঁদেই যদি থাকে— দেবতার তো তা জানা উচিত। ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনেও মিথ্যে বলার ঝুঁকি নিয়েছে সে! কেন? এ কাজ সে করল কেন? মিসেস ব্যারিমুরই-বা কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে কেন? পাণ্ডুর মুখ, সুদর্শন, কালো দাড়িওলা এই ব্যক্তিটিকে ঘিরে কিন্তু রহস্য দানা বেঁধেছে এরই মধ্যে, সেইসঙ্গে জড়ো হয়েছে বিষণ্ণতা। স্যার চার্লসের মৃতদেহ সে-ই প্রথম আবিষ্কার করেছে। বৃদ্ধের মৃত্যু সম্পর্কে যে-পরিস্থিতির বর্ণনা পাওয়া গেছে, সেটাও তারই কথা। এই ব্যারিমুরকেই রিজেন্ট স্ট্রিটে ছ্যাকড়াগাড়ির মধ্যে দেখেছি, এমনও তো হতে পারে? দাড়িটা বোধ হয় এইরকমই! গাড়োয়ান অবশ্য বলেছিল, মাথায় একটু খাটো— তবে সেটা চোখের ভুলও হতে পারে। বিষয়টা যাচাই করা যায় কীভাবে? গ্রিমপেন পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা করলেই হল। জিজ্ঞেস করব পরীক্ষামূলক টেলিগ্রামটা সত্যিই ব্যারিমুরের হাতে হাতে দেওয়া হয়েছে কিনা। জবাব যাই হোক না কেন, শার্লক হোমসকে জানানোর মতো কিছু একটা পাওয়া তো যাবে।

ব্রেকফাস্টের পর অসংখ্য কাগজপত্র দেখতে বসলেন স্যার হেনরি। আমি দেখলাম, মোক্ষম সুযোগ পাওয়া গেছে— অভিযান সেরে আসা যাক। মাইল চারেক হাঁটতে হল জলার কিনারা ঘেঁষে। বেশ লাগল হাঁটতে। পৌঁছোলাম একটা ছোট্ট ধূসর গাঁয়ে। ছোটো কুঁড়েঘরগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে দুটি বড়ো বাড়ি— একটা নিশ্চয় সরাইখানা, আর একটা ডক্টর মর্টিমারের আবাসস্থান। পোস্টমাস্টার লোকটা গাঁয়ের মুদিও বটে। টেলিগ্রামের কথা স্পষ্ট মনে আছে দেখলাম।

বললে, 'যেভাবে বলা হয়েছিল, সেইভাবেই টেলিগ্রামটা তো পৌঁছে দিয়েছি ব্যারিমুরকে।'

'কে দিয়েছে?'

'আমার এই ছেলেটা। জেমস গত সপ্তাহে বাস্কারভিল হয়ে মি. ব্যারিমুরকে টেলিগ্রামটা তুই দিয়েছিলিস?'

'হ্যাঁ বাবা, আমি দিয়েছিলাম।'

'ব্যারিমুরের নিজের হাতে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'মি. ব্যারিমুর মাচায় উঠেছিল বলে মিসেস ব্যারিমুরের হাতে দিয়েছিলেন। বলল, এখুনি দেবে মি. ব্যারিমুরকে।'

'ব্যারিমুরকে দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে না; বললাম তো মাচায় উঠেছিল।'

'নিজের চোখে না-দেখে থাকলে জানলে কী করে মাচায় উঠেছে?'

খিটখিটে গলায় পোস্টমাস্টার বললে, 'সে কোথায় আছে না-আছে সেটা তার নিজের স্ত্রীই ভালো জানে। টেলিগ্রাম কি পায়নি বলতে চান? ভুল যদি কোথাও হয়ে থাকে, নালিশ যা করবার মি. ব্যারিমুরই করবে।'

অসম্ভব, এ-তদন্ত নিয়ে আর এগোনো যাবে না। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। হোমসের ধোঁকাবাজিতে কাজ হয়নি। ঠিক ওই সময়ে ব্যারিমুর লন্ডনে ছিল কিনা, সেটা প্রমাণ করা যাবে না। যদি ধরা যায়, স্যার চার্লসকে সর্বশেষ যে-ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় দেখেছে, সেই লোকই নতুন উত্তরাধিকারী ইংলন্ডে পা দিতে না-দিতেই ফেউয়ের মতো পেছন পেছন ঘুরছে? তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? তবে কি সে অন্যের চর? না, নিজেই ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে? বাস্কারভিল বংশকে নির্বংশ করায় তার স্বার্থ? টাইমস প্রবন্ধ থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে অদ্ভুত হুঁশিয়ারির কথা মনে পড়ল। এ কাজও কি তার? নাকি পৈশাচিক এই চক্রান্ত বানচাল করায় উদ্যোগী হয়েছে অন্য এক ব্যক্তি? একটা মোটিভই কল্পনায় আনা যায়— স্যার হেনরি নিজেই তো বলেছিলেন, ভয় দেখিয়ে যদি ফ্যামিলির সবাইকে ভাগিয়ে দেওয়া যায়, পুরো বাড়িটা স্থায়ীভাবে ভোগে লাগবে ব্যারিমুর দম্পতির। কিন্তু অদৃশ্য যে-জাল ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে তরুণ ব্যারনেটকে, তার পেছনে যে সুগভীর চক্রান্ত বিরাজমান— এ-সিদ্ধান্ত দিয়ে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না হোমস নিজেই স্বীকার করেছে, জীবনে অনেক চাঞ্চল্যকর তদন্ত সে করেছে, কিন্তু এ-রকম জটিল কেস সে কখনো দেখেনি। ধূসর, নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে যাচ্ঞা করলাম, বন্ধুবর যেন ঝটপট হাতের কাজ শেষ করে এখানে এসে ওই গুরুর দায়িত্ব থেকে আমায় মুক্তি দেয়।

আচম্বিত চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল পেছনে ধাবমান পদশব্দে— সেইসঙ্গে শুনলাম কে যেন নাম ধরে ডাকছে আমায়। ডক্টর মর্টিমারকে দেখব আশা করেই পেছন ফিরলাম, কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম এক অচেনা ভদ্রলোককে আমার পেছনে ছুটে আসতে দেখে। আকারে ছোটোখাটো, ছিপছিপে, দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো, চোখ-মুখ নিখুঁত, শনের মতো একমাথা চুল, পাতলা চোয়াল, বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, পরনে ধূসর স্যুট, মাথায়-হ্যাট। গাছগাছড়ার নমুনা সংগ্রহের একটা টিনের বাক্স ঝুলছে কাঁধে। হাতে একটা সবুজ রঙের প্রজাপতি ধরবার জাল।

হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে বললেন, 'মাপ করবেন, আপনিই তো ডক্টর ওয়াটসন। জলাভূমিতে আমরা সবাই কাজের মানুষ— আনুষ্ঠানিকভাবে কারো পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকি না— আলাপটা গায়ে পড়েই করে নিই। আমাদের দু-জনের বন্ধু মি. মর্টিমারের মুখে নিশ্চয় শুনেছেন আমার নাম। আমিই মেরিপিট হাউসের[১] স্টেপলটন।'

বললাম, 'আপনার জাল আর বাক্স দেখেই তা বোঝা যায়। মিঃ স্টেপ্‌লটন যে একজন প্রকৃতিবিদ— এইটুকু আমি জানি। কিন্তু আমাকে আপনি চিনলেন কী করে?'

'মর্টিমারের ওখানে গেছিলাম। আপনি তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সার্জারি-ঘরের জানালা

থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। একই পথে যেতে হবে দু-জনকে, তাই ভাবলাম দৌড়ে এসে নাগাল ধরে ফেলি— যেতে যেতে পরিচিত হই। স্যার হেনরি এতটা পথ এসে ভালো আছেন তো?'

'খুবই ভালো আছেন। ধন্যবাদ।'

'সবাই ভেবেছিলাম, স্যার চার্লসের শোচনীয় মৃত্যুর পর ব্যারনেট আর বুঝি এখানে থাকতে চাইবেন না। এ-রকম একটা জায়গায় এসে কোনো বড়োলোকই নিজেকে শেষ করতে চায় না। কিন্তু এলে যে পল্লিঅঞ্চলের কতখানি ভালো হয়, তা আর নাই-বা বললাম। এ-ব্যাপারে স্যার হেনরির মনে কুসংস্কার বা ভয়-টয় নেই তো?'

'মনে তো হয় নেই।'

'পিশাচ কুকুরের কাহিনি শুনেছেন নিশ্চয়? ভৌতিক উপদ্রব চলছে এ-ফ্যামিলির প্রত্যেকের ওপর।'

'শুনেছি।'

'আশ্চর্য এখানকার চাষিরা কিন্তু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে গল্পটা! সরল মানুষ তো, সহজেই বিশ্বাস করে ফেলে। যাকেই জিজ্ঞেস করুন, সে-ই দিব্যি গেলে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ-রকম একটা প্রাণী সে জলায় দেখে বটে,' হাসতে হাসতে কথাগুলো বললেও ভদ্রলোকের চোখ দেখে মনে হল ব্যাপারটাকে উনি হাসির ব্যাপার হিসেবে নেননি। 'এইসব গল্প শুনেই স্যার চার্লস মনে মনে অনেক কল্পনা করে ফেলেছিলেন, ফলে মৃত্যু আসে শোচনীয়ভাবে।'

'কিন্তু কীভাবে?'

'ধকল সইতে সইতে স্নায়ু শেষ হয়ে এসেছিল, হৃৎপিণ্ডের অবস্থাও ভালো ছিল না— যেকোনো কুকুরের ছায়া দেখলেও তাই হয়তো আঁতকে উঠতেন। এইভাবেই নিশ্চয় হার্টফেল করেছেন। আমার মনে হয়, আগের রাতে ইউ-বীথিতে সত্যিই কিছু একটা দেখেছিলেন উনি। বৃদ্ধকে ভালোবাসতাম, জানতাম ওঁর হার্টের অবস্থা ভালো নয়— তাই এইরকম একটা বিপর্যয়ের ভয় কিন্তু বরাবরই ছিল আমার মনে।'

'হার্টের অবস্থা ভালো নয় জানলেন কী করে?'

'বন্ধু মর্টিমার বলেছেন[২]।'

'আপনার বিশ্বাস তাহলে কুকুরের তাড়া খেয়ে স্রেফ ভয়ের চোটে মারা গেছেন স্যার চার্লস?'

'এর চাইতে ভালো ব্যাখ্যা আর কিছু দিতে পারেন?'

'কোনো সিদ্ধান্তেই আসিনি আমি।'

'মি. শার্লক হোমস এসেছেন কি?'

কথাটা শুনেই মুহূর্তের জন্যে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু সঙ্গী ভদ্রলোকের শান্ত মুখ আর ধীরস্থির চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম চমকে দেওয়ার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই।

বললেন, 'ডক্টর ওয়াটসন, আপনাকে জানি না, ভান করে তো লাভ নেই। আপনার ডিটেকটিভের কীর্তিকাহিনি এদেশেও পৌঁছে গেছে। নিজেকে বাদ দিয়ে তাঁর গুণগান তো গাইতে পারেন না। মর্টিমার আপনার নাম বলতেই বুঝেছি আপনি কে, অস্বীকার করতে

পারেননি, মর্টিমার। আপনি এখানে এসেছেন মানে মি. শার্লক হোমসও এ-কেসে আগ্রহী, সেইজন্যই জানতে চাইছিলাম এ-ব্যাপারে তিনি কী মত পোষণ করছেন।'

'এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারব বলে মনে হয় না।'

'উনি কী নিজে এসে ধন্য করবেন আমাদের?'

'এই মুহূর্তে শহর ছেড়ে বেরোতে পারবে না। হাতে অন্যান্য কেস রয়েছে।'

'কী কপাল দেখুন! আমাদের কাছে যা অন্ধকার, উনি এলে তা পরিষ্কার হয়ে যেত। আমাকে দিয়ে যদি আপনার গবেষণায় কোনো সাহায্য হয় তো নির্দ্বিধায় বলবেন। কাকে সন্দেহ করছেন, অথবা কীভাবে তদন্ত শুরু করবেন— যদি আঁচ দেন তো আমার দিক থেকে সাহায্য অথবা উপদেশ পেতে পারেন।'

'শুনুন, আমি এসেছি আমার বন্ধু স্যার হেনরির সঙ্গে দিন কয়েক থাকতে— তদন্ত করতে নয়। কাজেই সাহায্য বা উপদেশ কোনোটারই দরকার হবে না।'

'চমৎকার!' বললেন স্টেপলটন। 'ঠিকই তো, এখনই তো বিচক্ষণ এবং সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে। অনধিকার চর্চার জন্যে ধমক দিয়ে ভালোই করেছেন। কথা দিচ্ছি, এ নিয়ে আর জিজ্ঞেস করব না।'

সরু একটা ঘাস-ছাওয়া রাস্তার সামনে এসে গেছি কথা বলতে বলতে। মূল রাস্তা থেকে এ-রাস্তাটা বেরিয়ে এঁকেবেঁকে ঢুকে পড়েছে জলার মধ্যে। ডান দিকে, গোলাকার পাথর সমাকীর্ণ একটা খাড়াই পাহাড়— বিস্মৃত অতীতে গ্রানাইট পাথর কেটে আনা হত ওখান থেকে। বুক কাঁপানো মলিন অতীতে চুড়োর দিকে দাঁড়িয়ে আমরা— খাঁজে খাঁজে ফার্ন আর কাঁটাঝোপ। তারও ওদিকে দূরে উঁচু জায়গায় একরাশ পালকের মতো ভাসছে ধোঁয়া।

স্টেপলটন বললেন, 'জলার এই রাস্তা দিয়ে একটু হাঁটলেই মেরিপিট হাউস। ঘণ্টাখানেক সময় যদি হাতে থাকে তো আসুন, আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

স্যার হেনরির পাশে পাশে আমার থাকা দরকার, প্রথমেই এই চিন্তাটা লাফিয়ে উঠল মনের মধ্যে। তারপরেই চোখের সামনে ভেসে উঠল পড়ার ঘরের টেবিলে স্তূপীকৃত কাগজপত্র নিয়ে বসে আছেন তিনি। এ অবস্থায় তাঁর কোনো সাহায্যেই আমি আসছি না। হোমসও পই-পই করে বলে দিয়েছে, জলার প্রতিবেশীদের ওপর যেন মনটা থাকে আমার— তাদের হালচাল লক্ষ করতে হবে, খবর সংগ্রহ করতে হবে। তাই স্টেপ্‌ল্‌টনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ঘেসো পথটার দিকে ফিরলাম।

ঢেউ খেলানো প্রান্তর, দীর্ঘ সবুজ উত্তাল তরঙ্গ, মাঝে মাঝে খোঁচা খোঁচা গ্রানাইট পাথরের প্রচণ্ড তরঙ্গাকার উত্থান-পতন—সব মিলিয়ে সত্যিই বড়ো অপূর্ব জায়গা এই জলাভূমি। হাজার বার দেখেও ক্লান্তি আসে না। কত আশ্চর্য রহস্যই না লুকিয়ে রয়েছে এর খানাখন্দে। আকারে যেমন বিরাট, তেমনি অনুর্বর আর রহস্যময়।'

'আপনার নখদর্পণে নিশ্চয়?'

'আমি তো এখানে এসেছি মাত্র দু-বছর, স্যার চার্লস আসবার কিছুদিন পরেই। এখানকার বাসিন্দাদের কাছে আমি নবাগত। তবে আমার নেশা টোটো টোটো করে বেড়ানো। শখের

তাগিদে এ-তল্লাটের কোথায় না গেছি বলুন। আমি যা জানি, এখানকার খুব কম লোকই তা জানে।'

'জানাটা কি খুব কঠিন?'

'খুবই কঠিন। উত্তরে বিরাট প্রান্তরটা দেখেছেন, মাঝে মাঝে অদ্ভুত পাহাড় মাথা চাড়া দিয়েছে। অসাধারণ কিছু লক্ষ করছেন?'

'ঘোড়া হাঁকানোর পক্ষে এমন জায়গা দুর্লভ।'

'স্বভাবতই তাই মনে হয়। এই কারণেই অনেক ঘোড়া, অনেক মানুষ জীবন দিয়েছে ওখানে। ঝকঝকে সবুজ কতকগুলো জায়গা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লক্ষ করেছেন?'

'করেছি। অন্য অংশের চাইতে এই জায়গাগুলোই বেশি উর্বর মনে হচ্ছে।'

হেসে উঠলেন স্টেপলটন। বললেন, 'ওই হল বিখ্যাত গ্রিমপেন পঙ্কভূমি[৩]। একটু ভুল পা ফেলেছেন কি আর দেখতে হবে না। মানুষ হোক কি জানোয়ার হোক— মৃত্যু অনিবার্য। কালকেই তো আমার চোখের সামনে তলিয়ে গেল একটা টাট্টু ঘোড়া। জলারই ঘোড়া। ঘাসের খোঁজে গেছিল ভেতরে। বেরিয়ে আর আসেনি। পাঁকভরতি জমিতে মুণ্ডুখানা কেবল দেখলাম— ঘাড় লম্বা করে চেষ্টা করছিল উঠে আসবার। কিন্তু টেনে নিল ভেতর থেকে। শুকনো ঋতুতেও অঞ্চল পেরোনো বিপজ্জনক— শরতের বর্ষায় অত্যন্ত ভয়ংকর। আমি কিন্তু এরই মধ্যে দিয়ে পথ করে ঠিক মাঝখানে যেতে পারি, জ্যান্ত ফিরেও আসতে পারি। আরে সর্বনাশ! 'শুনুন, আর একটা টাট্টু মরতে চলেছে!'

সবুজ নলখাগড়ার মধ্যে বাদামি মতো কী যেন একটা গড়াগড়ি দিচ্ছে, পাকসাট খাচ্ছে দেখলাম। তারপরেই বিষম যন্ত্রণায় তেউড়ে গিয়ে একটা লম্বা গলা ছটফটিয়ে উঠল ওপর দিকে এবং একটা ভয়াবহ আর্তনাদ প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে ভেসে গেল জলার ওপর দিয়ে দূরে। বিষম আতঙ্কে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল আমার, কিন্তু সঙ্গী ভদ্রলোকটির স্নায়ুর জোর দেখলাম আমার চাইতে বেশি।

বললেন, 'তলিয়ে গেল! গিলে নিল গ্রিমপেন পঙ্ক! দু-দিনে দুটো, হয়তো আরও অনেক— জানছে কে? শুকনোর সময়ে নানা দিক থেকে ভেতরে ঢোকে— পাঁকে পা দেওয়ার আগে টের পায় না কোথায় ঢুকেছে। বড়ো বিপজ্জনক জায়গা এই গ্রিমপেন পঙ্কভূমি।'

'এর মধ্যে আপনি ঢুকতে পারেন?'

'পারি। দু-একটা পথ আছে— চটপটে লোক সে-পথে যেতে পারে। সে-পথের সন্ধান আমি পেয়েছি।'

'কিন্তু এ-রকম ভয়ানক জায়গায় যান কেন?'

'দূরের ওই পাহাড়গুলো দেখছেন? ঠিক যেন দ্বীপ— যুগ যুগ ধরে দুর্গম পাঁক দিয়ে ঘেরা। অনেক দুর্লভ গাছগাছড়া আর দুষ্প্রাপ্য প্রজাপতির আস্তানা ওই পাহাড়গুলো। বুদ্ধি যদি থাকে, গিয়ে জানা যায়।'

'কপাল ঠুকে একদিন দেখব'খন।'

বিস্মিত মুখে আমার পানে তাকালেন স্টেপলটন। বললেন, 'দোহাই আপনার, ওই ইচ্ছেটি মনে ঠাঁই দেবেন না। আপনার অপঘাত মৃত্যুর জন্যে শেষে কি আমি দায়ী হব? বিশ্বাস করুন,

প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার সুযোগ পাবেন না। জমির ওপর জটিল কতকগুলো চিহ্ন দেখে আমিই কেবল যেতে পারি।'

'আরে! আরে! ও আবার কী?' বললাম সবিস্ময়ে।

জলার ওপর দিয়ে প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে ভেসে গেল একটানা একটা গোঙানি— অবর্ণনীয় ভাবে করুণ। আকাশ বাতাস ভরে গেল সেই হাহাকারে অথচ বোঝা গেল না কোত্থেকে আসছে শব্দটা। প্রথম অনুচ্চ গজরানি, তারপর গভীর গর্জন, শেষে আবার সেই চাপা বিষণ্ণ অস্ফুট ঘড় ঘড় শব্দ— হৃদঘাতের মতো নিয়মিত ছন্দে স্পন্দিত হতে হতে এক সময়ে মিলিয়ে গেল গোঙানি। কীরকম যেন হয়ে গেল স্টেপলটনের মুখের চেহারা। অদ্ভুত চোখে তাকালেন আমার পানে।

বললেন, 'বড়ো বিচিত্র জায়গা এই জলা।'

'কিন্তু আওয়াজটা কীসের?'

'চাষিরা বলে, বাস্কারভিল কুকুরের গর্জন— শিকার খুঁজছে। এর আগেও বার দুয়েক এ-ডাক আমি শুনেছি— কিন্তু এত জোরালো কখনো হয়নি।'

ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করছিল আমার! চেয়ে দেখলাম বিশাল ঢেউখেলানো প্রান্তরের দিকে— মাঝে মাঝে সবুজ নলখাগড়ার ছোপ-ছোপ দাগ। কোথাও কোনো স্পন্দন নেই— নিথর নিস্তব্ধ চারিদিক— দিগন্তবিস্তৃত সেই ধু-ধু প্রান্তরের ওপর উড়ছে কেবল একজোড়া মিশমিশে কালো দাঁড়কাক— আমাদের ঠিক পেছনেই একটা অদ্ভুত দর্শন এবড়োখেবড়ো পাহাড়ে বসে সহসা কা-কা শব্দে ডেকে উঠল কর্কশ গলায়।

বললাম, 'আপনি তো মশাই শিক্ষিত মানুষ। এইসব আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস করেন নাকি? অদ্ভুত আওয়াজটা কীসের বলে মনে হয়?'

'পাঁকের গর্তে মাঝে মাঝে অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়। হয় কাদা থিতিয়ে যাচ্ছে, নয় জল ঠেলে উঠছে, অথবা ওইরকম কিছু একটা ঘটছে।'

'না, না, এ-আওয়াজ সে-আওয়াজ নয়। এ তো জীবন্ত প্রাণীর ডাক।'

'তবে হয়তো তাই। জলার বকের[৪] গভীর ডাক কখনো শুনেছেন?'

'না, কখনো শুনিনি।'

'ইংলন্ডে এ-পাখি খুবই দুষ্প্রাপ্য— প্রায় লোপ পেতে বসেছে বললেই চলে— তবে কি জানেন, এ-জলায় সবই সম্ভব। আওয়াজটা এই বকবংশের শেষ কোনো বংশধরের ডাক হলে খুব একটা অবাক হব না। আমি।'

'জীবনে এমন পিলে চমকানো, ভূতুড়ে, বিকট ডাক আমি শুনিনি।'

'জায়গাটাও যে সেইরকম অলৌকিক— গা ছমছম করে। দূরের পাহাড়গুলো দেখুন! কী মনে হয়?'

ধূসর বর্ণের বিস্তর প্রস্তর-বলয় ছেয়ে রয়েছে পাহাড়ের ঢাল। সংখ্যায় গোটা কুড়ি তো বটেই।

'কী ওগুলো? ভেড়ার খোঁয়াড়?'

'না, অনেক গুণ ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের—এগুলো তাদের বাড়ি। এককালে

প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের ঘনবসতি[৫] ছিল এই জলায়। তারপর থেকে কেউ আর এখানে থাকেনি। বাড়িঘরদোর পড়ে আছে ঠিক এইভাবেই। রেড ইন্ডিয়ানদের কুঁড়ের মতোই এইগুলি ছিল তাদের মাথা গোঁজার আস্তানা— ছাদগুলো কেবল উড়ে গেছে। কৌতূহল চরিতার্থ করতে ভেতরে যদি যান, আগুনের চুল্লি আর বসবার কৌচ পর্যন্ত দেখবেন রয়েছে ওখানে।'

'কিন্তু এ তো দেখছি একটা শহর বললেই চলে। মানুষ থাকত কোন সময়ে?'

'প্রস্তর যুগের সময়ে— সঠিক তারিখ নেই।'

'কী করত?'

'গরু ভেড়া চরাত পাহাড়ের ঢালে, তারপর যখন পাথরের কুঠারের বদলে ব্রোঞ্জের তলোয়ারের যুগ এল— মাটি খুঁড়ে টিন বার করতে শিখল। উলটোদিকের পাহাড়ে সারি সারি বিরাট খাতগুলো দেখছেন? ওদের কীর্তি, ডক্টর ওয়াটসন, অনেক অসাধারণ ব্যাপারই নজরে আসবে এই জলায়। আরে! আরে! নিশ্চয় সাইক্লোপাইড্স[৬]! আসছি দাঁড়ান।'

ছোট্ট একটা মাছি বা মথ পোকার মতো কী যেন পত পত করে উড়ে গেল সরু পথের উপর দিয়ে। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে অসাধারণ ক্ষিপ্র বেগে এবং উদ্যমে তাড়া করলেন স্টেপলটন। সোজা সুবিখ্যাত পঙ্ক অভিমুখে প্রাণীটা উড়ছে দেখে হতাশ হলাম আমি, স্টেপলটন কিন্তু থামলেন না। সবুজ জাল শূন্যে দুলিয়ে এতটুকু দ্বিধা না-করে এক ঘাসের চাপড়া থেকে আর এক ঘাসের চাপড়ায় লাফিয়ে ধেয়ে চললেন পেছন পেছন। ধূসর পোশাক আর ঝাঁকি মেরে এঁকাবেঁকা অনিয়মিত গতিপথের দরুন মনে হল যেন নিজেই একটা অতিকায় মথ-পোকা। সভয়ে বিস্ময়ে সপ্রশংস চোখে চেয়ে রইলাম সেইদিকে। ভয় হল যেকোনো মুহূর্তে পা ফসকে বিশ্বাসঘাতক পাঁকে পড়তে পারেন ভেবে; প্রশংসা করলাম অসাধারণ তৎপরতার জন্যে; বিস্মিত হলাম ভয়হীনতা দেখে। এমন সময়ে পেছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দেখি সরু রাস্তা বেয়ে আসছে একজন মহিলা। একরাশ পালকের মতো ধূম্রপুঞ্জ ভাসছে যেদিকে এবং যেদিকে রয়েছে মেরিপিট হাউস— মেয়েটি আসছেন সেইদিক থেকে— জলার উঁচু-নীচু জমির আড়ালে থাকায় কাছাকাছি না-হওয়া পর্যন্ত দেখতে পাইনি।

দেখেই বুঝলেন ইনিই মিস স্টেপলটন— যাঁর কথা আগেই শুনেছি। জলাভূমিতে ভদ্রমহিলা সংখ্যার বেশি নেই নিশ্চয়। তা ছাড়া, আগেই শুনেছিলাম মিস স্টেপলটন নাকি রূপসী। এ-মহিলাও রূপসী এবং অনন্যা বললেই চলে। এ ধরনের রূপ বড়ো একটা দেখা যায় না। ভাইবোনের মধ্যে দেখলাম আসমান-জমিন ফারাক। স্টেপলটনের গায়ের রং না-ফর্সা না-ময়লা, চুল হালকা রঙের, চোখ ধূসর। কিন্তু তাঁর বোনটির মতো শ্যামা মেয়ে সারা ইংলন্ডে আর দেখিনি— চামড়া কালো, চুল কালো, চোখ কালো। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী, মার্জিতা। নিখুঁত সুচারু সম্ভ্রান্ত মুখাবয়ব— কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই বলেই হয়তো আবেগহীন মনে হতে পারে— কিন্তু অনুভূতি সচেতন ঠোঁট, কৃষ্ণকালো চোখ আর সাগ্রহ চাহনি দেখে সে-ধারণা মনে ঠাঁই পায় না। বেশভূষায় সূক্ষ্ম রুচির ছাপ, ফিগার নিখুঁত। নিরালা জলপথে এ-মূর্তি যেন একটা অদ্ভুত প্রেতচ্ছায়া। আমি যখন ঘুরে দাঁড়ালাম, উনি তখন তাকিয়ে ভাইয়ের দিকে। পরক্ষণেই দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। মাথার টুপি তুলে বুঝিয়ে বলতে যাচ্ছি আমি

বেরিল স্টেপলটনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০৩)

কে এবং কোথায় চলেছি— এমন সময়ে ভদ্রমহিলা নিজেই যা বলে বসলেন, তাতে সম্পূর্ণ অন্য খাতে বয়ে গেল আমার চিন্তাধারা।

বললেন, 'ফিরে যান! সোজা লন্ডনে ফিরে যান! এক্ষুনি যান!'

আকাট মুর্খের মতো বোবা বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম তাঁর পানে। চোখ জ্বলে উঠল ভদ্রমহিলার। অধীরভাবে পা ঠুকলেন মাটিতে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ফিরে যাব?'

'তা বলতে পারব না,' ব্যগ্র, খাটো গলায় বললেন মিস স্টেপলটন— উচ্চারণটা অদ্ভুত—আধো আধো, অস্ফুট। 'দোহাই আপনার, যা বলি তাই করুন। চলে যান এখান থেকে— এ-জীবনে আর পা দেবেন না জলায়।'

'কিন্তু এই তো এলাম আমি।'

'কী বিপদ! আপনার ভালোর জন্যে সাবধান করা হচ্ছে বুঝছেন না কেন? ফিরে যান লন্ডনে! আজ রাতেই রওনা দিন! যত ক্ষতিই হোক— এ-জায়গা ছেড়ে চলে যান এখুনি! চুপ, আমার ভাই আসছে! যা বললাম, তার একটা কথাও ওকে বলবেন না। দূরের ওই অর্কিডটা দয়া করে এনে দেবেন? হরেকরকম অর্কিডে ঠাসা আমাদের জলা— কিন্তু আপনি এসেছেন বড়ো দেরিতে— অর্কিডের বাহারটা দেখতে পেলেন না।'

পলায়মান প্রাণীর পেছন ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আরক্ত মুখে ফিরে এলেন স্টেপলটন।

'আরে, বেরিল দেখছি!' কেন জানি আমার মনে হল, স্বাগত সম্ভাষণে প্রাণের সাড়া যেন নেই। বরং তার উলটো।

'জ্যাক, তুমি দেখছি তেতে লাল হয়ে গেছ।'

'সাইক্লোপাইডের পেছনে ছুটেছিলাম। খুবই দুষ্প্রাপ্য[৭], শরতের শেষে কদাচিৎ চোখে পড়ে। ইস, একটুর জন্য ফসকে গেল!'

কথাগুলো নির্লিপ্তস্বরে বললেন স্টেপলটন, ছোটো ছোটো হালকা রঙের চোখ দুটোর চাহনি কিন্তু বিরামবিহীনভাবে পর্যায়ক্রমে ঘুরতে লাগল আমার আর মেয়েটির ওপর। 'নিজেরাই আলাপ পরিচয় করে নিয়েছ দেখছি।'

'তা নিয়েছি। স্যার হেনরিকে বলছিলাম বড়ো দেরি করে এলেন, জলার আসল সৌন্দর্য এখন বিদায় নিয়েছে।'

'আরে, উনি কে বলে মনে হয় তোমার?'

'নিশ্চয় স্যার হেনরি বাস্কারভিল।'

'আরে না, না,' বললাম আমি। 'খুবই সাধারণ মানুষ আমি, তবে ওঁর বন্ধু। আমার নাম ডক্টর ওয়াটসন।'

মেয়েটির ভাবব্যঞ্জক মুখের ওপর দিয়ে বিরক্তির লাল আভা ভেসে যায়।

'কথায় কথায় দেখছি ভুল করে ফেলেছি,' বললেন মিস স্টেপলটন।

'কিন্তু বেশি কথা বলার মতো সময় তো পাওনি,' আগের মতোই সন্ধানী চোখে তাকিয়ে মন্তব্য করেন ভাই।

বোন বললেন, 'ডক্টর ওয়াটসন যে বেড়াতে এসেছেন বুঝিনি, আমি ভেবেছিলাম উনি

ও-বাড়িতেই থাকেন। অর্কিডের সময় চলে গেছে, কি, সবে শুরু হয়েছে— তা নিয়ে ওঁর খুব একটা মাথাব্যথা নেই। যাই হোক, আসুন। মেরিপিট হাউসে পায়ের ধুলো দিয়ে যান।'

একটু হাঁটতেই একটা নির্জন নিরাপদ জলাভূমি ভবনের সামনে এসে পৌঁছোলাম। এক সময়ে এখানে যে থাকত, সে গোরু ছাগল খাইয়ে রোজগার করত। তখন এ-অঞ্চল অনেক সমৃদ্ধ ছিল। এখন সেদিন গিয়েছে। একটু মেরামত করে বাড়িটাকে বসতবাড়িতে পরিণত করা হয়েছে। ফলফুলের একটা বাগান ঘিরে রয়েছে বাড়ির চারধারে, কিন্তু জলাভূমির সব গাছের মতোই এ-বাগানের গাছও মাথা চাড়া দিতে পারেনি— মাথা হেঁট করে রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে জায়গাটা নিম্নমানের এবং বিষাদাচ্ছন্ন। অদ্ভুত ধরনের শুষ্কবদন একজন পরিচারক এসে দরজা খুলে ধরলে। গায়ে সেকেলে ধাঁচের কোট, মুখের চামড়া কুঞ্চিত, এ-বাড়ির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মূর্তি। ভেতরের ঘরগুলো বেশ বড়ো; রুচিসম্মত আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো— ভদ্রমহিলার রুচি-সুন্দর হাতের ছোঁয়া রয়েছে সর্বত্র। জানলা দিয়ে গ্রানাইট সমাকীর্ণ দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমির একঘেয়ে তরঙ্গায়িত প্রান্তরের পানে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম, উচ্চশিক্ষিত এই ভদ্রলোক এবং পরমাসুন্দরী এই মহিলা কীসের আকর্ষণে রয়েছেন এখানে।

আমার মনের চিন্তা পাঠ করে নিয়েই যেন বললেন স্টেপলটন, 'এ-রকম একটা জায়গা বসবাসের জন্য পছন্দ করলাম ভেবে অবাক হচ্ছেন তো? যত অদ্ভুতই হোক না, আমরা কিন্তু বেশ সুখে আছি, তাই না বেরিল?'

'খুবই সুখে', বললেন মিস স্টেপলটন, কিন্তু কথাটা প্রাণ থেকে যেন বললেন না— আত্মপ্রত্যয় ধ্বনিত হল না কণ্ঠস্বরে।

স্টেপলটন বললেন, 'একটা স্কুল খুলেছিলাম উত্তর অঞ্চলে। আমার মতো মেজাজের লোকের পক্ষে কাজটা যন্ত্রবৎ— আগ্রহ জায়গায় না। কিন্তু ছোটোদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাওয়াটা কম নয়। নিজের চরিত্র আর আদর্শ অনুযায়ী ছোট্ট মানুষগুলোকে গড়ে তুলতে কী ভালোই না লাগত। কিন্তু নিয়তি তা চাইলেন না। সাংঘাতিক মড়ক লাগল স্কুলে— মারা গেল তিনটে ছেলে। আঘাত সামলে উঠতে পারল না স্কুল— আমার বেশ কিছু মূলধন জলে গেল এইভাবে। ছেলেগুলোর মিষ্টি সঙ্গ যদি পেতাম, লোকসান সত্ত্বেও প্রাণে ফুর্তি থাকত। কেননা উদ্ভিদতত্ত্ব আর প্রাণীবিদ্যা দুটোতেই আমার ঝোঁক প্রচণ্ড— কাজ করার অসীম সুযোগ রয়েছে এখানে, আমার বোনটিও আমার মতোই প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। ডক্টর ওয়াটসন, ঘরের জানলা দিয়ে জলাভূমির চেহারা দেখে এইসব কথাই ভিড় করে আসছে আপনার মাথার ভেতরে।'

'সত্যিই তাই— জায়গাটা এত মনমরা— আপনার চেয়ে আপনার বোনের কাছে হয়তো আরও বেশি মনমরা।'

'না, না, মনমরা আমি কখনোই নই,' ঝটিতি জবাব দিলেন ভদ্রমহিলা!

'বই রয়েছে, পড়াশুনো রয়েছে, ইন্টারেস্টিং প্রতিবেশীরা রয়েছেন। স্বক্ষেত্রে ডক্টর মর্টিমার অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ। স্যার চার্লস বেচারাও সঙ্গী হিসেবে প্রশংসার পাত্র ছিলেন। খুবই খাতির ছিল আমাদের সঙ্গে— ওঁর মৃত্যু যে আমাদের কাছে কতখানি, তা বলে বোঝাতে পারব না। আজ বিকেলেই স্যার হেনরির সঙ্গে আলাপ করতে গেলে বিরক্ত হবেন বলে মনে হয়?'

'খুশিই হবেন।'

'তাহলে দয়া করে বলবেন আমি আসতে পারি। উনি যাতে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারেন, সব কিছুই সহজভাবে নিতে পারেন— আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সে-চেষ্টা করব। ডক্টর ওয়াটসন, আসুন না, ওপরতলায় এসে আমার লেপিডটেরা-র[৮] সংগ্রহটা দেখে যান। ইংলন্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে এর চাইতে সম্পূর্ণ সংগ্রহ আর নেই বলেই আমার বিশ্বাস। দেখতে দেখতেই লাঞ্চ তৈরি হয়ে যাবে।'

আমি কিন্তু তখন ছটফট করছি ফিরে যাওয়ার জন্য— যে-দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, তা ফেলে এখানে লাঞ্চ খাওয়া যায় না। মন ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে টাট্টুর শোচনীয় মৃত্যু, জলার বিষণ্ণতা এবং বাস্কারভিল বংশের ভয়ংকর কিংবদন্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ভৌতিক ডাকের দরুন। সব মিলিয়ে যেন দমে গিয়েছে— কিছু ভালো লাগছে না। সবার ওপরে রয়েছে মিস স্টেপলটনের সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারি— সুগভীর আন্তরিকতায় ব্যাকুল সেই হুঁশিয়ারি ভোলবার নয়— আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয় গুরুতর এবং গভীর একটা কারণ আছে। তাই খেয়ে যাওয়ার সব অনুরোধ ঠেলে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘাস-ছাওয়া পথে রওনা হলাম বাস্কারভিল হল অভিমুখে।

কিন্তু সোজা রাস্তা নিশ্চয় একটা ছিল— সবাই তা জানে না। কেননা, মূল রাস্তায় পৌঁছে অবাক হয়ে গেলাম মিস স্টেপলটনকে দেখে। আমার আগেই উনি পৌঁছেছেন এবং রাস্তার পাশে একটা পাথরের ওপর বসে আছেন। মুখটি সুন্দরভাবে রাঙা হয়ে গিয়েছে হাঁপিয়ে যাওয়ায়।

বললেন, 'ডক্টর ওয়াটসন, আপনাকে ধরব বলে দৌড়ে এলাম। টুপি পর্যন্ত পরবার সময় পাইনি। দাঁড়াতে পারব না— ভাই ধরে ফেলবে। আপনাকে স্যার হেনরি ভেবে যে-বোকামি করেছি, তার জন্যে দুঃখিত। যা বলেছি, তা ভুলে যান। আপনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কিন্তু ভোলা কি যায়, মিস স্টেপলটন', বললাম আমি। 'স্যার হেনরির বন্ধু আমি। তাঁর ভালোমন্দ নিয়ে খুবই উদ্‌বিগ্ন। স্যার হেনরি লন্ডনে ফিরে যান— এই আপনি চান। কিন্তু এত ব্যগ্রতা কেন আপনার?'

'মেয়েলি খেয়াল, ডক্টর ওয়াটসন। কারণ ছাড়াই অনেক সময়ে অনেক কাজ করে ফেলি, অনেক কথা বলে ফেলি আমি— আর একটু মিশুন— তাহলেই বুঝবেন।'

'না, না, আপনার গলা কাঁপছিল কথা বলতে বলতে— স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে আপনার চাহনি। আমার কথা রাখুন মিস স্টেপলটন, দয়া করে মন খুলে কথা বলুন— এখানে এসে ইস্তক চারপাশে একটা অশুভ ছায়ার অস্তিত্ব টের পাচ্ছি বলেই এত করে বলছি— যা জানেন সব বলুন। মহাকুটিল ওই গ্রিমপেন পঙ্কর মতোই জীবন এখানে বিপদসংকুল— ছোটো ছোটো সবুজ ছোপ চারিদিকেই— যেকোনো মুহূর্তে পা ফসকে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা— অথচ কেউ নেই যে বলে দেয় কোন পথ দিয়ে গেলে জীবনটা রক্ষে পাবে। তাই বলছি, কী বলতে চাইছেন খুলে বলুন— কথা দিচ্ছি আপনার প্রতিটি কথা স্যার হেনরির কানে পৌঁছে দেব।'

ক্ষণেকের জন্যে একটা দোটানার ভাব খেলে গেল মিস স্টেপলটনের মুখের ওপর দিয়ে, কিন্তু আবার শক্ত হয়ে এল চোখের দৃষ্টি।

বললেন, 'ডক্টর ওয়াটসন, আপনি দেখছি তিলকে তাল করছেন। স্যার চার্লসের মৃত্যুতে

আমরা ভাই বোন দু-জনেই দারুণ আঘাত পেয়েছি। খুবই অন্তরঙ্গ ছিলাম আমরা— ওঁর বেড়ানোর প্রিয় পথ ছিল জলার ওপর দিয়ে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত। বংশের মাথার ওপর এই যে-অভিশাপটা ঝুলছে, এটা খুব বেশি নাড়া দিয়েছিল ওঁকে। তাই তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর পর মনে হয়েছিল, উনি তাহলে খামোকা দুশ্চিন্তায় ভোগেননি— নিশ্চয় একটা কারণ ছিল। তাই বংশের আর একজন অভিশপ্ত এই ভিটেয় এসে উঠতেই আমার মন বলল তাঁকে সাবধান করে দিতে— বিপদ এখানে পদে পদে— প্রাণের মায়া থাকলে যেন পালান। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছিলাম কথাগুলো।'

'কিন্তু বিপদটা কীসের?'

'হাউন্ডের গল্প তো শুনেছেন?'

'এসব রাবিশ গল্প আমি বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু আমি করি। স্যার হেনরির ওপর যদি আপনার তিলমাত্র প্রভাব থাকে, এ-জায়গা থেকে ওঁকে সরিয়ে নিয়ে যান— মনে রাখবেন এখানে এলেই একটা মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়েছেন এবং বংশের প্রত্যেকে— কেউ পার পায়নি। পৃথিবীটা অনেক বড়ো। এ-রকম বিপদের জায়গায় উনি থাকতে চান?'

'কারণ এটা "বিপদের" জায়গা বলে। স্যার হেনরির প্রকৃতি এইরকমই। এর বেশি সঠিক কিছু খবর যদি দিতে না-পারেন, এখানে থেকে তাঁকে নড়াতে আমি পারব না— অসম্ভব।'

'সঠিক কিছুই বলতে পারব না— কারণ আমি নিজেই সঠিক কিছু জানি না।'

'মিস স্টেপলটন, আর একটা প্রশ্ন করব। এখন যা বললেন, প্রথমবারেও যদি এর বেশি কিছু মনে করে না-থাকেন তো ভাইকে বলতে বারণ করলেন কেন? পাছে ভাই কিছু শুনে ফেলে বলে কথা ঘুরিয়ে নিলেন কেন? এমন কিছু ছিল না কথার মধ্যে যা শুনে ফেললে তিনি অথবা অন্য কেউ আপত্তি জানাবেন?'

'আমার ভাই অন্তর দিয়ে চায় বাস্কারভিল হলে যেন লোকজন থাকে— জলার সাধারণ মানুষ তাতে উপকৃত হবে বলে তার বিশ্বাস। স্যার হেনরিকে চলে যাওয়ার মতো প্ররোচনা দিয়ে কথা বলেছি শুনলে ভীষণ রেগে যাবে সে। যাক, আমার কর্তব্য আমি করেছি, আর কথা বলব না। আর দাঁড়াবও না— বেশিক্ষণ আমাকে না-দেখলেই ভাই ভাববে আপনার সঙ্গে দেখা করেছি। আসি!'

পেছন ফিরেই দেখতে দেখতে বিক্ষিপ্ত বিশালাকার প্রস্তররাশির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। নামহীন আতঙ্কে কানায় কানায় ভরে রইল আমার অন্তর। দ্রুত পা চালালাম বাস্কারভিল হল অভিমুখে।

৮। ডক্টর ওয়াটসনের প্রথম রিপোর্ট

শার্লক হোমসকে যেসব চিঠি লিখেছিলাম, আমার সামনে টেবিলের ওপর সেগুলো এখন সাজানো। এখন সেই চিঠিগুলোর অনুলিপি দেব— ঘটনার স্রোত কোনদিকে গিয়েছে এই চিঠি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। একটা পাতা দেখছি খোয়া গেছে[১], কিন্তু অন্যগুলো যেভাবে লিখেছিলাম সেইভাবেই রয়েছে। বিয়োগান্তক ঘটনাবলির যে স্মৃতি মনের মধ্যে এখনও দগদগ

করছে তার চেয়ে অনেক মর্মস্পর্শী এই চিঠি। সেই মুহূর্তে, আমি যা উপলব্ধি করেছি, বা যাদের সন্দেহ করেছি, তার যথাযথ বিবরণ কিন্তু এই চিঠিগুলো। স্মৃতি থেকে এত খুঁটিয়ে লেখা সম্ভব নয়।

বাস্কারভিল হল, তেরোই অক্টোবর

প্রিয় হোমস,

পাণ্ডববর্জিত এ-অঞ্চলে যা-যা ঘটেছে, তার সব খবরই আমার চিঠি আর টেলিগ্রাম মারফত পেয়েছ। স্বয়ং ঈশ্বরও বুঝি এ-জায়গা মাড়ান না। বেশিদিন এখানে থাকলে মারাত্মক অবসন্ন করে তোলে জলার প্রেতাত্মা— ধু-ধু বিস্তৃত জলার বিরাটত্ব আর বিকট সৌন্দর্য চেপে বসে মনের মধ্যে। জলার বুকে একবার পা দিলেই আধুনিক ইংলন্ডের সব চিহ্নই ফেলে আসতে হয় পেছনে, বিনিময়ে চারিধারে দেখা যায় প্রাগৈতিহাসিক মানবের বসবাস আর কাজকর্মের নিদর্শন। যেদিকেই হাঁটো না কেন, দু-ধারে কেবল দেখব বিস্তৃত এই মানবদের বাড়িঘরদোর, নয়তো কারখানা, অথবা বিরাট বিরাট পাথরের স্তম্ভ— একটিমাত্র পাথর দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড এই থামগুলো নাকি তাদের মন্দির। উদ্ভিদবর্জিত ক্ষতচিহ্নযুক্ত পাহাড়গুলোর গায়ে নির্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের কুটিরগুলোর পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হবে বর্তমান সময় থেকে পেছিয়ে গেছ, তখন যদি দেখো চামড়ার পোশাক পরা লোমশ মানব হামাগুড়ি দিয়ে নীচু দরজা পেরিয়ে এসে ধনুকের ছিলায় চকমকি পাথরের ফলক বাঁধা তির লাগাচ্ছে, তোমার মনেই হবে না এটা অতীত এবং অবাস্তব— মনে হবে তোমার চাইতে বরং ওই লোকটাই অনেক স্বাভাবিক। সবচেয়ে অদ্ভুত কী জানো, ঊষরতম এই জমিতেই ওরা এত ঘন বসতি করে থেকে গেছে। আমি প্রত্নতত্ত্ববিদ নই, তবে আমার বিশ্বাস এরা তেমন লড়াকু জাত ছিল না, লুঠেরাদের অত্যাচারে দেশত্যাগী হয়ে এমন এক জায়গায় আস্তানা নিতে বাধ্য হয়েছিল, যে-জায়গায় দখল নিতে আর কেউ আসবে না।

যে-কাজে পাঠিয়েছ, তার সঙ্গে এইসবের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তোমার কঠোর প্র্যাকটিক্যাল মনে এসব তত্ত্ব কোনো আগ্রহই সঞ্চার করতে পারছে না নিশ্চয়। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে কি, সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে— এ-ব্যাপারে তোমার পরিপূর্ণ ঔদাসীন্য এখনও আমি ভুলিনি। তাই স্যার হেনরি বাস্কারভিল সম্পর্কিত ঘটনাবলির মধ্যে ফিরে আসা যাক।

গত ক-দিনের রিপোর্ট না-পাওয়ার কারণ খবর দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেনি। আজ কিন্তু সে-সুযোগ এসেছে, অত্যন্ত বিস্ময়কর একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে— যথাসময়ে তা বলছি। তার আগে এই পরিস্থিতি সম্পর্কিত অন্যান্য কয়েকটা ব্যাপার তোমাকে অবহিত করা দরকার।

এর মধ্যে একটা ব্যাপারে তোমাকে খুব কম সংবাদই দিয়েছি। জেলখানার পলাতক সেই কয়েদির কথা আমি বলছি— পালিয়ে গিয়ে জলার মধ্যে সে আশ্রয় নিয়েছে। লোকটা আর ওখানেও নেই, এ-রকম বিশ্বাসের জোরদার কারণ দেখা গিয়েছে। এ-জেলায় যারা নিরালা নির্জনে বাড়ি করে আছে, এ-সংবাদে তারা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। পলায়নের পর পনেরো দিন

কেটেছে তার টিকি দেখা যায়নি, কোনো খবরও পাওয়া যায়নি। এতদিন জলায় ঘাপটি মেরে আছে, এটাও কল্পনায় আনা যায় না-ঘাপটি মেরে থাকাটা কঠিন কিছু নয়। পাথরের অত কুটিরের যেকোনো একটায় লুকিয়ে থাকলেই হল। কিন্তু খাবে কী? জলার ভেড়া ধরে জবাই করে খাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। তাই মনে হয়, জলা থেকে সে বিদায় নিয়েছে। জলার ধারে ধারে যেসব কৃষকদের বাস, তারাও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারছে।

এ-বাড়িতে আমরা চারজন সক্ষম পুরুষ রয়েছি। কাজেই আমাদের ওপর কেউ চড়াও হলে সুবিধে করতে পারবে না। কিন্তু স্টেপলটনদের কথা মনে হলে মনটা অস্বস্তিতে ভরে যায়। এক মাইল দূর থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা করা যায় না। ভাইবোন ছাড়াও ও-বাড়িতে রয়েছে একজন পরিচারিকা, আর একজন বৃদ্ধ পরিচারক। ভাইটিও তেমন বলবান নয়। নটিংহিল ক্রিমিন্যালের মতো জেলপালানো মরিয়া কয়েদি যদি কোনোরকমে একবার বাড়িতে ঢুকে পড়ে তো রেহাই পাবে না কেউই। আমি এবং স্যার হেনরি দু-জনেই এই পরিস্থিতির জন্যে উদ্‌বিগ্ন বোধ করছিলাম। আমাদের সহিস পাকিন্স গিয়ে ওঁদের বাড়িতে রাত কাটাক, এমন প্রস্তাবও করা হয়েছিল— কিন্তু স্টেপলটন রাজি হননি।

ব্যাপার কী দাঁড়িয়েছে শোনো। ব্যারনেট বন্ধুটি সুন্দরী প্রতিবেশিনীর প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা, এ-রকম একটা নিরালা জায়গায় সময় যেন কাটতে চায় না— ওঁর মতো কর্মঠ পুরুষের পক্ষে এ একটা যন্ত্রণা। মেয়েটিও প্রকৃত মোহিনী এবং পরমাসুন্দরী। ভাইটি যেমন শীতল আবেগহীন— বোনটি ঠিক তার উলটো। গ্রীষ্মমণ্ডলের মানবী যেন— বিদেশ থেকে আমদানি। তফাতটা আশ্চর্য রকমের। ভাইয়ের বুকেও অবশ্য সুপ্ত অগ্নি আছে— মাঝে মাঝে তার আভাস দিয়ে ফেলেন। বোনের ওপর ভাইয়ের প্রভাব নিশ্চয় জবরদস্ত রকমের, কেননা কথা বলতে বলতে বোনটি ঘন ঘন ভাইয়ের দিকে তাকান— যেন যা বলছেন তাতে ভাইয়ের অনুমোদন আছে কিনা চোখে চোখে জেনে নেন। আশা করি, বোনকে স্নেহ করে ভাই। মাঝে মাঝে ভদ্রলোকের চোখে শুষ্ক দীপ্তির যে ঝলক আর পাতলা ঠোঁটে যে কাঠিন্য লক্ষ করি তা অবশ্য রুক্ষ মেজাজের লক্ষণ। তোমার কাছে ইনি একটা গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়াতেন।

প্রথম দিনেই বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ইনি। দুষ্ট হিউগোর কিংবদন্তির উৎস যেখানে, পরের দিন সকালে নিয়ে গেলেন সেখানে। জায়গাটা জলার ভেতরে মাইল কয়েক ভেতর— খাঁ-খাঁ করছে চারিদিকে— গল্পের সৃষ্টি হয়তো সেই কারণেই। দু-পাশে দুটো এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটা উপত্যকা। উপত্যকা শেষ হয়েছে একটা খোলা, ঘাস ছাওয়া জমির সামনে— সাদা তুলো ঘাসের[২] ফুট-ফুট দাগ এখানে সেখানে। মাঝখানে খাড়া হয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড পাথর। রোদে জলে ক্ষয়ে ধারালো হয়ে গিয়েছে ওপর দিক— ঠিক যেন কোনো দানব-জন্তুর একজোড়া বিষদাঁত। সুপ্রাচীন কিংবদন্তির উপযুক্ত ক্ষেত্রই বটে। ট্র্যাজেডির যোগ্য জায়গা। স্যার হেনরি দেখলাম বিলক্ষণ কৌতূহলী হয়েছেন। একাধিকবার স্টেপলটনকে জিজ্ঞেস করলেন, নরলোকে অলৌকিক কারসাজির সম্ভাবনা তিনি বিশ্বাস করেন কিনা, দেহধারীদের জগতে বিদেহীদের কোনো হাত থাকে কিনা। হালকাভাবে জিজ্ঞেস করলেও লক্ষ করলাম কথাগুলো বেরোচ্ছে অন্তর থেকে। স্টেপলটন রেখেঢেকে

জবাব দিয়ে গেলেন! স্পষ্ট বুঝলাম, ব্যারনেটের মনের অবস্থা উপলব্ধি করে ওঁর অভিমত উনি পুরোপুরি ব্যক্ত করছেন না। কতকগুলো অনুরূপ ঘটনা শুধু বললেন, অশুভ শক্তির প্রকোপে কীভাবে সর্বনাশ হয়েছে— সেইসব ঘটনার কথা শুনে এইটুকু বুঝলাম, এ-ব্যাপারে জনপ্রিয় অভিমতের সঙ্গে তাঁর মতের কোনো ফারাক নেই।

ফেরার পথে মেরিপিট হাউসে লাঞ্চ খেতে গিয়ে মিস স্টেপলটনের সঙ্গে পরিচয় ঘটল স্যার হেনরির। প্রথম দর্শনেই স্যার হেনরি আকৃষ্ট হয়েছেন লক্ষ করলাম— মিস স্টেপলটনের মনোভাবও নিশ্চয় তাই। আকর্ষণটা পারস্পরিক। বাড়ি ফেরার পথে বার বার মিস স্টেপলটনের কথা বললেন স্যার হেনরি। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত ভাই অথবা বোনের সঙ্গে রোজই দেখা হচ্ছে আমাদের— একদিনও বাদ যায়নি। আজ রাত্রে এখানে খাবেন ওঁরা— কথা চলছে সামনের সপ্তাহে আমরা যাব ওঁদের বাড়ি। একেই বলে মণিকাঞ্চন যোগ। স্টেপলটনের খুশি হওয়াই উচিত। কিন্তু বোনের সঙ্গে স্যার হেনরি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করলেই তীব্র অননুমোদন তাঁর চোখে ফুটে উঠতে দেখেছি। বোন-অন্ত-প্রাণ তিনি বুঝি, বোন চলে গেলে একক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে তাও বুঝি, কিন্তু এ-রকম চমকপ্রদ বিয়েতে বাদ সাধাও যে চরম স্বার্থপরতা। সম্পর্কটা যাতে প্রেমের সম্পর্কে দাঁড়ায়, ভাইটি মোটেই যে তা চান না, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত! বেশ কয়েকবার লক্ষ করেছি, দু-জনের আলাদাভাবে দেখাসাক্ষাৎ বানচাল করে দিয়েছেন ভাইটি। আমার ওপর তোমার নির্দেশ আছে, স্যার হেনরির কাছ ছাড়া যেন না-হই। এ-নির্দেশ পালনে এমনিতে অনেক অসুবিধে আছে, তার ওপর যদি ভালোবাসাবাসির ব্যাপার এসে যায়, তাহলে ঝামেলার অন্ত থাকবে না। আমার জনপ্রিয়তা শিগ্‌গিরই ক্ষুন্ন হবে যদি তোমার নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে তামিল করতে যাই।

সেদিন—মানে, বৃহস্পতিবার— ডক্টর মর্টিমার লাঞ্চ খেয়ে গেলেন আমাদের সঙ্গে। লঙ ডাউনে উনি একটা কবর খুঁড়েছেন। প্রাগৈতিহাসিক একটা করোটি উদ্ধার করে আনন্দে আটখানা হয়েছেন। সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে একটিই বিষয় এবং তাই নিয়ে তাঁর উৎসাহ দেখে কে! স্টেপলটনরা পরে এলেন; স্যার হেনরির অনুরোধে ডাক্তার সবাইকে নিয়ে ইউ-বীথিতে গেলেন বিয়োগান্তক সেই রাতে কোথায় কী ঘটেছিল দেখানোর জন্যে। জায়গাটা যেন কেমনতরো— বিষাদের ভার বুকে চেপে বসে। বেশ লম্বা বীথি! দু-পাশে ছাঁটা-ঝোপের উঁচু দেওয়াল। পথের পাশে ঘাসের সরু পটি। একদম শেষে একটা ভেঙে পড়া গ্রীষ্মাবাস। মাঝামাঝি জায়গায় জলার ফটক— বৃদ্ধ চুরুটের ছাই ঝেড়েছিলেন সেখানে। সাদা কাঠের ফটক— হুড়কো লাগানো। তার ওদিকে বিশাল জলাভূমি। তোমার থিয়োরি মনে পড়ায় যা-যা ঘটেছে, তা মনে মনে ছবির মতো সাজাবার চেষ্টা করলাম। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ, হঠাৎ দেখলেন জলার ওপর দিয়ে কী যেন তেড়ে আসছে তাঁরই দিকে। দেখেই নিঃসীম আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে বে-দম হয়ে পড়লেন। সুড়ঙ্গের মতো সুদীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউ-বীথি ধরে দৌড়েছিলেন প্রাণভয়ে, দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। কিন্তু কীসের ভয়ে? কে তাড়া করেছিল? কার করাল খপ্পর থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন তিনি? জলারই কোনো ভেড়া-তাড়ানো কুকুর নয় তো? নাকি, নিঃশব্দে আবির্ভূত হয়েছিল কৃষ্ণকুটিল সেই দানব কুকুর— শরীরী প্রেত— ভয়াল-ভয়ংকর সেই প্রেতচ্ছায়া দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল

স্যার চার্লসের? নরলোকের কোনো মানবের হাত নেই তো? পাণ্ডুর-মুখ মহা-হুঁশিয়ার ব্যারিমুর মুখে যা বলেছে, পেটে তার চাইতে বেশি খবর জমিয়ে রাখছে না তো? সবই কেমন যেন অস্পষ্ট, আবছা— কিন্তু অপরাধের কালো ছায়া দুলছে সব কিছুরই পেছনে।

শেষ চিঠির পর আর একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ইনি ল্যাফটার হলের মি. ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড— আমাদের বাড়ি থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে ওঁর বাড়ি। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, মাথার চুল সব সাদা, মুখের রং লাল এবং একটুতেই ধাঁ করে রেগে যান। এঁর ধ্যান-ধারণায় ব্রিটিশ আইন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং সম্পত্তির বেশ খানিকটা অংশ মামলা-মোকদ্দমা করে উড়িয়েছেন। মামলা করেন স্রেফ মামলা করার জন্যে— লড়ার জন্যে লড়া আর কী— ন্যায় অন্যায়ের বাছ-বিচার নেই— মিথ্যে মামলাও জুড়ে দেন স্রেফ মজা পাওয়ার জন্যে— খুবই ব্যয়সাপেক্ষ মজা, সন্দেহ নেই। কখনো পাঁচজনের ন্যায়সংগত রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন গোটা গ্রামটাকে— আসুক কার ক্ষমতা, খুলুক এই রাস্তা। আবার কখনো নিজের হাতে অন্য লোকের গেট ছিঁড়ে ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে বলেন এখানে নাকি চিরকাল চলার রাস্তা ছিল— বিনা অনুমতিতে প্রবেশের জন্য যে পালটা মামলা হয়ে যেতে পারে— তার ধার ধারেন না। ভদ্রলোক জমিদারের খাস-খামার সংক্রান্ত এবং জনসাধারণের ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় প্রাচীন অধিকারে মহাপণ্ডিত। জ্ঞানটা কখনো লাগানো হয় ফার্নওয়াদি গ্রামবাসীদের স্বপক্ষে, কখনো বিপক্ষে। তাই কখনো তাঁকে কাঁধে নিয়ে গ্রামে শোভাযাত্রা বেরোয়। আবার কখনো সর্বশেষ কুকীর্তির দরুন কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। শোনা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে তাঁর হাতে সাতটা মামলা ঝুলছে। সম্পত্তির বাকি অংশটুকু এই সাতটা মোকদ্দমার পেছনে ফুঁকে দেওয়ার পর আশা করা যাচ্ছে তাঁর হুলটাও সেইসঙ্গে বিদায় নেবে এবং বাকি জীবনটা আর কারো ক্ষতি করতে পারবেন না! চরিত্রের এই মামলাবাজ দিকটা ছাড়া ভদ্রলোক এমনিতে কিন্তু অমায়িক, মনটা ভালো। আশপাশের সব প্রতিবেশীদের বিবরণ চেয়েছিলে বলেই এঁর কথা লিখলাম। এই মুহূর্তে উনি আর একটা বিচিত্র নেশায় মেতেছেন। ইনি শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী। বাড়ির ছাদে একটা চমৎকার টেলিস্কোপও আছে। সারাদিন এই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে জলাভূমি চষে ফেলছেন পলাতক কয়েদিকে দেখবার আশায়। উদ্যমটা কেবল এই কাজে খাটালেই সবার মঙ্গল হত, কিন্তু গুজব শোনা যাচ্ছে, উনি ডক্টর মর্টিমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। ডাক্তারের অপরাধ, লঙডাউনে কবর খুঁড়ে প্রস্তরযুগের করোটি উদ্ধার করার আগে প্রতিবেশীর সম্মতি নেননি। জীবনের একঘেয়েমি ইনি ঘুচিয়ে দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত দরকার মতো হাস্যরসেরও সঞ্চার করছেন।

পলাতক কয়েদি, স্টেপলটন ভাইবোন, ডক্টর মর্টিমার এবং ল্যাফটার হলের ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের সর্বাধুনিক সংবাদ পরিবেশনের পর এদের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ খবর দিয়ে আমার এই চিঠি শেষ করব— ব্যারিমুর দম্পতি সম্পর্কে আরও খবর এবার দিচ্ছি তোমায়— বিশেষ করে কাল রাতের বিস্ময়কর ঘটনা শুনলে তুমি চিন্তার খোরাক পাবে।

প্রথমে ধরো তোমার সেই পরীক্ষামূলক টেলিগ্রামের ব্যাপারটা— যেটা পাঠিয়ে তুমি জানতে চেয়েছিলে সত্যিই ব্যারিমুর বাড়ি আছে কি নেই। আগেই লিখেছি, পোস্টমাস্টারের কথাবার্তায় প্রমাণিত হয়ে গেছে, একেবারেই মাঠে মারা গিয়েছে তোমার পরীক্ষাটা। এই

পরীক্ষা দিয়ে কোনোদিকেই কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। স্যার হেনরিকে বলছিলাম পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে; উনি আবার লুকোছাপার ধার ধারেন না। সটান ডেকে পাঠালেন ব্যারিমুরকে। জিজ্ঞেস করলেন, টেলিগ্রামটা সে পেয়েছে কিনা। ব্যারিমুর বললে, হ্যাঁ, পেয়েছে।

স্যার হেনরি জিজ্ঞেস করলেন, 'ছোকরা কি তোমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল?'

ব্যারিমুর যেন অবাক হয়ে গেল। একটু ভাবল।

বলল, 'না। আমি তখন বক্স-রুমে। আমার স্ত্রী ওপরে এনে দিয়েছিল আমার হাতে।'

'জবাব তুমি নিজে দিয়েছিলে?'

'না। স্ত্রীকে বলেছিলাম কী জবাব দিতে হবে, ও নীচে গিয়ে লিখে নিয়েছিল।'

সন্ধেবেলা ফের নিজেই এল বিষয়টা নিয়ে।

বললে, 'স্যার হেনরি, সকালবেলা কেন অত কথা জিজ্ঞেস করলেন বুঝলাম না। আপনার বিশ্বাস হারানোর মতো কোনো অপরাধ করেছি কি?'

সে-রকম কিছুই নয় বুঝিয়ে বললেন স্যার হেনরি। ঠান্ডা করার জন্যে নিজের কিছু জামাকাপড়ও দান করলেন— লন্ডন থেকে নতুন বেশভূষা এসে যাওয়ায় পুরোনো পরিচ্ছদের আর প্রয়োজন ছিল না।

মিসেস ব্যারিমুর আমার কৌতূহল জাগিয়ে রেখেছে। ভারী চেহারা, নিরেট ব্যক্তিত্ব, কখনো মাত্রা ছাড়ায় না, অতিশয় সচ্চরিত্রা, এবং নীতিনিষ্ঠতার দিকে প্রবণতা আছে! এর চাইতে কম আবেগশূন্য মানুষ তুমি আর পাবে না। তা সত্ত্বেও, আগেই লিখেছি তোমায়, যেদিন পা দিলাম এ-বাড়িতে সেই রাতেই তাকে ফুঁপিয়ে বুকফাটা কান্না কাঁদতে শুনেছি আমি। তারপরেও একাধিকবার চোখে-মুখে অশ্রুর দাগ লক্ষ করেছি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে হয়তো কোনো পুরোনো অপরাধের কথা ভুলতে পারছে না বলেই লুকিয়ে অশ্রু বিসর্জন করে; আবার কখনো সন্দেহ হয় ব্যারিমুরকে, বউকে যন্ত্রণা দেয় না তো? বরাবরই লোকটার স্বভাব-চরিত্র আমার কাছে কীরকম যেন অস্বাভাবিক এবং সন্দেহজনক মনে হয়েছে, কাল রাত্রের অ্যাডভেঞ্চারের পর তুঙ্গে পৌঁছেছে আমার সন্দেহ।

এমনও হতে পারে ব্যাপারটা হয়তো নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। তুমি তো জান ঘুমটা আমার কোনোকালেই খুব গাঢ় নয়, এ-বাড়ির পাহারায় মোতায়েন হওয়ার পর থেকে আরও পাতলা হয়ে এসেছে রাতের নিদ্রা। কাল রাত প্রায় দুটোর সময়ে ঘুম ছুটে গেল আমারই দরজার বাইরে পা টিপে টিপে চলার আওয়াজে। উঠে পড়লাম, দরজা খুললাম এবং উঁকি মারলাম। দেখলাম, একটা লম্বা কালো ছায়া লুটিয়ে চলেছে করিডর বরাবর। যার ছায়া, সেই লোকটি আলতো পায়ে হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে হাঁটছে। পরনে শার্ট আর ট্রাউজার্স— পায়ে চটি বা জুতো কিছুই নেই। শুধু দেহরেখাটুকু দেখলাম বটে, কিন্তু উচ্চতা দেখে বুঝলাম ব্যারিমুর। খুব আস্তে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সে হাঁটছে এবং সমস্ত ভঙ্গিমাটার মধ্যে একটা তীব্র অপরাধবোধ আর গোপনতা অবর্ণনীয়ভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আগেই বলেছি তোমাকে, করিডরটা শেষ হয়েছে হল ঘরের মাথায় চারদিক-ঘেরা রেলিং দেওয়া বারান্দায় এবং আবার শুরু হয়েছে অন্যদিক থেকে। চোখের আড়ালে না-যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়ালাম। তারপর ফের পেছন নিলাম। বারান্দা ঘুরে আসবার পর দেখলাম ওদিককার

করিডরের প্রান্তে সে পৌঁছে গেছে এবং একটা ঘরের খোলা দরজা দিয়ে আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম, সারি সারি ঘরের একটায় সে ঢুকেছে। কেউ থাকে না এসব ঘরে, আসবাবপত্রও নেই— তাই লোকটার এহেন অভিযান আরও রহস্যজনক মনে হল। আলো নড়ছে না— অর্থাৎ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারিমুর। নিঃশব্দে করিডর পেরিয়ে এলাম, খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম।

কাচের শার্সির গায়ে মোমবাতি ধরে জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে ব্যারিমুর। মুখখানা অর্ধেক ঘোরানো আমার দিকে এবং জলার অন্ধকারের পানে চেয়ে থাকার ধরন দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুর প্রত্যাশায় রয়েছে— আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে মুখ। বেশ কয়েক মিনিট নিবিড়ভাবে জমাট অন্ধকারের বুকে চেয়ে রইল সে। তারপর অধীরভাবে গুঙিয়ে উঠে নিভিয়ে দিল মোমবাতি। তৎক্ষণাৎ ফিরে এলাম আমার ঘরে এবং তার একটু পরেই আবার আমার ঘরের সামনে পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়ার আওয়াজ ভেসে এল কানে। তার অনেকক্ষণ পরে যখন তন্দ্রার মতন এসেছে, কোথায় যেন তালার ফোকরে চাবি ঘোরানোর ক্লিক আওয়াজ শুনলাম— কিন্তু ঠাহর করতে পারলাম না কোনদিক থেকে এল শব্দটা। মানে কী এসবের, মাথায় আসছে না। শুধু এটুকু বুঝছি বিষাদঘেরা এই পুরীতে চোখের অন্তরালে একটা গোপন কারসাজি চলছে; আজ হোক কাল হোক— এই ষড়যন্ত্রের শেষ আমাদের দেখতেই হবে। তুমি তো শুধু ঘটনা চেয়েছ আমার কাছ থেকে— কাজেই অনুমতির বোঝা আর তোমার মাথায় চাপাব না। আজ সকালে স্যার হেনরির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। গত রাতে আমি যা দেখেছি তার ভিত্তিতে একটা অভিযানের পরিকল্পনা আমরা স্থির করেছি। এখন সে-সম্পর্কে কিছু বলব না। তবে এর ফলে আমার পরবর্তী রিপোর্ট পড়ায় অনেক বেশি আগ্রহ পাবে।

৯। ডক্টর ওয়াটসনের দ্বিতীয় রিপোর্ট : জলায় আলো

বাস্কারভিল হল, পনেরোই অক্টোবর

ভায়া হোমস,

আমার এই দৌত্য-পর্বের প্রথম দিকে খুব একটা খবর তোমায় দিতে পারিনি। সময় যা নষ্ট করেছি, এখন তা পূরণ করে দিচ্ছি। ঘটনা এখন পরপর ঘটছে এবং ভিড় করে আসছে চারপাশে। আমার গত চিঠি শেষ করেছিলাম জানলায় ব্যারিমুরের রহস্যজনক দাঁড়িয়ে থাকা দিয়ে। এবার যে ঘটনা-ফর্দ হাতে এসেছে, আমি জানি তা শুনলে তুমি দারুণ অবাক হয়ে যাবে। ঘটনাস্রোত যে এইভাবে মোড় নেবে, ভাবতে পারিনি। গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে একদিক দিয়ে ঘটনামালা যেমন অধিকতর স্বচ্ছ হয়েছে, আর একদিক দিয়ে তেমনি আরও জটিল হয়েছে। যাই হোক, সব বলব তোমাকে, বিচার যা করবার তুমিই করবে।

ব্যারিমুর যে-ঘরে আগের রাতে ঢুকেছিল, নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের পরের দিন সকালে প্রাতরাশ খাওয়ার আগে করিডর দিয়ে গিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করলাম সেই ঘরটা। লক্ষ করলাম, পশ্চিমের যে-জানলা দিয়ে জলার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছিল ব্যারিমুর, এ-বাড়ির অন্য জানলা থেকে সে-জানলার একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে— জলার খুব কাছের চেহারা এখান থেকে দেখা যায় না। অন্য যেকোনো জানলায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে জলার দূরের দৃশ্য।

কিন্তু এ-জানলায় দাঁড়ালে দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে জলার ভেতর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই : ব্যারিমুর জানে এ-জানলায় দাঁড়ালে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে; তার মানে নিশ্চয় জলার বুকে কিছু বা কাউকে দেখার আশায় সে দাঁড়িয়ে ছিল। ভেবে পেলাম না, ওইরকম নিকষ কালো রাতে কাউকে দেখতই-বা কী করে। গোপন প্রেমের ষড়যন্ত্র চলেছে বোধ হয়। চোরের মতো পা টিপে টিপে যাওয়া এবং স্ত্রী বেচারার কান্নাকাটির এইটাই একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। লোকটার চেহারায় আকর্ষণ আছে, যেকোনো গ্রাম্যবালার মন কেড়ে নেওয়ার মতো। অনুমিতিটাও সেই কারণে খাপ খেয়ে যাচ্ছে মনে হল! আমি ঘরে ফিরে আসার পর তালার ফোকরে চাবি ঘোরানোর আওয়াজ শুনেছিলাম। অর্থাৎ, ব্যারিমুর গোপন অভিসারে বেরিয়েছিল নিশ্চয়। এইভাবেই মনে মনে যুক্তিতর্ক করলাম সকালবেলা। সন্দেহ কোনদিকে বইছে, তাও শুনলে। শেষকালে অবশ্য কোনো সন্দেহই ধোপে টেঁকেনি।

ব্যারিমুরের রহস্যজনক গতিবিধির ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, আমি দেখলাম ব্যাপারটা চেপে রাখতে গিয়ে পুরো দায়িত্ব আমাকেই নিতে হচ্ছে— সঠিক ব্যাখ্যাও আমার জানা নেই। তাই আর পারলাম না। প্রাতরাশ খাওয়ার পর স্যার হেনরির পড়ার ঘরে গিয়ে বললাম আমি কী দেখেছি! যতটা অবাক হবেন ভেবেছিলাম, দেখলাম ততটা হলেন না।

বললেন, 'ব্যারিমুর যে রাতবিয়েতে বাড়িতে টহল দেয়, আমি তা জানি। ওকে এ নিয়ে জিজ্ঞেসও করব ভাবছিলাম। আপনি যে সময়ের কথা বললেন, ঠিক ওই সময়ে বার দু-তিন ওর আসা যাওয়ার শব্দ আমি শুনেছি।'

'তাহলে বোধ হয় রোজ রাতে বিশেষ ওই জানলার সামনেই যায়।' বললাম আমি।

'বোধ হয় যায়। তাই যদি হয়, পেছন পেছন গিয়ে দেখব ও কী করে সেখানে। আপনার বন্ধু হোমস এখানে থাকলে কী করতেন বলুন দিকি?'

'আপনি যা বললেন, আমার মনে হয় ঠিক তাই করত। ব্যারিমুরের পেছন পেছন গিয়ে দেখত কী করে সে।'

'তাহলে আমরাও তাই করব।'

'কিন্তু ও তো পায়ের আওয়াজ শুনে ফেলবে।'

লোকটা কানে একটু কালা। সে যাই হোক, ঝুঁকি একটু নিতেই হবে। আজ রাতে আমার ঘরে বসব দু-জনে। পায়ের আওয়াজ পেলেই পেছন ধরব।' আনন্দে দু-হাত ঘষলেন স্যার হেনরি। জলার শান্ত জীবনযাত্রার মধ্যে বৈচিত্র্য হিসেবে মনে মনে তিনি যে এখন অ্যাডভেঞ্চার চাইছেন, স্পষ্ট বুঝলাম তাঁর আনন্দ দেখে।

স্যার চার্লসের নির্দেশে নকশা যিনি এঁকেছিলেন সেই স্থপতির সঙ্গে পত্রালাপ করছিলেন স্যার হেনরি। লন্ডনের এক কনট্রাকটরের সঙ্গেও পত্র-বিনিময় চলছিল। শিগ্‌গিরই বিরাট পরিবর্তন দেখা যাবে এ-অঞ্চলে। প্লিমাউথ[১] থেকে ডেকরেটর আর আসবাবপত্র নির্মাতা আসছে। বন্ধুটির মাথার ভেতরে বড়ো বড়ো পরিকল্পনা ঘুরছে নিশ্চয়। ফ্যামিলির হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে অর্থ বা সামর্থ্যর কার্পণ্য করবেন না। মেরামতের পর বাড়ি নতুন চেহারা নিলে এবং ঘরে ঘরে হালফ্যাশানের আসবাবপত্র এসে গেলে বাকি থাকবে একজন স্ত্রী— তাহলেই সম্পূর্ণ হবে সব আয়োজন। শুধু তোমাকেই বলছি, গিন্নীর যে অভাব হবে না, তার সুস্পষ্ট

লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা শুধু রাজি হলেই হয়। সুন্দরী প্রতিবেশিনী মিস স্টেপলটনকে দেখে স্যার হেনরি যেমন মোহিত হয়েছেন, নারী সন্দর্শনে সেভাবে মোহিত হতে কোনো পুরুষকে খুব একটা এর আগে দেখিনি। তবে কী জানো, খাঁটি প্রেম কখনো মসৃণ পথে যায় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এঁদের ভালোবাসাও অনেক বাধা পাবে। যেমন ধরো, আজ সকালে একটা বাধা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে যে যুগপৎ বিষম বিরক্তি এবং ফাঁপরে পড়েছেন আমাদের বন্ধু।

ব্যারিমুর সম্পর্কে কথাবার্তার পর মাথায় টুপি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন স্যার হেনরি। যথারীতি আমিও উঠলাম।

বিচিত্র চাহনি নিক্ষেপ করলেন স্যার হেনরি। বললেন, 'ওয়াটসন, আপনি আসছেন নাকি?'

'জলার দিকে যদি যান, তাহলে আসব।'

'তাই তো যাচ্ছি।'

'জানেন তো কী নির্দেশ আছে আমার ওপর! জোর করে যাচ্ছি বলে দুঃখিত। কিন্তু কী করব বলুন। আপনি নিজে শুনেছেন, পই-পই করে হোমস আমাকে আপনার সঙ্গ ছাড়া হতে বারণ করেছে— বিশেষ করে জলায় আপনাকে একা ছাড়া একেবারেই বারণ।'

স্মিতমুখে আমার কাঁধে হাত রাখলেন স্যার হেনরি।

বললেন, 'ভায়া, হোমস কিন্তু আমি জলায় পা দেওয়ার পর কী কী ঘটবে— সেটা কী করে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করবেন বলুন? বুঝেছেন কী বলছি? আমি জানি অন্য লোকের আনন্দ উপভোগে বাধা আর যেই দিক, আপনি অন্তত দেবেন না। একাই যাব আমি।'

বিষম বিড়ম্বনায় পড়লাম। কী করা উচিত অথবা কী বলা উচিত, ভেবে পেলাম না। মনস্থির করার আগেই উনি বেতের ছড়ি আর টুপি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পরে যখন ভাবতে বসলাম, বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে পড়লাম। কোনো ছলছুতোতেই তাঁকে আমার চোখের আড়ালে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি। তোমার নির্দেশ অমান্য করার ফলে যদি কোনো শোচনীয় ঘটনা ঘটে যায়, তখন কী মুখে তোমার সামনে ফিরব ভেবে গাল লাল হয়ে গেল আমার। খুব দেরি হয়নি যদিও, এখনও বেরিয়ে পড়লে নাগাল ধরে ফেলা যাবে। তাই তাড়াতাড়ি রওনা হলাম মেরিপিট হাউস অভিমুখে।

হন হন করে এলাম বটে, কিন্তু রাস্তায় কোথাও স্যার হেনরিকে দেখলাম না। জলার রাস্তা মূল রাস্তা থেকে যেখানে বেরিয়েছে, সেখানে পৌঁছে ভাবলাম হয়তো ভুল পথে চলেছি। তাই একটা পাহাড় বেয়ে উঠলাম ওপর থেকে দেখে নেব বলে। এই সেই পাহাড় যেখানে পাথর খাদ খুঁড়েছে প্রাগৈতিহাসিক মানবরা। এই পাহাড়ের ওপর থেকেই দেখতে পেলাম ওঁকে। প্রায় সিকি মাইল দূরে জলার রাস্তায় হাঁটছেন, পাশে একজন ভদ্রমহিলা— মিস স্টেপলটন ছাড়া কেউ নন। স্পষ্ট বোঝা গেল, দু-জনের মধ্যে এর মধ্যেই একটা সমঝোতার সৃষ্টি হয়েছে এবং দিন-ক্ষণ-স্থান ঠিক করেই তবে দু-জনে এসেছেন দেখা করতে। গভীর কথোপকথনে নিমগ্ন দু-জনে, হাঁটছেন ধীর চরণে। মিস স্টেপলটনের দ্রুত হাত নাড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যাকুলভাবে কী বোঝাতে চাইছেন, তন্ময় হয়ে শুনছেন স্যার হেনরি, দু-একবার যেন কথা

একেবারেই মনঃপূত না-হওয়ায় মাথা নাড়লেন। পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম দু-জনকে। আমার তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। কী যে করব, ভেবে পাচ্ছি না। মূর্তিমান উৎপাতের মতন ওদের কথার মাঝে আবির্ভূত হওয়া যায় না, অথচ ওঁকে চোখের আড়াল হতে দিতে বিবেকের সায় নেই। মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টির অন্তরাল হতে দেব না— এই তো আমার সুস্পষ্ট কর্তব্য। বন্ধুর ওপর গুপ্তচরের মতন নজর রাখাটাও ঘৃণ্য ব্যাপার। শেষকালে দেখলাম, পাহাড়ের ওপর থেকে ওঁকে নজরবন্দি রাখা ছাড়া আর পথ নেই, পরে না হয় অকপটে সব স্বীকার করে নিয়ে নিজের বিবেককে ঠান্ডা করা যাবে। এটাও ঠিক যে আচম্বিতে কোনো বিপদ এসে হাজির হলে এতদূর থেকে আমি কিস্সু করতে পারব না। তবে আমার অসুবিধেটা তুমি নিশ্চয় উপলব্ধি করবে। এ ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমার।

ভদ্রমহিলা এবং স্যার হেনরি রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়ে গভীর আলোচনায় তন্ময় হয়ে রয়েছেন, সহসা আমি সচেতন হলাম আর একজনের উপস্থিতিতে। বিজনে দু-জনের মিলনের সাক্ষী কেবল আমিই নই, আর একজন রয়েছেন। শূন্যে ভাসন্ত সবুজ আটির মতো কী যেন একটা চোখের কোণে ভেসে উঠল। ভালো করে তাকাতেই দেখি জিনিসটা উড়ছে একটা লাঠির ডগায় এবং লাঠিটা বয়ে নিয়ে ভাঙা জমির ওপর হাঁটছে একটা লোক। প্রজাপতির জাল নিয়ে চলেছেন স্টেপলটন। আমার চেয়ে উনি যুগলমূর্তির অনেক নিকটে এবং মনে হল হাঁটছেনও সেইদিকে। ঠিক সেই সময়ে আচমকা স্যার হেনরি মিস স্টেপলটনকে পাশে টেনে নিলেন এবং আলিঙ্গন বদ্ধ করলেন। মিস স্টেপলটনকে মনে হল মুখটা অন্যদিকে সরিয়ে আলিঙ্গনমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন গায়ের জোরে। স্যার হেনরির মাথা ঝুঁকে পড়ল তাঁর মাথার ওপর, এক হাত তুলে যেন প্রতিবাদ জানালেন মিস স্টেপলটন। পরমুহূর্তেই দেখলাম স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো দু-জন দু-দিকে ছিটকে গেলেন এবং বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালেন। বাধা পড়েছে স্টেপলটনের জন্যে। পাগলের মতো ভদ্রলোক দৌড়োচ্ছেন এঁদের দিকে— উদ্ভট জালটা দুলছে পেছনে। অঙ্গভঙ্গি করে বিষম উত্তেজনায় প্রায় নাচতে লাগলেন প্রেমিকযুগলের সামনে। দৃশ্যটার মানে কী হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। শুধু মনে হল, স্যার হেনরিকে গালাগাল দিচ্ছেন স্টেপলটন, বোঝাতে চেষ্টা করছেন স্যার হেনরি, স্টেপলটন বুঝতে চাইছে না, আর খেপে যাচ্ছেন স্যার হেনরি! পাশে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা— উদ্ধত, নীরব। অবশেষে বেগে ঘুরে দাঁড়ালেন স্টেপলটন, প্রভুত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমায় হাত নেড়ে ডাকলেন বোনকে। স্যার হেনরির পানে দোনামোনা চোখে বারেক তাকিয়ে ভাইয়ের পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন বোন। প্রকৃতিবিদের রাগত অঙ্গভঙ্গি দেখে বোঝা গেল অসন্তোষের আওতায় ভদ্রমহিলাও রয়েছেন। মিনিটখানেক সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্যারনেট। যে-পথে এসেছিলেন সেই পথেই মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে ফিরে চললেন— মূর্তিমান বিষাদ যেন।

মানে কী এসবের, মাথায় এল না। তবে বন্ধুর অজ্ঞাতসারে এইরকম একটা ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখে ফেলার জন্যে লজ্জা পেলাম। দৌড়ে নেমে এলাম পাহাড় থেকে, সানুদেশে। দেখা হয়ে গেল ব্যারনেটের সঙ্গে। মুখ ক্রোধারুণ, ললাটে ভ্রূকুটি— কী করা উচিত যেন ভেবে পাচ্ছে না।

বললে, 'আরে ওয়াটসন যে! আকাশ থেকে পড়লেন নাকি? বারণ করা সত্ত্বেও পেছন পেছন এসেছেন মনে হচ্ছে?'

খুলে বললাম সব কিছু; ওঁকে একলা ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে না-পেরে কীভাবে পেছন পেছন ছুটে এসেছিলাম এবং না-দেখতে পেয়ে পাহাড়ে উঠে কী কী দেখে ফেলেছি— সব বললাম। মুহূর্তের জন্য দপ করে জ্বলে উঠলেন বটে, কিন্তু আমার প্রাণখোলা স্বীকারোক্তিতে রাগ জল হয়ে গেল নিমেষে; হাসলেন— অন্তরের জ্বালা ফুটে উঠল সেই হাসিতে।

বললেন, 'মানুষমাত্রই আশা করে এ-রকম একটা খাঁ-খাঁ মাঠের মাঝে গিয়ে অন্তত কিছু প্রাইভেট কথা বলা যাবে। কিন্তু কী আশ্চর্য! গোটা অঞ্চলটা দেখছি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমার প্রেমনিবেদন দেখতে— তার ওপর এইরকম একটা যাচ্ছেতাই প্রেম নিবেদন। কোন সিটে বসেছিলেন?'

'আমি ছিলাম ওই পাহাড়ে।'

'একেবারে পেছনের সিটে দেখছি! ভাইটা তো দেখলাম একেবারে সামনের সিটে! কীভাবে তেড়ে এল দেখেছেন?'

'হ্যাঁ দেখেছি।'

'মাথায় ছিট-টিট কখনো দেখেছিলেন? ভাইটার কথা বলছি।'

'আগে তো কখনো দেখিনি।'

'আমিও দেখিনি। সুস্থমস্তিষ্ক বলেই ভেবেছিলাম— আজকে দেখি মোটেই তা নয়— হয় আমার আর না হয় ওর পাগলা গারদে যাওয়া দরকার। আমার মধ্যে কোনো গোলমাল কি দেখেছেন? বেশ কয়েক সপ্তাহ একসঙ্গে তো কাটালেন। স্পষ্ট বলুন ওয়াটসন! যে-নারীকে ভালোবাসি, তার স্বামী হওয়ার মতো অযোগ্যতা কি আমার মধ্যে দেখেছেন?'

'না, একেবারেই না।'

'আমার পার্থিব সম্পদ নিয়ে নিশ্চয় আপত্তি ওঠে না— উঠেছে আমাকে নিয়েই। আমার দোষটা কী দেখেছে বলতে পারেন? চেনাজানা কাউকে ইহজীবনে আঘাত দিইনি। তা সত্ত্বেও বোনের আঙুল পর্যন্ত ছুঁতে দেবে না আমাকে!'

'তাই বললেন নাকি?'

'শুধু তাই নয়, আরও অনেক কথা। ওয়াটসন, ক-দিনই বা দেখেছি ভদ্রমহিলাকে— কিন্তু প্রথম থেকেই মনে হয়েছে ওঁর সৃষ্টি হয়েছে আমার জন্যে— উনি নিজেও তা বুঝেছেন, বুঝেছেন বলেই আমার সঙ্গসুখ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন— আমি তা বুঝি। মেয়েদের চোখে এমন একটা স্ফুলিঙ্গ আছে যা মুখের কথার চেয়ে বেশি কথা বলে। কিন্তু কিছুতেই দু-জনকে কাছাকাছি হতে দেবেন না ভাই ভদ্রলোক। আজকেই কেবল একটা সুযোগ পেয়েছিলাম নিরালায় দুটো কথা বলবার: আমার সঙ্গ পেয়ে কী খুশিই-না হলেন উনি, কিন্তু আরম্ভ করলেন একেবারেই অন্য কথা— ভালোবাসার কথার ধার দিয়েও গেলেন না— বরং আমি তা বলতে গেলে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বার বার বলতে লাগলেন একটাই কথা। এ-জায়গা নাকি সাংঘাতিক বিপজ্জনক। আমি এখান থেকে না-যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি পাবেন না। আমি বললাম, তাঁকে দেখবার পর থেকে এত তাড়াতাড়ি এ-জায়গা ছেড়ে যাবার কোনো বাসনাই আমার নেই; তবে হ্যাঁ যেতে পারি যদি উনিও আমার সঙ্গে যান— এ ছাড়া

স্থানত্যাগ কোনোমতেই সম্ভব নয়। এর পর যথাসম্ভব গুছিয়ে বললাম, আমি তাঁকে বিয়ে করতে চাই। উনি জবাব দেওয়ার আগেই পাগলের মতো দৌড়োতে দৌড়োতে কোত্থেকে এসে গেলেন এই ভাইটা। মুখের চেহারাও দেখলাম বদ্ধ উন্মাদের মতন। রাগের চোটে বিলকুল সাদা, দাউ দাউ করে যেন আগুন জ্বলছে হালকা রঙের দু-চোখে। কী করেছি এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে? আমার সাহস তো কম নয়? কার মন কাড়ার চেষ্টা আমি করেছি? আমার কি জানা নেই এ-জিনিস ভদ্রমহিলা দু-চক্ষে দেখতে পারেন না? কী ভেবেছি আমি? ব্যারনেট বলে যা খুশি করব? সহোদর যদি না-হতেন, ভদ্রলোককে জবাব দিতে হয় কী করে, সেটা দেখিয়ে দেওয়া যেত। যাই হোক, বললাম তাঁর সহোদরার প্রতি আমার আবেগে অনুভূতির জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত আমি নই এবং আমি আশা করি আমার স্ত্রী হয়ে আমাকে উনি সম্মানিত করবেন। এই কথার পরেও যখন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটল না, আমিও মেজাজ খারাপ করে ফেললাম, গরম গরম দু-চার কথা শুনিয়ে দিলাম— ভদ্রমহিলা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই চুপচাপ থাকাটা ঠিক মনে করলাম না। ফলটা হল কী আপনি দেখলেন। বোনকে নিয়ে বিদেয় হলেন ভাই। আর ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমি চলেছি আমার পথে— এ-রকম শোচনীয় অবস্থা এ-তল্লাটে আর কারো হয়েছে বলে মনে হয় না। ওয়াটসন, বলুন দিকি এর মানে কী— বলুন— চিরকাল ঋণী থাকব আপনার কাছে।'

দু-একটা ব্যাখ্যা হাজির করবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সুবিধে করতে পারলাম না। কেননা আমি নিজেই রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছি। খেতাব, সম্পত্তি, বয়স, চরিত্র এবং আকৃতি— সবই বন্ধুটির পক্ষে। বিপক্ষে আছে এমন কিছুই আমার জানা নেই, বংশের দুর্ভাগ্যকে যদি ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। ভদ্রমহিলার ইচ্ছে অনিচ্ছের পরোয়া না-করেই বন্ধুর প্রস্তাব এইভাবে প্রত্যাখ্যান এবং বিনা প্রতিবাদে ভদ্রমহিলারও সব মেনে নেওয়া সত্যিই চরম বিস্ময়কর। যাই হোক, আন্দাজ আর অনুমানের অবসান ঘটালেন স্টেপলটন নিজেই এলেন সেইদিনই বিকেলে। রুক্ষ ব্যবহারের জন্য মাপ চাইতে এসেছেন উনি। স্যার হেনরির সঙ্গে পড়ার ঘরে প্রাইভেট কথাবার্তা বললেন দীর্ঘক্ষণ। বেরিয়ে আসার পর বোঝা গেল, ক্ষত নিরাময় হয়েছে। হৃদ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ পরের সপ্তাহে রাতের আহার করতে যাব মেরিপিট হাউসে।

স্যার হেনরি বললেন, 'স্টেপলটন ছিটগ্রস্ত নন, এখনও কিন্তু তা বলব না। আজ সকালেই যেভাবে তেড়ে এসেছিলেন এবং চোখের যে-চেহারা দেখিয়েছিলেন, কোনোদিন তা ভুলব না। তবে এটাও মানতে হবে, এমন সুন্দরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতেও কাউকে দেখিনি।'

'অভব্য আচরণের কারণ দর্শিয়েছেন।'

'বললেন, সহোদরাই ওঁর জীবনের সব কিছু। খুবই স্বাভাবিক, বোনের মূল্যায়ন করতে পেরেছেন দেখে খুশিই হলাম। চিরটাকাল একসাথে থেকেছেন দু-জনে। বোন না-থাকলে উনি বড়ো নিঃসঙ্গ। তাই বোনকে হারাতে হবে ভাবলেই মাথা ঠিক রাখতে পারেন না। আমি যে তাঁর বোনের প্রতি অনুরক্ত হয়েছি, উনি বোঝেননি। তাই স্বচক্ষে তা দেখে যখন খেয়াল হল বোনকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবেই, এমন মারাত্মক মানসিক আঘাত পেলেন যে, কী বলেছেন অথবা করেছেন তার জন্যে তাঁকে সেই মুহূর্তের জন্যে দায়ী করা

চলে না। যা হয়ে গেছে, তার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত। এটাও উপলব্ধি করেছেন যে ওঁর সহোদরার মতন পরমাসুন্দরীকে নিজের কাছে সারাজীবন ধরে রেখে দেওয়ার কল্পনাও কতখানি বোকামি বা স্বার্থপরতা। বোনকে যদি কাছছাড়া করতেই হয়, তবে আমার মতো প্রতিবেশীর জন্যেই তা করবেন— আর কারো জন্যে নয়। কিন্তু ওঁকে সময় দিতে হবে। এই আঘাত সামলে নিতে, মনকে প্রস্তুত করতে বেশ কিছু সময় ওঁকে দিতে হবে। উনি কোনো বাধাই দেবেন না। যদি আমি কথা দিই তিন মাস আর এগোব না; এই তিন মাস কেবল ভদ্রমহিলার বন্ধু হয়ে থাকব, প্রেমের কথা একদম বলব না। আমি কথা দিয়েছি। কাজেই ঝামেলার নিস্পত্তি ঘটেছে।'

একটা ছোট্ট রহস্য তাহলে পরিষ্কার হল। আমরা যেন পাঁকের গর্তে হাতড়ে মরছি, তলদেশে হাত ঠেকল এইমাত্র। এখন বুঝছি, স্যার হেনরির মতো যোগ্য পাত্রও সহোদরার প্রতি আকৃষ্ট হলে কেন চটে যেতেন স্টেপলটন। জটপাকানো সুতো টেনে সোজা করছি, নিশীথ রাত্রে ফুঁপিয়ে কান্না, মিসেস ব্যারিমুরের অশ্রুকলঙ্কিত মুখ এবং পশ্চিমের জানলায় খাস ভৃত্যের গোপন অভিযানের রহস্য এবার ব্যাখ্যা করছি। ভায়া হোমস, অভিনন্দন জানাও আমাকে, প্রতিনিধি হিসেবে তোমাকে যে হতাশ করিনি, তা স্বীকার করে। আমাকে এখানে পাঠিয়ে যে-আস্থা আমার প্রতি দেখিয়েছ, তার জন্যে যে তোমাকে পরিতাপ করতে হচ্ছে না, তা এবার মুখ ফুটে বলো। এতগুলো রহস্য একরাতেই সাফ করে দিয়েছি।

'এক রাতে' বললাম বটে, আসলে দুটো রাত লেগেছে; কেননা, প্রথম রাতটা স্রেফ ফক্কা হাতে ফিরতে হয়েছে। স্যার হেনরির ঘরে রাত তিনটে পর্যন্ত বসেই রইলাম, কিন্তু সিঁড়ির ওপরকার টাইমিং ক্লকে একই সুরে মিলানো ঐকতান বাজনা ছাড়া আর কিছু শুনলাম না। বড়ো বিষণ্ণ এই জাগরণের অবসান ঘটল চেয়ারে বসেই নিদ্রাদেবীর আরাধনায়। দু-জনেই ঘুমোলাম অকাতরে। কপাল ভালো, হতাশ হইনি কেউই। পণ করলাম, আবার রাত জাগব। পরের রাতে লম্ফ কমিয়ে রেখে নিঃশব্দে সিগারেট টেনে চললাম। সময় যে এত মন্থরগতি, বিশ্বাস করাই যেন যায় না। তা সত্ত্বেও বসে রইলাম ঝানু শিকারির মতন— ফাঁদে শিকার পড়তে চলেছে, এই প্রতীক্ষায় শিকারি যেভাবে উন্মুখ হয়ে থাকে, আমরাও বসে রইলাম সেইভাবে। একটা বাজল, দুটো বাজল, নিঃসীম হতাশায় দ্বিতীয়বারের মতোও হাল ছেড়ে দেব কিনা ভাবছি, এমন সময়ে দু-জনেই সটান খাড়া হয়ে বসলাম চেয়ারে, ফের সজাগ হয়ে উঠল ক্লান্ত ইন্দ্রিয়গুলো। অলিন্দপথে পা ফেলার মচাৎ শব্দ শুনেছি দু-জনেই।

কান খাড়া করে শুনলাম, মার্জারের মতো লঘু চরণের পদধ্বনি দরজার সামনে দিয়ে গিয়ে বিলীন হল দূরে। উঠে দাঁড়ালেন ব্যারনেট, আলতোভাবে খুললেন দরজা, শুরু হল অনুসরণপর্ব গ্যালারি ঘুরে ছায়ামূর্তি ওদিককার অন্ধকার গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। পা টিপে টিপে এলাম ওদিককার মহলে। পলকের জন্য দেখলাম দীর্ঘকায়, কালো দাড়িওয়ালা একটা মূর্তি পা টিপে টিপে চলছে অলিন্দ বরাবর— দু-কাঁধ গোল হয়ে গিয়েছে অতি সাবধানতার দরুন। পরমুহূর্তেই সেই বিশেষ দরজা দিয়ে ভেতরে অন্তর্হিত হল সে, ভেতরকার আলোয় আলোকিত দরজার ফ্রেমটা কেবল স্পষ্ট হয়ে রইল অন্ধকারের বুকে, একটিমাত্র হলুদ রশ্মি এলিয়ে রইল বিষণ্ণ করিডরের কালো বুকে। সতর্কভাবে এগিয়ে চললাম সেইদিকে, প্রতি পদক্ষেপে ভয় হল

এই বুঝি আর্তনাদ করে উঠবে পায়ের তলার তক্তা। ভয়ের চোটে ভর দিতেও পারছি না তক্তায়— পা ফেলার আগে পা দিয়ে টিপে পরখ করে নিচ্ছি আওয়াজ হয় কিনা। যদিও বুট খুলে এসেছি, তবুও পুরোনো তক্তা মচ মচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে ছাড়ল না পায়ের তলায়। মাঝে মাঝে মনে হল, এত আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না ব্যারিমুর, হতেই পারে না। সৌভাগ্যক্রমে লোকটা কানে বেশ খাটো, তার ওপরে নিজের কাজেই তন্ময়। অবশেষে পৌঁছোলাম দরজাটার সামনে। উঁকি মারলাম। দেখলাম, গত দু-রাতের মতো আজও সে জানলার সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি ধরে সাগ্রহে সাদা মুখখানা চেপে রয়েছে শার্সির কাঁচে।

অভিযানের পরিকল্পনা স্থির করা ছিল না, কিন্তু ব্যারনেটের স্বভাবই হল যা করবেন, একেবারে সোজাসুজি করবেন। সোজা পথের মানুষ বলতে যা বোঝায় আর কী, গটমট করে ঘরে ঢুকলেন উনি। ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে সশব্দে শ্বাস টেনে জানলার সামনে থেকে ছিটকে সরে এসে সামনে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল ব্যারিমুর। মুখ তো নয়, যেন সাদা মুখোশ। জ্বলজ্বলে দুই কালো চোখে বিমূর্ত আতঙ্কে এবং বিস্ময় নিয়ে পর্যায়ক্রমে দৃষ্টি বুলোতে লাগল আমার এবং স্যার হেনরির ওপর।

'ব্যারিমুর, কী করছ এখানে?'

'কিচ্ছু না, স্যার', অপরিসীম উত্তেজনার দরুন ভালোভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না সে, কম্পিত মোমবাতির কম্পমান আলোয় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে নিজেরই ছায়া। 'এই জানলাটা, স্যার। রাতে ঘুরে ঘুরে দেখি সব জানলা বন্ধ আছে কিনা।'

'দোতলার জানলাও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সব জানলা।'

কড়া গলায় বললেন স্যার ব্যারিমুর, 'আসল কথাটা আজ তোমার মুখ থেকে বার করব বলেই এসেছি। ঝামেলা বাড়িয়ো না। যত তাড়াতাড়ি পারো বলে ফেলো। বলো। একদম মিথ্যে বলবে না! কী করছিলে জানলায়?'

অসহায় চোখে আমাদের পানে চেয়ে এমনভাবে দু-হাত মোচড়াতে লাগল লোকটা, যেন দ্বিধা আর দুর্দশার শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে।

'কোনো অনিষ্ট করিনি, স্যার। জানলায় মোমবাতি ধরেছিলাম।'

'জানলায় কেন মোমবাতি ধরেছিলে?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, স্যার হেনরি— আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না! বিশ্বাস করুন, গোপন এই রহস্যটা আমার নয়, কাজেই আমার মুখ দিয়ে তা ফাঁস হবে না। ব্যাপারটা যদি শুধু আমারই হত, আর কেউ যদি এতে জড়িয়ে না-থাকত, আপনার কাছে নিশ্চয় লুকোতাম না।'

হঠাৎ একটা ব্যাপার মাথায় খেলে গেল। জানলার গোবরাটে মোমবাতি রেখেছিল ব্যারিমুর। আমি গিয়ে তুলে নিলাম।

বললাম, 'নিশ্চয় সংকেত করছিল কাউকে। দেখি জবাব পাওয়া যায় কিনা।'

যেভাবে ও ধরেছিল মোমবাতি, আমিও ধরলাম সেইভাবে, দৃষ্টি প্রসারিত করলাম নিশীথ রাতের বুকে। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে, তাই আবছামতো কালো গাছের রেখা আর তার

ব্যারিমোর। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০৩)

চাইতে হালকা রঙের জলার আদিগন্ত বিস্তৃতি অস্পষ্টভাবে ভাসছে সামনে। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলাম সোল্লাসে। অন্ধকারের অবগুণ্ঠন ফুটে সহসা জাগ্রত হয়েছে পিনের ডগার মতো একটা হলুদ আলো— অনির্বাণভাবে জ্বলছে জানলার ফ্রেমের চৌকোনো কালো পটভূমিকায়।

'ওই তো।' বললাম চেঁচিয়ে।'

'না, না, স্যার, ও কিছু নয়— কিছু নয়,' ভেঙে পড়ল খাসভৃত্য, 'বিশ্বাস করুন, স্যার—'

'ওয়াটসন, জানলার সামনে আলোটা নাড়ান।' চিৎকার করে বললেন ব্যারনেট।' 'দেখুন, ও-আলোটাও নড়ছে। বদমাশ কোথাকার, সংকেত ছাড়া এটা কী? আর অস্বীকার করতে পারবে? বলো, আর কেন? মুখ খোলো এবার! স্যাঙাতটা কে? কী ষড়যন্ত্র চলছে এখানে?'

অবাধ্যতা এবার খোলাখুলিভাবে ফুটে উঠল ব্যারিমুরের মুখে। 'ব্যাপারটা আমার, আপনার নয়। আমি বলব না।'

'তাহলে আমার চাকরি তোমায় এখুনি ছাড়তে হবে।'

'খুব ভালো কথা, স্যার। একান্তই যদি ছাড়তে হয়, ছাড়ব বই কী।'

'এবং চরম অসম্মানের মধ্যে বরখাস্ত হবে। কী আশ্চর্য! লজ্জা হওয়া উচিত ছিল তোমার। এক-শো বছরেরও ওপর তোমার ফ্যামিলি এই বাড়িতে কাটিয়েছে, আর আজকে কিনা আমারই বিরুদ্ধে নোংরা চক্রান্ত করছ তুমি।'

'না, না, স্যার; আপনার বিরুদ্ধে নয়!'

কথাগুলো নারীকণ্ঠের, স্বামীর চাইতেও আরও ফ্যাকাশে আরও ত্রাসকম্পিত মুখে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মিসেস ব্যারিমুর। শাল আবৃত এবং স্কার্ট আচ্ছাদিত গুরুভার বপু দেখে অন্য সময় হলে হাসির উদ্রেক ঘটত, কিন্তু মুখাবয়বের আতীব্র আবেগ আর অনুভূতির দরুন হাসি এল না।

বাটলার বললে, 'এলিজা, চাকরি আর নেই। সব শেষ। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।'

'জন, জন, আমার জন্যেই তোমার এই হাল হল। স্যার হেনরি, এসব আমার কীর্তি— আমার কাজ— ও যা কিছু করেছে আমি বলেছি বলেই করেছে, আমার মুখ চেয়েই করেছে।'

'তাহলে তুমিই বলো! মানে কী এসবের?'

'আমার অভাগা ভাইটা না-খেয়ে জলায়। দরজার সামনেই অনাহারে তাকে মরতে দিতে পারি না। আলো জ্বালিয়ে সংকেতে বলি— খাবার তৈরি। সে আলো জ্বালিয়ে সংকেত জানায়— কোথায় খাবার নিয়ে যেতে হবে।'

'তোমার ভাই তাহলে—'

'পলাতক কয়েদি, স্যার— ক্রিমিন্যাল সেলডেন।'

'কথাটা সত্যি স্যার,' বললে ব্যারিমুর। 'এইজন্যেই বলছিলাম, গোপন রহস্যটা আমার নয়, আমি বলতে পারব না। যার সিক্রেট, তার মুখেই সব শুনলেন। এখন বিচার করে দেখুন চক্রান্তটা আপনার বিরুদ্ধে কিনা।'

নিশীথ রাতে চোরের মতো অভিযানে বেরিয়ে জানলায় আলো দেখানোর ব্যাখ্যা তাহলে এইটাই। সবিস্ময়ে আমি এবং স্যার হেনরি দু-জনেই চেয়ে রইলাম স্ত্রীলোকটির দিকে। বোকাসোকা সচ্চরিত্রা এই মেয়ের ধমনীতে এ-অঞ্চলের সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধীর রক্তও বইছে, এও কি সম্ভব?

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, বিয়ের আগে আমার নামও সেলডেন ছিল। ও আমার ছোটো ভাই। ছোটো থেকেই আদর দিয়ে বাঁদর করেছি ওকে। যা চেয়েছে, তাই দিয়েছি। শেষকালে ওর ধারণা হয়ে গেল, গোটা দুনিয়াটাই সৃষ্টি হয়েছে কেবল ওর ফুর্তির জন্যে। যা খুশি করবে, যা খুশি চাইবে। বড়ো হওয়ার পর অনেক কুসঙ্গী জুটল, কাঁধে শয়তান ভর করল, মায়ের বুক ভেঙে দিলে, আমাদের নাম ডোবালো। একটার পর একটা জঘন্য অপরাধ করতে করতে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে স্রেফ ভগবানের কৃপায় ফাঁসির দড়ি থেকে এযাত্রা বেঁচে গেছে; আমার কাছে কিন্তু সে এখনও সেই ছোট্ট দস্যি ছেলে, চুলগুলো কোঁকড়া। বড়ো বোন আমি— কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি ছোট্ট ভাইটিকে। ও জানে আমরা এখানে আছি। আমাদের কাছে এলে ঠেলে ফেলে দেব না কোনোমতেই। তাই একদিন রাত্রিতে অনাহারে ক্লান্তিতে টলতে টলতে আশ্রয় নিতে এল, ওয়ার্ডাররা প্রায় ধরে ফেলে আর কী, কী করব তখন বলতে পারেন? ঠাঁই দিলাম, খেতে দিলাম, শুশ্রূষা করলাম। তারপর, স্যার, আপনি এলেন। স্বামী বললে, জলায় থাকলেই বরং এখন নিরাপদে থাকবে। হইচই কমে গেলে অন্য কোথাও চলে যাবে'খন। তাই লুকিয়ে আছে ওখানে। কিন্তু একরাত অন্তর জানলায় আলো জ্বেলে দেখি এখনও জলায় আছে কিনা। যদি জবাব আসে, স্বামী কিছু রুটি আর মাংস দিয়ে আসে।

প্রতিদিনই ভাবি এবার বুঝি চলে গেছে। যদ্দিন না-যায়, তদ্দিন তো ওকে না-খাইয়ে রাখতে পারি না। স্যার, এই হল গিয়ে আসল ব্যাপার। এর মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই। আমি ধর্মভীরু খ্রিস্টান। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে, সে-দোষ আমি করেছি, আমার স্বামী করেনি।'

প্রত্যেকটা কথার মধ্যে সুগভীর আন্তরিকতা ফুটে বেরোল— সেইসঙ্গে শ্রোতাদের কানে বয়ে নিয়ে এল দৃঢ় বিশ্বাস।

'ব্যারিমুর, সব সত্যি?

'হ্যাঁ, স্যার হেনরি, বর্ণে বর্ণে সত্যি।'

'স্ত্রীর জন্যে যা করেছ, তার জন্যে তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। যা বলেছি ভুলে যাও। ঘরে যাও। কাল সকালে এ-প্রসঙ্গে আরও কথা হবে'খন।'

চলে গেল দু-জনে। জানলা দিয়ে ফের তাকালাম বাইরে। দু-হাট করে পাল্লা খুলে ধরেছেন স্যার হেনরি, মুখে আছড়ে পড়ছে জলার ঠান্ডা কনকনে বাতাস। অনেক দূরে নিবিড় অন্ধকারে টিমটিম করে জ্বলছে হলুদ আলোর ক্ষুদ্র বিন্দু।

'সাহস আছে বটে,' বললেন স্যার হেনরি।

'হয়তো এমনভাবে রেখেছে যাতে কেবল এখান থেকেই দেখা যায়।'

'খুব সম্ভব তাই। কতদূরে হবে বলে মনে হয়?'

'ফাটল ধরা পাহাড়টার[২] ওদিকে।'

'মাইলখানেক কি দুয়েক বড়ো জোর।'

'তাও নয়।'

'ব্যারিমুরকে খাবার নিয়ে যেতে হয়, কাজেই বেশিদূর হতেই পারে না। মোমবাতির পাশেই বসে পথ চেয়ে আছে শয়তান। ওয়াটসন, চললাম ওকে ধরতে!'

একই বাসনা আমার মাথার মধ্যেও এসেছিল। ব্যারিমুর তো স্বেচ্ছায় কিছু বলেনি— বিশ্বাস করে একটা কথাও ভাঙেনি। জোর করে পেট থেকে আদায় করতে হয়েছে গোপন কথা। লোকটা সমাজ-শত্রু এবং বিপজ্জনক। বদমাইশির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়— সুতরাং তাকে ক্ষমা বা দয়া করার কথাই ওঠে না। এমন জায়গায় এ-লোককে রাখা দরকার যেখান থেকে কারো অনিষ্ট সে করতে পারবে না। আমরা সেই চেষ্টাই করে দেখব। যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকি, মূল্য দিতে হবে অন্য লোককে— পাশবিক, প্রচণ্ড ওই প্রকৃতির সামনে নিরাপদ কেউই নয়। যেকোনো রাতে যেকোনো প্রতিবেশীর ওপর হামলা জুড়তে পারে এই মহাশয়তান এবং হয়তো স্টেপলটন ভাইবোনও বাদ যাবে না। এই কথাটা মাথায় আসতেই বোধ হয় অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় চনমন করে উঠলেন স্যার হেনরি।

'আমি আসছি,' বললাম আমি।

'তাহলে যান বুট পরে নিন, রিভলবার আনুন। যত তাড়াতাড়ি বেরোই, ততই মঙ্গল। নইলে আলো নিভিয়ে সরে পড়তে পারে।'

পাঁচ মিনিটেই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়, শুরু হল অভিযান। কালো গুল্মর মাঝ দিয়ে পথ করে দ্রুত এগিয়ে চললাম আলোর দিকে। খস খস করে উড়তে লাগল ঝরাপাতা— শরতের হাওয়ার চাপা গোঙানির শব্দ আছড়ে পড়ছে মুখে! স্যাঁৎসেঁতে আর পচা গন্ধে ভারী রাতের

হাওয়া। মাঝে মাঝে ছুটন্ত মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেই লুকিয়ে পড়ছে চাঁদ। জলায় পা দিতে-না-দিতেই শুরু হল ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। আলোটা তখনও স্থিরভাবে জ্বলছে সামনে।

'আপনি সশস্ত্র?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'ঘোড়ার চাবুক এনেছি।'

'চক্ষের নিমেষে কাছে চলে যেতে হবে। শুনেছি, লোকটা দারুণ বেপরোয়া। আচমকা ঝাঁপিয়ে কাবু করতে হবে— বাধা দেওয়ার সুযোগ দেব না।'

ব্যারনেট বললে, 'ওয়াটসন, হোমস শুনলে কী বলবেন? অশুভ শক্তিদের নরকগুলজার এই সময়েই শুরু হয় না?'

প্রত্যুত্তর স্বরূপই যেন আচম্বিতে জলার বিশাল বিষণ্ণতার মধ্য থেকে জাগ্রত হল সেই ভয়াল গজরানি। সুবিশাল গ্রিমপেন পঙ্কভূমির কিনারায় দাঁড়িয়ে এর আগে রক্ত জমানো এ-ডাক আমি একবার শুনেছি। তখন শুনেছিলাম দিনের আলোয়, এখন শুনলাম রাতের অন্ধকারে। নিশীথ রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান করে দিয়ে কনকনে হাওয়ায় ভর দিয়ে ডাকটা যেন ভেসে এল জলার বুক বিদীর্ণ করে— বিরামবিহীন এক টানা গম্ভীর গজরানি, তারপর ধাপে ধাপে তা বেড়ে গেল— রক্ত-হিম-করা হিংস্র গর্জনে যেন আকাশ বাতাস ফালা ফালা হয়ে গেল, পরমুহূর্তেই ফের নেমে এল খাদে, করুণ কান্নার মতো গুঙিয়ে মিলিয়ে গেল এক সময়ে। আবার জাগ্রত হল চাপা গর্জন। আবার ক্রুদ্ধ গর্জন, আবার বুকফাটা হাহাকার। তীক্ষ্ম, কর্কশ, বন্য এবং লোমহর্ষক সেই অপার্থিব চিৎকার বারংবার ভেসে এল নিশীথ রাতের বুক বিদীর্ণ করে— ফাটিয়ে দিল যেন কানের পর্দা। বাতাস পর্যন্ত স্পন্দিত হল শব্দ-তরঙ্গে, শিউরে উঠল পাহাড়-পর্বত-গাছপালা। সভয়ে জামার আস্তিন খামচে ধরলেন ব্যারনেট। অন্ধকারেও দেখলাম মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে।

'হে ভগবান! এ কীসের আওয়াজ, ওয়াটসন?'

'জানি না। জলায় এ-আওয়াজ শোনা যায়। আমি আগে একবার শুনেছি।'

ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে একেবারেই থেমে গেল দীর্ঘ বিলাপের ধ্বনি। অখণ্ড নীরবতা চেপে বসল কানের ওপর। উৎকীর্ণ হয়ে রইলাম, কিন্তু নিবিড় নৈঃশব্দ্য ফুঁড়ে আর কোনো আওয়াজ ভেসে এল না।

'ওয়াটসন, 'বললেন ব্যারনেট, 'এ তো হাউন্ডের ডাক।'

শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা বরফের স্রোত নেমে গেল কথাটা শুনে। গলা ভেঙে গিয়েছে ব্যারনেটের। আচমকা আতঙ্কে সাহস হারিয়ে ফেলেছেন।

'আওয়াজটাকে ওরা কী বলে?' শুধোলেন উনি।

'কারা?'

'এ-অঞ্চলের লোকেরা।'

'ওরা মুর্খ— ওদের কথা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?'

'ওয়াটসন, বলুন আমাকে কী বলে ওরা?'

ইতস্তত করলাম, কিন্তু প্রশ্নটা এড়াতে পারলাম না।

'ওঁদের কথায় এই নাকি বাস্কারভিল কুক্কুরের ডাক।'

গুঙিয়ে উঠলেন ব্যারনেট, চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

অবশেষে বলেন, 'কুকুরই বটে। ডাকটা কিন্তু বহু মাইল দূর থেকে ভেসে এল।'

'কোত্থেকে এল, তা বলা মুশকিল।'

'হাওয়ার ওঠানামার সঙ্গে আওয়াজটা উঠেছে নেমেছে। ওইদিকেই তো বিরাট সেই গ্রিমপেন পঙ্ক?'

'হ্যাঁ।'

'ওইখানেই রয়েছে। ওয়াটসন, কুকুরের ডাক ছাড়া একে আর কী বলে মনে হয় আপনার? আমি কচি খোকা নই। সত্যি বলতে ভয়টা কীসের?'

'গতবার যখন শুনি আওয়াজটা, স্টেপলটন ছিলেন সঙ্গে। উনি বললেন অদ্ভুত কোনো পাখির ডাক হতে পারে।'

'না, না, এ-ডাক হাউন্ডের। হে ভগবান, সত্যিই কি তাহলে এসব নিছক গল্প নয়? সব সত্যি? অলক্ষুণে এই ডাকের পেছনে কি ওত পেতে রয়েছে ভয়ানক বিপদ— পরিত্রাণ নেই আমার? আপনি নিশ্চয় এসব বিশ্বাস করেন না। ওয়াটসন, করেন কি?'

'আরে না, না।'

'তবুও দেখুন লন্ডনে বসে এ নিয়ে হাসিঠাট্টা করা এক জিনিস, জলার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বিকট এই ডাক শোনা আর এক জিনিস। তারপর ধরুন আমার কাকার মৃত্যু। মৃতদেহের পাশে হাউন্ডের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। সব মিলে যাচ্ছে। ওয়াটসন, আমি কাপুরুষ নই, কিন্তু আওয়াজটা আমার রক্ত পর্যন্ত যেন জমিয়ে দিয়েছে। হাত ছুঁয়ে দেখুন।'

মার্বেল পাথরের মতো হিমশীতল তাঁর হাত।

'কাল সকালেই ঠিক হয়ে যাবেন।'

'মাথার মধ্যে থেকে এ-ডাক তাড়াতে পারব বলে মনে হয় না। কী করা উচিত এখন বলুন তো? ফিরে যাব?'

'না কক্ষনো না। যাকে ধরতে এসেছি, তাকে ধরবই। কয়েদির পেছনে আমরাই ছুটেছি, আমাদের পেছনে পিশাচ-কুকুর ছুটছে না। আসুন। এ-জলার সমস্ত ভূতপ্রেত পিশাচ-দানো বেরিয়ে এসে তাণ্ডবনাচ আরম্ভ করলেও ওকে আমরা ধরবই।'

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চললাম। এবড়োখেবড়ো পাহাড়গুলো অস্পষ্ট কালো বিরাট চেহারা নিয়ে ভয় দেখাতে লাগল সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে। হলুদ আলোর বিন্দু সামনে জ্বলতে লাগল সমানে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে বোঝা যায় না আলো কতদূরে আছে; মরীচিকার মতো কখনো মনে হয় এই বুঝি কয়েক গজ দূরে, আবার কখনো মনে হয় দিগন্তপারে; শেষকালে অবশ্য দেখা গেল কোথায় জ্বলছে আলোটা! বুঝলাম সত্যিই অনেক কাছে এসে পড়েছি। পাহাড়ের খাঁজে আটকানো একটা মোমবাতি থেকে ফোঁটা ফোঁটা মোম গলে পড়ছে। দু-পাশে পাথরের আড়াল থাকায় দুটো কাজ হচ্ছে। হাওয়ায় নিভছে না এবং বাস্কারভিল হলের দিক ছাড়া অন্য দিক থেকে দেখা যাচ্ছে না। একটা গোলাকার গ্র্যানাইট পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সংকেত-বর্তিকার পানে চেয়ে রইলাম নির্নিমেষে। আশ্চর্য দৃশ্য সন্দেহ নেই। বিজন জলার বুকে জ্বলছে একটিমাত্র মোমবাতি ধারেকাছে নেই প্রাণের

লক্ষণ— শুধু একটা সোজা, হলুদ শিখা— দু-পাশের পাথরের আড়াল চকচক করছে সেই আলোয়।

'বলুন এখন কী করি?' ফিসফিস করলেন স্যার হেনরি।

'অপেক্ষা করা যাক। নিশ্চয় আলোর কাছেই আছে। চেহারাটা দেখা যায় কিনা দেখা যাক।'

মুখ থেকে কথাটা বেরুতে-না-বেরুতে দু-জনেই দেখলাম তাকে। পাথরের যে-ফাটলে মোমবাতি জ্বলছে, সহসা সেই খাঁজের উপর থেকে আবির্ভূত হল একটা মুণ্ডু, কুটিল একটা হলদেটে ভয়ংকর জন্তুর মতো[৩] মুণ্ডু, মুখের পরতে পরতে অজস্র ক্ষতচিহ্নের মতো দগদগ করছে ভয়াল ইন্দ্রিয়াবেগ। জটপাকানো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর মুখময় নোংরা পাঁকের দাগ— যেন সে এ-যুগের মানুষ নয়— বহু যুগের ওপার হতে প্রস্তরযুগের বর্বর বুঝি আবার ফিরে এসেছে আপন ডেরায়। নীচ থেকে আলো গিয়ে ঠিকরে যাচ্ছে ছোটো ছোটো ধূর্ত চোখজোড়া থেকে— ডাইনে বাঁয়ে ভয়ংকরভাবে ঘুরছে চক্ষুগোলক— উঁকি দিচ্ছে অন্ধকারের বুকে— ঠিক যেন আগুয়ান শিকারির পদশব্দে সচকিত হয়েছে মহাধড়িবাজ গুহাবাসী কোনো শ্বাপদ।

নিশ্চয় কোনো কারণে সন্দেহের উদ্রেক ঘটেছে লোকটার। হয়তো ব্যারিমুরের নিজস্ব কোনো সংকেত ছিল—আমরা যা জানি না। অথবা হয়তো কোনো কারণে সে বুঝেছে হাওয়া অনুকূল নয়। আমি কিন্তু তার শয়তান মুখে দেখলাম ভয়ের রেখা। যেকোনো মুহূর্তে আলোর বৃত্ত থেকে ছিটকে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে নীরন্ধ্র তমিস্রায়। সবেগে ধেয়ে গেলাম সামনে, দেখাদেখি স্যার হেনরিও লাফিয়ে এলেন পেছনে। সেই মুহূর্তে বিকট তীক্ষ্ণ গলায় গালাগাল দিয়ে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল কয়েদি— টুকরো টুকরো হয়ে গেল গোল গ্র্যানাইটে লেগে— যার আড়ালে লুকিয়েছিলাম এতক্ষণ। চকিতের জন্যে দেখলাম বেঁটেখাটো, গাঁট্টাগোট্টা, মোটাসোটা, একটা মূর্তি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ছুটবার জন্যে। ঠিক সেই মুহূর্তেই কপাল খুলে গেল আমাদের, মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল চন্দ্রদেব। খাড়া পাহাড়ের কিনারার উপর দিয়ে ঝড়ের মতো ধেয়ে গেলাম আমরা। দেখলাম অন্যদিকে দুর্দান্ত বেগে নেমে যাচ্ছে পলাতক, এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে নামছে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়— ঠিক যেন পাহাড়ি ছাগল। রিভলবার বার করে গুলি চালালে কপালজোরে একটা-না-একটা গুলি গায়ে লাগতই। পঙ্গু করে দিতে পারতাম— কিন্তু হাতিয়ার এনেছি আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্যে, নিরস্ত্র অবস্থায় যে-পালাচ্ছে তাকে গুলি করবার জন্যে নয়।

আমরা দু-জনেই মোটামুটি ভালো দৌড়বাজ, শরীরও মজবুত। তা সত্ত্বেও পলাতকের নাগাল ধরবার কোনো স্বভাবনাই নেই দেখলাম। চাঁদের আলোয় অনেকক্ষণ ধরে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা গেল তাকে, তারপর বহুদূরের একটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বড়ো বড়ো পাথরের ওপর দিয়ে দ্রুত বেগে লাফাতে লাফাতে বিন্দুর মতো ছোট্ট হয়ে এল তার পলায়মান আকৃতি। পুরোপুরি বেদম না-হওয়া পর্যন্ত দৌড়েই গেলাম দু-জনে, কিন্তু দেখলাম ক্রমশই ব্যবধান বাড়ছে আমাদের আর পলাতকের মাঝখানে। শেষকালে দাঁড়িয়ে গিয়ে দু-জনে দুটো পাথরে হাঁপাতে লাগলাম হাপরের মতন— চোখের সামনে দিয়ে দূর হতে দূরে ছোট্ট হয়ে গেল একসময়ে কয়েদি। এবং ঠিক এই সময়ে একটা অত্যন্ত বিচিত্র, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত জিনিস দেখা গেল। পশ্চাদ্ধাবন নিষ্ফল জেনে পাথর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম বাড়ি ফিরব বলে। চাঁদ

ঝুলে রয়েছে ডান দিকে, খোঁচা খোঁচা গ্র্যানাইট পাহাড়ের একটা এবড়োখেবড়ো চুড়ো রয়েছে রুপোলি চাকতির তলার দিকে। উজ্জ্বল পটভূমিকায় আবলুস কাঠে তৈরি মূর্তির মতো মিশমিশে কালো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের চূড়ায়। হোমস, চোখের ভ্রম ভেবো না। বিশ্বাস করো, জীবনে এর চাইতে স্পষ্ট কিছু দেখিনি। যদ্দূর মনে হল, মূর্তিটা একজন দীর্ঘকায়, ছিপছিপে পুরুষ মানুষের। দু-পা ঈষৎ ফাঁক, বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ করা, মাথা হেঁট। সামনের দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমির পচা উদ্ভিজ পদার্থ আর গ্র্যানাইট রাশি নিয়ে ভাবছে যেন গুম হয়ে। ভয়াল ভয়ংকর এই অঞ্চলের অশরীরী আত্মা যেন সে স্বয়ং। না কয়েদি সে নয়। পলাতক অদৃশ্য হয়েছে যেখানে, এ-লোকটা দাঁড়িয়ে সেখান থেকে অনেক দূরে। তা ছাড়া, এ-লোক অনেক বেশি ঢ্যাঙা। সবিস্ময়ে চিৎকার করে আঙুল তুলে ব্যারনেটকে দেখালাম স্ট্যাচুমূর্তি— কিন্তু ওঁর হাত খামচে ধরতে গিয়ে যেটুকু সময় লাগল— তার মধ্যেই নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হল সে। চাঁদের তলার দিকে গ্রানাইটের ধারালো চূড়া যেন কেটে বসেছে, কিন্তু শীর্ষদেশে দণ্ডায়মান সেই নিস্পন্দ, নীরব মূর্তিটি কেবল নেই।

আমার ইচ্ছে ছিল ওদিকে গিয়ে পাহাড়টা খুঁজে আসি, কিন্তু দেখলাম বেশ খানিকটা যেতে হবে। অপার্থিব সেই ডাক শুনে ব্যারনেটের স্নায়ু তখনও কাঁপছে। বাস্কারভিল বংশের করাল অভিশাপ কাহিনি অণুতে পরমাণুতে বিভীষিকা জাগিয়েছে, নতুন অ্যাডভেঞ্চারের অভিলাষ খুব একটা দেখলাম না। পাহাড়চূড়ার নিঃসঙ্গ মূর্তি উনি দেখেননি। দেখেননি বলেই উপলব্ধি করতে পারছেন না। লোকটার বিচিত্র উপস্থিতি এবং কর্তৃত্বময় ভঙ্গিমা কী ধরনের রোমাঞ্চ জাগিয়েছে আমার প্রতিটি লোমকূপে। বললেন, 'নিশ্চয় কোনো ওয়ার্ডার। কয়েদিটা পালানোর পর থেকে জলা ছেয়ে ফেলেছে এরা।' হয়তো উনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আরও প্রমাণ পেলে আমি খুশি হব। আজ প্রিন্সটাউন কর্তাদের চিঠি লিখব ভাবছি। কোথায় খুঁজলে পলাতককে পাওয়া যাবে, জানিয়ে দেব। কিন্তু আমাদের পাথরচাপা কপাল, হাতের মুঠোয় পেয়েও তাকে ধরে আনতে পারলাম না— বিজয়তিলক থেকে বঞ্চিত হলাম। এই হল গিয়ে আমাদের গত রাতের অ্যাডভেঞ্চার-বৃত্তান্ত ভায়া হোমস। রিপোর্টের মতো রিপোর্ট আজ দিতে পেরেছি— নিশ্চয় তা মানবে। অনেক কথাই তোমার কাছে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমি দরকারি অদরকারি সব ঘটনাই বিবৃত করলাম, যাতে তুমি নিজের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে উচিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারো। সত্যিই অনেকটা এগোতে পেরেছি। ব্যারিমুরদের রহস্য অনেকাংশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে, কেননা ওদের মোটিভ জানা গেছে। কিন্তু বিচিত্র বাসিন্দা এবং বিবিধ রহস্য সমেত জলা এখনও দুর্জ্ঞেয়ই রয়ে গেল। পরের বারে হয়তো এ-ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোক নিক্ষেপ করতে পারব। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি তুমি নিজেই চলে আসো।

১০। ডক্টর ওয়াটসনের ডায়ারি থেকে উদ্ধৃতি

শার্লক হোমসকে প্রথম দিকে যেসব রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম, সেই থেকেই উদ্ধৃত করে এসেছি এই পর্যন্ত। বিবরণের এমন এক জায়গায় এখন পৌঁছেছি যে এই পদ্ধতি বর্জন করা ছাড়া উপায় নেই। এখন থেকে ফের স্মৃতির ওপর নির্ভর করব, ডায়ারির সাহায্যও নেব। রোজ দিনপঞ্জি লিখতাম তখন। কয়েকটা পৃষ্ঠা হুবহু তুলে দিচ্ছি নীচে। স্মৃতিপটে চিরতরে মুদ্রিত হয়ে

গেছে যেসব দৃশ্য, ডায়ারিতে লেখা বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে ফিরে যাওয়া যাক তার মধ্যে। কয়েদির পেছনে নিষ্ফল ছুটোছুটি এবং জলার বুকে অন্যান্য বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরের সকাল থেকে শুরু করা যাক দিনপঞ্জির বর্ণনা।

অক্টোবর ১৬।— কুয়াশাচ্ছন্ন, অনুজ্জ্বল দিবস। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। ঝোড়ো হাওয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ছুটছে রাশি রাশি মেঘ, ঢেকে ফেলেছে বাস্কারভিল। মাঝে মাঝে মেঘ সরে যাচ্ছে, জলার ধু-ধু দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের ধারে ধারে। শীর্ণ রুপোলি শিখা চোখে পড়ছে, বহু দূরের গোলাকার প্রস্তরখণ্ডের জলে-ভেজা দিকগুলোয় আলো পড়ায় চকচক করছে। বিষণ্ণতা বাইরে এবং ভিতরে। কাল রাতের উত্তেজনার পর মুষড়ে পড়েছেন ব্যারনেট। আমারও বুকের মধ্যে যেন একটা পাথর চেপে রয়েছে মনে হচ্ছে; একটা সদাজাগ্রত মহা বিপদ যে আসন্ন— এইরকম একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি সত্তার সঙ্গে মিশে রয়েছে— বিপদটা যে কী, তা জানি না— সেইজন্যেই অনুভূতিটা এত ভয়ংকর।

এ-রকম অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হওয়ার মতো কারণও কি ঘটেনি? একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রত্যেকটা ঘটনার মধ্যে অমঙ্গলের সংকেত টের পাচ্ছি। ফ্যামিলি কিংবদন্তিতে যা-যা বলা হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই মারা গেলেন বাস্কারভিল হলের পূর্বতন বাসিন্দা। চাষিদের মুখে ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে একটা রিপোর্ট— জলার বুকে অদ্ভুত একটা প্রাণীকে নাকি দেখা যাচ্ছে নতুন করে। দু-বার আমি নিজের কানে হাউন্ডের ঘেউ-ঘেউ ডাকের মতো আওয়াজ শুনেছি। অথচ তা অবিশ্বাস এবং অসম্ভব— কেননা এ-ব্যাপার প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত। পায়ের ছাপ ফেলে যায় এবং দীর্ঘ বিলাপ-ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে, এমন প্রেত-কুকুরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। স্টেপলটন বিশ্বাস করতে পারেন কুসংস্কার, মর্টিমারও করতে পারেন; কিন্তু আমার ভেতরে কাণ্ডজ্ঞান বলে একটা বস্তু আছে। এসব ব্যাপার বিশ্বাস করার পাত্র আমি নই। করতে হলে চাষিদের পর্যায়ে নেমে আসতে হয়। এরা শুধু পিচাশ কুকুরের অস্তিত্বই বিশ্বাস করে না— আরও একধাপ এগিয়েছে— নরক হাউন্ডের মুখ আর চোখ থেকে নরকাগ্নি বিচ্ছুরিত হতেও দেখেছে। এসব গালগল্প হোমস কান পেতেও শুনবে না। আমি তারই প্রতিনিধি। কিন্তু ঘটনাকেই-বা অস্বীকার করি কী করে। নিজের কানে জলার বুকে কুকুরটার ডাক আমি শুনেছি। এমনও হতে পারে সত্যিই হয়ত একটা বিশাল হাউন্ড ছাড়া আছে জলায়। সেক্ষেত্রে অনেক কিছুরই সংগত ব্যাখ্যা সম্ভব। কিন্তু হাউন্ডটা লুকিয়ে থাকে কোথায়? খাবার পায় কোত্থেকে? কোথা থেকে তার আবির্ভাব? দিনের বেলাই-বা তাকে কেউ দেখেনি কেন? অস্বাভাবিক ব্যাখ্যার মতো স্বাভাবিক ব্যাখ্যার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে বিস্তর অসংগতি থেকে যাচ্ছে। হাউন্ডের ব্যাপার ছাড়াও আরও কতকগুলো ঘটনা কিন্তু অহরহ জেগে রয়েছে মনের মধ্যে; যেমন, লন্ডনে মানুষ চোরের আবির্ভাব, ছ্যাকড়াগাড়ির মধ্যে সেই লোকটা, জলা সম্পর্কে স্যার হেনরিকে হুঁশিয়ার-পত্র। এগুলো তো বাস্তব ঘটনা এবং হয়তো কোনো হিতৈষী বন্ধুর কীর্তি— শত্রুর কীর্তিও হতে পারে। সেই সুহৃদ অথবা শত্রুটি এখন কোথায়? লন্ডনেই আছে, না আমাদের পেছন পেছন এখানেও জুটেছে? জলার পাহাড়চুড়োয় যে-আগন্তুককে আমি দেখেছি— এই কি সেই লোক?

লোকটাকে পলকের জন্য দেখেছি ঠিকই, কিন্তু কতকগুলো বৈশিষ্ট্য হলফ করে বলতে

পারি। এখানে যাদের দেখেছি, যেসব প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে— তাদের কারোর মতোই একে দেখতে নয়। বিচিত্র সেই মূর্তি স্টেপলটনের চেয়ে অনেক ঢ্যাঙা, ফ্রাঙ্কল্যান্ডের চেয়ে অনেক কৃশ। ব্যারিমুর হলেও হতে পারত, কিন্তু তাকে তো আমরা পেছনে ফেলে এসেছিলাম। সে যে আমার পেছন নেয়নি, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। লন্ডনে যে অজ্ঞাত ব্যক্তিটি ফেউয়ের মতো লেগেছিল পেছনে, এখানেও সে ঘুরছে পেছন পেছন। মুহূর্তের জন্যেও তার নজরবন্দির বাইরে আমরা যেতে পারিনি। লোকটাকে ধরতে পারলে কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। সর্বশক্তি দিয়ে এখন আমি সেই চেষ্টাই করব!

প্রথমেই ভাবলাম, স্যার হেনরিকে বলি আমার পরিকল্পনার বৃত্তান্ত। তারপর ভেবে দেখলাম ওঁকে কিছু না-বলাই ভালো। নিজেই যা পারি করব। ঝিম মেরে রয়েছেন ভদ্রলোক। সদা অন্যমনস্ক। জলার বুকে অপার্থিব সেই চিৎকারে অদ্ভুতভাবে নাড়া খেয়েছে স্নায়ু। ওঁর উদ্‌বেগ আর বাড়াব না। নিজেই যা পারি করব।

আজ সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর ছোট্ট একটা নাটক হয়ে গেল। স্যার হেনরির সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে চাইল ব্যারিমুর। পড়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন দু-জনে। বেশ কিছুক্ষণ একলা বসে রইলাম বিলিয়ার্ড-রুমে। চড়া গলায় কথা কাটাকাটি শুনলাম কয়েকবার। বেশ বুঝলাম কোন খাতে বইছে আলোচনা। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে ধরে আমাকে ডাকলেন ব্যারনেট।

বললেন, 'ব্যারিমুরের ধারণা ওকে আঘাত দেওয়া হয়েছে। স্ব-ইচ্ছায় গুপ্ত কথা ফাঁস করার পর শ্যালককে তাড়া করাটা আমাদের ঠিক হয়নি।'

অত্যন্ত ফ্যাকাশে, কিন্তু অত্যন্ত সংযতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম বাটলারকে।

বললে, 'কথাটা হয়তো একটু গরমভাবেই বলেছি। তার জন্যে ক্ষমা করবেন, স্যার। কিন্তু আজ সকালে যখন শুনলাম সারারাত সেলডেনকে তাড়া করে বাড়ি ফিরেছেন, খুব অবাক হয়ে গেলাম। এমনিতেই অনেক দুর্ভোগ তাকে পোহাতে হচ্ছে— আমাদের দ্বারা সে-দুর্ভোগ বাড়ুক, এটা আমি চাইনি।'

ব্যারনেট বললেন, 'স্ব-ইচ্ছায় যদি বলতে, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত। কিন্তু কথাটা আমাদের টেনে বার করতে হয়েছে— এমন পরিস্থিতিতে ফেলেছিলাম যে তুমি, মানে, তোমার স্ত্রী না-বলে পারেনি।'

'আমি ভাবতেও পারিনি সেই সুযোগ আপনি নেবেন— স্যার হেনরি, সত্যিই আমি ভাবিনি?'

'লোকটা সমাজ-শত্রু। সাধারণের কাছে বিপজ্জনক। বহু বাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে জলার নির্জন জায়গায়। এ-লোকের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই। মুখখানা দেখলেই তা বোঝা যায়। যেমন ধরো, মি. স্টেপলটনের বাড়ি। রুখে দাঁড়ানোর মতো উনি ছাড়া সেখানে কেউ নেই। এ-লোককে তালাচাবি দিয়ে না-রাখা পর্যন্ত এ-তল্লাটের কেউ নিরাপদ নয়।'

'স্যার, কারো বাড়িতে ও ঢুকবে না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। এদেশের আর কারো অনিষ্ট ওর দ্বারা হবে না। স্যার হেনরি, বিশ্বাস করুন, আর ক-দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে— ও দক্ষিণ আমেরিকা রওনা হবে[১]। ভগবানের দোহাই স্যার, সেলডেন এখনও যে

জলায় আছে, পুলিশকে জানাবেন না। হয়রান হয়ে জলার দিকে যাওয়া ওরা বন্ধ করেছে। জাহাজ না-আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে ওখানে এই ক-টা দিন ও থাকতে পারবে। পুলিশকে এ-খবর দেওয়া মানে আমাকে আর আমার স্ত্রীকেও ঝামেলায় ফেলা। স্যার, আমার বিশেষ অনুরোধ, পুলিশকে কিছু জানাবেন না।'

'ওয়াটসন কী বলে?'

কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বললাম, 'দেশছাড়াই যদি হয়[২], করদাতাদের ঘাড় থেকে একটা বোঝা নেমে যাবে।'

'যাওয়ার আগে যদি কারো ওপর চড়াও হয়?'

'স্যার, ও-ধরনের পাগলামির ধার দিয়ে ও এখন যাবেন না। ও যা চায়, সব দিয়েছি। এখন নতুন অপরাধ করা মানেই লুকিয়ে থাকার জায়গার খবর পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া।'

'তা সত্যি', বললেন স্যার হেনরি। 'ঠিক আছে, ব্যারিমুর—'

'ভগবান আপনার ভালো করবেন, স্যার, অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেলডেন ফের ধরা পড়লে আমার স্ত্রী সে-ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারবে না।'

'আমার যেন মনে হচ্ছে গুরুতর অপরাধে প্ররোচনা জোগাচ্ছিল, অসৎ কাজে সাহায্য করছি, তাই না ওয়াটসন? কিন্তু সব কথা শোনার পর ওকে ধরিয়ে দিতেও ইচ্ছে করছে না। ব্যাপারটা তাহলে এইখানেই চুকে গেল, ব্যারিমুর। ঠিক আছে, এখন আসতে পারো।'

ভাঙা ভাঙা দু-চারটে কৃতজ্ঞতার কথা শুনিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ব্যারিমুর, কিন্তু গেল না। দ্বিধায় পড়ল যেন। তারপর ফিরে এল।

'স্যার, অনেক দয়া করলেন আপনি। প্রতিদানে আমার কিছু করা উচিত। একটা ব্যাপার আমি জানি। আগেই হয়তো বলা উচিত ছিল, কিন্তু জেনেছি তদন্ত শেষ হয়ে যাবার অনেক পরে। মরজগতের কোনো নশ্বর মানুষকে এ-কথা আজও বলিনি। ব্যাপারটা ভাগ্যহীন স্যার চার্লসের মৃত্যুর ব্যাপারে।'

তড়াক করে একই সাথে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি এবং ব্যারনেট। 'তুমি জানো কীভাবে মারা গেছেন উনি?

'না, স্যার; তা জানি না।'

'তাহলে?'

'ওইরকম একটা সময়ে গেটে দাঁড়িয়েছিলেন কেন, তা জানি। একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।'

'মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন! উনি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মহিলাটির নাম?'

'নামটা বলতে পারব না, তবে নামের আদ্যক্ষর বলতে পারব। এল এল (L. L.)— এই তাঁর নামের প্রথম দুটো অক্ষর।'

'ব্যারিমুর, কী করে জানলে তুমি?'

'স্যার হেনরি, সকালবেলা আপনার কাকা একটা চিঠি পেয়েছিলেন। রোজই অনেক চিঠি

আসত ওঁর নামে। পাঁচজনের দুঃখদুর্দশায় বুক দিয়ে পড়তেন বলে, কেউ বিপদে পড়লেই ছুটে আসত। দিলখোলা দরাজ ছিলেন বলে সবাই শ্রদ্ধাভক্তি করত। সেদিন সকালে কিন্তু ঘটনাক্রমে এসেছিল একটাই চিঠি। তাই আমার নজরে এসেছিল খামটা। ঠিকানা লিখেছে একজন মহিলা, পাঠিয়েছে 'কুমবে ট্রেসি' থেকে।'

'তারপর?'

'এ নিয়ে আর ভাবিনি। ভাবতামও না। কিন্তু ভাবতে হল স্ত্রীর জন্যে। স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর থেকে ওঁর পড়ার ঘর একদম সাফ করা হয়নি। হপ্তাকয়েক আগে আমার স্ত্রী গিয়েছিল পরিষ্কার করতে। আগুনের চুল্লির পেছন দিকে দেখতে পায় একটা পোড়া চিঠির ছাই পড়ে আছে। চিঠির বেশির ভাগই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু একটা কোণে শেষ পর্যন্ত আগুন পৌঁছোয়নি। কালো হয়ে গেলেও ধূসর লেখাটা কোনোমতে পড়া যায়। একটা চিঠির পুনশ্চ বলেই মনে হল। লেখাটা এই : 'আপনি প্রকৃত ভদ্রলোক বলেই মিনতি করছি দয়া করে এই চিঠি পুড়িয়ে ফেলবেন এবং ঠিক দশটার সময়ে গেটে হাজির থাকবেন।' তলায় সই করা হয়েছে নামের আদ্যক্ষর দিয়ে— এল. এল (L. L.)।'

'চিঠির কোণটা কাছে আছে?'

'আজ্ঞে না। পড়বার পরেই গুঁড়িয়ে গেছে।'

'একই হাতের লেখায় লেখা কোনো চিঠি আগে পেয়েছিলেন স্যার চার্লস?'

'আমি তো স্যার চিঠিটা তেমনভাবে দেখে রাখিনি। একখানা চিঠি এসেছিল বলেই চোখে পড়েছিল।'

'এল. এল. (L. L.) বলতে কাকে বোঝায় বলতে পারো?'

'আজ্ঞে, না। ও-ব্যাপারে আপনার মতো আমিও অজ্ঞ। তবে আমার বিশ্বাস মহিলাটিকে যদি পাওয়া যায়, স্যার চার্লস মারা গেছেন কীভাবে, তাও জানা যাবে।'

'ব্যারিমুর, এ-রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য তুমি এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন বুঝতে পারছি না।'

'স্যার, এর ঠিক পরেই শুরু হল আমাদের নিজেদের দুর্দৈব। তা ছাড়াও ধরুন, স্যার চার্লসকে আমরা দু-জনে আন্তরিক ভালোবাসতাম— আমাদের জন্যে কম করেননি উনি।— ব্যাপারটা খুঁচিয়ে তুললে ওঁর মঙ্গল কি কিছু হবে? তা ছাড়া একজন মহিলা জড়িয়ে রয়েছে এর মধ্যে। যতই ভলো হই না কেন আমরা—'

'ওঁর সুনাম ক্ষুণ্ণ হত, এই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। লাভ কিছুই হত না। কিন্তু আপনারা আজ অশেষ দয়া দেখিয়েছেন। তাই ভাবলাম ব্যাপারটা আপনাদের না-বললে অন্যায় হবে।'

'বেশ করেছ ব্যারিমুর, এবার এসো।'

বাটলার বিদেয় হতেই আমার দিকে ফিরলেন স্যার হেনরি।

'ওয়াটসন, অন্ধকারে নতুন আলো দেখা যাচ্ছে। কীরকম বুঝেছেন?'

'অন্ধকার ফর্সা না হয়ে আরও ঘন হল মনে হচ্ছে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এই এল. এল. (L. L.) নামধারী মহিলাটিকে খুঁজে বার

করতে পারলে অন্ধকার বেশ খানিকটা পরিষ্কার হত। এইটুকুই লাভ। জানা গেল, অনেক ঘটনাই জেনে বসে আছে একজন— তাকে এখন পেলে হয়। কী করা উচিত বলুন তো?'

'এক্ষুনি হোমসকে সব জানানো উচিত। ও যে-সূত্র খুঁজছে, হয়তো এর মধ্যেই তা রয়েছে। এ-খবর পেলে হয়তো চলেও আসতে পারে।'

তৎক্ষণাৎ ঘরে গেলাম। সকালের কথাবার্তা লিখে হোমসের জন্যে রিপোর্ট তৈরি করলাম। নিশ্চয় ইদানীং খুব ব্যস্ত রয়েছে সে। কেননা বেকার স্ট্রিট থেকে ওর যে চিরকুট পাচ্ছি, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আমার রিপোর্ট নিয়ে কোনো মন্তব্য নেই, এমনকী যে দৌত্যকার্য নিয়ে হেথায় আগমন— সে-ব্যাপারেও কোনো উল্লেখ নেই। নিশ্চয় সেই ব্ল্যাকমেলিং কেস নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছে। কিন্তু সর্বশেষ এই সংবাদ অবশ্যই তার মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং নতুন করে এ-কেসে আগ্রহ সৃষ্টি করবে। এ সময়ে ওকে এখানে পেলে বাঁচতাম।

অক্টোবর ১৭। —আজ সারাদিন ধরেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। খসখস আওয়াজ উঠছে আইভিলতায়, ছর ছর করে জল পড়ছে ঘরের ছাদ বেয়ে। ভাবছিলাম বিষাদমাখা জলার কনকনে ঠান্ডায় কীভাবে মাথা গুঁজে আছে কয়েদি বেচারা। ছাউনি বলতে কিছুই তো নেই ওখানে। সত্যিই বেচারা অপরাধ যাই করুক না কেন, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভোগান্তিও কম হচ্ছে না। তারপর অজ্ঞাত সেই ব্যক্তির কথা মনে পড়ল— লন্ডনের ছ্যাকড়াগাড়ির জানলায় যার মুখ দেখেছি, জলার পাহাড়ের চুড়োয় চাঁদের পটভূমিকায় যার মূর্তি দেখেছি। এও কি পলাতকের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছে জলায়? অন্ধকারের মানব সেজে অতন্দ্র প্রহরা চালিয়ে যাচ্ছে নিজেকে অদৃশ্য রেখে? সন্ধে হলে গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কাদা প্যাচপেচে জলার বুকে। অজস্র কালো কল্পনা উঁকি দিতে লাগল মনে। বুক চাপড়ানো শব্দে হাহাকার তুলে শিস দিয়ে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল দামাল বাতাস, ঝমাঝম শব্দে বৃষ্টি আছড়ে পড়তে লাগল মুখে। সুবিশাল গ্রিমপেন পঙ্কে এখন যে যাবে, স্বয়ং বিধাতা ছাড়া তাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না— কেননা উঁচু উঁচু চাষের জমি পর্যন্ত এখন বাদা হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণকালো যে পাহাড়-চুড়োয় সন্ধানী প্রহরীকে একাকী দেখেছিলাম, গিয়ে উঠলাম সেই পাহাড়ে— কর্কশ দংষ্ট্রার শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি সঞ্চালন করলাম বিষাদ-ছাওয়া ধু-ধু প্রান্তরের ওপর। বাদার অমসৃণ উত্তাল বুকের ওপর মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ছে দুরন্ত বৃষ্টি এবং অত্যাশ্চর্য পাহাড়শ্রেণির আড়াল থেকে সার দিয়ে প্রকাণ্ড পুষ্পমালার মতো বেরিয়ে আসছে স্লেটরঙা মেঘের পর মেঘ— আপন ভারে যেন ঝুলে পড়েছে তরঙ্গায়িত নিসর্গদৃশ্যের মাথার ওপর। অনেক দূরে বাঁ-দিকে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাস্কারভিল হলের যমজ টাওয়ার— সরু সরু হয়ে উঠে রয়েছে গাছপালার মাথায়। পাহাড়ের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক কুটিরগুলো ছাড়া মানুষের চিহ্ন বলতে কেবল ওই যমজ টাওয়ার। দু-রাত আগে এ-জায়গায় নিঃসঙ্গ যে-মানুষটিকে দেখেছি, কোথাও তার টিকি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল ডক্টর মর্টিমারের সাথে। উনি আসছেন ওঁর এক ঘোড়ার হালকা গাড়ি করে— ফিরছেন ফাউল মায়ারের একটা চাষিবাড়ি থেকে। নিত্য আমাদের খোঁজখবর নেন উনি, একদিনও বাদ যায় না। গাড়িতে টেনে তুললেন আমাকে— এগিয়ে দিলেন বাড়ির দিকে। ভদ্রলোক খুব বিচলিত রয়েছেন দেখলাম। ওঁর খুদে স্প্যানিয়েল কুকুরটা

নিখোঁজ হয়েছে। বাদায় গিয়েছিল, আর ফেরেনি। যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিলাম বটে, কিন্তু চোখের সামনে ভাসতে লাগল গ্রিমপেন পঙ্কের সেই দৃশ্য— তলিয়ে যাচ্ছে আস্ত একটা ঘোড়া। বেশ বুঝলাম, পুঁচকে কুকুরকে ইহজীবনে আর দেখতে পাবেন না ডক্টর মর্টিমার।

এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে গাড়ি ছুটছে। আমি বললাম, 'ভালো কথা, মর্টিমার, গাড়ি হাঁকিয়ে অনেক জায়গাতেই তো যেতে হয় আপনাকে। যেখানে যেখানে যান, সেখানকার সবাইকে চেনেন?'

'প্রায়।'

'নামের আদ্যক্ষর এল. এল. (L. L.)— এমনি কোনো মহিলাকে জানেন?'

মিনিট কয়েক ভাবলেন মর্টিমার। বললেন, 'না। জিপসি[৩] আর কুলিকামিনদের খবর আমি দিতে পারব না। তবে চাষি আর ভদ্র গেরস্তদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নামের আদ্যক্ষর এল. এল. (L. L.)। আচ্ছা, দাঁড়ান তো দেখি', বলে একটু ভেবে নিলেন। 'লরা লায়ন্সের নামের আদ্যক্ষর এল. এল. (L. L.) কিন্তু সে তো থাকে 'কুমবে ট্রেসিতে।'

'কে সে?'

'ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের মেয়ে।'

'সে কী? ছিটিয়াল ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড?'

'হ্যাঁ। বাদায় স্কেচ করতে আসত একজন আর্টিস্ট। নাম, লায়ন্স। তাকেই বিয়ে করে মেয়েটি। শেষকালে দেখা গেল লোকটা অত্যন্ত অসাধু এবং বড়ো গালাগাল দেয়— বউকে ফেলে পালায় একদিন। যদ্দূর শুনেছি দোষটা তার একার নয়। অমতে বিয়ে করার দরুন এবং আরও দু-একটা কারণে মেয়ের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে বাবা— কোনো সম্পর্কই রাখতে চায়নি। বাপ আর স্বামী দুই-ই সমান— মাঝখান থেকে কপাল পুড়ল মেয়েটির।'

'আছে কীভাবে?'

'মনে হয় নামমাত্র একটা ভাতা দেয় বুড়ো ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড। টাকার পরিমাণটা খুব বেশি নয়, কেননা, নিজের খরচ তো কম নয়। অপরাধ যাই করে থাকুক না কেন, এভাবে মেয়েটা কষ্ট পাক কেউ চায় না। খবরটা ছড়িয়ে পড়ায় অনেকেই তাই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিল। সৎভাবে যাতে দু-পয়সা রোজগার করতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা পাঁচজনে করে দেয়। এই পাঁচজনের মধ্যে স্টেপলটন আছেন, স্যার চার্লস ছিলেন, আমি নিজেও যা পেরেছি দিয়েছি। টাইপরাইটিং কারবারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মেয়েটিকে।'

এত প্রশ্নের কারণ জানতে চাইলেন ডাক্তার, কিন্তু আমি অন্য কথায় কৌতূহল চরিতার্থ করলাম— আসল কথা ভাঙলাম না। গোপন কথা পাঁচকান করে লাভ নেই। কাল সকালেই আমি কুমবে-ট্রেসি কোথায় খুঁজে বার করব। যদি দেখি মিসেস লরা লায়ন্স ভদ্রমহিলা সন্দেহজনক চরিত্রের, রহস্য শৃঙ্খলের একটা ব্যাপার অন্তত ভালোভাবেই পরিষ্কার করা যাবে। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমায় বিব্রত করে তুলতেই খুব সহজভাবে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের করোটি কোন শ্রেণির। ব্যস, বাকি রাস্তাটা করোটি-বিজ্ঞান ছাড়া আর কোনো কথাই শুনলাম না। শার্লক হোমসের সঙ্গে বৃথাই এতদিন কাটাইনি।

বাত্যাবিক্ষুব্ধ এবং বিষণ্ণ এই দিনটিতে আর একটি ঘটনা ঘটেছে। এইমাত্র ব্যারিমুরের

সঙ্গে আমার কিছু কথা হল। হাতে আর একটা জোরালো তাস পেলাম, ঝোপ বুঝে কোপ মারব।

ডিনার খেয়ে গেলেন ডক্টর মর্টিমার। খাওয়ার পর স্যার হেনরির সঙ্গে তাস নিয়ে একহাত 'একাটে'[৪] খেললেন। লাইব্রেরিতে আমার কফি নিয়ে এল বাটলার। সেই সুযোগে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলাম।

বললাম, 'ওহে তোমার সম্বন্ধী রত্নটি বিদায় নিয়েছে, না এখনও বাদায় ওত পেতে আছে?'

'জানি না, স্যার। ভগবান করুন যেন এবার বিদেয় হয়— যত রাজ্যের ঝামেলা ল্যাজে বেঁধে এনেছে! তিন দিন আগে খাবার রেখে এসেছিলাম, তারপর থেকে আর খবর পাইনি।'

'দেখা হয়নি?'

'আজ্ঞে না। তারপর ওদিকে গিয়ে দেখেছি খাবার নেই।'

'তাহলে নিশ্চয় এখানেই এখনও আছে?'

'সেইরকম মনে হবে স্যার, যদি না অন্য লোকটা নিয়ে গিয়ে থাকে।'

ঠোঁটের কাছে এসে থমকে গেল হাতের কফি-কাপ, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম ব্যারিমুরের দিকে।

'তুমি জানো এখানে অন্য একটা লোক আছে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ; বাদায় আরেকটা লোক আছে।'

'দেখেছ তাকে?'

'আজ্ঞে, না।'

'তাহলে জানলে কী করে?'

'দিনসাতেক কি তারও আগে সেলডেন বলছিল। এ-লোকটাও লুকিয়ে আছে— কিন্তু সে কয়েদি নয়, আমার যদ্দূর মনে হয়। এসব আমার মোটেই ভালো লাগছে না, ডক্টর ওয়াটসন— একদম ভালো লাগছে না।' আচমকা আতীব্র আবেগে যেন ফেটে পড়ে বাটলার।

'ব্যারিমুর কথা শোনো আমার! এ-ব্যাপারে তোমার মনিবের স্বার্থ দেখা ছাড়া আমার কোনো গরজ নেই। এসেছি শুধু তাঁকে সাহায্য করতে— কোনো উদ্দেশ্য নেই। খুলে বলো— কী তোমার ভালো লাগছে না।'

দ্বিধায় পড়ল ব্যারিমুর। আবেগ চেপে রাখতে না-পারার জন্যে পস্তাচ্ছে মনে হল, অথবা হয়তো মনোভাব ব্যক্ত করার ভাষাই খুঁজে পাচ্ছে না।

অবশেষে বাদার দিকের বৃষ্টি-বিধৌত জানলার পানে হাত তুলে বললে উত্তেজিত কণ্ঠে— 'নোংরা একটা ষড়যন্ত্র চলছে কোথাও, শয়তানের কারসাজি চলছে তলায় তলায়— হলপ করে বলছি স্যার! স্যার হেনরি ফের লন্ডনে গিয়ে থাকলে সত্যিই খুব খুশি হতাম!'

'কিন্তু ভয়টা কীসের?'

'স্যার চার্লস কীভাবে মরেছেন দেখুন! করোনার যাই বলুক না, জিনিসটা খুবই খারাপ! বাদার বুকে গভীর রাতে কীরকম আওয়াজ হয় নিশ্চয় শুনেছেন। টাকা দিয়েও সন্ধের পর ওখানে কাউকে পাঠাতে পারবেন না। তারপর ধরুন অদ্ভুত সেই লোকটা— কেউ তাকে চেনে

না, কিন্তু ঘাপটি মেরে আছে বাদায়, নজর রাখছে সবদিকে। ওত পেতে আছে দিনের পর দিন! কীসের জন্যে ওত পেতে আছে বলতে পারেন? জানেন এর কী মানে? মানে একটাই— বাস্কারভিল নামধারী কারুর রক্ষে নেই! তাই বলছিলাম, স্যার হেনরির নতুন চাকরবাকর এলে বাঁচি। যেদিন আসবে, সেদিনই এ-বাড়ি ছেড়ে পালাব।'

আমি বললাম, 'অদ্ভুত সেই লোকটা সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারবে? সেলডেনের মুখে কিছু শুনেছ? ও দেখেছে কী করে লোকটা? থাকে কোথায়?'

'দু-একবার দেখেছে তাকে— কিন্তু সে বড়ো গভীর জলের মাছ, ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে নেই। প্রথমে ভেবেছিল পুলিশের লোক, তারপর দেখল নিজেই লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। যদ্দুর বুঝেছে, লোকটা ভদ্দরলোক। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে কী যে করে, ধরতে পারেনি।'

'কোথায় লুকিয়ে আছে?'

'পাহাড়ের গায়ে ওই যে পাথরের কুটিরগুলো, যেখানে সেকালে লোক থাকত— 'ওইখানে!'

'খাবার পায় কোত্থেকে?'

'সেলডেন নিজের চোখে দেখেছে লোকটার ফাইফরমাশ খাটে একটা ছোকরা। জিনিসপত্র এনে দেয়। কুমবে ট্রেসিতেই যায় নিশ্চয় দরকার মতো জিনিস আনতে।'

'ঠিক আছে, ব্যারিমুর! এ নিয়ে পরে আরও কথা বলা যাবে'খন।'

বিদেয় হল বাটলার। অন্ধকার জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে তাকালাম দূরের ঝড়ে-নুয়ে-পড়া গাছপালা আর ছুটন্ত মেঘমালার পানে। ঘরের ভেতর থেকেই রাতের চেহারা যদি এমনি দুর্দান্ত হয়, বাদার মধ্যে খোলা আকাশের তলায় প্রস্তর-কুটিরের হাল এখন কী? প্রবৃত্তির তাড়না কতখানি প্রচণ্ড হলে মানুষ প্রকৃতির এই রুদ্রলীলাকেও উপেক্ষা করে অমন জায়গায় ঘাপটি মেরে থাকতে পারে? কী সেই প্রবৃত্তি? কী উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন রাতের পর রাত এই অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে রহস্যময় আগন্তুক? এমনকী সেই গোপন অভীপ্সা যার জন্যে এত কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছে বিরামহীনভাবে? যে-হেঁয়ালি আমার অণুতে পরমাণুতে মিশে গিয়ে নিরন্তর ছটফটিয়ে মারছে আমাকে, তার কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে কিন্তু বাদার ওই প্রস্তর কুটিরে। পণ করছি, রহস্য-জালের কেন্দ্রে পৌঁছাব আর ঠিক চব্বিশঘণ্টার মধ্যে!

১১। পাহাড়চুড়োর মানব

আমার প্রাইভেট ডায়ারির কিছু অংশ উদ্ধৃত করে গত পরিচ্ছেদ শেষ করেছি। কাহিনি ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই সময় থেকেই ভয়ংকর পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে বিচিত্র ঘটনার পর ঘটনা। পরের কয়েকদিনের ব্যাপার অবিশ্বাস্যভাবে স্মৃতিপটে দাগ কেটে বসে গেছে। ডায়ারির সাহায্য না-নিয়েই লিখতে পারব। দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেদিন আবিষ্কার করলাম, কাহিনির জের তুলে নেওয়া যাক তার পরের দিন থেকে। প্রথম ঘটনা হল, যে-জায়গায় এবং যে-সময়ে স্যার চার্লস মারা গেছেন, ঠিক সেই জায়গায় এবং সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন কুমবে ট্রেসি[১] নিবাসিনী মিসেস লরা

লায়ন্স। দ্বিতীয় ঘটনাটা, পাহাড়ের গায়ে যে প্রস্তর-কুটির, বাদার রহস্যজনক আততায়ী ওত পেতে আছে তার মধ্যে। এহেন দুটো ঘটনা জানবার পর ভেবে দেখলাম অন্ধকারাচ্ছন্ন এই দুই ক্ষেত্রে যদি আলোকপাত করতে না-পারি, তাহলে বুঝতে হবে, হয় বুদ্ধি অথবা সাহস— এই দুটোর একটায় ঘাটতি আছে আমার মধ্যে।

মিসেস লায়ন্স সম্বন্ধে আগের দিন সন্ধ্যায় কী খবর সংগ্রহ করেছি, স্যার হেনরিকে তা বলবার সুযোগ পাইনি। কেননা, অনেক রাত পর্যন্ত তাসের আড্ডায় মেতে ছিলেন উনি ডক্টর মর্টিমারের সঙ্গে। প্রাতরাশ খেতে বসে বললাম আমার আবিষ্কার কাহিনি। জিজ্ঞেস করলাম, কুমবে-ট্রেসিতে আমার সঙ্গে আসতে পারবেন কি না। প্রথমে দারুণ উৎসাহ দেখালেন। পরে দু-জনেই ভেবে দেখলাম, আমি একা গেলেই বরং ফলটা ভালো হতে পারে। সাক্ষাৎকার যত শিষ্টাচারসংগত হবে, খবর ততই কম পাব। স্যার হেনরিকে তাই বাড়িতে রেখে একাই রওনা হলাম তদন্তে। একলা রেখে যাওয়ার জন্যে বিবেকের দংশন অনুভব করলাম অবশ্য, কিন্তু উপায় কী।

কুমবে-ট্রেসিতে পৌঁছে পার্কিন্সকে বললাম ঘোড়া খুলে রাখতে। তারপর বেরোলাম যাকে জেরা করব বলে এসেছি, সেই মহিলাটির খোঁজখবর নিতে। অনায়াসেই খুঁজে পেলাম মিসেস লায়ন্সের সাজানো গোজানো আস্তানা। বিনা ভূমিকায় একজন পরিচারিকা ভেতরে নিয়ে গেল আমাকে। বসবার ঘরে একটা রেমিংটন টাইপ রাইটারের[২] সামনে বসে ছিল এক মহিলা। আমি ঢুকতেই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল স্মিত স্বাগত মুখে। আমার অচেনা মুখ দেখে অবশ্য হাসি মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই। ফের বসল চেয়ারে। জিজ্ঞেস করল কী অভিপ্রায় আমার।

মিসেস লায়ন্স সম্পর্কে প্রথমেই যে-ছাপটা আমার মনে দাগ কেটে বসে গেল, তা হল তার অসামান্য সৌন্দর্য। চুল আর চোখ দুটোই হ্যাজেল বাদামের[৩] মতন উজ্জ্বল পিঙ্গলবর্ণ। গালে যদিও অজস্র ফুট ফুট দাগ, কিন্তু শ্যামা সুন্দরীর অতুলনীয় গণ্ডরাগের মতোই তা রক্তিমাভ— গন্ধক-গোলাপের[৪] মাঝে সূক্ষ্ম গোলাপের আভার মতন। আবার বলছি, এ-রূপ দেখলেই রূপের তারিফটাই আগে জেগে ওঠে মনের মধ্যে। তারপরেই জাগ্রত হয় সমালোচনার ইচ্ছে। মুখটার মধ্যে কোথায় যেন একটা ত্রুটি থেকে গিয়েছে যার ফলে অমন সৌন্দর্যও মাঠে মারা গিয়েছে। খুঁতটা সূক্ষ্মভাবে লুকিয়েই আছে মুখের কোথাও, হয়তো স্থূল মুখভাবের মধ্যে, অথবা হয়তো চোখের কাঠিন্যের মধ্যে, অথবা শিথিল ঠোঁটের মধ্যে। এসব চিন্তা অবশ্য পরে মাথায় এসেছিল। সেই মুহূর্তে সচেতন ছিলাম শুধু একটা ব্যাপারে— অত্যন্ত রূপসী এক মহিলার সামনে এসেছি আমি এবং আমার আসার কারণটা সে জানতে চাইছে। কী কঠিন কাজ নিয়ে যে এসেছি, আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।

বললাম, 'আপনার বাবাকে আমি চিনি।'

খুবই কৌশলহীন পরিচয়-পর্ব। ভদ্রমহিলা অচিরাৎ তা সমঝে দিল আমাকে।

বললে, 'বাবা আর আমার মধ্যে তিলমাত্র মিল কোথাও নেই। আমি তার ধার ধারি না। বাবার বন্ধুরাও আমার বন্ধু নয়। স্যার চার্লস বাস্কারভিল এবং আরও কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি দয়া না-করলে অনাহারে মরতে হত আমাকে— বাবার ইচ্ছেও ছিল তাই।'

'স্যার চার্লস বাস্কারভিলের ব্যাপারেই আপনার কাছে আমি এসেছি।'

ফুট ফুট দাগগুলো প্রকট হয়ে ওঠে ভদ্রমহিলার গালে।

টাইপরাইটারের উপর স্নায়ুদুর্বল আঙুল কেঁপে ওঠে ভদ্রমহিলার। নার্ভাস হয়েছে। বললে, 'ওঁর সম্বন্ধে আমি কী বলব বলুন?'

'ওঁকে আপনি চিনতেন, নয় কি?'

'আগেই বলেছি তাঁর ঋণ শোধ করতে পারব না। তিনি কৃপা না-করলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম না।'

'চিঠি লিখতেন ওঁকে?'

চকিতে চোখ তোলেন ভদ্রমহিলা, পিঙ্গল চোখে জাগে ক্রুদ্ধ চাহনি।

শুধোয় তীক্ষ্ম কণ্ঠে, 'এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী?'

'উদ্দেশ্য প্রকাশ্য কেলেঙ্কারি এড়ানো। বিষয়টা হাতের বাইরে যাওয়ার আগে তাই এখানে জিজ্ঞেস করে নেওয়াই মঙ্গল।'

চুপ করে রইল মিসেস লায়ন্স। দারুণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ। তারপর কিছুটা মরিয়া এবং উদ্ধতভাবে তাকাল আমার পানে।

বললে, 'ঠিক আছে, জবাব দেব। বলুন, কী জিজ্ঞেস করবেন?'

'স্যার চার্লসকে চিঠি লিখতেন?'

'ওঁর বদান্যতা, অন্যের প্রতি দরদ যে আমাকে কতখানি স্পর্শ করেছে, তা বোঝানোর জন্যে দু-একবার লিখেছি।'

'চিঠিগুলোর তারিখ মনে আছে?'

'না।'

'দেখাসাক্ষাৎ কখনো হয়েছে?'

'দু-একবার হয়েছে। কুমবে-ট্রেসিতে যখন এসেছিলেন, তখন। উনি অবসর জীবন যাপন করতেন। যা করতেন, গোপনে করতেন— ঢাকঢোল পিটিয়ে লোকের উপকার করা পছন্দ করতেন না।'

'দেখাসাক্ষাৎ আর চিঠি লেখালেখি যদি এতই কম হত তো আপনার সম্বন্ধে এত খবর উনি পেলেন কী করে যে এতখানি উপকার করে বসলেন?'

কঠিন পরিস্থিতি। কিন্তু জবাব যেন তৈরি ছিল।

'আমার খারাপ অবস্থার খবর কয়েকজন ভদ্রলোক রাখতেন। এঁদের একজন মি. স্টেপলটন। আমার প্রতিবেশী এবং স্যার চার্লসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি। স্যার চার্লস এঁর মুখেই আমার দুঃখের ইতিহাস শুনেছিলেন।'

বেশ কয়েক ক্ষেত্রে দান-খয়রাতটা স্টেপলটনের হাত দিয়েই সারতেন স্যার চার্লস, সে-খবর আমি পেয়েছিলাম। তাই ভদ্রমহিলার কথার মধ্যে সত্যের ছোঁয়াচ পেলাম।

প্রশ্নবর্ষণ কিন্তু চালিয়ে গেলাম, 'আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে স্যার চার্লসকে কখনো লিখেছিলেন?'

আবার জ্বলে উঠল মিসেস লায়ন্স।

'দেখুন মশায়, এ তো বড়ো অস্বাভাবিক প্রশ্ন করছেন।'

'দুঃখিত, ম্যাডাম, কিন্তু আবার একই প্রশ্ন করছি।'

'তাহলে জবাব দিচ্ছি— নিশ্চয় না।'

'স্যার চার্লস যেদিন মারা যান সেদিনও না?'

মুহূর্তের মধ্যে মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল ক্রোধারুণ মুখখানা। শুষ্ক ঠোঁট নেড়ে বলল কোনোমতে, 'না।' শুধু ঠোঁটই নড়ল— শব্দ বেরুলো না। চোখ দিয়ে দেখলাম 'না' বলাটা— কান দিয়ে শুনলাম 'না'।

বললাম, 'নিশ্চয় স্মৃতি প্রতারণা করছে আপনাকে। আপনার লেখা চিঠির একটা লাইন পর্যন্ত শুনিয়ে দিতে পারি জানবেন। শুনবেন? 'আপনি প্রকৃত ভদ্রলোক বলেই মিনতি করছি দয়া করে এই চিঠি পুড়িয়ে ফেলবেন এবং ঠিক দশটার সময়ে গেটে হাজির থাকবেন।'

ভাবলাম বুঝি অজ্ঞান হয়ে গেল মিসেস লায়ন্স। কিন্তু প্রবল চেষ্টায় সামলে নিল নিজেকে। বললে সঘন নিশ্বাসে, 'ভদ্রতা বস্তুটা কি একেবারেই নেই?'

'অবিচার করছেন স্যার চার্লসের ওপর। চিঠিটা উনি পুড়িয়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু পোড়া চিঠি কখনো পড়া যায়। চিঠি লিখেছিলেন তাহলে মানছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিখেছিলাম, অন্তরাত্মাকে যেন বাক্য প্রপাতের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বললে মিসেস লায়ন্স, 'হ্যাঁ, আমিই লিখেছিলাম। অস্বীকার করব কোন দুঃখে? লিখেছি বলে লজ্জাই-বা কীসের? ওঁর সাহায্য আমি চেয়েছিলাম। দেখা করতে চেয়েছিলাম সেই কারণে। সাক্ষাতে বুঝিয়ে বলতাম— সাহায্য ঠিক পেতাম।'

'কিন্তু ওইরকম সময়ে কেন?'

'কেননা পরের দিন সকালেই উনি লন্ডন যাচ্ছিলেন শুনেছিলাম— মাস-কয়েকের আগে ফিরবেনও না। কারণ ছিল বলেই আগেভাগে দেখা করে উঠতে পারিনি।'

'কিন্তু বাড়ির মধ্যে দেখা না-করে বাগানের মধ্যে কেন?'

'ব্যাচেলারের বাড়িতে ওই সময়ে কোনো মহিলা একা যেতে পারে?'

'আপনি যাওয়ার পর কী হল?'

'আমি যাই-ই নি।'

'মিসেস লায়ন্স!'

'হলপ করে বলছি, আমি যাইনি। বাইবেল-টাইবেল যা পারেন নিয়ে আসুন— ছুঁয়ে বলব আমি যাইনি। হঠাৎ একটা বাধা পড়েছিল বলে যাইনি।'

'কী বাধা?'

'ব্যক্তিগত ব্যাপার। বলতে পারব না।'

'আপনি তাহলে স্বীকার করছেন, স্যার চার্লস যে-জায়গায় সে সময়ে মারা যান, আপনি সেই সময়ে সেই জায়গায় তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলেছিলাম— কিন্তু যাননি?'

'কথাটা সত্যি।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক জেরা করলাম, কিন্তু এর বেশি এগোতে পারলাম না।

শেষকালে সুদীর্ঘ কিন্তু অসম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার স্থগিত রেখে উঠে পড়লাম আমি। বললাম, 'মিসেস লায়ন্স, যা জানেন তা খুলে না-বলে আপনি বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছেন এবং নিজের অবস্থা সঙিন করে তুলছেন। পুলিশের শরণ নিলে কিন্তু মহা ফাঁপরে পড়বেন। নিরাপদ বলে যদিই

মনে করেন নিজেকে তো ওই তারিখেই স্যার চার্লসের সঙ্গে চিঠি লেখার কথা প্রথমে অস্বীকার করলেন কেন?'

'পাছে এ থেকে যা নয় তা ভেবে নেওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত হয়তো কেলেঙ্কারিতে ফাঁসিয়ে দেওয়া হতে পারে আমাকে— এই ভয়ে বলিনি।'

'চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলার জন্যে স্যার চার্লসের ওপর এত চাপ দিয়েছিলেন কেন?'

'চিঠিখানা পড়া থাকলে বুঝতেন, কেন।'

'পুরো চিঠি পড়েছি তো বলিনি।'

'কিছুটা অংশ তো বললেন।'

'শুধু পুনশ্চটুকু বললাম। চিঠি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল বলেই সব জায়গা পড়া যায়নি। প্রশ্নটা আবার করছি। যেদিন মারা যান স্যার চার্লস, সেইদিনই যে চিঠি উনি হাতে পেয়েছিলেন— তা পুড়িয়ে ফেলার জন্যে কেন এত জেদ ধরেছিলেন?'

'ব্যাপারটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত।'

'প্রকাশ্য তদন্ত দেখছি এড়াতে পারবেন না।'

'তাহলে বলছি শুনুন। আমার দুঃখের ইতিহাস যদি শুনে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় জানেন হুট করে বিয়ে করে ফেলে পরে আমাকে পস্তাতে হয়েছে?'

'ওইটুকুই শুনেছি।'

'এ-জীবনে ক্রমাগত নিগ্রহই পেয়ে আসছি স্বামীর কাছ থেকে— যে-স্বামীকে আমি ঘৃণা করি মনেপ্রাণে। আইন তার পক্ষে[৫], যেকোনো দিন জোর করে তার সঙ্গে ঘর করতে বাধ্য করতে পারে আমাকে। স্যার চার্লসকে চিঠিখানা যখন লিখি, তখন একটা খবর কানে এসেছিল। একটু টাকাপয়সা খরচা করলে এ-জীবনের মতো ওর হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়ে যাব। আমার কাছে এর চাইতে বড়ো কাম্য আর নেই— স্বাধীনতা পেলেই পাব সুখ, শান্তি, আত্মসম্মান—সমস্ত। স্যার চার্লসের বদান্যতার খবর কে না-জানে বলুন। আমার মুখের এ-কাহিনি যদি শোনেন, সাহায্য না-করে পারবেন না। তাই চিঠি লিখে পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলাম।'

'তবে গেলেন না কেন?'

'তার আগেই হঠাৎ এক জায়গা থেকে সাহায্য পেয়ে গেলাম বলে।'

'সঙ্গেসঙ্গে স্যার চার্লসকে লিখে জানালেন না কেন?

'তাই জানাতাম। কিন্তু পরের দিন সকালে পড়লাম ওঁর মৃত্যুসংবাদ।'

ভদ্রমহিলার গল্পে বাঁধুনি আছে। এত জেরা করেও আলগা করতে পারলাম না। যাচাই করার রাস্তা এখন একটাই। স্যার চার্লস যখন মারা যান, সেই সময়ে কি তার আগে পরে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা সত্যিই রুজু করা হয়েছে কিনা, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে!

সত্যিই যদি বাস্কারভিল হলে গিয়ে থাকত, অস্বীকার করার সাহস হত না। কেননা, দু-চাকায় টানা হালকা ঘোড়ার গাড়ি না-নিলে যাওয়া সম্ভব হত না এবং রাত একটা দুটো বেজে যেত কুমবে-ট্রেসি ফিরতে। এহেন অভিযান গোপন রাখা যায় না। তাহলে ভদ্রমহিলা হয় পুরো সত্যি বলছে, না হয় আংশিক সত্য বলছে। যুগপৎ হতাশ এবং হতবুদ্ধি হয়ে ফিরে

এলাম। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর সব রাস্তাই আবার যেন রুদ্ধ মনে হল— যে-পথ ধরেছি, সেই পথই দেখছি পাঁচিল তুলে বন্ধ করা। অথচ ভদ্রমহিলার মুখ আর কথার ধরন যেন কেমনতরো। যত ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে, কী যেন লুকিয়ে গেল আমার সামনে। এত ফ্যাকাশেই-বা হল কেন? জোর করে স্বীকারোক্তি বার করতে হয়েছে পেট থেকে— তার আগে সব কথাই-বা অস্বীকার করতে গেল কেন? মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল স্যার চার্লসের জীবনে, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ তার না-যাওয়ার অনীহা জাগ্রত হল কেন? কারণগুলো নির্দোষ, এইটাই সে বিশ্বাস করাতে চায় আমাকে— আমার কিন্তু মোটেই বিশ্বাস হয় না। আপাতত এই নিয়ে আর এগোতে পারছি না ঠিকই, কিন্তু আর একটা সূত্র হাতে রয়েছে। এইবার তাই নিয়ে পড়া যাক। বাদার বুকে প্রস্তর-কুটিরে হানা দিয়ে দেখা যাক।

সেটাও একটা অতীব অস্পষ্ট ব্যাপার। গাড়িতে চেপে ফেরবার পথে তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। দেখলাম সারি সারি অগুনতি পাথরের কুটির— সুদূর অতীতে প্রাচীন মানবরা একদা এখানেই বসবাস করেছে। ব্যারিমুর কেবল বলেছে, এইরকমই একটা কুটিরে সেই আগন্তুক থাকে। কিন্তু কুটির তো রয়েছে শয়ে শয়ে— সমস্ত বাদার বুকে ছড়ানো। অবশ্য পথের নির্দেশ সংগ্রহ করব আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে। লোকটাকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কালো পাহাড়ের চূড়ায়। সেই জায়গাকে কেন্দ্র করেই তল্লাশি চালাতে হবে। এখান থেকে আরম্ভ করে জলার প্রত্যেকটা কুটিরে আমি অভিযান চালাব— সঠিক কুটির না-পাওয়া পর্যন্ত। যদি তাকে দেখতে পাই, দরকার হলে রিভলবার সামনে ধরে সোজা জিজ্ঞেস করব, কে সে, কেনই-বা এতদিন ফেউয়ের মতন লেগে আছে পেছনে। রিজেন্ট স্ট্রিটের ভিড়ে চোখে ধুলো দিতে পারে, কিন্তু জনহীন বাদায় ঘাবড়ে যাবে। যদি কুটিরের সন্ধান পাওয়ার পরেও দেখি লোকটা ভিতরে নেই— ওত পেতে বসে থাকব যতক্ষণ না সে ফেরে। হোমস তাকে লন্ডনে ধরতে পারেনি। গুরু যা পারেনি, আমি যদি তা পারি এখানে, তাহলে বিজয় গর্বে বুক দশ হাত হবে।

এ-তদন্তে গোড়া থেকেই ভাগ্য বিরূপ হয়েছে আমাদের প্রতি, এবার কিন্তু তা সহায় হল। সাহায্যটা এল মি. ফ্রাঙ্কল্যান্ডের মাধ্যমে। হাইরোডের ওপরেই ওঁর বাগানের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। মুখ লাল, গালপাট্টা সাদা।

গাড়ির মধ্যে আমাকে দেখেই অনভ্যস্ত উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, 'শুভদিন ডক্টর ওয়াটসন। ঘোড়াটাকে একটু জিরেন দিন। ভেতরে আসুন। এক গেলাস সুরাপান করুন এবং আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে যান।'

নিজের মেয়ের সঙ্গে ভদ্রলোকের ওইরকম দুর্ব্যবহারের বৃত্তান্ত শোনবার পর থেকেই ভদ্রলোকের উপর মেজাজ খিঁচড়ে ছিল আমার। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি সমেত পার্কিন্সকে বললাম, স্যার, হেনরিকে যেন বলে আমি হেঁটে বাড়ি ফিরব ডিনার খাওয়ার আগেই। তারপর ফ্রাঙ্কল্যান্ডের পেছন পেছন গেলাম তাঁর খাওয়ার ঘরে।

অকারণে খিক-খিক করে বেশ কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে বললেন বুড়ো, 'মশাই, আজকের দিনটা আমার কাছে স্মরণীয়! বিরাট কাণ্ড করেছি আজকে। একসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটিয়ে বসে আছি। এ-তল্লাটের লোকগুলোকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব আইন কাকে বলে এবং টের পাইয়ে দেব অন্তত একজন এখনও আছে যে আইনের শরণ নিতে ডরায় না। বুড়ো

মিডলটনের বাগানের মধ্যে দিয়ে রাস্তার অধিকার আজ বার করছি— ওঁরই সদর দরজার এক-শো গজের মধ্য দিয়ে যাবে রাস্তাটা। দারুণ ব্যাপার, নয় কি? সাধারণের অধিকার কেড়ে নেওয়া যে মুখের কথা নয়, তালেবর লোকগুলো বুঝুক! আরও শুনবেন? ফার্নওয়ার্দি থেকে লোকে পিকনিক করতে যেত একটা বনে। আমি ওদের যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি— ওখানে আর পিকনিক চলবে না। জঘন্য লোক মশাই। অন্যের সম্পত্তির তোয়াক্কা রাখে না। বোতল আর ছেঁড়া কাগজ ফেলে এলেই হল? কাতারে কাতারে অন্য লোকের জায়গায় ঢুকে পড়লেই হল? দুটো মামলাতেই আমি জিতেছি, ডক্টর ওয়াটসন। এ-রকম শুভদিন অনেকদিন আমার জীবনে আসেনি। স্যার জন মরল্যান্ড গুলি চালাতেন নিজেরই এক্তিয়ারে— খরগোশ মারতেন, আমি তাঁকে অপরের জমিতে অবৈধ প্রবেশের মামলায় ফেলে দিয়েছিলাম। সেই মামলায় জেতবার পর এই প্রথম একটা সত্যিকারের বিরাট কাজ করলাম।'

'করলেন কীভাবে?'

'বই খুলেই দেখুন না মশাই। পড়ে লাভ বই ক্ষতি নেই। ফ্রাঙ্কল্যান্ড বনাম মরল্যান্ড কোর্ট কুইন্স বেঞ্চ[৬]। দুই পাউন্ড খরচ হয়ে গেছিল বটে, কিন্তু জিতে তো গেলাম।'

'তাতে কি আপনার লাভ কিছু হয়েছে?'

'কিস্সু না মশায়, কিস্সু না। অহংকার করে বলতে পারি তিলমাত্র স্বার্থ নেই এসব কেসে। জনসাধারণেরও একটা কর্তব্য আছে! যা কিছু করেছি জানবেন সেই কর্তব্যের তাড়নাতেই করেছি। আমি জানি আজ রাতেই ফার্নওয়ার্দির লোকেরা আমার কুশপুত্তলিকা দাহ করবে। গতবার এ-কাণ্ড ওরা করেছিল, পুলিশকে বলেছিলাম এসব প্রকাশ্য নোংরামি যেন বন্ধ করা হয়। দেশের কলঙ্ক এ-অঞ্চলের পুলিশবাহিনী— পুলিশ সাহায্য আমার প্রাপ্য— অথচ আমাকে তা দেয়নি। ফ্রাঙ্কল্যান্ড বনাম রেজিনা[৭] মামলা এবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে জনসাধারণের। তখনই বলেছিলাম, আমার ওপর এ-ব্যবহার করা হলে তার জন্যে পস্তাতে হবে কিন্তু— কথাটা ফলতে আরম্ভ করেছে।'

'কীভাবে?' শুধোই আমি।

এমন একটা ভান করল বুড়ো যেন অনেক খবরই জেনে বসে আছে।

'যা জানবার জন্যে ওরা ছটফটিয়ে মরছে, আমি তা ওদের জানাতে পারি। কিন্তু হাজার লোভ দেখালেও বলব না রাসকেলদের।'

ছলছুতো করে সরে পড়বার তালে ছিলাম, এই কথা শুনে কিন্তু ইচ্ছে হল গোপন খবরটা শুনে যাই। বুড়োর মতিগতি জানা হয়ে গিয়েছে বলেই ঠিক করলাম বেশি আগ্রহ দেখাব না— দেখালেই আর মুখ আলগা করবেন না।

উদাসীনভাবে তাই বললাম, 'গোরু ভেড়া চুরির কেস বোধ হয়?'

'হা, হা, আরে তার চাইতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? বাদার সেই কয়েদির কথা খেয়াল আছে?'

চমকে উঠলাম। বললাম, 'জানেন সে কোথায়?'

'ঠিক কোথায় আছে জানি না বটে, কিন্তু পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার মতো খবর রাখি।

খাবারটা জোগাড় করে কোত্থেকে, সেটা বার করতে পারলেই কিন্তু খাবারের পেছন পেছন গিয়ে আস্তানার সন্ধান পাওয়া যাবে— সোজা এই ব্যাপারটা কখনো ভেবেছেন?'

বুড়ো দেখছি হাটে হাঁড়ি ভাঙতে চলেছে! মহা অস্বস্তিতে পড়লাম আমি। বললাম, 'তা ঠিক। কিন্তু সে বাদার মধ্যেই আছে জানছেন কী করে?'

'খাবার যে নিয়ে যায়, নিজের চোখে তাকে দেখেছি বলেই জানি।'

ব্যারিমুরের কথা ভেবে বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। অনধিকার চর্চাকারী মহাকুচুটে এই বুড়ো যদি সব জেনে বসে থাকে, তাহলে তো ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে! বুড়োর পরের মন্তব্যটা শুনেই কিন্তু বুকটা হালকা হয়ে গেল আমার।

'শুনলে অবাক হবেন, লোকটার কাছে খাবার নিয়ে যায় একটা বাচ্চাছেলে। প্রত্যেক দিন ছাদে বসে টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখি তাকে। একই রাস্তা দিয়ে একই সময়ে যায় রোজ। কয়েদি ছাড়া আর কার কাছে যায় বলতে পারেন?'

কী কপাল আমার! প্রাণপণ চেষ্টায় মুখখানা নির্বিকার রাখলাম— ভিতরের প্রচণ্ড কৌতূহলকে বাইরে আসতে দিলাম না। বাচ্চা ছেলে। ব্যারিমুরও বলেছিল, বাদায় আগন্তুকের খাবার জোগান দেয় একটা ছেলে! ফ্রাঙ্কল্যান্ড তাহলে এর পেছনে চোখ দিয়ে বসে আছেন, কয়েদির পেছনে নয়। বুড়োর পেট থেকে আরও খবর বার করতে পারলে অনেক সহজ হয়ে আসে আমার কাজ— টো টো করে আর খুঁজতে হয় না বাদায়। তবে অবিশ্বাস আর ঔদাসীন্য— দুটো জব্বর অস্ত্র দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে আমায়।

'আমার তো মনে হয় বাদার কোনো মেষপালকের ছেলে বাপের কাছে খানা নিয়ে যায়।'

এতটুকু প্রতিবন্ধক সইতে পারেন না বুড়ো স্বেচ্ছাচারী— আগুন ছিটকে আসে ভেতরে থেকে। বিষাক্ত চোখে চাইলেন আমার পানে— ক্রুদ্ধ বেড়ালের গোঁফের মতন খাড়া হয়ে গেল ধূসর জুলপি।

'তাই নাকি মশাই?' ধু-ধু বিস্তৃত জলাভূমির দিকে আঙুল তুলে বলেন বৃদ্ধ। 'দূরে ওই কালো পাহাড়টা চোখে পড়ছে? তার ওদিকে নীচু পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন?— ওপরে কাঁটাঝোপ? সারা বাদায় এর চাইতে পাথুরে জায়গা আর নেই। মেষপালক কি ও-জায়গায় থাকে? আপনার ধারণাটা একেবারে উদ্ভট।'

মিন মিন করে বললাম, ' তা হতে পারে। না-জেনে বলেছি তো।' নতিস্বীকারে কাজ হল। খুশি হয়ে বুড়ো বিশ্বাস করে বলল আরও কথা।

'মশায়, যথেষ্ট কারণ না-থাকলে কোনো কথা আমি বলি না জানবেন। বোঝা নিয়ে হাঁটতে ছোঁড়াটাকে একবার নয়— বহুবার দেখেছি। রোজ— এমনকী মাঝে মাঝে দিনে দু-বার— দাঁড়ান, দাঁড়ান, ডক্টর ওয়াটসন। চোখের ভুল, না, সত্যিই এই মুহূর্তে কী যেন পাহাড়ের ধারে নড়ছে না?'

মাইল কয়েক দূরে হলেও ম্যাড়মেড়ে সবুজ এবং ধূসর পটভূমিকায় কালচে বিন্দুর মতো কী যেন একটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের মতো উঠতে উঠতে চেঁচাতে লাগলেন ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড— 'চলে আসুন মশায়, চলে আসুন। নিজের চোখেই দেখুন ঠিক বলছি কিনা।'

চ্যাটালো ছাদে তিনপায়ার উপর বসানো টেলিস্কোপটা দেখলে ভয় লাগে। হাতের তেলো দিয়ে চোখের ওপর ঠুলি ধরে যন্ত্রে চোখ রাখলেন ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড এবং চেচিয়ে উঠলেন হৃষ্টকণ্ঠে।

'চটপট, ডক্টর ওয়াটসন, চটপট— পাহাড় পেরিয়ে গেলে আর দেখতে পাবেন না!'

সত্যিই উঞ্ছ চেহারার একটা ছোঁড়াকে দেখা যাচ্ছে, কাঁধের ওপর একটা ছোটো বান্ডিল নিয়ে আস্তে আস্তে পাহাড় ভেঙে ওপর উঠছে। কিনারায় পৌঁছোনোর পর মুহূর্তের জন্যে সুনীল শীতল আকাশের বুকে দেখলাম তার ছেঁড়া পোশাক পরা কদাকার মূর্তি। চোরের মতো আশপাশে এমনভাবে তাকিয়ে নিল যেন ফেউ লেগেছে পেছনে। পরক্ষণেই অদৃশ্য হল পাহাড়ের ওদিকে।

'কী! ঠিক বলিনি?'

'সত্যি একটা ছেলেকে দেখা যাচ্ছে! চুপিসারে যাচ্ছে কোনো গোপন উদ্দেশ্যে!'

'উদ্দেশ্যটা কী, তা যেকোনো গাঁইয়া পুলিশও বলে দেবে। কিন্তু আমার পেট থেকে একটা কথাও বেরোবে না। ডক্টর ওয়াটসন, কথা দিন, আপনিও বলবেন না। একটা কথাও নয়! বুঝেছেন?'

'আপনি যা বলবেন, তাই হবে।'

'খুব যাচ্ছেতাই ব্যবহার করছে ওরা আমার সঙ্গে, ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড বনাম রেজিনা মামলা সংক্রান্ত ঘটনা যখন ফাঁস হতে থাকবে, ঢি-ঢি পড়ে যাবে দেশে, ধিক্কারের শেষ থাকবে না। পুলিশকে কোনোভাবেই সাহায্য করব না— শত প্রলোভনেও নয়। ওরা চায় আমার কুশপুত্তলিকা নয়— আমাকেই দাহ করতে। যাচ্ছেন নাকি! এমন একটা শুভদিনে মদের পাত্রটা খালি করতে যদি দয়া করে সাহায্য করতেন।'

অনুরোধে টললাম না। শেষকালে আমার সঙ্গে হেঁটে বাড়ি পর্যন্ত আসতে চাইলেন বৃদ্ধ। অতিকষ্টে নিবৃত্ত করলাম। যতক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে, ততক্ষণ রাস্তা ধরেই হাঁটলাম। তারপরেই নেমে এলাম বাদায় ছোঁড়াকে যে-পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হতে দেখেছি, চললাম সেই পাহাড় অভিমুখে। অদৃষ্ট এখন আমার সহায়। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা বা উদ্যমের অভাবে দৈব-প্রদত্ত এই সুযোগ যাতে হেলায় না-হারাই, খর-নজর রাখলাম সেদিকে।

চুড়োয় যখন পৌঁছোলাম, সূর্য তখন ডুবু-ডুবু। আমার পেছনে টানা লম্বা গড়ানের একদিকে পড়েছে সোনালি-সবুজ ছায়া, আর একদিকে ধূসর ছায়া। বহুদূরে আকাশ যেখানে মর্তে মিশেছে, সেইখানে ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে বেলিভার আর ভিক্সেন পাহাড়ের অত্যাশ্চর্য খোঁচা খোঁচা চেহারা। দিগন্তব্যাপী ধু-ধু বিস্তৃতির কোথাও কিছু নড়ছে না, কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। অনেক উঁচুতে নীল স্বর্গের দিকে উড়ছে গাংচিল বা কার্লিউ পাখি[৮] জাতীয় একটা জলচর বিহঙ্গ। নীচের মরুভূমি আর ওপরকার বিশাল খিলেনের মাঝে জীবিত প্রাণী বলতে যেন শুধু সে আর আমি, অনুর্বর এই দৃশ্য নিঃসঙ্গতার অনুভূতি এবং আরব্ধ কর্মের রহস্য ও জরুরি প্রয়োজনীয়তা বুকের মধ্যে দুরু-দুরু কাঁপন জাগাল। ছেলেটাকে কোনোদিকেই দেখা যাচ্ছে না। আমার পায়ের নীচে কিন্তু পাহাড়ের খাঁজে বৃত্তাকারে সাজানো কতকগুলো পাথরের কুটির— ঠিক মাঝখানেরটির মাথায় এখনও অটুট রয়েছে ছাদ— আবহাওয়ার দাপট থেকে মাথা বাঁচানোর পক্ষে যথেষ্ট। দেখেই তুরুক নাচ নেচে উঠল আমার হৃদয়। এই সেই বিবর—

এইখানেই ঘাপটি মেরে রয়েছে নতুন আগন্তুক। গুপ্ত আস্তানার চৌকাঠে পা দিয়েছি, ওর গুপ্তরহস্য এখন আমার হাতের মুঠোয়।

প্রজাপতির জাল দুলিয়ে স্টেপলটন যেমন আস্তে আস্তে হাঁটেন, আমিও তেমনি ধীরেসুস্থে চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। বসবাসের অনেক নিদর্শন চোখে পড়ল। গোলাকার মসৃণ বিরাট বিরাট পাথরের চাঁইয়ের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা একটা সরু রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে দরজার মতো হাঁ-করা একটা ভাঙাচোরা প্রবেশপথের সামনে। ভেতরে সব নিস্তব্ধ। অজ্ঞাত ব্যক্তিটি হয় ভেতরে ওত পেতে বসে রয়েছে নয়তো টহল দিচ্ছে বাদায়। অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনায় টান-টান হয়ে ওঠে আমার স্নায়ু! সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলাম রিভলবারের কুঁদো এবং দ্রুতপদে হেঁটে ঝুঁকে পড়লাম ভেতরে। তাকিয়ে দেখি কুটির শূন্য।

কিন্তু আমি যে ভুল করিনি, মিছে ছুটে আসিনি, তার বহু চিহ্ন রয়েছে ঘরের সর্বত্র। এইটেই তার ডেরা বটে। একদা যে প্রস্তরবেদিতে প্রস্তরযুগের মানব নিদ্রা গিয়েছে, কতকগুলো কম্বল একটা বর্ষাতি মুড়ে গোল পাকিয়ে রাখা হয়েছে তার ওপর। বদখত একটা অগ্নিচুল্লিতে স্তূপীকৃত ছাই। পাশে রান্নার বাসন আর আধ বালতি জল। আলো-আধাঁরিতে চোখ সয়ে যাওয়ার পর দেখলাম কোণে কোণে জড়ো করা বেশ কিছু খালি টিন— যেন বেশ কিছুদিন ধরেই মানুষ আছে এখানে। ধাতুর তৈরি একটা পানপাত্রর পাশে আধ বোতল সুরাও চোখে পড়ল। মাঝখানে একটা চ্যাটালো পাথরকে ব্যবহার করা হয়েছে টেবিলের মতো। ওপরে একটা কাপড় বাঁধা ছোটো পুঁটলি— টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে ছোকরার কাঁধে দেখেছিলাম। পুঁটলির ভেতরে একটা পাঁউরুটি, এক-টিন মাংস এবং দু-টিন পিচফলের মোরব্বা। দেখেশুনে নামিয়ে রাখবার পর বুকটা নেচে উঠল পুঁটলি-চাপা-দেওয়া একটা কাগজ দেখে। কী যেন লেখা রয়েছে কাগজে। তুলে দেখলাম পেনসিল দিয়ে মোটা মোটা হরফে লেখা একটা পঙ্‌ক্তি :

'ডক্টর ওয়াটসন কুমবে-ট্রেসি গেছেন।'

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কাগজটা হাতে নিয়ে— ছোট খবরটার মানে বুঝতেই গেল ঝাড়া একটা মিনিট। লোকটা তাহলে স্যার হেনরির পেছনে নয়, লেগেছে আমার পেছনে। নিজে পিছু নেয়নি, লেলিয়ে দিয়েছে এই ছোকরাকে— খবরটা তারই আনা। জলায় আমি যা কিছু করেছি, কিছুই হয়তো এদের চোখ এড়ায়নি। প্রতিমুহূর্তেই তো টের পেয়েছি একটা অদৃশ্য শক্তি যেন ঘিরে রয়েছে আমাকে, সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেছি একটা অতি-সূক্ষ্ম জাল সুকৌশলে ও সুনিপুণভাবে গুটিয়ে আনা হচ্ছে আমার চারধারে— এত আলতোভাবে চেপে বসছে যে জালে জড়িয়ে যাওয়ার পর চরম মুহূর্তেই কেবল বোঝা যায় তার অস্তিত্ব।

একটা রিপোর্ট যখন পাওয়া গেছে, তখন খুঁজলে নিশ্চয় আরও রিপোর্ট পাবো। সেই আশায় তন্নতন্ন করে খুঁজলাম কুটিরের অভ্যন্তরে, কিন্তু কোনো চিহ্নই পেলাম না। অসাধারণ এই জায়গায় এভাবে যে লোক বসবাস করতে পারে, তার স্বভাব চরিত্র বা মতিগতিরও কোনো নিদর্শন পেলাম না। শুধু বুঝলাম, লোকটা গ্রিসদেশের স্পার্টানদের[৯] মতো কষ্টসহিষ্ণু। আরাম-টারামের ধার ধারে না। ফুটো ছাদের পানে তাকিয়ে তুমুল বর্ষার কথা ভাবতেই উপলব্ধি করলাম কী প্রচণ্ড এবং অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এহেন নিরানন্দ আশ্রমে সে থেকেছে অহোরাত্র। কে সে? বিষধর শত্রু? দেবদূত? পণ করলাম, না-জানা পর্যন্ত কুটির ছেড়ে বেরোব না।

বাইরে সূর্য ডুবছে। পশ্চিম আকাশ লাল আর সোনা রঙে যেন জ্বলছে। অনেক দূরে সুবিশাল গ্রিমপেন পঙ্কভূমির মাঝে বিক্ষিপ্ত জলাশয়গুলোর ছোপছোপ লালচে আভা ঠিকরে যাচ্ছে। বাস্কারভিল হলের জোড়া টাওয়ার আর অনেকদূরে গ্রিমপেন গ্রামের মাথায় ঝাপসা ধোঁয়া ভাসতে দেখা যাচ্ছে। এই দুইয়ের মাঝে পাহাড়ের আড়ালে রয়েছে স্টেপলটন ভাইবোনের বাড়ি। গোধূলির সোনালি প্রভায় সবই আশ্চর্য কোমল শান্ত ও স্নিগ্ধ; তা সত্ত্বেও প্রকৃতির এই অনাবিল শান্তিতে ভাগ বসাতে পারছে না আমার অন্তরাত্মা— প্রতি মুহূর্তে শিউরে উঠছে আসন্ন সাক্ষাৎকারের নামহীন আতঙ্কে। বুক ধড়াস ধড়াস করা সত্ত্বেও অবিচল সংকল্পে বসে রইলাম কুটিরের অন্ধকার কোণে— চনমনে হয়ে রইল প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্র, অশুভ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল প্রতিটি কোণ— এ-প্রতীক্ষা এই কুটিরের অস্থায়ী বাসিন্দার জন্যে।

অবশেষে শুনলাম তার পদশব্দ। অনেকদূরে পাথরের ওপর বুট জুতোর তীক্ষ্ম কটাৎ কটাৎ আওয়াজ হল। ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল বুটের শব্দ। সবচেয়ে অন্ধকার কোণে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, পকেটের মধ্যে তৈরি রাখলাম পিস্তল। লোকটার চেহারা ভালোভাবে দেখার আগে কিছুতেই তাকে জানতে দেব না আমি লুকিয়ে আছি এখানে। বেশ কিছুক্ষণ বিরতি গেল— থেমে গিয়েছে আগন্তুক। তারপর আবার এগিয়ে এল পদশব্দ। একটা ছায়া পড়ল কুটিরের সামনে খোলা জায়গায়।

শুনলাম একটা অতি-পরিচিত কণ্ঠস্বর, 'অপূর্ব সন্ধে, ভায়া ওয়াটসন। ভেতরের চাইতে বাইরে এলে কিন্তু আরও ভালো লাগবে।'

১২। বাদায় মৃত্যু

সেকেন্ড খানেক কি দুয়েক দম বন্ধ করে বসে রইলাম, নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না তারপরেই ফিরে পেলাম বাক্‌শক্তি এবং বোধশক্তি। নিমেষের মধ্যে দায়িত্বের একটা পাষাণ-ভার নেমে গেল মন থেকে। ছুরির মতো ধারালো বিদ্রূপ তীক্ষ্ম নিরুত্তাপ এই কণ্ঠস্বরের অধিকারী ত্রিভুবনে একজনই আছে।

উল্লাসে তাই ফেটে পড়লাম পরক্ষণেই, 'হোমস! হোমস!'

'বাইরে এসো। দয়া করে রিভলবারটা সামলে রেখো।'

দরজার ওপরকার এবড়োখেবড়ো পাথরটার তলা দিয়ে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। দেখলাম, একটা পাথরের ওপর বসে বন্ধুবর। আমার চোখ-মুখের বিস্ময় দেখে কৌতুকে নৃত্য করে উঠল ধূসর দুই চক্ষু। একটু রোগা হয়ে গেছে বটে, কিন্তু বেশ সতর্ক এবং উজ্জ্বল। রোদে পুড়ে ব্রোঞ্জের মতো দেখাচ্ছে মুখখানা, ঝড়ো হাওয়ায় একটু রুক্ষও হয়েছে। টুইড সুট আর কাপড়ের ক্যাপ পরায় বাদার আর পাঁচটা টুরিস্টের মতোই দেখতে হয়েছে তাকে। বেড়ালের মতো নিজের চেহারাখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারেও এতটুকু ত্রুটি দেখলাম না। দাড়িগোঁফ কামিয়ে[১] পোশাক পরিচ্ছদে যেমন ফিটফাট থাকে বেকার স্ট্রিটে, এখানেও রয়েছে তেমনি।

দু-হাতে ওর দু-হাত সবলে চেপে ধরে বললাম, 'জীবনে কাউকে দেখে এমন খুশি আমি হইনি।'

'এমন অবাকও হওনি?'

'তা মানতেই হবে।'

'বিশ্বাস করো, তুমি একাই অবাক হওনি। তুমি যে আমার গোপন আস্তানা বার করে ফেলেছ জানতাম না। শুধু বার করা নয়, ভেতরে ঢুকে বসে আছো— এটাও কল্পনা করতে পারিনি। পারলাম দরজা থেকে বিশ পা দূরে এসে।'

'আমার পায়ের ছাপ দেখে নিশ্চয়?'

'না, ওয়াটসন। দুনিয়ার লোকের পায়ের ছাপের মধ্যে তোমার পায়ের ছাপ চিনে নেওয়ার মতো ক্ষমতা আমার নেই। সত্যিই যদি ঠকাতে চাও আমাকে, তোমার তামাকওলা পালটাও। পোড়া সিগারেটের গায়ে 'ব্র্যাডলি অক্সফোর্ড স্ট্রিট'[২] ছাপাটা দেখলেই বুঝে ফেলি ধারেকাছে কোথাও রয়েছে আমার বন্ধু ওয়াটসন। রাস্তার ধারেই দেখো পড়ে রয়েছে পোড়া সিগারেটটা। তেড়েমেড়ে শূন্য কুটিরে ঢোকবার সময়ে নিশ্চয় ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছিলে।'

'ঠিক ধরেছ।'

'তোমার নাছোড়বান্দা স্বভাবটা তো জানি— সত্যিই প্রশংসা করবার মতো। তাই সিগারেট যখন তোমার, তখন নিশ্চয় হাতিয়ার বাগিয়ে বসে আছো কুটিরে বাসিন্দার ফেরার প্রতীক্ষায়— এটুকু বুঝতে দেরি হল না। তুমি তাহলে সত্যিই ভেবেছিলে আমিই ক্রিমিন্যাল?'

'তুমি কে তা জানতাম না। কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলাম, সেটাই জানব।'

'চমৎকার, ওয়াটসন! ঠিক এই জায়গাতেই যে আছি বুঝলে কী করে? কয়েদির পেছনে ধাওয়া করছিলে যে-রাত্রে, তখন নিশ্চয় দেখেছিলে? বোকার মতো চাঁদকে পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম পাহাড়চুড়োয়।'

'হ্যাঁ, তখনই দেখেছি তোমায়।'

'তারপর নিশ্চয় একধার থেকে সব কুটিরে খানাতল্লাশি চালিয়ে এখানে এসেছ?'

'আরে না। তোমার ছোকরাটাকে দেখা গেছে। তাতেই বুঝেছি কোথায় খোঁজা দরকার।'

'বুঝেছি। ওই বুড়ো টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখেছ। লেন্সের ঝিলিক কোনদিক থেকে এল প্রথমে ধরতে পারিনি।' উঠে দাঁড়াল হোমস, উঁকি দিল কুটিরের ভেতরে! 'এই তো, কার্টরাইট খাবারদাবার এনেছে দেখছি। কাগজটা কীসের? তাই বল, কুমবে ট্রেসি গেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে দেখা করতে?'

'ধরেছ ঠিক।'

'শাবাশ! দু-জনেরই গবেষণা দেখছি সমান্তরাল রেখায় ছুটছে। গবেষণার ফল এক করলে দেখা যাবে কেস সম্বন্ধে সব খবরই জানা হয়ে গেছে।'

'তুমি যে এসেছ, এইতেই আমি খুশি। দায়িত্ব আর রহস্য সইতে পারছিল না আমার স্নায়ু। কিন্তু এখানে এলে কীভাবে? করছই-বা কী? আমি তো ভেবেছিলাম বেকার স্ট্রিটে বসে এখনও ব্ল্যাকমেলিং কেস নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছ।'

'আমি চেয়েছিলাম তুমি তাই ভাবো।'

'তার মানে? তুমি আমাকে খাটিয়ে নিতে চাও, কিন্তু বিশ্বাস কর না! হোমস, আরও একটু ভালো ব্যবহার তোমার কাছে আশা করেছিলাম।'

'ভায়া, অন্যান্য কেসের মতো এ-কেসেও তুমি যা করেছ তা ভোলবার নয়। সামান্য একটু চালাকি অবশ্য করতে হয়েছে, ক্ষমা নিশ্চয় করবে। সত্যি কথা বলতে কী, এটুকু করতে হয়েছে কিছুটা তোমার কথা ভেবে। কী সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছ তুমি আঁচ করে ঘরে বসে থাকতে পারিনি। নিজে এসে সব দেখতে চেয়েছিলাম। স্যার হেনরি আর তোমার সঙ্গে থাকলে আমার দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই তোমার দৃষ্টিভঙ্গির মতোই হত। তা ছাড়া, আমার উপস্থিতিতে আমাদের দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষও হুঁশিয়ার হয়ে যেত। কিন্তু এখন কত সুবিধে দেখো। বাস্কারভিল হলে থাকলে যেখানে খুশি যেতে পারতাম না— এখানে থেকে পারি। কেউ জানেও না আমি কে। সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে চুপটি করে বসে আছি। সংকট মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ব সর্বশক্তি নিয়ে।'

'কিন্তু আমাকে আঁধারে রাখা হল কেন?'

'জানলে কি আমার বেশি উপকারে আসতে? আসতে না। উলটে আমার এখানকার আস্তানা হয়তো জানাজানি হয়ে যেত। নানা ধরনের খবর দেওয়ার জন্যে দৌড়ে আসতে, অথবা আমার থাকা খাওয়ার দুরবস্থা দেখে তোমার মতো হৃদয়বান মানুষ সহ্য করতে পারত না— আরামে যাতে থাকতে পারি সেইরকম টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসতে, অযথা একটা ঝুঁকি নিতে হত। এক্সপ্রেস অফিসে কার্টরাইট ছোকরার কথা মনে আছে? ওকে সঙ্গে এনেছি টুকটাক জিনিসপত্র এনে দেওয়ার জন্যে— রুটি আর কাচা জামা প্যান্ট— এই তো আমার চাই। এর বেশি আর কী দরকার[৩] বলো? সেইসঙ্গে ওর বাড়তি একজোড়া চোখ আর ভারি চটপটে একজোড়া পায়ের সাহায্যও পেয়েছি। দুটোই সমান কাজে লেগেছে।'

'তার মানে আমার রিপোর্টগুলো কোনো কাজেই লাগেনি?' উত্তেজনায় গলা কেঁপে গেল আমার। মনে পড়ল কী কষ্টে লিখেছি প্রতিটি রিপোর্ট। অহংকারও হয়েছিল খুব।

পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করল হোমস।

'ভায়া, এই দেখো তোমার রিপোর্ট। বিশ্বাস করো, প্রত্যেকটা লাইন খুঁটিয়ে পড়েছি। রিপোর্ট যাতে হাতে আসে, তার ব্যবস্থাও করেছিলাম চমৎকার— শুধু যা একদিন দেরি হত। অসাধারণ দুর্বোধ্য এই কেসে তুমি যে দারুণ উদ্যম আর ধীশক্তি দেখিয়েছ, তার জন্যে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন রইল।'

আমাকে ঠকানো হয়েছে, এই চিন্তাটা তখনও কুরে কুরে খাচ্ছে আমার ভেতরটা। কিন্তু হোমসের প্রাণঢালা প্রশংসায় রাগ জল হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বুঝলাম ভালোই করেছে হোমস। জলায় সে আছে, এটা আমার না-জানা থাকায় বরং মঙ্গলই হয়েছে।

'এই তো চাই', আমার মুখের অন্ধকার কেটে যেতে দেখে বলল ও। 'এবার বলো মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে দেখা করে কী খবর জানলে। কুমবে ট্রেসি নিবাসিনী এই ভদ্রমহিলার কাছ থেকে অনেক খবরই যে পাওয়া যাবে, এটা আমি বুঝেছি বলেই ধরে নিয়েছিলাম ওখানে হানা দিয়েছ তুমি। সত্যি কথা বলতে কী, তুমি যদি আজকে না-যেতে, আমি নিজে কাল যেতাম।'

সূর্য অস্ত গেছে, বাদায় আঁধার ছড়িয়ে পড়ছে। হাড়-কাঁপানো বাতাস বইতে শুরু করেছে। কুটিরের ভেতরটা উষ্ণ বলে ভেতরে ঢুকলাম। গোধূলির আলোয় পাশাপাশি বসে হোমসকে

বললাম কী কী কথা হয়েছে ভদ্রমহিলার সঙ্গে। শুনে ও এতই আগ্রহী হল যে কিছু ঘটনা দু-বার বলতে হল ওকে সন্তুষ্ট করার জন্যে।

শেষ করার পর বলল, 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটা। অত্যন্ত জটিল এই ধাঁধার একটা জায়গার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না— এবার পেলাম। এই ভদ্রমহিলা আর স্টেপলটনের মধ্যে যে একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা আছে নিশ্চয় তা উপলব্ধি করেছ?'

'এ-রকম কোনো নিবিড় ঘনিষ্ঠতার খবর আমার জানা নেই।'

'কিন্তু এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহেরও অবকাশ নেই। ওদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়, চিঠি লেখালেখি হয় এবং পরিপূর্ণ বোঝাবুঝি আছে দু-জনের মধ্যে। ফলে, হাতে একটা শক্তিশালী অস্ত্র পাওয়া গেল। এই অস্ত্র হেনে স্ত্রী-কে যদি ওর কাছ থেকে আলাদা করা যেত—'

'ওঁর স্ত্রী?'

'অনেক খবরই তো দিলে, প্রতিদানে আমি তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি। মিস স্টেপলটন নামে যিনি পরিচিতা, আসলে তিনি ওঁর স্ত্রী।'

'বল কী হোমস! সঠিক জেনে বলছ তো? তাই যদি হয় তো বউয়ের প্রেমে স্যার হেনরিকে পড়তে দিলেন কীভাবে?'

'প্রেমে পড়ার ফলে স্যার হেনরি ছাড়া আর কারো ক্ষতি হবে না। তুমি নিজেও লক্ষ করেছ, স্যার হেনরি যাতে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক প্রেমের পর্যায়ে না-পৌঁছে যান, সে-ব্যাপারে কড়া নজর রেখেছেন স্টেপলটন। ফের বলছি শোনো, ভদ্রমহিলা ওঁর বোন নন, স্ত্রী।'

'কিন্তু এত প্রতারণার কারণটা কী?'

'বোন হিসেবে ভদ্রমহিলাকে আরও বেশি কাজে লাগানো যাবে বলে।'

ধাঁ করে অনেকগুলো ব্যাপার মাথা চাড়া দিল মনের মধ্যে। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমনি অনেক সহজাত অনুভূতি আর আবছা সন্দেহ নিমেষের মধ্যে আকার পরিগ্রহ করে ঘিরে ধরল প্রকৃতিবিদকে। বর্ণহীন, আবেগহীন, উদাস লোকটার মধ্যে আচমকা দেখতে পেলাম একটা মহাভয়ংকরের প্রতিমূর্তি— অপরিসীম ধৈর্য আর কৌশলের প্রতিমূর্তি— মুখে যার হাসি কিন্তু মনে যার খুনের সংকল্প— হাতে যার প্রজাপতির জাল, আর মাথায় স্ট্রহ্যাট[৪]— অত্যন্ত মামুলি, সাদাসিদে, নির্বিরোধী মানুষ যেন— ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না।

'এই কি তাহলে আমাদের আসল শত্রু? এই লোকই কি ফেউয়ের মতো লেগেছিল পেছনে?'

'ধাঁধার জবাব তাই বলছে।'

'হুঁশিয়ারিটা তাহলে নিশ্চয় ওর স্ত্রীর লেখা!'

'একেবারে ঠিক।'

অর্ধ-দৃশ্য, অর্ধ-অনুমিত যেসব দানবিক শয়তানিতে পরিবৃত ছিলাম এতদিন, এবার তা অন্ধকারের মধ্যে থেকে স্পষ্ট চেহারা নিয়ে ফুটে উঠল আমার সামনে।

'হোমস, তুমি কি নিশ্চিত? ভদ্রমহিলা যে ওঁর স্ত্রী জানছ কী করে?'

'তার স্বমুখে বলা আত্মজীবনীর একটা টুকরো থেকে। তোমার সঙ্গে প্রথম যেদিন তাঁর আলাপ, সেদিন মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা। তারপর নিশ্চয় পস্তেছেন পরে। উত্তর

ইংলন্ডে এককালে স্কুলমাস্টার ছিলেন ভদ্রলোক। স্কুলমাস্টারের নাড়িনক্ষত্র জানার মতো সোজা কাজ আর নেই। শিক্ষাবিদদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে। যেকোনো শিক্ষাব্রতী সম্বন্ধে খবর নিতে হলে এদের দ্বারস্থ হলেই হল। একটু খোঁজ নিতেই জানলাম, বর্বরোচিত পরিস্থিতির দরুন একটা স্কুলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে এবং স্কুলের মালিক সস্ত্রীক উধাও হয়ে যান। তখন তাঁর নাম অন্য ছিল। কিন্তু চেহারার বিবরণ মিলে গেল। তারপর যখন জানলাম কীটবিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন ভদ্রলোক, সম্পূর্ণ হল শনাক্তকরণ।'

অন্ধকার সরে যাচ্ছে, কিন্তু এখনও অনেক অংশ ছায়া ঢাকা রয়েছে।

প্রশ্ন করলাম, 'এই ভদ্রমহিলা ওঁর স্ত্রী হলে, মিসেস লরা লায়ন্স এর মধ্যে আসছে কী করে?

'তোমার নিজের গবেষণাতেই এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করে অনেক কিছুই স্পষ্ট করে তুলেছ। স্বামীর সঙ্গে ভদ্রমহিলার বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা চলছে, এটা জানতাম না। তাহলেই দেখো, স্টেপলটনকে অবিবাহিত মনে করে তাঁর স্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন সে দেখছে।'

'স্বপ্ন যখন ধূলিসাৎ হবে?'

'তখন তাকে আমাদের কাজে লাগানো যাবে। কালকে আমাদের প্রথম কাজ হবে তার সঙ্গে দেখা করা— দু-জনেই যাব। ওয়াটসন, তুমি কিন্তু দায়িত্ব থেকে অনেক দূরে সরে রয়েছ অনেকক্ষণ। তোমার এখন বাস্কারভিল হলে থাকা উচিত।'

পশ্চিম দিগন্তে শেষ রক্তরশ্মি ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেছে। রাতের যবনিকা চেপে বসছে বাদার বুকে। বেগুনি আকাশে চিকমিক করছে কয়েকটা ক্ষীণ তারকা।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'যাবার আগে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব, হোমস। তোমার আর আমার সঙ্গে এত লুকোচুরি খেলার কোনো প্রয়োজন আছে কী? মানে কি এসবের বলতে পারো? কী চায় সে? মতলবটা কী?'

গলার স্বর খাদে নেমে এল হোমসের। বললে, 'নরহত্যা, ওয়াটসন, ভেবেচিন্তে, ঠান্ডা মাথায়, প্ল্যানমাফিক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষ খুন। তার জাল যেমন সেঁটে বসছে স্যার হেনরির চারধারে, আমার জালও তেমনি গুটিয়ে আসছে তার চারধারে— তোমার সাহায্য পাওয়ায় বলতে পারো এখন তাকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছি। ভয় পাচ্ছি শুধু একটা বিপদকে। আমরা আঘাত হানবার মতো প্রস্তুতি শেষ করার আগেই হয়তো উনি মরণ মার মেরে বসে থাকবেন। আর একদিন— খুব জোর দু-দিনের মধ্যেই কেস সম্পূর্ণ করব। এই দুটো দিন তুমি স্যার হেনরিকে দু-হাতে আগলে রাখো— রুগ্‌ণ শিশুকে মা যেভাবে চোখে চোখে রাখে, সেইভাবে তাঁকে চোখে চোখে রাখো। আজকের অভিযান অবশ্য অনেক কাজ দিয়েছে, কিন্তু আমার মন বলছে তুমি তার কাছছাড়া না-হলেই ভালো করতে— ওই শোনো।'

বিকট বীভৎস একটা আর্ত চিৎকারে ফালা ফালা হয়ে গেল রাতের আকাশ— নিমেষ মধ্যে যেন খান খান হয়ে গেল বাদার নৈঃশব্দ্য রক্ত-জল-করা ভয়াল ভয়ংকর সেই চিৎকারে। নিঃসীম আতঙ্ক যেন হাহাকার হয়ে ফেটে পড়ল— ঠান্ডা বরফের মতো যেন জমে গেল আমার ধমনীর রক্ত।

বললাম নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, 'হা ভগবান! এ কী? এ কীসের আওয়াজ?'

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠেছিল হোমস। কুটিরের দ্বার দেশে দেখলাম ওর ক্রীড়াপটু দেহরেখা। কাঁধ বেঁকিয়ে, মুণ্ড বার করে উঁকি মারছে নীরন্ধ্র তমিস্রার মধ্যে।

'চুপ! একদম চুপ!' বলল ফিসফিস করে।

কলজে-ছেঁড়া তীব্রতার জন্যে অত উচ্চ-নিনাদী শুনিয়েছিল চিৎকারটা— চিৎকারের উৎস ছিল কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরের মধ্যে কোথাও। এবার তা ফেটে পড়ল কানের ওপর— আরও কাছে, আরও জোরে, আরও ব্যাকুলভাবে।

'কোথায় বলো তো?' ফিসফিস করে বলে হোমস। রোমাঞ্চিত কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝলাম ওর মতো লৌহকঠিন মানুষের অন্তরাত্মাও শিহরিত হয়েছে এই চিৎকারে।

'ওয়াটসন, কোত্থেকে আসছে আওয়াজটা?'

'ওইদিক থেকে মনে হচ্ছে', অন্ধকারের দিকে আঙুল তুলে বললাম আমি।

'না, এইদিকে!'

আবার নিস্তব্ধ রাতের বুক বিদীর্ণ করে তরঙ্গাকারে দিক হতে দিকে ছুটে গেল অবর্ণনীয় সেই চিৎকার— আগের চাইতেও আকুল হাহাকার যেন আরও কাছে চলে এসেছে, আরও জোরে শোনা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে একটা নতুন শব্দ— একটা অনুচ্চ, গভীর গুরু গুরু শব্দ, সংগীতময় অথচ রক্তহিম-করা, নিরন্তর সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মতো সে-শব্দ নীচু খাদে উঠছে আর নামছে বিরামবিহীনভাবে।

'হাউন্ড!' চেঁচিয়ে ওঠে হোমস। 'চলে এসো, ওয়াটসন, চলে এসো! হে ভগবান, দেরি না হয়!'

বাদার ওপর দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটতে শুরু করেছে হোমস। পেছন পেছন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি আমি। আচম্বিতে আমাদের সামনেই কোথাও এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি জমির দিক থেকে ভেসে এল নিঃসীম নৈরাশ্যের করুণ শেষ আর্ত চিৎকার, আর তারপরেই একটা চাপা, ভারী ধপাস শব্দ। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে কান খাড়া করে রইলাম। বাতাসহীন রাতের নিথর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শোনা গেল না আর কোনো শব্দ।

দেখলাম, বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষের মতো কপালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হোমস। সজোরে পা ঠুকল মাটিতে।

'ওয়াটসন, হারিয়ে দিল আমাদের। বড়ো দেরি করে ফেলেছি।'

'না, না কখনোই না!'

'হাত গুটিয়ে বসে থাকাটাই আমার মূর্খতা হয়েছে। ওয়াটসন, তুমিও দেখো, ওঁকে ছেড়ে আসার পরিণামটা কী দাঁড়াল! কিন্তু যদি ওঁর সর্বনাশ হয়ে গিয়ে থাকে, শোধ আমি নেবই নেব!'

অন্ধের মতো ছুটলাম বিষণ্ণ অন্ধকারের বুক চিরে, বড়ো বড়ো গোলাকার পাথরের মাঝখান দিয়ে কখনো হাতড়ে, কখনো কাঁটাঝোপে হুমড়ি খেয়ে হাঁচড়পাঁচড় করে বেরিয়ে এসে কখনো হাঁপাতে হাঁপাতে ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠে, আবার তিরবেগে নেমে গিয়ে ছুটতে লাগলাম একই দিকে— যেদিক থেকে ভেসে এসেছে রক্ত-জল-করা চিৎকার। উঁচু জায়গায়

উঠলেই সাগ্রহে আশপাশ দেখেছে হোমস, জলার গাঢ় কালোছায়ার বুকে সঞ্চরমাণ কিছুই চোখে পড়েনি।

'কিছু দেখতে পাচ্ছো?'

'কিছু না।'

'ওই শোনো! ও কী?'

একটা চাপা গোঙানি ভেসে এল কানে। বাঁ-দিক থেকে আসছে আওয়াজটা! সেদিকে একটা পাথুরে শিরা উঁচু পাহাড়ের আকার নিয়েছে, প্রস্তর-আকীর্ণ ঢালের ওপর যেন ঝুঁকে রয়েছে। এবড়োখেবড়ো খোঁচা-খোঁচা গড়ানের ওপর ডানা ছড়িয়ে পড়ে থাকা ইগলপাখির মতো কালো একটা বস্তু বিশৃঙ্খল আকারে পড়ে রয়েছে। বেগে নীচে নামতে নামতে দেখলাম জিনিসটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অস্পষ্ট রেখা থেকে একটা নির্দিষ্ট আকার দেখা দিল। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা লোক, মাথাটা বেঁকে বীভৎসভাবে ঢুকে রয়েছে দেহের নীচে, গোল হয়ে গিয়েছে দু-কাঁধ এবং সমস্ত দেহটা এমনভাবে ধনুকের মতন বেঁকে রয়েছে যেন এই বুঝি ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে যাবে। কিম্ভূতকিমাকার ওই ভঙ্গিমা দেখেই কিন্তু নিমেষ মধ্যে বুঝে নিলাম গোঙানিটা কীসের— প্রাণপাখি ছেড়ে গেছে দেহপিঞ্জর। কালো ছায়ামূর্তি এখন নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ। ঝুঁকে রইলাম বটে, কিন্তু এতটুকু নড়াচড়ার লক্ষ্মণ দেখলাম না। গায়ে হাত রেখেই ভয়-বিকট গলায় চেঁচিয়ে হাত তুলে নিল হোমস। দেশলাই জ্বালাল পরক্ষণে। দেখলাম, চাপ চাপ রক্ত লেগে আঙুলে; ডেলা-ডেলা বিকট পদার্থ ছড়িয়ে পড়ছে থেঁতলানো করোটির চারপাশে; সেইসঙ্গে দেখলাম আরও একটা জিনিস। দেখেই অবশ হয়ে এল আমাদের দু-জনেরই হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত— দেখলাম, স্যার হেনরি বাস্কারভিলের দেহ!

অদ্ভুত লালচে রঙের এই টুইড স্যুট যে ভোলবার নয়। প্রথম যেদিন বেকার স্ট্রিটে এসেছিলেন উনি, এই স্যুট পরেছিলেন— দু-জনেরই স্পষ্ট মনে আছে। দেশলাইয়ের আলোয় অল্পক্ষণের জন্যে হলেও পরিষ্কার দেখলাম সেই বেশ, তারপরেই দপ দপ করে উঠে দেশলাই গেল নিভে, সেইসঙ্গে সব আশা মুছে গেল অন্তর থেকে। গুঙিয়ে উঠল হোমস। অন্ধকারের মধ্যেও দেখলাম চক চক করছে তার মুখ।

'পশু কোথাকার!' দু-হাত মুঠি পাকিয়ে বললাম অব্যক্ত বেদনায়। 'হোমস! ওঁকে ছেড়ে আসার জন্যেই আজ এই ঘটনা ঘটল— এ আমি জীবনে ভুলতে পারব না।'

'ওয়াটসন, তোমার চেয়ে আমার দোষই বেশি। কেসকে নিটোল করতে গিয়ে, সম্পূর্ণ করতে গিয়ে, মক্কেলের জীবন নাশ ঘটিয়েছি— ওঁর দিকে তেমন নজরই দিইনি। এর চাইতে বড়ো আঘাত আমার কর্মজীবনে আর পাইনি, ওয়াটসন। কিন্তু কী করে যে এত বারণ করা সত্ত্বেও প্রাণ হাতে নিয়ে উনি একলা বেরোলেন জলায়?'

'চিৎকারটা শুনেও যদি বাঁচাতে পারতাম! উঃ, কী ভীষণ চীৎকার! বুকফাটা হাহাকার শুনেও তো তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না! কোথায়... কোথায় সেই জানোয়ার হাউন্ড? যার তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত মরতে হল স্যার হেনরিকে? নিশ্চয় এই মুহূর্তে ওত পেতে রয়েছে পাথরের কোনো খাঁজে। স্টেপলটনই-বা কোথায়? জবাবদিহি তো ওঁকেই করতে হবে।'

'করবেন। আমি করিয়ে ছাড়ব। খুড়ো-ভাইপো খুন হয়ে গেলেন পর-পর। একজন শুধু

জানোয়ারটাকে দেখেই আঁতকে উঠে মারা গেছেন— ভেবেছিলেন অলৌকিক ব্যাপার। আর একজন তাড়া খেয়ে উন্মাদের মতো পালাতে গিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে শেষ হয়ে গেলেন। মানুষ আর জানোয়ারটার মধ্যে সম্পর্ক সূত্রটা এবার প্রমাণ করতে হবে আমাদের। আওয়াজটুকুই কেবল আমরা শুনেছি— তার বেশি কোনো প্রমাণ আর নেই। কেননা, স্যার হেনরি পাহাড় থেকে আছাড় খেয়ে মারা গেছেন। কিন্তু যত ধূর্তই সে হোক না কেন, চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে আমি আমার পায়ের তলায় এনে ফেলব।

বিকৃত শবদেহের দু-পাশে তিক্ত অন্তঃকরণে দাঁড়িয়ে রইলাম দু-জনে। অকস্মাৎ এবং অপরিবর্তনীয় এই বিপর্যয়ে অভিভূত চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলাম দু-জনে। বৃথা গেল দীর্ঘদিনের এত পরিশ্রম। চাঁদ উঠল আকাশে। যে পাহাড়ের ওপর থেকে প্রিয় বন্ধুর পতন ও মৃত্যু ঘটেছে, উঠলাম সেই পাহাড়ে। চূড়ায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি সঞ্চালন করলাম অর্ধেক রুপোলি অর্ধেক বিষণ্ণ ছায়াচ্ছন্ন বাদার ওপর দিয়ে। অনেক দূরে বেশ কয়েক মাইল দূরে একটিমাত্র নিষ্কম্প হলুদ আলো জ্বল জ্বল করছে। স্টেপলটনের নিরালা বাড়ির আলো নিশ্চয়— অন্য কোনো বাড়ির আলো হতেই পারে না। বিষম আক্রোশে দাঁতে দাঁত পিষে গর্জে উঠলাম সেইদিকে চেয়ে।

মুষ্টি আস্ফালন করে বললাম, 'এখুনি গ্রেপ্তার করলেই তো হয়?'

'কেস এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। লোকটা অপরিসীম ধূর্ত আর হুঁশিয়ার। কী জেনে ফেলেছি, সেটা বড়ো কথা নয়— কী প্রমাণ করতে পারব, সেইটাই আসল কথা। একটু ভুল করলেই পগারপার হতে পারে নাটের গুরু।'

'তবে করবটা কী?'

'করবার মতো অনেক কাজ রয়েছে আগামীকালের জন্যে। রাত্রে বাকি শুধু একটা কাজ— বন্ধুকৃত্য।'

খাড়াই পাহাড় বেয়ে নেমে এলাম দু-জনে। রুপোর মতো ঝকঝকে পাথরের বুকে পড়ে দেহটা— কালো এবং স্পষ্ট। দোমড়ানো মোচড়ানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকটিত আতীব্র বেদনাবোধ চোখে জল এনে দিল আমার— যন্ত্রণা সঞ্চারিত হল আমার মধ্যেও।

'হোমস, লোকজন ডাকা যাক! দু-জনে মিলে এতটা পথ বাস্কারভিল হলে ওঁকে বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। আরে গেল যা! পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল হোমস। এখন ধেই ধেই করে নাচছে। হো-হো করে হাসছে আর আমার দু-হাত ধরে মোচড় দিচ্ছে। এই কি সেই আত্মসংযত, কঠোর-প্রকৃতি শার্লক হোমস? এ যে ছাই চাপা আগুন!

'দাড়ি! দাড়ি! লোকটার দাড়ি আছে!'

'দাড়ি?'

'ব্যারনেট নয়— ব্যারনেট নয়— এ হল — আরে, এ যে আমার প্রতিবেশী— পলাতক কয়েদি!'

ক্ষিপ্তের মতো চিৎ করে শোয়ালাম দেহটা। রক্ত-চোঁয়ানো একটা দাড়ি উঁচিয়ে রইল স্নিগ্ধ, শীতল, সুস্পষ্ট চাঁদের পানে। ভুল হবার জো নেই— ওই তো সেই কোটরাপ্রবিষ্ট পাশবিক

বাদায় মৃত্যু। জার্মান অনুবাদে রিচার্ড গুটস্মিডের অলংকরণ (১৯০৩)

চোখ আর ঝুঁকে-পড়া অদ্ভুত কপাল। মোমবাতির আলোয় পাথরের ওপর থেকে আমার পানে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল একটা মুখ— ঘৃণ্য অপরাধী সেলডেনের মুখ।

পরের মুহূর্তেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। মনে পড়ল ব্যারনেটের কথা— পুরোনো পোশাক দিয়েছিলেন ব্যারিমুরকে। ব্যারিমুর দিয়েছে সেলডেনকে পালানোর সুবিধের জন্যে। বুট, শার্ট, ক্যাপ— সবই স্যার হেনরির। অত্যন্ত মর্মন্তুদ বিয়োগান্তক দৃশ্য সন্দেহ নেই— কিন্তু বিধির বিধানে শেষ পর্যন্ত স্বদেশি আইনের কবলেই প্রাণবিয়োগ ঘটল তার। খুলে বললাম হোমসকে আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় টইটম্বুর হয়ে রইল হৃদয়।

সব শুনে ও বলল, 'তাই বলো। বেচারির মৃত্যুর কারণ তাহলে এই পোশাক। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্যার হেনরিরই ব্যবহার করা কোনো জিনিসের গন্ধ শুঁকিয়ে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাউন্ডটাকে— খুব সম্ভব হোটেল থেকে খোয়া যাওয়া সেই বুটটা ধরা হয়েছিল ওর নাকের সামনে— একই গন্ধ এর জামা প্যান্ট-বুটে পেয়ে তাড়া করে এনেছে এতদূর। এ-ব্যাপারে একটা অত্যন্ত অসাধারণ রহস্য কিন্তু এখনও পরিষ্কার হল না। অন্ধকারের মধ্যে সেলডেন বুঝল কী করে যে হাউন্ড তাড়া করেছে?'

'ডাক শুনে।'

'বাদার বুকে হাউন্ডের ডাক শুনলেই ওর মতো ডাকাবুকো কয়েদি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে এমন উদ্ভ্রান্তের মতো খানা-খন্দ পাহাড় টপকে আকাশফাটা চিৎকার ছেড়ে দৌড়ায় না— পলাতক কয়েদি কখনো কুকুরের তাড়া খেয়ে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে নিজেকে ধরিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নেয় না। চেঁচানির ধরন শুনে মনে হল অনেকদূর থেকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছুটেছে পেছনে হাউন্ড তাড়া করেছে টের পেয়ে। টের পেল কী করে?'

'তার চাইতেও বড়ো যে-রহস্যটা এখনও দুর্বোধ্য রয়ে গেল আমার কাছে তা হল এই হাউন্ড। সবার সব ধারণা যদি সঠিক বলেই ধরে নেওয়া হয়—'

'আমি কিছুই ধরে নিই না।'

'বেশ তো, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু রাতেই হাউন্ডটাকে ছেড়ে দেওয়া হয় কেন? জলার বুকে নিশ্চয় সবসময়ে ছাড়া থাকে না— যেখানে খুশি ছুটে বেড়ায় না। স্যার হেনরি জলায় আছেন না-জানলে কখনোই হাউন্ড লেলিয়ে দিত না স্টেপলটন।'

'তোমার আর আমার সমস্যার মধ্যে আমারটাই কিন্তু আরও দুর্ধর্ষ— কেননা তোমার সমস্যার সমাধান শিগ্‌গিরই করে ফেলব— চিররহস্য থেকে যাবে আমারটা। যাই হোক, আপাতত সমস্যা এই দেহটা নিয়ে। কী করি বল তো? শেয়াল দাঁড়কাকদের খপ্পরে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না।'

'আমি বলি কী, যেকোনো একটা কুটিরের মধ্যে রেখে দিয়ে চলো পুলিশকে খবর দিই।'

ঠিক বলেছ। কুটির পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারব দু-জনে। আরে! আরে! ওয়াটসন, এ আবার কী? কী আশ্চর্য স্পর্ধা দেখেছ? নাটের গুরু নিজেই আসছে যে! খবরদার, তোমার ভেতরের সন্দেহ যেন একদম প্রকাশ না-পায়— একটা বেফাঁস কথাও যেন মুখ দিয়ে না-বেরোয়, সমস্ত প্ল্যানটা তাহলে মাঠে মারা যাবে।'

জলার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা মূর্তি। জ্বলন্ত চুরুটের ম্যাড়মেড়ে লাল আভা

দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলো পড়েছে মাথায়, দূর থেকেও চেনা যাচ্ছে প্রকৃতিবিদের কর্মঠ আকৃতি— স্ফূর্তিবাজ চালচলন। আমাদের দেখেই থমকে গেলেন, পরমুহূর্তেই এগিয়ে এলেন।

'আরে, ডক্টর ওয়াটসন নাকি? এত রাতে আপনাকে বাদায় দেখব আশাই করিনি। কিন্তু— একী! কী সর্বনাশ! কে জখম হল? স্যার হেনরি নাকি?'

বেগে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়লেন স্টেপলটন। সশব্দে নিশ্বাস নেওয়ার চকিত আওয়াজ শুনলাম, চুরুট খসে পড়ল আঙুলের ফাঁক থেকে।

বললেন তোতলাতে তোতলাতে, 'এ—একে?'

'সেলডেন— প্রিন্সটাউন জেল থেকে যে পালিয়েছিল।'

পাঙাশপানা বিকট মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন সেলডেন। কিন্তু অসম্ভব মনোবল তাঁর। অদ্ভুত কায়দার বিস্ময় আর নৈরাশ্যবোধকে নিমেষে দমিয়ে ফেললেন। সচকিত তীক্ষ্ণ চোখে পর্যায়ক্রমে তাকালেন আমার আর হোমসের পানে।

'কী সর্বনাশ! কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার! মারা গেল কীভাবে?'

'পাহাড় থেকে পড়ে মাথার খুলি গুঁড়িয়ে গেছে মনে হচ্ছে। বাদায় বেড়াচ্ছিলাম আমরা দুই বন্ধু, চিৎকার শুনে এসে দেখি এই কাণ্ড।'

'চিৎকার আমিও শুনেছিলাম। সেইজন্যেই ছুটে এসেছি। স্যার হেনরির কথা ভেবে বসে থাকতে পারলাম না।'

'স্যার হেনরির কথাই বিশেষ করে ভাবলেন?' প্রশ্নটা ফস করে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

'আমি তাঁকে আসতে বলেছিলাম বলে। না-আসায় অবাক হয়েছিলাম। বাদার বুকে ওইরকম চিৎকার শুনে ভয় হল— বিপদে পড়লেন নাকি? ভালো কথা'— দৃষ্টিশর চকিত ভঙ্গিমায় আমার মুখ থেকে সরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হল হোমসের মুখের ওপর, 'চিৎকার ছাড়া আর কিছু শুনেছিলেন?'

'না', বললে হোমস; 'আপনি শুনেছেন?'

'না।'

'তাহলে জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

'চাষাদের গালগল্পর কথা কে না-জানে বলুন। জলায় নাকি কুকুর-ভূত টহল দেয়। গভীর রাতে নাকি তার ডাক শোনা যায়। আজ রাত্রে সে-রকম কোনো আওয়াজ স্বকর্ণে কেউ শুনেছে কিনা খোঁজ নিচ্ছিলাম।'

'সে-রকম কোনো আওয়াজই শুনিনি,' বললাম আমি।

'বেচারার মৃত্যুর কারণটা কি অনুমান করেছেন?'

'উদ্‌বেগে আর দিনরাত খোলা আকাশের তলায় থেকে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। পাগলের মতো জলায় দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙে ফেলেছে।'

'খুবই যুক্তিসংগত অনুমান,' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে স্টেপলটন। আমার চোখে তা স্বস্তির নিশ্বাস বলেই মনে হল। 'মি. শার্লক হোমস, আপনার কী মনে হয়?'

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানাল বন্ধুবর।

বলল, 'আপনি দেখছি খুব তাড়াতাড়ি চিনে ফেলেন।'

'ডক্টর ওয়াটসন আসবার পর থেকেই এ-অঞ্চলে আপনার আবির্ভাবের প্রত্যাশায় রয়েছি আমরা সকলেই। এসেই দেখলেন ট্র্যাজেডি।'

'তা ঠিক। আমার বিশ্বাস ওয়াটসন ঠিকই বলছে— মর্মন্তুদ এই মৃত্যুর উপযুক্ত কারণ দর্শিয়েছে। অপ্রীতিকর স্মৃতি নিয়ে কালকেই ফিরে যেতে হবে লন্ডনে।'

'কালকেই ফিরে যাবেন?'

'সেইরকমই ইচ্ছে।'

'এখানকার গোলমেলে ব্যাপারগুলোয় কিছু আলোকপাত করতে পারলেন?'

কাঁধ ঝাঁকি দিল হোমস। 'সাফল্যের আশা সবাই করে, কিন্তু সাফল্য জোটে ক-জনের ভাগ্যে? তদন্তকারীর একান্ত দরকার ঘটনা—উপকথা নয়, কিংবদন্তি নয়, গুজব নয়। এ-কেসটা সেদিক দিয়ে একেবারেই যাচ্ছেতাই।'

খুব খোলাখুলি এবং অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় কথাগুলো বলে গেল বন্ধুবর। স্টেপলটন কিন্তু তবুও খরখরে চোখে চেয়ে রইলেন তার পানে। তারপর ফিরলেন আমার দিকে।

'একে আমার বাড়ি নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু দেখে আঁতকে উঠতে পারে আমার বোন। আমার মনে হয় গায়ে কিছু চাপা দিয়ে রাখলে সকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।'

সেই ব্যবস্থাই হল। স্টেপলটনের সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যখ্যান করে হোমস আর আমি রওনা হলাম বাস্কারভিল হল অভিমুখে। একলাই বাড়ি ফিরে গেল প্রকৃতিবিদ। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, বিশাল বাদার ওপরে তার ধীর সঞ্চরমাণ মূর্তি, সেইসঙ্গে দেখলাম চন্দ্রকিরণ বিধৌত রুপোলি পাহাড়ের ঢালে একটা কালো ধ্যাবড়া দাগ— পলাতক কয়েদির নশ্বর দেহ।

'শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি টক্কর আরম্ভ হল', একত্রে বাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললে হোমস। 'লোকটার স্নায়ুর জোরটা দেখলে! ষড়যন্ত্র করে যাকে সরিয়েছে, সে যে আসল শিকার নয়— এটা চোখের সামনে দেখেও কীভাবে সামলে নিল নিজেকে! সাংঘাতিক এই মানসিক আঘাতে দেহমন পঙ্গু হয়ে যাওয়া উচিত— কিন্তু ওর কিছু হল? ওয়াটসন, লন্ডনেও বলেছি তোমায়, অবার বলছি এখানে— আমাদের ইস্পাত শক্তির সঙ্গে সমানে পাল্লা দেওয়ার মতো এহেন শত্রু জীবনে আর দেখিনি।'

'তোমাকে দেখে ফেলল, এইটাই যা দুঃখ।'

'আমারও দুঃখ হয়েছিল প্রথমটায়। কিন্তু এড়ানোর পথ আর ছিল না।'

'তুমি যে এখানে, ও তা জেনে ফেলেছে। এর ফলে ওর ষড়যন্ত্র কোন পথে চলবে বলে মনে হয় তোমার?'

'হয় আরও সতর্ক হবে, না হয় মরিয়ার মতো দুম করে কিছু একটা করে বসবে। অধিকাংশ অপরাধীর মতোই নিজের ওপর অত্যধিক আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভাববে হয়তো আমাদের বেবাক বোকা বানাতে পেরেছে।'

'এক্ষুনি গ্রেপ্তার করছি না কেন?'

'ভায়া ওয়াটসন, ঠুঁটো জগন্নাথ হওয়ার জন্যে সৃষ্টিকর্তা তোমায় গড়েননি। অদম্য প্রাণচাঞ্চল্য টগবগ করে ফুটছে তোমার মধ্যে— এ-জিনিস তোমার সহজাত। তর্কের খাতিরে ধরো আজ

রাতেই ওঁকে গ্রেপ্তার করে ফেললাম। কিন্তু সেটা করে কী লাভটা হবে বলতে পারো? ওঁর বিরুদ্ধে কিছুই আমরা প্রমাণ করতে পারব না। পুরো চক্রান্তটার এইটাই হল মহাশয়তানি— সুচতুর ধড়িবাজ! মানুষকে দিয়ে মানুষ মারার ষড়যন্ত্র করলে না হয় একটা প্রমাণ পাওয়া যেত— কিন্তু বিরাট একটা কুকুরকে কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে কুকুরের মালিকের গলায় তো আর ফাঁসির দড়ি গলাতে পারব না।'

'কিন্তু কেসটা তো খাড়া করে ফেলেছি।

'কেসের ছায়া পর্যন্ত খাড়া করতে পারিনি— শুধু অনুমান আর কল্পনা করেছি। প্রমাণহীন গল্প নিয়ে কোর্টে গেলে টিটকিরি মেরে তাড়িয়ে দেবে।'

'স্যার চার্লসের মৃত্যুটা তো মিথ্যে নয়।'

'মৃত অবস্থায় তাকে পাওয়া গেছে— কিন্তু সারাশরীরে কোনো দাগ পাওয়া যায়নি। তুমি আমি জানি নিদারুণ ভয়ে তার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হয়েছিল— ভয়টা কেন পেয়েছিলেন তাও জানি। কিন্তু বারোজন নিরেট জুরিকে তা বোঝাব কী করে বলতে পারো? হাউন্ডের কোনো চিহ্ন কি সেখানে ছিল? কোথায় তার ছুঁচোলো দাঁতের দাগ? মড়াকে হাউন্ড কামড়ায় না ঠিকই— স্যার চার্লসের নাগাল ধরার আগেই স্রেফ ভয়ে তিনি মারা গেছিলেন। কিন্তু এসব তো প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করবার অবস্থায় এখনও আমরা পৌঁছোইনি।'

'বেশ তো, আজ রাতেও কি পৌঁছোইনি?'

'না, আজ রাতেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটেনি! হাউন্ড, আর একটা মানুষের মৃত্যুর মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্কসূত্র এবারও নেই। দু-জনেই কেউই স্বচক্ষে দেখিনি হাউন্ডটাকে। শুধু ডাক শুনেছি; কিন্তু সে যে এই বেচারাকে তাড়া করেছিল, তা প্রমাণ করতে পারব না, মোটিভ একেবারেই নেই। না, ভায়া, না; এই মুহূর্তে কেস এখনও কাঁচা, এ-সত্য তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। কেসকে পাকা করার জন্যে যেকোনো ঝুঁকি নিয়েও আরও অপেক্ষা করতে হবে।'

'কী করবে বলে ঠিক করেছ?'

'পরিস্থিতিটা স্পষ্ট করে তুলতে পারে কেবল মিসেস লরা লায়ন্স— বিরাট ভরসা রয়েছে তার ওপর। এ ছাড়া আমার নিজস্ব একটা প্ল্যানও আছে। কালকের দিনটা অনেক খারাপের মধ্যে দিয়ে যাবে ঠিকই; কিন্তু আশা আছে দিন ফুরোনোর আগেই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনব।'

এর বেশি আর কিছু ওর কাছ থেকে বার করতে পারলাম না। বাস্কারভিল হল পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা চিন্তায় ডুবে রইল হোমস।

'ভেতরে আসবে নাকি?'

'আসব। আর লুকোছাপার কারণ দেখছি না। কিন্তু আমার শেষ কথাটা শুনে রাখো, ওয়াটসন। হাউন্ড সম্পর্কে কোনো কথা বলবে না স্যার হেনরিকে। সেলডেনের মৃত্যুর কারণটা স্টেপলটন যেমন বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন আমাদের, ওঁদের ভাবতে দাও সেইভাবে যদ্দূর মনে পড়ে রিপোর্টে তুমি লিখেছিলে, আগামীকাল স্টেপলটনদের বাড়িতে খেতে যাবেন স্যার হেনরি। তখনই অতি কঠোর পরীক্ষা হয়ে যাবে তাঁর স্নায়ুশক্তির— তার আগে আর পরীক্ষা নিতে যেয়ো না।'

'খেতে তো আমিও যাচ্ছি।'

'অছিলা করে ওঁকে একলাই পাঠাবে— তুমি যাবে না। এ-ব্যবস্থা হয়ে যাবে'খন। যাই হোক, দেরি অনেক হল; ডিনার না-পেলেও নৈশ-আহার পাওয়া যাবে।'

১৩। জাল বিস্তার

শার্লক হোমসকে দেখে স্যার হেনরি যতটা অবাক হলেন তার চাইতেও বেশি খুশি হলেন। কেননা, দিন কয়েক ধরে আশা করছিলেন সাম্প্রতিক ঘটনার আকর্ষণে লন্ডন থেকে আসবে হোমস। বন্ধুবরের সঙ্গে মালপত্র নেই এবং না-থাকার কোনো ব্যাখ্যাও নেই শুনে একটু ভুরু তুললেন। গোপনে সব বুঝিয়ে বললাম এবং একটু দেরি করে নৈশ আহারে বসে আমাদের অভিজ্ঞতার কিছু কিছু তাঁকে নিবেদন করলাম— ওঁর পক্ষে যতটুকু জানা দরকার, তার বেশি অবশ্য একটা অপ্রীতিকর কর্তব্য সারতে হল— ব্যারিমুর আর তার স্ত্রীকে ডেকে জানাতে হল সেলডেনের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ। ব্যারিমুরের কাছে খবরটা অপ্রশমিত স্বস্তিবোধের কারণ হলেও কেঁদে অ্যাপ্রন ভিজিয়ে ফেলল তার স্ত্রী। দুনিয়ার সামনে সেলডেন একটা জঘন্য হিংস্র পুরুষ ছাড়া কিছুই নয়— অর্ধ-পশু অর্ধ-দানবের সংমিশ্রণ। কিন্তু দিদির কাছে সে সেই ছোট্ট একগুঁয়ে খোকা— দিদির হাত জড়িয়ে ধরে বড়ো হয়ে ওঠা ছোট্ট দুষ্টু ভাইটি। যে-পুরুষের মৃত্যুতে শোক করার মতো একজন নারীরও অভাব হয়, তার মতো অভিশপ্ত অভাগা আর নেই।

ব্যারনেট বললেন, 'ওয়াটসন সকালে বেরিয়ে যাবার পর ঘরদোর মোছামুছি করছিলাম আমি। কথা রাখার জন্যে আমার কিন্তু বেশ খানিকটা কৃতিত্ব প্রাপ্য হয়েছে। একলা বেরোব না এ-কথা যদি আপনাদের না-দিতাম, সন্ধেটা আজকে ভালোই কাটত। কেননা স্টেপলটন খবর পাঠিয়েছিলেন ওঁদের ওখানে যাওয়ার জন্যে।'

শুষ্ক কণ্ঠে হোমস বললে, 'সন্ধেটা আরও ভালোভাবে যে কাটত, তাতে কোনো সন্দেহই নেই আমার। আপনার ঘাড় মটকানোর জন্যে আমরা শোক আর অনুতাপে জ্বলেপুড়ে মরছিলাম শুনলে নিশ্চয় খুশি হবেন না?'

চোখের পাতা পুরো খুলে গেল স্যার হেনরির, 'সে আবার কী?'

'বেচারা আপনার পোশাক পরে বেরিয়েছিল। পুলিশের ঝামেলায় পড়তে পারে আপনার চাকর। এ-পোশাক সে-ই তাকে দিয়েছিল।'

'তা নাও হতে পারে। যদ্দূর জানি, কোনো পোশাকেই চিহ্ন নেই।'

'তাহলে আপনার চাকরের কপাল ভালো— শুধু তাই নয়, আপনাদের সকলেরই। কেননা আপনারা প্রত্যেকেই এ-ব্যাপারে আইনবিরোধী কাজ করেছেন। ওয়াটসনের রিপোর্টের ভিত্তিতে দোষী আপনারা প্রত্যেকেই। বিবেকবান গোয়েন্দা হিসেবে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে গ্রেপ্তার করাটা আমার প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত।'

'কিন্তু কেস কদ্দূর এগোল?' শুধোন ব্যারনেট। 'জট ছাড়াতে পারবেন?' এখানে আসার পর আমি আর ওয়াটসন যে-তিমিরে ছিলাম, এখনও সেই তিমিরেই রয়েছি।'

'খুব বেশি আর দেরি হবে বলে মনে হয় না, তার আগেই পরিস্থিতি অনেকটা প্রাঞ্জল করতে পারব। ব্যাপারটা অসাধারণ জটিল, আর অত্যন্ত কঠিন। কতকগুলো বিষয়ে এখনও আলোকপাত প্রয়োজন— অবশ্য তার সূচনাও দেখা দিয়েছে!'

'ওয়াটসন নিশ্চয় জানিয়েছে আপনাকে— এর মধ্যে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছে। জলার বুকে হাউন্ডের ডাক আমরা দু-জনেই শুনেছি— কাজেই কিংবদন্তিটা একেবারেই অলীক বা নিছক কুসংস্কার মানতে পারছি না। পশ্চিমে থাকার সময়ে কুকুর নিয়ে কিছু কাজ করতে হয়েছিল আমাকে, ডাক শুনলেই ধরতে পারি। এ-কুকুরকে যদি ধরতে পারেন, মুখবন্ধনী পরিয়ে গলায় চেন দিয়ে বাঁধতে পারেন— তবেই বলব আপনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা।'

'সাহায্য যদি করেন তাহলে মুখবন্ধনী পরিয়ে গলায় চেন দিয়ে বাঁধতে পারব বলেই আমার মনে হয়।'

'যা বলবেন, তাই করব।'

'চমৎকার। আরও একটা কথা বলব। অন্ধের মতো যা বলব তাই করতে হবে; কথায় কথায় প্রশ্ন করলে চলবে না।'

'যা চাইবেন, তাই হবে।'

'যদি করতে পারেন, তাহলে জানবেন ছোট্ট এই সমস্যার সুরাহা শিগ্‌গিরই হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস—'

আচমকা কথা বন্ধ করে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে স্থির চোখে শূন্যে তাকাল হোমস। ল্যাম্পের আলো আছড়ে পড়ল মুখাবয়বে। দেখলাম, মুখের একটা পেশিও নড়ছে না। তন্ময় হয়ে রয়েছে চোখের চাহনি, ঠিক যেন একটা নিখুঁত খোদাই অত্যুৎকৃষ্ট প্রস্তরমূর্তি। মূর্তিমান প্রত্যাশা আর সতর্কতা।

'কী হল?' চেঁচিয়ে উঠলাম দু-জনেই।

চোখ নামাল হোমস। স্পষ্ট দেখলাম একটা আত্যন্তিক আবেগ চাপবার চেষ্টা করছে। মুখভাব সংযত, কিন্তু দুই চক্ষু কৌতুক তরলিত।

উলটোদিকের দেওয়ালে প্রলম্বিত সারি সারি প্রতিকৃতির দিকে হস্ত সঞ্চালন করে বললে, 'সমঝদারের প্রশংসা গ্রহণ করুন। আমি যে আর্টের খবর রাখি, ওয়াটসন তা মানতেই চায় না। তবে সেটা নিছক ঈর্ষা, কেননা, এ-ব্যাপারে দু-জনের মত দু-রকম, এ-ছবিগুলো কিন্তু সত্যিই উঁচুদরের।'

একটু অবাক হয়ে বন্ধুবরের পানে তাকিয়ে স্যার হেনরি বললেন, 'ভালো লাগল আপনার প্রশংসা। এসব জিনিস খুব একটা বুঝি এমন ভান করতে চাই না। ছবির চাইতে ঘোড়া বা কম বয়েসি বলদের কদরটা বুঝি বেশি। এসব জিনিসের জন্যেও সময় পান জানতাম না।'

'ভালো জিনিস দেখলে বুঝতে পারি— এখন যা দেখেছি, তা উঁচুদরেরই জিনিস বলতে পারি, ওদিকে নীল সিল্ক পরা ওই যে ভদ্রমহিলা, উনি নিশ্চয় নেলার[১]। মাথায় পরচুলা পরা এই যে মোটাসোটা ভদ্রলোক, ইনি নিশ্চয় রেনল্ডস[২]। সবই পারিবারিক প্রতিকৃতি, তাই না?'

'প্রত্যেকটা।'

'নাম জানেন?'

'ব্যারিমুর শিখিয়ে দিয়েছে, শিক্ষাটা রপ্তও করেছি মোটামুটি।'

'টেলিস্কোপ নিয়ে ওই ভদ্রলোক কে?'

'রিয়ার অ্যাডমিরাল বাস্কারভিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজে[৩] রোডনীতে[৪] মোতায়েন ছিলেন। নীল কোট পরে হাতে পাকানো কাগজ নিয়ে যিনি দাঁড়িয়ে, উনি স্যার উইলিয়াম বাস্কারভিল। পিট-এর[৫] অধীনস্থ হাউস অফ কমন্স[৬] কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান ছিলেন।

'আমার সামনে এই যে অশ্বারোহী সৈনিক— গায়ে কালো মখমল আর লেস— ইনি কে?'

'এঁর সম্পর্কে জানার অধিকার আপনার আছে। ইনিই যত নষ্টের মূল— বাস্কারভিলস হাউন্ডের শুরু যিনি করেছেন— বদমাইশ শিরোমণি হিউগো। এঁকে ভুলতে পারব বলে মনে হয় না।'

সাগ্রহে, সবিস্ময়ে স্থির চোখে চেয়ে রইলাম প্রতিকৃতির দিকে।

হোমস বললে, 'কী আশ্চর্য! দেখে তো খুব শান্ত, কুণ্ঠিত মানুষ বলে মনে হয়। চোখের মধ্যে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি খোদ শয়তান যেন ওত পেতে রয়েছে। আমি ভেবেছিলাম দুর্বৃত্ত ধরনের আরও বলিষ্ঠ চেহারা দেখব।'

'এটাই যে যথার্থ ছবি, সে-বিষয়ে ভুল নেই। নাম আর ১৬৪৭ তারিখটা পেছনের ক্যানভাসে লেখা রয়েছে।'

আর বেশি কথা বলল না হোমস। কিন্তু প্রাচীন রাজন্য প্রতিকৃতির প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছে দেখা গেল। সামনের ছবির দিকে চেয়ে থেকে শেষে করল নৈশ আহার। স্যার হেনরি নিজের ঘরে গেলে পর শুনলাম ওর চিন্তাধারার বৃত্তান্ত। শোবার ঘরের মোমবাতি হাতে নিয়ে আমাকে ফের নিয়ে গেল খাবার ঘরে এবং উঁচু করে তুলে ধরল দেওয়ালে প্রলম্বিত কালো মলিন ছবিটার সামনে।

'কিছু দেখতে পাচ্ছো?'

পাখির পালক গোঁজা চওড়া-কিনারা টুপির দিকে তাকালাম, কানের পাশে ঝোলা কোঁকড়া চুল; সাদা লেসের কলার দিয়ে ঘেরা সোজা, কঠিন মুখটি খুঁটিয়ে দেখলাম। পাশবিক মুখ মোটেই নয়, কিন্তু নিখুঁত, শক্ত, কঠোর দৃঢ়সংবদ্ধ পাতলা ঠোঁট। হিমশীতল অসহিষ্ণু চোখ।

'এইরকম দেখতে চেনো কাউকে?'

'চোয়ালটা অনেকটা স্যার হেনরির মতন।'

'হয়তো একটু আদল আছে। কিন্তু— দাঁড়াও!'

চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াল হোমস। বাঁ-হাতে ধরল আলো, ডান বাহু বেঁকিয়ে চাপা দিল চওড়া টুপি আর লম্বা কোঁকড়া চুল।

'আরে সর্বনাশ!' বললাম সবিস্ময়ে।

ক্যানভ্যাসের বুকে সহসা আবির্ভূত হয়েছে স্টেপলটনের মুখ।

'এই তো, দেখতে পেলে তাহলে। আমার হল ট্রেনিং-পাওয়া চোখ— মুখটাই দেখি, পারিপাট্য বাদ দিই। অপরাধ তদন্তকারীর 'পয়লা গুণটাই তো ছদ্মবেশ ফুঁড়ে দেখবার ক্ষমতা।'

'কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য আশ্চর্য ব্যাপার। ছবিটা ওঁর বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়।'

'হ্যাঁ, একেই বলে পূর্বপুরুষের ধারায় প্রত্যাগত বংশধর[৭]— আত্মিক ও শারীরিক দিক দিয়েই। এটা হল একটা কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত। শুধু পারিবারিক প্রতিকৃতি নিয়েই যদি

গবেষণা করা যায়, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস এসে যায়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোক বাস্কারভিল বংশের একজন।'

'শুধু তাই নয়— উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি দখলের চক্রান্তও চালাচ্ছেন।'

'ঠিক তাই। কালক্রমে ছবিটা চোখে পড়ায় একটা অত্যন্ত অবশ্যম্ভাবী সংযোগ সূত্রও হাতে এসে গেল। মিসিং লিঙ্ক এখন পরিষ্কার। ওয়াটসন ভদ্রলোক এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। কাল রাত শেষ হওয়ার আগেই জালে পড়বেন। প্রজাপতি বেচারারা যেভাবে ওঁর জালে আটকে পতপতিয়ে ছটফট করে, উনিও ছটফট করবেন আমাদের জালে। একটা আলপিন, একটা ছিপি, আর একটা কার্ড— ওকেও গেঁথে রেখে দেব আমাদের বেকার স্ট্রিটের সংগ্রহশালায়!'

ছবির সামনে থেকে হাসতে হাসতে ফিরে এল হোমস। এভাবে ওকে বড়ো একটা হাসতে দেখা যায় না। বিরল এই হাসি যখনই শুনেছি তখনই জেনেছি দিন ঘনিয়ে আসছে কারুর।

পরের দিন বেশ ভোরে শয্যাত্যাগ করলাম। কিন্তু দেখি হোমস উঠেছে আমারও আগে। আমি যখন পোশাক পরছি, ও তখন বাগানের পথ দিয়ে ফিরছে।

দু-হাত ঘষে কাজ-চনমনে হৃষ্টকণ্ঠে বললে, 'ওহে, আজ আর নিশ্বেস ফেলার সময় নেই। জাল পাতা হয়ে গেছে— টানা শুরু হল বলে। দিন ফুরোনোর আগেই জানা যাবে পাতলা-চোয়াল প্রকাণ্ড পাইক মাছ[৮] জালে পড়ল, না, জাল কেটে বেরিয়ে গেল।'

'বাদায় ঘুরে এলে নাকি?'

'সেলডেনের মৃত্যুর খবর গ্রিমপেন থেকে প্রিন্সটাউনে পাঠিয়ে দিলাম। তোমাদের কেউই ঝামেলায় পড়বে না। পরম বিশ্বাসী কার্টরাইটকেও খবর পাঠালাম। নইলে বেচারা ভেবে মরত। প্রভুভক্ত কুকুর যেমন প্রভুর কবর ছেড়ে নড়তে চায় না, ও বেচারিও তেমনি কুটিরের দরজার ছেড়ে আসত না— হা-হুতাশ করে মরত।'

'এরপর কী করবে?'

'স্যার হেনরির সঙ্গে দেখা করব। আরে, ওই তো উনি আসছেন?'

'গুডমর্নিং হোমস', বললেন বারনেট। 'আপনাকে এখন ঠিক সেনাধ্যক্ষের মতো মনে হচ্ছে— মুখ্য অফিসারকে ডেকে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করছেন যেন।'

'পরিস্থিতি এখন হুবহু তাই। ওয়াটসন অর্ডার চাইছেন।'

'সে তো আমিও চাইছি।'

উত্তম কথা। যদ্দুর জানি, আজ রাতে বন্ধুবর স্টেপলটনের বাড়িতে আপনার আহারের নেমন্তন্ন আছে।'

'আশা করি আপনিও আসবেন। ভাই-বোন দু-জনেই খুব অতিথিবৎসল। আপনাকে দেখে খুব খুশি হবে।'

'ওয়াটসন আর আমার কিন্তু লন্ডন না-গেলেই নয়।'

'লন্ডন যাবেন?'

'এই পরিস্থিতিতে আমার বিশ্বাস লন্ডনে থাকলেই আমরা বেশি কাজ করতে পারব।'

মুখটা লম্বা হয়ে গেল ব্যারনেটের। 'ভেবেছিলাম এ-ব্যাপারের শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখে যাবেন। একার পক্ষে বাস্কারভিল আর বাদা জায়গাটা খুব আনন্দের জায়গা নয়।

'ভায়া, আমার ওপর অটল আস্থা রাখুন— যা বলি ঠিক তাই করুন। বন্ধুদের বলবেন, আমাদের আসার ইচ্ছে ছিল, এলে খুবই আনন্দ পেতাম— কিন্তু জরুরি তলবে শহরে যেতে হয়েছে। খুব শিগ্‌গিরই ডেভনশায়ারে ফিরে আসার ইচ্ছে আছে। কথাগুলো গুছিয়ে বলতে ভুলবেন না নিশ্চয়ই?'

'নেহাতই যদি জোর করেন, তাহলে বলতে হবে।'

'বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া কিছু করার নেই।'

ব্যারনেটের মেঘাচ্ছন্ন ললাট দেখে বুঝলাম গভীর আঘাত পেয়েছেন। উনি ধরে নিয়েছেন আমরা ওঁকে ফেলে পালাচ্ছি।

বললেন শীতল কণ্ঠে, 'কখন যাবেন ঠিক করেছেন?'

'ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পরেই। কুমবে ট্রেসি স্টেশন থেকে যাব। ওয়াটসন যে আবার ফিরে আসবে তার গ্যারান্টি হিসেবে জিনিসপত্র রেখে যাবে। ওয়াটসন, স্টেপলটনকে একটা চিরকুট লিখে জানিয়ে দাও আসতে পারছ না।'

ব্যারনেট বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমারও লন্ডন যেতে মন চাইছে। আমি একা এখানে কেন পড়ে থাকব বলতে পারেন?'

'কারণ, আপনার কর্তব্য কেন্দ্র এইখানে। কারণ, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন যা বলব তাই শুনবেন এবং এখন আমি এইখানেই আপনাকে থাকতে বলছি।'

'ঠিক আছে, আমি থাকব।'

'আর একটা নির্দেশ। আমার ইচ্ছে আপনি মেরিপিট হাউসে গাড়ি নিয়ে যাবেন। পৌঁছেই ঘোড়ার গাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। ওঁদের জানিয়ে দেবেন, হেঁটে বাড়ি ফেরার ইচ্ছে আপনার।'

'বাদার ওপর দিয়ে হেঁটে আসব?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ঠিক এই কাজটাই আপনি আমাকে নিষেধ করেছেন বহুবার।'

'এবার আপনি নিরাপদে হাঁটতে পারেন। আপনার স্নায়ু আর সাহসের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা আছে বলেই এমন কথা বললাম— নইলে বলতাম না। কিন্তু হেঁটে আসাটা একান্তই দরকার।'

'বেশ, তাহলে হেঁটেই আসব।'

'প্রাণের মায়া থাকলে সোজা রাস্তা ছেড়ে বাদার অন্য রাস্তা ভুলেও মাড়াবেন না। সোজা রাস্তা একটাই— মেরিপিট হাউস থেকে গ্রিমপেন রোড, বাড়ি ফেরার স্বাভাবিক পথ।'

'যা বলছেন, ঠিক তাই করব।'

'চমৎকার। ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়ব ভাবছি। তাহলে লন্ডন পৌঁছে যাব বিকেল নাগাদ।'

গত রাতে হোমস স্টেপলটনকে বলেছিল বটে যে পরের দিন বিদায় নেবে এ-অঞ্চল থেকে। তা সত্ত্বেও ওর সফরসূচি শুনে বিস্মিত হলাম। আমাকেও যে সঙ্গে নিয়ে যাবে, এটা তখন মাথায়

আসেনি আমার। বিশেষ করে যে-সময়টা খুবই সংকটপূর্ণ বলে নিজেই বলেছে, ঠিক সেই সময়টাতেই দু-জনেরই এ-জায়গা ছেড়ে লম্বা দেওয়ার কারণ কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। মনে তিলমাত্র সংশয় না-রেখে অক্ষরে অক্ষরে হুকুম তামিল করা ছাড়া পথও নেই। তাই যথাসময়ে শুষ্কবদনে ক্ষুব্ধ বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে দু-ঘণ্টা পরে পৌঁছোলাম কুমবে ট্রেসি স্টেশনে। গাড়ি ফিরে গেল বাস্কারভিল হলে। প্ল্যাটফর্মে একটা ছেলেকে থাকতে দেখলাম।

'হুকুম আছে, স্যার?'

'কার্টরাইট, এই ট্রেনেই শহরে যাও। পৌঁছেই আমার নামে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে। বলবে, ভুল করে আমি পকেটবইটা ফেলে এসেছি। উনি খুঁজে পেলেই যেন রেজিস্টার্ড ডাকযোগে বেকার স্ট্রিটে পাঠিয়ে দেন।'

'ইয়েস, স্যার।'

'স্টেশন অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো আমার নামে চিঠিপত্র এসেছে কিনা।'

একটা টেলিগ্রাম নিয়ে ফিরে এল ছেলেটা। হোমস পড়ল। আমার হাতে দিল। টেলিগ্রামে লেখা আছে—

'তারবার্তা পেয়েছি। স্বাক্ষরহীন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা[৯] নিয়ে আসছি। পাঁচটা চল্লিশে পৌঁছোব'— লেসট্রেড।

'সকালে আমি একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম— এটা তার উত্তর। পেশাদার গোয়েন্দাদের মধ্যে ওকেই আমি সেরা বলে মনে করি— ওর সহযোগিতা হয়তো দরকার হতে পারে। ওয়াটসন, মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে দেখা করলে আমার বিশ্বাস সময়টা ভালোভাবে কেটে যাবে।'

ওর লড়াই-পরিকল্পনা একটু একটু করে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা যে সত্যিই ফিরে গেছি, এ-খবরটা স্টেপলটন ভাইবোনদের বিশ্বাস করাচ্ছে ব্যারনেটকে দিয়ে। আসলে কিন্তু আমরা থেকে যাচ্ছি। ঠিক যখন আমাদের দরকার হবে, তখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। লন্ডন-থেকে-পাওয়া টেলিগ্রামের কথাটা যদি স্যার হেনরি উল্লেখ করেন স্টেপলটন ভাইবোনকে, তাহলে সন্দেহের শেষ ছায়াটুকুও বিদায় নেবে ওদের মন থেকে। পাতলা-চোয়াল মিষ্টি জলের পাইক-মাছের চারপাশে আমাদের জাল যে এর মধ্যেই বেশ এঁটে বসেছে, এতক্ষণে তা টের পেলাম।

অফিসে ছিল মিসেস লরা লায়ন্স। খোলাখুলি আর সোজাসুজি কথা আরম্ভ করে দিল শার্লক হোমস। যৎপরোনাস্তি তাজ্জব হয়ে গেল ভদ্রমহিলা।

'স্বর্গত স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যুকালীন পরিস্থিতির তদন্ত করতে এসেছি আমি। এ-ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন এবং যা চেপে গেছেন— তা আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন আমাকে জানিয়েছে।'

'কী চেপে গেছি?' উদ্ধতভাবে বললে ভদ্রমহিলা।

'রাত দশটায় স্যার চার্লসকে ফটকে আসতে বলেছিলেন, আপনি স্বীকার করেছেন। আমরা জানি ঠিক ওই সময়ে ওই জায়গাতেই মারা গেছেন তিনি। এই দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্রটা আপনি চেপে গেছেন।'

'কোনো যোগসূত্রই নেই।'

'সেক্ষেত্র বলতে হবে কাকতালীয়টা বাস্তবিকই অসাধারণ। আমার কিন্তু বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত একটা যোগসূত্র আমরা বার করবই। মিসেস লায়ন্স আমি আপনার সঙ্গে অত্যন্ত খোলাখুলি কথা বলতে চাই। আমাদের চোখে স্যার চার্লসের মৃত্যুর ব্যাপার আসলে একটা খুনের কেস এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ যা পাওয়া গেছে তাতে আপনার বন্ধু মি. স্টেপলটনই শুধু দোষী প্রতিপন্ন হবেন না— তাঁর স্ত্রী-ও জড়িয়ে পড়বেন।'

তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ভদ্রমহিলা। বলল তীক্ষ্ণস্বরে, 'তাঁর স্ত্রী!'

'ঘটনাটা আর গোপন নেই। বোন বলে এতদিন যাকে চালিয়েছেন উনি, আসলে তিনি তাঁর স্ত্রী।'

ফের আসন গ্রহণ করেছে মিসেস লায়ন্স। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে চেয়ারের হাতল। লক্ষ করলাম, চাপের চোটে সাদা হয়ে গেছে গোলাপি নখ। ফের বললে, 'তাঁর স্ত্রী! তাঁর স্ত্রী! উনি তো বিবাহিত নন!'

কাঁধ ঝাঁকি দিল শার্লক হোমস।

'প্রমাণ করুন! প্রমাণ করুন! প্রমাণ যদি করতে পারেন তো'— বাকি কথাটা বলার দরকার হল না। দু-চোখের ভয়ংকর ঝলক দেখেই বোঝা গেল প্রমাণ করতে পারলে কী করবে ভদ্রমহিলা।

পকেট থেকে একগাদা কাগজ টেনে বার করতে করতে হোমস বলল, 'প্রমাণ করব বলে তৈরি হয়েই এসেছি। এই দেখুন একটা ফটো— চার বছর আগে ইয়র্কে তোলা হয়েছিল— স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। যদিও নাম লেখা রয়েছে 'মিস্টার এবং মিসেস ভ্যানডেলর', আপনি কিন্তু ওঁকে দেখলেই চিনবেন— মিসেসকেও চিনবেন, যদি স্বচক্ষে দেখে থাকেন। এই দেখুন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর লেখা তিনটে দৈহিক বিবরণ— মিস্টার এবং মিসেস ভ্যানডেলরকে দেখতে কীরকম, তিনজনেই লিখে জানিয়েছেন। তখন এঁরা সেন্ট অলিভার্স প্রাইভেট স্কুলে ছিলেন। পড়ে দেখুন শনাক্ত করতে পারছেন কিনা।'

চোখ বুলিয়ে নিল মিসেস লায়ন্স। তারপর মরিয়া মহিলার মতন দৃঢ়-সংবদ্ধ আড়ষ্ট মুখ তুলে চাইল আমাদের পানে।

বলল, 'আমার স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করলে আমাকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছে এই লোকটা। লোকটা ঠগ, শয়তান, বদমাশ— ডাহা মিথ্যে বলেছে আগাগোড়া। আজ পর্যন্ত একটা সত্যিও বলেনি। কিন্তু কেন?— কেন, ভেবেছিলাম যা কিছু হচ্ছে আমার ভালোর জন্যেই হচ্ছে। কিন্তু এখন দেখছি আমি ওর হাতের যন্ত্র বই আর কিছু না। আমি যার বিশ্বাসের পাত্রী নই, সেই-বা আমার বিশ্বাসের পাত্র হতে যাবে কেন? কেন আমি তাকে আড়াল করে রাখব তার কুকর্মের ফল ভোগ করা থেকে; যা খুশি জিজ্ঞেস করুন, কিচ্ছু গোপন করব না। একটা কথা শুধু বলে রাখি! বৃদ্ধ ভদ্রলোককে চিঠিখানা লেখবার সময়ে কল্পনাও করতে পারিনি তাঁর সর্বনাশ করতে যাচ্ছি— উনি যে আমার সত্যিকারের উপকারী বন্ধু ছিলেন।'

শার্লক হোমস বললে, 'ম্যাডাম, আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি। কিন্তু অন্তরালে কী ব্যাপার হয়ে চলেছে, তা সহজে বোঝাতে গেলে সব ঘটনা গোড়া থেকে বলা

দরকার। বস্তুগত ত্রুটি থাকলে শুধরে দেবেন। স্টেপলটনই এ-চিঠি পাঠানোর মতলব দিয়েছিল আপনাকে?'

'ও মুখে মুখে বলে গেছিল, আমি লিখে নিয়েছিলাম।'

'বিবাহবিচ্ছেদের মোকদ্দমার যা খরচ, স্যার চার্লসের কাছ থেকে তা পাওয়া যাবে— এই উদ্দেশ্যেই চিঠি লিখতে বলেছিলেন?'

'ঠিক কথা।'

'চিঠিখানা পাঠানোর পর ওই সময়ে আপনাকে যেতে নিরস্ত করেছিলেন?'

'বললে, তার আত্মসম্মানে লাগছে। অন্য ব্যক্তি টাকার জোগান দেবে তবে বিবাহবিচ্ছেদ হবে এবং আমাদের মিল হবে, এটা ভাবা যায় না। সে গরিব হতে পারে, কিন্তু শেষ কপর্দকটিও ব্যয় করবে মিলনের অন্তরায় দূর করার জন্যে।'

'ভদ্রলোকের চরিত্রে বেশ দৃঢ়তা আছে দেখা যাচ্ছে— নীতিতে অবিচলিত থাকেন। তারপর থেকে খবরের কাগজে মৃত্যুসংবাদ পড়া পর্যন্ত আর কিছু শোনেননি?'

'না'।

'স্যার চার্লসের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা যেন কাকপক্ষীও জানতে না-পারে— এই মর্মে হলফ করিয়ে নিয়েছিল আপনাকে?'

'হ্যাঁ। বললে, মৃত্যুটা অত্যন্ত রহস্যজনক। ঘটনাটা ফাঁস হয়ে গেলে পুলিশ নিশ্চয় আমাকে সন্দেহ করবে। দারুণ ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিল বলতে পারেন।'

'তা ঠিক। আপনি কিন্তু সন্দেহ করেছিলেন?'

দ্বিধায় পড়ল মিসেস লায়ন্স। চোখ নামিয়ে নিয়ে বললে, 'ওকে আমি চিনি। আমার ওপর যদি আস্থা রাখতে পারত, আমি তার মর্যাদা নিশ্চয় দিতাম।'

শার্লক হোমস বললে, 'মোটের ওপর আমার বিশ্বাস স্রেফ কপালজোরে আপনি বেঁচে গেছেন। ওঁকে আপনি কবজায় পেয়েছেন উনি তা জানতেন— তারপরেও যে বেঁচে আছেন এখনও এইটাই যথেষ্ট। মাস কয়েক খাড়া পাহাড়ের কিনারা দিয়ে হেঁটেছেন জানবেন— জীবন ঝুলছিল সুতোর ওপর। মিসেস লায়ন্স, এবার সুপ্রভাত জানিয়ে বিদায় নেব। খুব সম্ভব শিগ্গিরই ফের যোগাযোগ হবে।'

শহর থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন পৌঁছোনোর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে হোমস বললে, 'কেস ক্রমশ নিটোল হয়ে আসছে। একটার পর একটা বাধা সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। আধুনিক যুগে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর এবং অসাধারণ যত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, এ-কেস তার মধ্যে একটা। খুব শিগ্গিরই কেসটার একটা পরস্পর-সংযুক্ত একটানা বিবরণ শোনাবার পরিস্থিতিতে পৌঁছোব। অপরাধতত্ত্বের ছাত্ররা অনুরূপ অপরাধের সন্ধান পাবে ১৮৬৬ সালে অনুষ্ঠিত লিটল রাশিয়ার[১০] গ্রোডনো[১১] কেসে; নর্থ ক্যারোলিনার অ্যান্ডারসন হত্যাগুলোও[১২] প্রায় এইরকমই বটে, কিন্তু এ-কেসের একেবারেই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এখনও পর্যন্ত দেখো চতুর-চূড়ামণি এই লোকটার বিরুদ্ধে স্পষ্ট কোনো কেস খাড়া করা যায়নি। কিন্তু আজ রাতে শয্যাগ্রহণের আগেই যদি তা স্পষ্ট না হয়, তাহলে খুবই অবাক হব আমি।'

প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ফোঁস ফোঁস ঝন ঝন শব্দে এসে পৌঁছোল লন্ডন এক্সপ্রেস। প্রথম শ্রেণির

একটা কামরা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নামল ছোটোখাটো চেহারার বুলডগ টাইপের অতি-চটপটে একটা লোক। করমর্দন করলাম তিনজনে। শার্লক হোমসের প্রতি লেসট্রেডের সশ্রদ্ধ চাহনি দেখে বুঝলাম, প্রথম দিকে একত্র কাজের পর থেকে অনেক শিক্ষাই হয়েছে তার। প্রথম-প্রথম যুক্তিবাদীর অনুমিতি কী পরিমাণ অবজ্ঞা জাগ্রত করত হাতেকলমে কর্মীর অন্তরে, তা এখনও জ্বলজ্বল করছে আমার স্মৃতির পর্দায়।

'সুখবর আছে?' শুধোয় লেসট্রেড।

'বছরের সবচেয়ে বড়ো খবর আছে,' বললে হোমস। 'কাজে নামার আগে হাতে আছে দুটো ঘণ্টা। আমার মতে সময়টা খুব ভালোভাবে কাটবে যদি এই ফাঁকে ডিনার খাওয়ার পর্বটা সেরে নিই। লেসট্রেড, তারপর ডার্টমুরের খাঁটি নৈশ-বাতাস নিশ্বাসের সঙ্গে নিয়ে গলার মধ্যে থেকে লন্ডনের কুয়াশাটা ঠেলে বার করে দিয়ো। ডার্টমুরে যাওনি বুঝি কখনো? প্রথম দর্শনের স্মৃতি এ-জীবনে আর ভুলবে বলে মনে হয় না।'

১৪। বাস্কারভিলস হাউন্ড

শার্লক হোমসের একটা ত্রুটি আছে। জানি না আর কেউ একে ত্রুটি বলবেন কিনা। পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে সফল না-হওয়া পর্যন্ত সে-সম্বন্ধে তিলমাত্র আভাস দিতে নারাজ। এর জন্য কিছুটা দায়ী ওর কর্তৃত্বব্যঞ্জক প্রকৃতি— ধারেকাছে যারা থাকে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার আর তাদের চিত্তে চমক সৃষ্টি ওর স্বভাবের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। বাকিটা এসেছে ওর পেশাগত সতর্কতা থেকে— কোনো ফাঁক রাখতে সে রাজি নয়। ফলে সহযোগী আর অনুচরদের মনে চাপ পড়ে প্রচণ্ড— উৎকণ্ঠায় ছটফট করতে থাকে ভেতরটা। এহেন মানসিক অস্থিরতায় বহুবার ভুগেছি এর আগে— কিন্তু সেদিনের মতো নয়— অন্ধকারে গা ঢেকে গাড়িতে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার সময়ে আমার মনের অবস্থা ভাষায় বোঝাতে পারব না। সামনেই সুকঠিন পরীক্ষা— অগ্নিপরীক্ষাই বলা উচিত। শেষ চাল চালতে চলেছি। অথচ সে-বিষয়ে টুঁ শব্দটি করছে না হোমস। কীভাবে বাজিমাত করবে, কী করবে না-করবে তা মনে মনে আঁচ করা ছাড়া আর পথ দেখছি না। ঠান্ডা হিম বাতাস মুখে আছড়ে পড়তেই রোমাঞ্চিত হল প্রতিটি স্নায়ু— আসন্ন রোমাঞ্চর সম্ভাবনায় শিউরে উঠল প্রতিটি অণুপরমাণু। অন্ধকারে দু-পাশে জেগে উঠল সংকীর্ণ রাস্তার পর রাস্তা।— বুঝলাম এসে গেছে রহস্যাবৃত বাদা। কদম কদম ঘোড়া এগোচ্ছে, আমরাও কদম কদম এগোচ্ছি চূড়ান্ত অ্যাডভেঞ্চার অভিমুখে। চাকা ঘুরছে এবং প্রতিটি ঘূর্ণনের সঙ্গেসঙ্গে কাছে এগিয়ে আসছে অজ্ঞাত ভয়ংকর।

দু-চাকার খোলা ঘোড়ার গাড়িটা ভাড়া করা। চালক বসে থাকায় প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছি না। বাধ্য হয়ে সময় কাটাচ্ছি অকিঞ্চিৎকর কথাবার্তায়। অথচ তখন উৎকণ্ঠা, আবেগ আর আসন্ন সম্ভাবনার চিন্তায় টান টান হয়ে রয়েছে প্রতিটি স্নায়ু। ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের বাড়ি পেরিয়ে আসার পর যখন বুঝলাম বাস্কারভিল হল এসে গেছে এবং কর্মক্ষেত্র আর দূরে নেই— তখন কিছুটা রেহাই পেলাম অস্বাভাবিক এই সংযমের কবল থেকে। দরজা পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে আর গেলাম না, নেমে পড়লাম ইউ-বীথির গেটে। ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে

কুমবে ট্রেসি ফিরে যেতে হুকুম দিলাম গাড়োয়ানকে। তারপর পদব্রজে রওনা হলাম মেরিপিট হাউস অভিমুখে।

'লেসট্রেড, তুমি সশস্ত্র?'

হাসল খর্বকায় ডিটেকটিভ। 'ট্রাউজার্স যতক্ষণ আছে, ট্রাউজার্সে একটা হিপপকেটও আছে। হিপপকেট যতক্ষণ আছে, তার মধ্যে একটা বস্তুও আছে।

'ভালো! আমি আর আমার এই বন্ধুটিও জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি।'

'মি. হোমস, এ-ব্যাপারে অনেক, এগিয়ে গেছেন দেখছি। এখন কীসের খেলা খেলতে চলেছেন?'

'অপেক্ষা করার খেলা।'

'যাই বলুন, জায়গাটা খুব আহামরি নয়— প্রাণে পুলক জাগানোর মতো নয়,' গ্রিমপেন মায়ারের[১] ওপর জমে থাকা বিশাল কুয়াশা-সরোবর আর পাহাড়ের পর পাহাড়ের বিষাদকালো চালগুলোর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে বললে ডিটেকটিভ। 'সামনেই একটা বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে।'

'ওই হল মেরিপিট হাউস— আমাদের যাত্রাপথের শেষ। একটা অনুরোধ, পা টিপে টিপে হাঁটো, ফিসফিস করে কথা বলো— জোরে কথা একদম নয়।'

যেন বাড়ির দিকে যাচ্ছি, এইভাবেই হাঁটছিলাম রাস্তা বরাবর। কিন্তু শ-দুই গজ ব্যবধান থাকতেই হোমস দাঁড় করিয়ে দিল আমাদের।

বললে, 'এতেই হবে। ডান দিকের এই পাথরগুলো পর্দার মতো চমৎকার আড়াল করে রাখবে আমাদের।'

'অপেক্ষা করব?'

'হ্যাঁ, ওত পেতে, এইখানেই বসে থাকব। লেসট্রেড, এই ফাঁকটায় ঢুকে পড়ো। ওয়াটসন, তুমি তো বাড়ির ভেতরে গেছিলে, তাই না? ঘরগুলো কোথায় কীভাবে আছে বলতে পারো? এইদিকের জাফরি কাটা জানলাগুলো কীসের?'

'রান্নাঘরের জানলা মনে হচ্ছে।'

'তার ওদিকে ওই যে জানলাটা খুব ঝলমল করছে, ওটা কীসের?'

'নিশ্চয় খাবার ঘর।'

'খড়খড়ি তোলা রয়েছে। এখানকার জমি তোমার চেনা। গুঁড়ি মেরে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দেখে এসো কী করছে ওরা! কিন্তু খবরদার, ঘাপটি মেরে দেখছ এটা যেন টের না-পায়!'

পা টিপে টিপে গেলাম রাস্তা বেয়ে। মাথা-দাবানো ঘেরা ফলের বাগানের পাশ দিয়ে একটা পাঁচিল ঘেরা পুরো বাড়িটা। হেঁট হয়ে দাঁড়ালাম পাঁচিলটার পেছনে। ছায়ায় গা ঢেকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে এমন একটা জায়গায় দাঁড়ালাম যেখান থেকে পর্দাহীন জানলার মধ্যে দিয়ে সোজাসুজি ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়।

ঘরে রয়েছে দু-জন পুরুষ মানুষ— স্যার হেনরি এবং স্টেপলটন। গোলটেবিলের দু-পাশে বসে দু-জনে। দু-জনেরই মুখের পাশের দিক ফেরানো রয়েছে কফি আর সুরা। স্টেপলটন তড়বড় করে কথা বলে চলেছেন— প্রাণশক্তি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। স্যার হেনরি কিন্তু

ফ্যাকাশে এবং অন্যমনস্ক। অলক্ষুণে বাদার ওপর দিয়ে একলা হেঁটে যেতে হবে ভেবেই বোধ হয় মুষড়ে পড়েছেন।

কথা বলতে বলতে স্টেপলটন একবার উঠে দাঁড়ালেন। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। স্যার হেনরি ফের গেলাস ভরে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট টানতে ল্যাগলেন। দরজায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ শুনলাম। কাঁকরের ওপর বুটজুতোর কড়মড় আওয়াজ কানে ভেসে এল। আমি যে পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে আছি, সেই পাঁচিলের অন্যদিকে এগিয়ে গেল পায়ের আওয়াজ। মাথা তুলে দেখলাম, ফলের বাগানের কোণে একটা আউট-হাউসের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন প্রকৃতিবিদ। চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে একটা অদ্ভুত খড়মড় আওয়াজ শোনা গেল ভেতরে। মিনিট খানেক ভেতরে থেকেই ফের বেরিয়ে এলেন স্টেপলটন। দরজায় তালা দিলেন। আমার সামনে গিয়ে ঢুকলেন বাড়িতে। অতিথির সামনে গিয়ে বসবার পর গুঁড়ি মেরে ফিরে এসে সঙ্গীদের বললাম কী-কী দেখেছি।

বলা শেষ হলে হোমস জিজ্ঞেস করল, 'ভদ্রমহিলা ওখানে নেই বলছ?'

'না।'

'তাহলে উনি কোথায়? রান্নাঘর ছাড়া আর কোনো ঘরে তো আলো জ্বলছে না।

'আমার মাথায় আসছে না।'

আগেই বলেছি, সুবিশাল গ্রিমপেন পঙ্কভূমির ওপরে গাঢ়, সাদা কুয়াশা ভাসছিল। দেখা গেল ভাসতে ভাসতে কুয়াশাটা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত জমাট গাঢ়, সুস্পষ্ট প্রাচীরের মতোই তা মন্থর গতিতে অবিচলভাবে আসছে আমাদের দিকে। চাঁদের আলোয় বিরাট তুহিন ক্ষেত্রের মতো ঝকমক করছে ভাসমান কুয়াশা। কুয়াশা ফুঁড়ে মাথা তুলে রয়েছে দূরে দূরে কালো পাহাড়গুলোর এবড়োখেবড়ো শীর্ষদেশ। হোমসের মুখ ঘুরে গেল সেইদিকে এবং ধীরগতি আগুয়ান শ্বেত কুয়াশার পানে তাকিয়ে বললে অস্ফুট, অসহিষ্ণু কণ্ঠে :

'ওয়াটসন, এ যে দেখছি নড়ছে।'

'গুরুতর কিছু কি?'

'খুবই গুরুতর। আমার সমস্ত প্ল্যান ভন্ডুল করে দিতে পারে শুধু এই একটি জিনিস। ওঁর আসার সময় হয়েছে। এখনই তো দশটা বাজে। কুয়াশায় রাস্তা ঢেকে যাওয়ার আগেই যদি বেরিয়ে পড়েন, তবেই সফল হবে আমার প্ল্যান, প্রাণে বেঁচে যাবেন উনি।'

সুনির্মল নৈশ-আকাশ ঝকঝক করছে মাথার ওপর। তারাগুলো উজ্জ্বল এবং শীতল। কোমল, অনিশ্চিত প্রভায় সমগ্র দৃশ্যটা দীপ্যমান করে রেখেছে অর্ধ-চন্দ্র। সামনেই সুবৃহৎ অন্ধকারের পিণ্ডর মতো মেরিপিট হাউসের খাড়া খাড়া চিমনি আর করাতের দাঁতের মতো কাটা কাটা ছাদ স্পষ্ট হয়ে জেগে রয়েছে রুপোলি চুমকি বসানো আকাশের বুকে। ফলের বাগান আর জলার বুকে বিস্তৃত রয়েছে নীচু-নীচু জানলা থেকে বিচ্ছুরিত সোনালি আলোর চওড়া রশ্মিরেখা। একটা রশ্মিরেখা সহসা নিভে গেল। রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেল চাকরবাকর। একটাই ল্যাম্প কেবল জ্বলতে লাগল বসবার ঘরে— যে-ঘরে মুখোমুখি বসে সিগার টানছেন দুই পুরুষ মূর্তি— একজনের অন্তরে খুনের সংকল্প, তিনি গৃহস্বামী; আরেকজন জানেন না কী ঘটতে চলেছে, তিনি অতিথি। দু-জনেই মশগুল গল্পে।

বাদার অর্ধেক চাপা পড়ে গেছে সাদা পশমের মতো সুবিশাল কুয়াশা-প্রাচীরে। মিনিটে মিনিটে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে মহাকায় শ্বেতপিণ্ড। আলোকিত জানালার স্বর্ণাভক্ষেত্রে এর মধ্যেই হালকা পেঁজা তুলোর মতো সঞ্চয়মান কুয়াশা স্তবক দেখা দিয়েছে। ফলের বাগানের দূরস্থিত প্রাচীর এর মধ্যেই অদৃশ্য হয়েছে কুয়াশা যবনিকায়। কুণ্ডলী পাকানো শ্বেতবাষ্পের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন হি-হি করে কাঁপছে বৃক্ষসারি। মালার মতো বাড়ির দু-পাশ ঘিরে গাঢ় কুয়াশা গড়িয়ে এল সামনের দিকে এবং নিরেট নিশ্ছিদ্র প্রাচীরের মতো ফের এক হয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ছায়াচ্ছন্ন সমুদ্রে ভাসমান বিচিত্র জাহাজের মতো কেবল দেখা গেল মেরিপিট হাউসের ওপর তলা আর ছাদখানা। আতীব্র আবেগে সবলে পাথরের ওপর হাত ঠুকল হোমস, অসহিষ্ণুভাবে পদাঘাত করল মাটিতে।

'আর পনেরো মিনিটের মধ্যে না-বেরোলে রাস্তা ঢেকে যাবে। আধঘণ্টা পরে নিজেদের হাতই আর দেখতে পাব না।'

'পেছিয়ে গিয়ে উঁচু জমিতে দাঁড়ালে হয় না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই ভালো।'

কুয়াশা প্রাচীর যতই এগোয়, আমরাও ততই পেছোই। পেছোতে পেছোতে এসে গেলাম বাড়ি থেকে প্রায় আধ মাইলটাক দূরে। গাঢ় শ্বেত সমুদ্র কিন্তু তখনও এগোচ্ছে বিরামহীন মন্থর গতিতে— চাঁদের আলোয় রুপোর মতো ঝকঝক করছে কিনারা।

হোমস বললে, 'বড্ড দূরে চলে যাচ্ছি। আমাদের কাছে আসার আগেই ওঁর নাগাল ধরে ফেলুক, এটা আমি চাই না। কপালে যাই থাকুক, এ-জায়গা ছেড়ে আর নড়ছি না।' বলে, হাঁটু গেড়ে বসে কান পাতল জমিতে। 'জয় ভগবান, উনি আসছেন, পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।'

বাদার নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হল দ্রুত পদধ্বনিতে। পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে পলকহীন চোখে চেয়ে রইলাম সামনের রৌপ্য-শীর্ষ প্রাচীরের দিকে। পায়ের আওয়াজ আরও কাছে এল। ঠিক যেন পর্দার আড়াল থেকে কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন যাঁর জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকা। সুনির্মল, নক্ষত্রালোকিত আকাশের তলায় বেরিয়ে এসে বিস্মিত হলেন, চারপাশে চেয়ে দেখলেন। তারপর দ্রুত চরণে পথ বেয়ে এসে আমাদের খুব কাছ দিয়ে পেছনের দীর্ঘ ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলেন ওপরে। হাঁটতে হাঁটতে দু-কাঁধের ওপর দিয়ে ঘন ঘন তাকাতে লাগলেন পেছনে— কিছুতেই যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না।

'চুপ!' চাপা গলায় গর্জে উঠল হোমস, সঙ্গেসঙ্গে পিস্তলের ঘোড়া তোলার মৃদু কটাং আওয়াজ শুনলাম। 'সামনে তাকাও! আসছে, সে আসছে!'

মাটি কামড়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসা কুয়াশা-প্রাচীরের কেন্দ্রস্থল থেকে ভেসে এল একটা একটানা মচমচ, খসখস খড়খড় শব্দ— ক্ষীণ কিন্তু চটপটে, দ্রুত, তেজালো। পঞ্চাশ গজ দূরে এসে গেছে মেঘপুঞ্জ। আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে তিনজনেই চেয়ে রইলাম সেদিকে— না-জানি কী শরীরী বিভীষিকা উল্কাবেগে আবির্ভূত হবে ভেতর থেকে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম হোমসের কনুইয়ের কাছে, মুহূর্তের জন্যে তাকালাম ওর মুখের দিকে। ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে মুখ, অথচ বিজয়োল্লাসে দুই চক্ষু ঝকঝক করছে চাঁদের আলোয়। আচম্বিতে দুটো চোখই যেন আড়ষ্ট স্থির

চাহনি নিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল কোটরের মধ্যে থেকে— বিষম বিস্ময়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল দুই ঠোঁট। সেই মুহূর্তে বিকট গলায় ভয়ার্ত চিৎকার ছেড়ে লেসট্রেড উপুড় হয়ে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি। অবশ হাতে চেপে ধরলাম পিস্তল, মন কিন্তু পঙ্গু হয়ে গেল কুয়াশার ছায়া থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা ভয়াবহ আকৃতিটা দেখে। হাউন্ডই বটে, কয়লা-কালো অতিকায় হাউন্ড, কিন্তু মর-জগতের কোনো মানুষ এ-হাউন্ড আজও দেখেনি। গলগল করে আগুন ঠিকরে আসছে উন্মুক্ত মুখবিবর থেকে, ধূমায়িত জ্বলন্ত চাহনি লেলিহান হয়ে রয়েছে দুই চক্ষুতে; নাক-মুখ ঘাড়-গলকম্বল প্রকট হয়ে উঠেছে লকলকে অগ্নিশিখায়। কুয়াশা প্রাচীর ভেদ করে সেদিন যে কৃষ্ণকুটিল বন্য-বর্বর মুখ বিকট হাঁ করে তেড়ে এলে আমাদের দিকে, তার চাইতে হিংস্র, তার চাইতে রক্ত-জল-করা, তার চাইতে নারকীয় মুখের কল্পনা ঘোর উন্মত্ত মস্তিষ্কের বিকারগ্রস্ত দুঃস্বপ্নেও উদিত হয়নি আজ পর্যন্ত।

লম্বা লম্বা লাফ মেরে ঢাল বেয়ে আসছে কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড প্রাণীটা— বন্ধুটি যে-পথে গিয়েছে, ঠিক সেই পথে পদক্ষেপ অনুসরণ করে তীব্র বেগে খচমচ শব্দে এগিয়ে আসছে করাল আকৃতি। অলৌকিক এই প্রেতচ্ছায়া দর্শনে এমন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলাম যে পাশ দিয়ে তা সাঁৎ করে বেরিয়ে যাওয়ার পর ফিরে পেলাম স্নায়ুশক্তি। পরক্ষণেই যুগপৎ গুলিবর্ষণ করলাম আমি আর হোমস। বিকট শব্দে গর্জে উঠল প্রাণীটা— দীর্ঘ টানা আর্তনাদে শিউরে উঠল জলার নৈঃশব্দ্য— অন্তত একজনের গুলিও তাহলে লেগেছে। গুলি খেয়েও কিন্তু থামল না— নক্ষত্রবেগে প্রকাণ্ড লাফ মেরে ধেয়ে গেল সামনে। বহুদূরে রাস্তার ওপরে দেখতে পেলাম ঘুরে দাঁড়িয়েছেন স্যার হেনরি, চাঁদের আলোয় সাদা দেখাচ্ছে মুখখানা, নিঃসীম আতঙ্কে দু-হাত তুলে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অসহায়ভাবে শুধু দেখছেন মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন তেড়ে আসছে পেছন পেছন তাঁরই মাড়িয়ে আসা পথের ধুলোর ওপর দিয়ে।

হাউন্ডের যন্ত্রণা বিকৃত চিৎকারে কিন্তু আমাদের ভয় কেটে গিয়েছিল। যাকে আঘাত করা যায়, সে নিশ্চয় মর-জগতের প্রাণী এবং আহত যদি করে থাকি, বধও করতে পারব নিশ্চয়। সে-রাতে হোমস যেভাবে দৌড়ে গেল, সেভাবে কোনোদিন কাউকে দৌড়োতে দেখিনি। ক্ষিপ্রগতি বলে আমার সুনাম আছে। কিন্তু সেদিন আমি যেমন অক্লেশে পেছনে ফেলে এলাম খর্বকায় পেশাদার ডিটেকটিভকে, ঠিক তেমনি অক্লেশে আমাকে পেছনে ফেলে সামনে ধেয়ে গেল হোমস। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে শুনলাম সামনের রাস্তা থেকে স্যার হেনরির মুহুর্মুহু আর্তনাদ ভেসে আসছে, সেই সঙ্গে গুরুগম্ভীর চাপা গলায় গজরাচ্ছে হাউন্ডটা। আমি ঠিক সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম বলেই দেখতে পেলাম শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেলে গলায় দাঁত বসাতে যাচ্ছে জানোয়ারটা, পরমুহূর্তেই গর্জে উঠল হোমসের রিভলবার— পর-পর পাঁচটা গুলি প্রাণীটার পার্শ্বদেশে প্রবেশ করিয়ে শূন্য করে ফেলল পাঁচটা নল। তা সত্ত্বেও যন্ত্রণাকাতর শেষ দীর্ঘ বিলাপ-ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে প্রাণীটা কটাৎ শব্দে কামড় বসিয়ে দিল শূন্যে। পরক্ষণেই উলটে গড়িয়ে গেল মাটিতে। চার থাবা দিয়ে ভয়ানকভাবে বাতাস আঁচড়াতে আঁচড়াতে কাত হয়ে গেল দেহ। হাঁপাতে হাঁপাতে হেঁট হয়ে আমি রিভলবারের নল চেপে ধরলাম জানোয়ারটার বীভৎস ঝকমকে মাথায়— কিন্তু ঘোড়া টেপবার আর দরকার হল না। দানব হাউন্ডের মৃত্যু হয়েছে।

স্যার হেনরি যেখানে আছড়ে পড়েছিলেন, সেইখানেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। টান

মেরে কলার খুলে ফেললাম আমরা। পাঁজর খালি করা স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে ঈশ্বরের জয়গান করে উঠল হোমস— দেহের কোথাও আঁচড় নেই— মোটেই জখম হননি স্যার হেনরি— যথাসময়ে এসে পড়ে বাঁচাতে পেরেছি তাঁকে। এর মধ্যেই চোখের পাতা কাঁপতে শুরু করেছে বন্ধুর, নড়াচড়ার সামান্য চেষ্টাও করছেন। ব্যারনেটের দু-পাটি দাঁতের ফাঁকে লেসট্রেড ওর ব্র্যান্ডি-ফ্লাস্ক[২] গুঁজে ধরল। ভয়ার্ত চোখ মেলে স্যার হেনরি তাকালেন আমাদের দিকে।

বললেন ফিসফিস করে, 'হে ভগবান! এটা কী? দোহাই আপনাদের, বলুন এটা কী?'

'যাই হোক না কেন, এখন অক্কা পেয়েছে,' বললে হোমস। 'জন্মের মতো খতম করে দিয়েছি বাস্কারভিল ফ্যামিলির ভূতুড়ে হাউন্ডকে। ধরার ধুলোয় আর তার আবির্ভাব ঘটবে না।'

শুধু আকার আর দৈহিক শক্তির দিক দিয়েই এ এক ভয়ংকর প্রাণী। লম্বা হয়ে আমাদের সামনেই পড়ে আছে তার পিলে-চমকানো আকৃতি। খাঁটি ব্লাডহাউন্ড নয়, খাঁটি ম্যাসটিফও নয়। মনে হল দুইয়ের সংমিশ্রণ[৩]— ছোটো সিংহিনীর মতোই কৃশ, হিংস্র এবং বিরাট। মরণেও তার বিরাট চোয়াল থেকে যেন নীলচে আগুন চুঁয়ে চুঁয়ে ঝরে পড়ছে এবং কোটরে গাঁথা, ছোটো ছোটো ক্রূর চোখ ঘিরে অগ্নিবলয় লকলক করছে। জলন্ত নাক মুখে হাত বুলিয়ে নিজেই চমকে উঠলাম। আমার আঙুলেও ধূমায়িত আগুন দেখা গিয়েছে— দপদপ করে জ্বলছে অন্ধকারে।

বললাম, 'ফসফরাস[৪]।'

'ফসফরাস দিয়ে তৈরি একটা মলম— একেই বলে ধড়িবাজি,' মৃত প্রাণীটার গা শুঁকতে শুঁকতে বললে হোমস। 'নির্গন্ধ মলম। গন্ধ নেই বলেই গন্ধ শুঁকে পেছন ধাওয়া করার ক্ষমতায় বাগড়া পড়েনি। স্যার হেনরি, অ্যাপনাকে এই প্রচণ্ড ভয়ের মাঝে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে আমাদের ক্ষমা করবেন। আমি তৈরি ছিলাম একটা হাউন্ডের জন্যে— এ-রকম একটা প্রাণীর জন্যে নয়। তা ছাড়া, কুয়াশার জন্যে টক্কর নেওয়ার সময় পর্যন্ত পাইনি।'

'আমার জীবন রক্ষে করেছেন আপনি।'

'প্রথমে বিপন্ন করার পর। দাঁড়াবার মতো শক্তি পেয়েছেন?'

'আর এক ঢোক ব্র্যান্ডি দিন— তারপর যা বলবেন করব। এই তো এবার একটু ধরুন আমাকে। বলুন কী করতে চান?'

'আপনাকে এখানে রেখে যেতে চাই। আজ রাতে আর নতুন অ্যাডভেঞ্চারের মতন অবস্থায় আপনি নেই। এখানে যদি অপেক্ষা করেন, আমাদের যে কেউ একজন আপনার সঙ্গে বাস্কারভিল হল পর্যন্ত যাবে'খন।'

টলমলিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন স্যার হেনরি। কিন্তু মুখভাব তখনও বিকট বিবর্ণ, হাত-পা তখনও ঠকঠক করে কাঁপছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে একটা পাথরে বসিয়ে দিলাম। দু-হাতে মুখ গুঁজে বসে রইলেন তিনি। মুহুর্মুহু শিহরিত হতে লাগল প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

হোমস বললে, 'আপনাকে এখন এখানেই ছেড়ে যাব আমরা। কাজ এখনও বাকি— প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। কেস হাতের মুঠোয় এসে গেছে, লোকটাকে এবার চাই।'

দ্রুতপদে হাঁটতে হাঁটতে জের টেনে নিয়ে বললে, 'বাড়িতে ওঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা এখন খুবই কম। গুলির আওয়াজ শুনেই নিশ্চয় বুঝেছেন শেষ হয়েছে লীলাখেলা।'

'অনেক দূরে ছিলাম কিন্তু আমরা, তা ছাড়া কুয়াশাতেও আওয়াজ চাপা পড়ে যায়।'

'তুমি জেনে রেখো হাউন্ডের পেছন পেছন এসেছিলেন উনি কাজ ফুরোলেই ডেকে নেওয়ার জন্যে। না, না, এতক্ষণে পালিয়েছেন! তবুও বাড়ি তল্লাশ করে দেখতে হবে আছেন কিনা।'

দরজা দু-হাট করে খোলা ছিল। তেড়েমেড়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। বেগে এ-ঘর ও-ঘর দেখলাম। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল জরাকম্পিত এক বৃদ্ধ ভৃত্য। করিডরে দেখা হল তার সঙ্গে। খাবারঘর ছাড়া কোথাও আর আলো নেই। খপ করে ল্যাম্পটা তুলে নিল হোমস, বাড়ির কোনো অংশ দেখতে বাকি রাখল না। কিন্তু যার পেছনে ছুটে আসা, তার চিহ্ন দেখা গেল না কোথাও। ওপরতলায় উঠে দেখা গেল একটা শয়নকক্ষের দরজায় তালা দেওয়া।

চেঁচিয়ে উঠল লেসট্রেড, 'ঘরের মধ্যে কেউ আছে! নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। দরজা খুলুন!'

ভেতর থেকে একটা ক্ষীণ গোঙানি আর খসখস শব্দ ভেসে এল। পায়ের চেটো দিয়ে তালার ঠিক ওপরে সবলে লাথি মারল হোমস, দড়াম করে খুলে গেল পাল্লা। উদ্যত পিস্তল হাতে তিনজনেই বেগে ঢুকলাম ভেতরে।

কিন্তু উদ্ধত মরিয়া সেই মহাশয়তানের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেলাম না ঘরের মধ্যে। তার বদলে এমন একটা অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত বস্তু প্রত্যক্ষ করলাম যে তিনজনেই ক্ষণকাল বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম ফ্যালফ্যাল করে।

ঘরটা ছোটো মিউজিয়ামের উপযোগী করে সাজানো। দেওয়াল বোঝাই সারি সারি কাচের আধার ভরতি প্রজাপতি আর মথপোকার বিবিধ সংগ্রহ— বিপজ্জনক এবং জটিল চরিত্রের এই ব্যক্তির অবসর বিনোদনের যা উপাদান; ঘরের কেন্দ্রে একটা সিধে কাঠের বরগা— পোকায় খাওয়া সেকেলের ছাদের কড়িকাঠ ঠেস দিয়ে রাখার জন্যে কোনো এক সময়ে খাড়া করা হয়েছিল। এই খুঁটির সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা মূর্তি— অজস্র কাপড়ের ফেটি এবং বিছানার চাদর দিয়ে আপাদমস্তক বাঁধা থাকায় চেনা মুশকিল পুরুষ না নারী। গলার ওপর দিয়ে একটা তোয়ালে চেপে টেনে নিয়ে গিয়ে কষে বাঁধা হয়েছে খুঁটির পেছনে। আর একটা তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা মুখের নীচের দিক। তার ওপরে একজোড়া কৃষ্ণচক্ষু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আমাদের পানে— দুঃখ আর কষ্ট, লজ্জা আর অপমানের সঙ্গেসঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে একটা ভয়াবহ জিজ্ঞাসা প্রকট হয়ে রয়েছে চোখের ভাষায়। মুহূর্তের মধ্যে মুখ থেকে তোয়ালে খুলে সারাশরীরের বাঁধন খসিয়ে দিতেই আমাদের সামনে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লেন মিসেস স্টেপলটন। বুকের ওপর মাথা ঝুলে পড়তেই দেখলাম ঘাড়ের ওপর কশাঘাতের টকটকে লাল স্পষ্ট দাগ।

চিৎকার করে উঠল হোমস, 'জানোয়ার কোথাকার! লেসট্রেড, ব্র্যান্ডি-বোতল দাও! তুলে চেয়ারে বসিয়ে দাও! উৎপীড়ন আর ক্লান্তিতে জ্ঞান হারিয়েছেন দেখছি।'

চোখ মেললেন ভদ্রমহিলা। শুধোলেন, 'উনি নিরাপদ তো? পালিয়েছেন?'

'ম্যাডাম, আমাদের খপ্পর থেকে পালাতে উনি পারবেন না।'

'না, না, আমার স্বামীর কথা আমি বলছি না। স্যার হেনরি? নিরাপদ তো?'

'হ্যাঁ।'

'হাউন্ডটা?'

'মারা গেছে।'

পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস স্টেপলটন। 'ভগবান বাঁচিয়েছেন! ভগবান বাঁচিয়েছেন! উফ, কী শয়তান! দেখুন আমার কী অবস্থা করেছে!' বলে, বাহু বাড়িয়ে ধরলেন আস্তিনের মধ্যে থেকে। শিউরে উঠলাম দাগড়া দাগড়া কালসিটে আর বেতের দাগ দেখে! 'এ তো কিছুই নয়! আমার মনটাকেই যে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে, মনের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে, অপবিত্র করে দিয়েছে। সব সইতাম— জীবনভোর প্রতারণা, নির্জনে বসবাস, দুর্ব্যবহার— সমস্ত— যদি জানতাম সবার ওপরে আছে তার ভালোবাসা। শুধু এই আশা আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে পারতাম— কিন্তু এখন জেনেছি তাও মিথ্যে— তার কাছে আমি একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির টোপ, একটা যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।' বলতে বলতে আকুল আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

হোমস বললে, 'ম্যাডাম, তাঁর প্রতি আপনার কোনো সদিচ্ছা যখন নেই, তাহলে বলুন কোথায় গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে। কুকর্মে যদি কখনো তাঁর সহায় হয়ে থাকেন, তাহলে এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করুন— আমাদের সাহায্য করুন।'

'পালিয়ে সে একটা জায়গাতেই যেতে পারে। পঙ্কভূমির একদম মাঝে একটা দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপে একটা টিনের পুরোনো খনি আছে। হাউন্ড রাখত সেইখানে— পালিয়ে গিয়ে যাতে আশ্রয় নিতে পারে, তার ব্যবস্থাও করে রেখেছে সেখানে। এখন সে সেইখানেই গিয়েছে।'

সাদা পশমের মতো কুয়াশা প্রাচীর দুলছে জানলার সামনে। সেইদিকে ল্যাম্প তুলে ধরল হোমস।

বললে, 'দেখেছেন? আজ রাতে গ্রিমপেন পঙ্কভূমিতে পথ চিনে যেতে কেউ পারবে না।'

হেসে উঠে, হাততালি দিলেন মিসেস স্টেপলটন। ভীষণ উল্লাসে ঝিকমিক করে উঠল চোখ আর দাঁত।

বললেন সোল্লাসে, 'খুঁজে খুঁজে যেতে ঠিক পারবে— বেরোতে আর পারবে না। পথ চেনার কাঠিগুলো দেখতে পাবে না তো আজকের রাতে! পঙ্কভূমির মাঝ দিয়ে পথ চিনে যাওয়ার জন্যে ও আর আমি দু-জনে মিলে পুঁতেছিলাম সরু লম্বা কাঠির সারি। ইস! আজকেই যদি তুলে ফেলতাম! তাহলে ওকে কবজায় পেতেন অনায়াসে।'

বেশ বুঝলাম, কুয়াশা না-সরা পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করে কোনো লাভ নেই। তাই বাড়ি পাহারায় লেসট্রেডকে রেখে ব্যারনেটকে নিয়ে বাস্কারভিল হলে ফিরে এলাম আমি আর হোমস। স্টেপলটনের কাহিনি আর লুকোনো গেল না বটে, কিন্তু সে-আঘাত তিনি বুক বেঁধে সহ্য করলেন যখন শুনলেন তাঁর প্রণয়িনীর প্রকৃত কাহিনি। নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের নিদারুণ মানসিক আঘাত কিন্তু সহ্য করতে পারলেন না। স্নায়ু বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার দরুন সকাল হওয়ার আগেই দারুণ জ্বরে বিকারের ঘোরে আবোল তাবোল বকতে শুরু করলেন! চিকিৎসা শুরু করলেন ডক্টর মর্টিমার। নিয়তির লিখনে দু-জনকে একত্রে পৃথিবী ভ্রমণে বেরোতে হয়েছিল এরপর। দীর্ঘ এক বছর ভূমণ্ডল পর্যটনের পর আগের স্বাস্থ্য আর মন ফিরে পেয়ে অভিশপ্ত ভূসম্পত্তির ভার হাতে তুলে নিয়েছিলেন স্যার হেনরি বাস্কারভিল।

অত্যাশ্চর্য এই উপাখ্যানের উপসংহারে এবার দ্রুত পৌঁছোচ্ছি। সুদীর্ঘকাল যে কৃষ্ণকুটিল বিভীষিকা আর নামহীন ভয়ংকর আতঙ্ক ঘিরেছিল এবং যে ভয়-বিভীষিকার অবসান ঘটল শেষ

পর্যন্ত এইরকম শোচনীয়ভাবে— পাঠক-পাঠিকাকে তার ভাগ দেওয়ার চেষ্টা আমি করেছি। হাউন্ডের মৃত্যুর পরের দিন সকালে কুয়াশা বিদেয় হওয়ার পর মিসেস স্টেপলটন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন পঙ্কভূমির কেন্দ্রদেশে। যাওয়ার পথ ওঁরা স্বামী-স্ত্রী আবিষ্কার করেছিলেন। এখন স্ত্রীটি পরম আগ্রহে আর বিষম আনন্দে সেই পথ ধরেই নিয়ে গেলেন আমাদের পলাতক স্বামীর সন্ধানে। এই থেকেই উপলব্ধি করতে পারলাম কী নিদারুণ বিভীষিকার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন এই ভদ্রমহিলা। ক্রমশ সরু হয়ে একটা জমি ঢুকে গেছে দূর বিস্তৃত পঙ্কভূমির মধ্যে। জলাভূমির পচা উদ্ভিজ পদার্থে প্যাচপেচে শক্ত মাটির এই সরু অন্তরীপে গিয়ে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। অন্তরীপ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে কতকগুলো সরু লম্বা কাঠি এখানে সেখানে পোঁতা রয়েছে কাদার মধ্যে। অর্থাৎ পথটা আঁকাবাঁকাভাবে গিয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ নলখাগড়ার মাঝ দিয়ে। সবুজ গাঁজলা ভরতি পচা আগাছা আর নোংরা পাঁকের মধ্যে দিয়ে পথের সন্ধান পাবে না নতুন মানুষ। দেখেই শিউরে উঠবে। দুর্গন্ধযুক্ত নলবন এবং প্রচুর সরল এঁটেল মাটির মতো আঠালো জলজ উদ্ভিদ থেকে একটা পচা গন্ধ আর পুতিগন্ধময় ভারী বাষ্প এসে আছড়ে পড়ল আমার মুখে। পা ফসকে একাধিকবার উরু পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলেছি কালো পাঁকের মধ্যে, পায়ের তলায় কয়েক গজ জায়গা জুড়ে মৃদু কোমলভাবে তরঙ্গায়িত হয়েছে পাঁক— কেঁপে কেঁপে উঠেছে বারংবার। পাঁকের নাছোড়বান্দা কামড় থেকে পা তুলতে বেগ পেয়েছি প্রতি পদক্ষেপে, ডুবে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে অতল অঞ্চল থেকে যেন একটা সাংঘাতিক বৈরী হাত টেনে নামিয়ে নিতে চাইছে কুৎসিত তলদেশে। প্রতিবার পাঁকের খপ্পরে পা আটকে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে এই একই অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে অন্তরে— ক্রূর কুটিল অভিসন্ধি নিয়ে কে যেন আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে পাঁকের তলায়। বিপদসংকুল এ-পথে আমাদের আগে যে একজন গিয়েছে, তার প্রমাণ পেলাম একবারই। আঠালো কাদার মধ্যে থেকে তুলোঘাসের একটা পটি বেরিয়ে গিয়েছে— তার মধ্যে কালোমতো কী যেন একটা ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে। পথ থেকে সরে গিয়ে বস্তুটা ধরতে গিয়ে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলল হোমস এবং আমরা টেনে না বার করলে এ-জীবনে আর ওকে শক্ত ভূমিতে পা রাখতে হত না। একটা পুরোনো কালো বুট জুতো তুলে ধরল শূন্যে। ভেতরের চামড়ায় ছাপা রয়েছে একটা নাম— 'মেয়ার্স', টরোন্টো।'[৫]

বলল, 'কর্দম স্নানের উপযুক্ত জিনিসই বটে। এই সেই নিখোঁজ বুট— যা হারিয়েছিলেন আমাদের বন্ধু স্যার হেনরি।'

'পালানোর সময় ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছেন স্টেপলটন।'

'ঠিক ধরেছ। স্যার হেনরির পেছনে হাউন্ড লেলিয়ে দেওয়ার জন্যে হাতে রেখেছিলেন বুটটা— খেল খতম হয়েছে জেনে হাতে নিয়েই ছুটতে আরম্ভ করেন। এইখানে এসে ছুড়ে ফেলে দেন। এই পর্যন্ত নিরাপদে এসেছেন বেশ বোঝা যাচ্ছে।'

কিন্তু এর বেশি আর কিছু জানবার মতো ভাগ্য আমাদের ছিল না। কল্পনা অনেক কিছুই করা যেতে পারে, সঠিক কী হয়েছে বলা মুশকিল। জলার ওপর পায়ের ছাপ খুঁজে বার করার কোনো সম্ভাবনা নেই। সবসময়েই ভুরভুর করে কাদা উঠছে ওপরদিকে— পায়ের ছাপ নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে

দেখতে দেখতে। তা সত্ত্বেও বাদা পেরিয়ে শক্ত জমিতে পৌঁছোনোর পর সাগ্রহে পদচিহ্নের সন্ধান করলাম। কিন্তু ক্ষীণতম পায়ের ছাপও চোখে পড়ল না। মৃত্তিকার কাহিনি যদি সত্য বলে মেনে নিতে হয়, তাহলে বলব আগের রাতের কুয়াশা ঠেলে দ্বীপের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে আর পৌঁছতে পারেননি স্টেপলটন। সুবিশাল গ্রিমপেন পঙ্কভূমির বুকে কোথাও, প্রকাণ্ড বাদার নোংরা পঙ্কিল ক্লেদের মধ্যে তিনি তলিয়ে গিয়েছেন চিরতরে। শীতলচিত্ত নিষ্ঠুর-হৃদয় মানুষটির চিরন্তন কবর রচিত হয়েছে শীতল, নিতল পাঁকের রাজ্যে।

বাদা-বেষ্টিত দ্বীপে হিংস্র স্যাঙাতকে লুকিয়ে রাখার অনেক চিহ্নই অবশ্য পেলাম। প্রকাণ্ড একটা চাকা কল আর আবর্জনায় অর্ধেক ভরতি একটা পাতালকূপ দেখেই বোঝা গেল কোথায় ছিল পরিত্যক্ত টিনের খনি। পাশেই খনি শ্রমিকদের কুটিরগুলো প্রায় মাটিতে মিশে এসেছে। চারপাশের পচা পাঁকের দুর্গন্ধে তিষ্ঠোতে না-পেরে নিশ্চয় সটকান দিয়েছিল বেচারিরা। এইরকম একটা ভগ্ন প্রায় কুটিরের দেওয়ালে ইংরেজি 'ইউ'য়ের মতো একটা আংটা লাগানো। আংটা থেকে ঝুলছে একটা শেকল, সামনে পড়ে বেশ কিছু চিবিয়ে-গুঁড়ো-করা-হাড়। এইখানেই তাহলে থাকত জানোয়ারটা। জঞ্জালের মধ্যে পড়ে রয়েছে একটা কঙ্কাল— জট পাকানো বাদামি লোম লেগে রয়েছে কঙ্কালে।

'কুকুরের কঙ্কাল!' বলল হোমস। 'আরে সর্বনাশ! এ যে দেখছি কোঁকড়া চুলো স্প্যানিয়েল। আহারে! পোষা কুত্তাকে ইহজীবনে আর দেখতে পাবেন না মর্টিমার বেচারা। যাক গে, এ-জায়গায় আর কোনো গুপ্ত রহস্য নেই— সব রহস্যের তলা পর্যন্ত দেখা হয়ে গিয়েছে। হাউন্ডকে উনি লুকিয়ে রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু হাঁকডাক লুকোতে পারেননি। তাই রাতবিরেতে অমন রক্ত-জল-করা ডাক শোনা যেত— দিনের আলোতে শুনলেও গা ছমছম করে উঠত। জরুরি অবস্থায় মেরিপিটের আউট হাউসে রাখতে পারতেন ঠিকই, কিন্তু তাতে ঝুঁকি প্রচণ্ড। তাই চরম মুহূর্তের দিনে— মানে যেদিন ওঁর সর্বপ্রয়াসের অবসান ঘটতে চলেছে বলে মনে করতেন— সেইদিনই কেবল আউট হাউসে হাউন্ড রাখার সাহস তাঁর হত। টিনের কৌটোয় এই যে মলমটা, নিশ্চয় এই সেই আলোময় সংমিশ্রণ— জন্তুটার সারাগায়ে মুখে জাবড়া করে লাগিয়ে দিতেন। মতলবটা মাথায় এসেছিল দুটো কারণে। প্রথম, ফ্যামিলি নরক-কুকুরের কিংবদন্তি; দ্বিতীয়, বৃদ্ধ স্যার চার্লসকে ভয় পাইয়ে মেরে ফেলার অভিলাষ, অন্ধকারের বুক চিরে জলার ওপর দিয়ে এ-রকম একটা প্রাণীকে লম্বা লম্বা লাফ মেরে যদি পেছনে তাড়া করে আসতে দেখা যায়, প্রত্যেকেই প্রাণের ভয়ে বিকট চেঁচাতে চেঁচাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োয়— আমরাও দৌড়োতাম, স্যার হেনরিও দৌড়েছিলেন, মহাশয়তান কয়েদি বেচারাও দৌড়েছিল। অত্যন্ত সেয়ানা পদ্ধতি। শিকারকে কেবল যে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলার সম্ভাবনাই থাকছে, তা নয়। জলার বুকে এমন একটা প্রাণীকে চাষারা যদি দেখেও ফেলে— দেখেওছে অনেকে— খোঁজখবর নেওয়ার মতো বুকের পাটা কি থাকবে? ওয়াটসন, লন্ডনে তোমাকে একবার বলেছিলাম, আবার বলছি এখানে— হন্যে হয়ে যাঁর পেছনে ছুটে বেরিয়েছি এতদিন এবং যিনি ওই ওখানে কোথাও শুয়ে আছেন— তাঁর চাইতে বিপজ্জনক মানুষের পিছনে আজ পর্যন্ত আমাকে ধাওয়া করতে হয়নি।— বলে বাহু সঞ্চালন করে দেখাল নানাবর্ণের ছাপযুক্ত ধ্যাবড়া দূরবিস্তৃত পঙ্কভূমি— দূর হতে দূরে গিয়ে এক সময়ে যা মিশে গিয়েছে পাটবর্ণ তরঙ্গায়িত জলাভূমির সঙ্গে।

১৫। স্মৃতিমন্থন

নভেম্বরের শেষ। আর্দ্র; কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। বেকার স্ট্রিটের বসবার ঘরে জ্বলন্ত চুল্লির দু-পাশে বসে আমি আর হোমস। ডেভনশায়ের চূড়ান্ত শোচনীয় পরিণতির পর দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিল হোমস। প্রথম কেসে ননপ্যারিউ ক্লাবের বিখ্যাত তাস কেলেঙ্কারির[১] ব্যাপারে কর্নেল আপউডের বর্বরোচিত আচরণ ও ফাঁস করে দেয়। দ্বিতীয় কেসে খুনের দায় থেকে বাঁচিয়ে দেয় হতভাগিনী ম্যাডাম মঁপেসিয়ারকে। সৎ-মেয়ে ক্যারারকে নাকি তিনি খুন করেছিলেন বলে রটনা হয়েছিল। সবাই জানেন, ছ-মাস পরে তরুণী সৎ-কন্যাকে জীবন্ত এবং বিবাহিতা অবস্থায় দেখা গিয়েছিল নিউইয়র্কে। পর-পর কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ কেসে সাফল্য লাভ করায় বন্ধুবর খোশমেজাজে রয়েছে দেখে বাস্কারভিল রহস্যের আলোচনার জন্যে একটু উসকে দিলাম। আমি তো চিনি ওঁকে। একটা কেসকে কখনোই আর একটা কেসের ঘাড়ে চাপতে দেবে না। যুক্তিনিষ্ঠ পরিষ্কার মনকে কখনোই অতীত কেসের স্মৃতি দিয়ে ঘুলিয়ে দেবে না— বর্তমান কেস থেকে মনকে সরতে দেবে না। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি এতদিন। স্যার হেনরি আর ডক্টর মর্টিমার এখন লন্ডনে আছেন। স্যার হেনরির বিধ্বস্ত স্নায়ুকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে দীর্ঘ পর্যটনের সুপারিশ অনুযায়ী লন্ডনে এসেছেন দু-জনে— এখান থেকে শুরু হবে বিশ্বপর্যটন। ওই দিনই বিকেলে দেখা করে গেছেন ওঁরা আমাদের সঙ্গে— তাই এ-প্রসঙ্গে আলোচনা এখন খুবই স্বাভাবিক।

হোমস বলল, 'স্টেপলটন নামে যিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। গোড়া থেকেই তিনি সব কিছুই অত্যন্ত সোজাসুজি সরাসরি করে গেছেন। কিন্তু প্রথম দিকে আমরা তাঁর উদ্দেশ্য ধরতে পারিনি, ঘটনাগুলোও আংশিকভাবে জেনেছিলাম— ফলে আমাদের কাছে সব ব্যাপারটাই দারুণ জটিল মনে হয়েছে। মিসেস স্টেপলটনের সঙ্গে দু-বার কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছিল। পুরো কেসটা তারপর থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে এর মধ্যে আর কোনো গুপ্তরহস্য আছে বলে মনে হয় না আমার। এ-ব্যাপারে কিছু ঘটনা আমি টুকে রেখেছি আমার তদন্ত-তালিকার 'B' শীর্ষক সূচীপত্রে।'

'ঘটনাগুলো পরপর কীরকম ঘটেছিল মন থেকে যদি একটু বল তো ভালো হয়।'

'নিশ্চয় বলব, তবে সব ঘটনা মনে রাখতে পেরেছি, এমন গ্যারান্টি দিতে পারব না। অত্যন্ত নিবিড় মনঃসংযোগের ফলে অতীত ঘটনা অদ্ভুতভাবে মুছে যায় মন থেকে। নখদর্পণে সব ঘটনা রেখে যে-ব্যারিস্টার নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করে যেতে পারেন, দু-এক হপ্তা কোর্টে যাওয়ার পর দেখা যায় বেমালুম সেসব ভুলে গিয়েছেন। ঠিক সেইভাবে আমার মাথার মধ্যেও একটা কেস আর একটা কেসকে হটিয়ে দেয়। বাস্কারভিল রহস্যের স্মৃতিও ফিকে হয়ে এসেছে কুমারী ক্যারারের আবির্ভাবে। আগামীকাল হয়তো ছোটোখাটো নতুন সমস্যার আবির্ভাবে মানসপট থেকে হটে যেতে বাধ্য হবে সুন্দরী ফরাসি মহিলা এবং কুখ্যাত আপউড। হাউন্ড কেসের ব্যাপারে যা-যা ঘটেছিল বলবার চেষ্টা করব বটে, কিন্তু যদি দেখো কিছু ভুলে গেছি, ধরিয়ে দিয়ো।'

'আমার তদন্তের ফলে প্রশ্নাতীতভাবে একটা সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল— পারিবারিক প্রতিকৃতি কখনো মিথ্যে বলতে পারে না। লোকটা সত্যিই নিজেই একজন বাস্কারভিল। স্যার চার্লসের ছোটো ভাই রোজার বাস্কারভিল কুখ্যাতি মাথায় নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়েছিলেন।

শোনা যায় অবিবাহিত অবস্থায় সেখানে তিনি মারা যান। আসলে তিনি বিয়ে করেছিলেন, একটি ছেলেও হয়েছিল। এই লোকটি সেই ছেলে— আসল নামটা বাপের নামে। কোস্টা রিকা[২]-র ডাকসাইটে সুন্দরী বেরিল গারসিয়াকে ইনি বিয়ে করেন এবং বেশ কিছু ধন-অর্থ আত্মসাৎ করে নাম পালটে ভ্যানডেলর হন। তারপর পালিয়ে যান ইংলন্ডে। ইয়র্কশায়ারের[৩] পূর্বে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ ধরনের এই ব্যবসা পত্তনের একটা কারণ ছিল। দেশে ফেরার পথে একজন ক্ষয়রোগী শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হয়। এর দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে স্কুল ব্যাবসা দাঁড় করিয়ে ফেলেন। ফ্রেজার, মানে, ক্ষয়রোগী সেই শিক্ষক মারা যাওয়ার পর আস্তে আস্তে সুনাম হারিয়ে দুর্নামের পাঁকে ডুবে কুখ্যাতি অর্জন করে বসল স্কুল। ভ্যানডেলর দম্পতি দেখল আবার নাম পালটানোর দরকার হয়েছে। কাজেই ভ্যানডেলর হয়ে গেল স্টেপলটন। স্কুলের সম্পদ পকেটস্থ করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে এলেন দক্ষিণ ইংলন্ডে— সঙ্গে এল কীটবিদ্যার শখ। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে[৪] খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এ-বিদ্যার তিনি একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ। ইয়র্কশায়ারে থাকার সময় বিশেষ একটা মথ পোকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার জন্যে পাকাপোক্তভাবে 'ভ্যানডেলর' নামকরণ হয়েছে পোকাটার।

'তার জীবনের যে-অংশে আমাদের তীব্র কৌতূহল, এবার সেই জীবন নিয়ে কথা বলা যাক। তিনি যে যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, মূল্যবান একটা জমিদারির মালিক হওয়ার অন্তরায় মাত্র দু-টি জীবন। ডেভনশায়ারে গিয়ে যখন উঠলেন, তখন নিশ্চয় খুবই আবছা অবস্থায় ছিল পরিকল্পনাটা। তবে গোড়া থেকেই যে নষ্টামির প্ল্যান করেছেন, তার প্রমাণ স্ত্রীকে কাজে লাগানোর মতলবটা মাথায় ঘুর ঘুর করেছে তখন থেকেই। কিন্তু চক্রান্ত কীভাবে সাজাবেন, তখনও তা স্পষ্ট করে ভেবে উঠতে পারেননি। সব শেষে জমিদারিটা যেন হাতে আসে— এই তাঁর চরম লক্ষ্য। এবং এ-লক্ষ্যে পৌঁছতে যেকোনো ঝুঁকি নিতে বা যেকোনো ব্যক্তিকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে তিনি পেছপা ছিলেন না। এজন্যে প্রথমেই দু-টি কাজ করতে হল তাঁকে। একটি হল পূর্বপুরুষদের ভিটের যথাসম্ভব কাছে আস্তানা গেড়ে বসা। দ্বিতীয়টি স্যার চার্লস বাস্কারভিল এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি।

'ফ্যামিলি হাউন্ডের গল্প ব্যারনেট নিজেই শোনালেন স্টেপলটনকে এবং নিজের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করলেন। স্টেপলটন— এখনও এই নামেই ডাকব এঁকে— জানতেন বৃদ্ধের হার্টের অবস্থা সঙিন। আচমকা মানসিক ধাক্কায় মারাই যাবেন। এ-খবরটা জোগাড় করেছিলেন ডক্টর মর্টিমারের কাছ থেকে। এটাও শুনেছিলেন, যে স্যার চার্লস কুসংস্কারে বিশ্বাসী এবং ভয়ানক কিংবদন্তিটা গভীর দাগ কেটেছে তাঁর মনে। উর্বর মস্তিষ্কে সঙ্গেসঙ্গে গজিয়ে উঠল হত্যার পরিকল্পনা। এমনই অভিনব পরিকল্পনা যে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না— ব্যারনেট মরবেন, কিন্তু আসল খুনিকে কেউ ভুলেও সন্দেহ করতে পারবে না।

'পরিকল্পনা স্থির হয়ে যাওয়ার পর অত্যন্ত সুচারুভাবে তা সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হলেন স্টেপলটন। সাধারণ চক্রী একটা হিংস্র হাউন্ড লেলিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হত। ইনি কিন্তু কৃত্রিম পন্থায় জানোয়ারটাকে পৈশাচিক করে তুলেছেন এবং প্রতিভার চমক দেখিয়েছেন। লন্ডনের ফুলহ্যাম রোডে[৫] রস অ্যান্ড ম্যাঙ্গলস্-এর দোকান থেকে কুকুরটাকে কিনে নিয়ে যান উনি।

এর চাইতে হিংস্র আর শক্তিমান কুকুর ওদের কাছে আর ছিল না। নর্থ ডেভন লাইনে উনি কুকুর নিয়ে যান এবং বাদার ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে বাড়ি পৌঁছোন— ফলে কোনোরকম উত্তেজিত মন্তব্য শোনা যায়নি। পোকামাকড়ের খোঁজে বেরিয়ে গ্রিমপেন পঙ্কভূমির মাঝ দিয়ে যাওয়ার পথ উনি আগেই বার করে ফিলেছিলেন— প্রাণীটাকে নিরাপদে লুকিয়ে রাখার মতো জায়গার অভাবও তাই ঘটল না। নিরালা দুর্গম সেই দ্বীপে কুকুরশালা বানিয়ে ওত পেতে রইলেন সুযোগের প্রতীক্ষায়।

কিন্তু বেশ সময় লাগল। কোনো প্রলোভনেই রাত্রে বাড়ির বাইরে বার করা গেল না বৃদ্ধকে। বেশ কয়েকবার হাউন্ড নিয়ে চারপাশে টহল দিলেন স্টেপলটন, কিন্তু কাজ হল না। এহেন নিষ্ফল অন্বেষণের সময়ে তাঁকে, তার চাইতে বরং বলা যাক তাঁর স্যাঙাতটাকে, কয়েকজন চাষা দেখে ফেলে। দানব কুকুরের কিংবদন্তি যে তাহলে নিছক অলীক নয়, এরপর থেকেই তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। উনি আশা করেছিলেন, স্ত্রীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে স্যার চার্লসকে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে আসবে। কিন্তু প্রত্যাশিতভাবে এই একটি ব্যাপারে বেঁকে বসলেন গৃহিণী— নিজের মতে শক্ত রইলেন। ভাবাবেগে জড়িয়ে একজন বৃদ্ধকে শত্রুর জালে টেনে আনতে তিনি নারাজ। ভয় দেখিয়ে এমনকী চড়চাপড় ঘুসি মেরেও টলানো গেল না ভদ্রমহিলাকে। এ-ব্যাপারে কোনো সাহায্যই তিনি করবেন না। সাময়িকভাবে অচলাবস্থায় পড়লেন স্টেপলটন।

'সুরাহা পাওয়া গেল স্যার চার্লসেরই দেওয়া সুযোগের মধ্যে থেকে। হতভাগিনী মিসেস লরা লায়ন্সের ক্ষেত্রে স্টেপলটনের হাত দিয়েই দান-ধ্যান করতেন স্যার চার্লস। বৃদ্ধের সঙ্গে খুবই বন্ধুত্ব জমিয়ে নিয়েছিলেন স্টেপলটন। মিসেস লায়ন্সের কাছে নিজেকে অবিবাহিত হিসেবে হাজির করেছিলেন। কথা দিয়েছিলেন যদি স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারেন, তাহলে তাকে বিয়ে করবেন। মিসেস লায়ন্সকে এইভাবেই একেবারে মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেন স্টেপলটন। চক্রান্ত হঠাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোল যখন শুনলেন ডক্টর মর্টিমারের এহেন পরামর্শ অনুযায়ী বাস্কারভিল হল ছেড়ে যাচ্ছেন স্যার চার্লস। ডক্টর মর্টিমারের এহেন পরামর্শে সায় দেওয়ার ভান করে গেলেন স্টেপলটন। আর দেরি করা যায় না, শিকার নাগালের বাইরে চলে যেতে বসেছে— যা করবার এখুনি করতে হবে। তাই চাপ দিয়ে মিসেস লায়ন্সকে দিয়ে একখানা চিঠি লেখালেন স্যার চার্লসকে— লন্ডন যাওয়ার আগের রাতে দেখা করার প্রার্থনা জানালেন কাকুতি-মিনতি করে। তারপর অবশ্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ভদ্রমহিলার যাওয়া বন্ধ করলেন। বলাবাহুল্য যুক্তিটা সংগত মনে হলেও সত্য নয়। যাই হোক, এতদিন যে-সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন, এবার তা পাওয়া গেল।'

'ঠিক সময়ের আগেই গাড়ি নিয়ে চলে এলেন কুমবে ট্রেসি থেকে, হাউন্ডের ডেরায় পৌঁছোলেন, গায়ে সেই নারকীয় রং লাগালেন। হাঁটিয়ে নিয়ে এসে ফটকের অদূরে দাঁড়ালেন। এই গেটেই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বৃদ্ধ স্যার চার্লসের। প্রভুর উসকানি পেয়ে প্রচণ্ড খেপে গিয়ে এক লাফে খাটো গেট পেরিয়ে এল কুকুরটা এবং তাড়া করল ভাগ্যহীন ব্যারনেটকে— উনি তখন আর্ত চিৎকার করতে করতে দৌড়োচ্ছেন ইউ-বীথি বরাবর। ওইরকম একটা বিষাদাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গপথে লকলকে আগুন ঘেরা চোয়াল আর জ্বলন্ত চোখ নিয়ে অতিকায় কালো একটা প্রাণী যদি লম্বা লম্বা লাফ মেরে পেছনে তেড়ে আসে— তাহলে ভয় পাবারই কথা। ভয়াবহ দৃশ্য সন্দেহ নেই। হৃদরোগ

আর আতঙ্কের দরুন বেশিদূর যেতে হল না স্যার চার্লসকে, ইউ-বীথির প্রান্তে প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। উনি দৌড়েছিলেন রাস্তা বরাবর, হাউন্ড দৌড়েছিল ঘাসের পটি বরাবর। তাই স্যার চার্লসের পায়ের ছাপ ছাড়া আর কোনো পায়ের ছাপ দেখা যায়নি। শিকারকে চুপচাপ পড়ে থাকতে দেখে সম্ভবত ওকে দেখার জন্যে কাছে গিয়েছিল প্রাণীটা, কিন্তু মারা গিয়েছেন দেখে ফের ফিরে যায়। এই সময়ে মাটিতে তার থাবার ছাপ পড়ে— ডক্টর মর্টিমার স্বচক্ষে তা দেখেন। স্টেপলটন ডেকে নিলেন হাউন্ডকে, নিয়ে গেলেন গ্রিমপেন পঙ্কভূমির আস্তানায়। আশ্চর্য এই রহস্যের কিনারা করতে না-পেরে মাথা ঘুরে গেল কর্তাদের, ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল স্থানীয় বাসিন্দাদের। শেষ পর্যন্ত কেসটা এসে পৌঁছোল আমাদের তদন্তের আওতায়।

'এই হল গিয়ে স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যুর বিবরণ। শয়তানি সেয়ানাপনাটা নিশ্চয় লক্ষ করেছ। আসল খুনির বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করানো সত্যিই অসম্ভব। দোসর ওঁর একজনই[৬]— যে কখনোই ওঁকে ধরিয়ে দেবে না। পদ্ধতিটা কিম্ভূতকিমাকার আর অকল্পনীয় বলেই বেশি কার্যকর। এ-কেসে জড়িত দু-জন মহিলাই তীব্র সন্দেহ করে এসেছেন স্টেপলটনকে। মিসেস স্টেপলটনই জানতেন বৃদ্ধকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে স্বামীরত্ন— হাউন্ডের অস্তিত্বও তিনি জানতেন। মিসেস লায়ন্স এসব কিছুই জানতেন না বটে, কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হওয়ার পরে ঠিক ওই সময়ে স্যার চার্লসের অস্বাভাবিক মৃত্যু তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক করে— অ্যাপয়েন্টমেন্টের খবর স্টেপলটন ছাড়া আর কেউ জানতেন না। কিন্তু দুই মহিলাকে একেবারে কবজা করে রেখেছিলেন স্টেপলটন— দু-জনের কারোর দিক থেকেই আশঙ্কার কারণ ছিল না। ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে— এখন বাকি আরও কঠিন পর্বটুকু।

'এমনও হতে পারে কানাডায় একজন উত্তরাধিকারী রয়ে গেছেন, স্টেপলটন তা জানতেন না। না-জানলেও খবরটা অচিরেই তিনি জেনে গেলেন ডক্টর মর্টিমারের মুখে— স্যার হেনরি বাস্কারভিল কবে কখন আসছেন, সে-খবরও সংগ্রহ করলেন ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে। স্টেপলটনের প্রথম মতলব ছিল কানাডা-প্রত্যাগত এই তরুণ আগন্তুককে লন্ডনেই খতম করে দেওয়া— ডেভনশায়ারে পা দেওয়ার আগেই। স্যার চার্লসকে ফাঁদে ফেলতে চায়নি বলে স্ত্রীকে আর বিশ্বাস করতেন না। বেশিদিন চোখের আড়ালেও রাখতে ভরসা পেতেন না— পাছে কবজির বাইরে চলে যায় এই কারণে স্ত্রীকে নিয়ে এলেন লন্ডনে। খবর নিয়ে জেনেছি ওঁরা উঠেছিলেন ক্র্যাভেন স্ট্রিটের[৭] মেক্সবরো প্রাইভেট হোটেলে। আমার চর কিন্তু এ-হোটেলেও খোঁজ নিয়েছিল। হোটেলের একটা ঘরে স্ত্রীকে আটকে রেখে নিজে গালে দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশ ধরে ডক্টর মর্টিমারকে অনুসরণ করে বেকার স্ট্রিট পর্যন্ত গিয়েছিলেন, পরে স্টেশনে গিয়েছিলেন, তারপর নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে গিয়েছিলেন। স্বামীর বদমতলবের কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন স্ত্রী। কিন্তু যমের মতো ভয় পেতেন তাঁকে— ভয়টা পাশবিক উৎপীড়নের। সেই ভয়েই বিপদাপন্ন মানুষটিকে চিঠি লিখেও হুঁশিয়ার করতে সাহসে কুলোয়নি। চিঠি যদি স্টেপলটনের হাতে পড়ে, তাহলে ওঁর নিজের প্রাণ নিয়েই টানাটানি পড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত আমরা জানি কীভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে খবরের কাগজ থেকে শব্দ কেটে নিয়ে পত্ররচনা করেছিলেন এবং হস্তাক্ষর গোপন করে ঠিকানাটা লিখেছিলেন! চিঠি পৌঁছোয় ব্যারনেটের হাতে এবং আসন্ন বিপদের প্রথম সতর্কবাণী তিনি পান।

'স্টেপলটন দেখলেন, স্যার হেনরির ব্যবহার করা ধড়াচূড়ার কোনো একটা বস্তু না-জোগাড় করলেই নয়। শেষ পর্যন্ত যদি কুকুরটাকেই ব্যবহার করতে হয়, গন্ধ শুকিয়ে পেছনে লেলিয়ে দেওয়ার জন্যে চাই এমন একটা জিনিস। ক্ষিপ্রতা আর স্পর্ধা ওঁর চরিত্রে দুটো বড়ো বৈশিষ্ট্য। ফলে কাজ আরম্ভ করে দিলেন তৎক্ষণাৎ। হোটেলের জুতো পরিষ্কার করে যে-ছোকরা অথবা বিছানা পেতে দেয় যে ঝি-টি— এদের কাউকে মোটা ঘুস দিয়ে নিশ্চয় কাজ উদ্ধার করেন স্টেপলটন। কপালক্রমে প্রথমে যে-বুটটা পেলেন, তা আনকোরা নতুন— কাজে লাগবে না। তাই নতুন বুট ফেরত দিয়ে তার বদলে জোগাড় করলেন পুরোনো বুট। ঘটনাটা চোখ খুলে দিল আমার। স্পষ্ট বুঝলাম, আসল হাউন্ডের সঙ্গেই লড়তে হবে আমাদের। নতুন বুটের প্রতি এত ঔদাসীন্য এবং পুরোনো বুটের জন্যে উদ্‌বেগের এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা হয় না। ঘটনা যত বিচিত্র আর কিম্ভূতকিমাকার হবে, ততই জানবে তা সাবধানে পরীক্ষা করা দরকার। যে-বিষয়টা সবচেয়ে জট পাকাচ্ছে বলে মনে হবে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে তা ঠিকমতো বিচার করলে দেখবে জট-ছাড়ানোর পক্ষে সেটাই সবচেয়ে মোক্ষম বিষয়।

'পরের দিন সকালে বন্ধুরা এলেন আমাদের এখানে— পেছন পেছন ছায়ার মতো কিন্তু গাড়ি নিয়ে লেগে রয়েছেন স্টেপলটন। আমাদের এই বাড়ির হদিশ তিনি জানেন, আমাকে দেখলেই তিনি চিনতে পারেন এবং তাঁর নিজের কাজকর্মও সুবিধের নয়— এই তিনটে বিষয় থেকে অনায়াসেই ধরে নিতে পারি বাস্কারভিল হলের অপরাধটাই তাঁর অপরাধ জীবনের একমাত্র কুকীর্তি নয়। ইঙ্গিতপূর্ণ কতকগুলি ঘটনা বলছি শোনো। গত তিন বছরে পশ্চিম ইংলন্ডে চারটে বড়ো রকমের চুরির কোনো কিনারা আজও হয়নি। গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে সর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে চোর। চোর ধরা পড়েনি। শেষ চুরিটা ঘটে মে মাসে ফোকস্টোন কোর্টে। ঘটনাটা চাঞ্চল্যকর আরও একটা কারণে। ছোকরা চাকর হঠাৎ ঢুকে পড়ে চমকে দিয়েছিল চোরকে। চোর একবার এসেছিল, মুখে মুখোশ ছিল। খুব ঠান্ডা মাথায় ছোকরাকে গুলি করেছিল চোর। আমার বিশ্বাস সঞ্চিত ধন যখনই ফুরিয়ে এসেছে, এইভাবেই তা নতুন করে পূরণ করে নিয়েছেন স্টেপলটন। বহু বছর ধরেই উনি বিপজ্জনক এবং বেপরোয়া।

'আমাদের হাত ফসকে যেদিন পালালেন, সেদিনই ওঁর আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধির নমুনা আমরা দেখেছি। ধৃষ্টতা যে কতখানি, সে-প্রমাণও পেয়েছি গাড়োয়ানের মারফত আমারই নাম আমার কাছে পাঠানোর ব্যাপারে। সেই মুহূর্ত থেকেই উনি বুঝেছিলেন, লন্ডনে কেসটা গ্রহণ করেছি আমি। কাজেই এখানে আর সুবিধে হবে না তাই ডার্টমুরে ফিরে গিয়ে ওত পেতে রইলেন ব্যারনেটের জন্যে।'

'এক মিনিট!' বললাম আমি। 'পর পর বললে ঠিকই, একটা বিষয় কিন্তু খোলসা করলে না। মনিব যখন লন্ডনে, হাউন্ডকে তখন কে দেখত?'

'এ-ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেছি আমি। সত্যিই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্টেপলটনের যে একজন দোসর ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরো বিশ্বাস করেনি তাকে। ষড়যন্ত্রে আদ্যোপান্ত বললে পাছে তার খপ্পরে পড়তে হয়, তাই সব কথা বলেননি। মেরিপিট হাউসে একজন বৃদ্ধ ভৃত্য ছিল। নাম তার অ্যান্টনি। লোকটার সঙ্গে স্টেপলটনদের সম্পর্ক অনেক

দিনের — স্কুলজীবন পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে জেনেছি অ্যান্টনি তখনও ওঁদের সঙ্গে ছিল। তার মানে, মনিব আর মনিবানি যে আসল স্বামী স্ত্রী— অ্যান্টনি তা জানত। লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে— দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। নামটা কিন্তু লক্ষ করার মতো। অ্যান্টনি নাম ইংলন্ডে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু স্পেন বা স্পেনীয় অ্যামেরিকান অঞ্চলে অ্যানটোনিও নামটা আকছার শোনা যায়। মিসেস স্টেপলটনের মতো সে-ও দিব্যি ইংরেজি বলত— কিন্তু অদ্ভুত রকমের আধো-আধো উচ্চারণে। গ্রিমপেন পঙ্কভূমির মাঝখান দিয়ে যে-রাস্তায় চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন স্টেপলটন, নিজের চোখে দেখেছি, সেই রাস্তা দিয়ে ভেতরে যাচ্ছে এই বুড়ো? মনিবের অনুপস্থিতিতে খুব সম্ভব সে-ই হাউন্ডের তত্ত্বাবধান করেছে— যদিও জানত না কী কাজে লাগানো হয় জানোয়ারটাকে।

স্টেপলটন ডেভনশায়ার ফিরে গেল, স্যার হেনরিকে নিয়ে তুমি পৌঁছোলে তার পরেই। সেই সময়ে আমি কী করছিলাম এবার বলা যাক। তোমার মনে থাকতে পারে, ছাপা শব্দ সাঁটা চিঠির কাগজের জলছাপ খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে কাগজখানা আমি চোখের ইঞ্চিকয়েক দূরে এনেছিলাম। সেই সময়ে নাকে একটা হালকা সুগন্ধ ভেসে আসে। গন্ধটা জুঁইয়ের। পঁচাত্তর রকম সেন্ট আছে বাজারে। প্রত্যেকটা গন্ধ আলাদাভাবে চেনার ক্ষমতা থাকা চাই অপরাধ-বিশেষজ্ঞের। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, গন্ধ শুঁকেই সেন্টের নাম চট করে বলে দেওয়ার ওপর বহু জটিল কেসের আশু সমাধান নির্ভর করেছে। এই ক্ষেত্রেও সেন্টের গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারলাম, কেসটায় একজন মহিলাও জড়িয়ে আছেন। তখন থেকেই আমার চিন্তা ধেয়ে গেল স্টেপলটনদের দিকে। হাউন্ড সম্বন্ধে এইভাবেই নিশ্চিন্ত হলাম এবং পশ্চিম ইংলন্ডে যাওয়ার আগেই অনুমান করে নিলাম অপরাধী আসলে কে!

এবার শুরু হল আমার খেলা— স্টেপলটনকে নজরবন্দি রাখার খেলা। বুঝতেই পারছ, তোমার সঙ্গে থাকলে এ-কাজ আমি করতে পারতাম না। বেশি সাবধান হয়ে যেতেন স্টেপলটন। তাই সবাইকে ঠকালাম, তোমাকেও বাদ দিলাম না। যখন আমার লন্ডনে থাকার কথা, তখন গোপনে চলে এলাম অকুস্থলে। তুমি যতটা ভেবেছ, ততটা ধকল সইতে হয়নি আমায়। তদন্তে নেমে এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামালে তদন্ত করা যায় না। বেশির ভাগ সময় কুমবে ট্রেসিতে থাকতাম। কুকীর্তি যেখানে অনুষ্ঠিত হবে, সেই জায়গাটা দেখবার দরকার হলে কুটিরে চলে আসতাম। কার্টরাইট এসেছিল আমার সঙ্গে। গাঁইয়া ছোকরার ছদ্মবেশে অনেক সাহায্য করেছিল। খাবার আর পরিষ্কার পোশাকের জন্যে ওর ওপর নির্ভর করতে হত আমায়। আমি যখন স্টেপলটনকে নজরে রাখতাম, কার্টরাইট তখন প্রায়ই তোমাকে নজরে রাখত। এইভাবেই হাতের মুঠোয় রেখেছিলাম সবক-টা সুতো।'

'আগেই বলেছি, তোমার সব রিপোর্টই খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেত আমার কাছে। বেকার স্ট্রিট থেকে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দেওয়া হত কুমবে ট্রেসিতে। খুব কাজে লেগেছিল রিপোর্টগুলো— বিশেষ করে পাঁচ কথার মধ্যে স্টেপলটনের খাঁটি আত্মজীবনী খানিকটা লিখে ফেলে ভালো করেছিলে। ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাকে শনাক্ত করে ফেললাম সহজেই এবং বুঝলাম কতটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে কেস। পলাতক কয়েদি আর ব্যারিমুর দম্পতির সঙ্গে তার

আত্মীয়তার ব্যাপারে বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল কেসটা। খুব চমৎকারভাবে এ-জট তুমি ছাড়িয়েছিলে, যদিও একই সিদ্ধান্তে তোমার আগেই পৌঁছেছিলাম স্বচক্ষে সব দেখার পর।

'জলার কুটিরে আমাকে যখন ধরে ফেললে, তখন কেসটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আমার কাছে। কিন্তু জুরিদের সামনে নিয়ে হাজির হওয়ার মতো নিটোল অবস্থায় তখনও কেস পৌঁছোয়নি। সেই রাত্রে স্যার হেনরিকে মারতে গিয়ে ভুল করে কয়েদি বেচারার মৃত্যু ঘটানোর পরেও খুনের দায়ে স্টেপলটনকে ধরা সম্ভব হল না— প্রমাণ কই? হাতেনাতে ওঁকে ধরা ছাড়া আর পথ দেখলাম না। স্যার হেনরিকে একলা ছেড়ে দিয়ে টোপ ফেলতে হল। অরক্ষিত মনে করানো হল বটে, কিন্তু আমরা রইলাম আড়ালে। হাতেনাতে ধরলাম ঠিকই, কিন্তু মূল্য দিতে হল অনেক। সাংঘাতিক মানসিক আঘাত পেলেন আমাদের মক্কেল। নিপাত গেলেন স্টেপলটন। এ-রকম একটু ঝুঁকির মধ্যে স্যার হেনরিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে স্বীকার করছি গঞ্জনা দেওয়া উচিত আমারই পরিচালন ব্যবস্থাকে; কিন্তু জানোয়ারটা যে ওইরকম আতঙ্ক-ধরানো দেহমন-পঙ্গু-করা প্রেতমূর্তির আকারে বেরিয়ে আসবে— এটা কিন্তু দিব্য চোখে দেখিনি। তা ছাড়া কুয়াশার দরুন আচমকা বেরিয়ে আসার ফলে যে এত কম সময় পাব— তাও আগে থেকে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারিনি। যে-মূল্যের বিনিময়ে সফল হয়েছি, বিশেষজ্ঞ এবং ডক্টর মর্টিমার দু-জনেই বলেছেন তা সাময়িক। দীর্ঘ পর্যটনের ফলে স্যার হেনরি যে কেবল বিধ্বস্ত স্নায়ুকেই চাঙ্গা করে ফেলবেন তা নয়— আহত অনুভূতির স্মৃতি থেকেও মুক্তি পাবেন। ভদ্রমহিলাকে উনি আন্তরিকভাবে, গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কদর্য এই কেসের ব্যাপারটা তাঁকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছে, তা হল এই প্রতারণা। ভদ্রমহিলার এই প্রবঞ্চনা বড়ো বেশি আঘাত হেনেছে তাঁর বুকে।

'আগাগোড়া কী ভূমিকায় অভিনয় করে গিয়েছেন এই ভদ্রমহিলা, এবার তা দেখা যাক। এঁর ওপর স্টেপলটনের প্রভাব ছিল এবং তা নিয়ে সন্দেহ করার কারণ দেখি না। প্রভাবটা ভালোবাসার দরুন হতে পারে, অথবা স্বামীকে ভয় পাওয়ার দরুনও হতে পারে। অথবা দুইয়ের যোগফলের জন্যেও হতে পারে। দু-জনের আবেগের তীব্রতা যে একরকম ছিল না, তা তো ঠিক। স্বামীর হুকুমেই তাঁকে সহোদরার ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হয়েছে। প্রভাবটা কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে ঠেকে গেল যখন স্টেপলটন দেখলেন খুনের ব্যাপারে সরাসরি হাত মেলাতে স্ত্রী নারাজ। স্বামীকে না-ফাঁসিয়ে সাধ্যমতো স্যার হেনরিকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন ভদ্রমহিলা এবং বার বার সে-চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। স্ত্রীকে ব্যারনেট প্রেমনিবেদন করেছেন দেখে ঈর্ষায় জ্বলে গিয়ে ফেটে পড়েছিলেন স্টেপলটন স্বয়ং— অথচ জিনিসটা ঘটছিল তাঁরই পরিকল্পনা মাফিক। কিন্তু প্রচণ্ড আবেগ সামলাতে না-পেরে ফেটে পড়ার ফলে ছদ্ম সংযমের আড়ালে সুকৌশলে লুকোনো তাঁর ভীষণ প্রকৃতি নগ্ন হয়ে উঠেছিল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দিলেন স্টেপলটন যাতে ঘনঘন মেরিপিট হাউসে আসেন স্যার হেনরি। তাহলে দু-দিন আগে হোক কি পরে হোক ইচ্ছা পূরণের সুযোগ ঠিক পেয়ে যাবেন। কিন্তু মহাসংকটের সেই বিশেষ দিনটিতেই আচমকা রুখে দাঁড়ালেন স্ত্রী। কয়েদির মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, সে-খবর উনি পেয়েছিলেন— সেইসঙ্গে জেনেছিলেন, স্যার হেনরি যে-রাত্রে ডিনার খেতে আসছেন, সেই রাত্রে হাউন্ডটাকে এনে রাখা হয়েছে আউট হাউসে। খুনের

মতলবের দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন স্বামীকে। ফলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল দু-জনের মধ্যে এবং সেই প্রথম স্ত্রীকে স্টেপলটন জানালেন প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। মুহূর্তের মধ্যে নিদারুণ ঘৃণায় পর্যবসিত হল অন্তরের অনুরাগ। স্টেপলটন দেখলেন স্ত্রী-ই এবার বেইমানি করবেন। তাই বেঁধে রাখলেন বউকে যাতে স্যার হেনরি এলে সাবধান করতে না-পারেন। মনে মনে এই আশাও নিশ্চয় ছিল যে ব্যারনেটের মৃত্যুর জন্যে পারিবারিক অভিশাপকেই দায়ী করবেন তল্লাটের প্রতিটি মানুষ— করতও তাই— তারপর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভবিতব্যকে মেনে নিতে বাধ্য করতেন স্ত্রীকে— মুখে চাবি দিয়ে থাকতেন ভদ্রমহিলা। আমার মনে হয় এই একটি ব্যাপারে হিসেব ভুল করে ফেলেছেন স্টেপলটন। আমরা যদি নাও পৌঁছতাম, ভদ্রলোকের জাহান্নামে যাওয়া আটকানো যেত না। স্পেনীয় রক্ত বইছে যার ধমনীতে এ-ধরনের আচার এত হালকাভাবে তিনি নিতে পারেন না। আমার লেখা টীকাটিপ্পনি না-দেখে কেসটা সম্বন্ধে এর বেশি কিছু মন থেকে আর বলতে পারব না! তা ছাড়া কিছু বাদ দিয়েছি বলেও তো মনে হচ্ছে না।'

'ভূতুড়ে হাউন্ড লেলিয়ে বৃদ্ধ পিতৃব্যকে ভয় দেখিয়ে মেরেছেন বলে স্যার হেনরির ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে, এমনটা নিশ্চয় আশা করেননি?'

'জানোয়ারটা একে হিংস্র, তার ওপর আধপেটা খাইয়ে রাখা হয়েছিল। ওই চেহারা দেখে ভয়ের চোটে মৃত্যু না-হলেও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তো কেড়ে নেওয়া যায়।'

'তা ঠিক। আর একটা খটমট ব্যাপার। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যদিও না-হতেন স্টেপলটন, অন্য নামে গোপনে সম্পত্তির এত কাছে বসবাসের কী কারণ দর্শাতেন উনি? সন্দেহ বা তদন্তের সূচনা না-ঘটিয়ে সম্পত্তি দাবি করতেন কী করে?'

'সমস্যাটা সাংঘাতিক।' সমাধানটা জিজ্ঞেস করে খুব বেশি আশা করছ আমার কাছে। অতীত আর বর্তমানই কেবল আসে আমার তদন্তের আওতায়। কিন্তু ভবিষ্যতে কে কী করবে, তার জবাব দেওয়া বড়ো শক্ত। সমস্যাটা নিয়ে স্বামীকে অনেকবার আলোচনা করতে শুনেছেন মিসেস স্টেপলটন। তিনটে সম্ভাব্য পথ ছিল। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সম্পত্তি দাবি করতে পারতেন, সেখানকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে শনাক্ত করে ইংলন্ডে না-এসেই সম্পত্তি হাতিয়ে নিতেন। অথবা, লন্ডনে যেটুকু সময় থাকা দরকার, সেটুকু সময়ের জন্যে নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করতেন। অথবা, কোনো দোসরকে কাগজপত্র প্রমাণের সাহায্যে নিজের উত্তরাধিকারী দাঁড় করিয়ে সম্পত্তির আয় থেকে নিজে খানিকটা অংশ রাখতেন। ওঁকে যদ্দূর চিনেছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপায় একটা ঠিকই বার করতেন। যাই হোক, ভায়া ওয়াটসন, বেশ কয়েক সপ্তাহ দারুণ কাজের ধকল গিয়েছে। মনোরম খাতে চিন্তাকে ঢেলে দেওয়ার জন্য একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা উচিত বলে আমি মনে করি। 'লা হুগুনট্‌স'-এ[৮] একটা বক্স বুক করেছি। 'ডা. রেসজেকস'[৯] কখনো শুনেছ? আধঘণ্টার মধ্যে তাহলে তৈরি হয়ে নিতে পারবে? যাওয়ার পথে মার্সিনিতে ডিনার খেয়ে নেব'খন।'

—

যে-কিংবদন্তি অবলম্বনে ‘হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিল্‌স’ লিখেছিলেন কন্যান
ডয়াল, তা যে নিছক কিংবদন্তি নয়— লোমহর্ষক সত্য—
নীচের অনুরূপ কাহিনিটা তার প্রমাণ!

ডার্টমুরের অশরীরী হাউন্ড

ডার্টমুরের গা ছমছমে পরিবেশে অশরীরী হাউন্ডের পাল্লায় পড়েছিলেন এক ভদ্রমহিলা। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন কোনোমতে। গল্পটা তাঁর জবানিতেই শোনা যাক:

ডার্টমুরের ঠিক মাঝে পচা পাঁক আর কাদাভরতি বিরাট অঞ্চলে কখনো কোনো আওয়াজ শোনা যায় না। চরাচর নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দু-একটা পাখিকে উড়তে দেখা যায় মাথার ওপর। পায়ের তলায় ছলছল করে বয়ে চলে কালো জলস্রোত— পচা আগাছা আর পাঁকের মধ্যে এঁকেবেঁকে প্রায় নিঃশব্দে বয়ে চলে জলের ধারা। মাইলের পর মাইল হেঁটে গেলেও বাতাসের সোঁ সোঁ চাপা গজরানি ছাড়া আর কিছু শুনতে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে অবশ্য কালো জলে পা ডুবে গেলে ছপাৎ ছপাৎ আওয়াজে চমকে উঠতে হয় নিজেকেই। রোদ্দুর থাকলে ভালোই লাগে এই শব্দহীনতা— শব্দময় জগৎ থেকে যেন একটু নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এখানে এলে। মাথার ওপর দিয়ে হু-হু করে ভেসে যায় ধূসর মেঘ— কখনো গাঢ় কুয়াশা এসে ঢেকে দেয় দু-হাত দূরের দৃশ্যও। ঠিক সেই মুহূর্তেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বুকের রক্ত ছলকে ওঠে এবং ঠিক তখনই শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দিয়ে বায়ুবেগে শিকারের পেছনে ধাওয়া করে অশরীরী হাউন্ড। এ-অঞ্চলে এদের নাম উইজ হাউন্ড (Wish Hound)। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ওয়াইল্ড হান্ট হাউন্ড অথবা গ্যাব্রিয়েলের হাউন্ডের মতোই উইজ হাউন্ড একটা মূর্তিমান আতঙ্ক।

উইজ হাউন্ডের জিভ নেই বলে আওয়াজ করতে পারে না। মাথাও নেই। বিরাট কালো ঘাড়ের কাছে দেখা যায় কেবল নীলচে আগুনের লকলকে শিখা। পচা আগাছা আর কাদার ওপর ভারী ভারী পা পড়লেও কোনো শব্দ শোনা যায় না।

উইজ হাউন্ড স্রেফ একটা গল্প— এই বিশ্বাস নিয়েই চ্যাগফোর্ড থেকে হেঁটে যাচ্ছিলাম জলার ঠিক মাঝখানে ক্র্যানমিয়ার পুলের দিকে। সুন্দর দিন। চ্যাগফোর্ড মার্কেট থেকে কিছু প্যাসট্রি কিনেছি খিদে পেলে খাব বলে। এ ছাড়া সঙ্গে আছে একটা ম্যাপ আর একটা কম্পাস। সরু গলি দিয়ে গিডলি এলাম— সেখান থেকে বাদায় এসে পড়লাম। পাথুরে চত্বর দিয়ে হাঁটছি। বেশ লাগছে হাঁটতে।

প্রথমে গেলাম থির্লস্টোন পাহাড়ের দিকে। কালো, কর্কশ, এবড়োখেবড়ো চোখাচোখা পাথরে পাহাড়। এ-অঞ্চলে এসব পাহাড়কে ‘টর’ বলা হয়। ডার্টমুর ছাড়া টর কোথাও দেখা যায় না।

থির্লস্টোন টর কিন্তু দেখবার মতো পাহাড়। বিরাট বিরাট খিলেনগুলোর মধ্যে দিয়ে যেন হু-হু করে বয়ে গেছে আস্ত একটা সমুদ্র। ক্ষয়ে চূর্ণ হয়ে গেছে, ছুরির মতো ধারালো হয়ে গেছে কিনারাগুলো।

থির্লস্টোন চূড়ায় উঠে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। দেখলাম, পূর্বদিকে মাইলের পর মাইল কেবল জঙ্গল আর তেপান্তরের মাঠ— দৃষ্টির শেষ সীমায় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে হ্যালডন হিলের মাথার ওপরকার টাওয়ার।

থির্লস্টোন থেকে বাদার দিকে নামতে শুরু করলেই কিন্তু দিগন্তব্যাপী শূন্যতা চেপে বসে মনের মধ্যে। বড়ো একলা মনে হয় নিজেকে। যেদিকে দু-চোখ যায়, প্রাণের অস্তিত্ব কোথাও নেই— একা আমি চলেছি জনহীন জলার বুকে অজানার উদ্দেশে। পেছনে খাড়া পাহাড়— কাজেই বাদার ওদিকে কী আছে আর দেখা যায় না। দুষ্কর হয়ে ওঠে নির্বিঘ্নে হাঁটা। এক ঘাসের চাপড়া থেকে আরেক ঘাসের

চাপড়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হয়— একটু পা ফসকালেই পচা আগাছা আর কাদায় ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনে দুরদুর করতে থাকে বুকের ভেতরটা।

আকাশ এতক্ষণ মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। থির্লস্টোন হিল আর হ্যাংগিঙস্টোন হিলের মাঝের উপত্যকা পেরোনোর সময়ে কোত্থেকে ছুটে এল রাশি রাশি মেঘ। ট হীড বাদা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতলবে আমি হ্যাংগিঙস্টোন হিলের দিকেই এগোচ্ছি। পশ্চিমের দামাল হাওয়ায় ভর দিয়ে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা আছড়ে পড়ল মুখে। তারপরেই কুয়াশায় বেশিদূর আর দেখতে পেলাম না। শুধু কুয়াশা নয়, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে এল নীচু মেঘ আর বৃষ্টির ধারা— সব কিছু ঢেকে গেল সেই যবনিকার। তা সত্ত্বেও আমি এগিয়ে চললাম ক্র্যানসিয়ার আর ওয়েস্ট ওকমন্ট নদীর দিকে— নদী বরাবর এগোতে পারলে পৌঁছে যাব বাদার উত্তর প্রান্তে সৈন্য চলাচলের রাস্তায়।

ঠিক জানি না কখন টের পেলাম কী যেন পেছন পেছন আসছে আমার। আমি তখন কম্পাসের কাঁটা দেখে সোজা পথ চলতে ব্যস্ত। লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হচ্ছে এক ঘাসের চাপড়া থেকে আরেক ঘাসের চাপড়ায়— তটস্থ হয়ে রয়েছি। পাছে দুর্গন্ধময় কাদায় পা বসে যায়। দিগ্‌ভ্রম যাতে না হয়, অন্যদিকে যেন না-চলে যাই— তাই ঘন ঘন দেখছি কম্পাসের দিকনির্দেশ। ঠিক তখনই কেন জানি মনে হল এই বিজন প্রান্তরে আমি আর একা নই— আমার পেছন পেছন কারা যেন নিঃশব্দ চরণে ছুটে আসছে। প্রথমটা অকারণ গা ছমছমানিকে পাত্তা দিইনি। কিন্তু একটু একটু করে গা শিরশির করতে লাগল, নার্ভাস হয়ে পড়লাম। পেছন ফিরে দেখলাম সত্যিই কেউ পেছন নিয়েছে কিনা। প্রথমে বাদা আর প্রান্তর ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না— তাও অস্পষ্টভাবে, বৃষ্টি আর কুয়াশায় সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। তারপরেই একটা পাথরের মতো কী যেন দেখলাম— অথচ সেখানে পাথর থাকার কথা নয়। ভাবলাম কুয়াশা আর বৃষ্টিতে ভুল দেখছি। তাই সাহসে বুক বেঁধে ফের এগিয়ে চললাম সামনে। কিছুদূর গিয়েই কিন্তু ফের বুকের মধ্যে গুর গুর করতে লাগল, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল এবং ফের পেছন ফিরে তাকালাম। এবার স্পষ্ট দেখলাম তিনটে গাঢ় রঙের বস্তু পেছন পেছন আসছে এবং অনেকটা কাছে এসে গিয়েছে।

এবার আর সন্দেহ রইল না। সত্যিই আমার পেছন পেছন আসছে কালো বস্তু তিনটে। বিচারবুদ্ধি লোপ পেল নিমেষের মধ্যে। প্রাণের ভয়ে বিষম আতঙ্কে দৌড়োতে লাগলাম আমি। পেছনের শত্রুও তো তাই চায়। তাতে ওদেরই তো সুবিধে। দৌড়ে ওদের ছাড়িয়ে যেতে আমি কখনোই পারব না— বরং ওরাই যেকোনো মুহূর্তে নাগাল ধরে ফেলবে আমার— পচা কাদার ওপর দিয়ে বাতাসে ভর করেই প্রায় ছুটে আসবে অকল্পনীয় বেগে— অথচ কালো কাদায় পায়ের ছাপ একদম পড়বে না। কিন্তু ওরা তো আমাকে ধরতে চায় না, আমার ক্ষতিও করতে চায় না। ওরা চায় আমি যেন ভয় পেয়ে এইভাবেই দৌড়োই, দৌড়োতে দৌড়োতে দিশেহারা হয়ে পা ফসকে বাদায় গিয়ে পড়ি, সবুজ পাঁকের গর্তে পড়ে তলিয়ে যাই— একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই। জলাভূমিতে এই ধরনের সবুজ নরম পচা পাঁকে ভরতি গর্তকে বলা হয় 'ফেদার-বেড'। পাখির পালকের মতোই নরম মোলায়েম— ডুবলে আর ওঠা যায় না— কোনো চিহ্নও থাকে না।

তাই ওরা যা চায়, আমিও প্রথমে তাই করে বসলাম। ওরা যেন আমাকে নিয়ে দেখতে লাগল। আতঙ্কে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল— ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে লাগলাম। বৃষ্টি আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে কালো বস্তুগুলো নিঃশব্দে সামনে তাড়া করে এল পেছন পেছন। কম্পাস এখন কোনো কাজে লাগছে না। বৃষ্টির ঝাপসা আর কুয়াশার পর্দায় চোখ চলছে না— ক্র্যান মিয়ারের আশেপাশে খাড়া উঁচু উঁচু টর-গুলোও দেখা যাচ্ছে না। কম্পাস দেখবার জন্য মাঝে মাঝে দাঁড়ানো দরকার— কিন্তু সে-প্রশ্নই আর ওঠে না— ঝড়ের মতো ছুটছি... ছুটছি... ছুটছি! অন্ধের মতো ধেয়ে চলেছি হাওয়ার বিপরীত

দিকে। দামাল হাওয়া আছড়ে পড়ছে মুখে, ছুঁচের মতো বৃষ্টির ফলা বিঁধছে মুখে। হাউন্ডগুলো সমান বেগে নিঃশব্দে তাড়া করে আসছে পেছন পেছন। এখন ওরা সংখ্যায় বেড়েছে— প্রায় দশ বারোটা কালো বস্তু নরকের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো অবিকল সংকল্পে আসছে তো আসছেই!

ছুটতে ছুটতে কিন্তু ভাবছিলাম কী করা যায়। একটু একটু করে সহজ বুদ্ধি ফিরে এল মাথায়! দেখলাম পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে ডাইনে মোড় নিয়ে উত্তর দিকে মিলিটারি রাস্তার দিকে ছুটে যাওয়া। একবার রাস্তায় পা দিতে পারলে নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে পারব লোকালয়ে— পেছনে মূর্তিমান পিশাচরা আমাকে বাদায় ডুবিয়ে মারতে পারবে না।

সঙ্গেসঙ্গে ফিরলাম ডান দিকে। কিন্তু পেছনের কালান্তক হাউন্ডরা আমার মতলব বুঝেই চক্ষের নিমেষে হাজির হল একই পথে— দৌড়ে চলল সামনে সামনে। আমি যেদিকে ছুটছি, পথ আটকে ওরা ছুটছে সেইদিকে। পালাবার পথ বন্ধ দেখে আমি যেন কীরকম হয়ে গেলাম। আগে যেদিকে ছুটেছিলাম— আবার ছুটতে লাগলাম সেদিকে। ক্র্যানমিয়ারে যাওয়ার ইচ্ছে বিসর্জন দিলাম। উদ্দেশ্য এখন একটাই : যেভাবেই হোক ক্রূর কুটিল মহাভয়ংকর হাউন্ডদের খপ্পর থেকে সরে যেতে হবে আমাকে— তা সে যেদিকেই হোক না কেন!

ক্র্যানমিয়ার আমার লক্ষ্য ছিল না ঠিকই— কিন্তু আমি ছিটকে গেলাম সেইদিকে। হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লাম একটা ঢালু গভীর গর্তের মধ্যে— পুকুর নয়— মাটি দেবে গিয়ে গর্তের মতো হয়ে গিয়েছে— মাঝে একটা পোস্টবক্স আর তেকোনা এবড়োখেবড়ো পাথরের খাঁজে ভিজিটর্স বুক। আমার কিন্তু সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর একদম সময় নেই তখন। দম নেওয়ার জন্য দাঁড়াতে বাধ্য হলাম, হাউন্ডগুলোও দাঁড়িয়ে গেল গর্তের কিনারায়— মাথা তুলে রইল বাতাসের দিকে— যেন 'পুকুর' পাড়ে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য নাক তুলে গন্ধ শোঁকবার চেষ্টা করছে।

হাওয়া পালটে গেল ঠিক এই সময়ে। আচমকা মোড় ঘুরে গেল হাওয়ার— হু-হু করে বইতে লাগল পশ্চিম থেকে উত্তরে— সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল বাদলাকে। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সূর্যদেব এবং রোদ্দুর ঝিকমিকিয়ে উঠল বৃষ্টি-ধোওয়া পাথর আর পাহাড়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে গেল হাউন্ডগুলো— পাহাড়ের ঢালে লেগে মেঘমালা যেভাবে গোলে মিলিয়ে যায়— অবিকল সেইভাবে।

বিজন প্রান্তরে আবার আমি একা। আগের মতোই আবার হাঁটতে পারি যেদিকে খুশি। পায়ের কাছে বইছে শিশু স্রোতস্বিনী ওয়েস্ট ওকমেন্ট। পাড় বরাবর কিছুদূর যাওয়ার পর তা ঢলঢলে নদীর চেহারা নিল— স্রোতের টান কী! এবার কম্পাসের সাহায্যে পৌঁছে গেলাম মিলিটারি রোডে— ওকহাম্পটনে পৌঁছোবো এই সড়ক ধরে গেলে।

দ্রুত সূর্য ডুবছে ইয়েস টর-এর পেছনে। ওত পেতে রয়েছে ঢেলা ঢেলা ছায়ার দল— যেন যেকোনো মুহূর্তে চঞ্চল হবে, লাফিয়ে তেড়ে আসবে পেছন পেছন। সত্যিই ভয় হল আমার। হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে ঘন ঘন তাকাতে লাগলাম পেছনে। কিন্তু আমার কপাল ভালো— ছায়ারা আর তেড়ে আসেনি। নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলাম ওকহাম্পটনে। তারপর প্রতিজ্ঞা করেছি ঝকঝকে রোদ্দুরেও ডার্টমুর আর মাড়াব না।

—ক্যাথলিন হন্ট

দ্য ভ্যালি অফ ফিয়ার১

আতঙ্ক উপত্যকা
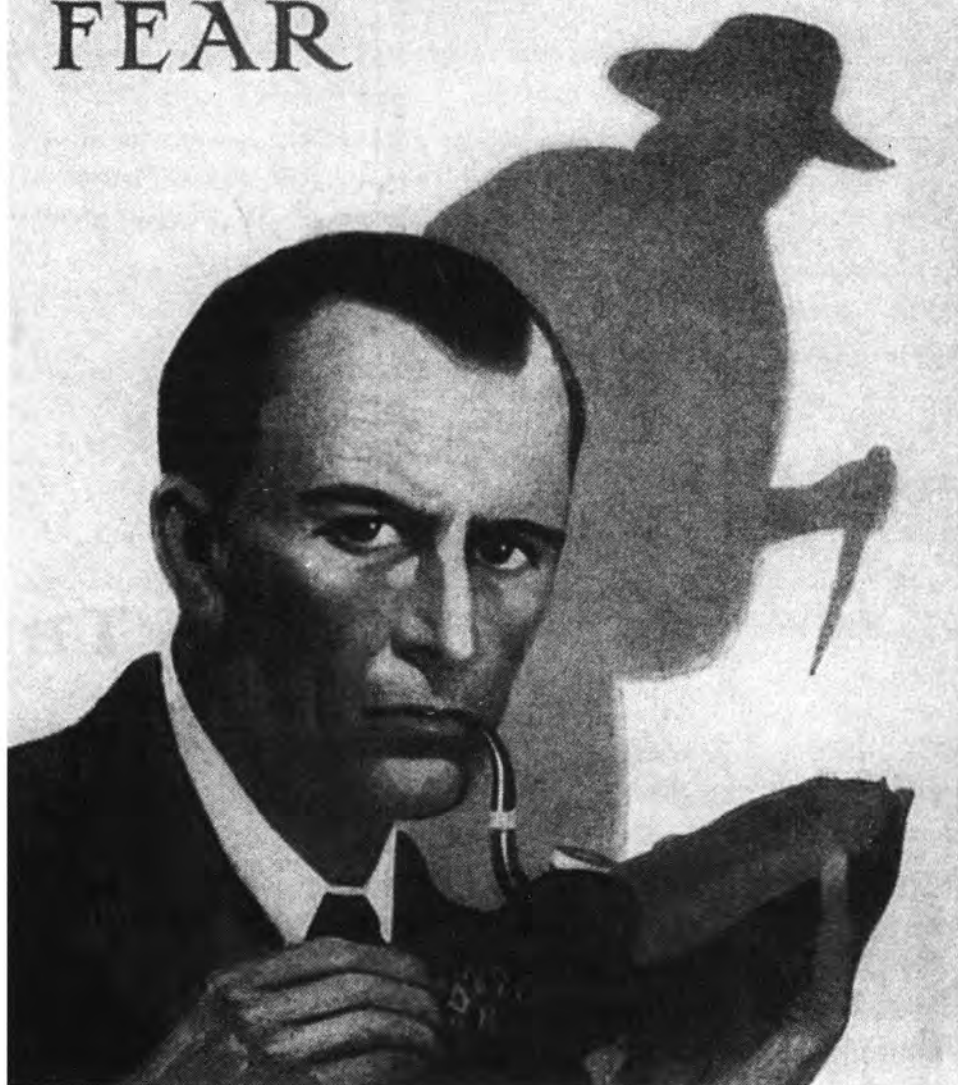
জন মারে প্রকাশিত (১৯২২) সংস্করণের প্রচ্ছদ

প্রথম খণ্ড

বির্লস্টোন ট্র্যাজেডি

১। হুঁশিয়ারি

'আমি ভাবতে বাধ্য হচ্ছি যে'— বললাম আমি।[২]

অধীর কণ্ঠে বলল শার্লক হোমস— আমিও তাই ভাবতাম।

মরদেহদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশিদিন যন্ত্রণা সয়ে আছি, এ-বিশ্বাস আমার আছে। তাও সেদিনকার শ্লেষবঙ্কিম বাধাপ্রদানে মেজাজ খিঁচড়ে গেল।

কড়াগলায় বললাম, 'হোমস, মাঝে মাঝে সত্যিই তোমাকে বরদাস্ত করা যায় না।'

হোমস তখন নিজের চিন্তাতেই এমন বুঁদ হয়ে রয়েছে যে আমার প্রতিবাদের তক্ষুনি কোনো জবাব দিল না। প্রাতরাশ তখনও মুখে তোলেনি। খাম থেকে সদ্য-বার-করা কাগজের টুকরোটির দিকে অনিমেষে চেয়ে আছে হাতের ওপর ভর দিয়ে। তারপর খামটা তুলে নিল, আলোর সামনে ধরে খুব হিসেবি চোখে বাইরের দিকটা এবং পেটির-মতো-ঝুলে-থাকা আঠা লাগানোর জায়গাটা দেখল।

বলল চিন্তামগ্ন কণ্ঠে, 'এ যে দেখছি পোর্লকের হাতের লেখা। বার-দুয়েক এ হাতের লেখা আগে দেখেছি, তবুও এটা পোর্লকেরই হাতের লেখা— গ্রিক 'e'র বাহারি চুড়োটাই ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এ-চিঠি যদি পোর্লকের হয়, তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেছে নিশ্চয়।'

কথাগুলো হোমস যেন আমাকে বলছে না, নিজের মনেই বলে যাচ্ছে। আমার বিরক্তি উবে গিয়ে কৌতূহল হল। কী বলতে চায় হোমস?

জিজ্ঞেস করলাম, 'পোর্লক[৩] লোকটা তাহলে কে?'

'ওয়াটসন পোর্লক একটা ছদ্মনাম, শনাক্তকরণের নিছক একটা চিহ্ন। কিন্তু এ-নামের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে ভারি পিচ্ছিল ফন্দিবাজ একটি ব্যক্তিত্ব। এর আগে একটা চিঠি লিখে স্পষ্টই জানিয়েছিল আমাকে, নামটা তার নিজের নয়— বিরাট এই শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে আমাকে ফাঁকি দিয়েছে সেই থেকে। পোর্লক গুরুত্বপূর্ণ নিজের জন্যে নয়— বিরাট এক পুরুষের সংস্পর্শে আছে বলেই যা কিছু তার গুরুত্ব। ভয়ংকরের সান্নিধ্যে থেকেও যারা অকিঞ্চিৎকর, সে তাই, যেমন হাঙরের সঙ্গে পাইলট-মাছ, সিংহের সঙ্গে শেয়াল। শুধু ভয়ংকর নয় ওয়াটসন— অত্যন্ত করাল— বলতে যা বোঝায়, তাই। আর, সেই হিসেবেই আসছে সে আমার আওতায়। প্রফেসর মরিয়ার্টির কথা আমার মুখে শুনেছ মনে আছে?"

'বিখ্যাত সেই সায়েন্টিফিক ক্রিমিন্যাল তো? বদমাশ জালিয়াতদের মধ্যে অতি বিখ্যাত—'

বিড়বিড় করে হোমস বললে, 'কী লজ্জা! কী লজ্জা! আমার মন্তব্যটা মনে ধরেনি ওর।

'আমি বলতে চাইছিলাম— বদমাশ জালিয়াতদের মধ্যে অতি সুবিখ্যাত হয়েও জনসাধারণের কাছে যে এখনও অজ্ঞাত।'

'শেষটা ভালোই বলেছ,' সোল্লাসে বললে হোমস, 'তবে কী জানো আজকাল তোমার কৌতুকবোধের মধ্যে শঠতার প্যাঁচ থাকছে— ভীষণ চমকে দাও। এখন থেকে দেখছি সাবধান থাকতে হবে— নইলে কুপোকাত হতে হবে। কিন্তু মরিয়ার্টিকে ক্রিমিন্যাল বলে তুমি আইনের চোখে অন্যায় করছ— মিথ্যা অপবাদের অপরাধে অপরাধী হচ্ছ— কেননা মরিয়ার্টি নামের সঙ্গে অনেক গৌরব, অনেক বিস্ময় জড়িয়ে আছে। দুনিয়ায় এত বড়ো চক্রান্তকারী আর জন্মায়নি, সংসারের যাবতীয় শয়তানি সংগঠনে যার জুড়ি নেই, নীচের মহলের যাবতীয় কর্মকাণ্ড যার অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রিত হয়— এ সেই ব্রেন— একটা জাতকে গড়তে পারে, ধ্বংসও করতে পারে— একটা গোটা জাতের ভাগ্যনিয়ন্তা হবার ক্ষমতা রাখে। মরিয়ার্টি সেই লোক। এত করেও সে ধরাছোঁয়ার বাইরে, সাধারণের সন্দেহের ঊর্ধ্বে, গালিগালাজ সমালোচনার নাগাল থেকে অনেক দূরে। নিজেকে ধোয়া তুলসীপাতার মতো পবিত্র রাখতে আর এই বিরাট কাণ্ডকারখানার পরিচালনায় তার দক্ষতা এতই তুঙ্গে পৌঁছেছে যে তোমার এই আলগা মন্তব্যটির দরুন অনায়াসেই সে তোমায় কোর্টে টেনে নিয়ে যেতে পারে এবং চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক লেপনের অভিযোগে ক্ষতিপূরণ বাবদ তোমার বেশ কয়েক বছরের পেনশন পকেটস্থ করতে পারে। 'গ্রহাণুপুঞ্জের গতিবিজ্ঞান' বইখানা কিন্তু তারই লেখা। অনেক উঁচুদরের অতি সূক্ষ্ম গণিতবিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছে এই বইটিতে। শোনা যায়, বইখানার ওপর কলম ধরবার মতো, সমালোচনা করার মতো লোকই নাকি বিজ্ঞান সংবাদ-দাতাদের মধ্যে পাওয়া যায়নি। এহেন লোকের দুর্নাম করা কি সম্ভব?' লোকে বলবে ডাক্তার ওয়াটসনটা তো দেখছি নিজে নোংরা! প্রফেসরের গায়ে কালি ছিটোচ্ছেন? ওইরকম একজন প্রতিভার নামে যা মুখে আসে তাই বলছেন? ওয়াটসন, একেই বলে প্রতিভা! যাই হোক, ছুটকো প্রতিভাগুলো যদি আমাকে রেহাই দিত, টক্কর দেওয়া যেত বড়ো প্রতিভাটার সঙ্গে। সেদিন আসবেই জেনো।"

আন্তরিকভাবে বললাম, 'সেদিন যেন আমিও থাকি। কিন্তু তুমি পোর্লক সম্বন্ধে কী বলছিলে যেন?'

'ও হ্যাঁ, তথাকথিত পোর্লক এই বিরাট শেকলের একটা নগণ্য আংটা। শেকলটা যেখানে লেগে— সেখান থেকে কিছু দূরেই এর অবস্থান। তোমাকেই বলি, আংটা হিসেবে পোর্লক খুব শক্ত নয়। বাজিয়ে দেখেছি, শেকলটার একমাত্র কমজোরি আংটা হোল এই পোর্লক।"

"তাহলে সে-শেকল যত মজবুতই হোক না কেন— কমজোরি আংটার মতোই তো নিজেও কমজোরি।"

"ভায়া ওয়াটসন, খাঁটি কথা বলেছ। পোর্লকের অসামান্য গুরুত্ব তো সেই কারণেই। মাঝে মাঝে ওর উচ্চাশার অঙ্কুরে হাওয়া দিই, গোপন ইচ্ছাকে তাতিয়ে তুলি। দশ পাউন্ডের নোট পাঠিয়ে দিই, তাতেই বার-দুয়েক যে-অগ্রিম খবর পাঠিয়েছে তা অপরাধ নিবারণে বেশ কাজে এসেছে। অপরাধ হয়ে যাওয়ার পর আইনের কাঁটা দিয়ে শোধ তোলার চাইতে যা অনেক বেশি মূল্যবান। গুপ্ত লিখনের সংকেতটুকু ধরতে পারলে কিন্তু এ-চিঠির মধ্যেও ওই ধরনের দামি খবর মিলতে পারে।'

এঁটো-না-হওয়া প্লেটের ওপর কাগজটা ফের বিছিয়ে ধরল হোমস। উঠে গিয়ে অদ্ভুত হরফ আর সংখ্যাগুলো[৪] দেখলাম আমি।

534 C_2 13 127 36 31 4 17 21 41
DOUGLAS 109 293 5 37 BIRLSTONE
26 BIRLSTONE 9 127 171

'মানেটা কী হোমস?'

'গুপ্ত খবর পাচারের চেষ্টা।'

'কিন্তু গুপ্তসংকেত ছাড়া গুপ্ত লিখন তো অর্থহীন!'

'এক্ষেত্রে তাই বটে।'

'এক্ষেত্রে বললে কেন?'

'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে অনেক সময়ে এমন অনেক হেঁয়ালি বিজ্ঞাপন বেরোয় যা কার লেখা ধরা মুশকিল। আমি কিন্তু গড় গড় করে তার মানে বলে যেতে পারি। গুপ্তলিখনের এসব স্থূল পদ্ধতি দেখে মজা পাই, ক্লান্ত হই না। এটা কিন্তু একেবারেই আলাদা ব্যাপার। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটা বইয়ের পৃষ্ঠায় কতকগুলো শব্দের নির্দেশ রয়েছে। কোন বইয়ের কোন পৃষ্ঠার কথা বলা হয়েছে না-জানা পর্যন্ত আমি অসহায়।'

'বির্লস্টোন' আর 'ডগলাস' শব্দ দুটো বসানো হল কেন?'

'বইয়ের ওই পৃষ্ঠায় এ-শব্দ নেই বলে।'

'বইটার নাম তাহলে সংকেতে বলা হল না কেন?'

'ভায়া ওয়াটসন, তোমার একটা সহজাত ধূর্ততা আছে— যা তোমার বন্ধুবান্ধবের কাছে আনন্দের খোরাক— গুপ্তলিখন আর গুপ্তসংকেত একই খামের মধ্যে কি তুমিও পাঠাতে? দৈবাৎ যদি বেহাত হয় তোমার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভাবো তো? কাজেই আলাদা আলাদা খামেই যাওয়া উচিত গুপ্তলিখন আর গুপ্তসংকেত— তাতে সর্বনাশের সম্ভাবনা থাকছে না। হারিয়ে গেলেও দুটো আলাদা হেঁয়ালি থেকে যাচ্ছে। ক্ষতি কিছুই হচ্ছে না। দু-নম্বর চিঠি আসার সময় কিন্তু হয়ে গেছে। হয় তাতে আরও ব্যাখ্যা থাকবে, না হয় যে-বই সম্পর্কে অঙ্কগুলো বসানো হয়েছে— সোজাসুজি তার উল্লেখ থাকবে। শেষেরটার সম্ভাবনাই বেশি।'

হোমসের হিসেব সত্যি হল মিনিট কয়েকের মধ্যেই। যে-চিঠির জন্যে সাগ্রহ প্রতীক্ষা, ছোকরা চাকর বিলি[৫] সেই চিঠি নিয়ে আবির্ভূত হল ঘরে।

খাম খুলতে খুলতে বললে হোমস, 'একই হাতের লেখা।' চিঠি বার করে উল্লসিত কণ্ঠে, 'সইও করেছে। ওয়াটসন, কাজ ভালোই এগুচ্ছে দেখছি।'

চিঠি পড়েই মেঘাচ্ছন্ন হল ললাট।

'সর্বনাশ! হতাশ হলাম। এ-রকমটা তো আশা করিনি! ওয়াটসন, যা ভেবেছিলাম তার কিছুই তো দেখছি হল না। পোর্লক লোকটার সর্বনাশ না-হলেই বাঁচি।

'শোনো কী লিখেছে— 'প্রিয় মি. হোমস, এ-প্রসঙ্গে আর এগুবো না। ভীষণ বিপজ্জনক। আমাকে সন্দেহ করেছেন উনি। স্পষ্ট দেখছি ওঁর সন্দেহ। গুপ্তসংকেতের মূল সূত্রটা পাঠাব বলে এই খামের ওপর আপনার নাম-ঠিকানা লেখবার পরেই দুম করে এসে হাজির হলেন

উনি। একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কোনোরকমে লুকিয়ে ফেলি খামটা। ওঁর চোখে পড়লে আমার কী হত আমিই জানি। কিন্তু ওঁর চোখে সন্দেহ দেখেছি। গুপ্তলিখন পুড়িয়ে ফেলবেন— এই পরিস্থিতিতে আপনার কাজে লাগবে না।— ফ্রেড পোর্লক।'

চুপ করে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে আগুনের দিকে চেয়ে বসে রইল হোমস। চিঠিখানা দলাইমলাই হতে লাগল আঙুলের ফাঁকে।

তারপর বললে, 'হয়তো আসলে কিছুই নয়। স্রেফ ছায়া দেখে চমকানি। জ্ঞানপাপী তো, নিজে বিশ্বাসহন্তা বলেই মনে করে সবাই সন্দেহ করছে।'

'উনি বলতে নিশ্চয় প্রফেসর মরিয়ার্টি?'

'আর কে। ওদের 'উনি' মানে একজনই— তাবৎ দুনিয়ায় যার জুড়ি নেই।'

'কিন্তু উনি করবেনটা কী?'

'হুম! বিরাট প্রশ্ন। ইউরোপের প্রথম শ্রেণির একটা ব্রেন দুনিয়ার সমস্ত অন্ধকার নিজের পেছনে জড়ো করে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে জানবে অনন্ত ঘটনা ঘটতে পারে। যাই হোক ভয়ের চোটে বন্ধুবর পোর্লকের ধাত ছেড়ে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে। চিঠির হাতের লেখার সঙ্গে খামের ওপরকার হাতের লেখা মিলিয়ে দেখো। 'ওঁর' করাল আবির্ভাবের ঠিক আগেই লেখা হয়েছিল খামের ঠিকানা স্পষ্টভাবে, দৃঢ়ভাবে। কিন্তু চিঠি লেখা হয়েছে কাঁপা-কাঁপা হাতে— পড়াই যাচ্ছে না।'

'চিঠি লেখার দরকার কী ছিল? না-লিখলেই পারত।'

'ভয়ের চোটে লিখেছে। ভেবেছিল, প্রথম চিঠি পেয়ে খোঁজখবর নেবই— আরও বিপদে ফেলব বেচারাকে।'

'তা ঠিক', প্রথমে গুপ্তলিখনটা তুলে নিয়ে বিছিয়ে ধরলাম হাঁটুর ওপর। চেয়ে রইলাম ভুরু কুঁচকে। 'গুরুত্বপূর্ণ একটা গুপ্ত ব্যাপার সামান্য এই কাগজখানার মধ্যে রয়েছে, অথচ রহস্যভেদ করার ক্ষমতা মানুষের নেই ভাবলেও মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

প্রাতরাশ একেবারেই মুখে তোলেনি শার্লক হোমস। এখন তা পাশে সরিয়ে দিয়ে নিগূঢ়তম চিন্তার সঙ্গী অখাদ্য পাইপ তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কড়িকাঠের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বললে, 'আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! রহস্য সমাধানের সূত্র নিশ্চয় আছে কাগজটায়। কিন্তু তোমার ম্যাকিয়াভেলিয়ান*৬ বুদ্ধিমত্তায় তা ধরা পড়েনি। স্রেফ যুক্তির আলোয় গোড়া থেকে বিচার করা যাক হেঁয়ালিটার। লোকটা একখানা বইয়ের উল্লেখ করছে। যুক্তির শুরু হোক এই পয়েন্ট থেকেই।'

'পয়েন্টটা কিন্তু অস্পষ্ট।'

'মানছি, কিন্তু দেখাই যাক না পরিসরটাকে সংকীর্ণ করা যায় কিনা। মনটাকে পুরো রাখলাম পয়েন্টের ওপরে— রেখেও দেখছি বিলক্ষণ দুর্ভেদ্য। কী ধরনের বই সে-সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত আছে কি?'

'না।'

'বেশ বেশ অতটা হতাশ হবার কারণ দেখছি না। গুপ্ত লিখন শুরু হয়েছে একটা বড়ো

* **ম্যাকিয়াভেলিয়ান**— ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন ইতালির প্রসিদ্ধ রাজনীতি-বিশারদ। নীতিজ্ঞানহীন।

সংকেতের সমাধান করছেন হোমস। স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে (১৯১৪) প্রকাশিত ফ্র্যাঙ্ক উইলস-এর চিত্রণ

সংখ্যা দিয়ে— ৫৩৪, তাই না? স্রেফ অনুমিতি হলেও এই তথ্যের ভিত্তিতে এগোনো যাক, ধরে নিলাম ৫৩৪ একটি পৃষ্ঠাসংখ্যা— যে-বইটির কথা বলতে চায় পোর্লক— সেই বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা। তাহলেও দেখ বইটা আয়তনে বেশ বড়ো— এটা কিন্তু কম পাওয়া নয়। বিশাল এই বইটা কী ধরনের সে-সম্বন্ধে আর কোনো ইঙ্গিত আছে কি? পরের চিহ্নটা দেখছি C_2। ওয়াটসন, বলো কী বুঝলে?'

'দ্বিতীয় অধ্যায় নিশ্চয়।'

'মোটেই তা নয়। একটা কথা মানছ তো যে, পৃষ্ঠাসংখ্যা দিলে পরিচ্ছদের সংখ্যা দেওয়ার আর দরকার হয় না। আরও দেখো, ৫৩৪ পৃষ্ঠাসংখ্যা যদি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পড়ে, তাহলে প্রথম পরিচ্ছেদটা নিশ্চয় অসহ্য রকমের দীর্ঘ।'

'কলম!' বললাম চিৎকার করে।

'ব্রিলিয়ান্ট, ওয়াটসন। আজ দেখছি বুদ্ধি তোমার ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। কলম না-হলে বুঝতে হবে দারুণ ঠকলাম। তাহলে দেখো বইখানা বেশ বড়ো, দু-কলমে ছাপা প্রতিটি পৃষ্ঠা এবং প্রত্যেকটা কলম রীতিমতো লম্বা— কেননা একটা শব্দের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে দু-শো তিরানব্বই। যুক্তির দৌড় কি এবার শেষ?'

'আমার তাই মনে হয়।'

'নিজের ওপর একটা অবিচার করলে? ভায়া ওয়াটসন, এই নাও আজ একটা চমক। আর একটা মগজ-তরঙ্গ। বইটা অসাধারণ কিছু হলে পাঠিয়েই দিত আমার কাছে! তার বদলে পোর্লকের ইচ্ছে ছিল খামের মধ্যে সংকেত সূত্র পাঠাবে— প্ল্যান ভন্ডুল হবার আগে ইচ্ছে ছিল তাই। চিঠিতেও দেখো তাই লিখেছে। এ থেকে স্বভাবতই মনে হয়, ও ভেবে নিয়েছিল বইটি পেতে আমার অসুবিধে হবে না। বইখানা তার কাছেই আছে এবং ধরে নিয়েছিল আমার কাছেও আছে। ওয়াটসন, সংক্ষেপে বলি— বইটা অতি মামুলি।'

'কথাগুলো খুবই সম্ভাব্য মনে হচ্ছে।'

'তদন্ত তাহলে সংকুচিত হয়ে এল দু-কলমে ছাপা সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী একটা বড়ো বইয়ের ওপর।'

'বাইবেল!' বললাম বিজয়োল্লাসে।

'চমৎকার বলেছ ওয়াটসন! তবে কী জানো, খুব চমৎকার বলোনি। অভিনন্দনটা আমি নিজেও যদি নিই, মরিয়ার্টির এক শাকরেদ হাতের কাছে বাইবেল নিয়ে বসে আছে, এমন কথা বলতে পারব কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া বাইবেলের এত অসংখ্য সংস্করণ বেরিয়েছে যে দুটো কপির পৃষ্ঠাসংখ্যা এক হবে এমনটা আশা করা যায় না। সুতরাং এমন একটা বইয়ের কথা বলতে চেয়েছে পোর্লক যা ঘরে ঘরে আছে। সে জানে তার বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠা হুবহু মিলে যাবে আমার বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠাসংখ্যার সঙ্গে।'

'কিন্তু ৫৩৪ পৃষ্ঠাওলা বই খুব কমই আছে।"

'ঠিক কথা। আমাদের নাকানিচোবানির অন্ত তো সেইখানেই। তদন্ত পরিসর তাহলে ছোটো হয়ে এল এমন খানকয়েক নির্ধারিত মানের বইয়ে যা ঘরে ঘরে রাখা যায়, যে-কেউ কিনতে পারে।"

'ব্র্যাডশ!'[৭]

'একটু অসুবিধে আছে, ওয়াটসন। 'ব্র্যাডশ-য় যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ত, জোরালো, কিন্তু সীমিত। হরেকরকম শব্দের অভাব। সাধারণ খবর পাঠানোর উপযুক্ত শব্দ ওখান থেকে জোগাড় করা কঠিন। 'ব্র্যাডশ' তাই বাদ গেল। একই কারণে অভিধানকে নাকচ করলাম। তাহলে কী রইল বলো তো?'

'পাঁজি।'

'অতি চমৎকার বলেছ, ওয়াটসন! পয়েন্টটা ধরতে না-পারলে খুবই অবাক হতাম। পাঁজি! হুইটেকারের পাঁজি[৮] নিয়ে বসা যাক । ঘরে ঘরে আছে। পৃষ্ঠাসংখ্যাও প্রচুর। দু-কলমে ছাপা। আগেকার সংস্করণগুলোয় বাকসংযম দেখালেও শেষের দিকে একটু বাচাল হয়েছে জানি।' টেবিল থেকে বইখানা তুলে নিল হোমস। 'এই হল ৫৩৪ পৃষ্ঠা, দু-নম্বর কলম, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্পদ-সমৃদ্ধি নিয়ে অনেককিছুই লেখা হয়েছে দেখছি। শব্দগুলো লিখে নাও, ওয়াটসন। তেরো নম্বর হল 'মারাঠা'[৯]। শুরুটা খুব শুভ বলে মনে হচ্ছে না। এক-শো সাতাশ শব্দ সংখ্যা হল 'গভর্নমেন্ট'। কিছুটা মানে অবশ্য আছে শব্দটার, তবে আমাদের আর প্রফেসর মরিয়ার্টির দিক থেকে একটু অপ্রাসঙ্গিক— খাপছাড়া। নাও, আবার চেষ্টা করা যাক। মারাঠা গভর্নমেন্ট করছে কী দেখা যাক। আরে গেলে যা। পরের শব্দ দেখছি 'শুয়োরের খাড়া-খাড়া শক্ত ছোটো চুল'। গেল গেল, সব গেল ওয়াটসন! বারোটা বেজে গেল বুদ্ধির খেলার!'

ঠাট্টাচ্ছলে বললেও ঘন ভুরুর মুচড়ে-ওঠা দেখে বুঝলাম ভেতরে ভেতরে বেচারি কীরকম হতাশ হয়েছে, মেজাজও তিরিক্ষে হয়েছে। মনটা আমারও খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু আমার তো কিছু করার নেই। অসহায়ভাবে আগুনের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর নীরবতা ভঙ্গ হল শার্লক হোমসের আচমকা চিৎকারে। সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠে তিরের মতো ছিটকে গেল তাকের দিকে এবং হলদে মলাট দেওয়া আর একখানা বই নিয়ে ফিরে এল চেয়ারে।

বললে চিৎকার করে, 'বেশি আধুনিক হয়ে গেছিলাম তো তাই মাশুল দিতে হয়েছে। সময়ের সঙ্গেসঙ্গে তাল মিলিয়ে না-চলে যারা এগিয়ে যায় গুনাগার দিতে হয় তাদেরই— আমরা ব্যতিক্রম নই। আজ হল গিয়ে সাতুই জানুয়ারি, কাজেই নতুন পঞ্জিকা নিয়ে পাতা উলটেছি, কিন্তু পোর্লক নিশ্চয় পুরোনো পঞ্জিকার পৃষ্ঠা দেখে লিখেছে গুপ্তলিখন। সংকেতসূত্র ব্যাখ্যা করার সময়ে অবশ্যই তা বলত। এবার দেখা যাক ৫৩৪ পৃষ্ঠায় কীরকম খবর পাওয়া যায়। তেরো নম্বর শব্দটা দেখছি 'দেয়ার'— অনেক সম্ভাবনাময় শব্দ। এক-শো সাতাশ নম্বর সংখ্যা হল 'ইজ'— 'দেয়ার ইজ'— উত্তেজনায় চকচক করতে থাকে হোমসের চোখ; দীর্ঘ সরু, কম্পিত আঙুলে একে-একে গুনে যায় শব্দ— 'ডেঞ্জার'। হা! হা! চমৎকার! লিখে নাও, ওয়াটসন। 'দেয়ার ইজ ডেঞ্জার—— মে— কাম— ভেরি— সুন— ওয়ান।' তারপর দেখছি একটা নাম 'ডগলাস'— রিচ— কান্ট্রি— নাউ— অ্যাট— বির্লস্টোন— হাউস— বির্লস্টোন— কনফিডেন্স— ইজ — প্রেসিং। দেখলে তো ওয়াটসন। খাঁটি যুক্তির ফসলটা দেখলে? সবজির দোকানে লরেলের মুকুট-টুকুট যদি পাওয়া যেত, এখুনি কিনতে পাঠাতাম বিলি ছোঁড়াকে।

হোমস গুপ্তলিখনের মর্মার্থ উদ্ধার করে মুখে-মুখে বলে গেছিল, হাঁটুর ওপর ফুলসক্যাপ কাগজ বিছিয়ে আমি তা লিখে নিয়েছিলাম। এখন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম বিচিত্র সেই সংবাদের দিকে।

বললাম, 'পোর্লক দেখছি বড়ো অদ্ভুতভাবে জোর করে টেনেহিঁচড়ে মানে বোঝাবার চেষ্টা করেছে।'

হোমস বললে, 'বরং তার উলটোটাই করেছে, আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছে। খবর পাঠাতে যেসব শব্দ দরকার, তা একটিমাত্র কলমের মধ্যে খুঁজতে গেলে মুশকিল বই কী। সব শব্দ নাও পেতে পারো। তাই সংবাদদাতার ধীশক্তির ওপর কিছুটা না-ছাড়লেই নয়। উদ্দেশ্যটা সুস্পষ্ট। ডগলাস লোকটা যেই হোক না কেন, তাঁর বিরুদ্ধে ঘোর ষড়যন্ত্র চলছে— শয়তানি প্যাঁচে ফেলার জোগাড়যন্ত্র হচ্ছে। ভদ্রলোক থাকেন মফস্‌সলে— বড়োলোক। 'কনফিডেন্স' শব্দটা 'কনফিডেন্ট' শব্দের কাছাকাছি বলে লেখা হয়েছে— অর্থাৎ পোর্লক নিশ্চিত যে ভদ্রলোকের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। পাকা কারিগরের মতো বিশ্লেষণ করার পর এই হল গিয়ে আমাদের তদন্ত ফলাফল।'

আশানুরূপ ফল না-পেলে হোমস যেমন মুখ কালো করে গুমরে মরে, মনের মতো ফল দেখা দিলে তেমনি খাঁটি শিল্পীর মতোই নৈর্ব্যক্তিক আনন্দে ঝলমলিয়ে ওঠে। সাফল্যের আনন্দে তাই আপন মনেই হাসতে লাগল খুক-খুক করে। এমন সময়ে দরজা খুলে ধরল বিলি— ঘরে ঢুকলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড।

আলেক ম্যাকডোনাল্ড এখন দেশজোড়া নাম কিনেছে। কিন্তু অষ্টদশ শতাব্দীর শেষে দিকে আলেক ম্যাকডোনাল্ডের কর্মজীবনের শুরুতে কেউ তাকে চিনত না। গোয়েন্দাবাহিনীর তরুণ কিন্তু আস্থাভাজন অফিসার হিসেবে কয়েকটা কেসের সন্তোষজনক সমাধান করেছিলেন সেই বয়েসেই। চওড়া হাড় দিয়ে তৈরি লম্বা কাঠামোয় ছিল অসামান্য শারীরিক ক্ষমতার ছাপ। বিশাল করোটি আর নিবিড় ভুরুর তলায় গভীরভাবে গাঁথা চকচকে চোখজোড়া থেকে বিচ্ছুরিত হত আতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা। নীরব প্রকৃতির চুলচেরা স্বভাবের জেদি পুরুষ— উচ্চারণে কর্কশ অ্যাবারডোনিয়ান[১০] টান। দু-বার হোমসের সাহায্য নিয়ে[১১] কর্মজীবনে সুনাম কিনেছে— হোমস পেয়েছে কেবল কঠিন সমস্যা সমাধানের আনন্দ— ধীশক্তির পরিতৃপ্তিই তার একমাত্র পুরস্কার। শখের সতীর্থকে এই কারণেই যুগপৎ সমীহ করত আর ভালোবাসত স্কচম্যান এবং সব রকমের সমস্যায় হোমসের পরামর্শ নেওয়ার সময়ে তা খোলাখুলি প্রকাশ করতে দ্বিধা করত না। মাঝারি গুণ সম্পন্ন লোক নিজের চাইতে উচ্চগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মেধা ধরতে পারে না। কিন্তু রতনে রতন চেনে। এক ধীমানকে নিমেষে চিনে নেয় আর এক ধীমান। সেক্ষেত্রে ম্যাকডোনাল্ডও ধীমান পুরুষ। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আর স্বীয় অভিজ্ঞতা বলে যে-মানুষটি সারা ইউরোপে অনন্য হয়ে উঠেছে, তার সাহায্য নেওয়ার মধ্যে যে তিলমাত্র অবমাননা নেই— এ-বোধ তার ছিল। বন্ধুত্ব করার প্রবণতা হোমসের মধ্যে না-থাকলেও বিশালকায় স্কচম্যানকে সে আমল দিত। তাই মৃদু হাসল ম্যাকডোনাল্ডকে দেখে।

বলল, 'আপনি দেখছি ভোরের পাখি হয়ে গেছেন, মি. ম্যাক। কপাল খুলে যায় ছোটোখাটো ব্যাপারেও। লটঘট কিছু ঘটেছে বলেই নিশ্চয় এই আগমন?'

কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে ইনস্পেকটর, 'আমার মনের কথাই প্রায় বলে দিলেন দেখছি। ভোরের কনকনে ঠান্ডাটা একটু কমানো যাক। না, না ধন্যবাদ, চুরুট খাব না। সাত সকালে একটা তদন্তে বেরিয়েছি। জানেন তো সকালের কেসই শেষ পর্যন্ত মূল্যবান কেস হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু— কিন্তু—'

বলতে বলতে বিমূঢ় বিস্ময়ে টেবিলের ওপর রাখা একতাড়া কাগজের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল ইনস্পেকটর— এই সেই কাগজ যার ওপর একটু আগেই হেঁয়ালি-ভরা খবরটা আমি লিখেছি।

বলল তোতলাতে তোতলাতে, 'ড— ডগলাস! বি— বির্লস্টোন! ব্যাপার কী, মি. হোমস? ডাকিনী বিদ্যে নাকি! এসব নাম আপনি পেলেন কোথায়?'

'একটা গুপ্তলিখনের পাঠোদ্ধার করলাম এইমাত্র আমি আর ডা. ওয়াটসন। কিন্তু কেন বলুন তো? নাম দেখে আঁতকে উঠলেন কেন?'

হতচকিত বিস্ময়ে পর্যায়ক্রমে আমার আর হোমসের মুখ অবলোকন করে ইনস্পেকটর। বলে, 'কেন উঠলাম জানেন? বির্লস্টোন ম্যানর হাউসের মি. ডগলাস বীভৎসভাবে খুন হয়েছেন আজই সকালে।'

২। আলোচনায় বসলেন মি. শার্লক হোমস

এইসব নাটকীয় মুহূর্তের জন্যেই যেন ওত পেতে থাকে বন্ধুটি। বিস্ময়কর ঘোষণাটি শুনে সে চমকে উঠেছিল বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে— এমনকী উত্তেজিতও হয়নি! দীর্ঘকাল অতি-উত্তেজনার মধ্যে থাকার ফলেই যেন কড়া পড়ে গিয়েছে ভেতরটা। তার অসাধারণ চরিত্রের মধ্যে ক্রূরতার ছিটেফোঁটাও নেই— অথচ চোখ-মুখ এই কারণেই এত সহানুভূতিহীন। আবেগের ধার ভোঁতা হলে কী হবে, ধীশক্তিগ্রাহ্য অনুভূতি শানিয়ে উঠেছিল অতিরিক্ত মাত্রায়। ভয়ংকর অথচ ছোট্ট ঘোষণাটি শুনে আমি শিউরে উঠলেও এই কারণেই হোমসের চোখে-মুখে ভয়াবহতার ছায়াপাতও ঘটল না। প্রশান্ত কৌশলে নিবিড় হয়ে এল মুখমণ্ডল— অতি-সংপৃক্ত দ্রবণ থেকে ক্রিস্ট্যাল স্বস্থানে পড়তে থাকলে রসায়নবিদের চোখে-মুখে যে-কৌতূহল দেখা যায়— ঠিক সেইরকম।

বলল, 'আশ্চর্য। সত্যিই আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু।'

'কৌতূহলী হয়েছি, মি. ম্যাক, কিন্তু খুব একটা আশ্চর্য হইনি। হব কেন বলতে পারেন? বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ মহল থেকে একখানা উড়ো চিঠিতে হুঁশিয়ারি পেলাম— বিশেষ এক ব্যক্তির সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে। একঘণ্টাও গেল না, জানলাম সর্বনাশটা সত্যিই এসে গেছে এবং লোকটি মারা গেছে। তাই কৌতূহলী হয়েছি— কিন্তু আশ্চর্য হয়নি— ঠিকই লক্ষ করেছেন।'

সংক্ষেপে দু-চার কথায় চিঠি আর গুপ্ত লিখনের বৃত্তান্ত ইনস্পেকটরকে বলল হোমস। হাতের ওপর কনুই রেখে তন্ময়চিত্তে শুনল ইনস্পেকটর— হলদেটে লাল প্রকাণ্ড ভুরুজোড়া জট পাকিয়ে একটা হলদে ত্রিকোণে পরিণত হল।

বলল, 'সক্কালবেলাই গিয়েছিলাম বির্লস্টোন। যাবার পথে এখানে এসেছিলাম আপনারা যাবেন কিনা জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু আপনার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে লন্ডন শহর থেকেই শুরু করা উচিত কাজ।"

'আমার তা মনে হয় না', বললে হোমস।

'কী যে বলেন না, মি. হোমস।' চিৎকার করে বললে ইনস্পেকটর। 'দু-এক দিনের মধ্যেই দৈনিকগুলো গরম হয়ে উঠবে বির্লস্টোন হত্যারহস্য খবরে। কিন্তু রহস্য তো এখানে — এই লন্ডন শহরে— এই শহরেরই একজন খুন হওয়ার আগেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল খুন হতে চলেছে। সেই লোকটিকেই এখন গ্রেপ্তার করা দরকার— সুতো টানলেই বাকি জট আপনি খুলে যাবে।'

'খাঁটি কথা, মি. ম্যাক। কিন্তু তথাকথিত পোর্লককে গ্রেপ্তার করবেন কী করে?'

হোমসের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে উলটে দেখল ম্যাকডোনাল্ড।

'কাম্বারওয়েলের ডাকঘরে ফেলা হয়েছে দেখছি— খুব একটা সুবিধে তাতে হবে না। নামটা বলছেন ছদ্মনাম। বাস্তবিকই এগোনোর মতো মালমশলা তেমন নেই। পোর্লককে টাকা পাঠিয়েছিলেন বলেছিলেন না?'

'দু-বার পাঠিয়েছি।'

'কীভাবে!'

'ক্যাম্বারওয়েলে পোস্ট অফিসে— নোটে।'

'নোট নিতে কে আসে কখনো দেখতে যাননি?'

'না।'

অবাক হয়ে গেল ইনস্পেকটর— ধাক্কা খেয়েছে মনে হল।

'কেন যাননি?'

'বিশ্বাসের মর্যাদা দিই বলে। প্রথম চিঠিতে সে আমাকে লিখেছিল— আমি যেন তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা না-করি। কথা দিয়েছিলাম, করব না।'

'আপনার কি মনে হয় লোকটার পেছনে একজন লোক আছে?'

'মনে হয় কেন বলছেন? আমি জানি একজন আছে।'

'প্রফেসর যার কথা বলছিলেন?'

'এক্কেবারে ঠিক বলেছেন।'

হাসল ইনস্পেকটর। তাকাল আমার দিকে। দেখলাম, চোখের পাতা কাঁপছে।

'মি. হোমস সি-আই-ডিতে আপনার এই মাথার পোকাটা নিয়ে প্রায় আমরা হাসিঠাট্টা করি— আপনার কাছে না-লুকিয়ে বলেই ফেলি— প্রফেসরের নামে আপনি এমন সব উদ্ভট কল্পনা করেন যে বলবার নয়। আমি নিজে ওঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছি। ভদ্রলোক খুব মান্যগণ্য ব্যক্তি মনে হয়েছে। পণ্ডিত এবং রীতিমতো প্রতিভাবান।

'প্রতিভাকে এতদূর চিনে ফেলেছেন দেখে খুশি হলাম!'

'কী আশ্চর্য! এ-প্রতিভার কদর না-করে থাকা যায় কি? ভদ্রলোক সম্বন্ধে আপনার মতামত শোনবার পর থেকেই ঠিক করেছিলাম একদিন দেখা করতে হবে। গ্রহণ সম্পর্কে গল্প

আরম্ভ হল— কী করে যে গ্রহণ প্রসঙ্গে এসে গেলাম বলতে পারব না। উনি কিন্তু একটা রিফ্লেক্টর লণ্ঠন আর একটা গ্লোব নিয়ে এক মিনিটেই পরিষ্কার করে দিলেন ব্যাপারটা। একটা বইও পড়তে দিয়েছিলেন। কিন্তু কী জানেন, অ্যাবারডীন চালে মানুষ কি হবে, বইটায় দাঁত ফোটাতে পারিনি— মাথায় কিছুই ঢোকেনি। কথা বলেন ধীর নম্র গলায়। চুলেও পাক ধরেছে। মুখখানি বেশ পাতলা। মন্ত্রী হিসেবে খাসা মানাতেন কিন্তু। চলে আসবার সময়ে এমনভাবে হাত রাখলেন আমার কাঁধের ওপর যেন মনে হল নিষ্ঠুর বাস্তবের মধ্যে পুত্রকে পাঠানোর আগে আশীর্বাদ করছেন পিতা।'

খুক-খুক করে শুকনো হেসে দু-হাত ঘষতে লাগল হোমস।

বলল, গ্রেট! সত্যিই দারণ! এবার বলুন তো বন্ধুবর ম্যাকডোনাল্ড, মর্মস্পর্শী মনোরম এই সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল কোথায়? প্রফেসরের পড়ার ঘরে নিশ্চয়?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'ঘরটা সুন্দর, তাই না?'

'অত্যন্ত সুন্দর— ছিমছাম।'

'আপনি বসেছিলেন প্রফেসরের লেখবার টেবিলের সামনে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার চোখে রোদ পড়েছিল, ওঁর মুখ ছিল ছায়ায়?'

'তখন সন্ধে, তবে মনে আছে আলোটা ফিরিয়ে রাখা হয়েছিল আমার মুখের ওপর।'

'রাখতেই হবে। প্রফেসরের মাথার ওপর একটা ছবি লক্ষ করেছিলেন?'

'খুব সম্ভব ও-গুণ আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি— আমার চোখ এড়িয়ে যাওয়া এত সোজা নয়। হ্যাঁ, দেখেছি ছবিটা। একজন তরুণী মহিলা হাতে মাথা রেখে আড়চোখে দেখছেন আমাকে।'

'তৈলচিত্রটা জাঁ ব্যাপতিস্তি গ্রুজের[১] আঁকা।'

আগ্রহী হওয়ার প্রয়াস পেল ইনস্পেকটর।

চেয়ারে ভালোভাবে হেলান দিয়ে আঙুলগুলো ডগায় ডগায় ঠেকিয়ে হোমস বললে, 'জাঁ ব্যাপতিস্তি গ্রুজ একজন ফরাসি চিত্রকর। ১৭৫০ সালের মধ্যে তাঁর সমৃদ্ধি। আমি বলব শুধু তাঁর কর্মজীবনের কথা। সমসাময়িকরা ওর সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন— একই ধারণা দেখা যাচ্ছে আধুনিক সমালোচকদের মধ্যেও।'

উদাসীন হয়ে এল ইনস্পেকটরের দুই চক্ষু।

বলল, 'আমরা বরং—'

'আসছি সে-পয়েন্টে', বাধা দিয়ে বললে হোমস। 'আপনি যাকে বির্লস্টোন হত্যারহস্য বলছেন— তার সঙ্গে এইমাত্র যা বললাম তার সরাসরি এবং গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রয়েছে। এমনকী একদিক দিয়ে হত্যারহস্যের কেন্দ্রবিন্দুও বলা চলে এই ব্যাপারটাকে।'

ম্লান হেসে কাতর চোখে আমার দিকে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

'মি. হোমস আপনি বড়ো তাড়াতাড়ি ভাবেন— নাগাল ধরতে পারি না। দু-এক জায়গায়

ফাঁক রেখে গেছেন— টপকাতে পারছি না। বির্লস্টোন রহস্যের সঙ্গে মৃত চিত্রকরের কী সম্পর্ক মাথায় আসছে না।'

'সব খবরই এক সময়ে কাজে লাগে গোয়েন্দাদের, মন্তব্য করল হোমস। '১৮৬৫ সালে পোর্টালিসে গ্রুজের আঁকা 'La Jeune Fill a l'agneau'[২] নামে একটা ছবি চার হাজার পাউন্ডে[৩] বিক্রি হওয়ার মতো সামান্য একটা সংবাদও আপনার মনে অনেক চিন্তার ছায়া ফেলতে পারে।'

সত্যিই তা ফেলল। অকৃত্রিম কৌতূহল ফুটে উঠতে দেখা গেল ইনস্পেকটরের চোখে-মুখে।

জের টেনে নিয়ে হোমস বললে, 'প্রফেসরের বেতন কত, তা খানকয়েক নির্ভরযোগ্য বই ঘাঁটলেই জানা যায়। বছরে সাতাশ পাউন্ড।'

'তাহলে ও-ছবি উনি কিনলেন কী করে—'

'আমিও তাই বলি, কিনলেন কী করে?'

চিন্তাকুটিল চোখে বললে ইনস্পেকটর— 'আশ্চর্য ব্যাপার তো! বলে যান, মি. হোমস। বেশ লাগছে শুনতে। ফাইন বলেছেন।

খাঁটি শিল্পীর বৈশিষ্ট্য হল অকপট প্রশংসায় গলে যাবে— হোমস তার ব্যতিক্রম নয়। প্রশস্তি শুনে হাসল।

বলল, 'বির্লস্টোনের ব্যাপারটা বলুন শুনি।'

'এখনও সময় আছে,' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে ইনস্পেকটর। 'দোরগোড়ায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে এসেছি— ভিক্টোরিয়া পৌঁছোতে মিনিট কুড়ি[৪] লাগবে। কিন্তু এই ছবিটা— আপনার মুখে শুনেছিলাম মি. হোমস, আপনি নাকি কখনো প্রফেসারের সামনাসামনি হননি?'

'না, জীবনে না।'

'তাহলে ঘরের মধ্যে কোথায় কী আছে জানলেন কী করে?'

'সেটা আরেকটা ব্যাপার, ওর ঘরে গেছিলাম তিনবার। দু-বার দু-রকমের দুটো অছিলা নিয়ে— বেরিয়ে পড়েছিলাম উনি ফিরে আসার আগেই। আর একবার— ব্যাপারটা অবশ্য সরকারি গোয়েন্দার সামনে বলাটা সমীচীন হবে না— শেষের বারেই ওঁর কাগজপত্র হাঁটকেছিলাম এবং অপ্রত্যাশিত ফল পেয়েছিলাম।'

'গালে চুনকালি দেওয়ার মতো কিছু পেয়েছিলেন বোধ হয়?'

'কিছুই পাইনি। অবাক হয়েছিলাম সেই কারণেই। যাই হোক, ছবির ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হল তো? এ-ছবি ওই দামে কিনেছেন যখন তখন নিশ্চয় ভদ্রলোক বিরাট বড়োলোক। এত টাকা পেলেন কীভাবে? বিয়ে করেননি। পশ্চিম ইংলন্ডে স্টেশনমাস্টারের কাজ করেন ওঁর ছোটোভাই। ওঁর নিজের চেয়ারের দাম বছরে সাতাশ পাউন্ড। তা সত্ত্বেও উনি গ্রুজ পেন্টিংয়ের মালিক।'

'তারপর?'

'তারপরের সিদ্ধান্তটা দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট।'

'আপনি বলতে চান রোজগার ওঁর অনেক এবং বিরাট এই রোজগার আসে বেআইনি পথে?'

ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন ম্যাকডোনাল্ড। স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ফ্র্যাঙ্ক উইলস-এর অলংকরণ (১৯১৪)

'হ্যাঁ, ঠিক তাই বলতে চাই। মাকড়সার জালের ঠিক মাঝখানে বিষাক্ত যে-প্রাণীটা চুপচাপ বসে থাকে শিকারের আশায়, আঠা চটচটে বহু তন্তুর মাধ্যমেই পৌঁছানো যায় তার কাছে। এ-কথা বলার কারণ আছে বলেই বললাম। কিন্তু এই বিশেষ গুরুজ ঘটনাটি বললাম আপনি নিজে তা লক্ষ করেছিলেন বলে।'

'মি. হোমস আপনার কথাগুলো কৌতূহল জাগানো। শুধু কৌতূহলই জাগায় না, তাজ্জব করে দেয়। তবে যদি আর একটু পরিষ্কার করে বলেন আমাকে তো সুবিধে হয়। কী করেন উনি? জাল নোট? জাল টাকা? চুরিডাকাতি? টাকাটা আসে কোন পথে?'

'জোনাথন ওয়াইল্ডের[৫] নাম শুনেছেন?"

'নামটা চেনা-চেনা লাগছে। উপন্যাসের কোনো চরিত্র কি? নাটক নভেলের ডিটেকটিভদের খুব একটা পাত্তা দিই না আমি। এরা শুধু নিজেরাই বাহাদুরি দেখিয়ে যায়— কী করে দেখাচ্ছে কাউকে বুঝতে দেয় না। ওসব পড়তে ভালো লাগে— কাজে লাগে না।'

'জোনাথন ওয়াইল্ড ডিটেকটিভ নয়, নাটক নভেলের চরিত্রও নয়[৬]। লোকটা একটা ক্রিমিন্যাল— অপরাধী সম্রাট। গত শতাব্দীতেই তার কীর্তিকাহিনির শুরু এবং শেষ ১৭৫০-এর ধারেকাছে।'

'তাহলে ও-লোককে নিয়ে আমার কাজ হবে না। আমি প্র্যাকটিক্যাল মানুষ— বাস্তব নিয়ে কারবার করি।'

'মি. ম্যাক, আপনার জীবনে সবচেয়ে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কী হওয়া উচিত জানেন? মাস তিনেক বাড়ি থেকে না-বেরিয়ে দিনে বারো ঘণ্টা হিসেবে রোজ শুধু অপরাধ ইতিহাস পড়া। সব কিছুই জানবেন ঘুরে ফিরে আসে— এমনকী এই প্রফেসর মরিয়ার্টিও। লন্ডন ক্রিমিন্যালদের শক্তির গুপ্ত উৎস ছিল জোনাথন ওয়াইল্ড— শতকরা পনেরো টাকা দস্তুরির বিনিময়ে ধার দিত নিজের ব্রেন আর সংগঠন। চাকা ঘুরছে, সেই একই পার্টি আবার ফিরে এসেছে। আগে যা-যা ঘটেছে, এখন তার প্রতিটি ফের ঘটবে। প্রফেসর মরিয়ার্টি সম্বন্ধে দু-চার কথা শুনলে হয়তো আপনার আগ্রহের সঞ্চার ঘটতে পারে।'

'আপনার সব কথাতেই আমার আগ্রহ জাগে।'

'এই যে শেকল, এর একদিকে রয়েছে শ-খানেক তাসের জুয়াড়ি, ব্ল্যাকমেলার, পকেটমার, গুন্ডা এবং সবরকম অপরাধী— আর একদিকে গোল্লায় যাওয়া নেপোলিয়ন সমান প্রফেসর মরিয়ার্টি— এই শেকলের পয়লা নম্বর আংটাটিকে আমি চিনি। মরিয়ার্টির ডান হাত হল কর্নেল সিবাসটিয়ান মোরান— আইনের ধরাছোঁয়ার একদম বাইরে। আইনই বরং তাকে আগলে রেখে দিয়েছে! পালের এই গোদাটিকে মরিয়ার্টি কত মাইনে দেয় জানেন?'

'শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'বছরে ছ-হাজার। এই হল মার্কিন ব্যবসার নীতি— উপযুক্ত মগজের উচিত দাম। মাইনের ব্যাপারটা হঠাৎ জানতে পারি। প্রধানমন্ত্রীও এত টাকা পান না[৭]। এ থেকেই বুঝবেন মরিয়ার্টির লাভ কী বিপুল এবং কী ব্যাপক তার কার্যকলাপ। আরেকটা পয়েন্ট। সম্প্রতি মরিয়ার্টির খানকয়েক চেক খুঁজে খুঁজে বের করেছিলাম— গেরস্থালির বিল মিটানোর নির্দোষ চেক। কিন্তু চেকগুলো কাটা হয়েছে ছ-টা আলাদা ব্যাঙ্কের ওপর। এ থেকে কী মনে হয় আপনার বলুন।'

'অদ্ভুত নিশ্চয়। কিন্তু এ থেকে আপনার কী মনে হয়?'

নিজের টাকা নিয়ে গুলতানি হোক, এটা তার ইচ্ছে নয়। বিশেষ একজন যেন না-জানে কত টাকা আছে প্রফেসর মরিয়ার্টির। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার কুড়িটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে— বিরাট সম্পত্তির বেশির ভাগটাই অবশ্য আছে বিদেশের ব্যাঙ্কে— Deutsche ব্যাঙ্কে[৮] অথবা Credit Lyonnais-এ[৯]। যদি কখনো দু-এক বছর ছুটি পান, প্রফেসর মরিয়ার্টিকে নিয়ে গবেষণা করবেন।'

নিজের আগ্রহেই নিজে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড। যতই কথা এগিয়েছে, ততই যেন প্রত্যেকটা শব্দ গভীরভাবে দাগ কেটে বসে গেছে ভেতরে। কিন্তু শেষকালে জাগ্রত হল স্বচ্ছ বুদ্ধি— ঝাঁকি দিয়ে এল হাতের কাজে।

'কৌতূহল জাগানো টীকাটিপ্পনী দিয়ে অন্য কথায় এনে ফেললেন মি. হোমস। মরিয়ার্টি এখন থাকুক। আসল কথা হল মরিয়ার্টির সঙ্গে বির্লস্টোন রহস্যের সম্পর্ক— যা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন আপনি। হুঁশিয়ারি পেয়েছিলেন পোর্লক নামধারী একটি লোকের কাছ থেকে। এই সম্বন্ধেই যদি আরও কিছু বলেন তো হাতের কাজের সুবিধে হয়।'

'অপরাধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা খাড়া করা যেতে পারে। আপনার প্রথম মন্তব্য অনুসারে ধরে নিচ্ছি, খুনের মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। এখন যদি ধরা যায়, অপরাধটার উৎস আমরা যা সন্দেহ করছি সেইখানে— তাহলে খুনের দুটো আলাদা উদ্দেশ্য পাচ্ছি। প্রথমেই বলে রাখি, দলের লোকদের লোহার ডান্ডা নিয়ে শাসনে রাখে মরিয়ার্টি। কড়া নিয়মানুবর্তিতার অধীন প্রত্যেকেই। শাস্তির বিধান একটাই— মৃত্যু। এই ডগলাস লোকটাও হয়তো কোনোরকমে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলেছিল দলের সর্দারের সঙ্গে। সর্দারের সঙ্গী স্যাঙাতদের মধ্যে কেউ টের পায়, শাস্তিস্বরূপ মরতে চলেছে ডগলাস। যাইহোক, মরতেই হল ডগলাসকে— দুনিয়ার সবাই এবার জানবে তার মৃত্যুকাহিনি— ভয়ে সিঁটিয়ে থাকবে দলের অন্য লোকজন।'

'এটা তো গেল একটা অনুমান।'

'আর একটা অনুমান হল এই : মরিয়ার্টি নিজেই খুনটা ঘটিয়েছে গতানুগতিক ব্যাবসা সূত্রে। ডাকাতি-টাকাতি কিছু হয়েছে?'

'শুনিনি।'

'যদি হয় তাহলে নাকচ হয়ে যাবে প্রথম অনুমিতিটা— টিঁকে যাবে শেষেরটা। হয় লুঠের মালের বখরার প্রতিশ্রুতি পেয়ে, আর না হয় মোটা টাকার বিনিময়ে খুনটা ঘটিয়েছে মরিয়ার্টি। দুটোই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যেটাই সত্যি হোক না কেন, এমনকী দুটোর কোনোটাই না হয় যদি অন্য কারণেও আসরে অবতীর্ণ হয় মরিয়ার্টি, তাহলেও আমাদের এখুনি যাওয়া দরকার বির্লস্টোনে। সমাধান সেখানে— লন্ডনে নয়। প্রফেসরকে আমি চিনি! লন্ডন শহরে এমন সূত্র ফেলে ছড়িয়ে রাখবে না যা ধরে তার কাছে যাওয়া যায়।'

'তাহলে চলুন বির্লস্টোনেই যাওয়া যাক।' চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সোল্লাসে বললে ম্যাকডোনাল্ড। ''আরে সর্বনাশ! বড্ড দেরি হয়ে গেল যে। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দেওয়া যাবে না আপনাদের— চটপট তৈরি হয়ে নিন।'

'পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট আমাদের কাছে।' তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ড্রেসিং গাউন খুলে কোট পরতে পরতে বললে হোমস। 'মি. ম্যাক, যেতে যেতেই বলবেন পুরো ব্যাপারটা।'

'পুরো ব্যাপারটা' শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অতি সামান্য— হতাশ হতে হল শুনে। তা সত্ত্বেও যেটুকু শুনলাম তার মধ্যেই দেখা গেল এমন অনেক পয়েন্ট রয়েছে যা বিশেষজ্ঞদের নজর কাড়বার পক্ষে যথেষ্ট। সামান্য কিন্তু আশ্চর্য খুঁটিনাটি শুনতে শুনতে দু-হাত কচলে খুশিতে ঝলমলে হয়ে উঠল হোমস। বেশ কয়েক হপ্তা বেকার কেটেছে— নিষ্ফল দিনযাপনের গ্লানি সুদে-আসলে পুষিয়ে নেওয়ার মোক্ষম সুযোগ এসেছে। এ-সংসারে ঈশ্বরের দেওয়া আশ্চর্য শক্তি নিয়ে অনেকে জন্মায়। কিন্তু সেই শক্তির ধারে মরচে পড়তে থাকলে, কারো কাজে না-লাগলে তখন তা শক্তির মালিককেই ভেতর থেকে কুরে কুরে খেতে থাকে। খুরের মতো ধারালো ব্রেনও দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকলে মরচে পড়ে ভোঁতা হবার উপক্রম হয়। কাজের ডাক এলে তাই শার্লক হোমসের দু-চোখ জ্বলে ওঠে, পাণ্ডুর গালে রক্তিমাভা দেখা দেয়, সাগ্রহ মুখখানার পরতে পরতে অন্তরের কন্দর থেকে রোশনাই ছিটকে পড়ে। ভাড়াটে গাড়ির কোণে হেলান দিয়ে বসে সে একাগ্রচিত্তে শুনে গেল ম্যাকডোনাল্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা— সাসেক্স রহস্যের কাহিনি।— ইনস্পেকটর নিজে একটা খবরের ওপর বেশি ঝুঁকছে। দ্রুত হাতে কাগজে লেখা খবরটা তার কানে পৌঁছে দিয়ে গেছে ভোরের দুধের ট্রেন। গাঁয়ের পুলিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কাছে সাহায্য চাইলে বিধিবদ্ধভাবে সে-খবর ম্যাকডোনাল্ডের কাছে পৌঁছতে দেরি হত। কিন্তু স্থানীয় পুলিশ অফিসার হোয়াইট ম্যাসোন ম্যাকডোনাল্ডের প্রাণের বন্ধু বলে খবর পাঠিয়েছে সরাসরি। তবে এ ধরনের নিরুত্তাপ রহস্যভেদের জন্যে শহরের পুলিশ বিশেষজ্ঞদের সচরাচর তলব পড়ে না।

চিঠি পড়ে শোনালো ম্যাকডোনাল্ড— 'প্রিয় ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড, সরকারিভাবে আপনার সাহায্য চাইছি পৃথক লেফাফায়। এ-চিঠি ব্যক্তিগতভাবে আপনার দৃষ্টি আর্কষণের জন্যে। সকালের কোন ট্রেনে বির্লস্টোন আসছেন টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানিয়ে দেবেন— সেইমতো আপনাকে স্টেশনে নিতে আসব, অথবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে আর কাউকে পাঠিয়ে দেব। কেসটাকে একটা তুমুল ঝড় বলা চলে। রওনা হতে একমুহূর্তও নষ্ট করবেন না। মি. হোমসকে যদি আনতে পারেন ভালো হয়— ওঁর মাথার খোরাক পাবেন। মাঝে একজন যারা না-গেলে ভাবতেন পুরো ব্যাপারটাই যেন নাটক করার জন্যে সাজানো। বিশ্বাস করুন, এ-কেসকে তুমুল ঝড় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।'

হোমস মন্তব্য করল, 'আমার বন্ধুকে বোকা বলে মনে হচ্ছে না।'

'বোকা সে মোটেই নয়। আমার বিচারে হোয়াইট ম্যাসোন রীতিমতো করিতকর্মা পুরুষ।'

'আর কিছু পেয়েছেন?'

'দেখা হলে খুঁটিনাটি ওর মুখেই শোনা যাবে।'

মি. ডগলাস বীভৎসভাবে খুন হয়েছেন এ-খবরটা তাহলে পেলেন কোথায়?'

'আলাদা লেফাফায় সরকারি রিপোর্টে ছিল। 'বীভৎস' কথাটা বলা হয়নি, সরকারি ভাষায় ও-শব্দের চল নেই। নাম লেখা হয়েছে জন ডগলাস। বলা হয়েছে চোটটা লেগেছে মাথায়— শর্টগানের গুলি। জানাজানি কখন হয়েছে, সে-সময়টাও আছে রিপোর্টে— গতরাত্রে বারোটা

নাগাদ। আরও বলা হয়েছে, কেসটা নিঃসন্দেহে খুনের কেস— কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার কার হয়নি এবং বেশ কতকগুলো মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো অসাধারণ এবং অত্যন্ত গোলমেলে বৈশিষ্ট্য আছে কেসটায়। মি. হোমস এ ছাড়া আপাতত আর কিছু পাওয়া যায়নি।'

'তাহলে বিষয়টা এইখানেই মুলতুবি রাখা যাক। পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ না-নিয়ে অকাল সিদ্ধান্ত খাড়া করার লোভ আমাদের পেশায় কিন্তু বিষতুল্য— যতকিছু সর্বনাশের কারণ। আপাতত দুটো জিনিস নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি : লন্ডনের এক বিরাট ব্রেন আর সাসেক্সে[১০] এক মৃতব্যক্তি। আমরা যাচ্ছি এই দুইয়ের মাঝের শেকলটা খুঁজতে।'

৩। বির্লস্টোন ট্র্যাজেডি

পাঠকের অনুমতি নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে এবার আমার অতি-নগণ্য ব্যক্তিত্ব সরিয়ে রাখছি কাহিনির মধ্যে থেকে। আমরা খবর পেয়ে দৌড়েছিলাম অকুস্থল অভিমুখে। কিন্তু তার আগে ঘটনাটা যেভাবে ঘটেছিল হুবহু সেইভাবে বর্ণনা করছি। তাতে পাঠকেরই সুবিধে। অদ্ভুত এই রহস্যে যারা জড়িত তাদের চিনতে পারবেন। কী ধরনের দৃশ্য আর পরিবেশের মধ্যে বিচিত্র এই রহস্য-নাটিকা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা আঁচ করতে পারবেন।

বির্লস্টোন গ্রামটা সাসেক্স প্রদেশের উত্তর সীমান্তে খুব সেকেলে খানকয়েক কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি কুঁড়ে নিয়ে গড়ে উঠেছে ছোট্ট গ্রাম। কয়েক-শো বছরেও গ্রামটার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে জায়গাটার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়ে বেশ কিছু বিত্তবান ব্যক্তি ভিলা বানিয়েছেন চারপাশের জঙ্গলের মধ্যে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, উত্তর দিকে চকখড়ি উপত্যকার[১] দিকে আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে গিয়েছে যে সুবিশাল উইল্ড অরণ্য[২], জঙ্গল তারই প্রত্যন্ত কিনারা। গাঁয়ে লোক বাড়তেই তাদের চাহিদা মেটাতে ছোটো ছোটো অনেকগুলো দোকানেরও পত্তন ঘটেছে। ফলে, অদূর ভষ্যিতে সুপ্রাচীন গ্রামটি আধুনিক নগরের রূপ নিতে পারে, এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সাসেক্স প্রদেশের বেশ খানিকটা অঞ্চলের কেন্দ্রে রয়েছে এই বির্লস্টোন। সবচেয়ে কাছের গুরুত্বপূর্ণ লোকালয় বলতে টানব্রিজ[৩]— মাইল দশ বারো পুবে, কেন্টের সীমান্তের ওপারে।

নগর থেকে আধমাইলটাক দূরে প্রকান্ড বীচগাছের জন্যে বিখ্যাত একটা প্রাচীন বাগানে অবস্থিত বির্লস্টোনের সুপ্রাচীন ম্যানর হাউস। সুপ্রাচীন ভবনের কিছু অংশ নির্মিত হয়েছে প্রথম ধর্মযুদ্ধের[৪] সময়ে। হিউগো দ্য ক্যাপাসকে[৫] বেশ কিছু জায়গা দিয়েছিলেন রেড কিং[৬]। জমিদারির মাঝামাঝি জায়গায় একটা খুদে দুর্গ নির্মাণ করেন ক্যাপাস। ১৫৪৩ সালে আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায় দুর্গটা। জ্যাকবের আমলে[৭] ধোঁয়ায় কালো কিছু ভিতের পাথর নিয়ে সুপ্রাচীন সামন্ত কেল্লাবাড়ির ধ্বংসস্তূপের ওপর নির্মিত হয় ইটের গ্রাম্য-ভবন। এই হল গিয়ে বির্লস্টোনের ম্যানর হাউস। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভবন-নির্মাতা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও এখনও বাড়িতে রয়ে গেছে অসংখ্য ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা তিনকোনা দেওয়াল। অসমকোণী শার্সি বসানো ছোটো ছোটো জানলা। পূর্বসূরি যোদ্ধার জীবনযাপন করেছিলেন। ম্যানর হাউস ঘিরে একজোড়া পরিখা খুঁড়েছিলেন। বর্তমান মালিক বাইরের পরিখার জল না-ছেড়ে শুকিয়ে এনেছেন এবং সেখানে পাকশালা-উদ্যানের চাষ হয়েছে। ভেতরের পরিখাটা

এখনও আছে। চওড়ায় চল্লিশ ফুট, কিন্তু গভীরতায় মাত্র কয়েক ফুট। পুরো বাড়িটাকে ঘিরে আছে এই পরিখা। ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনীর জলে পুষ্ট হওয়ায় পরিখার জল ঘোলা হলেও অস্বাস্থ্যকর নয়, নালার মতোও নয়। স্রোতস্বিনীর জল পরিখার একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। একতলার জানলাগুলোর এক ফুট দূরেই পরিখার জল। একটিমাত্র ড্রব্রিজ সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে হয় বাড়িতে— ওঠানো নামানো যায় এ-সেতু। চরকি-কল আর শেকল বহুদিন আগেই মরচে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। ম্যানর হাউসের বর্তমান বাসিন্দারা প্রাণবন্ত করিতকর্মা ব্যক্তি। চটপট মেরামত করে নেন চরকি-কল আর শেকল। ড্রব্রিজ এখন আগের মতোই যে শুধু ওঠানো যায় তা নয়— প্রতিদিন সন্ধে হলেই সত্যিসত্যিই ওঠানো হয় এবং ভোর হলে নামানো হয়। সেকেলে সামন্ত রাজাদের কায়দায় ম্যানর হাউসকে এইভাবে সুরক্ষিত করার ফলে রাত হলেই এ-বাড়ি এখন একটা জল ঘেরা দ্বীপ হয়ে যায়। ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ। অচিরেই যে-রহস্য সারা ইংলন্ডের টনক নড়িয়েছে, সে-রহস্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এই ঘটনার।

বাড়িটায় অনেক বছর কেউ বাস করেনি। নয়ন সুন্দর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছিল একটু একটু করে। এই সময়ে বাড়ির দখল নিলেন ডগলাস পরিবার। পরিবারের মানুষ বলতে শুধু দু-জনই, জন ডগলাস এবং তাঁর স্ত্রী। চরিত্র এবং চেহারা উভয় দিক দিয়েই ডগলাস অসাধারণ পুরুষ; বয়স পঞ্চাশের ধারেকাছে, শক্ত চোয়াল, রুক্ষ তেজি অসমান মুখ, ধূসর গোঁফ, অদ্ভুত ধারালো ধূসর চক্ষু এবং মাংসপেশি বহুল বলিষ্ঠ গঠন— যৌবনের শক্তি এবং তৎপরতার কোনো ঘাটতিই নেই সেই শরীরে। আমুদে এবং সবার প্রতি অমায়িক হলেও আচার আচরণ কেমন যেন শিষ্টাচারহীন, দেখে মনে হয় সাসেক্সের গ্রাম্যসমাজের চাইতে দূর নিম্নদিগন্তের সামাজিকতাই এ-জীবনে তিনি বেশি দেখেছেন। কৃষ্টি সংস্কৃতিতে অনেক বেশি উন্নত প্রতিবেশীরা ওঁর প্রতি কৌতূহল আর তুষ্ণীভাব বজায় রাখলেও গ্রামবাসীদের কাছে তিনি দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। গাঁয়ের সব ব্যাপারেই মোটা চাঁদা দিতেন, গানবাজনা ধূমপানের আড্ডায় যোগদান করতেন। কোনো অনুষ্ঠানই বাদ দিতেন না। গলার স্বর ছিল পুরুষের মতো চড়া, আশ্চর্য রকমের সমৃদ্ধ। গলা ছেড়ে চমৎকার গান গেয়ে আসর মাত করতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেখে শুনে মনে হত দেদার টাকা আছে তাঁর। সে-টাকা নাকি এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার খনি[৮] থেকে। তাঁর নিজের এবং স্ত্রীর কথাবার্তা শুনেও বোঝা যেত জীবনের কিছু অংশ কাটিয়েছেন আমেরিকায়। বদান্যতা আর সবার সঙ্গে সমানভাবে মেশবার ক্ষমতার জন্যে এমনিতেই তাঁর সম্বন্ধে ধারণা ভালো হয়ে গিয়েছিল গাঁ-সুদ্ধ লোকের। এই ধারণা বেড়ে গিয়েছিল তাঁর আর একটি গুণের জন্যে— বিপদ-টিপদ একদম পরোয়া করতেন না ভদ্রলোক। ঘোড়া চালাতেন যাচ্ছেতাই, তা সত্ত্বেও সবক-টা ঘোড় দৌড়ে আশ্চর্য রকমের আছাড়-টাছাড় খেয়েও দেখা যেত সব সেরা ঘোড়সওয়ারের সমান সমান যাচ্ছেন। গির্জেয় আগুন লেগেছিল একবার। স্থানীয় দমকল আগুন নেভানো অসম্ভব দেখে হাল ছেড়ে দিলে। কিন্তু অকুতোভয় এই জন ডগলাস জ্বলন্ত বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলেন দামি জিনিসপত্র উদ্ধারের জন্যে। এই ঘটনার পরেই বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক। এইভাবেই পাঁচ বছরের মধ্যেই বির্লস্টোনে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেন ম্যানর হাউসের জন ডগলাস।

স্ত্রীও খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বাড়ি বয়ে লোক আসত অবশ্য খুবই কম। ইংরেজ রীতিই তাই। বহিরাগতের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করে না। কিন্তু যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাদের মনের মানুষ হতে পেরেছিলেন ভদ্রমহিলা। গায়ে পড়ে আলাপ না-করলেও অবশ্য কিছু এসে যেত না তাঁর। কেননা স্বামী আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন দিবারাত্র। গেরস্থালির দিকেই নজর থাকত বেশি। স্বভাবটাও সেইরকম। জানা যায়, ভদ্রমহিলা জাতে ইংরেজ। লন্ডনে আলাপ জন ডগলাসের সঙ্গে— তখন তিনি বিপত্নীক ছিলেন। খুব সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, জল হাওয়ায় গাঢ় রং, কৃশকায়া। স্বামীর চেয়ে বিশ বছরের ছোটো। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের পরিতৃপ্তি তাতে বিঘ্নিত হয়নি। যারা একটু বেশি খবর রাখে, তাদের মুখে অবশ্য শোনা যেত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়াটা কিন্তু পরিপূর্ণ নয় বলেই মনে হয়। স্বামীর পূর্ব জীবন সম্বন্ধে নাকি একদম কথা বলতে চাইতেন না স্ত্রী— অথবা এমনও হতে পারে যে তাঁকে পূর্ব বৃত্তান্ত জানানো হয়নি। কিছু কিছু চোখ-খোলা লোকের মুখে এমন মন্তব্যও শোনা গেছে যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে বিশেষ করে স্বামী একটু বেশি রাত করে ফেরার দরুন অস্বস্তিতে ভুগতেন মিসেস ডগলাস— লক্ষণ দেখে মনে হত যেন ভয় আর উৎকণ্ঠায় ভুগছেন। শহরতলির নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় গুজব জিনিসটা বেশি ছড়ায়— একটুতেই ফিসফাস আরম্ভ হয়ে যায়। ম্যানর হাউসের ভদ্রমহিলার এই দুর্বলতা নিয়েও বিলক্ষণ মন্তব্য করা হয়েছে। পরের পর ঘটনা আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পরেই প্রসঙ্গটা বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে এবং জনগণের স্মৃতির তারে বেশি করে ঘা দিয়েছে।

ম্যানর ভবনে মাঝে মাঝে আস্তানা নিতেন আরও এক ব্যক্তি। যে বিচিত্র ঘটনা এখন বিবৃত করা হবে, ইনি সেই ঘটনার মধ্যে হাজির ছিলেন। তাই জনগণের কাছে তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। এঁর নাম সিসিল জেম্স বার্কার। নিবাস হ্যাম্সটিডের হেল্স লজে। ম্যানর হাউসে তিনি হামেশাই আসতেন এবং সাদর অভ্যর্থনা পেতেন। বির্লস্টোনের পথেঘাটে তাঁর দীর্ঘ ঢিলেঢালা আকৃতি দেখেছে অনেকেই। ইংলিশ শহরতলিতে আস্তানা নেওয়ার আগে মি. ডগলাসের অজ্ঞাত অতীত জীবনে তিনিই যে একমাত্র বন্ধু ছিলেন, এমনটিই যেন বেশি করে চোখে পড়েছে স্থানীয় লোকের। বার্কার নিজে কিন্তু নিঃসন্দেহে ইংরেজ। কিন্তু কথাবার্তায় বোঝা গেছে ডগলাসের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় আমেরিকায় এবং সেখানেই ঘনিষ্ঠভাবে থেকেছেন দু-জনে। লক্ষণ দেখে বোঝা গেছে বার্কার রীতিমতো বিত্তবান এবং ডাকসাইটে চিরকুমার। বয়েসের দিক দিয়ে ডগলাসের চেয়ে একটু ছোটোই— বড়োজোর পঁয়তাল্লিশ। মাথায় লম্বা, খাড়া চেহারা, চওড়া বুক, পরিষ্কারভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো, বাজি জেতা লড়াকুর মতো মুখমণ্ডল, পুরু, কড়া, কালো ভুরু এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক এমন একজোড়া কৃষ্ণচক্ষু যার দাপটে শক্তিঠাসা দুই হাতের বল প্রয়োগ ছাড়াই মারমুখো ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তিনি রাখেন। ঘোড়ায় তিনি চড়তেন না, বন্দুকবাজিও করতেন না। প্রাচীন গ্রামের চারধারে মনোরম পরিবেশে বেড়াতেন গাড়ি চড়ে। মুখে থাকত পাইপ, পাশে কখনো ডগলাস নয়তো ডগলাসের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী। খাস চাকর অ্যামিস বলত, 'ভদ্রলোক শান্তিপ্রিয়, মুক্তহস্ত পুরুষ। হইচই একদম ভালোবাসতেন না। তবে রেগে গেলে আর রক্ষে নেই। আমি অন্তত তখন সামনে যাচ্ছি না।' ডগলাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা প্রাণের এবং অন্তরঙ্গতার।

অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁর স্ত্রী সঙ্গেও এবং এই বন্ধুত্বই নাকি মাঝে মাঝে মেজাজ খিঁচড়ে দিত জন ডগলাসের— লক্ষ করেছে চাকরবাকররা। অনর্থটা ঘটবার সময়ে এহেন ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবারের মধ্যে। সুপ্রাচীন ভবনের অন্যান্য বহু অধিবাসীদের মধ্যে দু-জনের নাম করলেই যথেষ্ট। একজন ফিটফাট, মর্যাদাসম্পন্ন, গেরস্থালির কাজে পোক্ত। নাম অ্যামিস। আর একজন গোলগাল, হাসিখুশি মহিলা— মিসেস অ্যালেন— সংসারের অনেক ঝক্কি নিজের হাতে নিয়ে রেহাই দিয়েছিলেন কর্ত্রীঠাকরুনকে। ৬ জানুয়ারি নিশীথরাত্রের ঘটনার সঙ্গে বাড়ির অন্য ছ-জন চাকরের কোনো সম্পর্ক নেই।

দুঃসংবাদটা প্রথম পৌঁছোয় রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। স্থানীয় থানায় সাসেক্স কন্সট্যাবুলারির সার্জেন্ট উইলসন ডিউটিতে ছিলেন তখন। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে দরজার ঘণ্টা ধরে সাংঘাতিক জোরে টানাটানি করেছিলেন মিস্টার সিসিল বার্কার। 'ভয়ংকর ব্যাপার ঘটেছে ম্যানর হাউসে— সাংঘাতিক ট্র্যাজেডি। নিহত হয়েছেন মি. জন ডগলাস।' নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শুধু এই খবরটাই বলে দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন ভদ্রলোক, মিনিট কয়েকের মধ্যেই পেছন পেছন ছুটেছিল পুলিশ-সার্জেন্ট—গুরুতর কিছু একটা ঘটে গেছে এই মর্মে কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়ে অকুস্থলে পৌঁছেছিল বারোটার একটু পরেই।

ম্যানর হাউসে পৌঁছে সার্জেন্ট দেখলে ড্রব্রিজ নামানো, জানলাগুলো আলোকিত এবং সারাবাড়ি জুড়ে চলেছে তুমুল হট্টগোল আর বিভ্রান্তি। নীরক্ত-মুখে চাকরবাকররা জড়ো হয়েছে হল ঘরে— চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত কচলাচ্ছে ভয়ার্ত খাসচাকর। সংযমী স্থিতধী পুরুষ শুধু একজনই— সিসিল বার্কার। সদর দরজার সবচেয়ে কাছে একটা দরজা খুলে ধরে সার্জেন্টকেই ইশারায় ডেকে নিয়ে গেছেন পেছন পেছন। ঠিই সেই সময়ে এসে গেছেন গাঁয়ের সবরকম চিকিৎসায় দক্ষ চটপটে ডাক্তার উড। ভয়ানক কাণ্ডের ঘরটিতে প্রবেশ করেছেন এই তিনজনে— পেছন পেছন ঢুকেছে আতঙ্কে-নীল খাসচাকর এবং দরজা বন্ধ করে দিয়েছে যাতে অন্য চাকররা বীভৎস সেই দৃশ্য দেখতে না-পায়।

ঘরের ঠিক মাঝখানে হাত পা ছড়িয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে মৃত ব্যক্তি। রাত্রিবাসের ওপর গোলাপি ড্রেসিং-গাউন। নগ্ন পায়ে কার্পেট স্লিপার। পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন ডাক্তার। টেবিলের ওপর থেকে হ্যান্ড ল্যাম্প নিয়ে ধরলেন মুখের ওপর। এক নজরেই বুঝলেন তাঁর আর থাকার দরকার নেই। তিনি রোগ তাড়ান, মৃত্যুকে নয়। বীভৎসভাবে জখম করা হয়েছে জন ডগলাসকে। বুকের ওপর ন্যস্ত একটি অদ্ভুত অস্ত্র— একটা শটগান— কিন্তু নলটা ট্রিগারের ফুটখানেক তফাতে করাত দিয়ে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, হাতিয়ারটা সোজা তাঁর মুখের ওপরেই ছোড়া হয়েছে— মাথাটা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। ট্রিগার দুটো তার দিয়ে বাঁধা— যাতে একসাথে দুটো কার্তুজই আরও ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

ঘাবড়ে গিয়েছিল গাঁয়ের পুলিশ ভদ্রলোক। অকস্মাৎ এহেন সাংঘাতিক দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় বিচলিতও হয়েছিল!

বীভৎস মাথাটার দিকে আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় শুধু বলেছিল— 'ওপরওলা না-আসা পর্যন্ত কেউ কিছু ছোঁবে না।'

সিসিল বার্কার বলেছিলেন, 'এখনও কেউ কিছুতে হাত দেয়নি। সে-জবাব আমি দেব। ঠিক যেভাবে আপনি দেখেছেন, আমিও দেখেছি সেইভাবে!'

নোটবই বার করে সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করেছিল, 'কখন দেখেছিলেন?'

'কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটার সময়ে। তখনও ধড়াচুড়ো ছাড়িনি, শোবার ঘরে আগুনের ধারে বসেছিলাম, এমন সময়ে শুনলাম, বন্দুকের আওয়াজ। খুব জোর আওয়াজ নয়— চেপে দেওয়া আওয়াজ। দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। বড়োজোর তিরিশ সেকেন্ড লেগেছে এ-ঘরে পৌঁছোতে।'

'দরজা খোলা দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, খোলাই ছিল। যেভাবে এখন দেখছেন, ডগলাস বেচারা পড়েছিল ঠিক ওইভাবে। টেবিলের ওপর জ্বলছিল ওর শোবার ঘরের মোমবাতি। মিনিট কয়েক পরে ল্যাম্পটা আমিই জ্বালাই।

'কাউকে দেখেননি?'

'না। পায়ের আওয়াজে বুঝলাম মিসেস ডগলাস আমার পেছন পেছন দৌড়ে নেমে আসছেন। তাই তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে পথ আটকালাম ওঁর— ভয়ংকর এই দৃশ্য যাতে দেখতে না-পান। হাউসকিপার মিসেস অ্যালেন এসে সরিয়ে নিয়ে গেলেন ওঁকে। ততক্ষণে অ্যামিস এসে গেছে। ওকে নিয়ে ফের ছুটে ঢুকলাম ঘরে।'

'কিন্তু আমি যে শুনেছি সারারাত ড্রব্রিজ তোলা থাকে?'

'তাই থাকে। তোলাও ছিল। আমি গিয়ে নামাই।'

'তাহলে খুনি পালায় কেমন করে? সে-প্রশ্নই ওঠে না। মি. ডগলাস নিশ্চয় নিজেই নিজেকে গুলি করেছেন।'

''আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এই দেখুন', বলে পর্দা টেনে সরালেন বার্কার— দেখা গেল অসমকোণী হীরক-সদৃশ শার্সি বসানো লম্বা জানলা দু-হাত করে খোলা। 'এদিকে দেখুন!' ল্যাম্পটা নামিয়ে ধরলেন গোবরাটের ওপর। এক ধ্যাবড়া রক্ত লেগে সেখানে। ঠিক যেন বুট জুতোর সুখতলার ছাপ। গোবরাট মাড়িয়ে বাইরে গেছে কেউ। 'দেখলেন তো গোবরাটে পা দিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল ঘর থেকে বেরোনোর জন্যে।'

'তাহলে কি বলতে চান কাদা ঠেলে পরিখা পেরিয়েছে হত্যাকারী?'

'ঠিক তাই বলতে চাই।'

'তার মানে খুনের আধ মিনিটের মধ্যে আপনি যখন এ-ঘরে, সে তখন পরিখায়?'

'কোনো সন্দেহই নেই তাতে। সেই মুহূর্তে জানালার সামনে দৌড়োনো উচিত ছিল আমার। কিন্তু পর্দা টানা ছিল বলে জানলা খোলা বুঝতে পারিনি। সম্ভাবনাটা মাথাতেও আসেনি। তারপরেই মিসেস ডগলাসের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেরিয়ে গেলাম যাতে ঘরে ঢুকে না-পড়েন, বীভৎস এ-দৃশ্য সইতে পারতেন না।'

'বীভৎস তো বটেই।' খণ্ডবিখণ্ড মাথা ঘিরে ভয়ংকর চিহ্নগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন ডাক্তার। 'বির্লস্টোন রেল অ্যাক্সিডেন্টের পর এ-রকমভাবে জখম হতে কাউকে দেখিনি।'

খোলা জানলার রহস্য থেকে মন্থর গ্রাম্যবুদ্ধিকে তখনও সরিয়ে আনতে পারেনি পুলিশ

সার্জেন্ট। বললে, 'পরিখার কাদা ঠেলে পালিয়েছে বলছেন। বলে তো দিলেন। কিন্তু ব্রিজ যখন তোলা ছিল তখন ভেতরে এল কী করে?'

'প্রশ্ন তো সেইটাই, বললেন বার্কার।

'ক-টার সময়ে তোলা হয়েছিল ব্রিজ?'

'ছ-টার সময়ে' জবাব দিলে খাসচাকর অ্যামিস।

'আমি তো শুনেছি সূর্য যখন অস্ত যায়, ব্রিজ তখন তোলা হয়। বছরের এ সময়ে সূর্য অস্ত যায় সাড়ে চারটে নাগাদ— ছ-টায় নয়।'

অ্যামিস বললে, 'মিসেস ডগলাস চায়ের মজলিশে বসেছিলেন অতিথিদের নিয়ে। ওঁরা না-যাওয়া পর্যন্ত ব্রিজ তোলা যায়নি। তারপর আমি নিজে গিয়ে তুলে দিয়েছিলাম।'

সার্জেন্ট বললে, 'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই— বাইরে থেকে কেউ যদি এসেই থাকে, তাদের আসতে হয়েছে ব্রিজ তোলার আগেই— ছ-টার আগে এসে লুকিয়ে ছিল কোথাও, মি. ডগলাস এগারোটা নাগাদ ঘরে ঢুকতেই চড়াও হয়েছে তাঁর ওপর।"

'ঠিক বলছেন। শুতে যাওয়ার অগে প্রতিদিন রাতে সারাবাড়ি টহল দিয়ে মি. ডগলাস দেখেন আলোগুলো ঠিক আছে কিনা। এ-ঘরেও এসেছিলেন সেই কারণে। ওত পেতে ছিল লোকটা— ঘরে ঢুকতেই সটান গুলি করেছে মুখের ওপর। তারপর বন্দুক ফেলে বেরিয়ে গেছে জানলা দিয়ে। এভাবে ছাড়া আর কোনোভাবে সাজানো যায় না ঘটনাগুলো।'

মৃত ব্যক্তির পাশে মেঝের ওপর একটা কার্ড পড়েছিল, তুলে নিল সার্জেন্ট। বদখত ধ্যাবড়াভাবে কালি দিয়ে কার্ডে লেখা একটা নামের আদ্যাক্ষর—V. V., এবং তলায় লেখা একটা সংখ্যা—৩৪১।

'এটা কী?' শুধোয় কার্ডটা তুলে ধরে।

কৌতূহলে উন্মুখ হয়ে কার্ডের দিকে তাকান বার্কার।

বললে, 'আগে লক্ষ করিনি। খুনি নিশ্চয় ফেলে রেখে গেছে।'

'V. V. 341-- মানে বুঝলাম না।

মোটা মোটা আঙুলে কার্ডখানা নাড়াচাড়া করতে থাকে সার্জেন্ট।

'V. V. মানে কী? নিশ্চয় কারো নামের প্রথম অক্ষর। ড. উড, কী দেখছেন?'

আগুনের চুল্লির ধারে কম্বলের ওপর পড়ে একটা হাতুড়ি— বেশ বড়োসড়ো, কারিগরের হাতের হাতুড়ি। ম্যান্টেলপিসের ওপর একটা বাক্স দেখালেন সিসিল বার্কার— বাক্সের মধ্যে তামার মাথাওলা অনেকগুলো পেরেক।

বললেন, 'কাল রাতে ছবি এদিক-ওদিক করছিলেন মি. ডগলাস। নিজেই চেয়ারে দাঁড়িয়ে বড়ো ছবিটা দেয়ালে টাঙাচ্ছিলেন। আমি দেখেছি। হাতুড়ি পড়ে আছে সেইজন্যেই।'

হতবুদ্ধি সার্জেন্ট মাথা চুলকে বললে, 'যেখানকার হাতুড়ি সেখানেই রেখে দেওয়া ভালো। এ-রহস্যের শেষ দেখতে হলে দেখছি পুলিশ ফোর্সের সেরা ব্রেনের দরকার হবে। লন্ডনের লোক আনা দরকার।' হাত-লম্ফ তুলে ধরে আস্তে আস্তে ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত স্বরে, 'আরে! আরে! একী? পর্দা সরানো হয়েছিল ক-টার সময়ে বলুন তো?'

'লম্ফ যখন জ্বালানো হয়েছিল তখন। চারটের একটু পরেই।' বললে খাসচাকর।

'নিশ্চয় কেউ লুকিয়ে ছিল এখানে।' লম্ফটা নীচু করে ধরল সার্জেন্ট, কাদা-মাখা জুতোর চাপ স্পষ্ট দেখা গেল ঘরের কোণে। 'মি. বার্কার, আপনার অনুমানই ঠিক হল দেখছি। পর্দা সরানো হয়েছিল চারটের সময়ে, ব্রিজ তোলা হয়েছে ছ-টার সময়ে— লোকটা বাড়িতে ঢুকেছে চারটের পর কিন্তু ছ-টার আগে। এই ঘরটাই প্রথম চোখে পড়ছে বলে ঢুকে পড়েছিল। এই কোণ ছাড়া লুকোনোর জায়গা নেই বলে লুকিয়েছিল এইখানেই। এইতো বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। এসেছিল চুরিচামারি করতে, মি. ডগলাস হঠাৎ তাকে দেখে ফেলেছিলেন— তাই তাঁকে খুন করে পালিয়েছে।'

বার্কার বললেন, 'আমারও মনে তাই হয়েছে বটে। কিন্তু খামোখা সময় নষ্ট করছি কেন বলতে পারেন? এখানে দাঁড়িয়ে না-থেকে বেরিয়ে পড়লে কাজ দিত— দেশ ছেড়ে লম্বা দেওয়ার আগেই তাকে ধরা যেত।'

প্রস্তাবটা মাথার মধ্যে নাড়াচাড়া করে সার্জেন্ট।

বলে, 'সকাল ছ-টার আগে আর ট্রেন নেই[১]। কাজেই রেলপথে সে পালাতে পারবে না। ট্যাঙস ট্যাঙস করে রাস্তা ধরে যদি হাঁটতে শুরু করে, রক্তের ফোঁটা পড়বে— রাস্তার লোকের চোখে পড়বে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অন্য অফিসার না-আসা পর্যন্ত যেতে পারছি না আমি। আপনারা কেউ যাবেন না।'

লম্ফর আলোয় লাশ পরীক্ষা করলেন ডাক্তার।

বললেন, 'এ-দাগটা কীসের? খুনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি?'

ড্রেসিং গাউনের ডান হাতা থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল মৃত ব্যক্তির হাত— অনাবৃত হয়ে গিয়েছিল কনুই পর্যন্ত। বাহুর মাঝামাঝি জায়গায় একটা অদ্ভুত বাদামি নকশা— বৃত্তের মাঝে একটা ত্রিভুজ— জ্বলজ্বল করছে শুয়োরের চর্বি রঙের চামড়ার ওপর।

চশমার মধ্যে দিয়ে চোখ পাকিয়ে দেখতে দেখতে ডাক্তার বললেন, 'উল্কি নয়। এ-রকম উল্কি জীবনে দেখিনি। গোরুছাগলকে যেমন দাগানো হয়, একে দাগানো হয়েছিল কোনো এক সময়ে। মানেটা কী?'

সিসিল বার্কার বললেন— 'মানেটা আমারও জানা নেই। তবে গত দশ বছর এ-দাগ ডগলাসের হাতে আমি দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি,' বললে খাসচাকর। 'আস্তিন গুটোলেই চোখে পড়েছে, মানে বুঝিনি।'

সার্জেন্ট বললে, 'তাহলে খুনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা কিন্তু যাচ্ছেতাই! এ-কেসের সব কিছুই যাচ্ছেতাই। আবার কী হল?'

সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে মৃতব্যক্তির ছড়ানো হাতের দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে খাসচাকর।

বললে দম আটকানো স্বরে, 'বিয়ের আংটিটা নিয়ে গেছে।'

'কী!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিয়ের আংটি উধাও হয়েছে! বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে পরতেন সাদাসিদে গড়নের সোনার আংটিটা। বিয়ের আংটি। এই দেখুন সোনার গুটি, এই দেখুন সাপ, নেই বিয়ের আংটি।'

বলেছে ঠিক, বললেন বার্কার।

সার্জেন্ট বললেন, 'তাহলে বলছেন বিয়ের আংটি তলায় ছিল?'

'সবসময়েই তাই থাকে!'

'তাহলে খুনি যেই হোক না কেন, আগে খুলেছে গুটিপাকানো সাপ আংটি, তারপরে বিয়ের আংটি, শেষকালে সাপ আংটি ফের পরিয়ে দিয়েছে আঙুলে!'

'ঠিক তাই।'

মাথা নাড়তে থাকে সুবিবেচক গ্রাম্য পুলিশ।

বলে, 'দেখছি যত তাড়াতাড়ি লন্ডনে খবর পাঠানো যায় ততই মঙ্গল। হোয়াইট ম্যাসোন তুখোড় লোক। স্থানীয় কোনো সমস্যাই তাঁর কাছে সমস্যা নয়। এখুনি এসে যাবেন তিনি। কিন্তু রহস্যভেদ করতে গেলে আমার তো মনে হয় লন্ডনের দ্বারস্থ হতে হবে। তবে হ্যাঁ, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এই ধরনের গোলমেলে কেসে আমার মাথা তেমন খোলে না।'

৪। অন্ধকার

বির্লস্টোনের সার্জেন্ট উইলসনের জরুরি তলব পেয়ে চিফ সাসেক্স ডিটেকটিভ রাত তিনটের সময় এক-ঘোড়ার হালকা গাড়ি চেপে দ্রুত গতি নিরুদ্ধ-নিশ্বাস ঘোড়ার পেছন পেছন এসে পৌঁছোলেন অকুস্থলে। আলো ফুটতেই পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনে[১] খবর পাঠালেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। আমাদের স্বাগত জানানোর জন্যে বির্লস্টোনে স্টেশনে হাজির রইলেন বারোটার সময়ে। হোয়াইট ম্যাসোন লোকটা শান্তশিষ্ট প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ-চেহারার মানুষ। পরনে ঢিলেঢালা টুইড স্যুট। পরিষ্কার কামানো গাল, লাল-লাল মুখ, বলিষ্ঠ বপু। হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত চামড়ার পটি দিয়ে মোড়া পা-জোড়া একটু ব্যাঁকা— কিন্তু শক্তিশালী। দেখলে মনে হয় অবসরপ্রাপ্ত শিকারের জন্তুরক্ষক অথবা ছোটোখাটো কৃষক। ভূলোকের যেকোনো শ্রেণির মানুষ হিসেবে তাঁকে কল্পনা করা যায়— আদর্শ প্রাদেশিক ক্রিমিন্যাল অফিসারের উপযুক্ত নিদর্শন বলে মনে হয় না মোটেই।

'সত্যিই একটা তুমুল ঝড় বলা চলে কেসটাকে, মি. ম্যাকডোনাল্ড।' বারে বারে একই কথা বলে চলে ম্যাসোন। 'খবর ছড়িয়ে পড়লেই দেখবেন মাছির মতো ভন ভন করবে খবরের কাগজের লোকগুলো। ওরা এসে সূত্র-টুত্র নষ্ট করে ফেলার আগেই আমাদের কাজ শেষ করে ফেলতে চাই। এ-রকম কাণ্ড আর দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। মি. হোমস, আপনার অনেক খোরাক পাবেন। ডা. ওয়াটসন, আপনিও পাবেন— ডাক্তারি শাস্ত্রের দরকার আছে তদন্তটায়। ওয়েস্টভিল আর্মস-এ আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। থাকার জায়গা আর নেই— তবে শুনেছি জায়গাটা ভালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আপনাদের ব্যাগ নিয়ে যাবে এই লোকটা। এইদিকে আসুন!'

ভদ্রলোক ভারি চটপটে, দৌড়ঝাঁপে ওস্তাদ এবং অতিশয় অমায়িক। দশ মিনিটে পৌঁছে গেলাম যে-যার ঘরে। পরের দশ মিনিটে সরাইখানার বারান্দায় বসে শুনলাম সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি— আগের অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে। মাঝে মাঝে পয়েন্ট লিখে নিলেন ম্যাকডোনাল্ড। কিন্তু তন্ময়চিত্তে সব শুনে গেল হোমস— ভাবে-ভঙ্গিতে ফুটে রইল বিস্ময়, ভক্তি আর

প্রশংসা— দুর্লভ এবং দুমূর্ল্য প্রস্ফুটিত পুষ্প অবলোকনের সময়ে যেমনটি দেখা যায় উদ্ভিদবিদের চোখে-মুখে।

গল্প শেষ হলে বললে, 'চমৎকার! সত্যিই অতি চমৎকার আর কোনো কেসে এত আশ্চর্য আর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আমি দেখিনি।'

ভীষণ খুশি হয়ে হোয়াইট ম্যাসোন বললেন, 'আমি জানতাম আপনি তাই বলবেন মি. হোমস। সাসেক্সে আমরাও পেছিয়ে নেই। রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে সার্জেন্ট উইলসনের কাছ থেকে কেসটা বুঝে নেওয়ার সময়ে কী পরিস্থিতি দেখেছি— আপনাকে তা বলেছি। বুড়ো ঘোড়াটাকে যা জোর ছুটিয়েছি যে বলবার নয়! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করার দরকার ছিল না। সার্জেন্ট উইলসন সব ঘটনা লিখে রেখেছে। আমি মিলিয়ে দেখেছি। ভেবেওছি। দেখলাম বাড়তি পয়েন্ট দু-চারটে জোড়া যায়।'

'যেমন?' সাগ্রহে শুধোয় হোমস।

'হাতুড়িটাকে সবার আগে পরীক্ষা করেছিলাম। ড. উড সাহায্য করেছিলেন। মারপিটের চিহ্ন নেই হাতুড়িতে। ভেবেছিলাম মেঝের ওপর ফেলে দেওয়ার আগে নিশ্চয় হাতুড়ি মেরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন মি. ডগলাস। হত্যাকারীকে হয়তো মেরেওছেন। কিন্তু কোনো দাগ নেই।'

'তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণিত হয় না।' মন্তব্য করলেন ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড। 'হাতুড়ি-হত্যা তো বড়ো কম হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই হাতুড়িতে দাগ থাকে না।'

'তা ঠিক। আদৌ হাতুড়ি মারা হয়েছে কিনা দাগ না-থাকলে তা বলা যায় না ঠিকই। কিন্তু দাগ থাকলেও থাকতে পারত, সেক্ষেত্রে আমাদের কাজের সুবিধে হত। কিন্তু আদতে সে-রকম কোনো দাগ নেই। তারপর পরীক্ষা করলাম বন্দুকটা। হরিণ মারা বড়ো গুলির খোল রয়েছে ভেতরে এবং ট্রিগার দুটো তার দিয়ে বাঁধা— সার্জেন্ট উইলসন যেমনটি দেখেছিলেন— ফলে পেছনের ট্রিগার টিপলেই দুটো নল থেকেই গুলি বেরিয়ে যায়। এভাবে ট্রিগার বেঁধে জোড়া-গুলি ছোড়ার ব্যবস্থা যে করেছে, সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল গুলি ফসকালে চলবে না— মারতেই হবে যে করে হোক। করাত দিয়ে কাটা বন্দুকটা লম্বায় দু-ফুটের বেশি নয়— কোটের তলায় লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। বন্দুক নির্মাতার পুরো নাম কোথাও নেই। দুটো নলের মাঝের খাঁজে PEN এই তিনটি অক্ষর কেবল রয়ে গেছে— বাদবাকি নাম করাত দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে।'

'P-টা বড়ো, মাথার দিকে কারুকাজ— E আর N-টা তার চাইতে ছোটো, তাই না?' শুধোয় হোমস।

'এক্কেবারে ঠিক।'

'পেনসিলভানিয়া স্মল আর্ম কোম্পানি— নাম করা আমেরিকান সংস্থা।' বললে হোমস।

'গাঁইয়া ডাক্তার যে-অসুখ ধরতে না-পেরে নাকের জলে চোখের জলে হন, সেই অসুখের নাম, নিদান এবং চিকিৎসা এক কথাতেই হার্লে স্ট্রিট[২] চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ যখন বলে দেন, তখন গেঁইয়া ডাক্তারটি চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞের পানে যে-চোখে তাকান, সেই চোখে হোয়াইট ম্যাসোন তাকালেন আমার বন্ধুটির দিকে।

'চমৎকার বলেছেন, মি. হোমস! ওয়ান্ডারফুল! ওয়ান্ডারফুল! কথাটা খুব কাজে লাগবে আমাদের। আপনি কি পৃথিবীর সমস্ত বন্দুক নির্মাতাদের নামধাম মুখস্থ করে রেখেছেন?'

তাচ্ছিল্য ভরে হাত নেড়ে প্রসঙ্গ বাদ দিল হোমস।

বলে চললেন হোয়াইট ম্যাসোন, 'বন্দুকটা আমেরিকান শট গানই বটে। কোথায় যেন পড়েছি আমেরিকায় কোথাও কোথাও করাত দিয়ে কাটা শট-গান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নলচেতে লেখা নামটা ছাড়াই সম্ভাবনাটা মাথায় এসেছিল আমার। তাহলে একটা প্রমাণ পাওয়া গেল, বাড়ির মধ্যে যে এসেছিল বাড়ির মালিককে খুন করতে— সে আমেরিকান।'

মাথা নেড়ে ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'ওহে, তুমি দেখছি বড্ড তাড়াতাড়ি এগুচ্ছো। বাড়ির মধ্যে আদৌ বাইরের লোক ঢুকেছিল কিনা এখনও কিন্তু সে-প্রমাণ আমি পাইনি।'

'খোলা জানলা, গোবরাটে রক্ত, অদ্ভুত কার্ড, কোণে বুটজুতোর ছাপ, বন্দুক।'

'এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা আগে থেকে সাজিয়ে রাখা যায় না। মি. ডগলাস নিজে হয়তো আমেরিকান ছিলেন, অথবা হয়তো আমেরিকায় দীর্ঘকাল বসবাস করেছিলেন। মি. বার্কারও ছিলেন আমেরিকায় দীর্ঘদিন। আমেরিকান কাণ্ডকারখানা প্রমাণ করবার জন্যে বাড়ির বাইরে থেকে আমেরিকান আদমি আমদানি না-করলেও চলবে।'

'খাসচাকর অ্যামিস—'

'লোকটা কি বিশ্বাসী?'

'স্যার চার্লস চান্ডোজের চাকরিতে ছিল দশ বছর— নিরেট পাথরের মতোই বিশ্বাসী। পাঁচ বছর আগে ম্যানর হাউসে মি. ডগলাস আসার পর থেকেই সঙ্গে আছে। এ-বন্দুক বাড়ির মধ্যে কখনো দেখেনি।'

'লুকিয়ে রাখবার জন্যে নল কাটা হয়েছিল বন্দুকের। যেকোনো বাক্সের মধ্যে রেখে দিলে কারো চোখে পড়ার কথা নয়। কাজেই বাড়ির মধ্যে এ-বন্দুক কখনো ছিল না, দিব্যি গেলে এ-কথা বলছে কী করে?'

'যাই হোক, বন্দুকটা ও কখনো দেখেনি।'

ম্যাকডোনাল্ড তাঁর গোঁয়ার স্কচ মাথা নেড়ে বললে, 'বাড়ির মধ্যে কেউ এসেছিল এমন প্রমাণ কিন্তু এখনও আমি পেলাম না।' বলতে বলতে উচ্চারণে অ্যাবারডোনিয়ান টান এনে ফেললেন ভদ্রলোক। কথায় ডুবে গেলেই যা হয় আর কী। Consider-কে বললেন Conseeder. 'বাইরে থেকে এ-বন্দুক বাড়ির মধ্যে আনা হয়েছিল এবং বাইরের লোক বাড়িতে ঢুকে কাজ সেরে লম্বা দিয়েছে— উঃ ভাবাও যায় না! সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তা সম্ভব নয়। মি. হোমস, আপনি তো সব শুনলেন, আপনিই এখন বিচার করে দেখুন না কেন।'

বিচারপতিসুলভ মুখ করে হোমস বললে— 'বেশ তো মি. ম্যাক, বলুন আপনার কেস।'

'বাড়িতে কেউ ঢুকেছিল যদি ধরেও নেওয়া যায়, তাহলে সে আর যাই হোক, চোর ছ্যাঁচোড় নয়। আংটির ব্যাপার আর কার্ডখানা দেখেই বোঝা যায় খুনটা পূর্বপরিকল্পিত— কারণটা ব্যক্তিগত। বহুত আচ্ছা। খুন করার পাকা অভিসন্ধি নিয়ে তাহলে বাড়ি ঢুকল একটা লোক। বাড়ি ঘিরে পরিখা থাকার ফলে সে জানে, আদৌ যদি কিছু সে জেনে থাকে যে

খুন-টুন করে পালাবার সময়ে মুশকিলে পড়তে হবে, তখন কী ধরনের অস্ত্র সে বাছবে বলুন তো? যে-অস্ত্রে কোনো আওয়াজই হয় না, কেমন? তাহলেই বরং খুন করার পর জানলা গলে বাইরে বেরিয়ে ধীরেসুস্থে জল কাদা ঠেলে পেরিয়ে যেতে পারবে পরিখা। তার একটা মানে হয়। কিন্তু তা না-করে যে-অস্ত্রে কানফাটা আওয়াজে চক্ষের নিমেষে লোকজন ছুটে আসবে খুনের জায়গায় এবং পরিখা পেরোনোর আগেই চোখে পড়ে যাবে বাড়ির লোকের— সে-অস্ত্র নিয়ে খুন করতে আসার কোনো মানে তো আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনিই বলুন মি. হোমস এমন কি সম্ভব?

চিন্তিত মুখে হোমস বললে, 'বললেন তো ভালোই— ফাঁক নেই কোথাও। মি. হোয়াইট ম্যাসোন, একটা প্রশ্ন : বাড়ি এসেই কি পরিখার ওপর পাড় দেখে এসেছিলেন? জল থেকে কেউ উঠলে তীরে চিহ্ন থাকার কথা কিন্তু।'

'সে-রকম কোনো চিহ্ন ছিল না মি. হোমস। তা ছাড়া পাড়টা পাথর দিয়ে বাঁধানো— চিহ্নর আশা করা যায় না।'

'কোনোরকম পায়ের ছাপ-টাপ?'

'কিস্সু না।'

'বটে! মি. হোয়াইট ম্যাসোন, এখুনি বাড়ির দিকে গেলে কি আপত্তি আছে আপনার? ছোটোখাটো দু-একটা পয়েন্ট হয়তো কাজে লাগতে পারে।'

'আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম মি. হোমস। যাওয়ার আগে ভাবছিলাম সব ঘটনা শুনিয়ে রাখি। যদি কোথাও খটকা লাগে—' দ্বিধাগ্রস্তভাবে শখের গোয়েন্দার পানে তাকান হোয়াইট ম্যাসোন।

'মি. হোমসের সঙ্গে এর আগেও কাজ করেছি আমি। যা করবার উনিই করবেন।' বললেন ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড।

হাসল হোমস। বলল, 'আমার কাজের অবশ্য একটা নিজস্ব ধরন আছে। আমি কেস হাতে নিই বিচার বিভাগ আর পুলিশের কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। সরকারি বাহিনী থেকে যদিও-বা কখনো আমাকে সরে থাকতে দেখা যায়— জানবেন সরিয়ে রাখা হয়েছে বলেই সরে থেকেছি। ওঁদের মেহনত নিয়ে নিজে বাহাদুরি কিনতে চাই না। সেইসঙ্গে এও জেনে রাখবেন, মি. হোয়াইট ম্যাসোন, আমি কাজ চালাই আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে— ফলাফল জানাই যখন সময় হয়েছে বুঝি তখন— পুরোটাই একবারে জানাই— বারে বারে অল্প অল্প করে নয়।'

অমায়িক কণ্ঠে হোয়াইট ম্যাসোন বললেন, 'আপনি এসে আমাদের ধন্য করেছেন, মি. হোমস। যা জানি সব আপনাকে দেখিয়ে সম্মানিত বোধ করব নিজেদের। আসুন ড. ওয়াটসন, সময় হলে আপনার গল্পের বইতে আমাদের ঠাঁই পাওয়ার আশা রইল।'

অদ্ভুতদর্শন গেঁয়ো পথ মাড়িয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। দু-পাশে চুড়োহীন মুড়ো এলম গাছের[৩] সারি। ঠিক তারপরেই দুটো সুপ্রাচীন পাথরের থাম, রোদেজলে বাতাসে মলিন, শ্যাওলায় ঢাকা। চুড়োয় দুটো বেঢপ আকার-বিহীন পাথরের মূর্তি— এককালে পাথরের সিংহ-মূর্তি ছিল নিশ্চয়— সামনের থাবা মেলে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বির্লস্টোনের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে একটু হাঁটতে হল— চারিপাশে কেবল

সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমি আর ওক গাছ— ইংল্যান্ডের পল্লিঅঞ্চলের যা সম্পদ। তারপরেই রাস্তা আচমকা মোড় নিয়ে শেষ হয়েছে একটা মান্ধাতা আমলের বাড়ির সামনে। জ্যাকেবিয়ান হাউস। টানা, লম্বা, নীচু। বিবর্ণ, যকৃৎ রঙিন ইট। দু-পাশে ডাল-পালাকাটা চিরসবুজ ইউ গাছ এবং সেকেলে ধাঁচের বাগান। আর একটু এগোতেই দেখা গেল কাঠের তৈরি ড্রব্রিজ আর ভারি সুন্দর চওড়া পরিখা। শীতের রোদে স্থির চকচক করছে পারদের মতো। এই সেই সুপ্রাচীন ম্যানর হাউস যার মাথার ওপর দিয়ে গেছে তিন-তিনটে শতাব্দীর অনেক ইতিহাস। কত নতুন প্রাণ জন্ম নিয়েছে এই ইটের ভবনে। বিদেশি সফর শেষ করে ফিরে এসেছে কত দুর্দান্ত ব্যক্তি, কত গ্রাম্য নাচের আসর আর শিয়াল-শিকারিদের মিলন-উৎসব বসেছে এই ইমারতের চৌহদ্দিতে। এত বয়েসে এমন একটা সম্ভ্রান্ত অট্টালিকার দেওয়ালে কুচক্রীর করাল ছায়াপাত ঘটেছে ভাবতে কেমন যেন অবাক লাগে। তবুও বলব অনেক ভয়ানক ক্রূর ষড়যন্ত্রের আলয় যেন ওই অদ্ভুতদর্শন সূচালো ছাদ আর ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা দেওয়ালের বিচিত্র তিনকোনা উপরিভাগ। ভেতরে ঢোকানো জানলা আর ম্যাড়মেড়ে রঙের জল-ছলছলানে টানা লম্বা সামনের দিকটা দেখেই মনে হল এ বিয়োগান্ত দৃশ্যের উপযুক্ত এর চাইতে ভালো জায়গা আর আছে কিনা সন্দেহ।

হোয়াইট ম্যাসোন বললেন, 'এই সেই জানালা— ড্রব্রিজ থেকে নেমেই ডান দিকে। কাল রাতে যেভাবে খোলা ছিল— এখনও খোলা রয়েছে সেইভাবে।'

'মানুষ গলার পক্ষে বড্ড সরু জানলা দেখছি।'

'লোকটা আর যাই হোক, মোটকা নয়। আপনার অবরোহ সিদ্ধান্ত ছাড়াই কিন্তু ও-কথা বলতে পারি। তবে আপনি বা আমি গলে যেতে পারি।'

পরিখার পাড়ে হেঁটে গেল হোমস, তাকাল ওপরে। তারপর খুঁটিয়ে দেখল পাথরের পাড় আর পাশে ঘাসের বর্ডার।

হোয়াইট ম্যাসোন বললেন, 'আমি ভালো করেই দেখেছি মি. হোমস। দাগ-টাগ কিছু নেই। জল ঠেলে ওঠার কোনো চিহ্ন নেই। তা ছাড়া চিহ্নই-বা সে রাখতে যাবে কেন?'

'ঠিক বলেছেন। চিহ্ন রাখতে যাবে কেন? জল কি এ-রকম বরাবর ঘোলা?'

'সাধারণত এইরকম রং থাকে। স্রোতের সঙ্গে কাদামাটি আসে।'

'গভীরতা?'

'পাড়ের কাছে ফুট দুয়েক— মাঝামাঝি জায়গায় ফুট তিনেক!'

'পরিখা পেরোতে গিয়ে ডুবে মরেছে, এ-সম্ভাবনা তাহলে নাকচ করা যায়?'

'নিশ্চয়। বাচ্চার পক্ষেও জলে ডুবে মরা সম্ভব নয়।'

ড্রব্রিজ হেঁটে পেরিয়ে এলাম। পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল অদ্ভুত চেহারার শুকনো খটখটে টাইপের গাঁটযুক্ত একটা লোক— খাসচাকর অ্যামিস। বুড়ো বেচারা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে— কাঁপছে ঠক-ঠক করে। খুনের ঘরে তখনও ডিউটি দিচ্ছিল গ্রাম্য সার্জেন্ট— বিষণ্ণবদন, দীর্ঘকায়, শিষ্টাচারনিষ্ঠ। বিদায় নিয়েছেন কেবল ডাক্তার।

'তাজা খবর কিছু আছে নাকি, সার্জেন্ট উইলসন?' শুধোলেন হোয়াইট ম্যাসোন।

'আজ্ঞে না।'

নিরীক্ষণরত হোমস। স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন (১৯১৪)। শিল্পী : ফ্র্যাঙ্ক উইলস

'তাহলে তুমি বাড়ি যাও। যথেষ্ট করেছ। দরকার পড়লে ডেকে পাঠাব'খন। খাসচাকর বাইরে অপেক্ষা করুক। ওকে দিয়ে খবর পাঠাও মি. সিসিল বার্কার, মিসেস ডগলাস আর হাউস-কিপারের কাছে— শিগ্‌গিরই ডাকতে পারি। এবার আমার যা মনে হয়েছে আগে তাই বলি— তাতে আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হবে।'

ভদ্রলোক গাঁইয়া বিশেষজ্ঞ হলে কী হবে, মনে দাগ রেখে যায়। প্রত্যেকটা ঘটনার খবর তিনি রাখেন, মাথাটিও ঠান্ডা, পরিষ্কার এবং সহজ বুদ্ধিতে ঠাসা— ফলে এ-পেশায় জীবনে অনেক উন্নতি করবেন। সরকারি বড়ো গোয়েন্দা ঘনঘন অসহিষ্ণুতা দেখালেও হোমস তন্ময়চিত্তে সব কথা শুনল— এতটুকু অসহিষ্ণুতা দেখাল না।

'আমাদের প্রথম প্রশ্ন হল, এটা হত্যা না, আত্মহত্যা— তাই নয় কি জেন্টলম্যান? আত্মহত্যা যদি হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে ইনি প্রথমে বিয়ের আংটি খুলে লুকিয়ে রেখেছেন, তারপর ড্রেসিং গাউন পরে এই ঘরে নেমে এসেছেন, পর্দার আড়ালে ঘরের কোণে কাদা-মাড়ানো জুতোর ছাপ রেখেছেন যাতে মনে হয় ওত পেতে ছিল কেউ, জানালা খুলেছেন, গোবরাটে রক্ত রেখেছেন—'

'আত্মহত্যার সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যেতে পারে', বললে ম্যাকডোনাল্ড।

'আমারও তাই মনে হয়। সুইসাইডের প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে এটা হত্যা। এখন প্রথমে বার করতে হবে হত্যাকারি বাইরের লোক না ভেতরের লোক।'

'শোনা যাক তোমার যুক্তি।'

'অসুবিধে দু-দিকেই আছে। তা সত্ত্বেও দুটোর একটা হতে হবে। প্রথমে ধরে নেওয়া যাক বাড়ির কেউ বা কয়েকজন এ-কাজ করেছে। এমন সময়ে এঁকে নীচে নামিয়ে এনেছে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ, অথচ কেউ ঘুমোয়নি। তারপর এমন একটা অদ্ভুত আওয়াজওলা অস্ত্র দিয়ে কাজ সেরেছে যার আওয়াজে চক্ষের নিমেষে জেনে গেছে ব্যাপারটা কী— অথচ সে-অস্ত্র বাড়িতে আগে দেখা যায়নি। সূচনাটা নিশ্চয় সম্ভবপর মনে হচ্ছে না, তাই নয় কি?'

'না মোটেই মনে হচ্ছে না।"

'তাহলে সবাই মানছেন যে আওয়াজটা হওয়ার এক মিনিটের মধ্যে বাড়িসুদ্ধু লোক জড়ো হয়েছিল এখানে— অ্যামিস থেকে আরম্ভ করে সবাই। তাহলে কি বলতে চান এইটুকু সময়ের মধ্যে অপরাধী কোণে দাগ ফেলেছে, জানলার পাল্লা খুলেছে, গোবরাটে রক্ত লাগিয়েছে, মৃত ব্যক্তির আঙুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে নিয়েছে এবং তারপরেও অনেক কাণ্ড করেছে? অসম্ভব!'

হোমস বললে, 'ভারি সুন্দর বলেছেন। জলের মতো পরিষ্কার। একমত আপনার সঙ্গে!'

'তাহলে ফিরে আসতে হচ্ছে থিয়োরিতে— লোকটা এসেছিল বাইরে থেকে। অসুবিধে এখনও অনেক রয়েছে, কিন্তু সেসবকে আর অসম্ভব বলা যায় না। লোকটা বাড়ি ঢুকেছে সাড়ে চারটে থেকে ছ-টার মধ্যে— তার মানে সন্ধে যখন হচ্ছে তখন থেকে ড্রব্রিজ ওঠানোর মধ্যে। বাড়িতে অতিথি ছিলেন, দরজা খোলা ছিল, কাজেই বাধা পাওয়ার কথাও নয়। হয়তো সে মামুলি চোর ছ্যাঁচোড় অথবা আগে কোনো কারণে রাগ ছিল মি. ডগলাসের ওপর। ব্যক্তিগত আক্রমণের থিয়োরিটা অনেক বেশি সম্ভবপর দুটি কারণে— প্রথমত, মি. ডগলাস

জীবনের বেশির ভাগ কাটিয়েছেন আমেরিকায়। দ্বিতীয়ত শটগানটা মনে হচ্ছে আমেরিকার তৈরি। এই ঘরটাই আগে পড়ে বলে সুট করে জানলা খুলে ঢুকল ভেতরে, লুকিয়ে রইল পর্দার আড়ালে। রইল রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। ওই সময়ে ঘরে ঢুকলেন মি. ডগলাস। কথাবার্তা হয়েছে খুবই কম— আদৌ যদি হয়ে থাকে— কেননা মিসেস ডগলাস বলছেন মি. ডগলাস তার কাছ থেকে চলে আসার পর বন্দুকের আওয়াজ শোনা পর্যন্ত সময়টা কয়েক মিনিটের বেশি নয়।'

'মোমবাতিও তাই বলে', বললে হোমস।

'ঠিক বলেছেন। মোমবাতিটা নতুন, কিন্তু আধ ইঞ্চির বেশি পোড়েনি। আক্রান্ত হওয়ার আগেই টেবিলে রেখেছিলেন মোমবাতি, নইলে ঠিকরে পড়ত মেঝেতে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে ঘরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে তাঁর ওপর চড়াও হয়নি আততায়ী। মি. বার্কার ঘরে ঢুকে লম্ফ জ্বেলেছিলেন।'

'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।'

'বেশ, এখন এই লাইনেই ঘটনাগুলো তৈরি করে নেওয়া যাক। মি. ডগলাস ঘরে ঢুকলেন। মোমবাতি টেবিলে রাখলেন। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। হাতে তার শট গান। বিয়ের আংটিটা সে খুলে দিতে বললে— ভগবান জানেন কেন বললে— কিন্তু আংটিই চাওয়া হয়েছিল। আংটি দিলেন মি. ডগলাস। তারপরই হয় ঠান্ডা মাথায়, আর না হয় ধস্তাধস্তির ফলে এইরকম বীভৎসভাবে ডগলাসকে গুলি করল লোকটা— মাদুরের ওপর পড়ে থাকা হাতুড়ি তুলে হয়তো মারতে গিয়েছিলেন। ডগলাস বন্দুক ফেলে দিয়ে অদ্ভুত কার্ডটা রাখল পাশে— কার্ডে লেখা V. V. 341-এর মানে যাই হোক না কেন— পালিয়ে গেল জানলা দিয়ে— সিসিল বার্কার যখন এ-ঘরে মৃতদেহ আবিষ্কার করছেন, ঠিক তখনই সে পরিখা পেরোচ্ছে। কীরকম লাগল বলুন, মি. হোমস।'

'অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং, কিন্তু একটু কম বিশ্বাসযোগ্য।'

ফেটে পড়ল ম্যাকডোনাল্ড— 'এক্কেবারে ননসেন্স কথাবার্তা। খুন একজন করেছে ঠিকই— কিন্তু তুমি যেভাবে বললে সেভাবে ছাড়াও যে খুনটা হতে পারে, পরিষ্কার প্রমাণ করে দিতে পারি আমি। পালানোর পথ বন্ধ করে তার লাভ? নিস্তব্ধতাই যখন তার চম্পট দেওয়ার একমাত্র সুযোগ, শট-গান ছুড়ে সেই সুযোগ নষ্ট করে তার লাভ? মি. হোমস, আপনিই পথ দেখান— নিজেই তো বললেন মি. হোয়াইট ম্যাসোনের যুক্তি আপনার মনে ধরেনি।'

তন্ময় হয়ে কথা শুনছিল হোমস। সজাগ কানে প্রতিটি শব্দ ধরে রেখেছে, তীক্ষ্ণ চোখে ডাইনে-বাঁয়ে সমানে ঘুরিয়েছে এবং গ্রন্থিল ললাটে দূর-কল্পনা ফুটিয়ে তুলেছে।

এখন হাঁটু গেড়ে বসল মৃতদেহের পাশে। বলল, 'মি. ম্যাক, আরও কিছু ঘটনা হাতে না-এনে থিয়োরি খাড়া করাটা ঠিক হবে না। আরে সর্বনাশ! চোটগুলো দেখছি সত্যিই বীভৎস! খাসচাকরকে একটু ডাকা যাবে?... অ্যামিস, ডগলাসের হাতে বৃত্তের মাঝে ত্রিভুজের এই অত্যন্ত অদ্ভুত দাগটা নাকি প্রায়ই তোমার চোখে পড়ত?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'দাগটার মানে কী হতে পারে, এই ধরনের আন্দাজি কথাবার্তা কানে এসেছে?'

'আজ্ঞে, না।'

'দাগটা দেওয়ার সময়ে নিশ্চয় যন্ত্রণাও খুব হয়েছিল। নিঃসন্দেহে পোড়ানোর দাগ। মি. ডগলাসের চোয়ালের কোণে ছোট্ট এক টুকরো প্লাস্টার দেখেছি। উনি বেঁচে থাকার সময়ে এ-প্লাস্টার দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। গতকাল সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে ফেলেছিলেন।'

'এর আগে কখনো দাড়ি কামাতে গিয়ে গাল কেটে ফেলতে দেখেছ?'

'অনেক দিন হল দেখিনি।'

'প্রণিধানযোগ্য?' বললে হোমস। 'নিছক কাকতালীয় হতে পারে, অথবা ঘাবড়ে থাকার লক্ষণও হতে পারে— আসন্ন বিপদাশঙ্কার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকার লক্ষণ। অ্যামিস, গতকাল ওঁর ব্যবহারে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছিলেন?'

'একটু অস্থির আর উত্তেজিত দেখেছিলাম।'

'আচ্ছা! আক্রমণটা তাহলে হয়তো অপ্রত্যাশিত নয়। একটু এগাতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে নয় কি? মি. ম্যাক, জেরাটা নিশ্চয় আপনিই করবেন?'

'না, মি. হোমস। আমার চেয়ে ভালো লোকের হাতে জেরার ভার তো রয়েছে।'

'বেশ, বেশ, তাহলে এই কার্ডটা নিয়ে কথা বলা যাক— V. V. 341... এবড়োখেবড়ো কার্ডবোর্ড। এ ধরনের বোর্ড বাড়ির মধ্যে আছে?'

'মনে তো হয় না।'

ডেস্কের সামনে গেল হোমস। দুটো দোয়াত থেকেই একটু করে কালি শুষে নিল ব্লটিংপেপারে। বললে, 'এ-ঘরে এ-লেখা হয়নি! এটা কালো কালি, বোর্ডের লেখাটা একটু বেগুনি। মোটা কলমে লেখা— এ-কলমগুলোর নিব দেখছি বেশ সরু। না, এ অন্য কোথাও লেখা হয়েছে। অ্যামিস, লেখা দেখে তোমার কিছু মনে হচ্ছে?

'আজ্ঞে না, একদম না।'

'মি. ম্যাক, আপনার কী মনে হয়?'

'গুপ্তসমিতি-টমিতি গোছের কিছু একটা ব্যাপার এর মধ্যে আছে মনে হচ্ছে। তাদের এই ব্যাজটাও সেই সমিতির চিহ্ন।'

'আমারও তাই ধারণা, বললেন হোয়াইট ম্যাসোন।

'কাজ চালানোর অনুমিতি হিসেবে ধারণাটা গ্রহণ করা যেতে পারে। তারপর দেখা যাবে'খন অসুবিধাগুলো অদৃশ্য হয় কতখানি। এই ধরনের একটা সমিতির একজন চর ঢুকল বাড়িতে, ওত পেতে রইল মি. ডগলাসের জন্যে, মাথা উড়িয়ে দিল এই অস্ত্র দিয়ে, পালিয়ে গেল পরিখার জলকাদা ঠেলে— তার আগে মৃতব্যক্তির পাশে রেখে দিল এই কার্ডখানা, যাতে খবরটা সংবাদপত্রে ছাপা হলেই সমিতির অন্য সদস্যরা জেনে যায় যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে। সব তো হল। বেশ খাপ খেয়ে গেল। কিন্তু দুনিয়ার এত অস্ত্র থাকতে এ-অস্ত্রটা আনা হল কেন?'
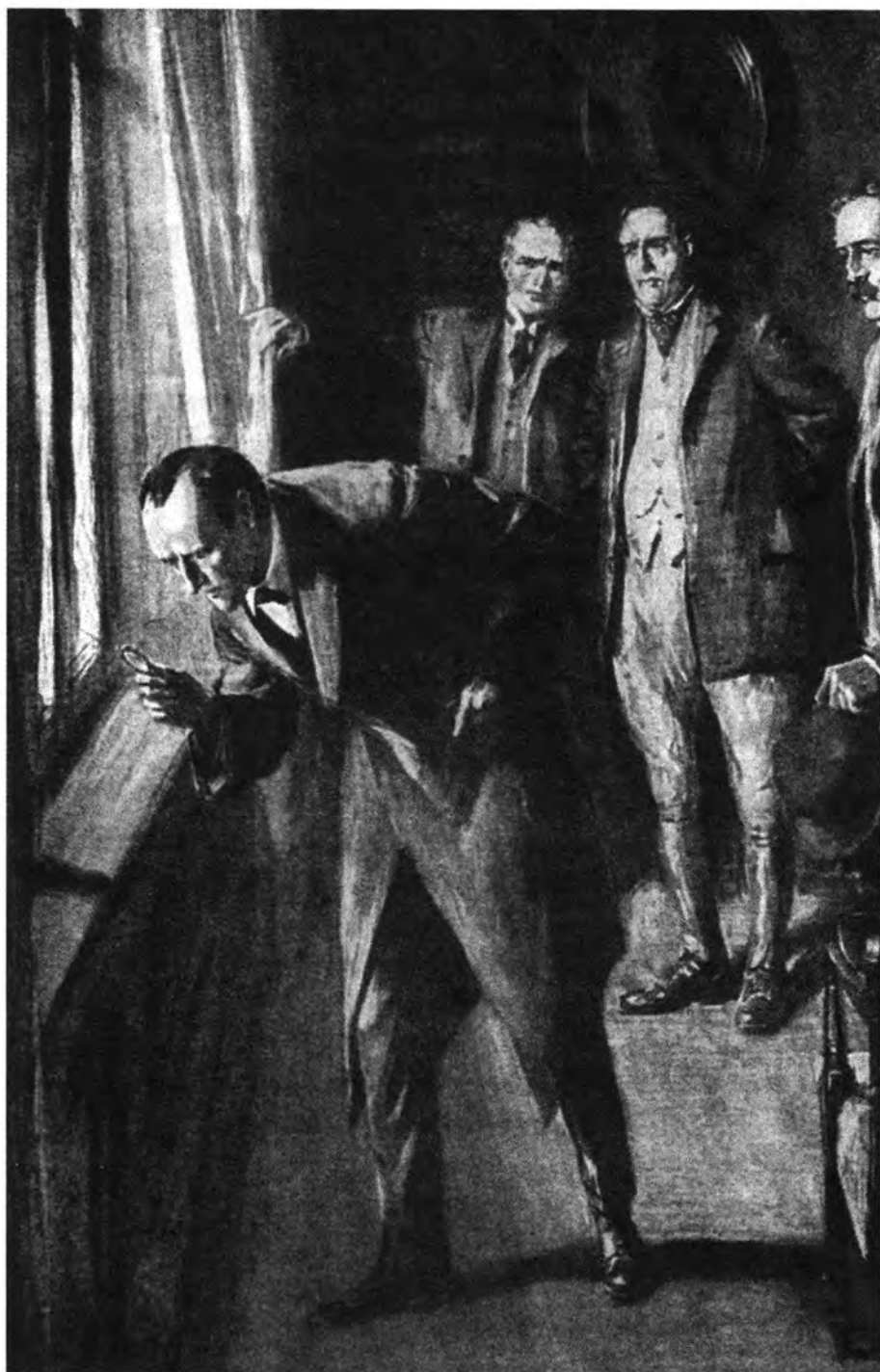
জানালায় রক্তের দাগ। স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে (১৯১৪) ফ্র্যাঙ্ক উইলস-এর অলংকরণ

'ঠিক বলেছেন।'

'আংটিটাই-বা খোয়া গেল কেন?'

'ঠিকই তো।'

'কেউ ধরাই-বা পড়ল না কেন? দুটো বেজে গেছে। ধরে নিচ্ছি, ভোর থেকেই চল্লিশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি কনস্টেবল হন্যে হয়ে খুঁজছে জলে-ভেজা একজন আগন্তুককে।'

'তা ঠিক, মি. হোমস।'

'কাজেই যদি কোথাও লুকিয়ে না-পড়ে অথবা জামাকাপড় পালটে ভোল ফিরিয়ে না-নেয়, তাহলে কিন্তু তার ধরা পড়ে যাওয়া উচিত। পুলিশের চোখে পড়তই। তা সত্ত্বেও দেখুন, এখনও পর্যন্ত সে পুলিশের চোখে পড়েনি। জানালার সামনে গিয়ে আতশকাচ দিয়ে গোবরাটের রক্তচিহ্ন দেখতে দেখতে বললে হোমস। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে জুতোর ছাপ। আশ্চর্য রকমের চওড়া— চ্যাপ্টা বলা চলে। অদ্ভুত তো। কোণের এই কাদার ছাপ থেকে এইটুকুই শুধু ধরা যাচ্ছে যে শুকতলার আকারটা ভালো। ছাপগুলো কিন্তু অত্যন্ত অস্পষ্ট। সাইড টেবিলের তলায় এটা আবার কী?

'মি. ডগলাসের ডাম্বেল,' বললে অ্যামিস।

'ডাম্বেল— একটাই তো দেখছি। আর একটা কোথায়?'

'জানি না, মি. হোমস। একটাই হয়তো আছে। অনেকদিন দেখিনি ডাম্বেল দুটো।'

'একটা ডাম্বেল'— সিরিয়াস হোমসের কণ্ঠ, কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই জোরালো টোকা পড়ল দরজায়। সটান আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম দীর্ঘকায় এক পুরুষকে, রোদেপোড়া মুখ, দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো, শক্তসমর্থ ক্ষিপ্র আকৃতি। যাঁর কথা শুনেছি, ইনিই যে সেই সিসিল বার্কার তা বুঝতে দেরি হল না আমার। কর্তৃত্বব্যঞ্জক দুই চোখের জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টি পিচ্ছিল মসৃণ গতিতে ঘুরে গেল আমাদের প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে।

বললে, 'কথায় বাগড়া দেওয়ার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু সর্বশেষ ঘটনাটা আপনাদের জানা দরকার।'

'ধরা পড়েছে?'

অদৃষ্ট অতটা প্রসন্ন নয়! তবে তার সাইকেলটা পাওয়া গেছে। সাইকেল ফেলেই পালিয়েছিল। আসুন না, এসে দেখে যান। বেশি দূর নয়, সদর দরজা থেকে এক-শো গজের মধ্যে।'

চিরহরিৎ ঝোপঝাড়ের লুকোনো জায়গা থেকে সাইকেলটা টেনে বার করে রাস্তায় রেখে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন সহিস আর নিষ্কর্মা ব্যক্তি। রাজ-হুইটওয়ার্থ সাইকেল[৪], বহু ব্যবহারে জীর্ণ, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কর্দমাক্ত। একটা ঝোলার মধ্যে তেলের টিন আর স্প্যানার যন্ত্র— মালিক সম্বন্ধে এ ছাড়া আর সূত্র নেই।

ইনস্পেকটর বললেন, 'পুলিশের দারুণ কাজে লাগবে। নম্বর লাগিয়ে খাতায় লিখে রাখা যাক। জিনিসটা পেয়ে আমাদের উপকার হবে ঠিকই, কোন চুলোয় সে গেছে জানতে না-পারলেও কোত্থেকে এসেছে এবার জানা যাবে। কিন্তু এমন একটা জিনিস ফেলে যাওয়ার

কারণটা তো বুঝছি না। এটা ফেলে রেখেই-বা সে গেল কোথায়? মি. হোমস, মাথায় কিছুই ঢুকছে না।'

'তাই নাকি? চিন্তা নিবিড় মুখে বলে বন্ধুবর। ভারি আশ্চর্য তো।'

৫। নাটকের পাত্রপাত্রী

বাড়িতে ফিরে আসার পর হোয়াইট ম্যাসোন জিজ্ঞেস করলেন, 'পড়ার ঘরের সব কিছু দেখেছেন তো?'

ইনস্পেকটর বলল, 'এখনকার মতো যা দেখবার দেখছি।' মাথা নেড়ে নীরবে সায় দিল হোমস।

'এবার নিশ্চয় বাড়ির লোকের জবানবন্দি নেবেন? ডাইনিংরুমে বসা যাক। অ্যামিস, আগে তোমার পালা। বলো কী জানো।'

খাসচাকরের বক্তব্য সরল এবং পরিষ্কার। আন্তরিকতার জন্য বিশ্বাস জাগায়। মি. ডগলাস পাঁচ বছর আগে বির্লস্টোনে আসেন— তখন থেকেই সে কাজে বহাল হয়েছে। এইটুকু সে বুঝেছে যে মি. ডগলাস অনেক টাকার মালিক এবং টাকা তিনি রোজগার করেছেন আমেরিকায়। মনিব হিসেবে দয়ালু, বিচক্ষণ— ঠিক যেরকম মনিবের সঙ্গে আগে ঘর করেছে অ্যামিস, সে-রকমটি না-হলে চমৎকার— তা ছাড়া সবকিছুই একসঙ্গে সবার ভাগ্যে জোটে না। মি. ডগলাসকে কখনো ভয়ে কুঁচকে থাকতে সে দেখেনি বরং উলটোটাই দেখেছে— জীবনে এমন নির্ভীক পুরুষ সে কখনো দেখেনি। রাত হলেই ড্রব্রিজ তুলে রাখার নির্দেশ মি. ডগলাসেরই— কেননা এ-বাড়ির পুরোনো প্রথা তাই। লন্ডনে কদাচিৎ যেতেন মি. ডগলাস, গাঁ ছেড়ে প্রায় বেরোতেন না। তবে খুন হওয়ার আগের দিন টানব্রিজ ওয়েলস-এ বাজার করতে গেছিলেন। সেইদিন অ্যামিস মি. ডগলাসকে একটু উত্তেজিত অবস্থায় দেখেছিল— ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন, মেজাজ খারাপ করছিলেন— যা তাঁর স্বভাব নয়। সে-রাতে অ্যামিস তখনও ঘুমোতে যায়নি— বাড়ির পেছনদিকে খাবারদাবার রাখার ঘরে রুপোর কাঁটা চামচ সাজাচ্ছিল, এমন সময়ে ভীষণ জোরে বেজে উঠল দরজার ঘণ্টা। বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়নি, না শোনাটাই স্বাভাবিক। কেননা রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর বাড়ির একদম পেছন দিকে— মাঝে অনেকগুলো বন্ধ দরজা আর টানা লম্বা গলিপথ আছে। ওইরকম ভীষণ জোরে ঘণ্টা বাজানো শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল হাউসকিপার। দু-জনে একসঙ্গে গিয়েছিল বাড়ির সামনের দিকে। সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত যেতেই দেখেছে ওপর থেকে নেমে আসছেন মিসেস ডগলাস। না, তরতর করে নামেনি— খুব একটা উত্তেজিত হয়ে তাড়াহুড়ো করে নামছেন বলে মনে হয়নি অ্যামিসের। সিঁড়ির নীচের ধাপে পৌঁছোতেই ভাঁড়ার ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন মি. বার্কার। পথ আটকালেন মিসেস ডগলাসের— কাকুতি-মিনতি করে বললেন ওপরে চলে যেতে।

চিৎকার করে বলেছিলেন, 'দোহাই তোমার, ঘরে যেয়ো না! জ্যাক বেচারা মারা গেছে। তোমার কিছু করার নেই। ঈশ্বরের দোহাই, ফিরে যাও।'

সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে এইভাবে কিছুক্ষণ বোঝানোর পর মিসেস ডগলাস ওপরে চলে

গেলেন। চেঁচাননি। কোনোরকম হাহাকার করেননি। হাউসকিপার মিসেস অ্যালেন ওঁকে ওপরে নিয়ে যায়— ওঁর সঙ্গেই শোবার ঘরে থাকে। তারপর অ্যামিস আর মি. বার্কার ফিরে আসেন পড়ার ঘরে— পুলিশ যা দেখেছে, ওরাও তাই দেখেছে। তখন মোমবাতিটা জ্বলছিল না, জ্বলছিল লম্ফ! জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মিশমিশে অন্ধকারে কিছু দেখতে পাননি, শুনতে পাননি। ছুটতে ছুটতে হল ঘরে এসেছেন দু-জনে, ড্রব্রিজ নামানোর চরকি কল ঘুরিয়ে দিয়েছে অ্যামিস। দৌড়ে বেরিয়ে গেছেন মি. বার্কার পুলিশকে খবর দিতে।

সংক্ষেপে, এই হল গিয়ে খাসচাকরের জবানবন্দি।

হাউসকিপার মিসেস অ্যালেন যা বলল, তা অ্যামিসের কথারই সমর্থন। অ্যামিস কাজ করছিল ভাঁড়ার ঘরে— সে-ঘর থেকে হাউসকিপারের ঘর বাড়ির সামনের দিকের অনেকটা কাছে। শুতে যাচ্ছে, এমন সময়ে ভীষণ জোরে ঘণ্টা বেজে ওঠায় খটকা লাগে। মিসেস অ্যালেন কানে একটু কম শোনে? সেই কারণেই বোধ হয় গুলির আওয়াজ কানে যায়নি— তা ছাড়া পড়ার ঘরটাও বেশ দূরে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করার মতো একটা শব্দ যেন কানে এসেছিল। তাও ঘণ্টা বাজার প্রায় আধঘণ্টা আগে। মি. অ্যামিস সদর দরজার দিকে ছুটে যেতেই মিসেস অ্যালেনও গিয়েছিল পেছন পেছন। দেখেছিল ভীষণ ফ্যাকাশে আর উত্তেজিতভাবে পড়ার ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছেন মি. বার্কার। বেরিয়ে এসেই পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস ডগলাসের— উনি তখন নামছিলেন সিঁড়ি বেয়ে। কাকুতি-মিনতি করে বলেছিলেন ফিরে যেতে— কথা শুনেছিলেন মিসেস ডগলাস— কিন্তু কী বলেছিলেন, তা শোনা যায়নি।

মি. বার্কার তখন বলেছিলেন মিসেস অ্যালেনকে— ওপরে নিয়ে যাও। সঙ্গে থাকো।

মিসেস অ্যালেন তখন মিসেস ডগলাসকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক সান্ত্বনার কথা বলে শান্ত করার চেষ্টা করেছিল। ভীষণ উত্তেজিত হয়েছিলেন মিসেস ডগলাস, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছিল ঠকঠক করে। কিন্তু নীচে নামার আর চেষ্টা করেননি। শোবার ঘরের আগুনের পাশে ড্রেসিংগাউন পরে বসে দু-হাতে মুখ ঢেকেছিলেন। প্রায় সারারাত কাছে কাছে ছিল মিসেস অ্যালেন। অন্য চাকরবাকররা শুয়ে পড়েছিল— পুলিশ আসবার আগে পর্যন্ত টের পায়নি কী সর্বনাশ হয়ে গেল। বাড়ির একদম পিছনে ঘুমোয় ওরা— আওয়াজ-টাওয়াজ সেইজন্যেই কানে যায়নি।

জেরা করে এর বেশি আদায় করা গেল না হাউসকিপারের পেট থেকে হা-হুতাশ আর ভ্যাবাচাকা ভাব ছাড়া।

মিসেস অ্যালেনের পর সাক্ষী হিসেবে এলেন মি. সিসিল বার্কার। আগের রাতের ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশের কছে দেওয়া জবানবন্দির বাড়তি কথা একটিও বললেন না। উনি নিজে বিশ্বাস করেন, হত্যাকারী চম্পট দিয়েছে জানলা গলে। রক্তের দাগটাই তার মোক্ষম প্রমাণ। এ ছাড়াও ড্রব্রিজ ওঠানো থাকায় পালাবার আর পথ নেই। তারপর গুপ্তঘাতক কোথায় গেল, সাইকেল যদি বাস্তবিকই তার হয়, ফেলেই-বা গেল কেন— এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অবশ্য পারলেন না। পরিখার জলে ডুবে মরাও সম্ভব নয়— কেননা জল কোনো জায়গাতেই তিন ফুটের বেশি গভীর নয়!

খুন সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা অনুমিতি আছে। ডগলাস ছিল স্বল্পবাক পুরুষ। জীবনের কিছু অধ্যায় সম্বন্ধে কদাপি মুখ খুলত না। আয়ারল্যান্ড থেকে আমেরিকায় গিয়েছিল খুব অল্প বয়সে। সেখানে বেশ দু-পয়সা করেছিল। ডগলাস বার্কারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ কালিফোর্নিয়ায়। সেখানে বেনিটো ক্যানিয়ন[১] বলে একটা জায়গা আছে। দু-জনে অংশীদার হয়ে খনির কারবারে নামে এবং আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। বেশ দু-পয়সা হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ নিজের অংশ বিক্রি করে দিয়ে ডগলাস ইংলন্ডে চলে যায়। তখন সে বিপত্নীক। পরে বার্কার নিজের টাকা আদায় করে নিয়ে লন্ডনে থাকতে আসেন। পুরোনো বন্ধুত্ব নতুন করে মাথাচাড়া দেয়। ডগলাস প্রায় বলত, তার মাথার ওপর বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। এই বিপদের ভয়েই আচমকা ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে ইংলন্ডে এমন নিরিবিলি জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে সে রয়েছে। বার্কারের মনে হয়েছিল গুপ্তসমিতি জাতীয় কিছু একটা ছায়ার মতো লেগে রয়েছে ডগলাসের পেছনে। ক্ষমাহীন এই নির্দয় সংস্থা ওকে খুন না-করা পর্যন্ত পেছন ছাড়বে না। ডগলাসের ছাড়া-ছাড়া কয়েকটা মন্তব্য থেকেই এই ধারণা এসেছিল বার্কারের মাথায়— কিন্তু গুপ্তসংস্থাটি কী এবং কেনই-বা তাদের বিষ নজরে পড়েছে, ডগলাস কখনো তা বলেনি। তবে বার্কারের বিশ্বাস, বিজ্ঞপ্তিতে লেখা কিংবদন্তির মধ্যে গুপ্তসংস্থার নিশ্চয় কোনো উল্লেখ আছে।

ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড জিজ্ঞেস করল, 'ক্যালিফোর্নিয়ায় ডগলাসের সঙ্গে আপনি কদ্দিন ছিলেন?'

'সবসুদ্ধ পাঁচ বছর।'

'উনি তখন বিয়ে করেননি বললেন না?'

'বিপত্নীক ছিল।'

'প্রথম স্ত্রী কোন দেশের মেয়ে কখনো শুনেছিলেন?'

'না। তবে একবার যেন বলেছিল ভদ্রমহিলার ধমনীতে সুইডিশ রক্ত[২] আছে— ছবিও দেখেছিলাম। অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা। আমার সঙ্গে ডগলাসের প্রথম দেখা হওয়ার আগের বছর টাইফয়েডে মারা যান।'

'আমেরিকায় বিশেষ কোনো অঞ্চলের সঙ্গে ওঁর অতীত জীবনের যোগসূত্র বার করতে পারেন?'

'শিকাগো[৩] সম্পর্কে ওকে কথা বলতে শুনেছি। শহরটা ওর নখদর্পণে— কাজও করেছে সেখানে। কয়লা আর লোহার জেলা সম্পর্কেও গল্প করতে শুনেছে। বয়সকালে প্রচুর দেশভ্রমণও করেছে।'

'রাজনীতিবিদ ছিলেন কি? রাজনীতি নিয়ে ক্ষুব্ধ কি গুপ্তসংস্থা?'

'না। রাজনীতির ধার ধারত না ডগলাস।'

'ক্রিমিন্যাল বলে কখনো মনে হয়েছে আপনার বন্ধুকে?'

'ঠিক উলটোটাই মনে হয়েছে। জীবনে এমন সোজা মানুষ দেখিনি।'

'ক্যালিফোর্নিয়ায় ওর জীবন সম্পর্কে অদ্ভুত কোনো ঘটনা জানেন?'

'বেশির ভাগ সময় পাহাড়ে আমাদের খনিতে থেকে কাজ করতে পছন্দ করত ডগলাস।

পারলে পাঁচজনের মধ্যে কখনো যেতে চাইত না। সেই কারণে প্রথমে ভেবেছিলাম নিশ্চয় ওর পেছন নিয়েছে কেউ। সন্দেহটা আর সন্দেহ রইল না, বিশ্বাস হয়ে গেল যখন বলা নেই কওয়া নেই দুম করে চলে গেল ইউরোপে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ হুঁশিয়ার-টুশিয়ার করেছিল বলেই পালিয়েছিল। কেননা, চলে যাওয়ার পরে সাতদিনও গেল না— জনাছয়েক লোক এসে খোঁজ করেছে ডগলাসের।'

'কী ধরনের লোক?'

'দুঁদে টাইপের। পেটাই লোহার মতো ভীষণ চেহারা। খনিতে এসে জিজ্ঞেস করেছিল ডগলাস কোথায়। বললাম, ইউরোপ গেছে, ঠিকানা জানি না। কথাবার্তা শুনেই বুঝেছিলাম জামাই-আদর করার জন্য খুঁজছে না ডগলাসকে।'

'লোকগুলো কি আমেরিকান— ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা?'

'ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষ সম্বন্ধে খুব একটা খবর আমি রাখি না— আমেরিকান এইটুকু বলতে পারি। খনির লোক নয়! তারা যে কে তা জানি না— চলে যাওয়ার পর হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম।'

'এ-কাণ্ড ঘটেছিল ছ-বছর আগে?'

'প্রায় সাত বছর আগে।'

'তখন আপনারা দু-জনে বছর পাঁচেক আছেন ক্যালিফোর্নিয়ায়— তার মানে সব মিলিয়ে কম করেও ব্যাবসা করেছেন এগারো বছর?'

'হ্যাঁ।'

'এত বছর ধরে ঝাল পুষে রাখা মানে কারণটা খুবই গুরুতর। ছোটোখাটো ব্যাপার নয় মোটেই।'

'আমার তো মনে হয় সারাজীবনটাই এই করাল ছায়ার তলায় কাটিয়েছে ডগলাস। এক মুহূর্তের জন্যেও মন থেকে সরাতে পারেনি।

'কিন্তু যে-লোক জানে মাথায় বিপদের খাঁড়া ঝুলছে, বিপদটা কী তাও যখন তার অজানা নয়— তখন কি বাঁচবার জন্যে পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া উচিত ছিল না তার?'

'বিপদটা হয়তো এমন ধরনের যার খপ্পর থেকে পুলিশ তাকে বাঁচাতে পারবে না। এটা জেনেই পুলিশকে জানায়নি। একটা ব্যাপার আপনাদের জানা দরকার। সবসময়ে সশস্ত্র থাকত ডগলাস। অষ্টপ্রহর রিভলবার রাখত পকেটে। কিন্তু কপাল খারাপ তাই গতরাতে ড্রেসিংগাউন পরার ফলে শোবার ঘরে রেখে এসেছিল রিভলবার, ব্রিজ তুলে ফেলার পরেই নিজেকে নিরাপদ মনে করত বলেই মনে হয়।'

'তারিখগুলো আর একটু পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই,' বলল ম্যাকডোনাল্ড। 'ডগলাস ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়েছেন ঠিক ছ-বছর আগে।' 'পরের বছর আপনিও তাই করেছেন, কেমন?'

'হ্যাঁ।'

' পাঁচ বছর আগে মি. ডগলাস যখন বিয়ে করেন, তখন থেকেই ওঁর কাছে আছেন?'

'বিয়ের একমাস আগে থেকে। আমি ওর নিতবর[৪] হয়েছিলাম।'

বিয়ের আগে মিসেস ডগলাসকে চিনতেন?'

'না, চিনতাম না! ইংলন্ড ছেড়েছিলাম বছর দশেক।'

'কিন্তু বিয়ের পর থেকেই দেখাসাক্ষাৎ প্রায় হত?

কঠোর চোখে ডিটেকটিভের পানে তাকালেন বার্কার।

'ডগলাসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় হত! মিসেস ডগলাসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে থাকলে জানবেন স্ত্রী সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বাদ দিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সম্ভব নয় বললেই হয়। অন্য কোনো সম্পর্ক যদি কল্পনা করে থাকেন—

'কিছুই কল্পনা করিনি, মি. বার্কার। কেস সম্পর্কে সব কিছুর খোঁজে খবর নিতে বাধ্য— কিন্তু অপমান করার অভিপ্রায় নেই।'

'কিছু তদন্ত অপমানকরই হয়।' রাগত কণ্ঠে জবাব দিলেন বার্কার।

'আমাদের দরকার শুধু ঘটনার। আপনার এবং মামলায় জড়িত সবার স্বার্থে ঘটনাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। স্ত্রীর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব অনুমোদন করেছিলেন মি. ডগলাস?'

ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন বার্কার। বিরাট বলিষ্ঠ হাত দুটোয় যেন খিঁচ ধরল— মুঠি পাকালেন প্রচণ্ডভাবে।

বললেন গলা চড়িয়ে, 'এ-কথা জিজ্ঞেস করার অধিকার আপনার নেই। যা তদন্ত করতে এসেছেন, তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?'

'প্রশ্নটা আবার করছি।'

'আমিও জবাব দেব না বলছি।'

'জবাব না হয় না-দিলেন, কিন্তু না-দেওয়াটাই জানবেন আপনার জবাব। লুকোনোর মতো খবর আছে বলেই জবাব দিতে চাইছেন না।'

মুহূর্তের জন্য কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন বার্কার। নিবিড় চিন্তায় গুটিয়ে রইল কালো ভুরু জোড়া। তারপর চোখ তুলে হাসলেন!

'ঠিক আছে, আপনারা যখন নিছক কর্তব্য করছেন, বাধা দেওয়ার অধিকার আমার নেই। তবে একটা কথা— যথেষ্ট ধকল চলেছে মিসেস ডগলাসের ওপর। এই মুহূর্তেই এ-প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁকে আর বিব্রত করবেন না। শুনে রাখুন, একটাই দুর্বলতা ছিল ডগলাসের— ঈর্ষা। আমাকে যেভাবে ভালোবাসত ডগলাস, বন্ধুর প্রতি তার চাইতে বেশি ভালোবাসা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্ত্রীকেও ভালোবাসত খুব। ও চাইত আমি আসি এখানে, ডেকেও পাঠাত। তা সত্ত্বেও স্ত্রীর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখলে, অথবা দু-জনের মধ্যে একটু সহানুভূতির সুর লক্ষ করলে ঈর্ষায় জ্বলে যেত, মাথা ঠিক রাখতে পারত না, দুম করে অনেক সাংঘাতিক কথা বলে ফেলত। এই কারণে বহুবার ঠিক করেছি আর আসব না। কিন্তু এমন কাকুতিমিনতি করে চিঠি লিখত ডগলাস যে না-এসে পারতাম না। তবে আমার শেষ কথা শুনে রাখুন— এইরকম পতিব্রতা সতী স্ত্রী সংসারে দেখা যায় না, আমার মতো বিশ্বাসী বন্ধুও এ-দুনিয়ায় দেখা যায় না।'

আবেগ অনুভূতির এমন কথা শোনবার পরেও দেখা গেল প্রসঙ্গটা বাদ দিতে পারছে না ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড।

বলল, 'জানেন তো মৃত ব্যক্তির আঙুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে নেওয়া হয়েছে?'

'সেইরকমই মনে হচ্ছে', বললেন বার্কার।

" 'মনে হচ্ছে', বললেন কেন? আপনি জানেন এটা একটা ঘটনা। মনে হওয়ার মতো তো নয়।"

'আংটি না-থাকার ফলে, সে যেই সরাক না কেন, প্রত্যেকেই কিন্তু ধরে নেবে বিয়ের সঙ্গে এই ট্র্যাজেডির একটা সম্পর্ক আছে— ঠিক কিনা বলুন?'

গুলিয়ে ফেললেন যেন বার্কার, কী বলা উচিত ভেবে পেলেন না।

'মনে হচ্ছে বলেছি অন্য একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে। আংটিটা নিজেও তো খুলে রাখতে পারে।'

প্রশস্ত দুই কাঁধ ঝাঁকালেন বার্কার।

বললেন, 'কে কী ধরে নেবে তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যদি আপনারা ধরে নেন যে এর ফলে এই ভদ্রমহিলার সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়বে— বলতে বলতে মুহূর্তের জন্যে দপ করে জ্বলে উঠল বার্কারের চোখ; প্রবল চেষ্টায় সামলে নিলেন আবেগের বহিঃপ্রকাশকে— 'তাহলে কিন্তু বলব ভুল পথে চলেছেন।'

ঠান্ডা গলায় ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'আপনাকে জিজ্ঞেস করার মতন আর কিছু তো দেখছি না।'

মন্তব্য শোনা গেল শার্লক হোমসের, 'একটা বিষয় ছাড়া। আপনি যখন ঘরে ঢোকেন, তখন তো একটাই মোমবাতি জ্বলছিল টেবিলে, তাই নয়?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'সেই আলোয় আপনি দেখলেন যে একটা অতি ভয়ংকর কাণ্ড ঘটেছে?'

'ঠিক বলেছেন।'

'তক্ষুনি ঘণ্টা বাজিয়ে লোক জড়ো করলেন?'

'হ্যাঁ।'

'খুবই তাড়াতাড়ি এসে গেল সবাই?'

'মিনিটখানেকের মধ্যে।'

'ওইটুকু সময়ের মধ্যে এসেও তারা দেখলে মোমবাতি নিভে গেছে, লম্ফ জ্বালানো হয়েছে। ব্যাপারটা কিন্তু আশ্চর্য রকমের।'

গোলমালে পড়েছেন মনে হল বার্কার।

একটু থেমে বললেন, 'খুব একটা আশ্চর্য বলে তো আমার মনে হয় না, মি. হোমস। মোমবাতির অতি যাচ্ছেতাই আলোয় ভালো দেখা যাচ্ছিল না। প্রথমেই তাই ভাবলাম ভালো আলোর ব্যবস্থা করা যাক। লম্ফটা টেবিলের ওপরেই ছিল বলে জ্বালিয়ে ফেললাম।'

'তারপর মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন?'

'ঠিক তাই।'

হোমস আর প্রশ্ন করল না। কীরকম যেন বেপরোয়া, তোয়াক্কা-না-করা গোছের চাহনি পর্যায়ক্রমে আমাদের ওপর বুলিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বার্কার।

মিসেস ডগলাসের সঙ্গে তাঁর ঘরেই দেখা করতে চান, এই মর্মে চিরকুট লিখে পাঠিয়েছিল

ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড, মিসেস ডগলাস জবাব দিয়েছিলেন তার চাইতে বরং ডাইনিং রুমেই দেখা করবেন আমাদের সঙ্গে। এখন ঘরে ঢুকলেন তিনি। দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী। বয়স তিরিশ। চাপা স্বভাবের এবং বিপদেও আশ্চর্য রকমের স্থির, সংযত— বিষাদময়ী, উন্মত্তপ্রায়, যে চিত্র এঁকেছি তার ঠিক উলটো। প্রচণ্ড মানসিক আঘাত সহ্য করলে মুখ যেরকম পাণ্ডুর এবং অস্বাভাবিক হয়ে যায়— ওঁর মুখভাবও সেইরকম ঠিকই, কিন্তু হাবভাব সংযত এবং সুগঠিত হাতটি টেবিলে রাখার পর দেখা গেল আমার হাতের মতোই তা নিষ্কম্প। বিষণ্ন, মিনতিপূর্ণ দুই চোখের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুসন্ধিৎসুভাব জাগিয়ে পর্যায়ক্রমে তাকালেন আমাদের সকলের মুখের ওপর। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সহসা রূপান্তরিত হল আচমকা কথার মধ্যে।

'কিছু পেয়েছেন?'

আমার কল্পনা কিনা জানি না, কিন্তু আশার বদলে যেন ভয় ধ্বনিত হল প্রশ্নের মধ্যে?

ইনস্পেকটর বললেন, 'যা করবার সবই করেছি মিসেস ডগলাস। নিশ্চিত থাকতে পারেন— কিছুই বাদ যাবে না।'

'যত টাকা লাগে লাগুক', মৃতবৎ উত্থানপতনহীন কণ্ঠে বললেন মিসেস ডগলাস। 'আমি চাই— যা করবার সব যেন করা হয়।'

'আপনার কথা শুনলে হয়তো কিছু জানা যাবে।'

'মনে তো হয় না। তবে যা জানি সব বলব।'

'মি. সিসিল বার্কারের মুখে শুনলাম, শোচনীয় ঘটনাটা যে-ঘরে ঘটেছে, সে-ঘরে আপনি এখনও ঢোকেননি— স্বচক্ষে কিছু দেখেননি?'

'না, দেখিনি। সিঁড়ি থেকেই ফিরিয়ে দিলেন। কাকুতিমিনতি করে বললেন ঘরে ফিরে যেতে।'

'ঠিক তাই। গুলির আওয়াজ আপনি শুনেছিলেন, শুনেই তৎক্ষণাৎ নেমে এসেছিলেন?'

'ড্রেসিংগাউন পরেই নেমে এসেছিলাম।'

'গুলির আওয়াজ শোনবার কতক্ষণ পরে সিঁড়ির নীচে মি. বার্কার পথ আটকে ছিলেন আপনার?'

'মিনিট দুয়েক হতে পারে। এ-রকম সময়ে সময়ের হিসেব রাখা খুব কঠিন। মিনতি করে বললেন আর যেন না-এগোই। বললেন, আমার কিছু করার নেই। তারপর হাউসকিপার মিসেস অ্যালেন ওপরে নিয়ে গেল আমাকে। সবটাই যেন একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।'

'গুলির আওয়াজ শোনবার আগে পর্যন্ত কতক্ষণ আপনার স্বামী একতলায় গিয়েছিলেন বলতে পারবেন কি?'

'না পারব না। ড্রেসিংরুম থেকে কখন বেরিয়ে গিয়েছিল শুনতে পায়নি। বাড়িতে আগুন লেগে যেতে পারে এই ভয়ে প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার আগে গোটা বাড়ি টহল দেওয়ার অভ্যেস ছিল। এই একটাই ব্যাপারে ওকে যা ভয় পেতে দেখেছি আমি— আর কোনো ব্যাপারেই নার্ভাস হতে দেখেনি।'

'মিসেস ডগলাস, ঠিক এই বিষয়টাতেই আসতে চাইছি আমি। আপনার 'স্বামীকে শুধু এই ইংলন্ডেই আপনি দেখেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর।'

'আমেরিকায় থাকার সময়ে এমন কোনো ঘটনার কথা বলতে শুনেছেন যে-ঘটনার ফলে উনি বিপদগ্রস্ত?'

আন্তরিকভাবে ভাবলেন মিসেস ডগলাস, জবাব দিলেন তারপরে।

'হ্যাঁ শুনেছি। মাথার ওপর বিপদ ঝুলছে, এ-রকমটাই সবসময়ে মনে হয়েছে তার। কিন্তু কী বিপদ, তা নিয়ে কিছুতেই কথা বলতে চাইত না আমার সঙ্গে। বিশ্বাস করত না বলে বলত না ভাববেন না যেন— গভীর ভালোবাসত আমাকে, গোপন বলে কিছু ছিল না আমার কাছে— কিন্তু বিপদ-আপদের ব্যাপারে আমাকে জড়াতে চাইত না, পাছে ভেবে মরি বলে। তাই চুপ করে থাকত।'

'তাহলে আপনি জানলেন কী করে?'

চকিত হাসির ছটায় আলোকিত হল মিসেস ডগলাসের মুখচ্ছবি।

'স্ত্রীর কাছে সারাজীবন কোনো কথা কি স্বামী লুকিয়ে রাখতে পারে? স্বামী যার নয়নের মণি, সন্দেহ কি তার হয় না? আমিও জেনেছিলাম নানাভাবে। আমেরিকায় থাকার সময়ে ওর জীবনের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে একদম কথা বলতে চাইত না বলে জেনেছিলাম। কতগুলো ব্যাপারে ওর সতর্কতা দেখে জেনেছিলাম। মুখ ফসকে কিছু কথা বেরিয়ে পড়ায় জেনেছিলাম। অপ্রত্যাশিত আগন্তুকদের দিকে ওর চাউনি লক্ষ করে জেনেছিলাম। স্পষ্ট বুঝেছিলাম ওর পেছনে শক্তিশালী শত্রু ঘুরছে, ও জানে ওরা তাকে খুঁজছে, সেইজন্যেই সবসময়ে তৈরি থাকত টক্কর দেওয়ার জন্যে। এসব জেনেছিলাম বলেই এতগুলো বছর কোনোদিন বেশি রাত করে বাড়ি ফিরলে ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতাম।'

হোমস জিজ্ঞেস করে, 'কী-কী কথা শুনে আপনার খটকা লেগেছিল শুনতে পারি?'

'ভ্যালি অফ ফিয়ার', বললেন ভদ্রমহিলা। আমার প্রশ্নের উত্তরে একবার বলেছিল, 'আতঙ্ক-উপত্যকায় ছিলাম— এখনও বেরোতে পারিনি।' অস্বাভাবিক সিরিয়াস হয়ে গেছে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম— 'আতঙ্ক-উপত্যকা থেকে কখনোই কি বেরোতে পারবে না?' ও বলেছিল— 'মাঝে মাঝে মনে হয় তাই— কখনোই আর বেরোতে পারব না আমরা।'

'আতঙ্ক-উপত্যকা বলতে কী বুঝিয়েছিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন নিশ্চয়?'

'করেছিলাম। কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, মাথা নেড়ে বলেছিল— 'আমাদের একজন যে এর ছায়ায় রয়েছে। এটাই খুব খারাপ। ভগবান করুন যেন ছায়াটা আমাদের গ্রাস না-করে।' বেশ বুঝেছিলাম, সত্যিকারের একটা উপত্যকায় ও থেকে এসেছে এবং তখন ভয়ংকর কিছু ওর ঘটেছে— কিন্তু সেটা যে কী, তা জানি না।'

'কখনো কারো নাম বলেননি?'

'বলেছে, বছর তিনেক আগে শিকারে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। জ্বর হয়। প্রলাপ বকত। একটা নাম বার বার আওড়াত। ভয়ে বলত, রেগে বলত। নামটা ম্যাকগিন্টি— বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি। সেরে ওঠার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি আবার কে? কার বডির মাস্টার সে? হেসে বলেছিল ও, 'আমার নয়— ভগবান বাঁচিয়েছেন।' আর কোনো কথা

শ্রীমতী ডগলাস এবং তদন্তকারীরা। স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে (১৯১৪) ফ্র্যাঙ্ক উইলসের অলংকরণ

বার করতে পারিনি পেট থেকে। তবে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, ভ্যালি অফ ফিয়ারের সঙ্গে বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টির সম্পর্ক আছে।'

'পরে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করব', বললেন ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড। 'মি. ডগলাসের সঙ্গে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয় লন্ডনের একটা বোর্ডিং হাউসে— বিয়ের কথাও হয় সেখানে, তাই না? বিয়ের ব্যাপারে কোনো রোমান্স, গুপ্ত ব্যাপার বা রহস্য কিছু ছিল কি?'

'রোমান্স ছিল— সবসময়েই রোমান্স ছিল— রহস্য কিছুই ছিল না।'

'মি. ডগলাসের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী?'

'না, আর কারো সঙ্গে প্রেম বা বিয়ের ব্যাপার ঘটেনি আমার।'

'শুনেছেন নিশ্চয়, ওঁর বিয়ের আংটি সরানো হয়েছে। শুনে কিছু মনে হচ্ছে? ধরুন পুরোনো জীবনের কোনো শত্রু খুঁজে খুঁজে ওকে বার করে খুন করেছে, কিন্তু বিয়ের আংটি নিয়ে যাওয়ার[৫] কী কারণ থাকতে পারে?'

দিব্যি গেলে বলতে পারি পলকের জন্য হাসির একটা হালকা ছায়া ভেসে গেল সুন্দরীর অধরের ওপর দিয়ে!

বললেন, 'সত্যিই আমি জানি না। খুবই অসাধারণ ব্যাপার।'

ইনস্পেকটর বললেন, 'আর আটকে রাখব না আপনাকে। এ সময়ে এইভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্যে দুঃখিত। আরও কিছু বিষয় অবশ্য আছে, কিন্তু সময় এলে তা উত্থাপন করব।'

উঠে দাঁড়ালেন রূপসী মহিলা। আবার আমার মনে হয়, ঘরে ঢুকেই যেরকম চকিত জিজ্ঞাসু চাহনি নিয়ে নিরীক্ষণ করেছিলেন আমাদের, ঠিক সেইভাবেই চাইলেন ফের : 'আমার

জবানবন্দি শুনে আমার সম্বন্ধে কী ধারণা করলেন শুনি?' প্রশ্নটা মুখে বললেও বুঝি এত স্পষ্ট হত না। পর মুহূর্তেই মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করে বেগে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চিন্তাকুটিল ললাটে বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'ভদ্রমহিলা সুন্দরী। বার্কার লোকটা প্রায় আসত এখানে। ও-রকম চেহারা দেখলে সব মেয়েই মজে যায়। নিজের মুখেই তো বলে গেল, ঈর্ষাকাতর ছিল ডগলাস— ঈর্ষাটা কী নিয়ে তাও ও জানত। তারপর এই বিয়ের আংটি। এইসব তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মড়ার আঙুল থেকে যে আংটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়— আপনি কী বলেন, মি. হোমস?'

দুই করতলে মাথা ডুবিয়ে সুগভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল বন্ধুবর। এখন উঠে দাঁড়াল, ঘণ্টা বাজাল। খাসচাকর ঘরে ঢুকতেই বললে— 'অ্যামিস, মি. সিসিল বার্কার এখন কোথায়?'

'দেখে আসছি, স্যার।'

ক্ষণপরেই ফিরে এসে বললে, বাগানে রয়েছেন মি. বার্কার।

'অ্যামিস কাল রাতে পড়ার ঘরে ঢুকে মি. বার্কারের পায়ে কী দেখেছিলে মনে আছে?'

'আছে মি. হোমস। শোবার ঘরের চটি। আমি বুট এনে দিলে সেই পরে পুলিশ ডাকতে যান।'

'চটিজোড়া এখন কোথায়?'

'হল ঘরে চেয়ারের নীচে।'

'বেশ, বেশ। কোন পায়ের ছাপ মি. বার্কারের আর কোনটা বাইরে থেকে এসেছে জানতে হলে চটির খবর নেওয়া দরকার।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার। ওর চটিতে রক্ত লেগেছিল দেখেছি— আমার চটিতেও লেগেছে।'

'তা তো লাগবেই— ঘরের যা অবস্থা। ঠিক আছে, অ্যামিস। দরকার হলে ঘণ্টা বাজাব।'

মিনিট কয়েক পরে এলাম পড়ার ঘরে। হল ঘর থেকে কার্পেট স্লিপার জোড়া নিয়ে এসেছে হোমস। অ্যামিস ঠিকই দেখেছে, সুখতলায় কালো হয়ে রয়েছে রক্ত।

'অদ্ভুত!' জানালার সামনে আলোয় দাঁড়িয়ে চুলচেরা চোখে শুকতলা দেখতে দেখতে বললে হোমস। 'সত্যিই খুব অদ্ভুত!'

বেড়ালের মতো একলাফে চটি হাতে রক্তের দাগের সামনে পৌঁছালো বন্ধু এবং মিলিয়ে দেখল গোবরাটের রক্ত-চিহ্নের সাথে। মিলে গেল হুবহু। নিঃশব্দে হাসল সতীর্থদের পানে চেয়ে।

উত্তেজনায় চেহারা পালটে গেল ইনস্পেকটরের। রেলিংয়ে ছড়ি টানলে যেমন কড়মড় আওয়াজ হয়, সেইরকম কড়মড় শব্দে বেরিয়ে এল জন্মগত উচ্চারণ।

'কী, আর তো সন্দেহ নেই। জানালায় নিজেই ছাপ রেখে গেছে বার্কার। যেকোনো বুটের ছাপের চেয়ে অনেক চওড়া ছাপ। আপনি বলেছিলেন বটে পা খুব চ্যাটালো— এইবার তো বোঝা গেল। কিন্তু খেলাটা কী মি. হোমস?— এ আবার কী খেলা?'

'তাই তো বটে! এ আবার কী খেলা?' চিন্তা-নিবিড় চোখে পুনরাবৃত্তি করল বন্ধুবর।

কাষ্ঠ হেসে মোটা মোটা হাত কচলে পেশাগত সন্তোষ প্রকাশ করলেন হোয়াইট ম্যাসোন। বললেন উচ্চকণ্ঠে, বলেছিলাম না এক একটি তুমুল ঝড়! সত্যিই তুমুল ঝড়!

৬। প্রকাশমান সত্য

ছোটোখাটো অনেক বিষয় তদন্ত করার ছিল তিন গোয়েন্দার। আমি তাই— গ্রাম্য সরাইখানার দীনহীন আস্তানায় একাই ফিরে এলাম। আসার আগে প্রাচীন ভবনসংলগ্ন অদ্ভুতদর্শন পুরোনো আমলের বাগানে একটু পায়চারি করে নিলাম। বাগান ঘিরে সারি সারি অতি প্রাচীন ইউ গাছ[১]— অদ্ভুত সব ডিজাইন কাটা ডালপালা। মাঝখানে সবুজ ঘাস ছাওয়া সুন্দর একফালি মাঠ... ঠিক মাঝখানে একটা মান্ধাতার আমলের সূর্যঘড়ি[২]। সব মিলিয়ে এমন একটা শান্তির জায়গা যে আমার ক্ষতবিক্ষত স্নায়ু যেন জুড়িয়ে গেল। নিবিড় প্রশান্তিঘেরা এ-জায়গায় এলে অন্ধকার পড়ার ঘরে মেঝের ওপর চিৎপাত রক্তমাখা ওই মূর্তির কথা আর মনে থাকে না— ফ্যানটাসটিক দুঃস্বপ্নর মতোই মনে হয়। তা সত্ত্বেও স্নিগ্ধ পরিবেশে পায়চারি করে— আত্মাকে প্রশান্তির মধ্যে নিমগ্ন রাখতে গিয়ে এমন একটা অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়লাম যে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হল ট্র্যাজেডিটার মধ্যে— করাল ছায়াপাত ঘটল মনের মধ্যে।

একটু আগেই বলেছি, সুসজ্জিত ইউ-গাছের মালা ঘেরা ছিল বাগানটা। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে ইউ-গাছের সারি যেখানে শেষ হতে চলেছে, গাছগুলো গায়ে গা দিয়ে একটানা ঝোপ হয়ে গিয়েছে। বাড়ির দিক থেকে এই ঝোপের দিকে এগোলে দেখা যায় না ঝোপের আড়ালে রয়েছে একটা পাথরের বসবার জায়গা। আমি সেইদিকেই যাচ্ছি, এমন সময়ে কানে ভেসে এল কথাবার্তার আওয়াজ। গভীর পুরুষ কণ্ঠের জবাবে ঝরনার মতো মেয়েলি হাসির টুকরো। পরমুহূর্তেই ঝোপের কিনারায় এসে দাঁড়ালাম, চোখ গিয়ে পড়ল মিসেস ডগলাস আর বার্কার লোকটার ওপর— ওরা কিন্তু তখনও দেখেনি আমাকে। ভদ্রমহিলার চেহারা দেখে আহত হলাম। ডাইনিং রুমে ছিলেন শান্ত, গম্ভীর, সতর্ক। এখন কিন্তু শোকের ভান পুরোপুরি অপসৃত হয়েছে মুখাবয়ব থেকে। প্রাণের আনন্দ জ্বলজ্বল করছে দুই চোখে— পুরুষ সঙ্গীর মন্তব্যে কৌতুক উচ্ছ্বলিত হয়ে রয়েছে মুখের রেখায় রেখায়— হাসির কাঁপন তখনও মিলোয়নি মুখ থেকে। সামনে ঝুঁকে বসে রয়েছেন বার্কার, দুই করতল একত্রবদ্ধ, হাত হাঁটুর ওপর, প্রত্যুত্তরের হাসি ভাসছে প্রশস্ত, সুশ্রী মুখে। আমাকে দেখার সঙ্গেসঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে— কিন্তু সেই একটা মুহূর্তেও দেরি করা ঠিক হয়নি ওঁদের— গম্ভীর হয়ে গেল মুখ, ফিরে এল মুখোশ। দ্রুতকণ্ঠে কী যেন বলাবলি করে নিলেন দু-জনে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বার্কার এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

বললেন, 'মাপ করবেন, আমি কি ডা. ওয়াটসনের সঙ্গে কথা বলছি?'

এমন নিরুত্তাপভাবে মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম যে স্পষ্ট হয়ে গেল আমার মনের ভাব।

'ধরেছি ঠিক। আপনার সঙ্গে মি. শার্লক হোমসের বন্ধুত্বের খবর কে না-জানে বলুন। দয়া করে একবার আসবেন এদিকে, একটু কথা বলবেন মিসেস ডগলাসের সঙ্গে?'

কঠোর মুখে গেলাম পেছন পেছন। মনের চোখে তখন স্পষ্ট ভাসছে মেঝের ওপর পড়ে থাকা থেঁতলানো বিকৃত সেই মূর্তি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরই বাগানে ঝোপের আড়ালে বসে হাসিঠাট্টা করছেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং স্ত্রী। ডাইনিংরুমে ভদ্রমহিলার শোকে আমিও শোক পেয়েছিলাম। এখানে কিন্তু সহানুভূতিহীন চোখে তাকালাম তাঁর মিনতি-করুণ চোখের পানে।

বললেন, 'নিশ্চয় খুব হৃদয়হীন ভাবছেন আমাকে?'

দু-কাঁধ ঝাঁকালাম আমি।

বললাম, 'ব্যাপারটা তো আমার নয়।'

'যদি বুঝতেন তাহলে সুবিচার করতেন।'

দুম করে বার্কার বললেন, 'কেন বুঝতে যাবেন ডক্টর ওয়াটসন? উনি তো বলেই দিলেন এ-ব্যাপার তাঁর নয়।'

'ঠিক বলেছেন। তাই আর আপনাদের বিরক্ত করব না— বেড়াতে এসেছি, বেড়াতে যাচ্ছি।'

'ডক্টর ওয়াটসন, এক মিনিট।' মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন ভদ্রমহিলা। 'একটা ব্যাপারে কিন্তু আপনার কথা বলার অধিকার দুনিয়ার যেকোনো লোকের চেয়ে বেশি। ব্যাপারটা আমার কাছে অনেকখানি। মি. শার্লক হোমসকে আপনি যেভাবে জানেন পুলিশের সঙ্গে তার সম্পর্কের খবর যতটা রাখেন, ততটা খবর কেউ রাখে না। ধরুন, কোনো একটা ব্যাপার যদি তাঁকে গোপনে জানানো হয়, তিনি কি তা গোয়েন্দাদের কানে তুলবেন?'

সাগ্রহকণ্ঠে বললেন বার্কার, 'উনি কি স্বাধীন, না সরকারি ডিটেকটিভদের তাঁবেদার?'

'এ-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা উচিত হবে বলে মনে করি না।'

'ডক্টর ওয়াটসন আমার অনুরোধ রাখুন— বিশ্বাস করুন এ-ব্যাপারে আমরা যদি আপনার সাহায্য পাই— বিশেষ করে আমি খুবই উপকৃত হব।'

এমন আন্তরিকভাবে কথাটা বললেন ভদ্রমহিলা যে সেই মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হলাম তাঁর চাপল্যে— বিচলিত হয়ে ঠিক করলাম ইচ্ছাটা পূরণ করে যাই।

বললাম, 'মি. হোমস স্বাধীনভাবে তদন্ত করছেন। ওঁর প্রভু উনি নিজে, নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে চলেন। তবে এটাও ঠিক যে একসঙ্গে যে-অফিসারদের সঙ্গে কাজে নেমেছেন, তাঁদের প্রতি তাঁর একটা কর্তব্য আছে— যে-খবর পেলে অপরাধীকে আদালতে আনা যায়— তা কখনোই তাঁদের কাছে গোপন করবেন না। এর বেশি কিছু বলব না। যদি আরও খবর চান, মি. হোমসের সঙ্গেই বরং কথা বলুন।'

বলে, টুপি তুলে নিয়ে চলে এলাম। ঝোপের আড়ালে ওঁরা ওইভাবেই বসে রইলেন। মোড় ফেরবার সময়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, নিবিষ্টভাবে কথা বলে চলেছেন দুই মূর্তি এবং যেহেতু আমার দিকে তাকিয়েই কথা বলছেন অতএব প্রসঙ্গটা নিশ্চয় আমাকে নিয়েই।

হোমসকে ঘটনাটা বলার পর ও বললে, 'কারো গোপন কথা শুনতে চাই না।' দুই সতীর্থের সঙ্গে পুরো সন্ধ্যাটা ম্যানর হাউসে শলা-পরামর্শ করে কাটিয়েছে সে, ফিরেছে রাক্ষুসে খিদে নিয়ে। 'হাই-টি' অর্থাৎ খাবারদাবার সহ চায়ের অর্ডার দিয়েছি। 'এখন আর কাউকে বিশ্বাস করে গুপ্ত খবর শুনতে চাই না— কেননা খুন আর ষড়যন্ত্রের উৎকণ্ঠায় দু-জনেই টালমাটাল অবস্থায় রয়েছে।'

'শেষ পর্যন্ত তাই হবে বলেই তাহলে তোমার মনে হয়?'

হোমস সেদিন দারুণ মেজাজে রয়েছে— কৌতুক যেন চোখে-মুখে ফেটে পড়ছে।

বললে, 'ভায়া ওয়াটসন, চতুর্থ ডিমটা নিকেশ করার পর পুরো ব্যাপারটা তোমাকে

জানানোর মতো অবস্থায় আসব। রহস্যর তল পর্যন্ত দেখে ফেলেছি বলাটা ঠিক হবে না— তার ধারেকাছেও যেতে পারিনি— তবে নিখোঁজ ডাম্বেলটার খোঁজ পাওয়ার পর—'

'ডাম্বেল!'

'কী বিপদ! কেসটা যে নিখোঁজ ডাম্বেলের উপর ঝুলছে এটা কি তোমার মাথায় আসেনি? যাকগে, যাকগে, মুখখানা অত কালো করার দরকার নেই। তোমাকেই শুধু বলি, ঘটনাটার সাংঘাতিক গুরুত্ব ইনস্পেকটর ম্যাক অথবা দারুণ বুদ্ধিমান স্থানীয় অপরাধ বিশেষজ্ঞের মাথাতেও আসেনি। একটা ডাম্বেল, ওয়াটসন! একখানা ডাম্বেল নিয়ে পাঁয়তারা কষছে এমন কোনো ব্যায়ামবীরকে কল্পনা করতে পারো? ফলাফলটা একটু ভাবতে চেষ্টা করো— একদিকে চাপ পড়ার ফলে মেরুদণ্ড বেঁকে যাবে না? ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। ওয়াটসন, গায়ে কাঁটা দেয়!"

দুই চোখে দুষ্টামি নাচিয়ে মুখভরতি টোস্ট চিবুতে চিবুতে আমার ধীশক্তির ধরাশায়ী অবস্থা দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শার্লক হোমস। ওর এই রাক্ষুসে খিদে দেখে বোঝা যায় তদন্ত সন্তোষজনক হয়েছে এবং ফলাফল মনের মতো হয়েছে। কেননা আমি তো দেখেছি কূট সমস্যায় হালে পানি না-পেলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দাঁতে কুটোটি না-কেটে কাটিয়েছে ভাবনা নিয়ে— আতীব্র মনঃসংযোগের ফলে চোখ-মুখ আরও ধারালো হয়েছে, আরও শীর্ণ হয়েছে— খাবার কথা একদম মনে হয়নি। তাই তারিয়ে তারিয়ে সব খাবার খাওয়ার পর পাইপ ধরিয়ে সেকেলে সরাইখানার চিমনির কোণে বসে যখন হাতের কেস নিয়ে মন্থর কিন্তু প্রাণ খোলা কথা শুরু করল, তখন মনে হল কেস-রিপোর্টটি শোনাচ্ছে না— মশগুল হয়ে রয়েছে গভীর চিন্তায়।

'ডাহা মিথ্যে, ওয়াটসন— একটা মস্ত মিথ্যে— এ-মিথ্যের সঙ্গে সমঝোতা চলে না কোনোমতেই। শুরু করা যাক এখান থেকেই। বার্কার যা বলেছে, তার আগাগোড়া নির্ভেজাল মিথ্যে। কিন্তু বার্কারের কথায় নতুন করে বলেছেন মিসেস ডগলাস। সুতরাং মিথ্যেবাদী তিনিও। দু-জনেই চক্রান্ত করে মিথ্যে বলেছেন। সমস্যাটা তাহলে এই— মিথ্যে বলছেন কেন? এমন কী কথা যা লুকানোর জন্যে বানিয়ে বানিয়ে ডাহা মিথ্যে বলছেন দু-জনে? এত ঝুঁকি নিচ্ছেন? এত কষ্ট করছেন? ওয়াটসন, দেখা যাক মিথ্যের বাধা পেরিয়ে সত্যকে জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করা যায় কিনা।

'মিথ্যে যে বলছেন তা জানলাম কি করে? জানলাম কাহিনির এলোমেলো বুনট শুনে— যা, এক কথায়, সত্যি হতে পারে না কোনোমতেই। এবার মাথা খেলাও! কাহিনি অনুসারে একটা আংটি খুলে তলা থেকে বিয়ের আংটি সরিয়ে আগের আংটিটা ফের আঙুলে পরাতে আততায়ীর লেগেছে এক মিনিটেরও কম সময়— যা কখনোই সম্ভব নয়— তা ছাড়াও একটা আশ্চর্য কার্ড রেখেছে মৃতব্যক্তির পাশে। আমি বলছি এ-জিনিস একেবারেই অসম্ভব। তুমি হয়তো তর্ক করবে, তোমার বিচারবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করি বলেই বিশ্বাস করি ও-পথ তুমি মাড়াবে না— কখনোই তুমি বলবে না যে খুন করার আগে আঙুল থেকে খুলে নেওয়া হয়েছিল আংটিটা। মোমবাতিটা একটু আগেই জ্বালানোর মানেই হল কথাবার্তা বেশিক্ষণের জন্য হয়নি। ডগলাস ভদ্রলোক শুনেছি নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। ওঁর মতন ডাকাবুকো মানুষের পক্ষে ওইটুকু

সময়ের মধ্যে বিয়ের আংটি খুলে দেওয়া সম্ভব? আংটি খুলে দেবেন, এটাও কি কল্পনা করা সম্ভব? না, ওয়াটসন, লম্ফ না জ্বালিয়ে মৃতব্যক্তির সঙ্গে কিছুক্ষণ একলা ছিল গুপ্তঘাতক। এ-ব্যাপারে তিলমাত্র সন্দেহ আমার নেই। কিন্তু মৃত্যুর কারণ বাহ্যত ওই বন্দুকের গুলি। তাহলে নিশ্চয় আমাদের যে-সময় বলা হয়েছে, বন্দুক ছোড়া হয়েছে তার অনেক আগে। কিন্তু এ-ব্যাপারে তো ভুল হতে পারে না। তাহলে বন্দুকের আওয়াজ যে দু-জন শুনেছে— বার্কার আর মিসেস ডগলাস— এই দু-জনের মধ্যে একটা পরিষ্কার চক্রান্তের আভাস আমরা পাচ্ছি। গোদের ওপর বিষফোড়া স্বরূপ আরও একটা ঘটনা খেয়াল করিয়ে দিতে চাই তোমাকে— পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে জানলার গোবরাটে রক্তের দাগ রেখেছিল এই বার্কার লোকটাই— এবার নিশ্চয়ই মানছ কেসটা ক্রমশ বার্কারের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে?

'এবার নিজেদেরকে একটা প্রশ্ন করা যাক— খুনটা তাহলে হয়েছে ঠিক ক-টায়? সাড়ে দশটার আগে নিশ্চয় নয়— কেননা ওই সময়ে বাড়িময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল চাকরবাকর। পৌনে এগারোটায় অ্যামিস ছাড়া সবাই গেল শুতে— অ্যামিস রইল ভাঁড়ার ঘরে। তুমি চলে আসার পর একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলাম দরজা-টরজা বন্ধ রেখে পড়ার ঘরে ম্যাকডোনাল্ড যতই আওয়াজ করুক না কেন, ভাঁড়ার ঘরে তা পৌঁছোয় না। হাউসকিপারের ঘরের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। এ-ঘর করিডরের শেষের দিকে নয় বলেই পড়ার ঘরে কেউ গলা ফাটিয়ে চেঁচালে অস্পষ্ট শোনা যায়। আমি শুনেছি। খুব কাছ থেকে শটগান ছুড়লে আওয়াজ একটু চাপা হবেই, এক্ষেত্রে যা হয়েছে। আওয়াজটা তেমন জোর না-হলেও নিস্তব্ধ রাতে মিসেস অ্যালেনের ঘরে পৌঁছানো উচিত ছিল! ভদ্রমহিলা নিজেই বলেছে, কানে একটু কম শোনে। তা সত্ত্বেও কিন্তু চেঁচামেচির আগে দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার মতো একটা আওয়াজ নাকি শুনেছিল। চেঁচামেচির আধঘণ্টা আগে মানে পৌনে এগারোটা। যে-আওয়াজ সে শুনেছে, তা যে আসলে বন্দুকের আওয়াজ, তাতে একদম সন্দেহ নেই আমার— খুনের আসল সময় হল সেটাই। তাই যদি হয়, তাহলে যদি ধরেও নিই যে মিসেস ডগলাস আর মি. বার্কার প্রকৃত হত্যাকারী নন— আমাদের জানতে হবে পৌনে এগারোটায় বন্দুকের আওয়াজ শুনে দু-জনে নেমে আসার পর থেকে সওয়া এগারোটায় ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরবাকর ডাকার সময় পর্যন্ত ওরা কী করেছিলেন। এর সঙ্গেসঙ্গে কেন ঘণ্টা বাজিয়ে লোক জড়ো করেননি? এ যে প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম এখন, এর জবাব পেলেই জানবে হেঁয়ালির অনেকখানি সমাধান হয়ে যাবে।'

বললাম, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই দু-জনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আছে। স্বামী নিধনের ঘণ্টা কয়েক পরেই হি-হি করে হাসা হৃদয়হীন প্রাণী ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ঠিক বলেছ। ওঁর নিজের জবানবন্দির মধ্যেও পতিপ্রাণা স্ত্রীর ছাপ রাখতে পারেননি। নারী-প্রশস্তিতে আমার প্রতিটি অণু-পরমাণু উন্মুখ নয় তা তুমি জানো ওয়াটসন। কিন্তু স্বামীর প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা যার আছে, স্বামীর মৃতদেহ সামনে রেখে অন্য পুরুষের মিথ্যে বরদাস্ত করার মতো এমন স্ত্রী যে এ-সংসারে খুব একটা নেই— দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি তা জেনেছি। বিয়ে যদি কখনো করি ওয়াটসন, বউকে এমন শিক্ষা দিতে চেষ্টা করব যাতে আমার মৃতদেহ মাত্র কয়েক গজ দূরে পড়ে আছে জেনেও হাউসকিপারের সঙ্গে সুড়সুড় করে চলে না-যায়। খুবই

যাচ্ছেতাই ভাবে মঞ্চস্থ করা হয়েছে নাটকটা— কেননা অত্যন্ত স্বাভাবিক মেয়েলি বিলাপের এহেন অনুপস্থিতে সন্দেহ হওয়া উচিত আনকোরা তদন্তকারীরও। আর কিছু না-পেলেও শুধু এই ঘটনাই পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্তের আভাস এনে দিতে পারত আমার মনে।'

'তুমি তাহলে নিশ্চিত যে খুনের অপরাধে অপরাধী বার্কার আর মিসেস ডগলাস?'

পাইপ তুলে আমার দিকে নাড়তে নাড়তে হোমস বললে, 'তোমার প্রশ্নগুলো বড়ো বেশি সোজা। ভয় লাগে। ঠিক বুলেটের মতো তাগ করে ছোড়া আমার দিকে। যদি বলো, খুনের আসল রহস্য জেনেও ষড়যন্ত্র করে গোপন করেছেন মিসেস ডগলাস আর বার্কার— তাহলে জবাব দিতে পারি মন প্রাণ দিয়ে। আমি জানি ঠিক তাই করেছেন দু-জনে। কিন্তু তোমার আরও মারাত্মক উক্তিগুলো তেমন পরিষ্কার নয়। এসো অন্তরায়গুলো নিয়ে বিচার বিবেচনা করা যাক।

'ধরে নিচ্ছি এই যুগলমূর্তি যে-ভালোবাসায় বাঁধা পড়েছে তা অপরাধবোধে সমাচ্ছন্ন— অবৈধ প্রণয়— মিলনের অন্তরায় পুরুষটিকে সরিয়ে ফেলতে দু-জনেই বদ্ধপরিকর। অনুমানটা কিন্তু একটু বড়োগোছেরই, কেননা চাকরবাকরদের সূক্ষ্মভাবে জেরা করেও এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়নি। উলটে এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ডগলাস দম্পতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল পরস্পরের প্রতি।'

নিভৃত বাগানে হাস্যমুখর সুন্দর মুখখানি মনের চোখে ভেসে উঠল। বললাম, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা সত্যি নয়।'

'সেইরকম ভাবই দেখিয়েছে দু-জনে। যাই হোক, ধরে নিলাম যুগল মূর্তি এই একটি ব্যাপারে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে ধোঁকা দিয়ে এসেছে এবং তলায় তলায় পতিদেবতাকে বধ করার ষড়যন্ত্র করেছে। ভদ্রলোকের মাথায় তখন বিপদের খাঁড়া ঝুলছে—'

'এ-ব্যাপারটা কিন্তু কেবল ওদের মুখেই শোনা।'

হোমসকে দেখে মনে হল যেন ভাবনায় পড়েছে।

'বটে ওয়াটসন, বটে। তুমি এখন একটা অনুমিতির সন্ধানে আছো যার ফলে বলা যায় ওরা গোড়া থেকে সব বানিয়ে বলেছে। তোমার ধারণা অনুসারে, গুপ্ত সমিতি, ভ্যালি অফ ফিয়ার, সর্দার ম্যাক অথবা কোনো কিছুরই অস্তিত্ব কোনোকালে ছিল না। বিস্তীর্ণ, ব্যাপক অনুমিতি হিসেবে তা মন্দ নয়। এর ফলে কোথায় পৌঁছোচ্ছি এবার দেখা যাক। খুনের আসল উদ্দেশ্য ধামাচাপা দেওয়ার জন্যে গল্পগুলো বানিয়েছে দু-জনে। বাইরের লোক বাড়িতে ঢুকেছিল, এই ধারণা সৃষ্টির জন্যে সাইকেলটা প্রমাণস্বরূপ রেখে দিল বাগানে। জানালায় গোবরাটের রক্ততে সেই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা। মৃতদেহের পাশে রাখা কার্ডটার উদ্দেশ্যও তাই— ও-কার্ড হয়তো লেখা হয়েছে বাড়ির মধ্যেই। ওয়াটসন, তোমার অনুমিতির সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে সব কিছুই। এবার আসছে এমন টেড়াবেঁকা যাচ্ছেতাই ব্যাপার যা তুমি খাপ খাওয়াতে পারবে না কিছুতেই। দুনিয়ার এত অস্ত্র থাকতে করাত দিয়ে কাটা শটগান কেন? তাও আমেরিকায় তৈরি? আওয়াজ শুনে কেউ যে ছুটে আসবে না, এ-ব্যাপারে অতটা নিশ্চিত ওরা হল কীভাবে? দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনে মিসেস অ্যালেন খোঁজ নিতে আসতে পারত তো? অপরাধী প্রেমে আবদ্ধ যুগলমূর্তি এসব কেন করতে গেল বলতে পারো?'

'স্বীকার করছি, আমার মাথায় আসছে না।'

'তারপরেও দেখো, কোনো স্ত্রীলোক আর তার নাগর যদি স্বামী নিধনের চক্রান্ত করে, খুনটুন করার পর আঙুল থেকে বিয়ের আংটি সরিয়ে গোপন চক্রান্তর প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন কখনো দেয়? সম্ভব বলে মনে হয়, ওয়াটসন?

'না, একেবারেই নয়।'

'আরও আছে। সাইকেল লুকিয়ে রাখার মতলবটায় আখেরে কোনো লাভ হচ্ছে কি? অত্যন্ত মাথামোটা ডিটেকটিভও বলবে পুলিশের চোখে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। চম্পট দেওয়ার প্রথম সহায় ওই সাইকেল— পলাতকরা ফেলে পালাবে কেন?'

'আমি কোনো ব্যাখ্যা ভাবতে পারছি না।'

'কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা হয় না এমন কোনো ঘটনাপরম্পরা থাকতেই পারে না। আমি এক্টা সম্ভাব্য চিন্তাধারা শোনাচ্ছি শোনো— স্রেফ মনের ব্যায়াম করার জন্যেই বলছি— অক্ষরে সত্যি— এমন কথা কিন্তু বলছি না। নিছক কল্পনা মানছি, কিন্তু অনেক সময়ে পরম সত্যির জননী হয়ে দাঁড়ায় নিছক কল্পনা— তাই নয় কি?'

'আমরা ধরে নিচ্ছি এই ডগলাস ভদ্রলোকের জীবনে একটা দোষাবহ গুপ্তরহস্য আছে— সত্যিকারের লজ্জাকর গোপন অপরাধ। এর ফলেই খুন হতে হয়েছে তাকে— ধরে নিচ্ছি, হত্যাকারী খুন করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে এবং সে বাইরে থেকে এসেছে। প্রতিহিংসা-পাগল এই লোকটা বিয়ের আংটিটা আঙুল থেকে খুলে নিয়ে গেল— কেন নিয়ে গেল স্বীকার করছি তা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। বিরোধটা হয়তো বংশগত এবং শুরু হয়েছে ডগলাসের প্রথম বিয়ের সময় থেকে— তাই কোনো কারণে আংটি সরানো হয়েছে আঙুল থেকে। সরে পড়ার আগেই বার্কার আর ডগলাসের স্ত্রী ঢুকলেন ঘরে। প্রতিহিংসা-পাগল হত্যাকারী দু-জনকেই বুঝিয়ে দিলে তাকে ধরিয়ে দিলে এমন কুৎসিত কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাবে যে ঢি-ঢি পড়ে যাবে সমাজে। কথাটা মনে ধরেছে দু-জনের— যেতে দিয়েছে প্রতিহিংসা পাগলকে। এই কারণেই হয়তো নিজেরাই ড্রব্রিজ নামিয়ে পালানোর পথ করে দিয়েছে— তারপর তুলে রেখেছে— আমি দেখেছি ড্রব্রিজ নিঃশব্দে ওঠানো নামানো যায়। নির্বিঘ্নে পালাল হত্যাকারী। কোনো কারণে সে দেখলে সাইকেল না-নিয়ে হেঁটে পালানোই বরং অনেক নিরাপদ। তাই যন্ত্রটা রেখে গেল এমন জায়গায় যাতে পগারপার হওয়ার আগে কারোর চোখে না-পড়ে। সম্ভাবনার ক্ষেত্র কিন্তু এখনও ছাড়াইনি, তাই না?'

রেখে ঢেকে বললাম, 'এইরকমই হওয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে বটে।'

'ওয়াটসন, খেয়াল রাখতে হবে ঘটনা যাই হোক না কেন— তা অসাধারণ। এসো আবার শুরু করা যাক 'অনুমানভিত্তিক তদন্ত'। ধরে নেওয়া যাক,— হত্যাকারীকে ছেড়ে দেওয়ার পরেই কিন্তু টনক নড়ল দু-জনের— খুনটা যে তাদের কীর্তি নয়, কাউকে দিয়ে করায়নি অথবা নিজেরাই করেনি— তা প্রমাণ করা মুশকিল হবে যে। তৎক্ষণাৎ একটু গোলমেলে ভাবেই সম্মুখীন হলেন পরিস্থিতির। পলাতক পালিয়েছে কীভাবে বোঝানোর জন্যে বার্কারের রক্তমাখা চটির ছাপ রাখা হল গোবরাটে। বন্দুকের আওয়াজ শুধু এই দু-জনেই শুনেছেন— কাজেই

আওয়াজ শোনামাত্র যেভাবে চেঁচামেচি করা উচিত সবই করলেন— তবে ঝাড়া আধঘণ্টা বাদে।'

'যা বললে তা প্রমাণ করবে কী করে শুনি?'

'বাইরের লোক এর মধ্যে থেকে থাকলে পেছন নিয়ে তাকে ধরা হবে। সবচেয়ে মোক্ষম প্রমাণ তখন পাওয়া যাবে। আর তা যদি না হয়— বিজ্ঞানের ভাঁড়ার এখনও ফুরোয়নি। একটা সন্ধ্যা তা নিয়ে ভাবলেই অনেক কাজ দেবে।'

'মাত্র একটা সন্ধ্যা!'

'আমি এখুনি ওখানে যাব বলে সব ঠিক করে এসেছি। বার্কারের ওপর খুব একটা সন্তুষ্ট নয় অ্যামিস— ব্যবস্থা হয়েছে তার সঙ্গেই। ওই ঘরে গিয়ে বসে দেখব আবহাওয়া থেকে কোনো প্রেরণা পাই কিনা। আমি স্থান মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী। হাসছ ওয়াটসন? বেশ, দেখা যাক। ভালো কথা, তোমার সেই বিরাট ছাতটা আছে?'

'এই তো রয়েছে।'

'ছাতাটা ধার নেব ভাবছি।'

'নিশ্চয়— কিন্তু অস্ত্র হিসেবে বদখত নয় কি? বিপদ যদি আসে—'

'গুরুতর কিছু নয়, ভায়া ওয়াটসন; তেমন কিছু হলে তোমার সাহায্য নিতাম। ছাতাটা কিন্তু নিয়ে যাব। এখন বসে আছি সহকর্মীদের ফেরার পথ চেয়ে। ওরা টানব্রিজ ওয়েলস্ গেছে সাইকেলের মালিকের হদিশ বার করতে।'

রাত্তিরের আগে অভিযান থেকে ফিরল না ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড আর হোয়াইট ম্যাসোন। ফিরল বিজয়োল্লাসে, তদন্তে অগ্রগতির বিরাট খবর নিয়ে।

ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'আরে মশাই, এখন স্বীকার করছি বাইরের লোক আদৌ ছিল কিনা তা নিয়ে গোড়া থেকেই সন্দেহ ছিল আমার— অবশ্য এখন আর তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। সাইকেল পেয়েছি, লোকটার চেহারার বর্ণনাও পেয়েছি— ব্যস, এই নিয়েই এগোনো যাবে অনেকদূর।'

হোমস বললে, 'শেষটা এবার শুরু হল বলে মনে হচ্ছে। আপনাদের দু-জনকেই অভিনন্দন জানাই অন্তর থেকে।'

'পরশুদিন টানব্রিজ ওয়েলস থেকে ফেরবার পর মি. ডগলাসকে অস্থির অবস্থায় দেখা গিয়েছিল— এই খবর সম্বল করেই তদন্ত শুরু করি আমি। এর মানে এই, টানব্রিজ ওয়েলসেই উনি আঁচ করতে পেরেছিলেন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং সাইকেলে করে কেউ যদি এসেই থাকে, নিশ্চয় টানব্রিজ ওয়েলসেই ফেরবার কথা তার। সাইকেলটা তাই সঙ্গে নিয়ে গেলাম। সবক-টা হোটেলে দেখালাম। ইগল কমার্শিয়ালের ম্যানেজার দেখেই চিনতে পারল। দু-দিন আগে হার্গ্রেভ নামে একটা লোক ঘর ভাড়া করেছিল— সাইকেলটা তার। এই সাইকেল আর একটা চামড়ার ছোটো ব্যাগ ছাড়া লোকটার কাছে আর মালপত্র ছিল না। খাতায় নামের পাশে লিখেছিল, লন্ডন থেকে আসছি— কিন্তু ঠিকানা লেখেনি। চামড়ার ব্যাগটা লন্ডনে তৈরি, ভেতরকার জিনিসপত্র ব্রিটিশ— লোকটা কিন্তু নিঃসন্দেহে আমেরিকান।'

সহর্ষে হোমস বললে, 'বাঃ বাঃ! আমি যখন বন্ধুর সঙ্গে বসে থিয়োরি কপচাচ্ছি, আপনারা তখন সত্যিই একটা কাজের কাজ করে এসেছেন। হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে ছাড়লেন, মি. ম্যাক্স।'

হৃষ্টচিত্তে বলল ইনস্পেকটর, 'তা যা বলেছেন।'

'কিন্তু এটাও তোমার থিয়োরিতে খাপ খেয়ে যায়,' মন্তব্য করলাম আমি।

'খাপ খেতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু শেষটা শোনা যাক, মি. ম্যাক। লোকটাকে শনাক্ত করার মতো কিছু পাওয়া যায়নি?'

'এত কম পাওয়া গেছে যে স্পষ্ট বোঝা যায় লোকটা গোড়া থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে ছিল যাতে শনাক্তকরণ সম্ভব না হয়। কাগজপত্র নেই, চিঠিপত্র নেই, জামাকাপড়েও কোনো চিহ্ন নেই। শোবার ঘরে টেবিলে পড়ে কেবল এই অঞ্চলের সাইকেল ম্যাপ। গতকাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছিল সাইকেলে চেপে, আমরা গিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার আগে পর্যন্ত আর কোনো খবর নেই।'

হোয়াইট ম্যাসোন বললেন, 'আমার ধোঁকা লাগছে সেই কারণেই মি. হোমস। লোকটা যদি নিজেকে নিয়ে হট্টগোল সৃষ্টি করতে না-চাইত, তাহলে নিরীহ টুরিস্টের মতো ফিরে এসে হোটেলেই থেকে যেত। কিন্তু এখন তো তার জানা উচিত যে অন্তর্ধান সংবাদ পুলিশকে দেবে ম্যানেজার— খুনের সঙ্গেও তাকে জড়িয়ে ফেলা হবে।'

'সেইরকমই মনে হবে প্রত্যেকেরই। তবে তার বিচারবুদ্ধি এখনও পর্যন্ত ধোপে টিকে রয়েছে— একমাত্র প্রমাণ তার ধরা না-পড়া। কিন্তু তার চেহারার কী খবর পাওয়া গেল?'

নোটবই দেখল ম্যাকডোনাল্ড।

'যদ্দুর বলতে পেরেছে লিখে রেখেছি। লোকটাকে কেউ খুব একটা খুঁটিয়ে দেখে রাখেনি, তবে মুটে, কেরানি আর যে পরিচারিকা শোবার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে— তারা যা দেখেছে, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। মাথায় পাঁচ ফুট ন-ইঞ্চি, বয়স বছর পঞ্চাশ, চুল সামান্য কাঁচাপাকা, গোঁফও কাঁচাপাকা, টিকোলো নাক, আর মুখখানা নাকি প্রত্যেকের মতে ভয়ংকর আর বীভৎস।'

'মুখভাবটুকু বাদ দিলে, ও-রকম চেহারা ডগলাসের নিজেরও', বললে হোমস। 'তাঁরও বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে, চুল আর গোঁফ কাঁচাপাকা, লম্বায় প্রায় ওইরকমই। আর কিছু পেয়েছেন?'

'গায়ে ছিল ধূসর রঙের ভারী সুট, আঁটোসাঁটো ডাবল ব্রেস্টেড জ্যাকেট— নাবিকরা যেমন পরে, হলদে খাটো ওভারকোট আর একটা নরম ক্যাপ।'

'শটগান?'

'শটগানটা তো লম্বায় দু-ফুটেরও কম। সহজেই ভরে নেওয়া যায় চামড়ার ওই থলিতে। অনায়াসে ওভারকোটের তলায় ব্যাগ নিয়ে ঘুরেছে নিশ্চয়।'

'কেসটার সঙ্গে এসবের সম্পর্কটা বার করলেন কীভাবে?'

ম্যাকডোনাল্ড বললে, 'দেখুন মি. হোমস, লোকটাকে পাকড়াও করার পর সে-বিচার ভালোভাবে করা যাবে। দেখতে কীরকম তা শোনার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই খবরটা টেলিগ্রাম মারফত জানিয়ে দিয়েছি সবাইকে। কিন্তু এই মুহূর্তেও জানবেন এগিয়েছি অনেকটা। আমরা

জেনেছি, দু-দিন আগে সাইকেল আর চামড়ার ব্যাগ নিয়ে টানব্রিজ ওয়েলসে এসেছিল হার্গ্রেভ নামে একজন আমেরিকান। চামড়ার থলির মধ্যে লুকিয়ে এনেছিল করাত দিয়ে কাটা একটা শটগান, খুনের অভিসন্ধি অতীব পরিষ্কার। যদ্দুর জেনেছি, কেউ তাকে পৌঁছোতে দেখেনি— সম্ভবও না, কেননা বাগানের ফটকে পৌঁছতে হলে গ্রামের মধ্য দিয়ে না-এলেও চলে। তা ছাড়া রাস্তায় সাইকেল আরোহীও ছিল বিস্তর। অনুমান করে নিচ্ছি, বাগানে ঢুকেই লরেলের ঝোপে সাইকেল লুকিয়ে রেখে ওত পেতে বসে ছিল বাড়ির দিকে চোখ রেখে মি. ডগলাসের বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায়। সাইকেলটা লরেল ঝোপের পাশেই আমরা পেয়েছি। অস্ত্র হিসেবে শটগান জিনিসটা বাড়ির মধ্যে অদ্ভুত ঠিকই, কিন্তু তার মতলব ছিল শটগান ছুড়বে বাগানে— আওয়াজ নিয়ে কারো মাথাব্যথাও হবে না— কেননা, মৃগয়াভক্ত ইংলন্ডের পল্লি অঞ্চলে অমন বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায় যখন-তখন। তা ছাড়া, শটগানের আরও একটা সুবিধে ছিল— লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।'

'বাঃ, বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল তো!' বললে হোমস।

'যাই হোক, মি. ডগলাস বেরিয়ে এলেন না। তখন তার কী করা উচিত? গোধূলির আলো-আঁধারিতে গা ঢেকে এগোল বাড়ির দিকে— সাইকেল পড়ে রইল ঝোপে। দেখল, ব্রিজ নামানো রয়েছে— ধারেকাছেও কেউ নেই। সুযোগটাকে কাজে লাগাল সে, ঠিক করে নিলে যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যা হয় একটা অছিলা দেখিয়ে দেবে। কিন্তু কারো সঙ্গে দেখা হল না। প্রথমেই যে-ঘরটা চোখে পড়ল ঢুকল সেই ঘরে, লুকিয়ে রইল পর্দার আড়ালে। সেখান থেকেই দেখল উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে ড্রব্রিজ— বুঝল পালাতে হলে ওই পরিখা টপকে যাওয়া ছাড়া আর পথ নেই। ওত পেতে রইল সওয়া এগারোটা পর্যন্ত— রোজকার অভ্যেস মতো নৈশ টহলে বেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন মি. ডগলাস। গুলি করে সে পালিয়ে গেল পূর্ব ব্যবস্থা মতো। সে জানত সাইকেল নিয়ে পরে হইচই হবে, হোটেলের লোক সাইকেল চিনে ফেলবে এবং তার বিরুদ্ধে সূত্র হিসেবে সাইকেল কাজে লাগানো হবে। তাই সে সাইকেল ফেলেই অন্য কোনোভাবে চলে গেল লন্ডনে অথবা আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখা কোনো লুকোনোর জায়গায়। কীরকম লাগল, মি. হোমস?'

'চমৎকার বললেন, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। এ হল গিয়ে আপনার গল্পের উপসংহার। আমার উপসংহার অন্যরকম— খুনটা যে-সময়ে হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, ঘটেছে তার আধ ঘণ্টা আগে। মি. বার্কার আর মিসেস ডগলাস দু-জনেই ষড়যন্ত্র করে কিছু গোপন করছেন, খুনিকে তাঁরা পালাতে সাহায্য করেছেন— নিদেনপক্ষে সে পালানোর আগেই ঘরে দু-জনে হাজির হয়েছিলেন, — জানলা গলে পালানোর মিথ্যে কাহিনিটা দু-জনেই সাজিয়েছেন, আসলে খুব সম্ভব নিজেরাই ব্রিজ নামিয়ে হত্যাকারীকে পালাতে দিয়েছেন। এই হল গিয়ে আমার তদন্ত-ফলাফলের প্রথম অর্ধেক।'

মাথা নাড়লেন দুই ডিটেকটিভ।

বললে লন্ডন ইনস্পেকটর, 'তাই যদি, সত্য হয় মি. হোমস, তাহলে আমরা এক হেঁয়ালি থেকে আরেক হেঁয়ালিতে গিয়ে পড়ছি।'

ফোড়ন দিলেন হোয়াইট ম্যাসোন, 'এবং সে-হেঁয়ালিটা আরও বিটকেল। ভদ্রমহিলা জীবনে

আমেরিকা যাননি। আমেরিকান গুপ্তঘাতককে আড়াল করার মতো এমন কী সম্পর্ক তার সঙ্গে থাকতে পারে ভদ্রমহিলার বলতে পারেন?'

হোমস বললে, 'অসুবিধে যে আছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। আজ রাতে নিজে থেকেই ছোট্ট একটু তদন্ত করে দেখতে চাই— মোদ্দা কারণটা তাতে হয়তো অনেক স্পষ্ট হবে।'

'আমরা কী সাহায্য করতে পারি, মি. হোমস?'

'না, না! অন্ধকার আর ডক্টর ওয়াটসনের ছাতা তো রইল। আমার চাহিদা খুব মামুলি। আর রইল অ্যামিস— বিশ্বস্ত অ্যামিস— আমার জন্যে একটা বিষয় সে পরিষ্কার করে দেবে। আমার সব চিন্তাই কিন্তু ছুটছে একটা মূল ধাঁধার সূত্র ধরে— একটিমাত্র ডাম্বেলের মতো অস্বাভাবিক যন্ত্র নিয়ে কেন দেহগঠন করতে চায় একজন ব্যায়ামবীর?'

একক অভিযান থেকে বেশ রাত করেই সরাইখানায় ফিরল হোমস। দু-বিছানাওলা একটা শোবার ঘরে ছিলাম আমরা দুই বন্ধু— পাড়াগাঁয়ের খুদে সরাইখানায় এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা আর করা যায়নি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ও ঘরে ঢুকতেই আধো-জাগরণ ঘটল।

বিড়বিড় করে বললাম, 'কী হে হোমস? পেলে কিছু?'

নীরবে আমার পাশে দাঁড়াল সে; হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। তারপর দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তি ঝুঁকে পড়ল আমার ওপর।

বলল ফিসফিস স্বরে, 'মগজ যার তলতলে হয়ে গেছে, মন যার শক্তি হারিয়েছে— এমনি এক উন্মাদের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে ভয় করবে না তো?'

'একদম না', বললাম সবিস্ময়ে।

'কপাল ভালো।' এর বেশি সে-রাতে আর একটা শব্দও উচ্চারণ করল না বন্ধুবর।

৭। সমাধান

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্টের ক্ষুদ্র বৈঠকখানায় গভীর পরামর্শ করতে দেখলাম ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড আর মি. হোয়াইট ম্যাসোনকে। সামনের টেবিলের ওপর ছড়ানো স্তূপীকৃত টেলিগ্রাম আর চিঠি সতর্কভাবে বাছাই করে সাজিয়ে রাখছিলেন দু-জনে। একপাশে রয়েছে বাছাই করা চিঠির তিনটে থাক।

প্রফুল্লকণ্ঠে শুধোয় হোমস, 'ধোঁকাবাজ সাইক্লিস্ট বেচারার পেছনে ছুটছেন দেখছি? কদ্দুর খবর পাওয়া গেল বদমাশটার?'

ক্ষোভের সঙ্গে চিঠিপত্রের তাগাড়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল ম্যাকডোনাল্ড।

'এই মুহূর্তে তার খবর এসেছে লিস্টার, নটিংহ্যাম[১], সাদামটন[২], ডার্বি[৩], ইস্টহ্যাম[৪], রিচমন্ড[৫] এবং আরও চোদ্দোটা জায়গা থেকে। এর মধ্যে তিন জায়গায়— ইস্টহ্যাম, লিসেস্টার আর লিভারপুলে[৬] খবর এত পাকা যে তাকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয়েছে। গোটা দেশটা দেখছি হলদে কোট পরা পলাতকে ছেয়ে গেছে।'

'কী সর্বনাশ।' সহানুভূতির সুরে বলে হোমস। 'মি. ম্যাক, মি. হোয়াইট ম্যাসোন, আপনাদের দু-জনকেই এবার অন্তর থেকে একটা উপদেশ দিতে চাই। মনে আছে নিশ্চয়, আপনাদের

সঙ্গে এ-কেসে মাথা গলানোর সময়ে একটা শর্ত আরোপ করা ছিল— অর্ধেক-প্রমাণিত অনুমিতি আপনাদের উপহার দেব না এবং যতক্ষণ না বুঝছি অনুমিতি সত্যি হয়েছে এবং নিজে সন্তুষ্ট হচ্ছি ততক্ষণ আমার ধ্যানধারণা আমার মধ্যেই গোপন রাখব। এই কারণেই এই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে যা রয়েছে তা আপনাদের বলতে পারছি না। আরও একটা কথা বলেছিলাম— তদন্ত আপনারাই করবেন— আমি থাকব আড়ালে; সেই কারণেই নিষ্ফল কাজে আপনাদের উৎসাহ উদ্দীপনার অপচয় ঘটুক— এ আমি হতে দিতে পারি না। এইসব ভেবেই আজ সকালে এসেছি আপনাদের একটা উপদেশ দিতে এবং আমার এ-উপদেশের সারাংশ নিবেদন করছি মাত্র তিনটে শব্দের মধ্যে— এ-কেস ছাড়ুন।'

অবাক হয়ে সুবিখ্যাত সতীর্থটির পানে চেয়ে রইলেন ম্যাকডোনাল্ড এবং হোয়াইট ম্যাসোন।

চিৎকার করে বললে ইনস্পেকটর, 'আপনি কি তাহলে মনে করেন কোনো আশা নেই এ-কেসে?'

'আমি মনে করি কোনো আশা নেই 'আপনাদের' কেসে। নিখাদ সত্যে উপনীত হওয়ার মধ্যে আশা নেই— আমি তা মনে করি না।'

'কিন্তু এই যে সাইক্লিস্ট— এ তো আর কপোল-কল্পনা নয়। তার চেহারার বর্ণনা পেয়েছি, চামড়ার ব্যাগ পেয়েছি, সাইকেল পেয়েছি। কোথাও-না-কোথাও সে আছে। তাকে গ্রেপ্তার করব না কেন?'

'ঠিক, ঠিক, নিশ্চয় সে কোথাও আছে, এবং নিশ্চয় তাকে আমরা গ্রেপ্তার করব। কিন্তু আমি বলব আপনাদের শক্তিটা ইস্টহ্যাম বা লিভারপুলে নষ্ট করবেন না। আরও সোজা রাস্তা আছে।'

'কী যেন আপনি চেপে যাচ্ছেন, মি. হোমস। এ কিন্তু আপনার অন্যায়।' বিরক্ত হয়েছে ইনস্পেকটর।

'আপনি আমার কাজের পদ্ধতি জানেন, মি. ম্যাক। তবে যা বলতে চাই না— তা যদ্দূর সম্ভব অল্প সময়ের জন্যেই চেপে রাখব। আমি শুধু এককভাবে আমার খুঁটিনাটিগুলো বাজিয়ে দেখতে চাই— তা হয়ে যাবে শিগ্‌গিরই— তারপর ফলাফল পুরোপুরি আপনাদের হাতে সঁপে দিয়ে নমস্কার ঠুকে ফিরে যাব লন্ডনে। এ ছাড়া আর করণীয় নেই— কেননা এর চাইতে অত্যাশ্চর্য আর কৌতূহলোদ্দীপক প্রহেলিকা আমি দেখিনি।'

'মি. হোমস, সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না। কাল রাতে টানব্রিজ ওয়েলস থেকে ফিরে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, আমাদের ফলাফলের সঙ্গে আপনি মোটামুটি একমত ছিলেন। তারপর এমন কী ঘটল যে কেসটা সম্বন্ধে একেবারে নতুন ধারণা খাড়া করে ফেললেন?'

'জিজ্ঞাসা যখন করলেন তখন বলি। কাল রাতে কয়েক ঘণ্টা ম্যানর হাউসে কাটিয়েছি। যাবার আগে বলেছিলাম আপনাদের।'

'তাতে কী হল?'

'আ! আপাতত এ-প্রশ্নের জবাবে একটা অত্যন্ত মোটামুটি জবাব দেব। ভালো কথা, মান্ধাতা আমলের এই বাড়িটার একটা ছোট্ট কিন্তু স্পষ্ট আর কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পড়েছিলাম— কিনেছি মাত্র এক পেনি দিয়ে স্থানীয় তামাকওলার কাছে।' বলতে বলতে

ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকা বার করল হোমস— কাঠের ওপর স্থূলভাবে খোদাই করা সুপ্রাচীন ম্যানর হাউসের ছবিতে সুশোভিত প্রচ্ছদ। 'ভায়া মি. ম্যাক, অকুস্থলের ঐতিহাসিক পরিবেশের প্রতি সজাগ সহানুভূতি থাকলে তদন্তে আগ্রহ দারুণভাবে বেড়ে যায়। মুখখানা অতটা অসহিষ্ণু করবেন না, কেননা এইরকম একটা নীরস বর্ণনা পড়লেও অতীতের মোটামুটি একটা ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। যদি অনুমতি করেন তো একটু পড়ে নমুনা শোনাই। 'প্রথম জেমসের রাজত্বকালে নির্মিত এবং আরও পুরানো একটি বাড়ির জমির ওপর দণ্ডায়মান বির্লস্টোনের ম্যানর হাউস পরিখাবেষ্টিত জ্যাকোবিয়ান আবাসগৃহের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে—'

'মি. হোমস কি আমাদের বাঁদর নাচাচ্ছেন!'

'ছিঃ ছিঃ, মি. ম্যাক! এই প্রথম আপনাকে মেজাজ খারাপ করতে দেখলাম। ঠিক আছে, যেরকম তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠছেন দেখছি এই একটি ব্যাপারে, অক্ষরে অক্ষরে আর পড়ে শোনাব না। কিন্তু যদি বলি, ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে একজন পার্লামেন্টারি কর্নেল এ-বাড়ি দখল করেছিলেন এবং গৃহযুদ্ধের সময়ে[৭] বেশ কয়েক দিন চার্লস এখানে লুকিয়েছিলেন, শেষকালে দ্বিতীয় জর্জ[৮] এ-বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়ে গিয়েছিলেন— তাহলে কিন্তু আপনাকে মানতেই হবে যে কৌতূহল জাগানোর মতো অনেক কিছুই জড়িয়ে আছে সুপ্রাচীন এই সৌধের ইট আর পাথরে।'

'তাতে কোনো সন্দেহই আমার নেই, মি. হোমস, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কোনো দরকারও নেই।'

'নেই কি? একেবারেই নেই? ভায়া মি. ম্যাক, আমাদের এ-পেশায় একটা জিনিস একান্তই দরকার— দৃষ্টিশক্তির প্রসারতা। বিবিধ ধারণা নিয়ে খেলা এবং জ্ঞানের পরোক্ষ প্রয়োগ অসাধারণ আগ্রহ জাগায়। এসব মন্তব্যের জন্যে ক্ষমা করবেন। কিন্তু মন্তব্য যিনি করছেন তিনি অপরাধ বস্তুটার নিছক সমঝদার হলেও আপনার চাইতে বয়স্ক এবং হয়তো বেশি অভিজ্ঞও।'

আন্তরিকভাবে জবাব দিলে ডিটেকটিভ, 'সেটা সবার আগে আমি স্বীকার করব। আপনি ঠিক লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছোন মানছি, কিন্তু এমন সাতঘাট ঘুরে আসেন যে মাথায় চক্কর লেগে যায়।'

'বেশ, বেশ, অতীত ইতিহাসকে বিসর্জন দিয়ে তাহলে বর্তমানের ঘটনা নিয়ে পড়া যাক। আগেই বলেছি, গত রাতে ম্যানর হাউসে গিয়েছিলাম। মি. বার্কার অথবা মিসেস ডগলাসের সঙ্গে দেখাই করিনি। ওঁদের বিরক্ত করার কোনো দরকার আছে বলে মনে করিনি। তবে একটা খবর শুনে খুব খুশি হয়েছি— লোকদেখানো কান্নাকাটি হা-হুতাশের ধার দিয়েও যাচ্ছেন না ভদ্রমহিলা এবং তারিয়ে তারিয়ে মনের আনন্দে খেয়েছেন রাতের খানা। আমার বিশেষ সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল সচ্চরিত্র অ্যামিসের সঙ্গে। মিষ্টি মিষ্টি দুটো কথা বলতেই কাউকে না-জানিয়ে সে আমায় কিছুক্ষণের জন্যে বসতে দিয়েছিল পড়ার ঘরে।'

'সে কী! ওই মড়াটার সঙ্গে?' আঁতকে উঠলাম আমি।

'না, না, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। মি. ম্যাক, আপনি অনুমতি দিয়েছেন সে-খবর আমি পেয়েছি। ঘর এখন স্বাভাবিক। পনেরো মিনিট সেখানে বসে শিখলাম অনেক জিনিস।'

'কী করছিলেন বসে বসে?'

'ব্যাপারটা এত ছোটো যে তা নিয়ে রহস্য করতে চাই না। নিখোঁজ ডাম্বেলটা খুঁজছিলাম। কেসটা সম্বন্ধে আমার আন্দাজি হিসেবে গোড়া থেকেই একটা বিরাট জায়গা জুড়ে রয়েছে এই ডাম্বেল। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলাম তাকে।'

'কোত্থেকে?'

'আ! তাহলেই তো অজানার অভিযানের শেষে পৌঁছে যাবেন। আমাকে আরও একটু যেতে দিন, সামান্য একটু, প্রতিজ্ঞা করছি তারপর যা জানি তার সমস্ত আপনারাও জানবেন।'

ইনস্পেকটর বললে, 'কী আর করি বলুন, আপনার শর্ত অনুসারেই চলতে হবে আমাদের। কিন্তু কেস ছাড়বার কথা যদি বলেন— কেসটা ছাড়তেই-বা যাব কেন?'

'খুব সামান্য একটা কারণে। কারণটা এই: কী তদন্ত করছেন, এই প্রথম ধারণাটাই এখনও আপনাদের মাথায় ঢোকেনি বলে।'

'বির্লস্টোন ম্যানরের মি. জন ডগলাসের মৃত্যুরহস্য তদন্ত করছি।'

'তা ঠিক, তা ঠিক। কিন্তু কষ্ট করে সাইকেল আরোহী সেই রহস্যজনক ব্যক্তিটিকে খুঁজতে যাবেন না। আমি বলছি তাতে আপনাদের আখেরে লাভ হবে না।'

'তাহলে কী করতে বলেন আমাদের?'

'যা বলব ঠিক তাই যদি করেন, তাহলেই বলব কী করতে হবে।'

'আপনার কাজের পদ্ধতি-টদ্ধতিগুলো সৃষ্টিছাড়া হলেও পেছনে যে একটা কারণ থাকে তা আমাকে মানতেই হবে। বেশ, যা বলবেন তাই করব।'

'মি. হোয়াইট ম্যাসোন, আপনি?'

অসহায়ভাবে প্রত্যেকের মুখ অবলোকন করলেন গ্রাম্য গোয়েন্দা। মি. হোমস আর তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে সে পরিচিত নয়।

বললেন শেষকালে, 'বেশ, ইনস্পেকটরের কাছে যা মঙ্গল, আমার কাছেও তা মঙ্গল!'

'চমৎকার!' বললে হোমস। 'তাহলে আপনাদের দু-জনকেই মনমাতানো চমৎকার পল্লিভ্রমণে বেরোতে বলছি। শুনেছি বির্লস্টোন পর্বতমালা থেকে ওয়েল্ডের দৃশ্য নাকি সত্যিই আশ্চর্য সুন্দর। রাস্তায় দুপুরের খাওয়া নিশ্চয় চটি-টটিতে পাওয়া যাবে— গাঁয়ের পথঘাট অজানা বলেই কোন চটিটা উত্তম হবে, সে-সুপারিশ করতে পারছি না। সন্ধের দিকে ক্লান্ত হলেও তরতাজা মনে—'

রাগতভাবে চেয়ার চেড়ে উঠতে উঠতে চিৎকার করে বললে ম্যাকডোনাল্ড, 'ইয়ার্কির মাত্রা কিন্তু ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

খুশি উজ্জ্বল ভঙ্গিমায় কাঁধ চাপড়ে দিয়ে হোমস বললে, 'বেশ, বেশ, যেভাবে খুশি দিন কাটান। যেখানে খুশি যান, যা খুশি করুন, কিন্তু সন্ধে হওয়ার আগেই আমার সঙ্গে এইখানে দেখা করুন— অবশ্যই দেখা করবেন, মি. ম্যাক, অন্যথা যেন না হয়।'

'এবার তো বেশ স্থিরমস্তিষ্কের মতো কথা বেরোচ্ছে।'

'প্রত্যেকটা উপদেশই জানবেন খাসা উপদেশ, কিন্তু জোরজবরদস্তি করতে চাই না, যখন দরকার আপনাদের তখন কাছে পেলেই হল। যাওয়ার আগে একটা কাজ করে যান। মি. বার্কারকে একটা চিঠি লিখে যান।'

'আচ্ছা।'

'আমি বলছি আপনি লিখে নিন। তৈরি?'

'প্রিয় মহাশয়,

যদি কিছু পাওয়া যায়, এই আশায় আমাদের মনে হচ্ছে পরিখার জল বার করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য—'

'অসম্ভব', বললে ইনস্পেকটর। 'আমি খোঁজ নিয়েছি।'

'ছিঃ, ছিঃ, ভায়া, ছিঃ! যা বলি, তাই করুন।'

'বেশ, বলুন।'

'— আমাদের কর্তব্য, কেননা এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে যাতে আমাদের তদন্তের সুবিধে হবে। ব্যবস্থা আমি করেছি। লোকজন কাল ভোর থেকেই কাজে লাগবে, জলের ধারাটা অন্য মুখে বইয়ে—'

'অসম্ভব।'

'—অন্য মুখে বইয়ে দেওয়া হবে। আগেভাগেই তাই সব খুলে লিখলাম আপনাকে।'

'নিন, এবার সই করুন। চারটে নাগাদ কারো হাতে চিঠিটা পাঠাবেন। চারটের সময়ে এই ঘরেই কিন্তু জমায়েত হব সবাই। ততক্ষণ পর্যন্ত যার যা খুশি করতে পারেন। কেননা আমি জানি এ-তদন্ত একেবারেই থমকে গিয়েছে— আর নড়বে না।'

সন্ধ্যার আঁধার যখন ঘনায়মান, সবাই জড়ো হলাম ঘরে। হোমসের ভাবভঙ্গি অত্যন্ত সিরিয়াস, আমি কৌতূহলী, ডিটেকটিভ দু-জন স্পষ্টত বিরক্ত এবং সমালোচনা মুখর।

গম্ভীরভাবে বললে বন্ধুবর, 'ভদ্রমহোদয়গণ, যতরকমভাবে পারেন এখন আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন। নিজেরাই বিচার করে দেখুন যা দেখে আমি সিদ্ধান্তে এসেছি, তা যুক্তিযুক্ত কিনা। খুব ঠান্ডা পড়েছে দেখছি, অভিযানটাও কতক্ষণ চলবে জানা নেই। তাই বলব গরম কোট গায়ে দিয়ে নিন। অন্ধকার হওয়ার আগেই যার যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ানোটাই এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই আপনাদের অনুমতি নিয়ে এখুনি রওনা হয়ে পড়তে চাই।'

ম্যানর হাউসের পার্কের বাইরের দিকের সীমানা বরাবর হেঁটে যেখানে পৌঁছোলাম সেখানে বেড়ার রেলিংয়ে একটা ফাঁক রয়েছে। ফাঁক দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকলাম সবাই। চললাম হোমসের পেছন পেছন। সন্ধের অন্ধকার তখন আরও চেপে বসেছে। পৌঁছোলাম সদর দরজা আর ড্রব্রিজের উলটো দিকে একটা ঝোপের সামনে। ড্রব্রিজ তখনও ওঠানো হয়নি। লরেন্স পর্দার আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে পড়ল হোমস, আমরা তিনজন অনুকরণ করলাম তার দৃষ্টান্ত।

একটু রূঢ়ভাবে বললে ম্যাকডোনাল্ড, 'এবার কী করতে হবে?'

'ধৈর্য ধরতে হবে[৯] এবং যদ্দুর সম্ভব কম আওয়াজ করতে হবে', জবাব দিল হোমস।

'এসেছি কী জন্যে? আর একটু খুলে বললে ভালো করতেন।'

হেসে ফেলল হোমস।

বলল, 'ওয়াটসন বার বার বলেছি বাস্তব জীবনে আমি নাকি নাট্যকার। ভেতর থেকে একটা শিল্পী মাথা চাড়া দেয়— মঞ্চ সাজিয়ে কাজ শেষ করতে বাধ্য করে। আমাদের

এ-পেশাও বৈচিত্রহীন, আদর্শহীন, নীচ হয়ে দাঁড়ায় যদি না ফলাফলকে সাজিয়ে গুছিয়ে বর্ণাঢ্য দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে মর্যাদাসহকারে উপস্থাপিত করি। দোষীকে সোজাসুজি দোষী বলার মধ্যে বৈচিত্র্য কোথায়? ঘাড় ধরে অপরাধীকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে গৌরব আছে কি? কিন্তু তার বদলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সূক্ষ্ম ফাঁদ পাতা, আসন্ন ঘটনার বুদ্ধিদীপ্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী, বলিষ্ঠ অনুমিতির সফল সমর্থন কি আমাদের সারাজীবনের কাজের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়? এই মুহূর্তে ধরুন না কেন পরিস্থিতির ইন্দ্রজাল আপনাকে রোমাঞ্চিত করেছে— শিকার পাওয়ার নেশায় শিকারীর মতন প্রলুব্ধ হয়েছেন। টাইম টেবল-এর মতো সব কিছুই ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায় ঘটলে কি এত রোমাঞ্চ পেতেন? মি. ম্যাক, তাই শুধু একটু ধৈর্য ধরতে বলছি, তারপর সবই স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

কৌতুকাভিনেতার মতন হাল ছেড়ে দিয়ে বললে লন্ডন ডিটেকটিভ, 'বেশ, বেশ, তবে ঠান্ডায় জমে যাওয়ার আগেই যেন গৌরব, যৌক্তিকতা আর বাদবাকিগুলো পাওয়া যায়।

এ-আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রত্যেকেরই— কেননা অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে ওত পেতে বসে থাকতে হল অনেকক্ষণ। একটু একটু করে বৃদ্ধ— ভবনের দীর্ঘ, বিষণ্ণ—বদনের ওপর নেমে এল অন্ধকারের ছায়া। পরিখা থেকে একটা কনকনে ঠান্ডা স্যাঁৎসেতে বাষ্প উঠে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে ছাড়ল এবং ঠোকাঠুকি লাগল দাঁতে। প্রবেশপথের ওপরে জ্বলছে একটিমাত্র ল্যাম্প এবং মৃত্যু-বিষণ্ণ পড়ার ঘরে জ্বলছে একটা নিষ্কম্প বর্তুলাকার আলো। এ ছাড়া সবই তমিস্রাময় এবং নিস্পন্দ।

আচমকা প্রশ্ন করলেন ইনস্পেকটর, 'এভাবে আর কতক্ষণ চলবে? প্রতীক্ষাটাই-বা কীসের?

ঈষৎ রুক্ষ স্বরে হোমস বললে, 'কতক্ষণ চলবে আপনার মতো আমারও জানা নেই। রেলগাড়ির মতো ক্রিমিন্যালরা ঘড়ি ধরে চললে আমাদের সুবিধে হত ঠিকই। প্রতীক্ষাটি কীসের যদি জানতে চান— বাঃ, এই তো— এইজন্যেই তো এতক্ষণ বসে থাকা।'

কথার মাঝখানেই পড়ার ঘরের উজ্জ্বল হলুদ আলো আবছা হয়ে এল— কে যেন সামনে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা যে লরেল ঝোপে লুকিয়ে সেটা জানালার ঠিক উলটোদিকে— এক-শো গজের মধ্যে। একটু পরেই পাল্লা খুলে গেল সশব্দে— কবজার ক্যাঁচক্যাঁচানি শোনা গেল স্পষ্ট এবং অন্ধকারের দিকে মুখ বাড়িয়ে থাকতে দেখা গেল একজন পুরুষকে— মুণ্ডু আর কাঁধের রেখাটুকুই কেবল চোখে পড়ল দূর থেকে। মিনিট কয়েক গেল এইভাবে। উঁকি মেরে অন্ধকারের বুকে কী আছে যেন কেউ তাকে দেখতে না-পায়— এমনি সতর্ক, চোরাচাহনি। তারপর সে ঝুঁকে পড়ল সামনে, অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে শুনতে পেলাম বিক্ষুব্ধ জলরাশির ছলছলাৎ শব্দ। মনে হল পরিখার জলে কী ধরে আছে! তারপরেই অনেকটা জেলের হাতের টানে জালের মাছ ডাঙায় উঠে আসার মতো এক হ্যাঁচকায় একটা মস্ত, গোলমতো বস্তু তুলে আনল ওপরে— গরাদহীন খোলা জানালা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ঢাকা পড়ল আলো।

'সময় হয়েছে! সময় হয়েছে!' চাপা চিৎকার করে ওঠে হোমস।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম প্রত্যেকেই। হাত-পায়ে খিঁচ ধরেছে বলে আমরা যখন টলছি, হোমস তখন জ্যামুক্ত তিরের মতো সাঁ করে ধেয়ে গেল সামনে— সময়-বিশেষে

ওর এই অকস্মাৎ স্নায়বিক শক্তির বিস্ফোরণ একটা বিস্ময়কর ব্যাপার, তখন কিন্তু ওর চাইতে সক্রিয় বা শক্তিমান পুরুষ দুনিয়ার আর কেউ থাকে না— বিপুল এই শক্তিই ওকে উল্কার মতো ছিটকে নিয়ে গেল ঝোপের মধ্যে থেকে এবং ঝড়ের মতো ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে ভীষণ জোরে বাজিয়ে দিল ঘণ্টা। দুমদাম খটাংখট শব্দে ছিটকিনি আর খিল খোলার আওয়াজ হল ভেতরে এবং দোরগোড়ায় আবির্ভূত হল অ্যামিসের ভ্যাবাচাকা মূর্তি। তাকে ঠেলে পাশে সরিয়ে দিয়ে নক্ষত্রবেগে আমাদের সবাইকে পেছনে নিয়ে হোমস ঢুকে পড়ল সেই ঘরে যে-ঘরে একটু আগেই ছায়ামূর্তিকে ঢুকতে দেখেছি।

বাইরে থেকে টেবিলের ওপর লম্ফ দেখেছিলাম, তা এখনও জ্বলছে এবং আলো বিকিরণ করছে। কিন্তু এখন আর টেবিলে নেই, রয়েছে সিসিল বার্কারের হাতে— হুড়মুড় করে আমরা ঘরে ঢুকতেই বাড়িয়ে ধরেছেন আমাদের দিকে। আলো ঠিকরে যাচ্ছে তাঁর দৃঢ়, কঠোর, পরিষ্কার কামানো মুখ আর আতঙ্ক-ধরানো চোখ থেকে।

'ওকী! এসব কী? কী জন্যে এসেছেন আপনারা?'

দ্রুত-মসৃণ চোখে চারদিক দেখে নিয়ে লেখবার টেবিলের তলায় ঠেলে দেওয়া একটা বস্তুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হোমস। জিনিসটা একটা জল-সপসপে বান্ডিল, দড়ি দিয়ে বাঁধা।

'এইজন্যে এসেছি, মি. বার্কার। ডাম্বেল দিয়ে ভারী করা এই যে বান্ডিলটা এইমাত্র আপনি পরিখার তলা থেকে টেনে তুললেন— এর জন্যেই এসেছি।'

দুই চোখে বিপুল বিস্ময় নিয়ে হোমসের পানে তাকিয়ে রইলেন বার্কার।

'আপনি জানলেন কী করে?'

'আপনি রেখেছিলেন! আপনি!'

'পালটাপালটি করে রেখেছিলাম, বলাটাই বোধ হয় ঠিক হবে। ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড আপনার মনে থাকতে পারে, একটা ডাম্বেলের অন্তর্ধানের একটু খটকা লেগেছিল আমার। বিষয়টার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলাম! কিন্তু আপনি নানান ঘটনার চাপে এই ঘটনাটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাননি— এর ভেতর থেকে সিদ্ধান্তকে টেনে বার করতে পারেননি। জল যখন হাতের কাছে এবং একটা ভারী বস্তু যখন নিখোঁজ, তখন নিশ্চয় কিছু জলে ডোবানো হয়েছে— এমন ধারণা করতে কল্পনাকে বেশি কষ্ট করতে হয় না। ধারণাটা বাজিয়ে দেখতে ক্ষতি নেই ভেবে গতরাতে অ্যামিসের কৃপায় এ-ঘরে ঢুকে ডা. ওয়াটসনের ছাতার বেঁকা হাতলের দৌলতে বান্ডিলটাকে, জল থেকে ছিপ দিয়ে টেনে তোলার মতো তুলেছিলাম এবং পর্যবেক্ষণ করে ছিলাম। বস্তুটা ওখানে রাখল কে, সেইটা জানাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার! খুব সহজেই সে-কাজ সারলাম। চিঠি লিখে জানালাম আগামীকাল পরিখার জল বার করে দেওয়া হবে। চিঠি পড়েই টনক পড়বে বান্ডিল যে লুকিয়েছে, তার। রাতের অন্ধকারেই বান্ডিল সরানোর জন্যে সে আসবে। চারজন সাক্ষী দেখেছেন কে সরিয়েছে বান্ডিলটা। মি. বার্কার, এবার কিন্তু আপনি দ'য়ে পড়েছেন।'

টেবিলের ওপর লম্ফের পাশে ভিজে বান্ডিলটা উঠিয়ে রাখল হোমস এবং খুলে ফেলল বাঁধনের দড়ি। ভেতর থেকে একটা ডাম্বেল বার করে ছুড়ে দিল ঘরের কোণে দাঁড় করানো জুড়িদার ডাম্বেলের দিকে। তারপর বার করল একজোড়া বুটজুতো। পায়ের আঙুল যেদিকে

থাকে, সেইদিক দেখিয়ে বললে, 'দেখতেই পাচ্ছেন, আমেরিকান জুতো।' তারপর বার করল খাপে ভরা একটা লম্বা, মারাত্মক ছুরি। তারপর বার করল এক বান্ডিল জামাকাপড়— তার মধ্যে রয়েছে পুরো একপ্রস্থ অন্তর্বাস, মোজা ধূসর রঙের একটা টুইড স্যুট এবং একটা খাটো হলদে ওভারকোট।

হোমস বললে, 'জামাকাপড়গুলো মামুলি— ওভারকোটটা ছাড়া অনেক কিছুর ইঙ্গিত বহন করছে এই কোট।'

আলগোছে আলোর সামনে মেলে ধরে ওভারকোটের সর্বত্র দীর্ঘ, শীর্ণ আঙুল বুলোতে বুলোতে বললে, 'এই দেখুন ভেতরের পকেট— লাইনিং পর্যন্ত লম্বা করাত দিয়ে কাটা মারাত্মক হাতিয়ার রাখার মতো যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। দর্জির লেবেল রয়েছে ঘাড়ের কাছে— নিলি, ওস্তাগর, ভারমিসা[১০], যুক্তরাষ্ট্র। অধ্যক্ষর গ্রন্থাগারে পুরো একটা বিকেল কাটিয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করেছি। যুক্তরাষ্ট্রের যে-অঞ্চলে কয়লা আর লৌহ উপত্যকার জন্যে সবচেয়ে বিখ্যাত, তার মাথার দিকে একটা ছোটো সমৃদ্ধ শহরের নাম ভারমিসা।

'মি. বার্কার, মি. ডগলাসের প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে কয়লা অঞ্চলের সম্পর্ক আছে, এ-রকম একটা কথা আপনি বলেছিলেন মনে আছে আমার। মৃতদেহের পাশে রাখা কার্ডের V.V. লেখার মানে যে 'ভারমিসা ভ্যালি'— এ-সিদ্ধান্ত নেওয়া নিশ্চয় এখন খুব অন্যায় হবে না। এ হল সেই ভ্যালি যেখান থেকে খুনের সংকল্প নিয়ে আসে গুপ্তঘাতকরা— অথবা ভ্যালি অফ ফিয়ার— নামটা আগেই শুনেছি। এই পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট। মি. বার্কার, এবার আপনার কী বলার আছে বলুন।'

গ্রেট ডিটেকটিভ এইভাবে যখন ফাঁস করছে রহস্য, মি. বার্কারের ভাবব্যঞ্জক মুখখানা তখন সত্যিই দেখবার মতো। ক্রোধ, বিস্ময়, হতবুদ্ধি এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা একে একে ধেয়ে গেল মুখের ওপর দিয়ে। শেষ পর্যন্ত শরণ নিলেন উৎকট শ্লেষের।

বললেন নাক সিঁটিয়ে, 'এতই যখন জেনেছেন, তখন বাকিটুকুও না হয় আপনিই বলুন, মি. হোমস।'

'মি. বার্কার, তার চাইতেও ঢের বেশি বলতে আমি পারি। কিন্তু আমি চাইছি আপনি বলুন— তাতে আপনার মান বাড়বে।'

'তাই নাকি? তাই নাকি? তাহলে শুধু একটা কথাই বলব— সত্যিই যদি গুপ্তকথা কিছু থাকে এর মধ্যে তাহলে তা আমার নয়— কাজেই আমি তো ফাঁস করব না।'

শান্তভাবে ইনস্পেকটর বললে, 'আপনি যদি এইভাবে বেঁকে বসেন, তাহলে জানবেন ওয়ারেন্ট না-বেরোনো পর্যন্ত আপনাকে নজরবন্দি রাখব, তারপর হাজতে পুরব।'

বেপরোয়াভাবে বার্কার বললেন, 'যা খুশি করতে পারেন।'

ভদ্রলোকের গ্রানাইট-কঠিন মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল বিশ্বের কোনো শক্তি তাঁকে টলাতে পারবে না— ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুখ দিয়ে একটি কথাও বার করতে পারবে না এবং বার্কার সম্পর্কিত আলোচনার ইতিও এইখানে— আর এক কদমও এগোবে না। অচলাবস্থার অবসান ঘটল একটি মহিলা কণ্ঠে। আধখোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস ডগলাস— এখন ঢুকলেন ভেতরে।

বললেন, 'সিসিল, অনেক করেছ আমাদের জন্যে। ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, আমরা জানব তোমার ঋণ শোধ করার নয়।'

'শুধু অনেক নয়, তার চেয়েও বেশি', গম্ভীর মুখে মন্তব্য করে শার্লক হোমস। 'ম্যাডাম, আপনার ওপর আমার পূর্ণ সমবেদনা আছে জানবেন। আমার কথা শুনুন। পুলিশকে বিশ্বাস করুন। সব খুলে বলুন। আইনে আস্থা রাখুন। দোষ হয়তো আমারও আছে। বন্ধুবর ডা. ওয়াটসনের মাধ্যমে আপনি যে-ইঙ্গিত পাঠিয়েছিলেন, আমি তা কানে তুলিনি। কিন্তু তখন আমার বিশ্বাস ছিল আপনারা খুনের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এখন জানি তা নয়। শুধু তাই নয়, অনেক কিছুরই এখনও ফয়সালা হয়নি— ব্যাখ্যা শোনা হয়নি— তাই বলব আপনি বরং মি. ডগলাসকেই বলুন যেন নিজের মুখে তাঁর কাহিনি বলেন।'

হোমসের কথায় সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ডগলাস। আমি আর ডিটেকটিভ দু-জনও নিশ্চয় একইভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, কেননা আচমকা যেন দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা লোক এবং যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের কোণ থেকে পা ফেলে এগিয়ে এল আমাদের দিকে, ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস ডগলাস— চক্ষের পলকে দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন মূর্তিটিকে। দু-হাত বাড়িয়ে ধরেছিল লোকটা— বার্কার আঁকড়ে ধরলেন সেই হাত।

স্ত্রী বললেন স্বামীকে, 'জ্যাক, সেই বরং ভালো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর চাইতে ভালো আর কিছু হতে পারে না।'

অন্ধকার থেকে আলোয় এলে যেভাবে চোখ ধাঁধিয়ে যায় সেইভাবে চোখ পিটপিট করছিল লোকটা। মুখখানা অসাধারণ— বলিষ্ঠ ধূসর চোখ, ছোটো করে ছাঁটা কাঁচাপাকা শক্ত গোঁফ, ঠেলে-বার-করা চৌকোনা চোয়াল এবং কৌতুকময় মুখাবয়ব। আমাদের সবাইকে ভালো করে দেখে নিয়ে অবাক করলেন আমাকে— সটান আমার দিকে এগিয়ে এসে এক বান্ডিল কাগজ তুলে দিলেন হাতে।

বললেন, 'আপনার কথা আমি শুনেছি', কণ্ঠস্বর পুরোপুরি ইংরেজের মতো নয়, আমেরিকানের মতোও নয়, কিন্তু বেশ মোলায়েম আর প্রীতিপ্রদ।

'এই যে কাগজের তাড়া দিলাম আপনাকে, এর ইতিহাস আপনিই লিখুন। ডক্টর ওয়াটসন, জীবনে আপনার হাতে এমন কাহিনি আর আসেনি— সর্বস্ব বাজি ফেলে বলতে পারি। নিজের মতো করে বলুন, ঘটনা তো হাতেই রইল— জনগণ লুফে নেবে। ইঁদুরের গর্তের মতো ওই গর্তে দিনের আলো যেটুকু ঢোকে, সেই আলোয় দু-দিন বসে বসে লিখেছি এই কাহিনি। ভ্যালি অফ ফিয়ারের এ-কাহিনি এখন আপনার— নিজে পড়ুন, পড়ান আপনার পাঠককে।'

শার্লক হোমস, শান্তভাবে বলেন, 'মি. ডগলাস, ওটা তো আপনার অতীতের কাহিনি। আমরা চাই আপনার বর্তমানের কাহিনি।'

'শুনবেন বই কী, তাও শুনবেন', বললেন ডগলাস। 'কথার সঙ্গে ধূমপান চালাতে পারি? ধন্যবাদ, মি. হোমস, যদ্দুর মনে পড়ছে আপনি নিজেও ধূমপায়ী। আপনিই কেবল বুঝবেন পাছে গন্ধ শুঁকে ধরে ফেলে ওই ভয়ে পকেটে ধূমপানের সরঞ্জাম নিয়ে দুটো দিন ঠায় বসে থাকা কী কষ্টকর।' হোমসের হাত থেকে চুরুট নিয়ে ম্যান্টলপিসে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট চুষতে চুষতে বললেন ডগলাস। 'আপনার কথা আমি শুনেছি মি. হোমস, দেখা যে হবে

কখনো ভাবিনি।' আমার হাতের কাগজের তাড়ার দিকে তাকিয়ে, 'ওগুলো পড়ার আগেই আরও টাটকা খবর দিচ্ছি আপনাকে।'

সুবিপুল বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে নবাগতের পানে তাকিয়েছিল ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড।

শেষকালে আর থাকতে না-পেরে বললেন চিৎকার করে, 'আমার মাথায় কিছুই তো ঢুকছে না! আপনিই যদি বির্লস্টোন ম্যানরের মি. জন ডগলাস হন তো এই দু-দিন কার মৃত্যুরহস্যের তদন্ত আমরা করছিলাম? আপনিই-বা কোত্থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলেন? মনে তো হল পাতাল ফুঁড়ে উঠে এলেন।'

'মি. ম্যাক,' ভর্ৎসনাসূচক তর্জনী হেলনে বললে শার্লক হোমস। 'রাজা চার্লসের লুকিয়ে থাকার কাহিনি যে-বইতে ছিল, আপনি তা পড়তে চাননি। লুকোনোর ভালো জায়গা না-থাকলে সেকালে কেউ লুকোতে যেত না। আর, যে-জায়গা একবার লুকোনোর কাজে লেগেছে, আবার তা সেই কাজেই লাগতে পারে। আমিও নিজেকে সেইভাবে লুকিয়ে ভেবে দেখেছি এই বাড়িতেই নিশ্চয় আছেন মি. ডগলাস।'

ভীষণ রেগে বললে ইনস্পেকটর, 'চালাকিটা কদ্দিন ধরে চালাচ্ছিলেন আমাদের ওপর জানতে পারি কি মি. হোমস? যে-তদন্ত উদ্ভট বলে আপনি নিজে জানতেন, সেই তদন্তে আমাদের শক্তির অপচয় ঘটতে দিচ্ছিলেন কদ্দিন ধরে?'

'এক মুহূর্তের জন্যেও নয়, ভায়া মি. ম্যাক। কেসটা সম্পর্কে আমার মতামত তৈরি করলাম মাত্র কাল রাতে। যেহেতু আজ রাতের আগে তা প্রমাণ করা যাবে না, তাই আপনার সহকর্মীকে বলেছিলাম একদিন উপভোগ করতে। বলুন দিকি ভায়া এর বেশি আর কী করতে পারি আমি? পরিখার জলে জামাকাপড়ের বোঝা দেখেই বুঝেছি, যে-মৃতদেহ আমরা দেখছি, তা মোটেই মি. জন ডগলাসের নয়— টানব্রিজ ওয়েলস থেকে সাইকেল চেপে যে-লোকটা এসেছিল, নিশ্চয় তার মৃতদেহ। এ ছাড়া আর কোনো সিদ্ধান্তই সম্ভব নয়। তখন ঠিক করতে হল কোথায় থাকতে পারেন মি. জন ডগলাস স্বয়ং। সব সম্ভাবনা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে দেখা যাচ্ছে লুকোনো জায়গা যে-বাড়িতে থাকা সম্ভব, নিশ্চয় সেই বাড়িতেই তিনি আছেন— স্ত্রী এবং বন্ধুও যোগসাজশ করে তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন— হইচই থেমে গেলেই একেবারেই পালাবেন বলে।'

সায় দিলেন মি. ডগলাস। বললেন, 'ধরেছেন ঠিক! ব্রিটিশ আইন আমাকে কী চোখে দেখবে, সে-বিষয়ে ধাঁধায় ছিলাম বলেই ঠিক করেছিলাম ফাঁকি দেব ব্রিটিশ কানুনকে। সেই সঙ্গে এ-জীবনে যাতে কুত্তাগুলো আর পেছন না-নেয়, সে-ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। খেয়াল রাখবেন, গোড়া থেকে আমি যা করেছি তার জন্যে তিলমাত্র লজ্জিত আমি নই— একই কাণ্ড ফের যদি করতে হয়, তখনও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে বলে মনে করব না। আমার কাহিনি আগে শুনুন, বিচার পরে করবেন। সাবধান করার দরকার নেই[১১], ইনস্পেকটর। সত্যি বলতে আমি ডরাই না।

'শুরু থেকে শুরু করব না। সে সবই ওর মধ্যে আছে'— আমার হাতের কাগজের বান্ডিল দেখিয়ে দারুণ অদ্ভুত গল্পের উপাদান পাবেন ওর মধ্যে। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই, কিছু লোক আমাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, ঘৃণা করার যথেষ্ট কারণও আছে এবং তারা পণ করেছে

কপর্দকশূন্যও যদি হতে হয়, তাহলেও আমাকে নিকেশ করবেই করবে। যদ্দিন আমি বেঁচে থাকব আর তারাও বেঁচে থাকবে, এই দুনিয়ায় নিরাপত্তা বলে আমার কিছু নেই। শিকাগো থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ওরা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, শেষকালে তাড়া খেয়ে পালিয়েছি আমেরিকা থেকেই, কিন্তু বিয়ে করার পর এই নিরিবিলি শান্তির জায়গায় সংসার পাতবার পর ভেবেছিলাম বাকি জীবনটা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটবে। বউকে কোনোদিনও বলিনি কাদের তাড়া খেয়ে পালিয়েছি আমেরিকা থেকে। এর মধ্যে ওকে টেনে লাভ কী বলুন? শান্তিতে আর একটা মুহূর্তও কাটাতে পারবে না, প্রতি মুহূর্তে মনে করবে ওই বুঝি এল চরম বিপদ। তবে আমার মনে হয়, আমার দু-চারটে মুখ ফসকে-বেরিয়ে-পড়া কথা থেকে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল; গতকাল আপনারা ওর সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আসল ব্যাপার কিছু জানিনি। আপনাদের বলেছে ও সব জানত, বার্কারও বলেছে তাই, যেদিন এ-কাণ্ড ঘটে সেদিন এত কম সময় পেয়েছিলাম যে কিছুই খুলে বলতে পারিনি। এখন ও সবই জেনেছে এবং অনেক ভালো করতাম যদি আগেই সব খুলে বলতাম। কিন্তু বড়ো কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম—' মুহূর্তের জন্যে স্ত্রীর হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন ডগলাস— তাই যা কিছু করেছি তোমার ভালোর জন্যই করেছি।

'জেন্টেলমেন, এই ঘটনার আগের দিন আমি টানব্রিজ ওয়েলস্ গিয়ে রাস্তায় একটা লোককে এক পলকের জন্যে দেখেছিলাম। যাকে বলে ঝাঁকিদর্শন— এক লহমার জন্যে দেখা— কিন্তু আমার চোখ বড়ো শানানো— কিছুই নজর এড়ায় না— তাই দেখেই বুঝেছিলাম সে কে। ওদের মধ্যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি যে খাপ্পা, উত্তর আমেরিকার বল্গা হরিণের[১২] পেছনে ধাবমান উপোসি নেকড়ের মতো যে আমাকে এত বছর হন্যে হয়ে খুঁজছে— এ হল সেই লোক। আমার পরম শত্রু। বিপদ আসন্ন বুঝতে পেরে বাড়ি ফিরে এসে তৈরি হলাম। ঠিক করলাম শেষ পর্যন্ত একাই লড়ব। আমার সৌভাগ্য নিয়ে একদিন সারাযুক্তরাষ্ট্রে লোক কথা বলত, সেই সৌভাগ্য যে আবার আমার সহায় হবে এ-বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ ছিল না আমার মনে।

'পরের দিন সারাদিন হুঁশিয়ার রইলাম, পার্কে একদম বেরোলাম না। ভালোই করেছিলাম। কেননা, পার্কের মধ্যে আমি ওকে পেড়ে ফেলার আগেই ও আমাকে বাকশট গান দিয়ে শেষ করে দিত। সন্ধের সময়ে ড্রব্রিজ তোলা হয়ে গেলেই কিন্তু বরাবরই মন আমার অনেক স্থির হয়ে আসে। সেদিনও ব্রিজ ওঠানোর পর ও-ব্যাপার মন থেকে সরিয়ে দিলাম। ও যে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে এবং আমার জন্যে ওত পেতে থাকবে— বিপদের এই দিকটা একবারও খতিয়ে ভাবিনি। কিন্তু রোজকার অভ্যেসমতো ড্রেসিং গাউন পরে বাড়ি টহল দিতে বেরিয়ে পড়ার ঘরে ঢোকবার সঙ্গেসঙ্গে বিপদের গন্ধ পেলাম। এ-রকম ঘটনা অনেকবার আমার জীবনে ঘটেছে। আমার মনে হয়, বিপদ এলে মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় লাল নিশান উড়িয়ে ঠিক জানিয়ে দেয়— হুঁশিয়ার! সংকেতটা আমি স্পষ্ট টের পেলাম, কিন্তু কেন যে আমার প্রতিটি দেহকোষ বিপদের গন্ধে সজাগ হয়ে উঠল, তা বুঝলাম না। পরের মুহূর্তেই জানলার পর্দার নীচে দেখলাম একটা বুট— স্পষ্ট বুঝলাম কী ব্যাপার।

'আমার হাতে তখন একটামাত্র মোমবাতি, কিন্তু হল ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ল্যাম্পের

বেশ খানিকটা আলো ঘরে আসছিল। মোমবাতি রেখেই লাফ দিয়ে ম্যান্টলপিসের ওপর থেকে হাতুড়ি তুলতে গেলাম। একই সঙ্গে সে-ও লাফ দিল আমার দিকে। ছুরির ঝিলিক দেখেই হাতুড়ি মারলাম। নিশ্চয় গায়ে লেগেছিল, কেননা ছুরিখানা ঝনঝনিয়ে ছিটকে গেল মেঝের ওপর। বান মাছের মতো স্যাঁৎ করে টেবিলের ওদিকে গিয়ে গা বাঁচাল সে এবং তারপরেই কোটের পকেট টেনে বার করল বন্দুক। ট্রিগার ঠেলে তোলার আওয়াজ পেলাম, কিন্তু গুলি করবার আগেই বন্দুক চেপে ধরলাম আমি। ধরেছিলাম নলটা, ধস্তাধস্তি চলল মিনিট খানেকের মতো। যার হাত ফসকাবে, মৃত্যু তার অনিবার্য। ওর হাত মুহূর্তের জন্যেও ফসকায়নি, কিন্তু হাতলটা বোধকরি একটু বেশিক্ষণের জন্যে নীচের দিকে রেখেছিল। ট্রিগার বোধ হয় আমিই টিপেছিলাম। অথবা টানাটানিতে দু-জনেই টিপে ফেলেছিলাম। যেই টিপুক না কেন, দুটো নল থেকেই জোড়াগুলি উড়িয়ে দিল ওর মুণ্ডু— ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম টেড বলডুইনের দেহাবশেষের দিকে। শহরে দেখেই ওকে চিনেছিলাম, পর্দার আড়াল থেকে তেড়ে বেরিয়ে আসার সময়েও চিনেছিলাম, কিন্তু ওই অবস্থায় ওর মা-ও ওকে চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। জীবনে অনেক ভয়ানক কাজ নিয়ে আমি দিন কাটিয়েছি, বীভৎস দৃশ্য আমার গা সওয়া হয়ে গিয়েছে— কিন্তু টেড বলডুইনের ছাতু-হয়ে-যাওয়া মাথা দেখে সেদিন পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

'টেবিলের কিনারায় ভর দিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এল বার্কার। স্ত্রীকেও নামতে শুনলাম, দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকতে বারণ করলাম। এ-দৃশ্য মেয়েরা সইতে পারে না। কথা দিলাম এখুনি আসছি। বার্কারকে দু-একটা কথা বলতেই ও বুঝে নিলে, দু-জনে মিলে দাঁড়িয়ে রইলাম আর কে আসে দেখবার জন্যে। কিন্তু কারো চিহ্ন দেখলাম না, তখন বুঝলাম ওরা কিছুই শুনতে পায়নি। এ-ঘটনা জানি কেবল আমরা।[১৩]

'ঠিক সেই সময়ে আইডিয়াটা এল মাথায়। মগজ যেন ঝলসে উঠল আইডয়াটার অত্যন্ত উজ্জ্বলতায়। লোকটার হাতা সরে যাওয়ায় বাহুর ওপর লজ-এর দাগানো চিহ্নটা বেরিয়ে পড়েছিল। এই দেখুন।'

ডগলাস বলে যাকে চিনেছি, সেই ভদ্রলোক এবার কোট খুলে জামার হাতা গুটোতেই দেখলাম বাহুর ওপর সেই চিহ্ন— বৃত্তের মধ্যে একটা ত্রিভুজ— যা দেখেছি মৃতব্যক্তির বাহুতে।

'এই দাগটা দেখেই মতলবটা এল মাথায়। চক্ষের নিমেষে গোটা প্ল্যানটা ছকা হয়ে গেল মাথার মধ্যে। ওর উচ্চতা, চুল, আকার হুবহু আমার মতন। মুখ দেখে চেনবার জো-টি আর নেই। বেচারা! আমি আমার এই জামাকাপড় নিয়ে এলাম ওপর থেকে। মিনিট পনেরো লাগল আমার ড্রেসিংগাউন পরতে— দু-জনে মিলে শুইয়ে রাখলাম যেভাবে আপনারা দেখছেন সেইভাবে। ওর যাবতীয় জিনিসপত্র বান্ডিল বাঁধল মা। হাতের কাছে যে-ওজনটা পেলাম তাই দিয়ে ভারী করলাম, জানলা গলিয়ে ছুড়ে জলে ফেলে দিলাম। যে-কার্ডটা আমার মৃতদেহের পাশে রাখবে বলে এনেছিল, সেটা রাখলাম ওরই মৃতদেহের পাশে। আমার আংটি পরালাম ওর আঙুলে, কিন্তু বিয়ের আংটিটা 'টানতে গিয়ে'— পেশিময় হাত বাড়িয়ে ধরলেন ডগলাস, 'এই দেখুন কোথায় গিয়ে আটকে রয়েছে। বিয়ের পর থেকে একটা দিনের জন্যেও এ-আংটি

আমি আঙুল থেকে খুলিনি— এখন খুলতে হলে উকো দিয়ে কাটতে হবে। তা ছাড়া এ-আংটি কাছছাড়া করতে পারব কিনা সেটাও একটা ব্যাপার বটে; তবে এক্ষেত্রে আমি চাইলেও আঙুল থেকে আংটি বার করা সম্ভব নয়। কাজেই আংটির ব্যাপার ওই অবস্থায় ফেলে রাখা ছাড়া আর উপায় ছিল না— তাতে যে যা মনে করে করুক। উলটে আর একটা কাজ আমি করলাম। একটুখানি স্টিকিং প্লাস্টার এনে ওর গালে লাগিয়ে দিলাম— ঠিক যেভাবে আমার গালে লাগানো দেখছেন, ওইভাবে। মি. হোমস এই একটা ব্যাপার আপনার নজর এড়িয়েছে। যত ধূর্তই আপনি হোন না কেন, ঠকিয়েছি আপনাকে। প্লাস্টারটা টেনে তুললেই দেখতেন তলায় কাটা-ফাটা কিচ্ছু নেই।

'এই হল গিয়ে পরিস্থিতি। কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকবার পর যদি বাড়ি ছেড়ে পালাই এমন এক জায়গায় যেখানে স্ত্রী-ও যাবে পরে, বাকি জীবনটা অন্তত কাটাতে পারব নির্ভাবনায় নির্ভেজাল শান্তিতে। মাটির ওপর যদ্দিন বিচরণ করব, শয়তানগুলো তদ্দিন শান্তিতে থাকতে দেবে না, কিন্তু খবরের কাগজে যখন দেখবে বলডুইন খতম করেছে শিকারকে, শান্তি পাব আমি। বার্কার স্ত্রীকে এতকথা বুঝিয়ে বলবার সময় না-পেলেও ওরা বুঝেছিল, সাহায্য করতে রাজিও হয়েছিল। লুকোনোর এই জায়গায় খবর আমি যেমন রাখি, অ্যামিসও তেমনি রাখে— কিন্তু খুনের সঙ্গে জায়গাটার যে একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, তা তার মাথায় আসেনি। এই খুপরিতেই ঢুকে বসলাম আমি। বাকি যা করবার করল বার্কার।

'কী করেছে তা নিশ্চয় আপনারা অনুমান করে নিয়েছেন। জানলা খুলে গোবরাটে রক্তের দাগ লাগলে যাতে মনে হয় খুনি এদিক দিয়েই পালিয়েছে। পালানোটা একটু মুশকিল ঠিকই, কিন্তু ব্রিজ ওদিকেই রয়েছে— আর কোনো পথ নেই। সাজানোর ব্যাপারটা শেষ হলে পর ঘণ্টা বাজল এবং যা করার সবই করে গেল। পরে কী হয়েছে আপনারা জানেন। এখন আপনারা যা ভালো মনে করেন করতে পারেন। কিন্তু জানবেন আমি যা বললাম তা বর্ণে বর্ণে সত্য— ঈশ্বর তাই আমার সহায়। এখন শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। ইংরেজ আইন আমাকে কী চোখে দেখবে?'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করলে শার্লক হোমস।

'ইংরেজ আইন শুধু একটা আইন। এ থেকে আপনি খুব একটা ভালো কিছু আশা করতে পারেন না। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, লোকটা জানল কী করে যে আপনি এখানে আছেন, কী করে বাড়ি ঢুকতে হবে, ঠিক কোথায় লুকোলে আপনাকে চক্ষের পলকে খতম করা যাবে?'

'কিছুই জানি না।'

ভীষণ সাদা আর গম্ভীর হয়ে গেল হোমসের মুখ।

বললে, 'গল্প এখনও ফুরোয়নি। ইংরেজ আইনের চেয়েও জঘন্য বিপদ শিগ্গিরই আপনার জীবনে আসতে পারে— আমেরিকার শত্রুদের চেয়েও এ-বিপদ আরও করাল। মি. ডগলাস, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সাংঘাতিক বিপদ ওত পেতে রয়েছে আপনার জন্যে। আমার কথা যদি শোনেন, গা-আলগা দেবেন না, হুঁশিয়ার থাকুন।'

হে পাঠক-পাঠিকা, অনেক ধৈর্য ধরেছেন সুদীর্ঘ এই উপাখ্যান পড়তে। এবার আপনাদের আহ্বান জানাব অন্যত্র। কিছুক্ষণের জন্যে চলে আসুন আমার সঙ্গে। জায়গাটা বির্লস্টোনের সাসেক্স ম্যানর হাউস থেকে অনেক দূরে, সময়টাও মর্যাদাময়। সে-বছর থেকে অনেক দূরে— যে-বছরে আমাদের বিচিত্র অভিযান জন ডগলাস নামক এক ব্যাক্তির আশ্চর্য কাহিনিতে শেষ হয়েছিল। আমার অনুরোধ মতো সময়-পথে যদি কুড়িটা বছর পেছিয়ে যান এবং শূন্যপথে কয়েক হাজার মাইল চলে আসেন, তাহলে আপনার সামনে মেলে ধরব একটা অত্যন্ত অসাধারণ আর ভয়ংকর উপাখ্যান— এতই অসাধারণ আর ভয়ংকর যে বিশ্বাস করতেও মন চাইবে না আপনাদের— মনে হবে সব মিথ্যে। কোনোকালেই এমন ঘটনা ঘটেনি। একটা কাহিনি শেষ করার আগেই আর একটা কাহিনি ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছি ভাববেন না যেন। পড়তে পড়তেই বুঝবেন মোটেই তা নয়। দূরস্থিত ঘটনাবলির ঘটনা শুনে অতীতের রহস্য উন্মোচন করার পর আবার ফিরে আসুন বেকার স্ট্রিটের ঘরে, যে-ঘরে আরও অনেক চমকপ্রদ ঘটনার মতো এ-কাহিনিরও পরিসমাপ্তি ঘটবে শেষ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড

স্কোরারস্[১]

৮। লোকটা

১৮৭৫ সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারি। দারুণ শীত পড়েছিল, গিলমারটন পর্বতমালার[২] গিরিখাতে জমে রয়েছে রাশি রাশি তুষার। বাষ্পীয় লাঙলের দৌলতে রেললাইন এখনও খোলা রয়েছে। ভারমিসা উপত্যকার মাথার দিকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় নগরী ভারমিসা সমতল থেকে স্ট্যাগভিল পর্যন্ত যে-রেললাইনটা ঢালু পাহাড়ের ওপর কয়লাখনি আর লোহার কারখানাকে জুড়ে রেখেছে, সন্ধের ট্রেন টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে সেই লাইনের ওপর দিয়ে। রেললাইনের এখান থেকে গড়িয়ে নেমে গেছে বার্লটন্স ক্রসিং হেল্মডেল আর মার্টনের[৩] নির্ভেজাল কৃষি অঞ্চলের দিকে। রেলপথ একটাই অর্থাৎ একটাই রেলগাড়ি যেত সেই লাইন দিয়ে— সামনের দিক থেকে আরেকটা ট্রেন এলে এ-ট্রেনকে সরে দাঁড়াতে হবে সাইডিং-এ। সাইডিংয়ের সংখ্যা অসংখ্য। প্রত্যেকটা সাইডিং-এ কয়লা আর লোহার আকর ভরতি ট্রাক দাঁড়িয়ে সারি সারি— দেখলেই বোঝা যায় গুপ্তধনের আকর্ষণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই বিজনতম অঞ্চলে ছুটে এসেছে দলে দলে রুক্ষ কঠোর মানুষ— জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত করে তুলেছে উষর প্রান্তর।

উষরই বটে। সত্যিই খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। প্রথম যে পুরোধা ব্যক্তি এই রুক্ষ বিজন অঞ্চলে পা দিয়েছিল সে কিন্তু কল্পনাও করতে পারেনি বিশ্বের সবচেয়ে সেরা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা অঞ্চলেও কালো কর্কশ খাড়া এবড়োখেবড়ো পাহাড় আর জঙ্গলের জটায়

সমাকীর্ণ ঘোর বিষণ্ণ এই অঞ্চলের তুলনায় একেবারেই মূল্যহীন। মাঝে মাঝে প্রায় দুর্ভেদ্য অরণ্য কালো হয়ে রয়েছে খাড়া পাহাড়ের গায়ে, অনেক উঁচু উলঙ্গ পর্বতমুকুটে জমে রয়েছে সাদা বরফ, চারিদিকে পাহাড় মাথা উঁচিয়ে রয়েছে মেঘমালার দিকে, মাঝখানে পাকানো পেঁচানো সুদীর্ঘ উপত্যকা এঁকেবেঁকে বিস্তৃত দূর হতে দূরে। ছোট্ট রেলগাড়িটা টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে এরই ওপর দিয়ে।

সামনের দিকে যাত্রী গাড়িতে এইমাত্র জ্বালানো হয়েছে তেলের বাতি। কামরাটা লম্বা, নিরাভরণ। বসে আছে বিশ তিরিশজন যাত্রী। এদের অধিকাংশ শ্রমিক। নিম্ন উপত্যকায় সারাদিন খেটে বাড়ি ফিরছে। জনা-বারোর মুখ কালিঝুলিতে কালো, হাতে সেফটিল্যাম্প— নিঃসন্দেহে খনি শ্রমিক। দল বেঁধে বসে তারা ধূমপান করছে, গলা নামিয়ে কথা বলছে এবং মাঝে মাঝে কামরায় অন্য প্রান্তে উপবিষ্ট দু-জন লোকের পানে তাকাচ্ছে— এদের পরনের ইউনিফর্ম আর ব্যাজ দেখে বোঝা যাচ্ছে পুলিশের লোক। বাকি লোকের মধ্যে কয়েকজন কুলি মেয়ে। দু-একজন যাত্রী— স্থানীয় দোকানদারও হতে পারে। এক কোণের একজন যুবা পুরুষ যেন এদের দল ছাড়া। একটু ভালো করে তাকান এর দিকে— চেহারাটা দেখবার মতো।

রং তাজা, বয়স বড়োজোর তিরিশ। দুই চক্ষু ধূসর বিশাল। ধূর্ত এবং কৌতুকময় চশমার মধ্যে দিয়ে আশেপাশের লোকদের দিকে তাকানোর সময়ে অনুসন্ধিৎসা ঝিলিক দিয়ে উঠছে সেই চোখে। দেখেই বোঝা যায় যুবাপুরুষ খুবই মিশুক, স্বভাব সাদাসিদে, সবশ্রেণির লোকের বন্ধুত্ব অর্জন করতে সক্ষম। সঙ্গপ্রিয়, পেটপাতলা, প্রখর উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন এবং সদা হাস্যময়— এক নজরে এইরকমটাই মনে হবে যেকোনো ব্যক্তির। কিন্তু একটু কাছ থেকে খুঁটিয়ে যদি লক্ষ করা যায়, চোয়ালের দৃঢ়তা আর ভয়ানক ঠোঁট টিপুনি দেখেই সতর্ক হতে হবে— স্পষ্ট বোঝা যাবে ছিমছাম চেহারার বাদামিচুলো এই তরুণ আইরিশম্যানের অন্তরের গভীরে এমন কিছু বস্তু আছে যা তাকে ভালো বা মন্দ যেকোনো রকমের খ্যাতি এনে দিতে পারে ধরাপৃষ্ঠের যেকোনো সমাজে।

সবচেয়ে কাছের খনি শ্রমিকের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে গিয়ে কাটছাঁট জবাব শুনে হাল ছেড়ে দিল তরুণ যাত্রী। চুপচাপ থাকা তার স্বভাব নয়— তবুও নীরব থাকতে হল। নিমগ্ন চোখে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বিলীয়মান দৃশ্যপটের দিকে। দৃশ্যটা খুব সুখাবহ নয়। ঘনায়মান অন্ধকারে পাহাড়ের গা লাল হয়ে উঠেছে চুল্লির আভায়। দু-পাশে স্তূপীকৃত গাদ আর ছাই, মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কয়লাখনির প্রবেশদ্বার। লাইনের দু-পাশে বিক্ষিপ্ত নোংরা কদর্য কাঠের বাড়ির জটলা। আলো জ্বলছে কিছু কিছু জানলায়। ট্রেন মাঝে মাঝে দাঁড়ালে এইসব বাড়ি থেকেই ময়লা, কালো বাসিন্দারা উঠে ভিড় করছে গাড়িতে। কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অলসতার ধারক ও বাহক যারা, ভারমিসা জেলার লোহা আর কয়লা উপত্যকা তাদের জায়গা নয়। চারদিকেই স্থূলতম-সংগ্রামের কঠোর চিহ্ন— এখানকার কাজ রুক্ষ, কর্মীরাও রুক্ষ।

বিষাদ-মাখা ধু-ধু প্রান্তরের দিকে বিতৃষ্ণা আর কৌতূহল মিশানো চোখে চেয়ে রইল যুবাপুরুষ— চাহনি দেখেই বোঝা গেল এ-দৃশ্য তার চোখে একেবারেই নতুন। মাঝে মাঝে পকেট থেকে একটা ইয়া-বড়ো চিঠি বার করে পড়ে নিয়ে টুকটাক লিখতে লাগল পাশের সাদা অংশে। একেবারে কোমরের পেছন থেকে এমন একটা বস্তু বার করল যা এই ধরনের

ম্যাকমুর্দো এবং শ্রমিক। স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে (১৯১৫) ফ্র্যাঙ্ক উইলস-এর অলংকরণ

নরম চেহারার যুবকের কাছে আশা করা যায় না। জিনিসটা একটা বৃহত্তম আকারের নেভি রিভলবার। আলোর দিকে ফেরাতেই আলো ঠিকরে গেল ড্রামের ভেতর পোরা পেতলের কার্তুজের বেড় থেকে, তার মানে রিভলবার গুলিভরা। চট করে গুপ্তপকেটে লুকিয়ে ফেলার আগেই অবশ্য সংলগ্ন বেঞ্চিতে উপবিষ্ট একজন শ্রমিকের নজরে পড়ল হাতিয়ারটা।

বললে, 'হ্যাল্লো, বন্ধু! আপনি দেখছি তৈরি হয়ে বেরিয়েছেন।'

ঈষৎ বিব্রত হয়ে হাসল যুবা পুরষ।

বললে, 'হ্যাঁ। যেখান থেকে আসছি, সেখানে এ-জিনিসের যখন-তখন দরকার পড়ে।'

'সে-জায়গাটা কোথায় বলবেন?'

'শিকাগো থেকে আসছি আমি।'

'এদিকে নতুন?'

'হ্যাঁ।'

'এখানেও দেখবেন এর দরকার হবে', বললে শ্রমিক।

'আ! তাই নাকি?' আগ্রহী মনে হয় যুবাপুরুষকে।

'এখানকার কাণ্ডকারখানা কিছুই কি শোনেননি?'

'অসাধারণ কিছু তো শুনিনি।'

'সেকী! সারাদেশ তোলপাড় হয়ে গেল এই নিয়ে। আপনিও শুনবেন'খন— শিগ্‌গিরই কানে আসবে। কী জন্যে এলেন এদিকে?'

'শুনেছি, কাজ যে করতে চায়, এখানে নাকি তার কাজের অভাব হয় না।'

'আপনি কি শ্রমিক ইউনিয়নের কেউ?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে মনে হয় কাজ পাবেন। বন্ধু-টন্ধু কেউ আছে?'

'এখনও নেই, তবে করে নেওয়ার ব্যবস্থা জানি।'

'সেটা আবার কী?'

'আমি এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যান[৪] সংস্থার সদস্য। হেন শহর নেই যেখানে এদের শাখা নেই। শাখা থাকা মানেই আমার বন্ধু পাওয়া।'

কথাটায় অসাধারণ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল সঙ্গীর ওপর। ত্রস্ত সন্দিগ্ধ চাহনি নিক্ষেপ করল কামরার অন্য সবাইয়ের দিকে। খনি শ্রমিকরা এখনও ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে। পুলিশের লোক দু-জন ঢুলছে। বেঞ্চি থেকে উঠে এসে তরুণ যাত্রীর পাশে বসে হাত বাড়িয়ে দিল নিজের।

বলল, 'হাত রাখুন।'

হাতে হাত মিলল দু-জনের।

'সত্যি বলছেন জানি। তবুও নিশ্চিত হতে চাই।'

বলে, ডান হাতটা তুলল ডান ভুরুর সামনে। তরুণ যাত্রীও তৎক্ষণাৎ বাঁ-হাত তুলল বাঁ-ভুরুর সামনে।

'অন্ধকার রাত অস্বস্তিকর', বললে শ্রমিক।

'পথ যে চেনে না তার কাছে,' বললে তরুণ যাত্রী।

'ওতেই হবে[৫]। আমি ভারমিসা ভ্যালির ৩৪১ নম্বর লজের ব্রাদার স্ক্যানল্যান। এ-তল্লাটে আপনাকে দেখে খুশি হলাম।'

'ধন্যবাদ। আমি শিকাগোর ২৯ নম্বর লজের ব্রাদার জন ম্যাকমুর্দো। জে. এইচ. স্কট আমাদের বডিমাস্টার[৬]। আমার কপাল ভালো, এত তাড়াতাড়ি একজন ব্রাদার পেয়ে গেলাম।'

'আমরা এখানে অনেক। ভারমিসা ভ্যালিতে 'অর্ডার' যেমন ছড়িয়েছে, এমনটি যুক্তরাষ্ট্রের আর কোথাও দেখতে পাবেন না। তবে আপনার মতো কিছু ছেলের আমাদের দরকার। শ্রমিক ইউনিয়নের এ-রকম একজন কর্মঠ সদস্যের কাজ নেই শিকাগোতে, এটা কিন্তু বুঝতে পারছি না।'

'কাজের অভাব ছিল না আমার', বললে ম্যাকমুর্দো।

'তাহলে চলে এলেন কেন?'

পুলিশের লোক দু-জনের দিকে মাথার ইশারা করে হাসল ম্যাকমুর্দো।

বললে, 'ওরা জানতে পারলে কিন্তু খুশি হত।'

সহানুভূতিসূচক চুক-চুক শব্দ করে স্ক্যানল্যান।

শুধোয় ফিসফিসে স্বরে, 'ঝামেলায় পড়েছেন মনে হচ্ছে?'

'গভীর ঝামেলায়।'

'শ্রীঘরের ব্যাপার-ট্যাপার নাকি?'

'সেইসঙ্গে আরও কিছু।'

'মানুষ খুন নয় তো?'

'এত তাড়াতাড়ি এসব কথা বলা যায় না', ম্যাকমুর্দো যেন নিজেও একটু অবাক হয়ে যায় ইচ্ছে না-থাকলেও এত কথা বলে ফেলার জন্যে। 'শিকাগো ছেড়ে চলে আসার পেছনে আমার নিজস্ব যথেষ্ট কারণ ছিল। এইটুকুই আপনার পক্ষে যথেষ্ট। এত কথা আপনি জানতে চাইছেন কেন?'

চশমার আড়ালে সহসা বিপজ্জনক ক্রোধ ঝলসে উঠল দুই চোখে।

'ঠিক আছে, দোস্ত, ঠিক আছে। খোঁচা মারার ইচ্ছে আমার নেই। অনেকে অনেক কথাই ভাবতে পারে আপনার কীর্তিকাহিনি শুনলে। চলেছেন কোথায়?'

'ভারমিসায়।'

'এখান থেকে তৃতীয় স্টপেজে ভারমিসা। কোথায় উঠবেন?'

লেফাফাটা বার করে কালিমাখা তেলের লণ্ঠনের সামনে ধরল ম্যাকমুর্দো।

'এই ঠিকানায়— জ্যাকব শ্যাফটার, শেরিডান স্ট্রিট। বোর্ডিং হাউস। সুপারিশ করেছেন, শিকাগোর এক পরিচিত ভদ্রলোক।'

'আমি অবশ্য চিনি না, ভারমিসা আমার আওতার বাইরে। আমি থাকি হবসন্স প্যাচ-এ, সবাই জমায়েত হই সেইখানে। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে একটা উপদেশ দিতে চাই আপনাকে। ভারমিসায় কোনো ঝামেলায় পড়লে সোজা চলে যাবেন ইউনিয়ন হাউসে— দেখা করবেন বস ম্যাকগিন্টির সঙ্গে। উনিই ভারমিসা লজের বডিমাস্টার— ব্ল্যাকজ্যাক ম্যাকগিন্টি[৭] না-চাইলে জানবেন এ-তল্লাটে কোনো ঘটনা ঘটে না। আজ এই পর্যন্ত, দোস্ত। লজে দেখা হয়ে যেতে পারে কোনো এক সন্ধ্যায়। তবে আমার কথাটা মনে রাখবেন, বিপদে পড়লে বস ম্যাকগিন্টির শরণাপন্ন হবেন।'

নেমে গেল স্ক্যানল্যান। আবার নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রইল ম্যাকমুর্দো। রাত হয়েছে। মাঝে মাঝে ফার্নেসের গনগনে আগুন সগর্জনে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে অন্ধকারের মধ্যে। মৃতবৎ পাণ্ডু। তমিস্রা-পটভূমিকায় কালো কালো ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। ভারী জিনিস টেনে তোলার যন্ত্র চালাচ্ছে শরীর দুমড়েমুচড়ে, চরকি কল ঘোরাচ্ছে ঝুঁকে পড়ে অতি কষ্টে, ঝনঝন খটাং খটাং ধাতব শব্দে ছন্দ আর গর্জনের যেন বিরাম নেই, অন্ত নেই।

কে একজন বললে, 'নরকের চেহারা নিশ্চয় এইরকমই হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে ম্যাকমুর্দো দেখলে একজন পুলিশের লোক চেয়ারে ঘুরে বসেছে, গনগনে রাঙা ভয়ানক আবর্জনা স্তূপের দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে।

অন্য পুলিশের লোকটা বললে, 'সেদিক দিয়ে বলব ঠিকই বলেছে। নরক নিশ্চয় এই রকমই দেখতে। যত বদমাশের নাম আমরা জানি, তার চাইতে অনেক জঘন্য বদমাশ ওদের মধ্যে রয়েছে। ইয়ংম্যান আপনি এদিকে নতুন মনে হচ্ছে?'

'নতুনই যদি হই তো হয়েছে কী?' তেতো গলায় জবাব দেয় ম্যাকমুর্দো!

'একটু সাবধান থাকবেন বন্ধু বাছবার সময়ে। আমি যদি আপনি হতাম, মাইক স্ক্যানল্যান বা তার দলবলের কারো সঙ্গে দোস্তি পাতাতে যেতাম না!'

'আমার বন্ধু নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন?' এমন রুক্ষকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকমুর্দো যে কামরায় প্রত্যেকের মুণ্ডু ঘুরে গেল এইদিকে। 'কে জ্ঞান দিতে বলেছে আপনাকে? ভেবেছেন কী? আপনি আমায় শিখিয়ে দেবেন, নইলে আমি হোঁচট খাব? গায়ে পড়ে কথা বলতে আসবেন না।'

বলতে বলতে মুণ্ডটা ঠেলে বাড়িয়ে ধরল ম্যাকমুর্দো, জ্বলন্ত চোখে টহলদার পুলিশ দু-জনের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ কুকুরের মতো হাসল দাঁত খিঁচিয়ে।

পুলিশের লোক দু-জনের স্বভাবটা ভালো, গায়েগতরেও ভারী— বন্ধুভাবে উপদেশ দিতে গিয়ে এইরকম অসাধারণ তেজ দেখে তো হতবাক!

একজন বললে, 'আরে ভাই, এদেশে আপনি নতুন, অত চটছেন কেন? আপনার ভালোর জন্যেই বলেছিলাম।'

বজ্রনাদে বললে ম্যাকমুর্দো, 'নতুন এদেশে হতে পারি, আপনাদের কাছে নই। সব দেশেই আপনারা এক ছাঁচে ঢালা। গায়ে পড়ে জ্ঞান দিতে আসেন।'

অন্য পুলিশের লোকটি কাষ্ঠ হেসে বললে, 'শিগ্‌গিরই হয়তো মোলাকাত হতে পারে আপনার সঙ্গে। যদ্দুর মনে হচ্ছে আপনি লোক সুবিধের নন।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে', বললে অপরজন। 'শিগগিরই ফের দেখা হবে'খন।

চিৎকার করে ম্যাকমুর্দো বললে, 'আপনাদের ডরাই না আমি। দেখে কি তাই মনে হল না? আমার নাম জ্যাক ম্যাকমুর্দো— শুনেছেন? আমাকে যখনই দরকার হবে, চলে যাবেন ভারমিসার শেরিডান স্ট্রিটের জ্যাকব শ্যাফটারের বাড়িতে— তার মানে আপনাদের ভয়ে লুকিয়ে থাকছি না। দিনে হোক, রাতে হোক— যখন হয় আপনাদের চোখে চোখে তাকানোর সাহস আমার আছে জানবেন। ভুল যেন না হয়।'

নবাগতের এ ধরনের অকুতোভয় আচরণ দেখে বিস্ময়, তারিফ আর সহানুভূতির মিশ্রিত গুঞ্জন শোনা গেল শ্রমিকদের মধ্যে, পুলিশ দু-জন হতাশভাবে দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করল নিজেদের মধ্যে। মিনিট কয়েক পরেই স্বল্পালোকিত ডিপোয় এসে দাঁড়াল ট্রেন। বহু লোক আর মালপত্র নেমে গেল গাড়ি থেকে— কেননা ভারমিসা এ-লাইনের সবচেয়ে বড়ো শহর। চামড়ার থলিটা তুলে নিয়ে ম্যাকমুর্দো অন্ধকারে পা বাড়াতে যাচ্ছে, এমন সময়ে একজন খনিশ্রমিক এল পাশে পাশে।

বলল ভয়ার্ত চাপা গলায়, 'দোস্ত, টিকটিকিগুলোর মুখে মুখে বেশ তো জবাব দিতে পারেন। আপনার কথা শুনলে ভালো লাগে। চলুন আপনার থলি আমি নিয়ে যাচ্ছি— রাস্তাও চিনিয়ে দিচ্ছি। শ্যাফটারের বোর্ডিং হাউস আমার ঝুপড়িতে যাওয়ার পথেই পড়বে।'

প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে সম্মিলিত কণ্ঠে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে গেল অন্যান্য খনিশ্রমিকরা। ভারমিসায় পা ফেলার আগেই মুখে মুখে নাম ছড়িয়ে গেল দুর্দান্ত ম্যাকমুর্দোর। সে যে কী চরিত্র, লোকমুখে ছড়িয়ে গেল সেই খবর।

এ-তল্লাটে আতঙ্ক আকাশে বাতাসে, শহরটা যেন আরও এক কাঠি বেশি। বুক দমে যায়! সুদীর্ঘ উপত্যকা বরাবর আসবার সময়ে বিপুল আগুন আর ভাসমান ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে অন্তত কিছুটা বুক কাঁপানো জাঁকজমকের চিহ্ন দেখা যায়। শক্তি আর পরিশ্রম দিয়ে দানবিক গর্ত খুঁড়ে মাটি বার করে পাশেই পাহাড় জমিয়ে মানুষ যে আসুরিক মেহনতের স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করেছে, তার মধ্যেও জমকালো আভাস চোখে পড়ে। শহরটা কিন্তু দারিদ্র্য, মালিন্য, কদর্য আর নোংরামির একটা মৃত সমতল ভূমি বললেই চলে। রাস্তা চওড়া, কিন্তু যানবাহনের যাতায়াতে অজস্র ভয়ংকর আঠালো খাত জেগে উঠেছে কাদাটে তুষারের ওপর। ফুটপাথ সরু এবং এবড়োখেবড়ো। অসংখ্য গ্যাসের বাতির আলোয় আরও স্পষ্টভাবে কেবলই দেখা যায় কাঠের বাড়ির সুদীর্ঘ সারি, প্রতিটা বাড়ির নোংরা অপরিচ্ছন্ন বারান্দা ফেরানো রাস্তার দিকে। শহরের কেন্দ্র যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ততই চোখে পড়ে প্রচুর আলো ঝলমলে দোকান পসারির দৌলতে উজ্জ্বল দৃশ্য, মদ খাওয়ার আর জুয়োখেলার আড্ডা। কষ্টার্জিত অর্থ দু-হাতে এখানে উড়িয়ে দেয় শ্রমিকরা।

প্রায় হোটেলের মতোই খানদানি একটা সেলুন ভবনের দিকে আঙুল তুলে বললে পথপ্রদর্শক, 'ওই হল ইউনিয়ন হাউস[৮]। ম্যাকগিন্টি ওখানকার বস।'

'ভদ্রলোক কীরকম?' শুধোয় ম্যাকমুর্দো।

'সেকী। বসের কথা কখনো শোনেননি নাকি?'

'কী করে শুনব? শুনলে তো এ-তল্লাটে আমি নতুন।'

'আমি তো জানতাম সারাদেশের লোক তার নাম জানে। কাগজেও উঠেছিল নামটা।'

'কী জন্যে?'

গলা নামিয়ে বললে পথপ্রদর্শক, 'সেই ব্যাপারে।'

'কী ব্যাপারে?'

'হায় ভগবান! আপনি তো দেখছি অদ্ভুত রকমের ভালো লোক মশায়। কিছু মনে করলেন না তো? এ-তল্লাটে শুধু একটা ব্যাপারই আপনার কানে আসবে— স্কোরারসদের ব্যাপারে।'

'স্কোরারসদের ব্যাপার আমি শিকাগোয় পড়েছি বটে। মানুষ খুনির দল, তাই না?'

'চুপ! বাঁচতে যদি চান, একদম চেঁচাবেন না!' সভয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে সঙ্গীর পানে তাকায় পথপ্রদর্শক। 'আরে মশাই, খোলা রাস্তায় যদি এইভাবে কথা বলতে থাকেন তো এ-অঞ্চলে বেশিদিন আর প্রাণ নিয়ে থাকতে পারবেন না। এর চাইতেও অনেক লঘু অপরাধে বহু লোকের জীবন গিয়েছে জানবেন।'

'অতশত জানি না। যা পড়েছি তাই বললাম।'

'যা পড়েছেন তা সত্যি নয়, এমন কথা আমি বলছি না।' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আশপাশ দেখতে দেখতে বললে লোকটা— এমনভাবে জুলজুল করে চেয়ে রইল ছায়ামায়ার দিকে যেন বিপদ ওত পেতে রয়েছে সেখানে, ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। 'মানুষকে মারার নাম যদি খুন করা হয়, তাহলে জানবেন এ-তল্লাটে তা আকছার হয়— ভগবানও তা নিয়ে মাথা ঘামান না। দোহাই আপনার, খুনখারাপির সঙ্গে জড়িয়ে জ্যাক ম্যাকগিন্টির নামটা যেন উচ্চারণ করে বসবেন না— নিশ্বেসের সঙ্গেও যেন এ-নাম কখনো না-বেরোয়— আপনি নতুন এসেছেন

তাই বলি— ফিসফিস করে কথা বললেও ম্যাকগিন্টির কানে তা পৌঁছোয় এবং সে যা লোক, এ-কান দিয়ে শুনে ও-কান দিয়ে বার করে দেওয়ার পাত্র সে নয়। যাই হোক ওই সেই বাড়ি যেখানে যাবেন বলে এসেছেন— রাস্তা থেকে একটু ভেতর দিকে। ওখানকার মালিক বুড়ো জ্যাকব শ্যাফটারের মতো সৎ লোক জানবেন এ-শহরে আর দু-টি নেই।'

'ধন্যবাদ', সদ্য পরিচিতের সঙ্গে করমর্দন করে চামড়ার থলিটা নিজের হাতে নিল ম্যাকমুর্দো, রাস্তা মাড়িয়ে বসতবাড়িটার সামনে গিয়ে খটাখট শব্দে আঙুলের গাঁট ঠুকল পাল্লায়। তৎক্ষণাৎ খুলে গেল কপাট— দোরগোড়ায় যাকে দেখা গেল মোটেই তাকে আশা করেনি ম্যাকমুর্দো।

অনিন্দ্যসুন্দরী একজন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। সুইডিশ ধরনের সুন্দরী, সোনালি সাদাটে চুল, তীব্র বৈষম্য প্রকট হয়েছে ভারি সুন্দর কাজলকালো চোখজোড়ার মধ্যে, অসাধারণ এই নয়ন যুগল দিয়েই আগন্তুকের আপাদমস্তক সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করে লাল করে ফেলল পাণ্ডুর মুখখানা— বিব্রত একটু হল বটে, কিন্তু তাও যেন অনেক সুখের। দরজার ফ্রেমে অত্যুজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা আশ্চর্য সুন্দর সেই চিত্রের পানে তাকিয়ে ম্যাকমুর্দোর মনে হল মন-ভার-করা নোংরা এই পরিবেশের পটভূমিকায় এর চাইতে মন-টেনে নেওয়া ছবি বুঝি সে জীবনে দেখেনি। বৈষম্য যেন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে পটভূমিকা আর মূর্তির মধ্যে। খনি অঞ্চলের পাহাড়প্রমাণ ওই কালো গাদের মধ্যে যদি একটা মনোরম ভায়োলেট ফুলও ফুটত, তাও বুঝি এমন চমকপ্রদ হত না। অত্যন্ত অভিভূত হওয়ার দরুন মুখ দিয়ে কথা পর্যন্ত বেরুল না, শেষকালে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করল মেয়েটাই।

মিষ্টি সুইডিস উচ্চারণে বললে, 'আমি ভেবেছিলাম বাবা এসেছে। আপনি কি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? বাবা শহরে গেছে। এই এল বলে।'

দুই চোখে অকপট প্রশংসা জাগিয়ে তখনও ম্যাকমুর্দো ঠায় তাকিয়ে রয়েছে অলোকসামান্যা এই রূপসীর পানে— শেষকালে কর্তৃত্বব্যঞ্জক মানুষটার সামনে বিড়ম্বিত চক্ষু নামিয়ে নিতে বাধ্য হল মেয়েটি।

অবশেষে বলল ম্যাকমুর্দো, 'খুব একটা তাড়া নেই দেখা করার। থাকার জন্যে এই বাড়িটাই সুপারিশ করা হয়েছিল আমাকে। তখন ভেবেছিলাম হয়তো মনের মতো হবে, এখন দেখছি সত্যিই মনের মতো হবে।'

একটু হাসল মেয়েটি। বলল, 'বড়ো তাড়াতড়ি মন ঠিক করে ফেলেন তো।'

জবাবে বলল ম্যাকমুর্দো, 'অন্ধ ছাড়া প্রত্যেকেই তাই করবে।'

অভিনন্দন শুনে হেসে উঠল সুন্দরী।

বললে, 'ভেতরে আসুন। আমি মি. শ্যাফটারের মেয়ে— মিস এট্টি শ্যাফটার। মা স্বর্গে গেছে, সংসার আমার হাতে। বাবা না-ফেরা পর্যন্ত সামনের ঘরে চুল্লির পাশে বসতে পারেন। এই তো এসে গেছে বাবা। এখুনি সেরে নিন কথাবার্তা।'

ভারী চেহারার একজন প্রৌঢ় রাস্তা দিয়ে এলেন দরজার সামনে। দু-চার কথাতেই কাজের কথা শেষ করল ম্যাকমুর্দো। এ-ঠিকানা তাকে শিকাগোয় দিয়েছে মর্ফি নামে এক ভদ্রলোক। ঠিকানাটা মর্ফি পেয়েছে আবার আরেক জনের কাছে। বুড়ো শ্যাফটার রাজি হলেন। শর্ত নিয়ে

দরকষাকষির মধ্যে গেল না আগন্তুক— রাজি হল সব কথাতেই— মনে হল টাকার অভাব নেই তার। সাতদিনের অগ্রিম বারো ডলার দিলেই থাকা খাওয়া মিলবে। এইভাবেই শ্যাফটারের বাড়িতে থাকার জায়গা পেয়ে গেল ম্যাকমুর্দো— সেই ম্যাকমুর্দো যে স্বমুখে স্বীকার করেছে আইন পুলিশ আদালতের রক্তচক্ষু এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে সুদূর ভারমিসায়। আতঙ্ক উপত্যকায় এই হল গিয়ে তার প্রথম পদক্ষেপ— এর পরেই শুরু হল কৃষ্ণকালো ঘোর কুটিল, সুদীর্ঘ ঘটনাপরম্পরা— শেষ হল বহুদূরের এক ভূমিখণ্ডে।

৯। বডিমাস্টার

ম্যাকমুর্দো হল সেই লোক যে নিজের অস্তিত্ব ঝটপট হাড়েহাড়ে টের পাইয়ে ছাড়ে আশপাশের লোকদের। শ্যাফটারের আস্তানাতেও সাতদিন যেতে-না-যেতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করল সে। দশ বারো জন বোর্ডার ছিল সেখানে। কিন্তু তারা হয় দোকান পশারির মামুলি কেরানি, নয় তো কারখানার ফোরম্যান— সাতে নেই পাঁচে নেই, পরিষ্কার লোক— তরুণ আইরিশম্যান যে ক্ষমতায় ক্ষমতাবান— তার ধারেকাছেও আসে না। সন্ধে নাগাদ একসঙ্গে আড্ডায় বসলে দেখা যেত সবচেয়ে মনমাতানো গান জুড়েছে ম্যাকমুর্দো, জমিয়ে কথা বলতেও তার জুড়ি নেই, ঠাট্টা-তামাশাতে তাকে টেক্কা মারার মতো কেউ নেই। সব কিছুতেই সে উজ্জ্বল, সপ্রতিভ, চমকপ্রদ। সঙ্গী হিসেবে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা তার আছে বলেই চুম্বকের মতো কৌতুকের বিকিরণে নিজের চারধারে বন্ধু জোটাতে পারে অনায়াসেই।

এ ছাড়াও কিন্তু আর একটা গুণ ছিল তার। মাঝে মাঝে আচমকা দপ করে জ্বলে উঠত সাংঘাতিক রাগে— রেলের কামরাতেই সে-নমুনা দেখা গেছে। প্রচণ্ড এই ক্রোধের জন্যে আরও বেশি খাতির পেয়েছে সে— তার প্রতি ভয় আর শ্রদ্ধা বেড়েছে বহু গুণে। আইন-আদালতের ওপর তার আত্যন্তিক ঘেন্না কারো প্রাণে জাগিয়েছে পুলক, কারো প্রাণে আতঙ্ক। আইন সম্পর্কিত সব ব্যাপারেই ওর বিজাতীয় তিক্ততায় কেউ পেয়েছে ভয়, কেউ পেয়েছে আনন্দ।

প্রথম দর্শনেই এ-বাড়ির মেয়ের রূপলাবণ্যে সে যে মুগ্ধ, খোলাখুলিভাবে তারিফ করে প্রথম থেকেই তা স্পষ্ট করে তুলেছিল। পাণিপ্রার্থী হিসেবেও অযোগ্য সে নয়। দু-দিনের দিন মেয়েটিকে বলল, ভালোবাসি; তারপর থেকে হামেশাই বলতে লাগল একই কথা। মেয়েটি তাকে নিরাশ করবে কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামাল না মুহূর্তের জন্যেও।

বলত চিৎকার করে, 'আর একজন আবার কে। গোল্লায় যাক সে! নিজের চরকায় তেল দিক সে! জীবনে যে-সুযোগ একবারের বেশি আসে না, অন্তরের সেই বাসনাকে আর একজনের জন্যে জলাঞ্জলি দিতে হবে নাকি? যত খুশি 'না' বল না কেন এট্টি, একদিন তোমাকে 'হ্যাঁ' বলতেই হবে। আমার বয়স এমন কিছু হয়নি— সেদিনের পথ চেয়ে থাকব আমি।'

পাণিপ্রার্থী হিসেবে সে যে বিপজ্জনক তা তার ওই মন ভুলোনো মিষ্টি কথা আর বাকপটু আইরিশ রসনার মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এ ছাড়াও তার সম্বল অনেক— অভিজ্ঞতার ইন্দ্রজাল, মেয়েদের মন জয় করার রহস্য এবং সর্বোপরি মেয়েটিরই প্রেম। কাউন্টি মন্যাঘ্যান[১]

তার স্বদেশ। সেখানকার মনোহর উপত্যকা, দূরস্থিত অপরূপ দ্বীপ, নীচু পাহাড় আর সবুজ প্রান্তরের অজস্র ছবি উপহার দিত মুখে মুখে। পাঁক আর তুষার-মলিন এই দেশের পটভূমিকায় কল্পনারঙিন সে-দেশকে মনে হত আরও বেশি সুন্দর। এ ছাড়াও সুবিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল সে উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে, মিচিগানের[২] কাঠের শিবির আর ডেট্রয়েটের[৩] নগরজীবন সম্পর্কেও জ্ঞান তার গভীর, বাফেলো[৪] তার নখদর্পণে এবং শিকাগোর এক করাতকলে কাজ করার সময়ে অনেক কিছুই জেনেছে সেই শহরের। তারপরে কথায় কথায় এসেছে রোম্যান্সের আভাস। বিশাল শহর শিকাগোয় থাকার সময়ে আবেগময় এমন সব অদ্ভুত আর প্রাণের ব্যাপার ঘটেছিল, যা নাকি বলা সমীচীন নয়। সতৃষ্ণনয়নে বলত হঠাৎ চলে আসার কাহিনি, অনেকদিনের সম্পর্ক আচমকা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গল্প, ধু-ধু বিষণ্ণ এই অজানা দেশে পালিয়ে আসার উপাখ্যান— কৃষ্ণকালো দুই আঁখিতে সুগভীর মমতা আর সমবেদনা নিয়ে প্রতিটি কথা হৃদয় দিয়ে শুনত এট্টি— দু-টিই অতি মহৎ গুণ যা শেষ পর্যন্ত এবং স্বভাবতই আচমকা মোড় নিতে পারে পবিত্র প্রেমে।

ম্যাকমুর্দো সুশিক্ষিত। তাই হিসেবরক্ষকের একটা সাময়িক চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল। এই কাজেই বাইরে থাকতে হত সারাদিন, ফলে 'এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যান' লজের সর্বপ্রধানের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। গাফিলতিটা একদিন মনে করিয়ে দিল মাইক স্ক্যানল্যান— যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ট্রেনে। একই লজের সদস্য সে— একদিন সন্ধ্যায় দেখা করতে এল ম্যাকমুর্দোর সাথে। লোকটা আকারে ছোটোখাটো, মুখটা ধারালো, একটুতেই ঘাবড়ে যায়। চোখ কালো। খুব খুশি ম্যাকমুর্দোকে ফের দেখে। দু-গেলাস হুইস্কি পান করার পর আসার উদ্দেশ্যটা বলল।

'ম্যাকমুর্দো, তোমার ঠিকানাটা মনে ছিল বলেই সোজা চলে এলাম। বডিমাস্টারের সঙ্গে এখন দেখা করনি দেখে অবাক হচ্ছি। ম্যাকগিন্টির কাছে এখনও না-যাওয়ার কারণটা কি বলতে পারো?'

'চাকরি খুঁজতে হচ্ছিল যে। বড্ড ব্যস্ত ছিলাম।'

'চুলোয় যাক সব কাজ, ওর সঙ্গে দেখা করার মতো সময় তোমার করতেই হবে। আশ্চর্য লোক তো তুমি! যেদিন এলে এখানে, তার পরের দিনই সকালে ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে নামটা লিখিয়ে আসা উচিত ছিল। ম্যাকগিন্টির বিষ নজরে পড়লে কিন্তু— না, না, তা যেন না হয়।'

মৃদু বিস্ময় দেখায় ম্যাকমুর্দো।

'স্ক্যানল্যান, বছর দুই হল লজের মেম্বার হয়েছি আমি, কিন্তু কর্তব্য যে এত জরুরি হতে পারে, তা তো শুনিনি কখনো।'

'শিকাগোতে না-হতে পারে, এখানে এইরকমই।'

'কিন্তু একই সোসাইটি তো এখানেও।'

'তাই কি?' বেশ কিছুক্ষণ ওর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে স্ক্যানল্যান। কীরকম যেন একটা করাল ছায়া পড়ে চোখের তারায়।

'তাই নয় কি?'

'একমাসের মধ্যেই জবাবটা তুমি নিজেই দেবে। শুনলাম আমি ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার পর টহলদার পুলিশের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল?'

'তুমি জানলে কী করে?'

'খবর ঠিক বেরিয়ে যায়— ভালো হোক, মন্দ হোক, কোনো খবরই চাপা থাকে না এ-অঞ্চলে।'

'হ্যাঁ হয়েছিল। কুত্তাগুলোকে যা বলবার বলে দিয়েছি।'

'বলো কী! ম্যাকগিন্টি তোমাকে যে মাথায় নিয়ে নাচবে।'

'তাই নাকি? পুলিশ কি তারও চক্ষুশূল?'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল স্ক্যানল্যান।

যাবার জন্যে উঠে পড়ে বললে, 'নিজেই গিয়ে দেখে এসো না! কিন্তু যদি না-যাও, পুলিশের বদলে তুমিই তার চক্ষুশূল হবে। বন্ধুর কথা শোনো, এখুনি যাও।'

ঘটনাক্রমে সুযোগটা এল সেইদিনই। সেই রাতেই আর একজনের সঙ্গে দেখা করতে হল ম্যাকমুর্দোকে। ম্যাকগিন্টির সঙ্গে দেখা করার চাইতেও এই সাক্ষাৎকারটি আরও বেশি জরুরি হলে কী হবে, কথাবার্তার পর ভেতর থেকে সে তাগিদ অনুভব করল ম্যাকগিন্টির সঙ্গে দেখা করার। আগের চাইতে এট্টির প্রতি তার দুর্বলতার বাড়াবাড়ির জন্যেই হোক, কি সরলমনা সুইডিশ গৃহস্বামীর মন্থর মগজে বিষয়টা ধীরে ধীরে প্রবেশ করার জন্যেই হোক, যুবাপুরুষকে নিজের প্রাইভেট রুমে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেলেন বোর্ডিং-হাউসের মালিক এবং বিনাভূমিকায় কাজের কথা আরম্ভ করলেন।

বললেন, 'মিস্টার, মনে হচ্ছে আমার মেয়ের দিকে ঝুঁকেছেন আপনি। ঠিক কিনা?'

'ঠিক', জবাব দিল যুবাপুরুষ।

'তাহলে সোজা বলে দিই, সুবিধে হবে না। আপনার আগেই আর একজন এসে গেছে।'

'জানি এট্টি বলেছে।'

'নামটা বলেছে কি?'

'না; জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেনি।'

'ভয় পাবেন বলে বলেনি।'

'ভয় পাব।' নিমেষে জ্বলে উঠল ম্যাকমুর্দো।

'হ্যাঁ বন্ধু হ্যাঁ! তাকে ভয় পাওয়ার মধ্যে লজ্জা নেই। নাম তার টেড বলডুইন।'

'সে আবার কে?'

'স্কোরারস! নামটা আগে শুনেছি বটে। সবাই দেখছি কানাকানি করে স্কোরারস! এত ভয় কীসের? স্কোরারস মানে কারা?'

ভয়ংকর এই সমিতির কথা উঠলেই সবাই যেমন গলা নামিয়ে নেয়, ঠিক সেইভাবে আপনা হতে গলা খাদে নেমে এল গৃহস্বামীর।

বললেন, 'স্কোরারস-রা এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যান।'

চমকে ওঠে যুবাপুরুষ।

'সেকী। আমি নিজেও তো অর্ডারের মেম্বার।'

'আপনি! আগে বলেননি কেন? হপ্তায় এক-শো ডলার দিলেও বাড়িতে থাকতে দিতাম না।'

''কিন্তু অর্ডারের ওপর এত খাপ্পা কেন? 'অর্ডার' তো একটা দানধ্যান আর মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বৃদ্ধির সংস্থা। নিয়ম-টিয়ম সেইরকমই।"

'ওসব অন্য জায়গায়— এখানে নয়!'

'এখানে কী?'

'মানুষ খুনের সমিতি।'

অবিশ্বাসের হাসি হাসল ম্যাকমুর্দো।

বলল, 'প্রমাণ করতে পারেন?'

'প্রমাণ করতে হবে! পঞ্চাশটা খুন কি প্রমাণ নয়? মিলম্যান আর ভ্যান শর্স্ট, নিকলসন পরিবার, বুড়ো মি. হিয়াম, ছোট্ট বিলি জেমস। এ-রকম আরও অনেকের জীবন যাওয়ার পরেও প্রমাণ চাই? এ-তল্লাটে এমন কোনো পুরুষ কি নারী আছে যে এসব জানে না? এর পরেও চাই প্রমাণ?'

ম্যাকমুর্দো সমস্ত অন্তর দিয়ে বললে, 'দেখুন মশায়, হয় যা বলেছেন তা ফিরিয়ে নিন, নইলে প্রমাণ করুন। আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দুটোর একটা করতেই হবে আপনাকে। আমার জায়গায় নিজেকে বসান। এ-শহরে আমি নতুন। যে-সমিতির আমি সদস্য, আমি জানি তা অত্যন্ত নিরীহ সমিতি— অন্যায়ের মধ্যে নেই। যুক্তরাষ্ট্রের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত যেখানে যাবেন, দেখবেন একই চেহারা— কোনোরকম অন্যায়ের মধ্যে নেই সমিতির কোনো শাখা। এখানকার শাখায় নাম লেখাব বলে তৈরি হচ্ছি, এমন সময়ে আপনি বললেন এটা একটা মানুষ খুনের সমিতি— নাম, স্কোরারস। মি. শ্যাফটার, হয় আপনি ক্ষমা চান, নইলে যা বলেছেন তা বুঝিয়ে বলুন।'

'মিস্টার, দুনিয়া যা জানে আমি আপনাকে শুধু তাই বলতে পারি। এরা সবাই এক। একজনের ওপরওয়ালার সঙ্গে আরেকের ওপরওয়ালার কোনো তফাত নেই। একজনকে যদি চটিয়েছেন তো আরেকজন আপনাকে মরণ মার মারবে। অনেকবার সে প্রমাণ হয়ে গেছে।

'সমস্ত গুজব। আমি প্রমাণ চাই!' বললেন ম্যাকমুর্দো।

'বেশিদিন এখানে থাকলেই প্রমাণ নিজেই পেয়ে যাবেন। কিন্তু ভুললে চলবে না আপনি এদেরই একজন। ওদের মতো আপনিও শিগ্‌গির জঘন্য হয়ে যাবেন। আপনি আর কোথাও গিয়ে থাকুন, মিস্টার। জায়গা পেয়ে যাবেন। এখানে রাখতে পারব না। ওদের একজন এট্টির সঙ্গে প্রেম করবে— না বলতেও পারব না— কিন্তু আর একজন বোর্ডার হয়ে থাকবে, তা কি হয়? খুব খারাপ। না, মশাই, আজ রাতে এখানে আর শোবেন না।'

এইভাবেই একাধারে আরামের ঘর আর প্রাণের সখীর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার নির্বাসনদণ্ড পেল বেচারা ম্যাকমুর্দো। সেই রাতেই বসবার ঘরে এট্টিকে একা পেয়ে দুঃখের কাহিনি বর্ষণ করল তার কানে।

বললে, 'তোমার বাবা তো আমাকে নোটিশ দিয়ে দিলেন। শুধু ঘর ছাড়ার নোটিশ হলে

ধার ধারতাম না। কিন্তু বিশ্বাস করো এট্টি, মাত্র সাতদিন আগে তোমাকে দেখলেও আমার চোখের মণি হয়ে উঠেছ তুমি। তুমি ছাড়া দুনিয়া এখন অন্ধকার আমার কাছে।'

'আঃ, চুপ করুন না! ওভাবে কথা বলবেন না, মি. ম্যাকমুর্দো! বলিনি আপনাকে— বড্ড দেরি করে ফেলেছেন? আপনার আগেই যে এসেছে, তাকে বিয়ে করব বলিনি ঠিকই, কিন্তু আর কাউকে বিয়ের কথা দেওয়াও আর সম্ভব নয়।'

'প্রথমে এলে কি কপাল খুলত?'

দু-হাতে মুখ ঢাকা দেয় সুন্দরী।

ফুঁপিয়ে উঠে বলে, 'ভগবান তাই করলেন না কেন।'

নিমেষের মধ্যে এট্টির সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ে ম্যাকমুর্দো।

'ঈশ্বরের দোহাই এট্টি, তাই হোক! কাকে কি কথা দিয়েছ তার জন্যে আমার আর তোমার দুটো জীবনই নষ্ট করবে নাকি? মন যা চায়, বিবেক যা বলে তাই করো, সখী! কথা যখন দিয়েছিলে, তখন কি জানতে, যা বলছ তার মানে কী? কাজেই এখন বিবেকই তোমাকে ঠিক পথ দেখাবে।'

বলিষ্ঠ বাদামি হাতে এট্টির ধবধবে সাদা দু-হাত আঁকড়ে ধরে ম্যাকমুর্দো।

'শুধু বলো তুমি আমার— তারপর কপালে যাই থাকুক না কেন লড়ে যাব পাশাপাশি।'

'এখানে নয় তো?'

'হ্যাঁ, এখানেই।'

'না, জ্যাক, না!' ম্যাকমুর্দোর বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়ে এট্টি! 'এখানে তা হতেই পারে না। অনেক দূরে কোথাও নিয়ে যেতে পারো না?'

মুহূর্তের জন্য যেন একটা দ্বন্দ্ব ভেসে যায় ম্যাকমুর্দোর মুখের ওপর দিয়ে— কিন্তু তা ক্ষণিকের দ্বন্দ্ব— পরক্ষণেই গ্র্যানাইট পাথরের মতো কঠিন হয়ে ওঠে মুখাবয়ব।

বলে, 'না, যা হবে এখানেই হোক। দুনিয়ার কারো ক্ষমতা নেই তোমাকে কেড়ে নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে। আমি তোমায় আগলাব— এইখানে— যেখানে আছি, সেইখানে।'

'একসঙ্গে দু-জনে পালিয়ে গেলে হয় না?'

'না, এট্টি। আমি পালাব না।'

'কিন্তু কেন?'

'তাড়া খেয়ে একবার যদি পালাই তো জীবনে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। তা ছাড়া ভয়টা কীসের? স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক আমরা। আমি যদি তোমাকে ভালোবাসি, আর তুমি যদি ভালোবাসো আমাকে— মাঝে আসবার মতো বুকের পাটা কারো আছে কি?'

'জ্যাক, তুমি জানো না। কদ্দিন-বা আর আছো এখানে। বলডুইনকে[৫] তুমি চেনো না। ম্যাকগিন্টি আর তার স্কোরারসদেরও চেনো না।'

'চিনি না, ডরাই না, তোয়াক্কা করি না! ডার্লিং, জীবনটা আমার খারাপ লোকের সঙ্গে কেটেছে। আমি তাদের ভয় পাইনি— তারাই আমাকে ভয় করতে শিখেছে। তোমার বাবা বললেন স্কোরারসরা নাকি অপরাধের পর অপরাধ করে যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে-খবর রাখে—

নাম-ধাম পর্যন্ত জানে— কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বিচার হয় না কেন বুঝি না? জবাব দাও এট্টি, বুঝিয়ে দাও।'

'সাক্ষী হবার মতো বুকের পাটা কারো নেই বলেই বিচার হয় না। এ-দুঃসাহস যে দেখাবে, এক মাসের বেশি আর তাকে বাঁচতে হবে না। তা ছাড়া ওদের নিজেদের লোক সবসময়ে তৈরি থাকে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে— গিয়ে বলে আসে অমুক সময়ে আসামি অকুস্থল থেকে অনেক দূরে ছিল। কিন্তু জ্যাক এসব তো তোমার পড়া উচিত। আমি তো জানি যুক্তরাষ্ট্রে সব খবরের কাগজেই এ নিয়ে লেখালেখি হয়েছে।'

'পড়েছি ঠিকই, তবে তা গল্প বলেই মনে হয়েছে। হয়তো কারণ আছে বলেই এরা এসব করে। হয়তো এ ছাড়া আর গতি নেই বলেই করে।'

'জ্যাক, এ-কথা তোমার মুখে শুনতে চাই না। ঠিক এইভাবেই কথা বলে— সেই আর একজন!'

'বলডুইন এই কথা বলে বুঝি?'

'সেইজন্যেই দু-চক্ষে দেখতে পারি না তাকে। জ্যাক, তবে শোনো আমার মনের কথা; ওকে আমি দেখতে পারি না ঠিকই— কিন্তু ভয় না-করেও পারি না। ভয়টা শুধু নিজের জন্যে নয়— বাবার জন্যেও বটে। আমার মনের কথা যদি বলে বসি তাহলে বাবার দুর্গতির আর সীমা থাকবে না। তাই ভাসা ভাসা কথা দিয়ে কোনোমতে ঠেকিয়ে রেখেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় নেই আমাদের। কিন্তু যদি আমাকে নিয়ে পালাও, বাবাকে নিয়ে এমন জায়গায় যাব যেখানে এই বদমাইশদের হাত কোনোদিনও পৌঁছোবে না।'

আবার সেই মানসিক দ্বন্দ্বের খেলা দেখা গেল ম্যাকমুর্দোর মুখের পরতে পরতে, গ্র্যানাইট কঠিন হয়ে উঠল প্রতিটি পেশি।

'এট্টি, কোনো ক্ষতি হবে না তোমার— তোমার বাবারও হবে না। বদমাইশ যাদের বলছ, শেষকালে হয়তো দেখবে তাদের চাইতে কোনো অংশে আমি কম যাই না।'

'না, জ্যাক, না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

তিক্ত হাসল ম্যাকমুর্দো।

'হায় রে, আমার সম্বন্ধে কত কমই-না জানো তুমি! মনে তোমার পাপ নেই, তাই বুঝতে পারছ না কী লড়াই চলছে আমার ভেতরে। কিন্তু দেখো তো কে এল?'

আচমকা দড়াম করে দরজা দুইটি হাট করে খুলে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকল একদল যুবক— ভাবখানা যেন এ-বাড়ির মালিক সে-ই। সুদর্শন, ম্যাকমুর্দোর মতোই বয়স আর গড়নপেটন— সেইরকমই বেপরোয়া, তুখোড়। চওড়া কিনারাওয়ালা মাথার টুপিটা পর্যন্ত খোলার দরকার মনে করেনি ছোকরা। টুপির তলায় সুশ্রী মুখের ভয়ংকর চোখ দুটো বর্বর চাহনি হেনে রয়েছে চুল্লির পাশে উপবিষ্ট যুগল মূর্তির দিকে। ছোকরার নাক বাজপাখির চঞ্চুর মতো টিকোলো, চোখ থেকে যেন দাপট ঠিকরে বেরুচ্ছে।

ভীষণ ভয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল এট্টি।

বললে, 'আসুন, মি. বলডুইন, আসুন। একটু আগেই এসে গেছেন। বসুন। খুব খুশি হলাম আপনাকে দেখে।'

পাছার ওপর দু-হাত রেখে পলকহীন চোখে ম্যাকমুর্দোর পানে চেয়ে রইল বলডুইন। জিজ্ঞেস করল কাটছাঁট গলায়, 'এ কে?'

'আমার বন্ধু, মি. বলডুইন— নতুন বোর্ডার। আসুন মি. ম্যাকমুর্দো আলাপ করিয়ে দিই মি. বলডুইনের সাথে।'

খেঁকি চোখে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানায় দুই যুবাপুরুষ।

শুধোয় বলডুইন, 'মিস এট্টির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিশ্চয় শোনা হয়ে গেছে?'

'আপনাদের মধ্যে আদৌ যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে, এটাই তো মাথায় ঢোকাতে পারছি না।'

'পারছেন না বুঝি? এবার পারবেন। আমার মুখেই তাহলে শুনে রাখুন— এ-ভদ্রমহিলা আমার— এবার সরে পড়ুন, সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন।'

'ধন্যবাদ। সান্ধ্যভ্রমণের মেজাজ নেই।'

'নেই বুঝি?' পাশবিক চোখজোড়া বিষম ক্রোধে যেন স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে, 'হাতাহাতির মেজাজ আছে মনে হচ্ছে, মি. বোর্ডার?'

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ম্যাকমুর্দো বললে হুংকার ছেড়ে, 'তা আছে। এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা বললেন— প্রাণ জুড়িয়ে গেল।'

'ভগবানের দোহাই, জ্যাক, ভগবানের দোহাই!' ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে ওঠে বেচারি এট্টি। 'জ্যাক, জ্যাক, ও তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে।'

'আরে সব্বোনাশ! এর মধ্যে 'জ্যাক' পর্যন্ত পৌঁছে গেছে?' বিশ্রী দিব্যি গেলে বলে বলডুইন। 'অনেকদূর গড়িয়েছে দেখছি?'

'টেড, মাথাটা ঠান্ডা করো— অত নিষ্ঠুর হোয়ো না। আমার দোহাই টেড, ভালো যদি বেসে থাকো আমায়— মনটাকে বড়ো করো, ক্ষমার চোখে দেখো!'

ঠান্ডা গলায় ম্যাকমুর্দো বললে, 'এট্টি তুমি একটু বাইরে গেলে দু-জনের মধ্যে মিটিয়ে নিতে পারতাম ব্যাপারটা। নয়তো, আমার সঙ্গে রাস্তায় আসতে পারেন মি. বলডুইন। রাতটা সুন্দর, এ-বাড়ির পরেই খানিকটা ফাঁকা মাঠও আছে।'

'আপনাকে শায়েস্তা করার জন্যে আমার হাত নোংরা করার দরকার হবে না', জবাব দিল শত্রুপক্ষ। 'শেষকালে আপশোস করে মরতে হবে এ-বাড়িতে পা দেওয়ার জন্যে।'

'সেটা এখনই হয়ে যাক না কেন।' গলার শির তুলে বললে ম্যাকমুর্দো।

'মিস্টার, আমার যখন সময় হবে, তখন আসব— আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। দেখুন!' আচমকা জামার আস্তিন গুটিয়ে দেখালে একটা অদ্ভুত চিহ্ন। চামড়ার ওপর যেন দাগিয়ে আঁকা। বৃত্তের মাঝে একটা ত্রিভুজ। 'মানে জানেন?'

'জানি না, পরোয়াও করি না!'

'জানবেন, শিগ্‌গিরই জানবেন। কথা দিয়ে গেলাম। বেশি দেরি লাগবে না। মিস এট্টির কাছেও এর মানে কিছু কিছু শুনবেন'খন।— এট্টি, পায়ে ধরতে হবে আমার কাছে আসার জন্যে এই বলে দিলাম। কথাটা কানে ঢুকেছে? পায়ে ধরতে হবে! তখন বুঝিয়ে দেব শাস্তি কাকে বলে। যা করেছ তার পুরস্কার না-পেলে চলে কি? পুরস্কার আমি দেব।' জ্বলন্ত চোখে

দু-জনের পানে তাকিয়ে বোঁ করে পেছন ফিরে বেরিয়ে গেল বলডুইন— দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে।

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইল ম্যাকমুর্দো আর এট্টি। তারপর দু-হাতে ম্যাকমুর্দোকে জড়িয়ে ধরল এট্টি।

'জ্যাক, এত সাহস তোমার। কিন্তু ওতে কোনো কাজ হবে না, জ্যাক— পালাও! আজ রাতেই পালাও— হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ রাতেই! এ ছাড়া বাঁচবার আর পথ নেই। ও তোমায় প্রাণে মারবে। ওর চোখ দেখেই বুঝেছি তোমার আর রক্ষে নেই। তুমি একা, ওরা জন বারো— বস ম্যাকগিন্টি আর লজের সমস্ত শক্তি ওদের পেছনে— পারবে না, জ্যাক, পারবে না।'

বাহুমুক্ত হয়ে এট্টির মুখচুম্বন করল ম্যাকমুর্দো— আলগোছে ঠেলে বসিয়ে দিল চেয়ারে।

'সখী, আমার জন্যে ভয় পেয়ো না, মাথা খারাপ কোরো না। আমি নিজে ফ্রিম্যান— একই সমিতির সদস্য। তোমার বাবাকেও বলেছি। ওদের চেয়ে ভালো নাও হতে পারি— তাই বলছি আমাকে সাধুসন্ত ঠাউরে বোসো না। আমিও শেষ পর্যন্ত চক্ষুশূল হয়ে উঠতে পারি— অনেক বলে ফেললাম।'

'তুমি আমার চক্ষুশূল হবে? বেঁচে যতক্ষণ থাকব, ততক্ষণ তোমাকে ঘৃণা করতে আমি পারব না। শুনেছি, ফ্রিম্যান হওয়াটা এখানেই কেবল অপরাধ— অন্য কোথাও নয়। কাজেই তোমাকে খারাপ ভাবব কেন? কিন্তু জ্যাক, তুমি যদি ফ্রিম্যানই হও তো এখুনি গিয়ে বস ম্যাকগিন্টির সঙ্গে ভাব জমিয়ে নাও! তাড়াতাড়ি যাও জ্যাক, তাড়াতাড়ি যাও। আগে গিয়ে তোমার কথা বলো, নইলে কুত্তার দল লেগে যাবে তোমার পেছনে।'

ম্যাকমুর্দো বললে, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। এখুনি গিয়ে কাজ পাকা করে নিচ্ছি। বাবাকে বলে দিয়ো আজ রাত্রে এখানেই শোব— কাল সকালে অন্য জায়গা খুঁজে নেব।'

ম্যাকগিন্টির সেলুনে মদের আড্ডা রোজকার মতো আজও জমজমাট। শহরের যত বদমাশের প্রিয় জায়গা এই সেলুন। ম্যাকগিন্টি নিজেও খুব জনপ্রিয় ওর কর্কশ আমুদে স্বভাবের জন্য— আসলে ওটা বাইরের মুখোশ— ভেতরকার অনেক কিছু রেখেঢেকে দেওয়ার প্রয়াস। জনপ্রিয়তা ছাড়াও লোকে তাকে ভয় করে। শহরের প্রত্যেকে তো বটেই, তিরিশ মাইলব্যাপী উপত্যকার সর্বত্র, এমনকী দু-পাশের পাহাড়ের ওপাশেও যারা থাকে— ম্যাকগিন্টির নামে কেঁপে ওঠে। এই কারণেই তার মদের আড্ডা এত সরগরম— কেননা ম্যাকগিন্টির বিরাগভাজন হয়ে বা তার পৃষ্ঠপোষকতা উপেক্ষা করে থাকার মতো বুকের পাটা এ-তল্লাটে কারুর নেই।

লোকটার গুপ্ত শক্তি আছে— বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানে নির্দয়ভাবে এই শক্তির প্রয়োগ করতে তিলমাত্র দ্বিধা সে করে না। এ ছাড়াও সে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, জনগণের বরণীয় প্রতিনিধি, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর এবং পথ কমিশনার। এ-পদে সে এসেছে গণভোটের জোরে এবং ভোট দিয়েছে মার্কামারা বদমাইশদের দল— কৃপালাভের প্রত্যাশায়। ট্যাক্স আর ডিউটি আকাশছোঁয়া, অথচ জনগণের কাজকর্ম সম্পূর্ণ উপেক্ষিত— দুর্নামের ধার ধারে না ম্যাকগিন্টি। হিসাব পরীক্ষকদের মোটা ঘুস খাইয়ে হিসাবের গোঁজামিল চাপা দিয়ে রাখে। সুধী নাগরিকরা প্রাণের ভয়ে নিঃসীম আতঙ্কে পাবলিক ব্ল্যাকমেলিংয়ের টাকা গুনে দেয়

কড়ায়-গণ্ডায়। টুঁ শব্দটি করতে পারে না। সাংঘাতিক দুর্দৈবের ভয়ে। এই কারণেই বছর বছর বস ম্যাকগিন্টির হিরের পিন আরও বেশি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সোনার চেন আরও বেশি ভারী হয়েছে, মানিব্যাগ দিনকে দিন আরও পেটমোটা হয়েছে। সেলুনটাও ক্রমশ আকারে লম্বা হতে হতে মার্কার স্কোয়ারের পুরো একটা দিকই প্রায় দখল করে নিতে বসেছে।

সেলুনের দুলন্ত দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ম্যাকমুর্দো। লোক গিজগিজ করছে ভেতরে, তামাকের ধোঁয়া আর সুরার গন্ধে ভারী বাতাস। অত্যুজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করেছে চারিদিক, মোটা গিল্টি করা প্রকাণ্ড দর্পণ ঝুলছে প্রতিটি দেওয়ালে— চটকদার আলোর সহস্র প্রতিফলনে ঘরে যেন সহস্র সূর্য জ্বলছে। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে জনাকয়েক মদ্য পরিবেশক পুরু ধাতুর চাদর দিয়ে মোড়া বার কাউন্টারের ভেতরে মদ ঢালা নিয়ে ব্যস্ত— কাউন্টার ঘিরে মদের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছে সুরাসক্তরা। কাউন্টার ঘিরে ভর দিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ আকৃতির পুরুষ— ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে রয়েছে একটা জ্বলন্ত চুরুট— স্বনামধন্য ম্যাকগিন্টি স্বয়ং দাঁড়িয়ে কাউন্টারে। লম্বা কালো কেশর দেখে মনে হয় যেন একটা দানব বিশেষ। হনু পর্যন্ত ঢাকা কালো দাড়িতে। দাঁড়কাক কালো-চুল লুটোচ্ছে কলারের ওপর। ইটালিয়ানদের মতোই শ্যামবর্ণ গায়ের রং। চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের কুচকুচে কালো— চাহনি সামান্য ট্যারা হওয়ার ফলে মুখখানা কেমন যেন কুটিল। এ ছাড়া লোকটার সবকিছুই মন কেড়ে নেওয়ার মতো। চালচলন সম্ভ্রান্ত, আকৃতি নিখুঁত, কথাবার্তা প্রাণখোলা— প্রত্যেকের সঙ্গেই হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে যেন এক হয়ে যাচ্ছে। যে কেউ দেখলেই বলবে, এ তো দেখছি রুক্ষ কিন্তু সরল, সজ্জন পুরুষ— কথাবার্তা কাঠখোট্টা হলেও ভেতরটা খাঁটি। কিন্তু মিশমিশে কালো, অনুতাপহীন নিতল চক্ষুর দৃষ্টি যার ওপর পড়ে, তার কলজে পর্যন্ত শুকিয়ে যায় নামহীন আতঙ্কে— শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে উপলব্ধি করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্ত পৈশাচিকতার অনন্ত সম্ভাবনা— শক্তি, সাহস, আর ধূর্ততার ফলে তা সহস্রগুণ বেশি মারাত্মক।

খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হলে নিজস্ব উদ্ধত বেপরোয়া ভঙ্গিমায় কনুইয়ের গুঁতো মেরে ভিড় ঠেলে ম্যাকগিন্টির দিকে গেল ম্যাকমুর্দো। শক্তিমান গুরুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে স্তাবকের দল। রসের অতি ছোট্ট হাসির কথাতেই অট্টহেসে ঘর ফাটিয়ে দিচ্ছে। এদেরও কনুইয়ের গুঁতোয় দু-পাশে সরিয়ে দিয়ে একদম সামনে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাকমুর্দো। নিমেষে মিশমিশে কালো মৃতবৎ দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল নবাগত তরুণের ধূসর সাহসিক দুই চোখের ওপর— চশমার কাচের মধ্য দিয়ে নির্ভীক চোখে চেয়ে রইল নবাগত নিজেও।

'ইয়ংম্যান, আপনার মুখ তো মনে করতে পারছি না।'

'আমি এখানে নতুন মি. ম্যাকগিন্টি।'

'ভদ্রলোকের উপযুক্ত উপাধিটা না-বলার মতো নতুন নিশ্চয় নয়?'

'ইয়ংম্যান উনি কাউন্সিলর ম্যাকগিন্টি', পেছন থেকে শোনা গেল একটা কণ্ঠস্বর।

'দুঃখিত কাউন্সিলর। এ-অঞ্চলের কিছুই আমি জানি না। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।'

''এই তো বেশ দেখা হয়ে গেল। যা দেখছেন, আমি ঠিক তাই। কীরকম মনে হয় আমাকে?'

'সবে তো এলাম। আপনার শরীরের মতো হৃদয়টাও যদি বড়ো হয়, মুখের মতো মনটাও যদি নিখুঁত হয়— তাহলে বেশি আর কিছুই চাইব না।' বললে ম্যাকমুর্দো।

'আরেব্বাস! মাথার মধ্যে আইরিশ জিভ ঢুকিয়ে বসে আছেন দেখছি,' সাক্ষাৎপ্রার্থীর ঔদ্ধত্য দেখে ঠিক কী বলা উচিত ভেবে পায় না ম্যাকগিন্টি। মর্যাদা বজায় রেখে গম্ভীর হবে, না, হেসে জবাব দেবে? ''আমার শরীরটা তাহলে মনে ধরেছে?'

'নিশ্চয়', বলে ম্যাকমুর্দো।

'আপনাকে বলা হয়েছিল আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'কে বলেছিল?'

'ভারমিসার ৩৪১ নম্বর লজের ব্রাদার স্ক্যানল্যান। কাউন্সিলর, আপনার স্বাস্থ্যপান করছি— আমাদের পরিচয় যেন আরও নিবিড় হয়।' মদের গেলাস হাতে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল একজন। এখন সেই গেলাস ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে কড়ে আঙুল উঁচু করে ধরল ম্যাকমুর্দো এবং পান করল এক নিঃশেষে।

সংকীর্ণ চোখে যুবাপুরুষকে নিরীক্ষণ করছিল ম্যাকগিন্টি। মিশমিশে কালো দুই ভুরু তুলে এখন বললে, 'আচ্ছা, এই ব্যাপার। তাহলে আপনাকে আরও একটু ভালো করে জানা দরকার মিস্টার—'

'মি. ম্যাকমুর্দো।'

'একটু ভালো করে, আরও একটু কাছ থেকে আপনাকে দেখা দরকার। এ-তল্লাটে মুখের কথায় কাউকে আমরা বিশ্বাস করি না, শুধু বিশ্বাসের ওপর সব কিছু ছেড়ে দিই না। বারের পেছনে এদিকে একটু আসুন, ইয়ংম্যান।'

ছোট্ট একটা ঘরের ভেতরে ম্যাকমুর্দোকে নিয়ে গিয়ে সতর্কভাবে দরজা বন্ধ করল ম্যাকগিন্টি। ঘরের চারদিকে লাইন দিয়ে সাজানো পিপে। নিজে বসল একটা পিপের ওপর। রক্তহিম-করা সেই চাহনি মেলে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে নিরীক্ষণ করে গেল নবাগতকে— চিন্তামগ্নভাবে কেবল চিবিয়ে চলল চুরুটের গোড়া। মিনিট দু'য়েক বসে রইল এইভাবে— একটা কথাও বলল না।

উৎফুল্লভাবে পর্যবেক্ষণ-পর্ব দেখছিল ম্যাকমুর্দো। একহাত কোটের পকেটে, আর একহাত তা দিচ্ছে বাদামি গোঁফে। আচম্বিতে ভীষণদর্শন একটা রিভলবার তুলে ধরল ম্যাকগিন্টি।

বললে, 'ওহে জোকার, এটা দেখে রাখো। ইয়ার্কি মারতে এসেছ যদি বুঝতাম, এক গুলিতেই পরলোকে পৌঁছে দিতাম।'

'স্বাগতমটা অদ্ভুত রকমের হয়ে গেল না?' মর্যাদা-গম্ভীর কণ্ঠে বললে ম্যাকমুর্দো। 'নতুন ব্রাদারকে এভাবে অভ্যর্থনা জানানো ফ্রিম্যানদের লজের বডিমাস্টারের পক্ষে কি শোভন?'

'আরে সেইটাই তো প্রমাণ করতে চাইছিলাম আমি', বললে ম্যাকগিন্টি। 'ফেল করলে ভগবান ছাড়া আপনাকে কেউ রক্ষে করতে পারত না। কোন লজের মেম্বার?'

'লজ ২৯, শিকাগো।'

'কবে?'

'২৪ জুন, ১৮৭২।'

'বডিমাস্টার কে?'

'জেমস এইচ স্কট।'

'জেলাশাসক কে?'

'বার্থোলোমিউ উইলসন।'

'কথায় খুব চৌকস দেখছি। এখানে কী করা হয়?'

'আপনাদের মতোই একটা কাজ নিয়ে আছি— তবে আয় কম।'

'উত্তরগুলো খুব ঝটপট দিয়ে যাচ্ছেন দেখছি।'

'তা ঠিক। কথা বলি খুব তাড়াতাড়ি।'

'হাত-পা-গুলোও কি তাড়াতাড়ি চলে?'

'যারা আমাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে তারা ওইরকমই বলে বটে।'

'শিগ্‌গিরই সে-মহড়া নেওয়া যাবে'খন। এ-অঞ্চলের লজ সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন?'

'শুনেছি পুরুষ যে, সেই শুধু ব্রাদার হতে পারে এখানে।'

'মি. ম্যাকমুর্দো, কথাটা আপনার বেলায় খাটে। শিকাগো ছাড়লেন কেন?'

'আপনাকে বলতে পারব না।'

চোখের পাতা পুরো খুলে গেল ম্যাকগিন্টির। এভাবে কথা শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। সকৌতুকে বলে, 'আমাকে বলবেন না কেন?'

'ব্রাদার হয়ে ব্রাদারকে মিথ্যে বলতে পারব না বলে।'

'সত্যিটা তাহলে এতই খারাপ যে মুখে আনা যায় না?'

'সেইরকম দাঁড়াচ্ছে।'

'মিস্টার, অতীত যে ঢেকে রাখে, তাকে তো লজে ঢুকতে দিতে পারি না।' তারপর ভেতরের পকেট থেকে টেনে বার করে একটা খবরের কাগজের কাটিং।

বলে, 'ফাঁস করে দেবেন না তো?'

'চড়িয়ে গাল ফাটিয়ে দেব ফের যদি ওইভাবে কথা বলবেন!' রুদ্রকণ্ঠে বললে ম্যাকগিন্টি।

কুণ্ঠিতভাবে ম্যাকমুর্দো বললে, 'মাপ করবেন, কাউন্সিলর। না-ভেবেই বলে ফেলেছি। আমি জানি আপনার আশ্রয়ে আমি কত নিরাপদ। কাটিংটা পড়ুন।'

পড়ল ম্যাকগিন্টি। গুলি করে মানুষ খুনের খবর। চুয়াত্তরের নববর্ষের প্রথম সপ্তাহে শিকাগোর মার্কেট স্কোয়ারের লেক সেলুনে জোনাস পিন্টোকে কীভাবে গুলি করে মারা হয়েছে, চাঞ্চল্যকর সেই বিবরণ।

কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে শুধোয় ম্যাকগিন্টি, 'আপনার কীর্তি?'

মাথা হেলিয়ে সায় দেয় ম্যাকমুর্দো।

'কেন গুলি করলেন?'

'আঙ্কল স্যাস ডলার বানাত, আমি সাহায্য করতাম। ওর মতো অত ভালো না-হলে খরচ কম পড়ত, দেখতেও ভালো। পিন্টো মাল ছাড়তে সাহায্য করেছিল আমাকে—'

'কী করতে?'

'বাজারে আমার তৈরি ডলার ছড়িয়ে দিতে। তারপরে বললে অন্য দল করবে। করেও ছিল হয়তো। অত খতিয়ে দেখবার সময় পাইনি। খুন করে কয়লা উপত্যকায় পালিয়ে এসেছি।'

'কয়লা উপত্যকায় কেন?'

'কাগজে পড়েছিলাম ওসব নিয়ে এখানে কেউ খুব একটা মাথা ঘামায় না।'

হেসে ওঠে ম্যাকগিন্টি।

'প্রথমে টাকা জাল করেছেন, তারপর মানুষ খুন করেছেন। তারপর এদেশে এসেছেন এই ভেবে যে গলায় মালা দিয়ে বরণ করব বলে?'

'অনেকটা সেইরকমই দাঁড়াচ্ছে বটে,' জবাব দিল ম্যাকমুর্দো।

'আপনাকে দিয়ে অনেক কিছুই হবে দেখেছি। ডলার এখনও বানাতে পারেন?'

পকেট থেকে ছ-টা ডলার বার করে ম্যাকমুর্দো। বলে, 'ওয়াশিংটন ট্যাঁকশালের[৬] তৈরি নয়।'

'বলেন কী!' গরিলার হাতের মতো প্রকাণ্ড, লোমশ হাতে ডলারগুলো নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরে ম্যাকগিন্টি। 'তফাত তো কিছু দেখছি না! আপনি তো দেখছি দারুণ কাজের হবেন ব্রাদার। দোস্ত ম্যাকমুর্দো, এক আধটা বদলোকের টক্কর আমরা দু-জনে নিতে পারব—এই বলে দিলাম আপনাকে। আমাদের কোণঠাসা করতে চায় অনেকেই— এখন থেকেই হঠাতে আরম্ভ না করি তো আমাদের অবস্থা সঙিন হয়ে উঠতে পারে।'

'নিশ্চয়, অন্য স্যাঙাতের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমিও রাস্তা সাফ করে দিতে পারি।'

'আপনার ধাত খুব শক্ত! চোখের পাতা একটুও কাঁপেনি পিস্তল দেখে।'

'আমার প্রাণ তো যেত না।'

'তবে কার যেত?'

'আপনার, কাউন্সিলর।' খাটো, পুরু ওভারকোটের পাশ-পকেট থেকে ট্রিগার তোলা পিস্তল টেনে বার করে ম্যাকমুর্দো। 'নলটা গোড়া থেকেই আপনার দিকেই ফেরানো ছিল। আপনার গুলি চলার সঙ্গে আমারও গুলি।'

রেগে লাল হয়ে গেল ম্যাকগিন্টি। পরক্ষণেই ফেটে পড়ল প্রচণ্ড অট্টহাসিতে।

বললে, 'স্পর্ধা তো কম নয়। অনেক বছর এমনি আতঙ্কর সাথে মোলাকাত ঘটেনি। লজের বুক দশহাত হবে আপনাকে পেয়ে। কী চাই? পাঁচ মিনিটও কি নিরিবিলিতে কথা বলতে দেবে না ভদ্রলোকের সঙ্গে? নাক না-গলালেই কি নয়?"

মুখ-টুখ লাল করে ফেলল মদ্য-পরিবেশক।

'দুঃখিত, কাউন্সিলর। কিন্তু এই মুহূর্তে মি. টেড বলডুউন্ দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।'

খবর দেওয়ার আর দরকার ছিল না। পরিচালকের কাঁধের ওপর দেখা গেল টেড বলডুইনের দৃঢ়সংবদ্ধ নির্মম মুখখানা। ঠেলে তাকে বাইরে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল নিজেই।

জ্বলন্ত চোখে ম্যাকমুর্দোকে প্রায় দগ্ধ করে বললে রুক্ষকণ্ঠে, 'আমার আগেই আসা হয়েছে দেখছি! কাউন্সিলর, এই লোকটা সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

বজ্রকণ্ঠে বললে ম্যাকমুর্দো, 'এখানেই বলা হোক— আমার সামনে।'

'আমার খুশিমতো, আমার সময়মতো বলব।'

পিপে থেকে নামতে নামতে ম্যাকগিন্টি বললে, 'আরে ছিঃ ছিঃ। এসব চলবে না। বলডুইন, নতুন ব্রাদারের সঙ্গে এমনি ব্যবহার তো আমাদের মানায় না! নাও, হাত মিলিয়ে মিটমাট করে নাও।'

'ককখনো না!' জ্বলে উঠল বলডুইন।

ম্যাকমুর্দো— 'আমি যদি অন্যায়ই করে থাকি, লড়ে মিটিয়ে নিতে বলেছি। ঘুসির লড়াই লড়তে পারি, ইচ্ছে করলে অন্য যেকোনো ভাবেও লড়ে যেতে পারি। কাউন্সিলর, এবার বডিমাস্টার হয়ে বিচার করুন অন্যায়টা কার।'

—'ব্যাপারটা কী নিয়ে?'

'একটি মেয়েকে নিয়ে। তার পছন্দ-অপছন্দর ওপর কারো হাত চলে না।'

'তাই কি?' চিলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে বলডুইন।

বস বললে, 'একই লজের দুই ব্রাদারের মধ্যে এ-ঘটনা ঘটলে বলব নিষ্পত্তির ভারটা মেয়েটির ওপরেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

'এই বুঝি আপনার বিচার হল?'

'হ্যাঁ, এই আমার বিচার,' দুই চোখে ক্রূর ইঙ্গিত এনে বলে ম্যাকগিন্টি 'টেড বলডুইনের কি তাতে আপত্তি আছে?'

'জীবনে যাকে কখনো দেখেননি, তার জন্যে গত পাঁচবছর যে আপনার পাশে পাশে থেকেছে তাকে ঠেলে ফেলে দিলেন? জ্যাক ম্যাকগিন্টি, আপনি তো জন্মের মতো বডিমাস্টার হতে আসেননি, এরপর যখন ভোটাভুটি হবে—'

বাঘের মতো লাফিয়ে গেল কাউন্সিলর। খামচে ধরল টেড বলডুইনের টুঁটি এবং এক ঝটকায় শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেলে দিলে পিপের ওপর। ম্যাকমুর্দো বাধা না-দিলে উন্মত্ত ক্রোধে বলডুইনকে গলা টিপে মেরেই ফেলত মাকগিন্টি।

ম্যাকমুর্দো তাকে টেনে সরাতে সরাতে বললে চিৎকার করে, 'করছেন কী কাউন্সিলর! ঠান্ডা হোন।'

টুঁটি ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল ম্যাকগিন্টি। টলতে টলতে, কাঁপতে কাঁপতে, খাবি খেতে খেতে কোনোমতে পিপের ওপর উঠে বসল বলডুইন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখনও কাঁপছে থরথরিয়ে। ভয়াবহ আতঙ্ক ফুটে উঠেছে মুখের রেখায় রেখায়— নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলে এইরকমই চেহারা হয় মুখের।

বিশাল বুকখানা হাপরের মতো উঠিয়ে নামিয়ে বজ্রনাদে বললে ম্যাকগিন্টি, 'অনেকদিন ধরেই দেখছি বড্ড বেড়েছ তুমি, টেড বলডুইন, ভোটে আমাকে হারিয়ে বডিমাস্টার হওয়ার সাধ হয়েছে তাই না? লজ বিচার করবে, কে হবে না হবে। কিন্তু আমি যদ্দিন চিফ থাকব, তদ্দিন আমার মুখের ওপর কথা বলতে, আমার বিচার নিয়ে বেঁকা কথা বলতে কাউকে দেব না।'

গলায় হাত বুলোতে বুলোতে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে বলডুইন, 'আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই, বস।'

মুহূর্তের মধ্যে আবার সেই রুক্ষ কিন্তু সরল আমুদে মেজাজে ফিরে এল ম্যাকগিন্টি। বললে, 'তাহলে তো মিটেই গেল। আগের মতোই ফের বন্ধু হয়ে গেলাম সবাই।'

তাক থেকে এক বোতল শ্যাম্পেন নামিয়ে ছিপি খুলল। তিনটে উঁচু গেলাসে ঢালতে ঢালতে বললে, 'এসো, সবাই ঝগড়া মিটিয়ে নেওয়ার মদ্যপান করা যাক। জানোই তো লজের নিয়ম, এরপর আর কারো রক্তে বিষ থাকার কথা নয়। এসো, বাঁ হাত রাখো আমার কণ্ঠায়। টেড বলডুইন, রাগ কেন?'

'আকাশ বড়ো মেঘলা,' জবাব দিলে বলডুইন।

'কিন্তু আকাশ তো এবার ঝলমলে হবে— জন্মের মতো।'

'আমিও শপথ নিলাম সেইমতো।'

মদ্যপান করল তিন জনে। একই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যেতে হল বলডুইন আর ম্যাকমুর্দোকেও।

দু-হাত ঘষে সোল্লাসে বললে ম্যাকগিন্টি, 'কালো রক্ত খতম হয়ে গেল এইখানেই। ব্রাদার ম্যাকমুর্দো, আজ থেকে তুমি লজের নিয়মানুবর্তিতার অধীন হলে। যদি অন্যথা হয়, ব্রাদার বলডুইন জানে, কঠোর হাতে হবে তার শাস্তি।'

'বিশ্বাস রাখুন আমার ওপর', বলডুইনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে ম্যাকমুর্দো। 'আমি যেমন হঠাৎ ঝগড়া করি, তেমনি হঠাৎই মিটিয়ে নেই— মনেও রাখি না। লোকে বলে আমার রগচটা আইরিশ রক্তের জন্যেই এমনি হয়। জানবেন আমার মনে আর রাগ নেই। ভেতর পরিষ্কার হয় গেল।'

হাত বাড়িয়ে ধরেছে ম্যাকমুর্দো, ভয়ানক বসের কুচুটে চক্ষুও নিবদ্ধ বলডুইনের ওপর— কাজেই হাতে হাত মেলাতে হল তাকে। কিন্তু অন্ধকার মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল, ম্যাকমুর্দোর কথায় সে ভেজেনি।

সশব্দে দু-জনের কাঁধে চাপড় মারল ম্যাকগিন্টি।

'ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, যত নষ্টের গোড়া এই মেয়েগুলো। আমারই দুই চ্যালার মাঝে জুটেছে এই মেয়ে। একেই বলে পাথরচাপা কপাল। কিন্তু ছুঁড়িটাই মেটাক ঝামেলা— ওসব কাজ বডিমাস্টারের নয়। মেয়ে ছাড়াই এত ঝঞ্ঝাট, আর নয়। ব্রাদার ম্যাকমুর্দো, লজ ৩৪১-এ নাম লিখিয়ে নিয়ো। শিকাগোর নিয়মে আমরা চলি না— আমাদের কাজকারবার একেবারেই আলাদা। আমাদের অধিবেশন বসে শনিবার রাতে। ভারমিস উপত্যকায় স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার চিরকালের ছাড়পত্র পাবে ওই মিটিংয়েই— এসো কিন্তু।'

১০। লজ ৩৪১, ভারমিসা

এতসব চাঞ্চল্যকর ঘটনা যে-রাতে ঘটল, তার পরেই ম্যাকমুর্দো বৃদ্ধ জ্যাকব শ্যাফটারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে এল শহরের একদম শেষে বিধবা ম্যাকনামারার আস্তানায়। এর কিছুদিন পরেই ট্রেনের বন্ধু স্ক্যানল্যান চলে এল ভারমিসায়, উঠল সেই আস্তানাতেই, একসাথেই রইল

দু-জনে। আর কোনো বোর্ডার ছিল না সেখানে। গৃহকর্ত্রী নিজেও খুব উদার প্রকৃতির বৃদ্ধা, আইরিশ মহিলারা যেমন হয়, তাই। ওদের ব্যাপারে নাক গলায় না কখনোই। ওরাও তাই চায়। যখন যা খুশি বলার স্বাধীনতা বা কিছু করার স্বাধীনতা ছিল। পুরোপুরি— জীবনে যাদের গুপ্ত রহস্য থাকে— এ-দুটি স্বাধীনতা তাদের একান্তই দরকার। একটা সুবিধে অবশ্য করে দিয়েছে শ্যাফটার। খিদে পেলে যদি তার আস্তানায় যাওয়ার ইচ্ছে হয়, তাহলে আসতে পারে ম্যাকমুর্দো। কাজেই এট্টির সঙ্গে তার মেলামেশায় ভাটা পড়েনি। বরং জোয়ার এসেছে। যতই দিন গিয়েছে, ততই দু-জনে দু-জনের আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। সম্পর্ক আরও নিবিড়, আরও মধুময় হয়েছে। নতুন আস্তানার শোবার ঘরে নির্বিঘ্নে জাল টাকার ছাঁচ বার করে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল ম্যাকমুর্দো। নানা অছিলায় চুপিসারে লজের ব্রাদাররা আসত সেখানে, মেকি মুদ্রার কিছু কিছু নমুনা পকেটে নিয়ে যেত— সুনিপুণ কৌশলে জাল করার ফলে সে-টাকা বাজারে চালাতে তিলমাত্র বেগ পেতে হত না কাউকে। এইরকম মহাগুণের অধিকারী হয়েও, আশ্চর্য এই শিল্পকে আয়ত্ত করা সত্ত্বেও ম্যাকমুর্দো কেন যে দিনভোর বাজে চাকরি নিয়ে মেতে আছে, এ-রহস্য দিবানিশি পীড়িত করেছে সঙ্গীদের। কেউ অবিশ্যি জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দিয়েছে এইভাবে যে, চোখে পড়ার মতো কাজ-টাজ না-নিয়ে থাকলে পুলিশের নেকনজর পড়তে কতক্ষণ।

একজন পুলিশের লোক তো সত্যি সত্যিই পেছনে পড়েছিল। কিন্তু কপাল ভালো তাই ঘটনাটায় ক্ষতির বদলে লাভই বরং হয়েছে ম্যাকমুর্দোর। প্রথম মোলাকাতের পর থেকে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই ম্যাকগিন্টির সেলুনে গিয়ে 'বয়'দের সঙ্গে আলাপ জমাত ম্যাকমুর্দো। উপত্যকার উপদ্রব বিপজ্জনক এই দুর্বৃত্তদের মজা করে 'বয়' নামেই ডাকার রেওয়াজ ছিল লজের স্যাঙাতদের মধ্যে। বেপরোয়া আচার আচরণ এবং নির্ভয়ে কথা বলার সাহসিকতা তাকে আরও প্রিয় করে তুলেছিল সঙ্গীসাথিদের মধ্যে। প্রতিপক্ষকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অতি দ্রুত 'ডেঁটে' দেওয়ার ওর নিজস্ব পদ্ধতির জন্যেও নীচের মহলে নামডাক ছড়িয়েছে প্রচুর— মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ে যারা থাকে তাদের কাছে এ-গুণের কদর আছে। এরপর আর একটা ঘটনার পর এদের চোখে আরও উঁচু শ্রদ্ধার আসন পেয়ে গেল ম্যাকমুর্দো।

একদিন রাতের ঘটনা। সেলুনে তিলধারণের জায়গা নেই। হঠাৎ খুলে গেল দরজা। গটমট করে ভেতরে এল মোলায়েম নীলরঙের ইউনিফর্ম পরা একটি লোক— মাথায় কোল অ্যান্ড আয়রন পুলিশের চূড়া-উঁচু টুপি। সংঘবদ্ধ গুন্ডামির ফলে সাধারণ পুলিশ অসহায় হয়ে পড়ছে দেখে বিশেষ এই আরক্ষাবাহিনিকে সৃষ্টি করেছে উপদ্রুত অঞ্চলের রেল আর কয়লাখনির মালিকরা। সিভিল পুলিশকে সাহায্য করাই এদের কাজ। জেলাব্যাপী আতঙ্কের অবসান ঘটানো এদের লক্ষ্য। লোকটা ঘরে ঢুকতেই চেঁচামেচি কমে এল, ফিসফাস আরম্ভ হয়ে গেল, কৌতূহলী চক্ষু সেদিকে নিবদ্ধ হল। কিন্তু আতঙ্ক-উপত্যকায় পুলিশের লোক আর বদমাশ গুন্ডার মধ্যে সম্পর্কটা এমন অদ্ভুত পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ম্যাকগিন্টি নিজেও বার-কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসা পুলিশ ইনস্পেকটরকে দেখে আশ্চর্য হল না।

কাউন্টারে এসে বললে পুলিশ অফিসার, 'কনকনে রাত— দেখি একটা সোডা ছাড়া হুইস্কি। কাউন্সিলর, আগে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না?'

'আপনিই নিশ্চয় নতুন ক্যাপ্টেন?' শুধোয় ম্যাকগিন্টি।

'ধরেছেন ঠিক, কাউন্সিলর। শহরের আইনরক্ষায় আপনার সাহায্য চাই, শীর্ষস্থানীয় নাগরিকদের সহযোগিতাও চাই। আমার নাম ক্যাপ্টেন মার্ভিন— কোল অ্যান্ড আয়রনের ক্যাপ্টেন মার্ভিন।'

হিমশীতল স্বরে ম্যাকগিন্টি বললে, 'ক্যাপ্টেন, আপনি না-এলেই বরং ভালোভাবে শান্তিরক্ষা করতে পারতাম। শহরের পুলিশ তো রয়েছেই— আমাদেরই পুলিশ— বাইরে থেকে আমদানি করা পুলিশের দরকার দেখি না। আপনি তো এসেছেন ধনিকগোষ্ঠীর ভাড়াটে যন্ত্র হিসেবে— গরিব নাগরিকদের হয় পিটিয়ে নয় গুলি করে বাহবা কিনবেন বলে।'

সকৌতুকে বললে পুলিশ অফিসার, 'বেশ, বেশ, তা নিয়ে আর তর্কের মধ্যে যেতে চাই না। আমরা তো চাই চোখে যা দেখব, কর্তব্যও করব সেইভাবে। কিন্তু চোখের দেখাটাই যে সবার সমান হয় না।' গেলাস খালি করে যাবার জন্যে ফিরেছে অফিসার, এমন সময়ে চোখ পড়ল জ্যাক ম্যাকমুর্দোর ওপর। ঠিক পাশেই ভ্রূকুটি হেনে দাঁড়িয়ে ছিল সে। 'আরে! আরে!' ম্যাকমুর্দোকে দৃষ্টিশরে যেন বিদ্ধ করে ফেলে অফিসার, 'এই তো অনেকদিনের চেনা একজন বেরিয়ে গেল।'

তফাতে সরে এল ম্যাকমুর্দো।

বললে, 'জীবনে আপনার বন্ধু ছিলাম না, ছুঁচো টিকটিকিদের সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব কীসের?'

কাষ্ঠ হেসে অফিসার বললে, 'চেনা মানেই যে বন্ধু হবে কে বলছে? তুমি শিকাগোর জ্যাক ম্যাকমুর্দো— অস্বীকার করতে পারো?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাকমুর্দো।

'অস্বীকার করতে যাব কোন দুঃখে? নিজের নাম বলতে লজ্জায় মরে যাব ভেবেছেন নাকি?'

'কারণ আছে হে, জবর কারণ আছে।'

দু-হাত মুঠি পাকিয়ে সিংহগর্জন করল ম্যাকমুর্দো, 'মানে? কী বলতে চান আপনি?'

'জ্যাক, ওসব গলাবাজিতে আমি ধসকাই না। কয়লার গাদায় আসার অনেক আগে শিকাগোয় অফিসার ছিলাম অনেকদিন। শিকাগোর বদমাশকে দেখেই চেনবার ক্ষমতা আমার আছে।'

মুখ ঝুলে পড়ল ম্যাকমুর্দোর।

'আপনিই কি শিকাগো সেন্ট্রালের মার্ভিন!'

'আজ্ঞে, তোমার সেবায় আবার এসেছি সেই টেডি মার্ভিন! জোনাস পিন্টোকে গুলি করে মারার ঘটনা এখনও আমরা ভুলিনি।'

'আমি তো গুলি করিনি।'

'করনি? নিরপেক্ষ সাক্ষীর জবানি হিসেবে মন্দ বলনি অবশ্য। জোনাস পিন্টো মরে তোমার কিন্তু সুবিধেই করে দিয়েছে, নইলে জাল টাকা বাজারে ছাড়ার দায়ে ধরা পড়তে। যাকগে যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না। তা ছাড়া শুধু তোমাকেই একটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি— যদিও জানানোটা আমার সরকারি দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে না— তোমাকে

ফাঁসানোর মতো অকাট্য কেস খাড়া করা যায়নি— কাজেই শিকাগোয় ফিরে যাওয়ার রাস্তা তোমার খোলা— চাইলে কালকেই যেতে পারো।'

'এখানেই বেশ আছি।'

'আচ্ছা অসভ্য লোক তো তুমি! এমন একটা খবর দিলাম, ধন্যবাদটুকুও দিলে না।'

'খবরটা আশা করি আমার ভালোর জন্যেই দিয়েছেন— সেক্ষেত্রে ধন্যবাদ রইল', জবাব দেয় ম্যাকমুর্দো— কিন্তু খুব একটা সদয় ভঙ্গিমায় নয়।

ক্যাপ্টেন বলে, 'শোনো হে, মুখে চাবি দিয়ে থাকব যদ্দিন সুবোধ থাকবে। কিন্তু বেচাল দেখলেই বিপদে পড়বে বলে দিলাম! গুডনাইট— গুডনাইট, কাউন্সিলর।'

বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন মার্ভিন— যাওয়ার আগে কিন্তু সৃষ্টি করে গেল একজন স্থানীয় নায়ককে। সুদূর শিকাগোয় ম্যাকমুর্দোর কীর্তিকাহিনি নিয়ে ফিসফাস হয়েছে এর আগে। প্রশ্ন করলে স্মিতমুখে এড়িয়ে গিয়েছে ম্যাকমুর্দো— নিজেকে খুব বড়ো করে প্রকাশ করার অনিচ্ছেটা নীরবে প্রকাশ করছে। কিন্তু এখন সরকারিভাবে সমর্থিত হল গুজবটা। মদ্যশালার উচ্ছৃঙ্খলার চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে আন্তরিকভাবে করমর্দন করে ধন্য ধন্য করতে লাগল শতমুখে। বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে সে আবদ্ধ হইল না সেইদিন থেকে। আকণ্ঠ গিললেও মদ্য পানের তিলমাত্র লক্ষণ কোনোদিন দেখা যেত না তার আচার আচরণে। সেইরাত্রে কিন্তু দোস্ত স্ক্যানল্যান তাকে টানতে টানতে বাড়ি ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে উৎসব মুখর রাত পার করে দিত পানাগারেই।

শনিবার রাতে লজের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল ম্যাকমুর্দোর। ও ভেবেছিল শিকাগোর লজে আগে থেকেই অন্তর্ভুক্তির দরুন এখানে আবার নতুন করে আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না। কিন্তু ভারমিসার নিজস্ব আচার অনুষ্ঠান নিয়ে গর্বের অবধি ছিল না ওখানকার সদস্যদের— প্রত্যেক প্রার্থীকে যেতে হয় এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ইউনিয়ন হাউসে একটা বড়ো ঘর সংরক্ষিত আছে এইসব কাজের জন্যে। সদস্যরা জমায়েত হয় সেই ঘরে। ভারমিসায় জড়ো হল প্রায় যাট জন সদস্য। কিন্তু এই সংখ্যাই সব নয়। কেননা, উপত্যকায় লজ আছে আরও অনেক, দু-পাশের পাহাড় পেরিয়েও লজের সংখ্যা নেহাত কম নয়। গুরুতর কাজে মাঝে মাঝে বিভিন্ন লজের সদস্য বিনিময় হয়— যাতে বাইরের লোক এসে কুকর্মটি করে সরে পড়ে— স্থানীয় লোক চিনতে না-পারে। সারা কয়লা জেলায় এইরকম সদস্য ছড়িয়ে আছে কম করেও পাঁচ-শো জন।

আসবাবহীন অধিবেশনকক্ষে প্রকাণ্ড একটা লম্বা টেবিলের চারধারে জমায়েত হল সদস্যরা। পাশে আর একটা টেবিলভরতি কেবল বোতল আর গেলাস। কিছু সদস্য এর মধ্যেই সেদিকে তাকাতে শুরু করেছে।

টেবিলের মাথায় বসেছে ম্যাকগিন্টি। মাথায় কালো চুলের জটার ওপর চেপটা কালো মখমলের টুপি, ঘাড়ের ওপর বেগুনি রঙের শাল— পৈশাচিক অনুষ্ঠানে পুরোহিত যেন। ডাইনে বাঁয়ে বসে লজের উচ্চপদস্থ সদস্যরা, টেড বলডুইনের ক্রূর কিন্তু সুশ্রী মুখখানাও দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে। প্রত্যেকেই পদমর্যাদার প্রতীক স্বরূপ একটা-না-একটা শাল বা মেডেল গায়ে চড়িয়েছে। এদের অধিকাংশই বয়স্ক পুরুষ কিন্তু বাদবাকি সবার বয়স আঠারো থেকে

পঁচিশের মধ্যে— অগ্রজের হুকুম তামিল করার জন্যে এক পায়ে খাড়া দুর্দান্ত এজেন্টের দল। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে অনেকের আকৃতি দেখেই কেবল বোঝা যায় ভেতরটা তাদের বাঘের মতো হিংস্র, আইনকানুনের ধার ধারে না। কিন্তু সাগ্রহমুখে বসে থাকা পরমোৎসাহী এই তরুণদের দেখে বিশ্বাস করাই কঠিন হবে যে আসলে তারা বিপজ্জনক মানুষ খুনির দল, নীতি আর বিবেকের সম্পূর্ণ বিকৃতির ফলে চরিত্র দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার দরুন খুনজখমের মধ্যে ভয়ংকর আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং যে-ব্যক্তি তথাকথিত 'পরিষ্কার কাজ'-এর জন্য বিখ্যাত, তাকে সুগভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। প্রকৃতি এদের বিকৃত বলেই যে-লোক কোনোদিন তাদের ক্ষতি করেনি, যাকে তারা, বহু ক্ষেত্রে জীবনে দেখেওনি, তাকেও খতম করে দেওয়ার অভিলাষে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যায়। মরণ-মারটা আসলে কে মেরেছে, খুন হয়ে যাওয়ার পর এই নিয়ে ঝগড়া করে নিজেদের মধ্যে। নিহত ব্যক্তির মরণ চিৎকার এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বীভৎস বিকৃতি আর ছটফটানি নিয়ে সোল্লাসে আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে। চিৎকার করে শোনায় সবাইকে। প্রথম প্রথম কাজকর্ম চালাত গোপনে, তারপর— এ-কাহিনি যখনকার সেই সময়ে— খুনটুন ঘটতে লাগল আশ্চর্যভাবে খোলাখুলি; কারণ আর কিছুই নয়, একদিকে যেমন শান্তিরক্ষক পুলিশ বারংবার ব্যর্থ হয়েছে আইন রক্ষা করতে, আর একদিকে তেমনি প্রাণের ভয়ে কোনো সাক্ষী হাজির হয়নি সাক্ষ্য দিতে— কিন্তু নিজেদের অসংখ্য সাক্ষী তৈরি থেকেছে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে আসার জন্যে এবং দেশের সেরা আইনজীবীকে দিয়ে কেস লড়াবার জন্য সিন্দুকভরতি টাকারও কখনো অভাব হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর চলছে এই অত্যাচার, কিন্তু একজনকেও দণ্ড দেওয়া যায়নি। একটা বিপদকেই কেবল ভয় পেত স্কোরারসরা— স্বয়ং শিকার যে, তাকে অতর্কিতে এবং বহুজনে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাবু করে ফেললেও মরিয়া হয়ে হানাদারদের সে প্রায়ই অক্ষত রেখে যেত না।

ম্যাকমুর্দোকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল, অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাকেও— কিন্তু পরীক্ষাটা কী ধরনের হবে তা কেউ বলতে পারে না। ভাবগম্ভীর দু-জন ব্রাদার ওকে নিয়ে গেল বাইরের একটা ঘরে। কাঠের তক্তার পার্টিশনের মধ্যে দিয়ে কানে ভেসে এল অধিবেশনকক্ষে জমায়েত বহু কণ্ঠের গুঞ্জনধ্বনি। দু-একবার নিজের নামও শুনতে পেল, বুঝল আলোচনা হচ্ছে নতুন প্রার্থীকে নিয়ে। তারপরে ঢুকল একজন রক্ষী; বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে সবুজ আর সোনালি ফিতে।

বললে, 'বডিমাস্টার হুকুম দিয়েছেন এঁদের দড়ি বেঁধে, চোখ বেঁধে মাথা ঢেকে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে।' তিনজনে মিলে তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলল ম্যাকমুর্দোর কোট, গুটিয়ে দিল জামার আস্তিন, সবশেষে একটা দড়ি কনুয়ের ওপর দিয়ে গলিয়ে বাঁধল এঁটে। তারপর একটা পুরু কালো কাপড়ের টুপি পরিয়ে ঢেকে দিল মুখের ওপর অংশে— ফলে কিছুই আর দেখতে পেল না দু-চোখে। এরপর ওকে হাত ধরে নিয়ে যাওয়া হল অধিবেশন কক্ষে।

থলির মতো টুপি থাকায় চোখে বিলকুল অন্ধকার দেখছে ম্যাকমুর্দো, অস্বস্তিও খুব। আশেপাশে বহুলোকের নড়াচড়া, ফিসফাস কথা বলার আওয়াজ এবং পরক্ষণেই দূর থেকে স্বয়ং ম্যাকগিন্টির চাপা স্বর ভেসে এল কানে কাপড়ের আবরণ ভেদ করে।

কণ্ঠস্বর বলল, 'জন ম্যাকমুর্দো, তুমি এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যানের সদস্য?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় ম্যাকমুর্দো।

'শিকাগোর ২৯ নম্বর লজের মেম্বার?'

আবার মাথা হেলিয়ে সায় দেয় ম্যাকমুর্দো।

'অন্ধকার রাত অস্বস্তিকর,' বললে কণ্ঠস্বর।

'পথ যে চেনে না তার কাছে' জবাব দিলে ম্যাকমুর্দো।

'আকাশ বড়ো মেঘলা।'

'হ্যাঁ। ঝড় আসছে।'

'ব্রাদাররা সন্তুষ্ট?' শুধোয় বডিমাস্টার।

সম্মিলিত কণ্ঠে সম্মতি শোনা যায়।

ম্যাকগিন্টি বললে, 'ব্রাদার, তোমার চিহ্ন আর পালটা চিহ্ন দেখেই বুঝেছি আমাদেরই একজন তুমি। শোনো, এ-জেলায় আর এ-অঞ্চলের অন্যান্য জেলাতেও ভালো লোক বেছে নেওয়ার জন্যে কিছু কর্তব্য আমাদের করতে হয়। কতকগুলো পরীক্ষা— আমাদের নিজস্ব পরীক্ষা দিতে তৈরি তো তুমি?'

'নিশ্চয়।'

'তোমার কলজে শক্ত তো?'

'নিশ্চয়।'

'সামনে এক কদম এগিয়ে তার প্রমাণ দাও?'

কথাটা বলার সঙ্গেসঙ্গে, ম্যাকমুর্দো অনুভব করল দুটো সূচীতীক্ষ্ণ বস্তু চেপে বসেছে দুই অক্ষিগোলকের ওপর। এক পা এগোলেই চোখ দুটো হারানোর সম্ভাবনা। পরোয়া করল না ম্যাকমুর্দো। সাহসে বুক বেঁধে পা বাড়াল সামনে— অমনি তীক্ষ্ণ ফলাদুটোর চাপ মিলিয়ে গেল চোখের ওপর থেকে। শোনা গেল প্রশংসার মৃদু গুঞ্জন।

'কলজের জোর সত্যিই আছে,' বললে একটা কণ্ঠ। 'যন্ত্রণা সইতে পারো?'

'সবাই যা পারে, আমি তাই পারি।' জবাব দিলে ম্যাকমুর্দো।

'দেখি পার কিনা!'

কী কষ্টে যে আর্ত চিৎকারটাকে চেপে রাখতে হয়েছিল ম্যাকমুর্দোকে, তা শুধু সে-ই জানে। আচম্বিতে একটা স্নায়ু অসাড় করা অন্তরাত্মা—শিউরোনো অকথ্য যন্ত্রণা বাহু ভেদ করে যেন প্রবেশ করল শিরা উপশিরায়। যন্ত্রণাটা অকস্মাৎ— তাই জ্ঞান হারাতে হারাতেও অসীম মনোবলে সামনে নিল নিজেকে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে, দুই হাত মুঠি পাকিয়ে অবর্ণনীয় সেই যন্ত্রণাকে গোপন করল অসামান্য ক্ষমতা বলে।

শুধু বললে, 'এ আর এমন কী! এর চাইতেও বেশি যন্ত্রণা আমি সইতে পারি।'

এবার আর মৃদু প্রশংসা নয়, জোরালো করতালিতে ঘর যেন চৌচির হয়ে ফেটে উড়ে গেল। এ-লজে আজ পর্যন্ত কারো প্রথম আবির্ভাব এর চাইতে চমকপ্রদ হয়নি। পিঠ চাপড়ে স্বাগত জানানো হল ম্যাকমুর্দোকে, একটানে মাথা থেকে খুলে নেওয়া হল কালো আচ্ছাদন। স্মিতমুখে অভিনন্দন মুখর ব্রাদারদের মাঝে দাঁড়িয়ে রইল দুর্দান্ত ম্যাকমুর্দো— ঘন ঘন চোখের পাতা পড়তে লাগল কেবল হঠাৎ আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জন্যে।

'ব্রাদার ম্যাকমুর্দো, সবশেষে আর একটা কথা,' বললে ম্যাকগিন্টি। 'আনুগত্য আর গোপনতার শপথ তুমি এর আগেই নিয়েছ। জানো নিশ্চয় এ-শপথ ভাঙলে শাস্তি একটাই— মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিন্ত মৃত্যু?'

'হ্যাঁ, জানি' বললে ম্যাকমুর্দো।

'যেকোনো পরিস্থিতিতে বডিমাস্টারের শাসন মাথা পেতে নেবে?'

'নেব।'

'তাহলে ভারমিসার ৩৪১ নম্বর লজে তোমাকে স্বাগতম জানাচ্ছি। এখন থেকে এ-লজের সমস্ত সুবিধেতে তোমার অধিকার রইল। ব্রাদার স্ক্যানল্যান, টেবিলে মদ রাখো, সুযোগ্য ব্রাদারের স্বাস্থ্যপান করা যাক।'

ম্যাকমুর্দোর কোট আনা হয়েছে, কিন্তু পরবার আগে হাতের অবস্থাটা একবার দেখে নিলেও— এখনও চিড়বিড়িয়ে জ্বলছে জায়গাটা। বাহুর মাংসের ওপর রক্তরঙের সুগভীর একটা চিহ্ন— সুস্পষ্ট একটা বৃত্ত মাঝে একটা ত্রিভুজ— জ্বলন্ত লোহা দিয়ে ছ্যাঁকার চিহ্ন। পাশের দু-এক জন ব্রাদার কোটের হাতা গুটিয়ে বাহুর ওপর দাগানো একই চিহ্ন দেখাল ম্যাকমুর্দোকে— লজের প্রতীকচিহ্ন।

বললে, 'প্রত্যেকেই সয়েছে এই যন্ত্রণা— কিন্তু তোমার মতো বুকের পাটা কারোর দেখিনি।'

'আরে ছ্যাঃ! ও আর এমন কী,' মুখে বলল ম্যাকমুর্দো, কিন্তু নিঃসীম যন্ত্রণায় জ্বলতে লাগল বাহু।

এই অনুষ্ঠানের পর এল মদ। মদ নিঃশেষিত হওয়ার পর ফের আরম্ভ হল লজের কার্যপরম্পরা। শিকাগোর লজের গদ্যময় মিটিং শুনে অভ্যস্ত ম্যাকমুর্দো অবাক বিস্ময়ে কান খাড়া করে শুনে গেল পরবর্তী অনুষ্ঠান।

ম্যাকগিন্টি বললে, 'আজকের আলোচনাসূচির প্রথমেই রয়েছে একটা চিঠি— লিখেছে মার্টন কাউন্টির ২৪৯ নম্বর লজের ডিভিশন মাস্টার উইন্ডল। চিঠিটা এইঃ—

'সবিনয় নিবেদন,—

'রে-অ্যান্ড স্টারমাশ নামে একটা কয়লাখনি আছে এদিকে। মালিকের নাম অ্যানড্রু রে। এর লাশ ফেলতে হবে[১]। গত ঋতুতে পেট্রলম্যানের সেই ব্যাপারটায়[২] আমাদের দু-জন ব্রাদার গিয়ে কাজ সেরে এসেছিল মনে আছে নিশ্চয়— তার প্রতিদানে আপনার দু-জন ব্রাদারের সহযোগিতা আমাদের প্রাপ্য হয়েছে। দু-জন কাজের লোক পাঠাবেন। লজের কোষাধ্যক্ষ হিগিন্সের ঠিকানা আপনি জানেন। হিগিন্স হবে এদের অধিনায়ক। সে-ই বলে দেবে কোথায় গিয়ে কীভাবে কাজ সারতে হবে।

ভবদীয়

'জে ডব্লিউ উইন্ডল, D. M. A. O. F.'

'কাজের লোকের দরকার হলে উইন্ডল কখনো বিমুখ করেনি আমাদের। আমরাও করব না', একটু থামল ম্যাকগিন্টি, নিষ্প্রভ কিন্তু নারকীয় দুই চোখের দৃষ্টি ঘরময়। 'কে ভলান্টিয়ার হবে?'

বেশ কয়েকজন তরুণ হাত তুলল। দেখে অনুমোদনসূচক হাসি হাসল বডিমাস্টার।

'টাইগার করম্যাক, তুমি হলেই চলবে। গতবারের মতো এবারেও যদি পাকা হাতের খেল দেখাও, তাহলেই জানবে ভুলচুক হবে না। উইলসন, তুমিও যাবে।'

শেষোক্ত ছোকরা নেহাতই ছেলেমানুষ, বয়স উনিশও পেরোয়নি। বললে, 'আমার তো পিস্তল নেই।'

'এই তোমার প্রথম কাজ, না? সত্যিই তোমার একবার রক্তস্নান দরকার। এই কাজ দিয়েই শুরু করো। পিস্তল নিয়ে ভেবো না— ঠিক সময়ে পেয়ে যাবে। সোমবার চলে যেয়ো ওখানে। তারপরেও সময় থাকবে হাতে। ফিরে এলে বিরাট অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হবে।'

'পুরস্কার-টুরস্কার মিলবে এবার?' জিজ্ঞেস করে করম্যাক। গাঁট্টাগোট্টা, পাশবিক চেহারার কালচে মুখ এই তরুণের 'টাইগার' নামকরণ হয়েছে অমানুষিক হিংস্রতার জন্যে।

'পুরস্কার নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। কাজের খাতিরে কাজ করে যাও। কাজ শেষ হলে পর হয়তো দেখবে বাক্সের তলায় কিছু ডলার জমা পড়েছে।'

'লোকটার অপরাধ?' শুধোয় উইলসন।

'কার কী অপরাধ তা জিজ্ঞেস করার দরকার তো তোমার নেই। বিচার হয়েছে সেখানে— সাজার ব্যবস্থা করেছে ওখানকার লজ। আমাদের কাজ ওদের জল্লাদগিরি করা— যেমনটা ওরা আমাদের হয়ে করে দিয়ে যায়। মার্টন লজ থেকে সামনের সপ্তাহেই তো দু-জন আসছে এদিকে কিছু কাজ সারতে।'

'তারা কারা?' কে যেন জিজ্ঞেস করে।

'সেটা না-জিজ্ঞেস করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। তুমি যদি কিছু না-জানো, বলতেও কিছু পারবে না, বিপদেও পড়বে না। তবে যারা আসছে তারা ওস্তাদ লোক, কাজ করে পরিষ্কার।'

'সময়ও হয়েছে ওদের আসবার!' চেঁচিয়ে ওঠে টেড বলডুইন। 'এ-তল্লাটের অনেকেই আজকাল নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই তো গত সপ্তাহে আমাদের তিনজন লোককে গলা ধাক্কা দিয়েছে ফোরমেন ব্রেকার। অনেকদিন ধরেই বড্ড বেড়েছে লোকটা— এবার ওকে ফুল ডোজ দেব।'

'কীসের ফুল ডোজ?' ফিসফিস করে পাশের লোককে শুধোয় ম্যাকমুর্দো।

'বাকশট কার্তুজের[৩]।' অট্টহেসে বলে লোকটি, 'আমাদের কাজকারবার তো ওইরকমই ব্রাদার।'

ম্যাকমুর্দোর অপরাধপ্রবণ অন্তর-প্রকৃতি আকৃষ্ট হয়েছিল নীচ সমিতির নারকীয় কার্যকলাপের দিকে। এখন থেকে এই সংঘেরই সদস্য সে।

বললে, 'এই সবই তো ভালো লাগে আমার। সাহস যার আছে, এ-জায়গা তার উপযুক্ত।'

আশেপাশে যারা বসেছিল, কথাটা শুনে তারা হাততালি দিয়ে উঠল।

টেবিলের প্রান্ত থেকে কালো কেশর ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে বডিমাস্টার— 'কী হল?'

'নতুন ব্রাদার বলছে, আমাদের ব্যাপার-স্যাপার তার মনের মতো।'

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায় ম্যাকমুর্দো।

বলে, 'শ্রদ্ধেয় হুজুর, লজকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে বর্তে যাব— লোকের দরকার হলে আমাকে নিন।'

দারুণ হাততালি আরম্ভ হয়ে গেল এই কথায়। বেশ বোঝা গেল, দিগন্তপারে উঁকি দিচ্ছে নতুন এক সূর্য। এইভাবে এগিয়ে আসাটা যেন একটু বেশি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল কয়েকজন বয়স্কর কাছে।

চেয়ারম্যানের কাছেই বসে ছিল সেক্রেটারি হ্যার‍্যাওয়ে। মুখখানা শকুনের মতো। দাড়ির রং ধূসর। বললে, 'আমি বলব; লজ যতক্ষণ না কাজ দিচ্ছে, ততক্ষণ যেন ব্রাদার ম্যাকমুর্দো অপেক্ষা করে।'

'আমিও তাই বলতে চাই। যখনই বলবেন, বেরিয়ে পড়ব।' বললে ম্যাকমুর্দো।

'তোমার পালা যথাসময়ে আসবে, ব্রাদার', বললে চেয়ারম্যান। 'কাজে তোমার ইচ্ছে আছে এটা যখন লক্ষ করেছি, তখন কাজ দিলে নিশ্চয় তা শেষ করতেও পারবে নিখুঁতভাবে। আজ রাতেই এই একটা ছোটো কাজ আছে, ইচ্ছে করলে যেতে পারো।'

'কাজের মতো কাজের জন্যে অপেক্ষা করতে আমি প্রস্তুত।'

'তাহলেও আজ রাতে তুমি আসতে পারো। এলে বুঝবে আমাদের এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্যটা কী। ব্যাপারটা পরে খুলে বলছি। ইতিমধ্যে'— বলে আলোচনাসূচিতে চোখ বুলিয়ে নেয় ম্যাকগিন্টি— 'মিটিংয়ে আরও দু-একটা বিষয় তুলতে চাই। প্রথমে বলব, ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে আমাদের, কোষাধ্যক্ষ যেন বলেন। জিম কারনাওয়েজের বিধবাকে পেনশন দিতে হবে। লজের কাজ করতে গিয়েই মরেছে সে— কাজেই আমাদের দেখা দরকার বিধবা যেন পথে না-বসে।'

'মালি ক্রিকের চেস্টার উইলকক্সকে খুন করতে গিয়ে গত মাসে গুলি খেয়ে মরেছে জিম', পাশের লোকটি জানায় ম্যাকমুর্দোকে।

ব্যাঙ্কের খাতা সামনে রেখে বললে কোষাধ্যক্ষ, 'টাকাপয়সা এখন ভালোই আছে। ইদানীং ভালোই চাঁদা দিচ্ছে কোম্পানিগুলো। ম্যাক্সলিন্ডার অ্যান্ড কোম্পানি একাই দিয়েছে পাঁচ-শো। ওয়াকার ব্রাদার্স এক-শো পাঠিয়েছিল— কিন্তু আমি তা ফেরত পাঠিয়েছি— পাঁচ-শো চেয়েছি। ঝুঁকিটা আমার! বুধবারের মধ্যে জবাব না-পেলে ওয়াইডিং গিয়ার বিকল হয়ে যাবে। গত বছর ব্রেকার পুড়িয়ে দিয়েছিলাম বলেই সুমতি হয়েছিল। ওয়েস্ট সেকশন কোলিং কোম্পানি বার্ষিক চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েছে। যেকোনো দায়দায়িত্ব মিটিয়ে দেওয়ার মতো টাকা আমাদের হাতে আছে।'

'আর্চি সুইনডনের খবর কী?' শুধোয় একজন ব্রাদার।

'কারবার বেচে দিয়ে তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে। যাওয়ার আগে আমাদের একটা চিঠি লিখে গেছে বুড়ো শয়তান! লিখেছে, ব্ল্যাকমেলারদের রাজত্বে বিরাট খনির মালিক হওয়ার চাইতে নিউইয়র্কের রাস্তার ঝাড়ুদার হওয়া অনেক ভালো। কপাল খারাপ আমাদের। চিঠিটা পেলাম ওর তল্লাট ছেড়ে পালানোর পর! উপত্যকায় আর কখনো মুখ দেখানোর সাহস হবে বলে তো মনে হয় না আমার।'

চেয়ারম্যান টেবিলের যে-প্রান্তে বসে, ঠিক তার উলটো দিকের প্রান্তে উঠে দাঁড়াল একজন প্রবীণ ব্যক্তি। পরিষ্কার কামানো গাল, মুখটি মায়াদয়ায় কোমল, ভুরুর গড়ন ভালো।

বললে, 'কোষাধ্যক্ষ মশাই দয়া করে বলবেন কি তল্লাট ছেড়ে এই যে লোকটা পালিয়ে গেল, এর সম্পত্তি কিনেছে কে?'

'নিশ্চয় বলব, ব্রাদার মরিস। কিনেছে স্টেট অ্যান্ড মার্টন কাউন্ট রেলরেড কোম্পানি।'

'গত বছর এইভাবেই জেলা ছেড়ে পালানোর আগে খনি বেচে দিয়ে গেছে টডম্যান আর লি। কে কিনেছে এদের সম্পত্তি?'

'ওই একই কোম্পানি, ব্রাদার মরিস।'

'ইদানীং আরও কয়েকটা লোহার কারখানা বিক্রি হয়ে গেছে। বলতে পারেন, ম্যানসনের শুমানের, ভ্যান ডেহেরের আর আটউডের লোহার কারখানাগুলো কিনেছে কে?'

'সবক-টাই কিনেছে ওয়েস্ট গিলমারটন জেনারেল মাইনিং কোম্পানি।' চেয়ারম্যান বললে, 'ব্রাদার মরিস, খনি আর কারখানা যখন মাথায় করে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তখন কে কিনল জেনে আমাদের দরকারটা কী?'

'শ্রদ্ধেয় হুজুর, দরকার অনেক। আপনাকে অসম্মান করতে চাই না, কিন্তু জানবেন এই ধরনের কেনাবেচার ব্যাপারটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলছে এই রকম কেনাবেচা। আস্তে আস্তে সবক-টা ছোট্ট ব্যাবসাদারকে কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য করছি আমরা। পরিণামটা কী জানেন? এদের জায়গায় দেখছি রেলরোড বা জেনারেল আয়রনের মতো বিরাট বিরাট কোম্পানি— যাদের ডিরেক্টররা বহাল তবিয়তে বসে আছে নিউইয়র্ক অথবা ফিলাডেলফিয়ায়— তোয়াক্কাও করে না আমাদের— আমাদের ভয়ে কম্পিত নয় তাদের হৃদয়। এদের স্থানীয় কর্তাদের আমরা শায়েস্তা করতে পারি, কিন্তু তাদের জায়গায় আসবে নতুন লোক। আমাদের অবস্থা কিন্তু একটু একটু করে সঙিন হয়ে উঠছে। ছোটো ব্যাবসাদাররা আমাদের গায়ে আঁচড় কাটতেও পারবে না। সে-টাকা বা শক্তি কোনোটাই তাদের নেই। খুব বেশি নিংড়ে না-নেওয়া পর্যন্ত ওরা এখানেই থেকে যেত— আমাদের দাপটে মাথা হেঁট করে থাকবে। কিন্তু এই বিরাট কোম্পানিগুলো যদি দেখে লাভের টাকায় আমরা বখরা বসাতে যাচ্ছি, খোলামকুচির মতো টাকা উড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের একে একে পাকড়াও করবে, আর কোর্টে টেনে নিয়ে যাবে।'

কথাগুলো বুক কাঁপানো। মুখ শুকিয়ে গেল ঘরসুদ্ধ লোকের। ভয়ার্ত দৃষ্টিবিনিময় ঘটল সদস্যদের মধ্যে এবং শোনা গেল গুঞ্জন। পাপ করলে যে ফল পেতে হয়, এই সহজ ব্যাপারটিই মন থেকে উবে গিয়েছিল এদের— একটার পর একটা খুনখারাপি করেছে, কেউ বাধা না-দেওয়ায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে ভেবে নিয়েছিল নিজেদের। তা সত্ত্বেও ব্রাদার মরিসের কথাগুলো বরফের ছুরির মতো গেঁথে গেল দুরন্ততম দুঃসাহসীরও অন্তরের কন্দরে।

বক্তা আরও বললে, 'আমার উপদেশ যদি নেন বলব, ছোটোখাটো ব্যাবসাদারদের ওপর আমরা যেন একটু কম চাপ দিই। যেদিন এদের প্রত্যেকেই পালাবে, সেদিন তো এ-সমিতির শক্তিও ভেঙে পড়বে।'

অপ্রিয় সত্য কারো ভালো লাগে না। বক্তা বসতে-না-বসতেই ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল চারদিকে। ভ্রূকুটি-কুটিল চোখে উঠে দাঁড়ায় ম্যাকগিন্টি।

বলে, 'ব্রাদার মরিস, কেঁউ কেঁউ করা তোমার স্বভাব। ছায়া দেখে চমকে ওঠা তোমার চরিত্র। লজের সব সদস্য এক থাকলে যুক্তরাষ্ট্রে হেন ক্ষমতা নেই যা আমাদের ছুঁতে পারে। আদালতে বার বার কি তা যাচাই হয়ে যায়নি? ছোটো কোম্পানিরা যেমন দেখেছে লড়ে যাওয়ার চাইতে টাকা দিয়ে রফা করে নেওয়া মঙ্গল, বড়ো কোম্পানিরাও ঠিক তাই করবে বলে আমি মনে করি।' বলতে বলতে মাথা থেকে কালো টুপি আর কাঁধ থেকে শাল খসিয়ে এনে বললে ম্যাকগিন্টি, 'মিটিং প্রায় শেষ, একটা কাজ শুধু বাকি— যাওয়ার আগে তা বলব! এখন হোক ভাইয়ে ভাইয়ে বন্ধন নিবিড় করার উদ্দেশ্যে খানাপিনা।'

মানুষের প্রকৃতি সত্যিই বড়ো অদ্ভুত। খুন জিনিসটা এদের প্রত্যেকের কাছে একটা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। পরিবারের জনককে এরা খুন করেছে— অসহায় বউ ছেলে মেয়ে কেঁদে ভাসিয়েছে— কিন্তু এদের প্রাণ কাঁদেনি— যাকে মেরেছে তার ওপর তিলমাত্র আক্রোশ নেই, তবুও তাকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিতে এদের চোখের পাতা কাঁপেনি— এই এরাই কিন্তু সুরেলা, বিষণ্ণ, মধুর গানবাজনায় চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। ম্যাকমুর্দোর গানের গলা বড়ো চড়া কিন্তু সুরেলা। এতক্ষণের সাহসিকতা দিয়েও যাদের মন জয় করতে পারেনি, এবার কিন্তু তারাও তার পর পর দুটো গান শুনে রোমাঞ্চিত না হয়ে পারল না। প্রথম রাতের প্রথম আবির্ভাবেই নতুন ব্রাদারটি এইভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠল— এবং উচ্চতর পদের পথ আপনা থেকেই প্রশস্ত হয়ে এল। ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতি বজায় রাখার গুণপনা ছাড়াও চৌকস ফ্রি-ম্যান হতে গেলে আরও অনেক গুণের দরকার। সান্ধ্য-অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার আগেই পাওয়া গেল তার প্রমাণ। বোতল বোতল হুইস্কি ঘুরে এল হাতে হাতে, রক্ত গরম হয়ে উঠল প্রতিটি সদস্যের, নতুন কুকর্মের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল প্রতিটি রক্তকণিকা— এখন সময়ে ফের উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করল বডিমাস্টার।

বলল, 'শোনো বয়-রা, এ-শহরে একটা লোক বড্ড বাড় বেড়েছে, তাকে একটু ডেঁটে দেওয়া দরকার। ভার দিলাম তোমাদের ওপর। হেরাল্ড পত্রিকার জেমস্ স্ট্যানজারের কথা বলছি। দেখেছ নিশ্চয় ইদানীং আবার আমাদের পিণ্ডি চটকাতে শুরু করেছে?'

সমবেত গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে প্রকাশ পেল সবার সম্মতি। কয়েকজনের অস্ফুট গালাগালও শোনা গেল। ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে টুকরো কাগজ বার করল ম্যাকগিন্টি।

'হেডিংটা শোনো— 'আইনশৃঙ্খলা! কয়লা এবং লৌহ জেলায় বিভীষিকার রাজত্ব। আমাদের মধ্যেই যে একটা অপরাধীদের সংগঠন রয়েছে, এক যুগ আগে কয়েকটা গুপ্ত হত্যাতেই তা প্রমাণিত হয়েছে। তারপর এই বারোটি বছরে ক্রিয়াকলাপ তো কমেইনি, বরং এত বেড়েছে যে সভ্য সমাজের একটা কলঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা। অপযশের আর সীমা নেই। এইজন্যেই কি ইউরোপের স্বৈরতন্ত্রের জ্বালায়[৪] পলাতকদের বুকে ঠাঁই দেয় এই বিরাট দেশ? আশ্রয় দেওয়ার অপরাধেই কি আশ্রয়দাতাদের ওপর আশ্রিতরা অত্যাচারের লাঠি ঘুরিয়ে যাবে? প্রাচ্যের রাজতন্ত্রে যেসব অরাজকতা আর নিপীড়নের কাহিনি পড়লে শিউরে উঠি, সেইসব ঘটনাই কি অনুষ্ঠিত হয়ে চলবে তারকালাঞ্ছিত পতাকাশোভিত এই মহাদেশে? আতঙ্ক

আর নৈরাজ্য বিরাজ করবে স্বাধীনতার প্রতীক মহান এই পতাকার ছায়াতলে? এরা কারা আমরা জানি। সংঘঠনটা বিধিবদ্ধ এবং গুপ্তসমিতির নয়। কিন্তু আর কতদিন সইতে হবে? আমরা কি আর স্বাধীনভাবে— 'যত্তো সব রাবিশ উচ্ছ্বাস।' অনেকটা পড়ে ফেলেছি, আর নয়।' কাগজটা টেবিলে ছুড়ে ফেলে দেয় চেয়ারম্যান। 'শুনলে তো কী লিখেছে আমাদের সম্বন্ধে? এখন তোমরাই বলো কী করা উচিত এ-লোককে নিয়ে।'

'খুন!' রক্তজমানো কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে এক ডজন গলা।

'আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি', বললে ব্রাদার মরিস— সেই ভদ্রলোক, ভুরু যার সুন্দর, গাল পরিষ্কার কামানো। 'ভাইগণ, ফের বলছি, এ-উপত্যকায় আমরা এত চাপ সৃষ্টি করছি যে শেষ পর্যন্ত সবাই এককাট্টা হয়ে আমাদের পিষে মেরে ফেলবে। জেম্‌স স্ট্যানজার বৃদ্ধ মানুষ। শহরে আর জেলায় সবার শ্রদ্ধার পাত্র। এ-উপত্যকায় যেকোনো জনহিতকর ব্যাপারে তাঁর পত্রিকার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এ-লোককে খুন করলেই হইচই পড়ে যাবে সারাদেশে— শেষপর্যন্ত ধ্বংস হতে হবে আমাদের।'

'ধ্বংস করা হবে কী করে, মি. ল্যাজগুটোনো?' চিৎকার করে ওঠে ম্যাকগিন্টি। 'কে করবে? পুলিশ? ওদের অর্ধেক আমাদের টাকা খায়, বাকি অর্ধেক আমাদের ভয়ে মরে। নাকি আইন আদালত আর জজ-জুরি? সে-পরীক্ষাও কি হয়ে যায়নি, ফলাফলটা নিশ্চয় জানা আছে?'

ব্রাদার মরিস বললে, 'বিচারপতি লিঞ্চ কেস হাতে নিতে পারেন।'

প্রত্যুত্তরে শোনা গেল সম্মিলিত কণ্ঠে রাগত চিৎকার।

গলাবাজি করে বললে ম্যাকগিন্টি, 'একটা আঙুল তুললেই জেনো দু-শো লোক এখনই এ-শহরের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত সাফ করে ছাড়বে।' পরক্ষণেই গলার স্বর উঠে গেল আরও চড়া পর্দায়— বিশাল কালো ভুরু জোড়ায় লাগল ভয়ংকর ভ্রূকুটি : 'ব্রাদার মরিস, বেশ কিছুদিন ধরেই তোমার ওপর আমার নজর আছে জানো। তোমার নিজের কলজেতে জোর নেই— যার আছে তার জোরটুকুও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করো যখন-তখন। আলোচনাসূচিতে যেদিন তোমার নাম উঠবে সেদিন তোমার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে জানবে— নামটা তুলব কিন্তু আমিই।'

মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল মরিস— ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে, নিশ্চয় হাঁটু পর্যন্ত কমজোরি হয়ে গিয়েছিল বলে। কাঁপা হাতে সুরাপাত্র তুলে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ না-করা পর্যন্ত কথা ফুটল না মুখে।

বলল— শ্রদ্ধেয় হুজুর, আমার মুখে যেটুকু বলা দরকার তার বেশি যদি কিছু বলে থাকি তো ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে, ক্ষমা চাইছি এই লজের প্রত্যেক সদস্যের কাছে। আমার আনুগত্য কতখানি তা আপনি জানেন— পাছে লজের ক্ষতি হয়ে যায় এই ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় অনেক সময়ে অনেক কথা বলে ফেলি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার নিজের বিচার বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি ভরসা রাখি আপনার বিচারবুদ্ধির ওপর। শ্রদ্ধেয় হুজুর, কথা দিচ্ছি আর আপনার বিরাগভাজন হব না।'

বিনয়নম্র কথাগুলো শুনতে শুনতে সরল হয়ে এল বডিমাস্টারের ভ্রূকুঞ্চন।

বললে, 'ঠিক আছে ব্রাদার মরিস, ঠিক আছে। তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার যেদিন হবে, সেদিন জানবে সবচেয়ে দুঃখ পাব আমি নিজে। কিন্তু আমি যদ্দিন চেয়ারে আছি, কথায় কাজে আমরা সবাই এক থাকব এই লজে।' বলে আশপাশে দৃষ্টি সঞ্চালন করে নিয়ে— 'এবার বলি আমার কথা। স্ট্যানজারকে ফুলডোজ দিলে এমন গোলমাল আরম্ভ হয়ে যাবে যা আমরা চাই না। সাংবাদিকরা সব এককাট্টা। সবক-টা পত্রিকা পুলিশ আর মেলেটারি চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলবে। কিন্তু লোকটাকে বেশ একটু কড়কে দিতে পার— তাতেই সাবধান হয়ে যাবে। ব্রাদার বলডুইন, তুমি ভার নেবে?'

'নিশ্চয়!' সাগ্রহে বললে তরুণ বলডুইন।

'ক-জনকে নেবে সঙ্গে?'

'জনাছয়েক। দরজা আগলাতে আরও দু-জন। গোওয়ার, তুমি আসবে। ম্যানসেল, তুমিও চলো। স্ক্যানল্যান, তুমি থাকবে। উইলেবাই-ভাই দু-জনও আসবে'।

চেয়ারম্যান বললে, 'নতুন ব্রাদারকে কথা দিয়েছি কিন্তু যাওয়ার জন্যে।'

ম্যাকমুর্দোর দিকে চোখ ফেরাল টেড বলডুইন— চাহনি দেখে বোঝা গেল সে কিচ্ছু ভোলেনি— ক্ষমাও করেনি।

বললে তেতো গলায়, 'বেশ তো, আসতে চায় আসুক। ব্যস, আর দরকার নেই। যত তাড়াতাড়ি কাজে নামা যায়, ততই মঙ্গল।'

মাতালদের গান, চিৎকার, হুল্লোড়ের মধ্যে ভঙ্গ হল সভা। মদ্যশালায় তখনও হই-হুল্লোড় চলছে, কিছু ব্রাদার থেকে গেল সেখানে। কাজের ভার যাদের ওপর পড়েছে, তারা বেরিয়ে গেল দু-জন তিনজন করে— যাতে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা না হয়। রাত বেশ ঠান্ডা, হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে ছাড়ছে। তারকাখচিত, কুয়াশামলিন আকাশে ঝলমল করছে আধখানা চাঁদ। একটা বড়ো বাড়ির সামনের উঠোনে গিয়ে জড়ো হল এরা। আলো ঝলমল দুটো জানলার মাঝে সোনালি হরফে লেখা 'ভারমিসা হেরাল্ড।' ভেতর থেকে ভেসে আসছে ছাপাখানার ঘটাং ঘটাং আওয়াজ।

বলডুইন বলে ম্যাকমুর্দোকে, 'তুমি নীচে দরজার সামনে দাঁড়াও— পালাবার পথ যেন খোলা থাকে। আর্থার উইলেবাই থাকবে আমার সঙ্গে, বাকি সবাই এসো আমার সঙ্গে। ভয় নেই। এই মুহূর্তে আমরা যে ইউনিয়ন বারে আছি, বারোজন সাক্ষী তৈরি হয়েছে তা বলবার জন্যে।'

তখন প্রায় মাঝরাত। গৃহাভিমুখী দু-একজন মদ্যপ ছাড়া রাস্তা ফাঁকা। রাস্তা পেরিয়ে খবরের কাগজের অফিসের সামনে পৌঁছোলো ছোট্ট দলটি এবং এক ধাক্কায় দরজা খুলেই সামনের সিঁড়ি বেয়ে বেগে ওপরে উঠে গেল সদলবলে বলডুইন। নীচে পাহারায় রইল ম্যাকমুর্দো এবং আরেকজন। ওপরের ঘর থেকে আগে একটা চিৎকার শোনা গেল। তারপর 'বাঁচাও-বাঁচাও' আর্তচিৎকার, দুমদাম ছোটাছুটির আওয়াজ এবং চেয়ার ছিটকে পড়ার শব্দ। পরক্ষণেই দৌড়ে চাতালে বেরিয়ে এল এক ভদ্রলোক— মাথার চুল সব সাদা। কিন্তু তার বেশি আর যেতে পারল না— পেছন থেকে এসে চেপে ধরল আততায়ীরা— বৃদ্ধের চশমাটা ঠনঠনাঠন শব্দে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ছিটকে এসে পড়ল ম্যাকমুর্দোর পায়ের কাছে। ধপ করে

একটা আওয়াজের সঙ্গেসঙ্গে ককিয়ে উঠল বৃদ্ধ। মুখ থুবড়ে পড়েছে স্ট্যানজার— এবং ছ-টা লাঠি এইসঙ্গে উঠছে আর পড়ছে দেহের নানা জায়গায়। দুমড়ে মুচড়ে দীর্ঘশীর্ণ শরীর বেঁকিয়ে চুরিয়ে প্রত্যেকটা মারের সঙ্গেসঙ্গে কাতরাচ্ছে বৃদ্ধ। আর সবাই শেষ পর্যন্ত থেমে গেলেও নিষ্ঠুর আনন্দে বিকৃত নারকীয় হাসি হাসতে হাসতে মাথার ওপর লাঠি চালাচ্ছে বলডুইন— দু-হাতে বৃদ্ধ বৃথাই চেষ্টা করছে মাথা বাঁচাবার। রক্তে লাল হয়ে গেছে সাদা চুল। বাহুর ফাঁকে কোথাও মাথা দেখা গেলেই ঝুঁকে পড়ে সেই জায়গা টিপ করে লাঠি মারছে বলডুইন, এমন সময়ে ঝড়ের মতো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে ম্যাকমুর্দো।

বললে, 'মেরে ফেলবে নাকি! ফ্যালো লাঠি!'

হকচকিয়ে গেল বলডুইন।

পরক্ষণেই বললে গলার শির তুলে, 'গোল্লায় যাও তুমি! কে-হে তুমি লজে নতুন এসেই বাগড়া দিতে এসেছ আমার কাজে? সরে দাঁড়াও।' বলেই লাঠি তুলল মাথার ওপর। কিন্তু তার আগেই ফস করে হিপ-পকেট থেকে পিস্তল টেনে বার করেছে ম্যাকমুর্দো।

'তুমি সরে দাঁড়াও! আমার গায়ে হাত দিলেই মুণ্ডু উড়িয়ে দেব। খুব তো লজের দোহাই পাড়ছ, কী বলেছিল বডিমাস্টার? খুন করা চলবে না। কিন্তু তুমি তো একে খুন করতেই যাচ্ছ।'

স্যাঙাতদের মধ্যে একজন বললে, 'ঠিক কথা।'

নীচ থেকে ভেসে এল চিৎকার, 'তাড়াতাড়ি করো! জানলায় জানলায় আলো জ্বলে উঠছে। শহরের সমস্ত লোক তাড়া করবে তোমাদের পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

সত্যিই রাস্তায় চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। নীচের হল ঘরে জড়ো হচ্ছে কম্পোজিটর আর টাইপসেটাররা— সাহসে বুক বাঁধছে এগিয়ে আসার জন্য। সম্পাদকের নিথর নিস্পন্দ দেহটা[৫] সিঁড়ির মাথায় ফেলে রেখে তরতরিয়ে নেমে এল আততায়ীরা, দ্রুত মিলিয়ে গেল রাস্তায় ইউনিয়ন হাউসে পৌঁছেই জনাকয়েক বেমালুম মিশে গেল ম্যাকগিন্টির সেলুনে ভিড়ের মধ্যে— বার কাউন্টারে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বসকে জানিয়ে দিল, কাম ফতে এবং ভালোভাবেই। বাকি ক-জন পাশের রাস্তা দিয়ে রওনা হল যে-যার বাড়ির দিকে— এদের মধ্যে রইল ম্যাকমুর্দো।

১১। ভ্যালি অফ ফিয়ার

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গেসঙ্গে ম্যাকমুর্দোর মনে পড়ল, হ্যাঁ, গতকাল তার লজ-অন্তর্ভুক্তির দীক্ষাই হয়েছে বটে। হাড়ে হাড়ে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। মদ্যপানের ফলে মাথা দপদপ করছে, এবং বাহুর যে অংশে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে, সেখানটা ফুলে ঢোল হয়ে দারুণ টাটিয়েছে। যেহেতু তার রোজগারের উৎস একটু অদ্ভুত, তাই কাজে বেরোনোর মধ্যে কোনো বাঁধা নিয়ম ছিল না। সুতরাং ব্রেকফাস্ট খেল বেলা করে, বাড়িতেই কাটাল সকালটা এবং একটা দীর্ঘ পত্র লিখল এক বন্ধুকে। তারপর পড়ল 'ডেইলি হেব্যাল্ড' পত্রিকা। শেষ মুহূর্তেও একটা বিশেষ স্তম্ভে ছাপা হয়েছে খবরটা :— 'হেব্যাল্ড অফিসে হামলা। সম্পাদক

গুরুতরভাবে আহত।' এরপর যে-ঘটনার বিবরণ ছাপা হয়েছে, তার খবর ম্যাকমুর্দোই বেশি রাখে সংবাদদাতার চেয়ে। খবরের শেষে লেখা হয়েছে এই ক-টি লাইন :

বিষয়টি এখন পুলিশের হাতে, কিন্তু অতীতের মতো এ-অত্যাচারেরও কোনো সুরাহা তাদের কাছে আশা করা যায় না। আততায়ীদের কয়েকজনকে চেনা গিয়েছে, আশা করা যায় এদের সাজাও হবে। হামলার উৎস কিন্তু সেই কুখ্যাত সমিতি— দীর্ঘকাল যাবৎ যারা এ-তল্লাটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে এবং যাদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি লেখা শুরু করেছিল হেরাল্ড— কোনোরকম চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি হয় নি। মি. স্ট্যানজারের বন্ধুবর্গ শুনে সুখী হবেন যে মারাত্মকভাবে বহুস্থানে জখম হওয়া সত্ত্বেও এবং করোটির বেশ কয়েকস্থানে চোট লাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রাণের শঙ্কা আর নেই।

এর নীচে বেরিয়েছে আর একটা খবর। কোল অ্যান্ড আয়রন পুলিশের একজন প্রহরী উইনচেস্টার রাইফেল[১] নিয়ে যাতে অফিস পাহারা দেয়, সেই ব্যবস্থা চলছে।

কাগজ নামিয়ে রাখে ম্যাকমুর্দো। গত রাতের বাড়াবাড়ির দরুন হাত কাঁপছে তখনও। কাঁপা হাতেই ধরিয়ে নেয় তামাকের পাইপ। এমন সময়ে টোকা পড়ল দরজায়। গৃহকর্ত্রী একটা চিঠি নিয়ে এল ভেতরে। এইমাত্র একটা ছেলে দিয়ে গেল চিঠিটা। চিঠিতে কারো সই নেই। বয়ানটা এই :

আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, কিন্তু আপনার বাড়িতে নয়। মিলার হিলে। যেখানে পতাকা উড়ছে, তার পাশে আমাকে পাবেন। যদি আসতে পারেন তাহলে এমন কিছু বলব যা আপনার আমার দু-জনের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ।

অত্যন্ত অবাক হয়ে দু-দুবার চিঠিটা পড়ল ম্যাকমুর্দো, কিছুতেই বুঝতে পারল না চিঠি কে লিখেছে, মানেটাই-বা কী, মেয়েলি হাতের লেখা হলে না হয় ধরে নিত অতীত জীবনের মতোই আর একটা অ্যাডভেঞ্চার শুরু হতে চলেছে বর্তমান জীবনেও। কিন্তু এ-লেখা পুরুষের এবং বেশ শিক্ষিত পুরুষের। শেষকালে বেশ কিছুটা দ্বিধার পর ঠিক করলে দেখাই করবে অজ্ঞাত পত্রলেখকের সঙ্গে।

শহরের ঠিক কেন্দ্রে অত্যন্ত অযত্নে রক্ষিত পাবলিক পার্কের নাম মিলার হিল[২]। গ্রীষ্মকালে লোকজনের ভিড় হয়, কিন্তু শীতকালে খাঁ-খাঁ করে। মিলার হিলের মাথা থেকে পঙ্কিল, নোংরা, বিক্ষিপ্ত শহরটাকেই কেবল আগাগোড়া দেখা যায় না, তারও ওদিকে বহুদূরবিস্তৃত এঁকাবেঁকা পেঁচালো উপত্যকা, উপত্যকার দু-পাশে সাদা বরফের গায়ে কালো কলঙ্কের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়লা খনি আর লোহার কারখানা, এবং সব কিছু ঘিরে তুষারকিরীট শোভিত জঙ্গলাকীর্ণ খাড়া পাহাড়ের পর পাহাড়। পার্কের ঠিক মাঝে একটা রেস্তোরাঁ আছে। গ্রীষ্মকালে সেখানে হই চই হয়— এখন পরিত্যক্ত। চিরসবুজ আগাছায় ঢাকা এঁকাবেঁকা একটা পথ বেয়ে সকালে পৌঁছোলো ম্যাকমুর্দো। পাশেই একটা পতাকাবাহী দণ্ড— পতাকা এখন নেই। তলায় দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ, টুপি টেনে নামানো এবং ওভারকোটের কলার ঠেলে তোলা। মুখ ঘোরাতেই চিনতে পারল ম্যাকমুর্দো। ব্রাদার মরিস— গতরাতে বডিমাস্টারকে রাগিয়ে দিয়েছিল যে। লজের প্রতীকচিহ্ন বিনিময়ের পর শুরু হল কথাবার্তা।

ব্রাদার মরিস কিন্তু কথা আরম্ভ করে বেশ দ্বিধার সঙ্গে— যেন বক্তব্য বিষয় অতিশয়

ভঙ্গুর— ভরসা পাচ্ছে না। বললে, ‘মিস্টার ম্যাকমুর্দো, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। দয়া করে এসেছেন বলে ধন্যবাদ জানবেন।’

‘চিঠিতে নিজের নাম লেখেননি কেন?’

‘মিস্টার, সাবধানের মার নেই। দিনকাল এখন এমন যে ছোটোখাটো ব্যাপারও কীভাবে ঘুরে আসবে নিজের কাছে কেউ তা বলতে পারে না। কাকে বিশ্বাস করা উচিত, কাকে করা উচিত নয়— তাও কেউ জানে না।’

‘লজের ব্রাদারদের বিশ্বাস করা কি যায় না?’

‘‘আরে না। সবসময়ে নয়।’ তেড়েফুঁড়ে বললে মরিস। ‘যাই বলি না কেন, এমনকী মনে মনেও যদি কিছু ভাবি, খবরটা যেন হাওয়ায় পৌঁছে যায় এই ম্যাকগিন্টি লোকটার কাছে।’

কঠিন কণ্ঠে বললে ম্যাকমুর্দো, ‘দেখুন, গতকাল রাত্রে শপথ নিয়েছি বডিমাস্টারের সামনে। আপনি কি সেই শপথ ভাঙতে বলছেন?’

বিষণ্ণভাবে মরিস বললে, ‘আপনি যদি ওইভাবে নেন, তাহলে আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত। পরিস্থিতি এখন সত্যিই খুব সঙিন। দু-জন স্বাধীন নাগরিকও মনের কথা পরস্পরের কাছে বলতে পারে না।’

অত্যন্ত সংকীর্ণ চোখে সঙ্গীকে নিরীক্ষণ করছিল ম্যাকমুর্দো। এই কথার পর একটু সহজ হল।

বললে, ‘আমি তো শুধু আমার কথাই বললাম। নতুন এসেছি, সব কিছুই অদ্ভুত লাগছে। কাজেই, আমার পক্ষে মুখ খোলা সমীচীন হবে না, মি. মরিস। তবে আপনি যদি কিছু বলতে চান তো শুনতে পারি।’

‘তারপর গিয়ে বলবেন বস ম্যাকগিন্টিকে?’ তিক্তস্বরে বলে মরিস।

‘অবিচার করলেন। লজের প্রতি আমি বিশ্বস্ত ঠিকই, কিন্তু কেউ যদি বিশ্বাস করে কোনো কথা বলে, সে-কথা পেটে রাখতে পারব না— এমন বান্দা আমি নই। যা বলবেন তা আমি ছাড়া কেউ জানবে না কথা দিলাম— কিন্তু আমার দিক দিয়ে কোনো সাহায্য বা সহানুভূতিও যে পাবেন না, তাও বলে রাখলাম।’

মরিস বললে, ‘দুটোর কোনোটারই প্রত্যাশা আর করি না— কারো কাছে ভিক্ষাও আর চাই না। আমার কথা বলবার পর জানবেন কিন্তু আমার জীবনটাও আপনার হাতের মুঠোয় চলে যাবে। কিন্তু আপনি যত খারাপই হোন না কেন— কাল রাতে তো দেখলাম ওদের মতো জঘন্য হওয়ার ঝোঁক আপনার মধ্যে রয়েছে— তাহলেও এসব ব্যাপারে আপনি এখনও নতুন, ওদের মতো বিবেক বস্তুটা এখনও শক্ত হয়নি। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে কথা বলব।’

‘বলুন কী বলবেন?’

‘যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, নরকেও জায়গা হবে না বলে দিলাম।’

‘বললাম তো করব না।’

‘তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করা যাক শিকাগোয় যখন ফ্রিম্যানদের সোসাইটিতে নাম লিখিয়ে দানধ্যান আর আনুগত্যর শপথ নিয়েছিলেন, তখন কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন যে পাপের পথে নামতে যাচ্ছেন? অপরাধ করতে চলেছেন?’

'এর নাম কি অপরাধ?'

'অপরাধ নয়!' আবেগে গলা কেঁপে গেল মরিসের। কতটুকু-বা আর দেখেছেন আপনি, তাই ও-কথা বলতে পারলেন। গতকাল রাত্রে যা ঘটল সেটা কি অপরাধ নয়? আপনার বাবার বয়সি এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে রক্ত বার করে দেওয়াটা যদি অপরাধ না হয়, তবে আর কাকে অপরাধ বলে শুনি?'

ম্যাকমুর্দো বললে, 'অনেকে কিন্তু এর নাম দিয়েছে যুদ্ধ। দুই শ্রেণির মধ্যে লড়াই। যে যত জোরে মারতে পারবে, সেই জিতবে।'

'শিকাগোয় ফ্রিম্যানদের সোসাইটিতে নাম লেখানোর সময়ে এ-জিনিস কি ভেবেছিলেন?'

'তা অবশ্য ভাবিনি।'

'আমিও ভাবিনি ফিলাডেলফিয়ার সোসাইটির মেম্বার হওয়ার সময়ে। সেটা ছিল পাঁচজনের উপকার করার ক্লাব, মেম্বারদের আড্ডা মারার জায়গা। তারপর এই জায়গার নামটা শুনলাম— শুনেছিলাম খুবই অশুভ লগ্নে, অভিশপ্ত মুহূর্তে।— চলে এলাম ভবিষ্যৎটা ভালো করার জন্যে, নিজের আরও মঙ্গলের জন্যে। কী মঙ্গল হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন! সঙ্গে এল বউ আর ছেলে-মেয়ে। মার্কেট স্কোয়ারে দোকান দিলাম— শুকনো জিনিসপত্রের দোকান— কপাল ফিরতে লাগল একটু করে। খবর ছড়িয়ে গেল আমি ফ্রিম্যান, গতরাতে যেভাবে জোর করে মেম্বার করা হল আপনাকে— ঠিক সেইভাবে গায়ের জোরে আমাকেও টেনে আনা হল স্থানীয় লজে। আমার বাহুতেও ছ্যাঁকা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই চিহ্ন— যে-চিহ্ন কাউকে দেখানো যায় না— লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়— এ ছাড়াও আরও জঘন্য চিহ্ন আঁকা হয়ে গেছে আমার এই বুকের মধ্যে। দু-দিনেই টের পেলাম একটা পিশাচের হুকুমে আমাকে ওঠ-বস করতে হচ্ছে, জড়িয়ে পড়েছি অপরাধের জালে। নিরুপায় হয়ে পড়লাম। করবার কিছুই আর ছিল না। আমার প্রত্যেকটা ভালো কথাকে যে বিশ্বাসঘাতকতার বুলি হিসেবে ধরা হয়েছে, গতরাত্রে দেখলেন। পালানোর পথও বন্ধ— আমার সর্বস্ব ওই দোকানে। সোসাইটির সদস্যপদ ত্যাগ করা মানেই কিন্তু খুন হয়ে যাওয়া— ছেলে-মেয়ে বউয়ের কী হাল হবে ভগবান জানেন। উঃ, কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর!' বলতে বলতে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মরিস— কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে সারাদেহ।

দু-কাঁধ ঝাঁকায় ম্যাকমুর্দো।

বলে, 'আপনি তো দেখছি বড্ড তুলতুলে— এসব কাজের উপযুক্ত মোটেই নন।'

'আমার বিবেক ছিল, ধর্ম ছিল, কিন্তু ওরা আমাকে ওদের মতোই অপরাধী বানিয়ে নিয়েছে। যদি পেছোই, কপালে কী দুর্গতি আছে তা আমি জানি। হয়তো আমি ভীতু। হয়তো বউ আর ছেলে-মেয়েদের কথা ভেবেই এমনি হয়ে গিয়েছি। তাই যাওয়া ছাড়া আর পথ ছিল না। সারা জীবনটা হয়তো সেই চিন্তা নিশায় দুঃস্বপ্নের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে আমাকে। বাড়িটা নিরিবিলি, এখান থেকে বিশ মাইল দূরে। দরজা আগলানোর ভার পড়েছিল আমার ওপর— ঠিক যেভাবে আপনি কাল রাতে দরজা পাহারা দিয়েছিলেন। খুনটুনের ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি ওরা। তাই বাকি সবাই গেল ভেতরে। বেরিয়ে এলে পর দেখলাম কবজি পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে রক্তে। চলে আসার সময়ে শুনলাম আর্ত চিৎকার

করতে করতে একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে। ছেলেটার বয়স মোটে পাঁচ বছর, বাবার খুন হয়ে যাওয়া দেখেছে নিজের চোখে। দৃশ্যটা দেখে প্রায় অজ্ঞান হতে বসেছিলাম। তবুও মুখে হাসি টেনে বেপরোয়া থাকতে হয়েছে— কেননা তা না-করলে পরের দিনই হয়তো আমার বাড়ি থেকেই কবজি পর্যন্ত রক্তে ডুবিয়ে বেরিয়ে আসত এরা— মাটিতে মুখ গুঁজড়ে বাবার জন্যে কেঁদে ভাসাত আমারই ছোটো ছেলে ফ্রেড। এইভাবেই কিন্তু অপরাধীদের একজন হয়ে গেলাম আমি। খুনিদের সাহায্য করলাম, এ-সংসারে খুনি এখন আমিও। আমি ক্যাথলিক। যত খাঁটিই হোক না আমার ধর্ম বিশ্বাস, আমি স্কোরারস, এ-কথা শোনবার পর কোনো ধর্মযাজক আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না°, আমার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। এইভাবে দিন কাটছে আমার। আপনিও নেমে চলেছেন সেই পথে, শেষটা কোথায় জানেন? ঠান্ডা মাথায় যারা মানুষ খুন করে বেড়ায়, আপনি কি তাই হতে চান? নাকি সবাই মিলে চেষ্টা করে এসব বন্ধ করে দেব?'

'কী করতে চান?' সহসা শুধোয় ম্যাকমুর্দো। 'পুলিশকে খবর দেবেন?'

আঁতকে ওঠে মরিস, 'বলেন কী! ও-কথা ভাবলেও যে আমার প্রাণ যাবে।'

'তাহলে তো মিটেই গেল। আপনি দুর্বল, তিলকে তাল করেন— আপনার সম্বন্ধে এর বেশি আর বলার নেই আমার।'

'তিলকে তাল করি! দু-দিনেই বুঝবেন 'খন। তাকিয়ে দেখুন উপত্যকার দিকে। শ-খানেক চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠে আকাশ কীরকম কালো হয়ে গেছে দেখুন। ধোঁয়ার ওই মেঘের চাইতেও কিন্তু অনেক নীচে প্রত্যেকের মাথার ওপর ঝুলছে খুনের মেঘ। এ হল ভ্যালি অফ ফিয়ার— ভ্যালি অফ ডেথ, আতঙ্ক-উপত্যকা। মৃত্যু উপত্যকা। সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত আতঙ্ক বিরাজ করে এখানকার মানুষের অন্তরে। ইয়ংম্যান, দু-দিন যাক আপনিও টের পাবেন।'

বেপরোয়া ভঙ্গিমায় ম্যাকমুর্দো বললে, 'সে-রকম কিছু টের পেলে আপনাকে না হয় জানিয়ে দেব। আসল কথাটা কী জানেন, এ-জায়গায় থাকার উপযুক্ত আপনি নন। জলের দরেও যদি কারবার বেচতে হয়, তবে তাই করুন। আমাকে যা বললেন তা কাকপক্ষী জানবে না। কিন্তু যদি আপনি ইনফরমার হন, খবর চালাচালির কারবার করেন, তাহলে কিন্তু—' করুণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে মরিস, 'না, না, না।'

'তাহলে তো মিটেই গেল। যা বললেন, তা মনে রাখব। যদি কখনো সে-রকম ঘটনা ঘটে, আপনার কথা নতুন করে ভাবব। এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

'যাওয়ার আগে আর একটা কথা', বললে মরিস। 'দু-জনকে একসঙ্গে যদি কেউ দেখে থাকে, প্রশ্ন উঠতে পারে কী কথা বলছিলাম।'

'আরে হ্যাঁ, বলে ভালো করলেন তো।'

''বলবেন, 'আপনাকে আমার দোকানে কেরানির কাজ করতে বলছিলাম। এবং আপনি তাতে রাজি হননি। কেমন? ঠিক আছে, এবার চলি। ভবিষ্যৎ আপনার ভালোভাবে কাটুক, এই ইচ্ছেই জানিয়ে যাই যাবার সময়ে।'

সেইদিনই বিকেলে বসবার ঘরে আগুনের চুল্লির পাশে চিন্তামগ্নভাবে বসে রয়েছে ম্যাকমুর্দো,

এমন সময়ে দড়াম করে দরজা খুলে গেল— দেখা গেল চৌকাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বস ম্যাকগিন্টির সুবিপুল মূর্তি। চিহ্ন বিনিময়ের পর বসল যুবাপুরুষের বিপরীত চেয়ারে, চেয়ে রইল নিষ্পলক চোখে— একইভাবে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল ম্যাকমুর্দোও।

অবশেষে মুখ খোলে ম্যাকগিন্টি, 'ব্রাদার ম্যাকমুর্দো, সচরাচর কারো বাড়ি আমি যাইনি। বাড়ি বয়ে যারা আসে দেখা করতে ব্যস্ত থাকি তাদেরই নিয়ে! কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্যে ভাবলাম তোমার বাড়ি আমার আসা দরকার।'

আলমারি থেকে হুইস্কির বোতল বার করতে করতে আন্তরিকভাবে বললে ম্যাকমুর্দো, 'আমার পরম সৌভাগ্য, কাউন্সিলর। এত সম্মান আমি আশা করিনি।'

'হাত কীরকম আছে?'

মুখভঙ্গি করে ম্যাকমুর্দো, 'হাতের ব্যথা কি ভোলা যায়। তবে যা পেলাম, তার তুলনায় ব্যথাটা কিছু নয়।'

'তা ঠিক, যারা অনুগত; এ-ব্যথা তারা সয়, লজের অনেক কাজও করে দেয়। আজ সকালে মিলার হিলে ব্রাদার মরিসের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল।'

প্রশ্নটা আচমকা— ভাগ্যিস বুদ্ধি করে জবাবটা আগে থেকে ভেবে রেখেছিল ম্যাকমুর্দো, নইলে বিপদে পড়ত! হেসে উঠল হো হো করে। প্রাণখোলা অট্টহাসি।

বললে, 'মরিস জানে না আমি এই ঘরে বসেই দু-হাতে টাকা রোজগার করতে পারি। জানতেও পারবে না— কেননা আমার সম্বন্ধে ধারণা ওর খুবই ভালো। লোকটার মনটা কিন্তু ভালো। ওর ধারণা আমার নাকি খাঁকতির দশা চলছে— তাই ইচ্ছে করলে ওর দোকানে চাকরি করতে পারি।'

'ও, এই ব্যাপার?'

হ্যাঁ।'

'তুমি রাজি হওনি?'

'তা আর বলতে। মাত্র চার ঘণ্টা খেটে দশগুণ রোজগার তো এই ঘরে বসেই করতে পারি।'

'তা বটে। তবে মরিসের সঙ্গে বেশি মেলামেশা না-করাই ভালো।'

'কেন বলুন তো?'

'সেটা না বলাই ভালো। এ-অঞ্চলের বেশির ভাগ লোক কিন্তু এইটুকু শুনলেই যথেষ্ট মনে করবে।'

'বেশির ভাগ লোকের পক্ষে যা যথেষ্ট, আমার কাছে তা নয়।' জোর গলায় বলে ম্যাকমুর্দো। 'এতেই যদি মানুষ চেনার ক্ষমতা থাকে তো আমাকে চেনা আপনার উচিত ছিল।'

জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে লোমশ দুই হাত মুঠি পাকিয়ে ঝুঁকে পড়ল দানব দেহ— এই বুঝি ঘুসি মেরে বসে সহচরের মাথায়। পরক্ষণেই ফেটে পড়ে কপট অট্টহাসিতে। বললে, 'তুমি তো দেখছি আচ্ছা সৃষ্টিছাড়া জীব। ঠিক আছি, কারণ জানতে চাও তো, বলছি কারণটা লজের পিণ্ডি চটকে কোনো কথা বলছে মরিস?'

'না।'

'আমার শ্রাদ্ধ করেনি?'

'না।'

'তোমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি বলেই বলেনি। ভেতরে ভেতরে ও কিন্তু বিশ্বস্ত ব্রাদার মোটেই নয়। সে-খবর আমরা রাখি বলেই ওকে চোখে চোখে রেখেছি— সুযোগমতো সরিয়ে দেব। সেদিনের আর বেশি দেরি নেই বলেই মনে হচ্ছে। মামড়ি-পড়া ভেড়াদের ঠাঁই নেই আমাদের খোঁয়াড়ে। বিদ্রোহী ব্রাদারের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে তোমাকেও কিন্তু বিদ্রোহী বলতে বাধ্য হব। বুঝছ?

'মেলামেশার সম্ভাবনাই নেই— লোকটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারি না আমি,' বললে ম্যাকমুর্দো। 'আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে বিদ্রোহী বললে কিন্তু মুখনাড়া বন্ধ করে দিতাম।'

গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললে ম্যাকগিন্টি, 'ওতেই হবে। সময় থাকতে হুঁশিয়ার করব বলে এসেছিলাম।'

'মরিসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আপনি জানলেন কী করে?'

হেসে উঠল ম্যাকগিন্টি।

বললে, 'এ-শহরের কোথায় কী হচ্ছে সব নখদর্পণে রাখাটাই আমার কাজ। আমি যা বলব তা ধ্রুব সত্য বলেই জানবে। যাই হোক, সময় হয়েছে, এবার আমি—'

কিন্তু বিদায় নেওয়াটা আটকে গেল মাঝপথে— অপ্রত্যাশিতভাবে। আচমকা দড়াম করে সবুট পদঘাতে খুলে গেল পাল্লা এবং টুপি মাথায় তিনজন পুলিশের লোককে জ্বলন্ত চোখে, ভ্রূকুটি কুটিল ললাটে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল দরজার কাছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই রিভলবার টেনে বার করতে গেল ম্যাকমুর্দো— কিন্তু আধখানা টেনেই থেমে যেতে হল তিন তিনটে উইনচেস্টার রাইফেলের নল মাথার দিকে তাক করে রয়েছে দেখে। ছ-ঘড়া রিভলবার হাতে ইউনিফর্মধারী এক ব্যক্তি ঢুকল ঘরে। শিকাগোর সেই ক্যাপ্টেন মার্ভিন— এখন কোল অ্যান্ড আয়রন কন্সট্যাবুলারির অফিসার। ফিক করে হেসে ম্যাকমুর্দোর পানে চেয়ে মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন।

বললে, 'শিকাগোর মি. মহা-বদমাশ ম্যাকমুর্দো, কপালে তোমার অনেক দুর্গতি আছে দেখছি। বদমাইশি না-করলে বুঝি ঘুম হয় না? টুপি নিয়ে চলে এসো।'

গর্জে উঠল ম্যাকগিন্টি, 'ক্যাপ্টেন মার্ভিন, এর ফল কিন্তু আপনাকে ভুগতে হবে বলে দিলাম। সজ্জন আইনভক্ত নাগরিকের বাড়িতে এভাবে হামলা করতে এসেছেন কেন?'

'কাউন্সিলর ম্যাকগিন্টি, কর্তব্যে বাধা দিচ্ছেন মনে রাখবেন। আমরা এসেছি ম্যাকমুর্দোকে গ্রেপ্তার করতে— আপনার উচিত আমাদের সাহায্য করা— কর্তব্যে বাধা দেওয়া নয়।'

'ম্যাকমুর্দো আমার বন্ধু— সে যদি কিছু করে থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করুন— আমি জবাব দিচ্ছি,' বললে বস।

'মি. ম্যাকগিন্টি, আপনার নিজের কীর্তিকলাপের জবাব আপনাকেই একদিন দিতে হতে পারে। এ-লোকটা এককালে চূড়ান্ত বদমাইশ ছিল, এখনও রয়েছে। পেট্রলম্যান, রাইফেল তুলে রাখো— পকেট থেকে রিভলবারটা সরিয়ে নিন।'

শান্তস্বরে বললে ম্যাকমুর্দো, 'এই নিন পিস্তল। ক্যাপ্টেন মার্ভিন, আপনি যদি একা

আসতেন, আর আমি যদি একা থাকতাম, এত সহজে নিয়ে যেতে পারতেন না আমাকে।'

ম্যাকগিন্টি বলে, 'ওয়ারেন্ট কোথায় আপনার? কী আশ্চর্য! রাশিয়ায় থাকা আর ভারমিসায় থাকা দেখছি একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল— পুলিশের ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে হবে! এ-অত্যাচারের ফল আপনাকে ভুগতে হবে, বলে দিলাম।'

'কাউন্সিলর, আপনার কাজ আপনি করুন— ভালোভাবেই করুন। আমাদের কাজ আমরা করব।'

'আমার অপরাধটা কী?' শুধোয় ম্যাকমুর্দো।

'হেরাল্ড অফিসে চড়াও হয়ে বৃদ্ধ সম্পাদক স্ট্যানজারকে ধরে পিটোনো। খুনের চার্জ নিয়ে আসতে হয়নি, এই যথেষ্ট— দোষটা অবশ্য তোমার নয়।'

হেসে উঠল ম্যাকগিন্টি, 'এইটেই যদি ওর একমাত্র অপরাধ বলে মনে করে থাকেন, তাহলে আর কষ্ট করতে হবে না। কাল রাত বারোটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে সেলুনে পোকার খেলেছে ম্যাকমুর্দো— ডজনখানেক সাক্ষী হাজির করব তা প্রমাণ করার জন্যে।'

'ওটা আপনার ব্যাপার, আপনি করুন। কালকে কোর্টে গিয়ে বরং সাক্ষী হাজির করুন। চলে এসো ম্যাকমুর্দো, সুবোধ ছেলের মতো না-এলে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারব মাথায়। সরে দাঁড়ান মি. ম্যাকগিন্টি, ডিউটিতে যতক্ষণ আছি, কোনো বাধাই বাধা বলে মানব না জানবেন।'

ক্যাপ্টেনের সংকল্প দৃঢ় মুখচ্ছবি দেখে ট্যাঁ-ফোঁ করার সাহস পেল না ম্যাকগিন্টি আর ম্যাকমুর্দো। যাওয়ার আগে খাটো গলায় অবশ্য কথা হয়ে গেল দুই মূর্তিমানের মধ্যে।

বুড়ো আঙুলটা ওপরে উঁচিয়ে টাকা জালের যন্ত্রটাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে শুধোল ম্যাকগিন্টি, 'ওটার কি—'

'ওসব ঠিক আছে', বসকে আশ্বস্ত করে ম্যাকমুর্দো। মেঝের তলায় চোরা খুপরির মধ্যে যন্ত্রটা লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা সে করেছিল।

করমর্দন করে বস বলে, 'তাহলে বিদায়। আইনবিদ রিলির সঙ্গে এখুনি দেখা করে তোমাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছি। জেনে রেখো, তোমাকে আটকে রাখার ক্ষমতা ওদের নেই।'

'ও-ব্যাপারে আর বাজি ধরব না। কয়েদিকে সামলে রাখবে তোমরা দু-জনে— বেচাল দেখলেই গুলি করবে। যাওয়ার আগে বাড়িটা তল্লাশ করব আমি।'

তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিন্তু টাকা জালের যন্ত্র পেল না মার্ভিন। নীচে নেমে পাহারাদারদের সঙ্গে ম্যাকমুর্দোকে নিয়ে গেল সদরদপ্তরে। অন্ধকার গাঢ় হয়েছে, ছুরির মতো ধারালো তুষার ঝড়ে চোখ-মুখ যেন ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা তাই প্রায় জনহীন— দু-একজন নিষ্কর্মা ছাড়া। পেছন পেছন এল এরা অন্ধকার আর তুষার ঝড়ের আড়ালে নিজেদের অদৃশ্য রেখে সাহসে বুক বেঁধে মুণ্ডুপাত করতে লাগল কয়েদির।

'জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নিন শয়তান স্কোরারস-এর!' পুলিশ ফাঁড়িতে ম্যাকমুর্দোকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর হাতে হাতে নানারকম টিটকিরি বর্ষণ করে চলল নিষ্কর্মার দল। ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেকটর রুটিনমাফিক জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে পুরে দিল গারদঘরে। বলডুইন এবং আরও তিনজন অপরাধী রয়েছে সেলে— গ্রেপ্তার হয়েছে গত রাতে, বিচার হবে আগামী সকালে!

আরক্ষাবাহিনীর সুদৃঢ় এই দুর্গেও দেখা গেল ফ্রি-ম্যানদের কারচুপি পৌঁছেছে। গভীর রাতে বিছানার জন্যে এক বান্ডিল খড় নিয়ে এল একদল কারারক্ষক। বান্ডিলের ভেতর থেকে বেরোল দু-বোতল হুইস্কি, খানকয়েক গেলাস এবং এক প্যাকেট তাস। দারুণ ফুর্তিতে কাটল সারারাত— পরের দিনের অগ্নিপরীক্ষা নিয়ে তিলমাত্র দুশ্চিন্তা রইল না কারুর মনে।

দুশ্চিন্তার কারণও ছিল না— যথাসময়ে তা বোঝা গেল। উচ্চতর আদালতে মামলা সুপারিশ করার মতো সাক্ষ্যপ্রমাণ পেলেন না ম্যাজিস্ট্রেট। কম্পোজিটর আর প্রেসের লোকরা বললে, হানাদারদের মধ্যে কয়েদিরা ছিল বলেই তাদের বিশ্বাস— কিন্তু শপথ নিয়ে শনাক্তকরণ সম্ভব নয় দুটি কারণে। প্রথমত কম আলোয় হানাদারদের স্পষ্ট দেখা যায়নি, দ্বিতীয়ত প্রত্যেকেই ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। ম্যাকগিন্টি একজন তুখোড় আইনবিদকে লাগিয়েছিল কেস লড়বার জন্যে। সে-ভদ্রলোক চোখা চোখা জেরা আরম্ভ করতেই প্রেসের লোক আর কম্পোজিটরদের সব কথাই আরও ভাসা ভাসা হয়ে এল। আহত ব্যক্তি এসেই বলেছিলেন, অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার দরুন কাউকেই তিনি চিনে রাখবার মতো সময় পাননি— একজনের গোঁফ আছে, এইটুকুই শুধু মনে আছে— প্রথমে লাঠি মেরেছে সে! আরও বললে, হানাদাররা নিঃসন্দেহে স্কোরারস-দের দল। এরা ছাড়া সমাজে আর তাঁর শত্রু নেই। অনেকদিন ধরেই সম্পাদকীয়তে খোলাখুলি এদের আক্রমণ করেছিলেন তিনি। এই গেল একদিনের ব্যাপার। আর একদিনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী কাউন্সিলর ম্যাকগিন্টি স্বয়ং এবং ছ-জন নাগরিক একবাক্যে এবং সুকৌশলে বলে গেল, ঘটনাটি যখন ঘটে তারও কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকে ইউনিয়ন হাউসে তাস খেলায় মত্ত ছিল। ফলে, হয়রানির জন্যে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি দেওয়া হল আসামিদের এবং ভর্ৎসনা করা হল ক্যাপ্টেন মার্ভিন এবং পুলিশকে তাদের পুলিশি আক্রোশের জন্যে।

রায় শুনে উল্লাস আর হাততালিতে আদালত কক্ষ যেন ফেটে গেল— ভিড়ের মধ্যে অনেক চেনা মুখ চোখে পড়ল ম্যাকমুর্দোর। লজের ব্রাদাররা হাসছে, হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছে। কাঠগড়া থেকে সারবেঁধে নেমে আসার সময়ে আসামিদের চোখে পড়ল আরও কয়েকটি মুখ— ঠোঁট তাদের দৃঢ়সংবদ্ধ, চোখে ভ্রূকুটি। ওদের মধ্যে একজন খর্বকায়, মুখভরতি কালো দাড়ি, চোহারাটিও গোঁয়ার টাইপের। বেকসুর খালাস কয়েদিরা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সঙ্গীদের এবং নিজের কথা স্পষ্ট বলেই ফেলল।

বলল, 'শয়তান খুনি কোথাকার! তোদের আমি শেষ করবই করব!'

১২। নীরন্ধ্রতম অন্ধকার মুহূর্ত

সঙ্গীদের মধ্যে জ্যাক ম্যাকমুর্দো আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল গ্রেপ্তার আর খালাস হওয়ার পর। সোসাইটিতে নাম লেখানোর সঙ্গেসঙ্গে সেই রাত্রেই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করানোর মতো কুকর্ম সে করেছে, সমিতির ইতিহাসে কিন্তু এ-নজির আর নেই। জমাটি সঙ্গী, ফুর্তিবাজ মদ্যপ এবং চড়া মেজাজের দরুন এর মধ্যেই বেশ সুনাম হয়েছিল তার— মেজাজ তার এমনই যে স্বয়ং বসের মতো সর্বশক্তিমানও তাকে অপমান করলে আর রক্ষে নেই— রুখে সে

দাঁড়াবেই। কিন্তু এসব ছাড়াও কমরেডদের চোখে সে আরও একটা ব্যাপারে মার্কামারা হয়ে উঠেছিল, রক্ত ঝরানো যেকোনো চক্রান্ত সৃষ্টি করাই শুধু নয়, সেই চক্রান্ত অনুযায়ী কাজ হাসিল করার মতো ক্ষমতা যে তার ব্রেনে আছে এবং সেই ব্রেনের মতো আর একটি ব্রেনও সংগঠনে আর দ্বিতীয় নেই— তা স্পষ্ট হয়ে গেছিল। প্রবীণরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, 'ছোকরা কাজ করে খুব পরিষ্কার। এমন লোককে নিজের কাজে লাগানোর সুযোগ খুঁজত প্রত্যেকেই। কাজের যন্ত্রর অভাব ছিল না ম্যাকগিন্টির, কিন্তু এখন দেখলে সব যন্ত্রর সেরা যন্ত্র এই ম্যাকমুর্দো— তার ধারেকাছেও আসতে পারে না কেউ। ম্যাকমুর্দো যেন মানুষ নয়, রক্তখেকো ভয়ংকর একটা ব্লাডহাউন্ড কুত্তা— অতি কষ্টে ম্যাকগিন্টি যেন তাকে গলায় চেন বেঁধে টেনে রেখেছে। ছোটোখাটো কাজের জন্যে খেঁকি কুকুরই যথেষ্ট, কিন্তু সে-রকম শিকার পেলে লেলিয়ে দেওয়া যাবে'খন একে। টেড বলডুইন এবং আরও কয়েকজন লজ-সদস্য নবাগতের এইভাবে চড়চড়িয়ে উঠে যাওয়া ভালো চোখে দেখল না— ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে গেলেও কিন্তু ঘাঁটাতে কখনো গেল না— কেননা ম্যাকমুর্দো হাসতে যেমন তৈরি, লড়তেও তেমনি একপায়ে খাড়া।

বন্ধুবান্ধবদের চোখের মণি হয়ে ওঠা ছাড়াও ম্যাকমুর্দোর জীবনে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল যেখানে সে তখন হাবুডুবু খেয়ে মরেছে। বন্ধুদের কাছে খাতির জমানোর ব্যাপারে সে-তুলনায় কিছুই নয়। এট্টি শ্যাফটারের বাবা ম্যাকমুর্দোর সঙ্গে আর খাতির বজায় রাখতে রাজি নন— এমনকী বাড়িতে ঢুকতে দিতেও নারাজ। ম্যাকমুর্দোকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসলেও এট্টি নিজেও বুঝেছিল ক্রিমিন্যাল বলে পরিচিত কাউকে বিয়ে করার পরিণতি কী হতে পারে। তাই সারারাত না-ঘুমিয়ে একদিন সকালে উঠে মন ঠিক করে ফেলল এট্টি। ম্যাকমুর্দোর সঙ্গে দেখা করে কুসঙ্গীদের খপ্পর থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার শেষ চেষ্টা সে করবে। এদের জন্যেই তো পাপের পথে ক্রমশ নেমে চলেছে সে— শেষ চেষ্টা সে করবে কুপ্রভাব থেকে তাকে সরিয়ে আনার এবং হয়তো এই দেখাই হবে শেষ দেখা। ম্যাকমুর্দো আগে অনেকবার কাকুতি মিনতি করে এট্টিকে তার বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এতদিন এট্টি যায়নি, কিন্তু সেদিন গেল! সোজা উঠে গেল বসবার ঘরে। এট্টির দিকে পিঠ ফিরিয়ে টেবিলে বসে একটা চিঠি লিখছিল ম্যাকমুর্দো। এট্টি বয়স তখন মোটে উনিশ বলেই হঠাৎ একটা মেয়েলি দুষ্টমিতে পেয়ে বসল তাকে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছে এট্টি, কিন্তু তন্ময় থাকায় শুনতে পায়নি ম্যাকমুর্দো! পা টিপে টিপে পেছনে এসে আলগোছে হাত রাখল ঝুঁকে নেমে থাকা দু-কাঁধের ওপর।

ম্যাকমুর্দোকে চমকে দেওয়ার জন্যেই এই দুষ্টুমি। এবং তাতে কাজও হল। কিন্তু এট্টিকেও চমকে উঠতে হল। বাঘের মতো লাফে নিমেষের মধ্যে এট্টির দিকে ঠিকরে গেল ম্যাকমুর্দো এবং ডান হাত বাড়িয়ে ধরল গলার দিকে। একইসঙ্গে বাঁ-হাতে দলা পাকিয়ে ফেলল সামনে রাখা কাগজটা। মুহূর্তের জন্যে চেয়ে রইল গনগনে চোখে। তারপর আনন্দ আর বিস্ময় এসে মুখ থেকে বিদেয় করল প্রচণ্ড জিঘাংসা। আত্যন্তিক প্রকোপে মুখের প্রতিটি পেশি বিকৃত হয়েছিল এতক্ষণ এবং যে জিঘাংসার ভয়ংকর চেহারা দেখে আতঙ্কে পাণ্ডু হয়ে ছিটকে পেছনে সরে গিয়েছিল এট্টি বেচারা। নরম ধাঁচের মেয়ে সে— জীবনে এমন বন্য বিকট রূপ সে দেখেনি।

কপাল মুছে নিয়ে বলল ম্যাকমুর্দো, 'আরে তুমি! কী কাণ্ড দেখো তো! আমার প্রাণের দেবী এসেছে আমারই ঘরে, আর আমি কিনা যাচ্ছি তার টুটি টিপে ধরে শেষ করে দিতে। এসো প্রাণেশ্বরী, এসো— দু-বাহু বাড়িয়ে দেয় ম্যাকমুর্দো— 'দেখো আবার কেমন সুন্দর করে তুলি নিজেকে তোমার কাছে।'

কিন্তু প্রিয়তমের মুখে এইমাত্র ক্ষণের জন্যে অপরাধের যে-ভয়ার্ত ছবি সে দেখেছে, এখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি সেই ধাক্কা। মেয়ে মানুষের সহজাত অনুভূতি দিয়ে সে নিমেষের মধ্যে বুঝে নিয়েছে, চমকে ওঠাটা নিছক ভয়ের জন্যে নয়। ভেতরে চাপা আছে বলেই ভয়টা ফুটে বেরিয়েছে এইভাবে।

'জ্যাক, কী হয়েছে তোমার অমন চমকে উঠলে কেন আমাকে দেখে? বিবেক পরিষ্কার থাকলে তো ওভাবে তাকাতে পারতে না!'

'আরে, পাঁচরকম চিন্তা নিয়ে মশগুল হয়ে রয়েছি, এমন সময়ে পরির মতো হালকা পা ফেলে এমনভাবে ঘরে ঢুকলে—'

'না, জ্যাক না, চমকেছ অন্য কারণে,' বলতে বলতে হঠাৎ সন্দেহ নিবিড় হয় এট্টির চোখে, 'দেখি কী লিখছিলে।'

'এট্টি, সেটি পারব না।'

সন্দেহ আর সন্দেহ রইল না— ধ্রুব বিশ্বাস হয়ে গেল।

'বটে! অন্য মেয়েকে চিঠি লেখা হচ্ছে! ঠিক ধরেছি, নইলে দেখাচ্ছ না কেন? কাকে লিখছ? স্ত্রীকে? কী করে জানব তোমার বিয়ে হয়নি? ঘরে বউ আছে? এ-অঞ্চলে কেউ তোমায় চেনে না— কোনো খবরও রাখে না।'

'এট্টি, ঈশ্বরের নামে বলছি, আমার বিয়ে হয়নি। তুমি ছাড়া আমার জীবনে দ্বিতীয় নারী আর নেই।'

বলতে বলতে আতীব্র আবেগে নীরক্ত হয়ে এল ম্যাকমুর্দোর মুখের চেহারা— সাদা পাঁশুটে সেই মুখ দেখে আর অবিশ্বাস করতে পারল না এট্টি।

'তাহলে দেখাচ্ছ না কেন?'

'সখী, সত্যি কথাটা তাহলে বলি। শপথ করেছি এ-চিঠি কাউকে দেখাব না— যাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাদের কাছে যাতে আমার মুখ থাকে, তাই এ নিয়ে কোনো কথা তোমাকেও বলব না। শুধু জেনে রাখো, চিঠিটা আমাদের লজ সংক্রান্ত কোনো একটা ব্যাপারে। বোঝো না কেন, আচমকা পিঠে হাত পড়া মানেই তাই ভেবে নিয়েছিলাম নিশ্চয় গোয়েন্দা এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।'

এট্টি বুঝল ম্যাকমুর্দো সত্যি কথাই বলছে। দু-হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের ওপর টেনে নেয় ম্যাকমুর্দো। মুখচুম্বন করে ধুয়ে মুছে উড়িয়ে দেয় সব সন্দেহ, সব ভয়কে।

'বোসো এখানে। তোমার মতো রানির পক্ষে খুবই অদ্ভুত সিংহাসন, কিন্তু এর চাইতে ভালো আসন তো তোমার প্রিয়তম বেচারা দিতে পারবে না। এখন না-পারলেও একদিন কিন্তু দেবে— নিশ্চিন্ত থেকো। মনটা এখন আবার ঠিক হয়ে গেছে তো?'

'কী করে ঠিক হবে বলতে পারো? তুমি ক্রিমিন্যাল এবং কবে যে খুনের দায়ে কাঠগড়ায়

উঠবে ঈশ্বর জানেন— এর পর মন কখনো ঠিক থাকতে পারে জ্যাক? সেদিন একজন বোর্ডার বলছিল, ম্যাকমুর্দো আর স্কোরারস— কথাটা ছুরির মতো বিঁধে গেল আমার বুকে।'

'তাতে কী, যত রূঢ়ই হোক না কেন, হাড়গোড় তো ভেঙে দেয় না। গায়ে ফোসকা পড়ে না।'

'কিন্তু কথাটা তো সত্যি।

'যতটা খারাপ ভাবছ, ততটা নয়। আমরা গরিব, অধিকার ফিরিয়ে আনার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

দু-বাহু দিয়ে প্রিয়তমের কণ্ঠ বেষ্টন করে এট্টি।

'এ-লড়াই ছাড়ো জ্যাক, ছেড়ে দাও। এই কথা বলব বলেই আজ আমি এসেছি তোমার কাছে। হাঁটু গেড়ে ভিক্ষে চাইছি, জ্যাক! তোমার পা ধরে বলছি, মিনতি করছি— এ-কাজ ছেড়ে দাও।'

এট্টিকে তুলে ধরে ম্যাকমুর্দো। মাথাটা টেনে নিয়ে রাখে বুকে। আলতো করে হাত বুলিয়ে দেয় মাথায় মুখে।

'ডার্লিং কী বলছ বুঝতে পারছ না। শপথ ভঙ্গ করে, কমরেডদের ত্যাগ করে চলে আসা কি সম্ভব? আমার অবস্থাটা জানলে এ-অনুরোধ কখনো করতে না। তা ছাড়া, আমি চাইলেও তো আসা সম্ভব নয়। ওরা ছাড়বে কেন? লজের গুপ্ত রহস্য একবার যে জানে, লজ থেকে আর তাকে বেরোতে দেওয়া হয় না।'

'তাও ভেবেছি, জ্যাক। প্ল্যানও করেছি। বাবা কিছু টাকা জমিয়েছে। এ-জায়গা বাবার আর ভালো লাগছে না। সবসময়ে ভয়ে ভয়ে আধখানা হয়ে থাকতে হয় এখানে। তাই বাবা যাওয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া। ফিলাডেলফিয়া বা নিউইয়র্কে যদি পালিয়ে যাই, এরা আর তোমার নাগাল পাবে না।'

হেসে ফেলে ম্যাকমুর্দো।

'লজের নাগাল কদ্দূর পৌঁছোয় তোমার জানা নেই এট্টি। ফিলাডেলফিয়া বা নিউইয়র্কে পৌঁছোবে না ভেবো না।'

'তাহলে চলো যাই পশ্চিমে, নয় তো ইংলন্ডে, অথবা সুইডেনে— বাবার দেশে। ভ্যালি অফ ফিয়ার থেকে পালিয়ে পৃথিবীর যেকোনো জায়গায়।'

প্রবীণ ব্রাদার মরিসের কথা মনে পড়ল ম্যাকমুর্দোর।

বললে, 'ভ্যালি অফ ফিয়ার নামটা এই নিয়ে দ্বিতীয়বার শুনলাম। সত্যিই এ-উপত্যকার কিছু লোক ভয়ে কুঁকড়ে আছে আতঙ্ক ছায়ার তলায়। তুমি তাদের একজন।'

'প্রতি মুহূর্তে এই ছায়ার কালো হয়ে আসছে আমাদের জীবন। টেড বলডুইন কি তোমাকে মন থেকে ক্ষমা করেছে মনে কর? শুধু তোমাকে যমের মতো ভয় করে বলে— নইলে আমাদের কপালে কী ঘটত ভাবতে পারো? আমার দিকে যখন তাকায় তখন ওর কালো চোখের খিদেটা দেখোনি?'

'আমার চোখে পড়লে মেয়েদের দিকে তাকাতে হয় কী করে শিখিয়ে ছাড়ব'খন। কিন্তু আমি যে এ-জায়গা ছেড়ে যেতে পারছি না, সখী। একেবারেই নয়— এই আমার শেষ কথা।

তবে হ্যাঁ, তুমি যদি ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও— সম্মানের সঙ্গে কীভাবে এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়; সে-চেষ্টা আমি করব।'

'এ ধরনের কাজে সম্মান আবার কীসের?'

'যা খুশি বলতে পারো। কিন্তু যদি ছ-মাস সময় দাও আমাকে, এমনভাবে কেটে বেরিয়ে যাব যে পরে লজ্জায় মাথা হেঁট হবে না— কেউ ধিক্কার দিতেও পারবে না।'

আনন্দে হেসে ওঠে এট্টি।

'ছ-মাস তো? কথা দিচ্ছ?'

'ছ-মাস, হয়তো সাত আট হয়ে যেতে পারে। বড়োজোর এক বছর হতে পারে— তার মধ্যেই জানবে উপত্যকা ছেড়ে চলে যাব আমরা সবাই।'

এর বেশি কথা আদায় করতে পারল না এট্টি, কিন্তু যা পেল তা নেহাত কম নয়। তমিস্রাময় ভবিষ্যতে আশার আলো নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরল সে। জ্যাক ম্যাকমুর্দো তার জীবনে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে এত খুশি সে কখনো হয়নি।

ম্যাকমুর্দো ভেবেছিল, লজের সদস্য হিসেবে সব কথা তাকে বলা হবে। কিন্তু দু-দিনেই দেখলে সংগঠনটা মামুলি লজের মতো সাদাসিদে নয়— অনেক বেশি ব্যাপক এবং জটিল। এমনকী বস ম্যাকগিন্টিও বহু ব্যাপারে অজ্ঞ। জেলা প্রতিনিধি নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকে 'হবসন্স প্যাচ-এ'— বেশ কয়েকটা লজের ওপর শক্তি খাটায় লোকটা এবং সেটা ঘটে আচম্বিতে আর খেয়ালখুশি মতো। লোকটাকে একবারই দেখেছিল ম্যাকমুর্দো। মাথার চুল তার সাদা, শঠতায় ভরপুর, চলাফেরা চোরের মতো চুপিসারে, আড়ে আড়ে তাকানোর ধরন— বিদ্বেষবিষে জর্জরিত— ঠিক যেন একটা ধেড়ে ইঁদুর। নাম তার ইভান্স পট। বস ম্যাকগিন্টির মতো ডাকাবুকো মানুষও লোকটাকে দেখলে বিতৃষ্ণায় সিঁটিয়ে উঠত, ভয়ে শিউরে উঠত— পুঁচকে কিন্তু বিপজ্জনক রোব্‌স্‌পায়াকে[১] দানবাকার ড্যান্টন[২] যেমন ভয় পায়, অনেকটা সেইরকম।

একদিন স্ক্যানল্যান একটা চিঠি পেল ম্যাকগিন্টির কাছ থেকে— সেইসঙ্গে ইভান্স পটেরও চিঠি রয়েছে একটা। ম্যাকমুর্দোর সঙ্গে একই ডেরায় থাকত স্ক্যানল্যান। ইভান্স পট লিখেছে, দু-জন কাজের লোক পাঠাচ্ছে সে। ললার আর অ্যানড্রুজ এদের নাম। এদিকে আসছে কিছু কাজ সারবার জন্যে। কী কাজ সেটা বলা সংগত হবে না। কাজের লগ্ন না-আসা পর্যন্ত ওদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত কি বডিমাস্টার করে দেবেন? ম্যাকগিন্টি লিখেছে, ইউনিয়ন হাউসে থেকে গোপনীয়তা রক্ষা করা অসম্ভব। কাজেই ম্যাকমুর্দো আর স্ক্যানল্যান দিন কয়েকের জন্যে তাদের বোর্ডিং হাউসে আগন্তুকদের ব্যবস্থা করে দিলে সে বাধিত হবে।

সেইদিনই সন্ধেবেলা এসে হাজির হল দু-জনে— প্রত্যেকের হাতে ঝুলিয়ে নেওয়া ব্যাগ। ললারের বয়স হয়েছে, অতিশয় সেয়ানা, কথা বিশেষ বলে না, সংযত। গায়ে পুরোনো কালো ফ্রক-কোট, মাথায় নরম ফেল্ট হ্যাট আর গালে কর্কশ, ধূসর দাড়ি থাকার ফলে দেখে মনে হয় যেন ভ্রাম্যমাণ পুরুতঠাকুর— বাণী দেওয়াই একমাত্র কাজ। সহচর অ্যানড্রুজের সবে গোঁফ উঠেছে, খোলামেলা, ফুর্তিবাজ ছেলে। হইচই আর উল্লাস দেখে মনে হয় যেন ছুটি কাটাতে এসেছে এবং উপভোগ করে যাবে প্রতিটি মুহূর্ত। দু-জনের কেউই মদ ছোঁয় না। ব্যবহার অত্যন্ত ভালো— সমিতির অন্যান্য সদস্যের কাছে দৃষ্টান্তস্থানীয়— শুধু যা দু-জনেই দক্ষ

গুপ্তঘাতক। মানুষ খুনের এই সমিতিতে নরহত্যার যন্ত্র হিসাবে দু-জনেই বারংবার প্রমাণ দিয়েছে নিজেদের নিখুঁত যোগ্যতার। এর মধ্যেই চোদ্দোটা খুনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে, ললার আর অ্যানড্রুজ করেছে তিনটের।

ম্যাকমুর্দো দেখলে, অতীত কীর্তিকলাপ নিয়ে জমিয়ে গল্প করতে দু-জনেই উন্মুখ। লজ্জাশরমের বালাই খুব একটা নেই— ভাবখানা যেন সমাজের মহা উপকার করছে— খুন করে বুক তাই দশ হাত। কী কাজ নিয়ে আগমন, সে-ব্যাপারে দু-জনেই কিন্তু টুঁ শব্দটি করতে রাজি নয়।

ললার বললে, 'আমি আর ওই ছোকরা দু-জনেই মদ খাই না— তাই এ-কাজের জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে আমাদের। আমরা মুখ খুলি, এটা তারা চায় না। ভুল বুঝো না। জেলা-প্রতিনিধির হুকুম আমাদের তামিল করতেই হবে।'

চারজনে খেতে বসে কথা হচ্ছিল। জবাব দিল ম্যাকমুর্দোর দোস্ত স্ক্যানল্যান, 'কিন্তু আমরা তো সবাই এক।'

'তা ঠিক। আগে যেসব খুন করেছি, যেমন চার্লি উইলিয়ামসের ব্যাপার বা সাইমন বার্ডের কাণ্ড নিয়ে সন্ধে পর্যন্ত গল্প চালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু হাতের কাজ শেষ হওয়ার আগে এ-ব্যাপারে একটি কথাও নয়।'

খিস্তি করে ম্যাকমুর্দো বললে, 'এ-অঞ্চলের জনাবারোর লাশ আমি নিজে ফেলতে চাই। কার পিছু নিয়েছ বলো দিকি? জ্যাক নক্স, না, আয়রন হিল?'

'আরে না, ওদের কেউ নয়।'

'তবে কি হারম্যান স্ট্রস?'

'না, সে-ও নয়।'

'না যদি বলতে চাও, তাহলে আর বলাই কী করে বল। কিন্তু জানলে খুশি হতাম।'

ললার একটু হাসল কেবল। মাথা নাড়ল সামান্য। টলানো গেল না।

অতিথিরা মুখ টিপে থাকলেও, ম্যাকমুর্দো, স্ক্যানল্যান দু-জনেই ঠিক করেছিল, 'মজা'টা যখন হবে, তখন সেখানে হাজির থাকবেই থাকবে। একদিন ভোররাতে পায়ের আওয়াজ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে শুনেই স্ক্যানল্যানকে ঘুম থেকে টেনে তুলল ম্যাকমুর্দো। ঝটপট জামাকাপড় পরে নিলে দু-জনে। নেমে এসে দেখলে দরজা খোলা রেখেই দুই অতিথি বেরিয়ে পড়েছে নৈশ অভিযানে। ভোর তখনও হয়নি। বেশ কিছু দূরে রাস্তায় হাঁটছে দুই মূর্তিমান। পিছু নিল এরা দু-জন, পুরু বরফে পা ডুবে যাওয়ায় শব্দ হল না একদম।

বোর্ডিং হাউসটা টাউনের একদম শেষের দিকে। দেখতে দেখতে ওরা শহর ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। রাস্তার ক্রসিংয়ে আসতেই দেখা গেল তিনজন লোক দাঁড়িয়ে সেখানে। ললার আর অ্যানড্রুজ সংক্ষেপে কথা সেরে নিলে তিনজনের সঙ্গে। কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত হলেও আগ্রহপূর্ণ। তারপর এগিয়ে চলল পাঁচজনে। নিশ্চয় কাজটা বড়ো ধরনের— দল ভারী করতে হয়েছে সেই কারণে। এক জায়গায় এসে অনেকগুলো পায়ে-চলা-পথ চলে গিয়েছে নানান খনির দিকে। যে-রাস্তাটা ক্রো হিলের দিকে গিয়েছে, আগন্তুকরা পা বাড়াল সেইদিকে। ক্রো হিলের কারবার খুব বড়ো। নিউ ইংল্যান্ডের প্রাণবন্ত নির্ভীক ম্যানেজার জোসিয়া এইচ

ডান-এর জন্যে এহেন অরাজক অঞ্চলেও এই খনিতে উচ্ছৃঙ্খলতা ঢুকতে পারেনি। কারবারের পরিচালনা শক্ত হাতে থাকার দরুন তা সম্ভব হয়েছে।

ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। শ্রমিকরা সারি দিয়ে কাজে চলেছে। কখনো একলা, কখনো দল বেঁধে হাঁটছে কালো পথের ওপরে।

এদের সঙ্গে মিশে গেল ম্যাকমুর্দো আর স্ক্যানল্যান। সামনের পাঁচমূর্তিকে চোখে চোখে রাখল প্রতি মুহূর্তে। ঘন কুয়াশা চেপে বসছে চারিদিকে। কুয়াশা ফুঁড়ে হঠাৎ শোনা গেল স্টিম হুইসলের কানফাটা আর্তনাদ। খনিগর্ভে খাঁচা নেমে যাওয়ার দশ মিনিট আগের সংকেতধ্বনি— দশ মিনিট পরেই শুরু হবে দিনের কাজ।

খোলা চত্বরে পৌঁছে দেখা গেল শ-খানেক খনি-শ্রমিক জড়ো হয়ে ঠান্ডায় হি-হি করে কাঁপছে। মাটিতে পা ঠুকছে, মুখের সামনে আঙুল জড়ো করে ফুঁ দিচ্ছে। অপেক্ষারত প্রত্যেকেই। ইঞ্জিন-হাউসের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেল পাঁচজনের ছোট্ট দলটা। গাদের টিলায় উঠে গেল ম্যাকমুর্দো আর স্ক্যানল্যান— চারিদিক স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে। দেখল, ইঞ্জিন-হাউস থেকে বেরিয়ে আসছে খনি-ইঞ্জিনীয়ার মেন্‌জিস। স্কটল্যান্ডের মানুষ, বিশাল চেহারা, গালে দাড়ির জঙ্গল। বাইরে এসেই ফুঁ দিল বাঁশিতে— অর্থাৎ খনিগর্ভে খাঁচা এবার নামবে। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল একজন ঢ্যাঙা ছোকরা, ঢিলে-ঢোলা হাত-পা, দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো। সাগ্রহমুখে সে এগোল খনির মুখের দিকে। আসার পথে চোখ পড়ল পাঁচজনের দলটির ওপর। ইঞ্জিন-হাউসের ছায়ায় নীরবে নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে পাঁচটি লোক। প্রত্যেকের কপালের ওপর টেনে নামানো মাথার টুপি এবং কোটের কলার উলটে মুখ পর্যন্ত ঢাকা। দৃশ্যটা দেখেই ছাঁৎ করে ওঠে ম্যানেজারের নির্ভীক বুক— মৃত্যুর করাল ছায়া চকিতের জন্যে শিহরিত করে অন্তর। পরক্ষণেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলে অকারণ ভয়, কর্তব্যের তাড়নায় এগিয়ে যায় অনাহূত আগন্তুকদের দিকে।

যেতে যেতেই শুধোয়, 'কে আপনারা? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

কেউ জবাব দিল না, অ্যানড্রুজ ছোকরা কেবল এক পা এগিয়ে এসে ম্যানেজারের পেটে গুলি করল। সম্মোহিতের মতো এক-শো খনিশ্রমিক দাঁড়িয়ে দেখল সেই দৃশ্য— নিথর নিস্পন্দ দেহ দেখে মনে হল যেন পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে প্রত্যেকে। দু-হাতে ক্ষতমুখ চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ল ম্যানেজার। পরক্ষণেই টলতে টলতে যেই এক পা ফেলেছে, অমনি পাঁচ গুপ্তঘাতকের আর একজন গুলি করল বুকে— পাশের দিকে ছিটকে গিয়ে ইট-ছাই-জঞ্জালের ওপর পড়ল ম্যানেজার— পা ছুড়তে ছুড়তে খামচে ধরল আবর্জনা স্তূপ। এই দেখেই বাঘের মতো গর্জন করে একটা লোহার স্প্যানার যন্ত্র তুলে নিয়ে তেড়ে এল মেনজিস— কিন্তু দু-দুটো গুলি ছুটে গিয়ে মুখে বিঁধতেই ছিটকে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল পাঁচ ঘাতকের পদতলে। রাগে চেঁচাতে চেঁচাতে খনিশ্রমিকরা সামনের দিকে বন্যার জলের মতো ধেয়ে আসতেই ছ-ঘরা রিভলবার থেকে পরপর ছ-বার তাদের মাথার ওপর দিয়ে গুলিবর্ষণ করল একজন ঘাতক। সঙ্গেসঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল শ্রমিকরা। যে যেদিকে পারলে দৌড়োতে শুরু করে দিলে, কেউ কেউ পাগলের মতো দৌড়ে পৌঁছে গেল ভারমিসায় নিজেদের বাড়িতে। শেষকালে কিছু সাহসী শ্রমিক পলায়মান কুলিদের ঠেলেঠুলে একজায়গায় জড়ো করে খনিতে ফিরে এল বটে,

কিন্তু ততক্ষণে গুপ্তঘাতকরা যেন কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে। এক-শো সাক্ষীর চোখের সামনেই ডবল খুন[৩] করেও তারা রয়ে গেল ধরা ছোঁয়ার বাইরে— কেউ তাদের মুখ দেখেনি— শনাক্তকরণও সম্ভব নয়।

বাড়ি রওনা হল স্ক্যানল্যান আর ম্যাকমুর্দো। ঝিমিয়ে পড়েছে স্ক্যানল্যান— খুন জিনিসটা এই প্রথম সে দেখল। আগে ভেবেছিল না-জানি কী মজা, এখন আর তা ভাবতে পারছে না। নিহত ম্যানেজারের স্ত্রীর বুকফাটা হাহাকার ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল শহর পর্যন্ত। ম্যাকমুর্দো আত্মনিমগ্ন, নীরব। কিন্তু বিন্দুমাত্র সমবেদনা নেই সহচরের দুর্বলতার প্রতি।

বার বার বলছে একটাই কথা, 'আরে, এ তো যুদ্ধ। ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ। সুযোগ পেলেই মারব— সমস্ত শক্তি দিয়ে মারব।'

দারুণ উৎসব হয়ে গেল সেই রাতে ইউনিয়ন হাউসের লজ রুমে— মদ্যপানের উৎসব। এক ঢিলে দু-পাখি মারা হয়েছে। ক্রোহিল খনির ম্যানেজার আর ইঞ্জিনীয়ার বধ তো হয়েছেই, এ-তল্লাটের অন্যান্য ত্রাস-কম্পিত কোম্পানির লাইনেও এতদিনে আনা গেল এই কোম্পানিটিকেও— প্রত্যেককে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে, এবার একেও করা হবে। এ ছাড়াও লজের সুদূরপ্রসারী বিজয় গৌরবও নেহাত কম নয়। জেলা প্রতিনিধি বাইরে থেকে যেমন পাঁচজনকে এনে ভারমিসায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে, তেমনি ভারমিসা লজেরও তিনজনকে তলব করা হয়েছিল স্টেকরয়ালে উইলিয়াম হেল্‌স-কে নিধনের জন্যে। লোকটা গিলমারটন জেলার নামকরা এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় খনি-মালিক। অজাতশত্রু পুরুষ— কারণ অন্নদাতা হিসেবে অতুলনীয়। একটা অপরাধ তিনি করেছেন। কাজে নৈপুণ্যর ওপর চাপ দিয়েছেন। গাফিলতির দায়ে কয়েকজনকে ছাঁটাই করেছেন। ঘরের দরজায় কফিন নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যখন আক্কেল হয়নি তখন সুসভ্য, স্বাধীন এই সমাজে তার মরা ছাড়া আর পথ ছিল না। রায় বেরিয়েছিল প্রাণদণ্ডের।

জল্লাদ গিয়ে দিয়ে এসেছে সেই প্রাণদণ্ড। দলের নেতা হয়ে গিয়েছিল টেড বলডুইন— এখন সে-সম্মানে বসে আছে বডিমাস্টারের পাশে। মুখ টকটকে লাল, চোখ রাঙা— সারারাত না-ঘুমিয়ে মদ খাওয়ার লক্ষণ। দুই সঙ্গীকে নিয়ে সে সারারাত কাটিয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। চুল উশকোখুশকো, পোশাক অবিন্যস্ত, খোলা প্রকৃতির দৌরাত্ম্যের ছাপ ফেলেছে সর্বাঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধ জয় করে এসে এমন অভ্যর্থনা আর কোনো কমরেড পায়নি। একই কাহিনি বার বার শুনেও তৃপ্তি হচ্ছে না কারুর, হাসি উল্লাসে ফেটে পড়ছে প্রত্যেকেই। ঘাতক দল দাঁড়িয়েছিল একটা খাড়া পাহাড়ের চূড়ায়। রাত হতেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরছিল সেই পথে। ঠান্ডায় এমন জমে গিয়েছিল বেচারা যে পিস্তলে হাত পর্যন্ত দিতে পারেনি। এরা তাকে টেনে নামিয়ে পর-পর গরম গুলি ঢুকিয়েছে বুকের মধ্যে।

তিনজনের কেউই তাকে চেনে না। কিন্তু নরহত্যার মধ্যে যে অন্তহীন নাটক আছে, সেই নাটকীয়তা দিয়ে গিলমারটন স্কোরারস-দের বুঝিয়ে দেওয়া গেল ভারমিসাতেও কাজের লোক আছে। খুন-খারাপির ব্যাপারে তাদের ওপরেও ভরসা রাখা যায়। এই সময়ে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। মনের সুখে নিস্পন্দ দেহের মধ্যে রিভালবারের সবক-টা গুলি ঢুকিয়ে দিতে যখন ওরা মশগুল, ঠিক সেই সময়ে একটা লোক তার বউকে নিয়ে এসে পড়ে সেখানে। তৎক্ষণাৎ

তাদেরও গুলি করার কথা উঠেছিল। কিন্তু যেহেতু তারা খনির সঙ্গে যুক্ত নয়, নিরীহ মানুষ— তাই স্রেফ হুমকি দিয়ে পথ দেখতে বলা হয় দু-জনকে— চেঁচামেচি করলে ফলটা ভালো হবে না। তারপর এরা গা ঢাকা দেয় পাহাড়ে। ফার্নের আর গাদ স্তূপের কিনারা থেকেই শুরু হয়েছে বন্য প্রকৃতি। সেখানকার উদ্দামতায় হারিয়ে যায় প্রতিহিংসা পাগল মহান তিন নরঘাতক— পাথর কঠিন অন্নদাতাদের হৃদয় কাঁপানোর জন্যে রক্তাক্ত লাশটা পড়ে থাকে শুধু পাহাড়ের গায়ে।

তাই বিজয়োৎসবে মত্ত হয়েছে স্কোরারস-রা। দিনটা স্মরণীয় তাদের কাছে। আগের চাইতেও মরণের ছায়া আরও গাঢ় হয়েছে সারাউপত্যকায়— কুটিল হয়েছে আতঙ্কমেঘ। কিন্তু সেনাপতিরা ঝোপ বুঝে কোপ মারে— মনের মতো মুহূর্ত পেলে আক্রমণ দ্বিগুণবেগে চালিয়ে যায়— শত্রু যাতে সামলে নেওয়ার ফুরসত না-পায়। বস ম্যাকগিন্টিও পাকা সেনাপতি। রণক্ষেত্রের দৃশ্যটা মনের চোখে দেখে নিয়ে পথের কাঁটাদের ওপর নতুন আঘাত হানবার পরিকল্পনা ঠিক করে নিল তখুনি। তার চিন্তাকুটিল বিদ্বেষ-বিষে আচ্ছন্ন ভয়ংকর চাহনি যার ওপর পড়ে তার আর রক্ষে নেই। সেই রাতেই প্রায় মাতাল স্যাঙাতরা বিদেয় নিলে পর ম্যাকমুর্দোর বাহু স্পর্শ করে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরের ঘরে— এই ঘরেই প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল দু-জনের।

বললে, 'ছোকরা, তোমার উপযুক্ত একটা কাজ পাওয়া গেছে। কাজটা তোমাকে নিজের হাতে করতে হবে।'

'এ তো গর্বের কথা', জবাব দিলে ম্যাকমুর্দো।

'ম্যানডাস আর রিলি— এই দু-জনকে সঙ্গে নেবে তুমি। চাকরিতে এদের ধমকানো হয়েছে— চাকরি যেতে পারে এমনি হুমকি দেওয়া হয়েছে। চেস্টার উইলকক্সের লাশ না-ফেলা পর্যন্ত এ-তল্লাটে কাজের কাজ কিছুই করা হচ্ছে না— কয়লাখনি অঞ্চলের প্রত্যেকটা লজ তোমাকে বাহাদুর বলবে এ-কাজ যদি করতে পারো।'

'আমার সাধ্যমতো আমি করব। লোকটাকে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে?'

দাঁতের ফাঁক থেকে আধপোড়া, আধচোষা অষ্টপ্রহরের সঙ্গী চুরুটটা সরিয়ে নিয়ে নোট বইয়ের ছেঁড়া পাতায় নকশা আঁকতে লাগল ম্যাকগিন্টি।

'চেস্টার উইলকক্স হল আয়রন ডাইক কোম্পানির চিফ ফোরম্যান। একের নম্বরের দুঁদে, লোহাপেটা শরীর, আগে যুদ্ধে ছিল, সারাগায়ে কাটার দাগ। লোকটাকে দু-বার খতম করতে গিয়ে দু-বারই ব্যর্থ হয়েছি— জিম কারনাওয়েকে জান দিতে হয়েছে এইজন্যে। এবার তোমার পালা। ম্যাপ খুলে আয়রন ডাইক ক্রসরোডের মুখে এই যে বাড়িটা দেখছ, এইখানে ও থাকে। নিরালা বাড়ি। ধারেকাছে কেউ থাকে না। দিনের বেলা সুবিধে করতে পারবে না। কাছে পিস্তল রাখে, ভীষণ তাড়াতাড়ি সোজাসুজি গুলি চালায়— জিজ্ঞেস পর্যন্ত করে না। কিন্তু রাত্রে তোমার পোয়াবারো। বউ, তিন ছেলে-মেয়ে আর একজন ঠিকে মেয়েছেলে ছাড়া বাড়িতে কেউ থাকে না। বাছবিচার করলে চলবে না। হয় সবাইকে ঘায়েল করতে হবে— নয় সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে। সদর দরজায় বোমার বারুদ রেখে পলতেতে আগুন ধরিয়ে দিলে—'

'তার অপরাধ?'

'বললাম না জিম কার্নাওয়েকে গুলি করেছে।'

'গুলি করল কেন?'

'আরে গেল যা! তা নিয়ে তোমার দরকার কী? রাতে বাড়িতে ঢুকেছিল কার্নাওয়ে— গুলি খেয়েছে সঙ্গেসঙ্গে। এর বেশি কিছু তোমার আমার জানার দরকার নেই। বদলা তোমাকে নিতে হবে।'

'মেয়েছেলে দু-জন আর বাচ্চা তিনটের ওপরেও?'

'নইলে ওকে তো ঘায়েল করতে পারবে না!'

'কিন্তু ওরা কী দোষ করেছে?' অবিচার হয়ে যাচ্ছে না?'

'এ আবার কী কথা? রাজি নও মনে হচ্ছে?'

'আস্তে, কাউন্সিলর, আস্তে। কী এমন বলেছি যা থেকে ধরে নিলেন বডিমাস্টারের হুকুম মানতে রাজি নই আমি? ন্যায়-অন্যায় বিচার করবেন আপনি।'

'তাহলে যাচ্ছ?'

'আলবত।'

'কবে?'

'দু-একটা রাত সময় দিন। বাড়িটা নিজের চোখে দেখে প্ল্যান করতে হবে তো। তারপর—'

'ঠিক আছে', ম্যাকমুর্দোর সঙ্গে করমর্দন করে বলে ম্যাকগিন্টি। 'সব ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম। খবরটা আসার পর জানবে বিরাট উৎসব হবে তোমাকে নিয়ে। এইটাই হবে এ-অঞ্চলে আমাদের চরম আঘাত— এরপর প্রত্যেকেই দেখবে পা জড়িয়ে ধরবে আমাদের।'

হঠাৎ-পাওয়া গুরুদায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করল ম্যাকমুর্দো। লাগোয়া একটা উপত্যকায় মাইল পাঁচেক দূরে নিরালা বাড়িতে থাকে চেস্টর উইকলক্স। সেই রাতে একলাই বেরিয়ে পড়ল তোড়জোড় করতে। ফিরে এল দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই। পরের দিন কথা বললে দুই স্যাঙাতের সঙ্গে।

ম্যানডার্স আর রিলি দু-জনেই উচ্ছৃঙ্খল ছোকরা— যেন হরিণ শিকারে যাচ্ছে— এমনি উৎকট উল্লাস দেখা গেল দু-জনেরই কথাবার্তায়। দু-রাত পরে শহরের বাইরে একত্র হল তিনজনে— সশস্ত্র প্রত্যেকেই— একজনের হাতে একটা থলি ভরতি বোমা আর বারুদ। নিরালা বাড়িটায় পৌঁছোল রাত দুটোয়। জোর হাওয়া বইছে, শুক্লপক্ষের চাঁদের ওপর দিয়ে ছেঁড়া মেঘ দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। ব্লাডহাউন্ড কুত্তা থাকতে পারে আগেই জানা ছিল বলে পিস্তলের ঘোড়া তুলে এগোচ্ছে তিনজনে— পা টিপে টিপে। কিন্তু ঘোড়া হাওয়ায় গোঁ-গোঁ শব্দ আর মাথার ওপর দুলন্ত ডালের শব্দ ছাড়া কোনো আওয়াজ নেই। সদর দরজায় পৌঁছে কান খাড়া করেও কোনো আওয়াজ পেল না ম্যাকমুর্দো। ভেতরে সব চুপচাপ। বারুদের থলি দরজায় ঠেস দিয়ে রেখে ছুরি দিয়ে ফুটো করল থলির গায়ে— ঢুকিয়ে দিল পলতে। আগুন লাগিয়ে তিনজনে ছুটতে ছুটতে চলে এল বেশ খানিকটা তফাতে— একটা নালির মধ্যে। তারপরেই ঘটল বিস্ফোরণ। কানের পর্দা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল, গুর গুর দুমদাম শব্দে ভেঙে পড়তে লাগল গোটাবাড়িটা। আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল কাজ হাসিল হয়েছে।

সমিতির রক্ত-কলঙ্কিত ইতিহাসে এর চাইতে পরিচ্ছন্ন কাজের নজির আর নেই। কিন্তু হায়রে! এমন একটা সুপরিকল্পিত আর সুসংগঠিত অভিযানের শেষটার কিন্তু পাওয়া গেল একটি অশ্বডিম্ব! অন্যান্য হত্যাকাণ্ড দেখে হুঁশিয়ার হয়েছিল চেস্টার উইলকক্স, জানত তাকেও একদিন খতম করবে ঘাতকরা, তাই এমনই কপাল যে ঠিক আগের দিন সপরিবারে পালিয়েছে নিরাপদ অঞ্চলে— রয়েছে পুলিশ পাহারায়। বোমার বারুদে গুঁড়িয়েছে শূন্য ভবন। যুদ্ধফেরত দুঁদে অফিসার আয়রন ডাইক খনিশ্রমিকদের নিয়মানুবর্তিতা শিখিয়ে চলেছে আগের মতোই।

ম্যাকমুর্দো বলেছিল, 'ওকে আমার ওপর ছেড়ে দিন। যা করবার আমি করব। বছর ঘুরে গেলেও জানবেন ওর নিস্তার নেই।'

লজের প্রত্যেকে ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাব অনুমোদন করেছিল এবং ম্যাকমুর্দোর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছিল। কাজেই তখনকার মতো ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়েছিল সেইখানে। কয়েক সপ্তাহ পরেই খবরের কাগজে একটা খবর বেরুল। ওত পেতে বসে ছিল গুপ্তঘাতক। উইলকক্সকে অতর্কিতে গুলি মেরেছে সে। এ-খবর যখন বেরুল, তখন কিন্তু সবাই জানত অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে ম্যাকমুর্দো।

ফ্রিম্যান-সমিতির কাজকারবারই এইরকম। কাজ সারবার পদ্ধতিও অদ্ভুত। এইভাবেই স্কোরারস-রা সুদীর্ঘকাল ধরে আতঙ্ক বিস্তার করে চলেছে বিশাল এই উপত্যকায়। প্রতিটি মানুষকে শিহরিত রেখেছে তাদের ভয়াবহ অস্তিত্বর রক্ত-হিম-করা বিজ্ঞপ্তি মারফত। এদের রুধিররঞ্জিত কাহিনি দিয়ে আরও কয়েক পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করার আর দরকার আছে কি? এদের কর্মকাণ্ড আর কুকর্মের নায়কদের সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা কি হয়নি? ইতিহাসে লেখা হয়ে গেছে কীর্তিকলাপ। কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ সমন্বিত বহু নথিপত্র পাওয়া যাবে যদি খোঁজা যায়। এই নথি পড়লেই জানা যাবে পুলিশম্যান হান্ট আর ইভান্সকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে মারার মর্মন্তুদ কাহিনি। ঘটনাটা ঘটেছিল ভারমিসায়— প্ল্যান করেছিল লজের নরমেধ যজ্ঞের সেনানীরা। সোসাইটির দু-জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছিল পুলিশ দু-জন। তাই সম্পূর্ণ অসহায় নিরস্ত্র অবস্থায় ডবল নরহত্যা করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে লজের নরপিশাচরা! এই নথিপত্রেই পাওয়া যাবে মিসেস লারবিকে গুলি করে মারার লোমহর্ষক কাহিনি। ভদ্রমহিলা তখন শুশ্রূষা করছিলেন অসুস্থ স্বামীকে। বস ম্যাকগিন্টির হুকুমে প্রায় পিটিয়ে হত্যা করা হয় স্বামী ভদ্রলোককে। সেই শীতেই পর-পর আরও কয়েকটি নরহত্যায় শিউরে ওঠে সমস্ত উপত্যকা। প্রবীণ জেনকিন্সকে খতম করার পরেই শেষ করা হয় তার ভাইকে, মেরে হাড়গোড় ভেঙে লাশ বিকৃত করে ফেলা হয় জেমস মুরডকের, বোমা বিস্ফোরণে শেষ করে দেওয়া হয় গোটা স্ট্যাপহাউস পরিবারকে, নৃশংসভাবে খুন করা হয় স্টেনড্যালসকে। আতঙ্কের কালোছায়া আরও গাঢ়ভাবে চেপে বসে ভ্যালি অফ ফিয়ারে; শীত গেল, এল বসন্ত। ফলে ফুলে ভরে উঠল গাছ, ঝিরঝির ধারায় বয়ে চলল নির্ঝরিণী। লোহার থাবার মধ্যে থেকেও আশার বাণী নিয়ে জাগ্রত হল প্রকৃতি— কিন্তু তিলমাত্র আশার অনুরণন জাগল না আতঙ্ক ছায়ায় ম্রিয়মাণ নরনারীর অন্তরে। ১৮৭৫ সালের গ্রীষ্মের শেষে মাথার ওপরে ঝুলন্ত মেঘ যে নৈরাশ্য আর তমিস্রা বয়ে এনেছিল তেমনটি আর কখনো দেখা যায়নি অভিশপ্ত সেই উপত্যকার।

১৩। বিপদ

চরমে উঠল সন্ত্রাসের রাজত্ব। ম্যাকমুর্দো এখন ইনার ডীকন নিযুক্ত হয়েছে। যেকোনো দিন বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তার পরামর্শ আর সাহায্য ছাড়া উপদেষ্টা পরিষদ এখন এক পা-ও চলে না। সঙ্গীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে রাস্তাঘাটে বেরুলেই ম্যাকমুর্দোর প্রতি জনসাধারণের ভ্রূকুটি নিক্ষেপ বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষ্ণতর হয়েছে ঘৃণামিশ্রিত চাহনি। আতঙ্ক অবশ্য চিত্তেও কিন্তু শহরবাসীরা অত্যাচারীকে আঘাত হানবার জন্যে জোট বাঁধতে চেয়েছে গোপনে, সাহস এনেছে মনে। হেরাল্ড অফিসে নাকি গোপন-সভা বসেছিল এবং আইন-ভক্ত নাগরিকদের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র বিলি করা হয়েছে, এমন গুজবও এসেছে লজে। কিন্তু এসব গুজবে কান দেয়নি বস ম্যাকগিন্টি আর স্যাঙাতরা— কানাঘুসোয় বিচলিত হবার পাত্র তারা নয়। সংখ্যায় তারা অগণিত, দৃঢ়চিত্ত এবং সশস্ত্র। শত্রুপক্ষ বিক্ষিপ্ত এবং শক্তিহীন। অতীতের মতো এবারও এই আন্দোলন স্রেফ লক্ষ্যহীন গুলতানি আর কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ধরপাকড়ের মধ্যে দিয়েই নিশ্চয় শেষ হবে। ম্যাকগিন্টি ম্যাকমুর্দো এবং লজের অন্যান্য ডাকাবুকো সদস্যরা একবাক্যে প্রকাশ করল এই অভিমত।

মে মাস। শনিবারের সন্ধে। শনিবারেই মিটিং বসে লজের। ম্যাকমুর্দো বেরুতে যাচ্ছে বাড়ি থেকে মিটিংয়ে যাবে বলে, এমন সময়ে দেখা করতে এল দুর্বলচিত্ত মরিস। ভুরু চিন্তাক্লিষ্ট, সৌম্য, মুখখানি উৎকণ্ঠায় কালো, উদ্ভ্রান্ত।

'মি. ম্যাকমুর্দো, মন খুলে কথা বলতে পারি আপনার সঙ্গে?'

'নিশ্চয়।'

'একদিন আপনাকে আমার প্রাণের কথা বলেছিলাম, বস ম্যাকগিন্টি নিজে এসে জিজ্ঞেস করেও আপনার পেট থেকে তা বার করতে পারেনি। আমি তা ভুলিনি মি. ম্যাকমুর্দো।'

'আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন বলেই বলতে পারিনি। আপনার সঙ্গে একমত হয়েছিলাম বলে মুখ খুলিনি ভাববেন না যেন।'

'তা জানি, ভালোভাবেই জানি। কিন্তু কী জানেন আপনি একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলেও নিরাপদে থাকা যায়! নিজের বুকে হাত রেখে বললে মরিস, 'এইখানে একটা গুপ্তকথা লুকিয়ে রাখতে গিয়ে জ্বলেপুড়ে মরতে বসেছি। খবরটা আমার কানে না-এসে আপনাদের কারুর কানে গেলে বাঁচতাম। কিন্তু আমি যদি বলি, রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে— আরও খুন হবে। যদি না-বলি, আমাদের প্রত্যেকের দিন ফুরিয়েছে জানবেন। ভগবান ছাড়া এই সমস্যা থেকে কেউ আর আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। আমার মাথায় আসছে না কী করা উচিত এখন।'

তীক্ষ্ন চোখে মরিসকে লক্ষ করছিল ম্যাকমুর্দো। আপাদমস্তক থরথর করে কাঁপছে বেচারার। গেলাসে হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দেয় ম্যাকমুর্দো।

বলে, 'এই তো আপনাদের শরীরে অবস্থা! নিন, খান, তারপর বলুন।'

এক নিশ্বেসে গেলাস খালি করে দেয় মারিস। বলে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, 'এক কথায় খবরটা এই— পেছনে একজন ডিটেকটিভ লেগেছে।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে ম্যাকমুর্দো।

মরিস এবং ম্যাকমুর্দো। স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে (১৯১৫) ফ্র্যাঙ্ক উইলস-এর অলংকরণ

'মাথা খারাপ হল নাকি? পুলিশ আর ডিটেকটিভে চেয়ে ফেলেছে যে-জায়গা, সেখানে পুলিশকে ভয় পাওয়ার কী আছে?'

'আরে না, জেলার পুলিশের কথা আমি বলছি না। ওদের আমি চিনি— কিস্সু করতে পারবে না, কিন্তু পিনকারটনের[১] নাম শুনেছেন?'

'ওই নামের কিছু লোকের কাহিনি[২] আমি পড়েছি।'

'এরা যদি পেছনে লাগে, পাঁয়তারা কষবারও সুযোগ পাওয়া যায় না জানবেন। এ সরকারি তদন্ত নয়। হলে-হল না-হলে না-হল গোছের মনোবৃত্তি এদের নয়। এরা ফল ছাড়া আর কিছু চায় না এবং যেন-তেন-প্রকারেণ সেই ফল লাভের জন্যে লেগে থাকে পেছনে। পিনকারটন ডিটেকটিভ যদি পেছনে লাগে তো জানবেন আমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে।'

'খুন করলেই হল।'

'আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। লজেও সবাই তাই ভাববে। বললাম না খবর দিলেই রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে! আরও খুন হবে!'

'তাতে কী? খুন তো আকছার হচ্ছে এ-অঞ্চলে। খুন কি একটা নতুন ব্যাপার?'

'তা ঠিক। কিন্তু আমি নিমিত্ত হতে চাই না। আমি চিনিয়ে দেবার পর একজন খুন হবে, এ আমি চাই না। জীবনে শান্তি পাব না। অথচ আমাদের ঘাড়ের ওপরেও মাথা থাকবে না— এমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। হা ঈশ্বর! কী করি আমি?' সামনে পেছনে দুলতে দুলতে চরম দোটানায় পড়ে যেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে মরিস।

কথাগুলো কিন্তু গভীরভাবে নাড়া দিল ম্যাকমুর্দোকে। বেশ দেখা গেল, বিপদ সম্পর্কে এবং বিপদের মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে একই মত সে পোষণ করছে মরিসের সঙ্গে। তাই মরিসের কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠল প্রায় চিলের মতো— 'আরে মশাই, চুপচাপ বসে ভেবে আকুল হয়ে কোনো লাভ আছে কি? যা জানেন তা বলুন। লোকটা কে? এখন সে কোথায়? কীভাবে জানলেন তার খবর? আমার কাছেই-বা এলেন কেন?'

'একমাত্র আপনিই এ-বিপদে আমাকে পরামর্শ দিতে পারেন জেনেই এসেছি আপনার কাছে। আগেই বলেছি আপনাকে, এখানে আসার আগে পূর্বাঞ্চলে একটা দোকান ছিল আমার। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই সেখানে— এদের একজন কাজ করে টেলিগ্রাফ অফিসে। গতকাল তার কাছ থেকে এই চিঠি পেয়েছি। চিঠির মাথায় যেটুকু আছে পড়ুন।

ম্যাকমুর্দো যা পড়ল, তা এই ঃ

'তোমাদের ওদিকে স্কোরারস-দের হালচাল কীরকম? কাগজে এদের অনেক কাহিনিই পড়ছি। শুধু তোমাকেই বলি, খুব শিগগিরই আরও খবর তোমার মুখে শোনার আশা করছি। পাঁচটা বড়ো কর্পোরেশন আর দুটো রেলকোম্পানি এই অরাজকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। খুব শিগ্‌গিরই দেখবে খেলা আরম্ভ হয়েছে। অনেক এগিয়েছে এর মধ্যে। পিনকারটন নিজে লোক লাগিয়েছেন এদের হুকুমমতো। ওঁর সেরা গোয়েন্দা বার্ডি এডোয়ার্ডস কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। এই অনাচারের ইতি হতে আর দেরি নেই।'

'এবার ''পুনশ্চ''টা পড়ুন।'

'কাজের মধ্যে ডুবে থাকি বলেই অনেক রকম সংকেতলিপি চোখে পড়ে! অদ্ভুত সেইসব গুপ্ত সংকেতের মানে সাধারণ চোখে পড়ে না। আমি যা জেনেছি, তা যেন আর কেউ না-জানে।'

অস্থির হাতে চিঠিখানা নাড়াচাড়া করতে করতে নিশ্চুপ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল ম্যাকমুর্দো। ক্ষণেকের জন্যে সরে গেছে কুয়াশার পর্দা— সামনে দেখা যাচ্ছে নিতল খাদ।

শুধোয়, 'আর কেউ জানে এ-চিঠির কথা?'

'কাউকে বলিনি।'

'কিন্তু আপনার এই বন্ধু চেনা-জানা আর কাউকে লেখেননি তো?'

'সে-রকম চেনা-জানা আরও দু-একজন এ-তল্লাটে আছে বটে।'

'লজের মেম্বার?'

'হতে পারে।'

'বার্ডি এডোয়ার্ডস দেখতে কীরকম, হয়তো আর কাউকে লিখেছেন আপনার বন্ধু। জানা থাকলে খুঁজে বের করতে সুবিধে হত। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'তা হত ঠিকই কিন্তু অত খবর আমার বন্ধু জানে বলে মনে হয় না। কাজ করতে করতে চোখে যা পড়েছে, তাই লিখেছে। পিনকারটন ডিটেকটিভকে দেখতে কীরকম জানব কী করে?'

ভীষণ চমকে ওঠে ম্যাকমুর্দো।

'আরে সর্বনাশ! বুঝেছি কে। কী বোকা আমি, আগেই বোঝা উচিত ছিল! কিন্তু কপাল ভালো আমাদের! ঠিক আছে, দিচ্ছি বাছাধনকে টিট করে। মরিস, এ-ব্যাপার আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন কিনা বলুন।'

'নিশ্চয়। কিন্তু আমাকে এর মধ্যে রাখবেন না।'

'কথা দিলাম। আপনি সরে দাঁড়ান— আপনার কোনো দায়িত্ব আর নেই— যা করবার আমি করব। আপনার নাম পর্যন্ত প্রকাশ পাবে না। সব ঝুঁকি আমি নিলাম— চিঠিখানা যেন আমিই পেয়েছি— আপনি নন। খুশি?'

'আমি তাই বলতে যাচ্ছিলাম।'

'তাহলে সব আমার ওপর ছেড়ে দিন, মুখে চাবি দিয়ে রাখুন। লজে চললাম। পিনকারটনের আক্কেল দাঁত গজিয়ে ছাড়ছি।'

'খুন করবেন নাকি?'

'দোস্ত মরিস, খবর যত কম জানবেন, ততই পরিষ্কার থাকবে আপনার বিবেক, ঘুম হবে ভালো। প্রশ্ন করবেন না, দেখুন কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। যা ঘটবার তা ঘটবে। দায়দায়িত্ব আমার।'

যাওয়ার আগে বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে গেল মরিস।

বললে ভাঙা গলায়, 'বেশ বুঝেছি, লোকটার রক্তে হাত রাঙিয়ে গেলাম।'

কুটিল হেসে বললে ম্যাকমুর্দো— 'আত্মরক্ষার নাম নরহত্যা নয়। এ-লোক যদি খুশিমতো ঘুরে বেড়ায় উপত্যকায়, আমরা কেউ নিরাপদ নই। সবাইকে শেষ করে ছাড়বে একাই। ব্রাদার

মরিস, লজকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আপনি কিন্তু বডিমাস্টার নির্বাচিত হতে পারেন।'

মুখে পরিহাস করলেও ম্যাকমুর্দোর কার্যকলাপ দেখে বোঝা গেল উটকো উৎপাত এই লোকটিকে নিয়ে সে যথেষ্ট সিরিয়াস। নিজের মনে পাপ থাকার জন্যেই হোক, পাঁচ পাঁচটা শক্তিশালী সমৃদ্ধ কর্পোরেশন এক জোট হয়ে স্কোরারসদের সাফ করে দেওয়ার খবর কানে আসার দরুনই হোক— চরম অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার মতোই তৎপর হতে দেখা গেল তাকে। নিজেকে দোষী প্রতিপন্ন করা যায়, এ-রকম সব কাগজ পুড়িয়ে ফেলল বাড়ি ছেড়ে বেরোনোর আগে। কাগজপত্র ধ্বংস করে বেশ বড়ো রকমের একটা তৃপ্তির নিশ্বেস ফেলেও মনে হল বোধ হয় বিপদ এখনও কাটেনি, তাই লজে যাওয়ার পথে গেল বুড়ো শ্যাফটারের বাড়ি। যদিও এ-বাড়িতে প্রবেশ তার নিষেধ, কিন্তু জানলায় টোকা মারতেই এটি বেরিয়ে এল বাইরে। দেখল, প্রিয়তমের দুই চোখ থেকে উধাও হয়েছে আইরিশ শয়তানির নাচানাচি। মুখভাব সিরিয়াস। দেখেই বুঝল এট্টি, বিপদে পড়েছে ম্যাকমুর্দো।

শুধোল উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে, 'কী হয়েছে, জ্যাক? কী হয়েছে তোমার? ঝামেলায় পড়েছ নিশ্চয়?'

'খুব একটা সাংঘাতিক কিছু নয়। তবুও সময় থাকতেই সরে পড়া দরকার।'

'সরে পড়ার কথা বলছ?'

'তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, সময় হলেই এ-তল্লাট ছেড়ে চলে যাব। সেই সময় এখন আসছে বলেই মনে হচ্ছে। আজ রাতেই একটা খবর পেয়েছি। খুবই খারাপ খবর— বিপদ ঘনিয়ে আসছে।'

'পুলিশ নাকি?'

'পিনকারটন। কিন্তু অতকথা জানবার তোমার দরকার নেই, সখী। আমাদের মতো লোকদের কাছে পিনকারটন মানে কী, তাও শোনবার দরকার নেই। খুব জড়িয়ে পড়েছি এইসব ঝামেলায়, তাই যত তাড়াতাড়ি কেটে বেরিয়ে যেতে পারি, ততই মঙ্গল। তুমি বলেছিলে, আমি গেলে আমার সঙ্গে তুমি আসবে।'

'জ্যাক, তাহলেই জানবে বেঁচে গেল এ-যাত্রা।'

'এট্টি, কয়েকটা ব্যাপারেও আমি কিন্তু সৎ— অসততার চিহ্ন পাবে না আমার মধ্যে। বিশ্ব যদি একদিকে থাকে, আর আমি একদিকে— তাহলেও জানবে তোমার কেশাগ্র ছুঁতে দেব না কাউকে, মেঘলোকের যে সোনার সিংহাসনে তোমাকে বসিয়েছি— কোনোদিন সেই আসন থেকে আমার চোখে তুমি বিচ্যুত হবে না। বিশ্বাস করবে আমাকে?'

মুখে একটি কথাও বলল না এট্টি— শুধু হাত রাখল প্রিয়তমের হাতে।

'তাহলে যা বলি শোনো এবং সেইমতো কাজ করো— এ ছাড়া জানবে বাঁচবার পথ আর নেই। শিগ্‌গিরই অনেক কিছু ঘটতে চলেছে এই উপত্যকায়— আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তা অনুভব করছি। আমাদের অনেককেই পালাতে হবে এখান থেকে— আমি তাদের একজন। দিনে বা রাতে যখনই যাই না কেন, তোমাকে আসতে হবে আমার সঙ্গে।'

'আসব জ্যাক, আমি আসব, তোমার পরেই আসব।'

'না, না, আমার সঙ্গে আসতে হবে— পরে নয়। এ-উপত্যকায় আর কোনোদিন ঢুকতে নাও পারি, তোমাকে ফেলে রেখে যাওয়া তাই সম্ভব নয়— পুলিশের জ্বালায় হয়তো আর কখনো খবর পর্যন্ত পাঠাতে পারব না। যেখান থেকে এখানে আমি এসেছি, সেখানে এক ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি। অত্যন্ত ভালো মানুষ। তার কাছেই তুমি থাকবে আমাদের বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত। আসবে?'

'আসব জ্যাক, নিশ্চয় আসব।'

'আমার ওপর তোমার এই বিশ্বাসের জন্যে ভগবান তোমার ভালো করবেন। শোনো, খবর পেলেই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সোজা চলে আসবে ডিপোর ওয়েটিং হলে— আমি না-আসা পর্যন্ত থাকবে। খবর পাঠাব খুব অল্প কথায়— কিন্তু সে-খবর যদি একটা শব্দও হয়— সব ফেলে চলে আসবে।'

'দিনে অথবা রাতে— যখন ডাকবে, আমি আসব, জ্যাক।'

পলায়নের প্রস্তুতিপর্ব এইভাবে শুরু করে এবং মনে মনে অনেকটা হালকা হয়ে লজে গেল ম্যাকমুর্দো! সদস্যরা এসে গেছে অনেকেই। চিহ্ন আর পালটা চিহ্ন বিনিময় করে ভেতরের আর বাইরের প্রহরীদের বেড়াজাল পেরিয়ে হল ঘরে ঢুকল ম্যাকমুর্দো। স্বাগত সম্ভাষণের সানন্দ গুঞ্জরণে মুখরিত হল কক্ষ। তিলধারণের জায়গা নেই সুদীর্ঘ ঘরে, চুরুটের ধোঁয়ার ঝাপসা আবরণের মধ্যে দেখা গেল বডিমাস্টারের কালো চুলের জটা, বলডুইনের নৃশংস বৈরী মুখচ্ছবি, হ্যারাওয়ের শকুনি মুখ এবং লজের নেতৃস্থানীয় আরও ডজন-খানেক মুখ! এতগুলি মানুষের সামনে খবরটা প্রকাশ করতে পারবে দেখে আনন্দে উল্লসিত হল ম্যাকমুর্দো।

সোল্লাসে বললে চেয়ারম্যান, 'এসো ব্রাদার এসো। একটা ঝামেলা করছে— বড়ো বিচারক দরকার!'

ম্যাকমুর্দো আসন গ্রহণ করতেই বুঝিয়ে দিলে পাশের লোক, 'ল্যান্ডার আর ইগানের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। স্টাইলসটাউনে বুড়ো ক্যাবিকে খুন করার পারিতোষিকটা দু-জনেই দাবি করছে। বুলেটটা ছুড়েছে কে, সমস্যা সেইটাই।'

উঠে দাঁড়াল ম্যাকমুর্দো। হাত তুলল। মুখের ভাব দেখেই আকৃষ্ট হল প্রত্যেকে। চাপা গুঞ্জন শোনা গেল ঘরময়— নতুন কিছু শোনবার প্রত্যাশায়।

ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললে ম্যাকমুর্দো, 'শ্রদ্ধেয় হুজুর, জরুরি কথা আছে।'

ম্যাকগিন্টি বললে, 'ব্রাদার ম্যাকমুর্দোর জরুরি কথা আছে। লজের নিয়ম অনুসারে দাবি মঞ্জুর হল। বলো কী বলবে।'

পকেট থেকে চিঠিটা বার করল ম্যাকমুর্দো।

'শ্রদ্ধেয় হুজুর এবং ভাইগণ, খুব খারাপ খবর এনেছি আজ রাতে। কিন্তু খবরটা না-জেনেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে জেনে গিয়ে সেইমতো তৈরি হওয়া ভালো। আমি একটা গোপন খবরে জেনেছি, যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটা অত্যন্ত শক্তিশালী আর সমৃদ্ধ সংস্থা একজোট হয়েছে আমাদের নিকেশ করার জন্য এবং এই মুহূর্তে বার্ডি এডোয়ার্ডস নামে একজন পিনকারটন ডিটেকটিভ এ-অঞ্চলে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে যাতে আমাদের

অনেককে ফাঁসিকাঠে তুলতে পারে। বাকি সবাইকে গারদঘরে ঢুকিয়ে রাখতে পারে। এই ব্যাপার নিয়ে জরুরি আলোচনা দরকার।'

ঘরের মধ্যে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। তারপর শোনা গেল চেয়ারম্যানের গলা।

'ব্রাদার ম্যাকমুর্দো প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ এই চিঠি— হাতে এসেছে একটু আগে।' বলে অনুচ্ছেদটা উচ্চকণ্ঠে পড়ে শোনায় ম্যাকমুর্দো। 'কথা দিয়েছি বলেই এ-চিঠি আপনাদের হাতে দিতে পারছি না, চিঠি সম্বন্ধে এর বেশি একটা কথাও আর বলতে পারব না। এ-ছাড়া আর কোনো কথাও নেই। যেভাবে এ-কেস এসেছে আমার কাছে, সেইভাবেই হাজির করলাম আপনাদের কাছে।'

একজন বয়স্ক ব্রাদার বললে, 'মি. চেয়ারম্যান, বার্ডি এডোয়ার্ডসের নাম আমি শুনেছি। পিনকারটন সার্ভিসের সবসেরা গোয়েন্দা হিসেবে তার সুনাম আছে।'

'তার চেহারা দেখে চিনতে পারবে এমন কেউ আছে এখানে?' শুধোয় ম্যাকগিন্টি।

'আমি পারি', জবাব দেয় ম্যাকমুর্দো।

বিস্ময়ের গুঞ্জর ভেসে যায় ঘরময়।

চোখে-মুখে উল্লাসের হাসি ভাসিয়ে আরও বলে ম্যাকমুর্দো, 'সে এখন আমাদের মুঠোর মধ্যে বললেই চলে। বুদ্ধিমানের মতো এখন যদি চটপট চড়াও হতে পারি, ঝটপট শেষ করে ফেলা যাবে ব্যাপারটা। আমাকে যদি বিশ্বাস করেন, সাহায্য করেন— ভয়ের কোনো কারণ নেই জানবেন।'

'ভয়টা কীসের? আমাদের কাজকারবার সে জানবে কী করে?'

'কাউন্সিলর, আমরা প্রত্যেকেই আপনার মতো শক্ত হলে ও-কথা মানাত। কিন্তু এ-লোকের পেছনে ধনকুবেরদের কোটি কোটি টাকার শক্তি কাজ করেছে। টাকায় কেনা যায় না এমন দুর্বলচিত্ত ব্রাদার কি এই লজে নেই মনে করেছেন? সব খবরই সে পাবে— এতদিনে হয়তো পেয়েও গেছে। ওষুধ এখন একটাই।'

'এ-উপত্যকা ছেড়ে সে যেন বাইরে যেতে আর না-পারে', বললে বলডুইন।

মাথা হেলিয়ে সায় দেয় ম্যাকমুর্দো।

বললে, 'ব্রাদার বলডুইন, অনেক ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হয়নি। আজ রাতে কিন্তু তুমি আমার মনের কথা বলেছ।'

'কোথায় সে? চিনব কী করে?'

'শ্রদ্ধেয় হুজুর', সাগ্রহ কণ্ঠে বলল ম্যাকমুর্দো। 'বিষয়টা গুরুতর। প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করা ঠিক নয়। আমাদেরই কোনো একজনকে আমি সন্দেহ করছি— ঈশ্বর যেন ক্ষমা করেন সেজন্যে। কিন্তু কথাটা যদি ঘুণাক্ষরেও সেই লোকের কানে পৌঁছায়, তাহলে আমরা তার টিকি পর্যন্ত আর ধরতে পারব না। মি. চেয়ারম্যান, আমি প্রস্তাব করছি, আপনাকে ব্রাদার বলডুইনকে এবং আরও পাঁচজনকে নিয়ে একটি ট্রাস্টি কমিটি করা হোক। সেখানেই আমি জানি মন খুলে আলোচনা করতে পারব এবং কী করা উচিত তাও বলতে পারব।'

সঙ্গেসঙ্গে গৃহীত হল প্রস্তাব। নির্বাচিত হল কমিটি! চেয়ারম্যান আর বলডুইন ছাড়াও কমিটিতে রইল শকুনি-মুখ সেক্রেটারি, হ্যারাও; নরপশু তরুণ গুপ্তঘাতক, টাইগার করম্যাক;

কোষাধ্যক্ষ, কার্টার; এবং উইলাবি ভ্রাতৃদ্বয়— ভয়শূন্য বেপরোয়া প্রকৃতির জন্যে যারা হেন কাজ নেই যা পারে না। লজের অধিবেশনে মদ খাওয়াটা একটা প্রথা। কিন্তু সেদিন এই পর্বটি সংক্ষেপে এবং প্রায় চুপচাপ সাঙ্গ হল। মাথার ওপর বিপদের কালোমেঘ দেখলে প্রাণে তার ফূর্তি থাকে না। এতদিন যে নির্মেঘ নির্মল আকাশের তলায় সবাই যা খুশি তাই করে বেড়িয়েছে, সেই আকাশ থেকে প্রতিহিংসা পাগল আইনের থাবা নেমে আসছে— এই কল্পনাতেই অনেকের বুকে কাঁপন ধরল এই প্রথম। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেকের প্রাণে শিহরন জাগিয়ে এরা অভ্যস্ত পালাবদলের কল্পনাও কখনো করেনি। তাই পালটা মার হঠাৎ এত কাছে এসে পড়েছে দেখে চমকিত প্রত্যেকেই। সেই কারণেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল সবাই লজ ছেড়ে— শলা-পরামর্শ করতে বসল ট্রাস্টি কমিটি।

'শুরু করো ম্যাকমুর্দো', বললে ম্যাকগিন্টি। সাতটি চেয়ারে পাথরের মতো বসে রইল সাতটি পুরুষ।

ম্যাকমুর্দো বললে, 'বার্ডি এডোয়ার্ডকে চিনি এইমাত্র বলেছি আপনাদের। সে যে স্বনামে এ-অঞ্চলে নেই, তা না-বললেও চলে। লোকটার সাহস আছে, কিন্তু মাথা পাগলা নয়। স্টিভ উইলসন— এই নাম নিয়ে উঠেছে হবসন্স প্যাচ-এ।'

'তুমি জানলে কী রে?'

'তার সঙ্গে গল্প করে। তখন কিন্তু ভাবিওনি, পরেও মাথায় আসেনি— এই চিঠিখানা হাতে পেতেই বুঝলাম সেই লোকই বটে। গত বুধবার গাড়িতে আলাপ। আমাকে বলল পেশায় সে সাংবাদিক। কথাটা বিশ্বাস করেছিলাম তখনকার মতো। এসেছে 'নিউইয়র্ক প্রেস' পত্রিকার তরফ থেকে। স্কোরারস সম্পর্কে যত রকমের খবর আছে, সব তার চাই। পুরো ব্যাপারটা নাকি ওর ভাষায় একটা প্রকাশ্য অত্যাচার। অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞেস করল আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। উদ্দেশ্য : খবরের কাগজে ছাপানোর মতো খবর। কিন্তু বিশ্বাস করুন একটা বেফাঁস কথাও বলিনি। বলে কিনা, সম্পাদকের মনের মতো খবর হলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেব। তখন এমন সব খবর দিলাম যা শুনলে খুশি হয় সে। পুরস্কার স্বরূপ পেলাম বিশ ডলারের নোট। বললে, 'এর দশগুণ পাবে যদি আরও খবর আনতে পারো।'

'কী বললে তখন?'

'মুখে মুখে বানিয়ে বলে গেলাম রাশি রাশি গল্প।'

'সে যে আসলে খবরের কাগজের লোকই নয়, বুঝলে কী করে?'

'তা-ও বলছি। ও নেমে গেল হবসন্স প্যাচ-এ, আমিও নামলাম। টেলিগ্রাম ব্যুরোয় আমি যখন ঢুকছি, ও তখন বেরুচ্ছে।

'বেরিয়ে যাওয়ার পর অপারেটর বলল আমাকে— এ-জিনিসের ডবল চার্জ হওয়া উচিত। আমি বললাম— 'ঠিক কথা'। ফর্মটা দেখলাম। আগাগোড়া উদ্ভট কথা— আমাদের কাছে চৈনিক ভাষা ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। ক্লার্কটা বললে, 'রোজ এইরকম একখানা টেলিগ্রাম পাঠায়।' আমি বললাম— খবরের কাগজের বিশেষ খবর কিনা। পাছে আর কেউ মানে বুঝে ফেলে তাই সংকেতে খবর লেখে।' অপারেটর নিজেও কিন্তু তাই ভেবেছিল। আমিও এর বেশি ভাবতে পারিনি। কিন্তু এখন আর তা ভাবি না।'

ম্যাকগিন্টি বললে, 'ধরেছ ঠিক। কিন্তু এখন কী করা উচিত বলে মনে হয় তোমার?'

একজন বললে, 'এক্ষুনি গিয়ে খতম করে দিলেই হয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই মঙ্গল।'

ম্যাকমুর্দো বললে, 'কোথায় তাকে পাওয়া যাবে জানলেই বেরিয়ে পড়ব। হবসন্স প্যাচ-এ থাকে জানি, কিন্তু বাড়িটা চিনি না। একটা ফন্দি এঁটেছি, শুনবেন?'

'বলো।'

'কাল সকালে প্যাচ-এ যাব আমি। অপারেটরকে জপিয়ে ঠিক বার করে নেব সে কোথায় আছে। অপারেটর খুঁজে পাবে সহজেই। দেখা করে বলব, আমি নিজেই একজন ফ্রিম্যান। লজের সমস্ত গুপ্ত কথা ফাঁস করতে রাজি আছি, কিন্তু ভালো দাম দিতে হবে। বাজি ফেলে বলতে পারি, এ-টোপ সে গিলবেই। বলব কাগজপত্র আমার বাড়িতেই আছে। রাত দশটায় যদি আসে, তখন বাড়িতে আর কেউ থাকবে না— বেরিয়ে যাবে যে যার কাজে— কিন্তু কাগজগুলো সেই ফাঁকে সে দেখে নিতে পারবে। লোকটা চতুর— বুঝে নেবে। আমরাও তাকে কবজায় পাব।'

'তারপর?'

'তারপর কী করবেন, সে-প্ল্যান আপনার। বিধবা ম্যাকনামারার বাড়ি এমনিতে ফাঁকা। নিরিবিলি। ভদ্রমহিলার ধাত শক্ত, কানে একদম কালা। বাড়িতে থাকি শুধু আমি আর স্ক্যানল্যান। লোকটা যদি কথা দেয়, আসব, আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। রাত ন-টার মধ্যেই আপনারা সাতজন হাজির থাকবেন আমার ঘরে। ভেতরে তাকে ঢোকাব— তারপর যদি জ্যান্ত বেরিয়ে যেতে পারে তো বাকি জীবনটা বলে বেড়াবে'খন বার্ডি এডোয়ার্ডয়ের কপাল ভালো।'

ম্যাকগিন্টি বললে, 'পিনকারটন সার্ভিসে শিগগিরই একটা চাকরি খালি হতে চলেছে। ম্যাকমুর্দো, ওই কথাই রইল। রাত ন-টায় তোমার ঘরে আসছি। ভেতরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করার পর বাকিটা ছেড়ে দিয়ো আমাদের ওপর।'

১৪। ফাঁদে পড়ল বার্ডি এডোয়ার্ডস

ম্যাকমুর্দো ঠিকই বলেছিল, বিধবা ম্যাকনামারার বাড়ি সত্যিই খুব নিরিবিলি জায়গায়— পরিকল্পনামতো খুনের পক্ষে আদর্শ। শহরের একদম শেষে— রাস্তা থেকে অনেক ভেতরে। চক্রীরা সাধারণত যাকে মারে, তার নাম ধরে ডেকে রিভলবার দিয়ে দেহটা ঝাঁঝরা করে ফেলে রেখে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ওভাবে খুন করলে চলবে না। লোকটা কতদূর জেনেছে, কীভাবে জেনেছে এবং কী-কী খবর মালিকের কাছে পাঠিয়েছে— সেই খবর আগে পেট থেকে বার করতে হবে। কে জানে হয়তো খুবই দেরি হয়ে গেছে— খবর পাঠানোও শেষ হয়েছে। সেক্ষেত্রে, এ-কাজ যে করেছে, অন্তত তার ওপর প্রতিশোধ তো নেওয়া যাবে। তবে সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জেনেছে বলে মনে হয় না। জানেনি বলেই ম্যাকমুর্দোর বানিয়ে বলা গল্পগুলো পরের দিন টেলিগ্রাম করে পাঠিয়েছিল। যাই হোক, কী খবর পাঠিয়েছে অ্যাদ্দিন, স্বমুখেই এবার শোনা যাবে। একবার কবজায় আনতে পারলে কথা বলিয়ে তবে ছাড়বে। এই তো প্রথম নয়, বেঁকে বসা অনেক সাক্ষীকেই টিট করা হয়েছে এর আগে।

বন্দোবস্তমতো হবসন্স প্যাচ-এ গেল ম্যাকমুর্দো। সেদিন সকালেই যেন পুলিশের নেকনজর একটু বেশিভাবে পড়তে দেখা গেল ওর ওপর। ডিপোতে দাঁড়িয়ে ছিল ম্যাকমুর্দো— গায়ে পড়ে এসে কথা বলে গেল ক্যাপ্টেন মার্ভিন— সেই মার্ভিন যে নাকি শিকাগো থেকে এসেছে এবং ম্যাকমুর্দোকে এক নজরেই চিনেছে। ম্যাকমুর্দো কিন্তু কথা বলেনি— সরে এসেছে। কাজ শেষ করে ফিরল বিকেলে, ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে দেখা করল ম্যাকগিন্টির সঙ্গে।

বলল, 'আসছে।'

'চমৎকার!' বলে ম্যাকগিন্টি। আস্তিন গুটিয়ে বসে আছে দানব। প্রশস্ত ওয়েস্টকোটের ফাঁক দিয়ে ঝকমক করছে চেন আর স্টিল। খাড়া খাড়া দাড়ির ফাঁকে রোশনাই ছড়াচ্ছে একটা হিরে। মদ আর কূটনীতি বসকে কেবল ধনবানই করেনি, শক্তিমানও করেছে। সেইজন্যেই গতকাল রাতে কল্পনায় জেগে ওঠা গারদ বা ফাঁসিকাঠকে আরও বেশি ভয়ংকর মনে হচ্ছে।

শুধোয় উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে, 'কী মনে হল তোমার? খুব বেশি জেনে ফেলেছে?'

মুখ কালো করে মাথা নাড়ে ম্যাকমুর্দো।

'বেশ কিছুদিন এ-অঞ্চলে ও রয়েছে— ছ-সপ্তাহ তো বটেই। নৈসর্গিক দৃশ্য দেখবার জন্যে নিশ্চয় সে আসেনি। রেল কোম্পানির টাকার জোরে এতগুলো দিন আমাদের মধ্যে যে কাজ করেছে, আমার তো মনে হয় নিশ্চয় সে কাজ হাসিল করেছে— খবর পেয়েছে, পাঠিয়েওছে।'

চিৎকার করে বলে ম্যাকগিন্টি, 'লজে নরম ধাতের লোক তো কেউ নেই। প্রত্যেকেই খাঁটি স্টিল। তবে হ্যাঁ, জঘন্য ওই মরিসের কথা আলাদা। দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে, ভোঁদড় কোথাকার! যদি কেউ আমাদের পথে বসিয়ে থাকে, তবে সে ওই মরিস। আমার ইচ্ছে ছিল সন্ধের আগেই দু-জন বয় পাঠিয়ে ওকে রামধোলাই দিয়ে পেট থেকে কথা বার করে নেওয়া।'

ম্যাকমুর্দো জবাব দেয়, 'তাতে ক্ষতি অবশ্য কিছু নেই। মরিসকে আমি আবার একটু পছন্দ করি— মারধর খেলে আমারই মন খারাপ হবে। লজের ব্যাপারে দু-একবার আমার সঙ্গে কথা বলেছে! দেখেছি, চিন্তাধারা আমার বা আপনার মতো ঠিক নয়। না-হলেও, বেইমানি করার পাত্রও সে নয়। যাই হোক, আপনাদের দু-জনের মাঝে আমি দাঁড়াতে চাই না।'

খিস্তি দিয়ে বলে ম্যাকগিন্টি, 'ওকে আমি শেষ করব। সারাবছর চোখে চোখে রেখেছি।'

ম্যাকমুর্দো বললে, 'যাই করুন না কেন, কালকের আগে করবেন না। পিনকারটন ঝামেলা না-মিটানো পর্যন্ত চুপচাপ থাকাই মঙ্গল। এতদিন গেল, আর আজকেই যদি শহরের সমস্ত পুলিশকে চাঙা করে তুলি, ক্ষতি আমাদেরই।'

'বলেছ ঠিক,' বলে ম্যাকগিন্টি। 'এই বার্ডি এডোয়ার্ডসের পেট থেকেই কথা টেনে বার করব— দরকার হলে হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে আনব— কিন্তু বলিয়ে ছাড়ব কার মুখে শুনেছে এত কথা। ফাঁদ পেতেছি সন্দেহ করেনি তো?'

হেসে ওঠে ম্যাকমুর্দো।

বলে, 'ঘা দিয়েছি ওর দুর্বল জায়গায়। স্কোরারসদের ঠিকানার লোভে ঠিকই দৌড়ে আসবে। টাকাও নিয়েছি।' দাঁত বার করে এক বান্ডিল ডলার নোট পকেট থেকে বার করে— 'সব কাগজ দেখালে এ-রকম বান্ডিল আর একটা পাওয়া যাবে।'

'কী কাগজ?'

'কাগজ আবার কী? কিস্সু নেই। সমিতির সংবিধান, নিয়মের বই আর সদস্য পদের দরখাস্ত দিয়ে লোভটাকে বাড়িয়ে তুলেছি। মনে খুব আশা, যাওয়ার আগে স্কোরারস-দের নাড়ি নক্ষত্র জেনে তবে যাবে।'

কুটিলকণ্ঠে ম্যাকগিন্টি, 'এখুনি যদি পেতাম হাতের কাছে! কাগজপত্র নিয়ে যাওনি কেন জিজ্ঞেস করেনি?'

'এসব কাগজ সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যায় নাকি? পুলিশের সন্দেহ আমার ওপর? আজকেই ডিপোতে গায়ে পড়ে কথা বলে যায়নি ক্যাপ্টেন মার্ভিন?'

'শুনেছি সে-কথা। ঝক্কিটা শেষ পর্যন্ত দেখছি তোমাকেই পোহাতে হবে। মার্ভিনকে এখুনি ড্রেনে ঢুকিয়ে দিতে পারি। কিন্তু হবসন্স প্যাচ-এ তোমাকে দেখা গেল যেদিন, সেদিনই খুন হয়ে গেল সেখানকার একজন— এ-ঘটনা তো চাপা দেওয়া যাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ম্যাকমুর্দো বললে, 'ঠিকমতো কাজ সারতে পারলে খুন যে করা হয়েছে সেইটাই তো প্রমাণ করতে পারবে না। অন্ধকারে এ-বাড়ি ঢুকলে কারুর চোখে পড়ার কথা নয়।— বেরিয়ে যাওয়াটাও কারুর চোখে পড়ার কথা নয়। কাউন্সিলর, এবার শুনুন আমার প্ল্যান। প্ল্যানমাফিক যাকে যা কাজ দেবার আপনি দেবেন। ঠিক সময়ে আপনারা আসবেন সবাই। বেশ, বেশ। সে আসবে দশটায়। তিনবার দরজায় টোকা দিলেই পাল্লা খুলব আমি। তারপরেই আমি চলে যাব ওর পেছনে— বন্ধ করে দেব দরজা। মুঠোর মধ্যে পাবেন বার্ডি এডোয়ার্ডকে।'

'এ তো দেখছি জলের মতো সোজা ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এর পর কী করবেন, সেইটাই ভাববার কথা। লোকটা কিন্তু আস্ত গুলবাজ বললেই চলে। তার ওপর দারুণভাবে সশস্ত্র। আমি বোকা বানালেও যেকোনো পরিস্থিতির জন্যে সে তৈরি থাকবে, এইটাই স্বাভাবিক। যে-ঘরে আমার একলা থাকার কথা, সে-ঘরে যদি সাতজন লোককে সে দেখে, গুলি চালাবেই— কেউ-না-কেউ জখম হবে।'

'তা ঠিক।'

'শহরে যত টিকটিকি আছে, আওয়াজ শুনে দৌড়ে এসে ধরে ফেলবে আমাদের।'

'কথাটা ঠিকই বলেছ।'

'আমাদের কাজ হাসিল করা উচিত এইভাবে। আপনারা সবাই থাকবেন বড়ো ঘরে— যে-ঘরে বসে আমার সঙ্গে গল্প করেছিলেন। দরজা খুলে ওকে আমি নিয়ে গিয়ে বসাব দরজার ঠিক পাশেই বৈঠকখানায়— কাগজ খুঁজতে যাচ্ছি বলে বসিয়ে রাখব সেখানে। তাতে আমার পক্ষে একটা সুবিধে হবে। আপনাদের এসে বলতে পারব অবস্থা কীরকম। তারপর কিছু জাল কাগজপত্র নিয়ে ফিরে যাব বৈঠকখানায়। যেই পড়তে শুরু করবে, লাফিয়ে পড়ে চেপে ধরব পিস্তল ধরার হাতটা। আমার চিৎকার শুনলেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বেন ঘরের মধ্যে। যত তাড়াতাড়ি আসবেন, ততই মঙ্গল। কেননা সে আমার মতোই শক্তি ধরে। তবে আপনারা না-আসা পর্যন্ত ধরে রাখতে পারব।'

ম্যাকগিন্টি বললে, 'প্ল্যানটা ভালো। লজ ঋণী রইল তোমার কাছে। আমার পর এ-চেয়ারে কে বসবে, চেয়ার ছাড়বার আগে তার নাম আমি বলে যেতে পারব আশা করছি।'

'সামান্য সদস্য ছাড়া আমি কিছুই নয়, কাউন্সিলর,' বলে ম্যাকমুর্দো। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায় বিখ্যাত ব্যক্তিটির অভিনন্দনে কী ধরনের চিন্তা ঘুরছে তার মাথায়।

বাড়ি ফিরে আসন্ন সান্ধ্য কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি শুরু করে সে। প্রথমেই নিজের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন[১] রিভলবার পরিষ্কার করে, তেল মাখিয়ে, গুলি ভরে রাখল। তারপর, যে-ঘরে ফাঁদে ফেলা হবে ডিটেকটিভকে, খুঁটিয়ে দেখল সেই ঘরের চেহারা। ঘরটা বড়ো, মাঝে সাদা পাইন কাঠের একটা টেবিল, এক প্রান্তে বড়ো স্টোভ। দু-দিকে জানলা। জানলায় খড়খড়ি নেই— টেনে সরানোর মতো হালকা পর্দা দিয়ে ঢাকা। মন দিয়ে এইসব পরীক্ষা করল ম্যাকমুর্দো। এ ধরনের অত্যন্ত গোপনীয় কাজের পক্ষে ঘরটা যে বড়ো বেশি খোলামেলা— তা নজর এড়াল না। তবে রাস্তা থেকে অনেক দূরে থাকার ফলে খোলামেলা হলেও কারো টনক নড়বে না। সবশেষে, বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করল দোস্ত স্ক্যানল্যানের সঙ্গে। স্ক্যানল্যান স্কোরারস হলেও নিরীহ মানুষ। দুর্বলচিত্ত। কমরেডদের মতের বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি তার নেই। বহু রক্ত ঝরানো কুকর্মে তাকে বাধ্য হয়ে সহযোগিতা করতে হয়েছে— ভেতরে ভেতরে তাই সে শিহরিত। ম্যাকমুর্দোও সংক্ষেপে তাকে বলে কী ঘটতে চলেছে এই ঘরে।

'মাইক স্ক্যানল্যান, আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে রাতটা অন্য কোথাও কাটাতাম। ভোরের আলো ফোটার আগেই রক্তস্রোত বইবে এখানে।'

স্ক্যানল্যান বললে, 'ম্যাক, আমার মধ্যে ইচ্ছের অভাব নেই, অভাব কেবল স্নায়ু আমার সইতে পারে না। কয়লাখনির ম্যানেজার ডানকে ধরাশায়ী হতে দেখে কী কষ্টে যে দাঁড়িয়েছিলাম, তা শুধু আমিই জানি। তোমার বা ম্যাকগিন্টির মতো আমি নই— এসব কাজের জন্য তৈরি হইনি। লজ যদি কিছু মনে না-করে তাহলে তোমার কথা মতোই চলব, রাত্রে আর বাড়ি ফিরছি না— যা খুশি করো তোমরা।'

যথাসময়ে সবাই উপস্থিত। বাহ্যত প্রত্যেকেই মানী নাগরিক। বেশবাস পরিপাটি এবং পরিচ্ছন্ন। মুখের চেহারা খুঁটিয়ে দেখলেই কেবল বোঝা যায় বার্ডি এডোয়ার্ডসের বাঁচবার আশা খুব একটা নেই। প্রত্যেকটা মুখ ইস্পাতকঠিন, চোখ অনুতাপহীন। কম করেও বারোবার নররক্তে হাত রাঙায়নি, এমন ব্যক্তি এক জনও নেই ঘরের মধ্যে। কশাই যেমন চোখের পাতা না-কাঁপিয়ে মেষ জবাই করে, এরাও তেমনি নিষ্কম্প চিত্তে মানুষ জবাই করে। চেহারা এবং কুকীর্তির দিক দিয়ে পুরোধা অবশ্য ভয়ংকর দর্শন বস ম্যাকগিন্টি। সেক্রেটারি লোকটা শীর্ণকায়, উগ্র। ঘাড়খানা লম্বা, অস্থিসার। হাতপায়ে অনবরত স্নায়বিক খিঁচের টান। সঙ্ঘের টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে তার বিশ্বস্ততা অতুলনীয়— কিন্তু এই আওতার বাইরে কারো প্রতি সুবিচার বা সততার লেশমাত্র তার মধ্যে নেই। কোষাধ্যক্ষ কার্টার মাঝবয়সি, মুখখানা আবেগহীন উদাসীন— কেমন যেন একটু অপ্রসন্ন ভাব, গায়ের চামড়া হলদে পার্চমেন্ট কাগজের মতো। দক্ষ সাংগঠনিক হিসেবে তার জুড়ি নেই, বহু প্রকাশ্য কুকীর্তির নিখুঁত পরিকল্পনা বেরিয়েছে তারই উর্বর মস্তিষ্ক থেকে। উইলাবাই ভ্রাতৃদ্বয় কাজের লোক— হাতের কাছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—

লম্বা, ছিপছিপে তরুণ— মুখ দৃঢ়সংকল্পে সুকঠিন। টাইগার করম্যাক আকারে একটু ভারী, মলিন— জিঘাংসাবৃত্তির জন্যে কমরেডরা পর্যন্ত ভয় পায়। পিনকারটন ডিটেকটিভ নিধনের সংকল্প নিয়ে এহেন ব্যক্তিরাই সেই রাতে জমায়েত হল ম্যাকমুর্দোর বাড়িতে।

টেবিলে হুইস্কি রেখে দিয়েছিল নিমন্ত্রণকারী ম্যাকমুর্দো— আসন্ন কাজের জন্যে গা এবং মন তাতিয়ে নিল সবাই সুরায় চুমুক দিয়ে। বলডুইন আর করম্যাক আগে থেকেই চুর চুর হয়ে এসেছিল— হুইস্কি পেটে পড়ায় জিঘাংসার করাল রূপ পুরোমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছিল চোখে-মুখে। স্টোভের ওপর ক্ষণকের জন্যে হাত রাখল করম্যাক— খুব ঠান্ডা পড়ায় আগুন দেওয়া হয়েছিল স্টোভে।

খিস্তি দিয়ে বললে, 'এতেই হবে!'

অর্থ বুঝল বলডুইন। বলল, 'ঠিক বলেছ। স্টোভের গায়ে কষে বেঁধে রাখলেই ভুর ভুর করে কথা বেরিয়ে আসবে বাছাধনের পেট থেকে।'

ম্যাকমুর্দো বললে, 'ঘাবড়াও মাত, আসল কথাটা পেট থেকে ঠিক বার করে নেব'খন।' সত্যিই স্নায়ুর জোর আছে বটে ম্যাকমুর্দোর। সমস্ত ঝক্কি তার একার মাথার ওপর— তা সত্ত্বেও কথাবার্তা ঠান্ডা— যেন কিছুই হয়নি। ইস্পাতকঠিন স্নায়ু না-থাকলে এমন নির্বিকার থাকা যায় না। নার্ভের এই জোর লক্ষ করেছে সবাই। এখন মুখর হল সবার প্রশংসায়।

অনুমোদনসূচক স্বরে বললে ম্যাকগিন্টি, 'ওর ভার তোমার ওপর রইল। গলাটা টিপে ধরার আগে যেন কিছু টের না-পায়। জানলাগুলোয় খড়খড়ি থাকলে ভালো হত।'

একে একে প্রত্যেকটা জানলার সামনে গিয়ে পর্দা টেনে এঁটে দিল ম্যাকমুর্দো।

'আড়াল থেকে কেউ দেখতে পাবে না। সময় হয়েছে আসবার।'

সেক্রেটারি বললে, 'নাও আসতে পারে। হয়তো হাওয়ায় বিপদের গন্ধ পেয়েছে।'

ম্যাকমুর্দো বললে, 'ভয় নেই, আসতে তাকে হবেই। আসবার জন্যে ছটফটিয়ে মরছে— এলেই বুঝবেন। চুপ!'

মোমের পুতুলের মতো স্থির হয়ে গেল প্রত্যেকে— কয়েকজনের হাতের গেলাস দাঁড়িয়ে গেল ঠোঁটের কাছে এসে। সজোরে তিনবার টোকা মারার শব্দ হল দরজায়।

'চুপ!'

হাত তুলে হুঁশিয়ারি দেয় ম্যাকমুর্দো! বিকট উল্লাসে চোখ চক চক করে ওঠে ঘরসুদ্ধ প্রত্যেকের, হাত নেমে আসে লুকোনো হাতিয়ারের ওপর।

'খবরদার! একদম শব্দ না হয়!' ফিসফিস করে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ম্যাকমুর্দো, যাবার সময়ে দরজাটি বন্ধ করে দেয় সাবধানে।

কানখাড়া করে ওত পেতে থাকে মানুষখুনির দল। সিঁড়ি বেয়ে কমরেডের নেমে যাওয়ার শব্দ ভেসে আসে— মনে মনে গোনে ক-ধাপ নামা হল। তারপর শুনল দরজা খুলছে ম্যাকমুর্দো! স্বাগত সম্ভাষণের দু-চারটে কথা ভেসে আসে কানে। এরপর বাড়ির ভেতরে শোনা যায় অদ্ভুত পদধ্বনি এবং একটা অচেনা কণ্ঠস্বর। মুহূর্তকাল পরেই দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে চাবি ঘুরোনোর আওয়াজ। ফাঁদের মধ্যে ঢুকেছে শিকার— আর ভয় নেই।

বিকটভাবে হেসে ওঠে টাইগার করম্যাক— বিরাট থাবা-হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বস ম্যাকগিন্টি।

বলে চাপা গলায়, 'চুপ, গাধা কোথাকার! কাঁচিয়ে ছাড়বে নাকি?'

বিড়বিড় স্বরে কথাবার্তা শোনা যায় পাশের ঘরে। একঘেয়ে একটানা। যেন অনন্তকালেও ফুরোবে না। তারপরেই খুলে গেল দরজা, ঘরে ঢুকল ম্যাকমুর্দো— আঙুল ঠোঁটের ওপর।

টেবিলের প্রান্তে এসে ঘুরে দেখল সবাইকে। সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন এসেছে চোখে-মুখে। বিরাট একটা কাজের জন্যে যেন দেহমন প্রস্তুত, এমনি হাবভাব। গ্র্যানাইট দৃঢ়তায় কঠিন মুখচ্ছবি। চশমার আড়ালে দু-চোখ জ্বলছে প্রচণ্ড উত্তেজনায়। নেতৃত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠছে সর্বাঙ্গে। সাগ্রহে তাকায় সবাই— কিন্তু একটি কথাও বলে না ম্যাকমুর্দো। একইরকম বিচিত্র অসাধারণ চাহনি বুলিয়ে যায় পর্যায়ক্রমে সবার মুখের ওপর।

শেষকালে আর থাকতে না-পেরে বলে বসে ম্যাকগিন্টি, 'কী হল, এসেছে সে? বাড়ি ঢুকেছে বার্ডি এডোয়ার্ডস?

'হ্যাঁ, এসেছে' আস্তে আস্তে বলে ম্যাকমুর্দো। 'বার্ডি এডোয়ার্ডস এখানেই আছে। আমিই বার্ডি এডোয়ার্ডস।'

সংক্ষিপ্ত এই ভাষণের পর দশ সেকেন্ড এমন অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ঘরের মধ্যে যেন কেউ নেই ঘরের মধ্যে— একদম খালি। স্টোভের ওপর চাপানো কেটলির ফোঁস ফোঁস শব্দটাই কেবল তীক্ষ্ণতর হয়ে কানের পর্দার ওপর যেন বিষাণ বাজিয়ে চলল বিরামবিহীন ভাবে। নিঃসীম আতঙ্কে কাঠ হয়ে বসে সাতজনে সাতটি সাদা মুখ তুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল এমন একটি মানুষের দিকে যার প্রবল প্রতাপের প্রভাবে প্রত্যেকেই যেন সম্মোহিত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তারপরেই আচম্বিতে ঝনঝন শব্দে ভেঙে ঠিকরে গেল জানলার শার্সি, ভাঙা কাচের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটা জানলায় আবির্ভূত হল একটি করে রাইফেলের চকচকে নল— টান মেরে ফেলে দেওয়া হল পর্দাগুলো। দেখেই জখম ভাল্লুকের মতো গর্জন করে আধখোলা দরজার দিকে ঠিকরে গেল বস ম্যাকগিন্টি। কিন্তু থমকে যেতে হল একটা উদ্যত রিভলবারের সামনে— নলচের মাছির ঠিক পেছনে জ্বলছে কোল অ্যান্ড আয়রন পুলিশের ক্যাপ্টেন মার্ভিনের পাথর-কঠিন নীল চোখ। কেঁচোর মতো গুটিয়ে পেছনে হেঁটে এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বস।

ম্যাকমুর্দো নামে এতদিন নিজের পরিচয় দিয়ে এসেছে যে, এবার সে বলে, 'কাউন্সিলর, যেখানে আছেন ওইখানেই থাকুন— নিরাপদে থাকবেন। বলডুইন, রিভলবারের ওপর থেকে হাত না-সরালে কিন্তু ফাঁসির জল্লাদকে কলা দেখাবে মনে হচ্ছে। হাত সরাও বলছি, তবে রে— ঠিক আছে, ওতেই হবে। চল্লিশজন সশস্ত্র পুলিশ বাড়ি ঘিরে আছে খেয়াল থাকে যেন। পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। মার্ভিন, ওদের পিস্তলগুলো কেড়ে নাও।'

অতগুলো রাইফেলের সামনে বাধা দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। অনায়াসেই নিরস্ত্র করা হল প্রত্যেককে। মুখ ভারী করে ভিজে বেড়ালের মতো ভীষণ অবাক হয়ে টেবিল ঘিরে বসে রইল সাতটি নরপশু।

ফাঁদে যে ফেলেছে, এবার সে বললে, 'ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই।

আদালতের কাঠগড়ায় ফের আমাদের দেখা হবে, তার আগে আর নয়। এই সময়টুকু যাতে ভেবে কাটাতে পারেন, সেইরকম ভাবনার খোরাক আমি এখনই দিয়ে যাচ্ছি। আমি কে এখন জেনেছেন। তুরুপের তাস ফেলে গেলাম আজ রাতে। আমিই পিনকারটনের বার্ডি এডোয়ার্ডস। আপনাদের দল ভাঙাবার জন্যে নির্বাচন করা হয়েছিল আমাকে। বড়ো কঠিন আর বিপজ্জনক খেলায় নামতে হয়েছিল আমাকে। ক্যাপ্টেন মার্ভিন আর আমার অন্নদাতারা ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না আমি কী খেলায় নেমেছি— আমার প্রাণের মানুষ, কাজের মানুষরাও জানে না আগুন নিয়ে খেলে গিয়েছি এতদিন। ঈশ্বর সহায়। তাই খেল খতম হল আজ রাতে— জিতলাম আমিই।'

আড়ষ্টমুখে সাতজন চেয়ে রইল। আত্যন্তিক ঘৃণায় বিকৃত প্রতিটি মুখ— কোনো কথাতেই সে-ঘৃণা মুছবার নয়। রক্ত-হিম-করা সে-চাউনির অর্থ বুঝল বার্ডি এডোয়ার্ডস— ইহজীবনে পরিত্রাণ নেই তার।

বলল, 'খেল এখনও খতম হয়নি ভাবছেন। নিলাম সেই ঝুঁকি। আপনাদের কয়েকজনকে ইহজীবনে আর কোনো খেলাই খেলতে হবে না। আপনারা ছাড়াও আরও ষাটজন আজ রাতেই শ্রীঘরের চেহারা দেখবে। যাবার আগে বলে যাই, এ-কাজে বহাল হওয়ার সময়ে বিশ্বাসই করিনি যে সত্যিই এ-রকম একটা সমিতি থাকতে পারে। ভেবেছিলাম স্রেফ কাগুজে গুজব, প্রমাণও করব সেইভাবে। শুনেছিলাম, ফ্রিম্যানদের সঙ্গে আমাকে চলতে হবে। তাই শিকাগো গিয়ে ফ্রিম্যান হয়েছিলাম। পুরো ব্যাপারটা যে কাগুজে গুজব ছাড়া সত্যিই কিছু নয়, সমিতির সদস্য হওয়ার পর তা বদ্ধমূল হল। কেননা, বদান্যতা আর জনহিতৈষণা ছাড়া সমিতির কার্যকলাপে খারাপ কিছু দেখলাম না। কিন্তু কাজ শেষ না-করলে তো চলবে না, তাই এলাম এই কয়লা উপত্যকায়। পৌঁছোনোর পর বুঝলাম, যা ভেবেছি তা নয়। সত্যিই এই সমিতির অস্তিত্ব আছে এবং তা নিছক রোমাঞ্চ কাহিনি নয়। তাই থেকে গেলাম সুলুক সন্ধানের জন্যে। আমি শিকাগোয় জীবনে কখনো নরহত্যা করিনি। জীবনে কখনো টাকা জাল করিনি। আপনাদের যা দিয়েছিলাম, এগুলো আসল ডলার— দু-হাতে এভাবে ডলার কখনো ওড়াইনি— কিন্তু আপনার মনের মানুষ হওয়ার জন্যে সব করতে হয়েছে। এমন ভান করেছি যেন পুলিশ ঘুরছে আমার পেছনে। কাজও হয়েছে— যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই ঘটেছে।

'ঢুকে পড়লাম আপনাদের নরককুণ্ডে— এই লজে। মিটিংয়ে বসলাম। হয়তো শুনবেন আমিও বদ হয়ে গিয়েছিলাম আপনাদের মতো। যে যাই বলুক, আপনাদের খাঁচায় পোরাই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সত্যিই কি আমি বদ হয়ে গিয়েছিলাম? যে-রাতে যোগ দিলাম লজে, সেই রাতেই আপনারা বৃদ্ধ স্ট্যানজারকে ঠ্যাঙালেন। ভদ্রলোককে হুঁশিয়ার করার সময় পাইনি, কিন্তু বলডুইন, তোমার মনে আছে নিশ্চয়, তোমার হাত চেপে না-ধরলে নির্ঘাত সেদিন তাঁকে খুন করে ফেলতে। আপনাদের ভেতরে মিশে থাকার জন্যে অনেক সময়ে পরামর্শ আপনাদের দিয়েছি— কিন্তু দিয়েছি তখনই, যখন জেনেছি সেসব চক্রান্ত বানচাল করার ক্ষমতা আমার আছে। যথেষ্ট খবর পাইনি বলেই ডান আর মেনজিসকে বাঁচাতে পারিনি— কিন্তু তাদের হত্যাকারীরা যাতে ফাঁসিকাঠে ঝোলে, সে-ব্যবস্থা আমি করব। চেষ্টার উইলকক্সকে আমিই সাবধান করে দিয়েছিলাম। তাই বোমার বারুদ দিয়ে বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার

আগের দিন সপরিবারে পালিয়েছিল সে। অনেক কুকর্ম আমি নিরোধ করতে পারিনি। কিন্তু যদি একটু মনে করতে চেষ্টা করেন তাহলেই দেখবেন আমার কাজ কখনো বন্ধ থাকেনি। বহুবার দেখেছেন আপনাদের শিকার যেখানে থাকার কথা সেখানে থাকেনি। যে-রাস্তা দিয়ে আসার কথা সে-রাস্তা দিয়ে না-এসে অন্য পথে বাড়ি ফিরেছে অথবা তোড়জোড় করে খুন করতে গিয়ে দেখেছেন শহরে গিয়ে বসে আছে। এসবই জানবেন আমার কীর্তি।'

'বিশ্বাসঘাতক!' দাঁতে দাঁত পিষে গর্জে ওঠে ম্যাকগিন্টি।

'জন ম্যাকগিন্টি, আমাকে বিশ্বাসঘাতক বললে যদি প্রাণটা ঠান্ডা হয় বলতে পারেন। আপনি আর আপনার মতো যারা এ-অঞ্চলে আছে তারা প্রত্যেকে ঈশ্বর আর মানুষের শত্রুরূপে কাজ চালিয়ে গেছেন। অসহায় নরনারী আর আপনাদের মাঝে এসে দাঁড়ানোর দরকার ছিল একজনের— টুঁটি টিপে রেখেছিলেন যাদের, তাদের রক্ষে করার জন্যেই দরকার ছিল একজনের আবির্ভাবের। এ-কাজ করার রাস্তা একটাই ছিল, সেই রাস্তায় গিয়েছি আমি। আপনি আমাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলছেন, কিন্তু আমার তো মনে হয় হাজার হাজার লোক আমাকে 'ত্রাতা' বলে মাথায় নিয়ে নাচবে। নরকে ঢুকতে হয়েছে তাদের বাঁচানোর জন্যে। দীর্ঘকাল নরকবাস করেছি এইভাবে। ওয়াশিংটনের খাজাঞ্চিখানা আমার সামনে হাট করে ধরলেও এইরকম আর তিনটে মাসের মধ্যে যেতে রাজি নই। প্রত্যেকটা লোক আর প্রতিটা গুপ্তকথার নাড়িনক্ষত্র না-জানা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হয়েছে নরককুণ্ডে, আমার সিক্রেট ফাঁস হতে বসেছে কানে আসতেই তাড়াতাড়ি জাল গুটিয়ে নিলাম— নইলে থাকতাম আরও কিছুদিন। এমন একটা চিঠি এসেছিল এই শহরে যা ফাঁস হয়ে গেলে আপনাদের টনক নড়ত— হুঁশিয়ার হয়ে যেতেন। তাই খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়েছে। আর কিছু বলার নেই— একটা কথা ছাড়া। এ-পৃথিবী থেকে আমার বিদায় নেওয়ার মুহূর্ত যখন আসবে, এই উপত্যকায় যা করে গেলাম, তা ভেবে শান্তিতে মরতে পারব।

মার্ভিন আর তোমাকে আটকাব না। নিয়ে যাও এদের।'

আর বেশি কিছু বলার নেই। স্ক্যানল্যানের হাতে একটা মুখবন্ধ খাম দেওয়া হয়েছিল! মিস এট্টি শ্যাফটারকে খামটা যেন পৌঁছে দেয়। মুচকি হেসে চোখ টিপে খাম নিয়ে গিয়েছিল সে। নিশুতি রাতে একটা স্পেশাল ট্রেন পাঠিয়ে দিল, রেল কোম্পানি। পরমাসুন্দরী এক মহিলা এবং আপাদমস্তক আচ্ছাদিত এক ব্যক্তি উঠে বসল সেই ট্রেনে। নক্ষত্রবেগে, কোথাও না-থেমে, বিপদ এলাকা পেরিয়ে গেল ট্রেনটা। ভ্যালি অফ ফিয়ারে জীবনে আর ফিরে যায়নি এট্টি আর তার প্রিয়তম। দশ দিন পর শিকাগোয় বিয়ে হল দু-জনের, বিয়ের সাক্ষী রইল বৃদ্ধ জ্যাকব শ্যাফটার।

স্কোরারসদের অনুগামীরা যাতে আইনরক্ষকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে না-পারে, তাই তাদের বিচার্য পর্ব অনুষ্ঠিত হল ভ্যালি অফ ফিয়ার থেকে অনেক দূরে। ওরা লড়ল বটে, কিন্তু বৃথাই। বৃথাই ব্ল্যাকমেল এবং নানা অসৎ উপায়ে সারাতল্লাট থেকে শোষিত লজের অর্থ জলের মতো ব্যয় করা হল। বৃথাই বিবাদীপক্ষ প্রচণ্ড মনোবল দেখিয়ে গেল— কিন্তু সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হল মাত্র একজনের আবেগহীন, স্পষ্ট, নিরুত্তাপ বিবৃতির কাছে— সে যে সব দেখেছে, সব শুনেছে, সব জেনেছে, বিবাদীদের সঙ্গে থেকেই প্রত্যেকের কুকীর্তির প্রমাণপঞ্জি

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংগ্রহ করেছে; প্রত্যেকের জীবনযাত্রা, সংগঠনের বৃত্তান্ত এবং অপরাধের বিবরণ খুঁটিয়ে নথিভুক্ত করে রেখেছে। শেষকালে, বহু বছর পরে ভেঙে গেল ওদের মনোবল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল নানাদিকে। চিরকালের জন্যে আতঙ্ক মেঘ সরে গেল উপত্যকা থেকে। নাকিসুরে ঘ্যানঘ্যান করতে করতে, কাঁদুনে গলায় তোষামোদ করতে করতে ফাঁসিকাঠে নিয়তির সম্মুখীন হল ম্যাকগিন্টি। আটজন পালের গোদারও হল একই হাল। পঞ্চাশ জনকে কারাবরণ করতে হল বিভিন্ন মাত্রার। সম্পূর্ণ হল বার্ডি এডোয়ার্ডসের কীর্তি।[২]

কিন্তু ওর অনুমান বৃথা হল না। খেল খতম হল না। আরও অনেক হাত খেলতে বাকি তখনও! দুর্বৃত্তদলের ভীষণতম কয়েকজন ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে গেল। এদের মধ্যে ছিল টেড বলডুইন আর উইলবি ভ্রাতৃদ্বয়, এবং আরও কয়েকজন। দীর্ঘ দশবছর কারার অন্তরালে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর ফের এসে দাঁড়াল মুক্ত আকাশের নীচে— সেইদিনই বার্ডি এডোয়ার্ডস বুঝল শান্তি বিঘ্নিত হল তার শেষ জীবনের। একবাক্যে ওরা শপথ নিলে রক্ত দিয়েও কমরেডদের শোচনীয় পরিণতির প্রতিহিংসা নেবে। শপথ অনুসারে বেরিয়ে পড়ল বিরাট এই পৃথিবীতে। শিকাগোতে দু-দুবার অনিবার্য মৃত্যুর খপ্পর থেকে বেঁচে পালাল এডোয়ার্ডস। বেশ বোঝা গেল, তৃতীয় বারে আর রক্ষে নেই! শিকাগো ত্যাগ করে ছদ্মনামে এল ক্যালিফোর্নিয়ায়। এট্রি এডোয়ার্ডস দেহ রাখল এইখানে— চোখে অন্ধকার দেখল বার্ডি এডোয়ার্ডস। আর একবার খুন হতে হতেও কোনোমতে বেঁচে গেল সে! আবার নাম পালটাল। ডগলাস ছদ্মনামে একটা নিরালা গিরিখাতে বার্কার নামে একজন ইংরেজ অংশীদারের সঙ্গে কারবার করে অনেক পয়সা করল। আবার খবর এল রক্তপিশাচ কুকুরের দল গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হয়েছে তল্লাটে। আর একটু দেরিতে খবর পেলে আর বাঁচতে হত না এডওয়ার্ডসকে। ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে পালাল ইংলন্ডে। মনের মতো মহিলা পেয়ে আবার বিয়ে করল জন ডগলাস, সাসেক্সে শান্তিতে সংসার করল দীর্ঘ চার বছর— তারপরেই যা ঘটল, অদ্ভুত সেই কাণ্ডকারখানা আগেই শোনা গেছে আমাদের।

উপসংহার

পুলিসকোর্ট জন ডগলাসের কেস পাঠিয়ে দিল উচ্চতর আদালতে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের সাময়িক অধিবেশনে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল ডগলাস— আত্মরক্ষার জন্যে গুলি ছুড়ে গিয়েছে হাত থেকে— সুতরাং সে নিরপরাধ। মিসেস ডগলাসকে চিঠি লিখল হোমস। 'যেভাবে পারেন এখুনি ওঁকে ইংলন্ডের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যান। যাদের খপ্পর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এত বছর, তাদের চাইতেও ঢের বেশি ওত পেতে আছে এখানে। আপনার স্বামী ইংলন্ডে নিরাপদ নয় জেনে রাখবেন।'

মাস দুয়েক পরে কেসটা অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছিল আমাদের মনের মধ্যে। তারপর একদিন সকালে একটা প্রহেলিকাময় চিঠি পাওয়া গেল লেটারবক্সে। অসাধারণ সেই পত্রের বয়ান অতিশয় সংক্ষিপ্ত : 'আহা রে! বেচারা মি. হোমস!' চিঠিতে সম্বোধন নেই, স্বাক্ষর নেই। কিম্ভূতকিমাকার বার্তাটি পড়ে হেসে ফেললাম আমি। কিন্তু অস্বাভাবিক সিরিয়াস হয়ে গেল হোমস।

'ওয়াটসন, শয়তানির গন্ধ পাচ্ছি', বলে মেঘাচ্ছন্ন ললাটে বসে রইল দীর্ঘক্ষণ।

সেইদিন একটু রাতে ল্যান্ডলেডি মিসেস হাডসন একটা খবর নিয়ে ওপরে এল— এক ভদ্রলোক নাকি এখুনি দেখা করতে চাইছে হোমসের সঙ্গে অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয় সম্পর্কে। পেছন পেছন ঘরে ঢুকে পড়ল পরিখা-বেষ্টিত ম্যানর হাউসের পুরোনো বন্ধু মি. সিসিল বার্কার। চোখ-মুখ উদ্ভ্রান্ত, বিহ্বল।

'মি. হোমস, খুবই খারাপ খবর নিয়ে এসেছি— অত্যন্ত ভয়ংকর সংবাদ।'

'আমি জানতাম', বললে হোমস।

'ডগলাসের খবর জানেন? শুনলাম ওর আসল নাম নাকি এডোয়ার্ডস। আমি কিন্তু চিরটাকাল ওকে বেনিটো ক্যানিয়নের জ্যাক ডগলাস নামেই জানব। আপনাকে বলেছিলাম না, তিন সপ্তাহ আগে 'পালমিরা' জাহাজে সাউথ আফ্রিকা রওনা হয়েছে স্বামী-স্ত্রী?'

'বলেছিলেন।'

'গতরাতে কেপটাউন পৌঁছোয় জাহাজ। আজ সকালে পেলাম এই কেব্‌লটা। মিসেস ডগলাস পাঠিয়েছেন—'

'সেন্ট হেলেনায়[১] ঝড়ের সময়ে জাহাজ থেকে পড়ে নিখোঁজ হয়েছে জ্যাক। কেউ জানে না কখন ঘটল দুর্ঘটনা— আইভি ডগলাস'[২]।

চিন্তান্বিত স্বরে হোমস বললে, 'আচ্ছা! শেষটা তাহলে এইভাবে করা হল। সাজানোটা ভালোই হয়েছে মানতে হবে। ত্রুটি কোথাও নেই।'

'আপনার কী মনে হয়? দুর্ঘটনা নয়?'

'কখনোই নয়।'

'খুন?'

'নিশ্চয়!'

'আমারও তাই মনে হয়। শয়তানের বাচ্চা এই স্কোরারস... ক্রিমিন্যালদের এই নাটকীয় প্রতিহিংসা—'

'আরে না, মশাই, না। এ-ব্যাপারে ওদের চেয়ে বড়ো একজনের হাত রয়েছে— স্কোরারসদের গুরু হওয়ার মতো ক্ষমতা সে রাখে। করাত দিয়ে কাটা শটগান বা জবরজং ছ-ঘরা রিভলবারের কেস এটা নয়। নামি শিল্পীর তুলির টান দেখেই বোঝা যায়। ক্রাইমের ধরন দেখলে আমিও চিনতে পারি মরিয়ার্টিকে। এ-কাজ লন্ডনের— আমেরিকার নয়।'

'কিন্তু কেন? এ-খুনে তার কী মোটিভ?'

'মোটিভ একটাই— সে কখনো ব্যর্থ হয় না— যে-কাজে হাত দেয় সে-কাজ শেষ না-করে ছাড়ে না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী সে এই কারণে। একটিমাত্র লোককে নিকেশ করার জন্য বিরাট একটা মস্তিষ্ক ও বিশাল একটা সংগঠন সক্রিয় হয়েছিল খেয়াল রাখবেন। হাতুড়ির এক ঘায়ে বাদাম গুঁড়িয়ে দেবার মতো এরা সমস্ত শক্তি সংহত করে আঘাত হানবার সময় তাই কখনো ব্যর্থ হয় না— নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ হাসিল করে প্রতিবারে!'

'কিন্তু এ-ব্যাপারে সে নাক গলাচ্ছে কেন?'

'এ-ব্যাপারে প্রথম খবরটাই তো পেয়েছিলাম তারই এক শাকরেদের কাছ থেকে। বিদেশ

বিভুঁয়ে খুনখারাপি করতে গেলে সেখানকার ক্রিমিন্যালের শরণ নিতে হয়— অংশীদার হয়ে কাজ সারতে হয়। এ-পরামর্শ আমেরিকানরা পেয়েছিল বলেই ক্রাইমের এই বিরাট কনসালট্যান্টের শরণ নিয়েছিল। সেই মুহূর্ত থেকেই কিন্তু আয়ু ফুরিয়েছিল জন ডগলাসের। প্রথম সংগঠনের লোকজন লাগিয়ে হদিশ বার করা হয়েছিল জন ডগলাসের। এজেন্ট ব্যর্থ হয়েছে, খবরের কাগজে এ-খবর পড়েই কিন্তু সে ঠিক করেছিল এবার হাত লাগাবে নিজে— ওস্তাদের খেল দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে দুনিয়াকে। মনে পড়ে বির্লস্টোন ম্যানর হাউসে বলেছিলাম আপনার বন্ধুকে, এরপর যে-বিপদ আসছে তা ফেলে-আসা বিপদের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক? কি, ঠিক বলেছিলাম কিনা?'[৩]

নিষ্ফল ক্রোধে হাতের মুঠোয় কপাল ঠুকতে ঠুকতে বার্কার বললে, 'এইভাবেই কি এর রাজত্বে থাকতে হবে আমাদের? শয়তান শিরোমণির সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো কেউ কি নেই?'

'আরে না, সে-রকম কথা আমি বলি না', যেন দূর ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে বললে হোমস। 'কেউ ওকে হারাতে পারবে না, এমন কথা আমি বলব না। কিন্তু আমাকে সময় দিন— আরও সময় দিন!'

নীরবে বসে রইলাম আমরা প্রত্যেকেই কয়েক মিনিট। শার্লক হোমস কিন্তু চেয়ে রইল দূরের পানে— সাংঘাতিক ওই চোখজোড়ায় চূড়ান্ত চাহনি দিয়ে যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলতে চাইল দূরবিস্তৃত প্রহেলিকার দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠন।

টীকা

এ স্টাডি ইন স্কারলেট

প্রথম খণ্ড

১. শার্লক হোমস

১. **এ স্টাডি ইন স্কারলেট :** আর্থার কোনান ডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০) এই উপন্যাস রচনা করেন ১৮৮৬ সালে। ওই বছরের নভেম্বর মাসে মাত্র পঁচিশ পাউন্ডে তিনি উপন্যাসটির যাবতীয় স্বত্ব বিক্রি করে দেন 'ওয়ার্ড, লক অ্যান্ড কোম্পানি'-কে। *এ স্টাডি ইন স্কারলেট* প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। প্রথম সংস্করণে বইটির ইলাসট্রেশন ছিল ডি. এইচ. ফ্রিস্টন-এর করা। এই উপন্যাস রচনাকালে লেখক বাস করতেন ইংলন্ডের দক্ষিণ উপকূলে সাউথসী শহরে। ১, বুশ ভিলাজ, এলম গ্রোভ, সাউথসী ঠিকানায় উপন্যাসটি রচিত হয়। লেখকের প্রাথমিক নোট এবং খসড়ায় দেখা যায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ হোমসের প্রথম নাম বা ফার্স্ট নেম 'শেরিংফোর্ড' করবার কথা ভেবেছিলেন কোনান ডয়েল। কিন্তু পরে 'শার্লক' নাম সাব্যস্ত করেন। এই উপন্যাসটির নামও প্রথমে 'A Tangled Skein' রাখা হয়েছিল। পরে যে তা পরিবর্তিত হয় তা বলাই বাহুল্য। 'স্কারলেট' শব্দের অর্থ 'রক্তের মতো লাল'। পৃষ্ঠা ৯

২. **এইচ :** ডাক্তার ওয়াটসনের নামের মধ্য অংশ বা মিডলনেম-এর আদ্যক্ষর যে এইচ, তা এই উপন্যাসে ছাড়া আর দেখা গেছে *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য প্রায়োরি স্কুল* এবং *দ্য প্রবলেম অব থর ব্রিজ*-এর গল্পে। কিন্তু 'এইচ'-এর সম্পূর্ণ নামটি কোথাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি। পৃষ্ঠা ১১

৩. **লন্ডন ইউনিভার্সিটি :** লন্ডনের প্রথম ইউনিভার্সিটি কলেজ স্থাপিত হয় ১৮২৮ সালে ব্লুমসবেরী-তে। এটি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ নয় (non-Anglican) এমন ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া। কারণ সেই সময়ে শুধু ইংরেজরাই অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজে ভরতি হতে পারতেন। পরের বছর স্থাপিত হয় লন্ডনের কিংস কলেজ। ১৮৩৬-এ এই কলেজ পরিচালনার জন্য স্থাপিত হয় লন্ডন ইউনিভার্সিটি। ১৮৭৮ সালে অর্থাৎ ডা. ওয়াটসনের পাশ করবার পর লন্ডন ইউনিভার্সিটির লন্ডন স্কুল অব মেডিসিন ফর উইমেন থেকে মহিলাদের ডাক্তারি ডিগ্রি দেওয়া শুরু হয়। পৃষ্ঠা ১১

৪. **ডাক্তারির ডিগ্রি :** এম. ডি. ডিগ্রি নিয়ে ডাক্তারি পসার শুরু করার জন্য তৎকালীন ইংলন্ডে রয়্যাল কলেজ অব সার্জনস-এর সদস্যপদ গ্রহণ এবং রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস-এর থেকে লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। পৃষ্ঠা ১১

৫. **নেটলি :** ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল-এর (১৮২০-১৯১০) উদ্যোগে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের জন্য নেটলি শহরে ১৮৬৩ সালে দ্য রয়াল ভিক্টোরিয়া মিলিটারি হসপিটাল খোলা হয়। পৃষ্ঠা ১১

৬. **আফগান যুদ্ধ :** ইংরেজদের সঙ্গে তিনবার আফগানদের যুদ্ধ হয়েছে। ডা. ওয়াটসন সম্ভবত ১৮৭৮ থেকে ১৮৮০-র দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আফগানিস্তানের আমীর শের আলীর কাবুলে রুশ দূতাবাস খোলার অনুমতি দিয়ে ইংরেজদের দূতাবাস খুলতে না-দেওয়ায় এই যুদ্ধ শুরু হয় বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। পৃষ্ঠা ১১

৭. **আমাদের বাহিনী :** কন্যান ডয়ালের মূল রচনা-পাঠে জানা যায় যে ডা. ওয়াটসনের বাহিনী ছিল ফিফথ নর্দাম্বারল্যান্ড ফুসিলিয়ার্স। ১৬৭৪-এ গঠিত ফিফথ রেজিমেন্ট অব ফুট-কে ১৮৩৬-এ ফিফথ (নর্দাম্বারল্যান্ড) রেজিমেন্ট অব ফুসিলিয়ার্স-এ পরিণত করা হয়। ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ দমনে এবং দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে অংশ নেয় এই সৈন্যদল। ১৮৮১-তে এদের নতুন নাম হয় 'নর্দাম্বারল্যান্ড ফুসিলিয়ার্স'। পৃষ্ঠা ১১

৮. **কান্দাহার :** আফগানিস্তানের শহর কান্দাহারের নাম 'গান্ধার' শব্দ থেকে উদ্ভূত মনে করা হয়। আবার কেউ কেউ মনে

করেন এই নাম এসেছে 'আলেকজান্দ্রিয়া' বা 'ইসকান্দার' থেকে। কান্দাহারের অবস্থান হিন্দুকুশ পর্বত ও সুলেমান পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকায়। ১৭৪৭ সালে কান্দাহার ছিল আফগানিস্তানের রাজধানী। ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সময়ে ১৮৩৯ থেকে ১৮৪২ এবং ১৮৭৯ থেকে ১৮৮১ সালে কান্দাহার ব্রিটিশ সেনার দখলে ছিল। পৃষ্ঠা ১১

৯. **বার্কশায়ার্স :** ১৮৮১ সালে ফর্টিনাইনথ ইনফ্যানট্রি এবং সিক্সটি-সিক্সথ ইনফ্যানট্রি নিয়ে প্রিন্সেস শার্লট অব ওয়েলস-এর (বার্কশায়ার) রেজিমেন্ট গঠিত হয়। এদের প্রচলিত নাম 'বার্কশায়ার্স'। পৃষ্ঠা ১১

১০. **মেইওয়ান্দের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম :** আফগান আমিরের ভাইপো আবদুর রহমান খান-কে ইংরেজরা আমিরের পদে বসালে, আমির শের আলীর ছেলে, হিরাটের শাসক আয়ুব খান বিশাল সৈন্যদল নিয়ে কান্দাহার আক্রমণ করেন। কান্দাহার থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে মেইওয়ান্দ গ্রামে জেনারেল জর্জ বারোজের নেতৃত্বাধীন ৬৬তম ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্ট এবং তাদের পক্ষে প্রায় ৬০০০ স্থানীয় উপজাতীয় যোদ্ধার সঙ্গে আয়ুবের সৈন্যদলের যুদ্ধ হয়। উপজাতীয়দের অধিকাংশ যুদ্ধ চলাকালীন আয়ুবের দলে যোগ দেয় এবং শেষ পর্যন্ত আয়ুব খান কান্দাহার দখল করে নেয়। কিন্তু পরে স্যার ফ্রেডরিক রবার্টস আরও বড়ো সৈন্যদল নিয়ে এসে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। পৃষ্ঠা ১১

১১. **জিজেল বুলেট :** জিজেল (Jezail) বন্দুক থেকে ছোড়া গুলি। জিজেল বন্দুক হল এক ধরনের লোহার তৈরি, ভারী এবং বড়ো রাইফেল। এই বন্দুক আফগানরাই ব্যবহার করতেন। বাঁকা কুঁদো এবং লম্বা নল বিশিষ্ট এই বন্দুককে পাসতো ভাষায় 'জুজেল' (juzail) উচ্চারণ করা হত। পৃষ্ঠা ১১

১২. **সাবক্লেভিয়ান ধমনী :** হাতে কনুইয়ের সামনে বা পায়ে হাঁটুর নীচে অবস্থিত প্রধান ধমনীর গোড়ার দিকের অংশ। পৃষ্ঠা ১১

১৩. **গাজী :** পোড়-খাওয়া মুসলমান যোদ্ধাদের 'গাজী' বলেছেন ডা. ওয়াটসন। 'গাজী' শব্দের অর্থ মুসলমান ধর্মযোদ্ধা বা পীর অথবা ফকির। পৃষ্ঠা ১১

১৪. **পেশোয়ার :** পাকিস্তানের পশ্চিম দিকে, খাইবার পাসের অদূরে অবস্থিত শহর। ইতিহাসবিদদের মতে পেশোয়ার শহর ছিল কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজধানী। এর পূর্ব নাম পুষ্কলাবতী এবং পুরুষপুর। পৃষ্ঠা ১১

১৫. **ভারতীয় আন্ত্রিক জ্বর :** ডা. ওয়াটসন যে-রোগে আক্রান্ত হন, সেটি সম্ভবত পরবর্তী যুগে চিহ্নিত হয়েছে টাইফয়েড ফিভার নামে। মাছি বা পোকামাকড় দ্বারা খাদ্য অথবা জলবাহিত হয়ে এই রোগের সংক্রমণ ঘটে। এই রোগের টীকা আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৮ সালে। অর্থাৎ ডা. ওয়াটসনকে টীকা ছাড়াই সুস্থ হতে হয়। পৃষ্ঠা ১১

১৬. **পোর্টসমাউথ বন্দর :** ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে হ্যাম্পশায়ার কাউন্টির অন্তর্গত সমুদ্র বন্দর। মূল ভূখণ্ড থেকে সামান্য দূরে আটলান্টিক মহাসাগরে পোর্ট-সী দ্বীপে এই বন্দর নগরী অবস্থিত। রোমান যুগেরও পূর্বে এখানে মনুষ্য-বসতি ছিল বলে অনুমান করা হয়। পৃষ্ঠা ১১

১৭. **ক্রাইটেরিয়ন বার :** এই বার-এর আসল নাম দি আমেরিকান বার অ্যাট দ্য ক্রাইটেরিয়ন। অবস্থান ছিল পিকাডিলি সার্কাসের অদূরে। পানশালাটি এখন আর নেই। কিন্তু বাড়িটি আছে। পৃষ্ঠা ১১

১৮. **ছ্যাকড়াগাড়ি :** সে-যুগের লন্ডনে ছ্যাকড়াগাড়িকে হ্যানসম (Hansom) বলা হত। এক-ঘোড়ায় টানা দু-চাকা বিশিষ্ট গাড়িগুলির মাথার ওপর দিয়ে কোচোয়ান নিয়ন্ত্রণ করত ঘোড়াকে। ইয়র্ক নিবাসী স্থপতি যোসেফ হ্যানসম (১৮০৩-১৮৮২) এই গাড়ির নকশা করেন এবং ১৮৩৪ সালে লিস্টার্সশায়ারে এই গাড়ি প্রথম চালানো হয়। পরবর্তীকালে জন চ্যাপম্যান গাড়ির নকশার রদবদল ঘটালেও এর নাম একই রয়ে যায়। পৃষ্ঠা ১২

১৯. **হলবর্ন :** লণ্ডন শহরে সেকালের বিখ্যাত রেস্তোরাঁ। হলবর্ন রেস্তোরাঁ ছিল প্রিন্স অব ওয়েলস-এর পছন্দের জায়গাগুলির একটি। পৃষ্ঠা ১২

২০. **ভেজিটেবল অ্যালক্যালয়েড :** বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত অ্যালক্যালয়েড মানুষের শরীরে নানাভাবে কাজ করতে পারে। এগুলির ব্যবহারে বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা যায়। মরফিন, কোকেন, স্ট্রিকনিন, ক্যুরারি, নিকোটিন ইত্যাদি হল উদ্ভিজ্জ অ্যালক্যালয়েডের উদাহরণ। পপি গাছ থেকে ১৮০৫-০৬ সাল নাগাদ নিষ্কাষিত 'মরফিন' হল প্রথম আবিষ্কৃত অ্যালক্যালয়েড। শার্লক হোমসের বিভিন্ন কাহিনিতে, যেমন, *দ্য সাইন অব ফোর*, *দ্য ম্যান উইদ টুইস্টেড লিপ*, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব সাসেক্স ভ্যামপায়ার*, ভেজিটেবল অ্যালক্যালয়েডের বিভিন্ন ব্যবহার দেখা গেছে। পৃষ্ঠা ১৩

২১. **বুনসেন বার্নার :** জার্মান রসায়নবিদ রবার্ট উইলহেলম বুনসেন (১৮১১-১৮৯৯) ১৮৫৫ সালে বুনসেন বার্নার-এর ব্যবহার প্রচলন করেন। ফাঁপা ধাতব নলের নীচের প্রান্তে ভাল্‌ব দ্বারা বাতাস নির্গমন কমিয়ে-বাড়িয়ে আগুনের শিখা কমানো-বাড়ানোর ব্যবস্থা থাকে এই যন্ত্রে। এই বার্নারের আদলেই পরবর্তী যুগে গ্যাস-স্টোভ বা গ্যাস-ফার্নেস তৈরি হয়েছে। পৃষ্ঠা ১৩

২২. **হিমোগ্লোবিন :** মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তের লোহিত কণিকায় অবস্থিত অক্সিজেন পরিবহনকারী প্রোটিন। এটি রক্তের প্রধানতম উপাদান। এর উপস্থিতি ১৮৫১ সালে হুনফেল্ড নামক জার্মান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। পৃষ্ঠা ১৪

২৩. **বডকিন :** চামড়া বা অন্যকিছু ফুটো করবার জন্য চিকিৎসকদের ব্যবহৃত ফোঁড় বা সূঁচ বিশেষ। পৃষ্ঠা ১৪

২৪. **পিপেট :** Pipette। রসায়নাগারে স্বল্প মাত্রার তরল রাখার বা নিরীক্ষা করতে ব্যবহৃত সরু নল-বিশেষ। পৃষ্ঠা ১৪

২৫. **গুয়াইকাম টেস্ট :** গুয়াইকাম গাছের কষ বা আঠার নামও গুয়াইকাম। এর সঙ্গে সুরাসার বা অ্যালকোহলের মিশ্রণে প্রাপ্ত যৌগ এবং হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে কিছুতে হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতি নির্ধারণের পরীক্ষার নাম গুয়াইকাম টেস্ট। এই পরীক্ষা ১৮৬১ সালে প্রচলিত হয়। পৃষ্ঠা ১৪

২৬. **ফ্রাঙ্কফুর্ট :** জার্মানির পঞ্চম বৃহত্তম শহর ফ্রাঙ্কফুর্টের সম্পূর্ণ নাম 'ফ্রাঙ্কফুর্ট আম মেইন'। অর্থাৎ 'মেইন' নদীর তীরবর্তী ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর। জার্মানির প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হল এই শহর। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রোমান উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শহরের প্রতিষ্ঠা হয়। পৃষ্ঠা ১৬

২৭. **ব্রাডফোর্ড :** উত্তর ইংলন্ডের পশ্চিম ইয়র্কশায়ারে অবস্থিত একটি শহর। মধ্যযুগে স্যাক্সন আমলে কার্কগেট, ওয়েস্টগেট এবং আইভিগেট— এই তিন অঞ্চল নিয়ে ব্র্যাডফোর্ড শহরের প্রতিষ্ঠা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রাডফোর্ড শহর একটি শিল্পকেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়। পৃষ্ঠা ১৬

২৮. **নিউ অর্লিয়েন্স :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানা (Luisiana) রাজ্যে অবস্থিত আমেরিকার এক মুখ্য বন্দর-নগরী। ডিউক দে'অর্লেন্স দ্বিতীয় ফিলিপের নামে এই শহরের নামকরণ করা হয়। ফ্রেঞ্চ মিসিসিপি কোম্পানি কর্তৃক ১৭১৮ সালের সাতই মে এই শহরের পত্তন হয়। পৃষ্ঠা ১৬

২৯. **ম'পেলিয়ার :** দক্ষিণ ফ্রান্সে, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল থেকে সামান্য ভেতরে 'লেজ' নদীর তীরে অবস্থিত শহর। প্রাচীনত্বের দিক থেকে এই শহরের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। পৃষ্ঠা ১৬

৩০. **বেকার স্ট্রিট :** বেকার স্ট্রিট নামের 'বেকার' শব্দটির উৎস নিয়ে একমত হওয়া যায়নি। লন্ডনের মেরিলিবোন ডিস্ট্রিক্টের পশ্চিম অংশের প্রায় সব রাস্তার নামই উইলিয়ম হেনরি পোর্টম্যান-এর পরিবারের সদস্যদের নামে। বেকার স্ট্রিট এই নিয়মের ব্যতিক্রম। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সমারসেটের এই পোর্টম্যান পরিবার ছিলেন এই অঞ্চলের যাবতীয় জমির মালিক। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন এই রাস্তা পোর্টম্যানের বন্ধু ও পড়শি স্যর এডোয়ার্ড বেকার-এর নামে। আবার অনেকের মতে পোর্টম্যানদের থেকে এখানকার বহু জমি লিজ নেওয়া উইলিয়ম বেকার-এর নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে। পৃষ্ঠা ১৬

৩১. **'শিপ' ব্র্যান্ড :** হোমস-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কারো মতে এটি জাহাজিদের ব্যবহৃত তামাক। তাই ওয়াটসন 'শিপ' বলেছেন। আবার অনেকের মতে এটি হল্যান্ড-এর 'শিপার্স টাবাক স্পেশাল' (Shippers Tabak Special) নামে কড়া তামাকের সংক্ষিপ্ত নাম। পৃষ্ঠা ১৬

২. অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান

১. **২২১বি :** পরবর্তীকালে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত শার্লক হোমস-এর কাহিনির কয়েকটি সংস্করণে 'বি' অক্ষরটি বর্জন করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ১৭

২. **ঘুম ভাঙবার আগেই উঠে পড়ত :** *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য স্পেকলড ব্যান্ড, দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস* প্রভৃতি কাহিনিতে দেখা যায় হোমস দেরি করে ঘুম থেকে উঠত। পৃষ্ঠা ১৭

৩. **নিশ্চয় মাদক-দ্রব্যের নেশাও আছে :** পরবর্তী হোমস-কাহিনিগুলিতে শার্লক হোমস-কে কোকেন ইঞ্জেকশন নিয়ে নেশা করতে দেখা গেছে। পৃষ্ঠা ১৮

৪. **ফিলজফিক্যাল যন্ত্রপাতি :** এগুলি সম্ভবত সাধারণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি ভাষায় 'আর্কেইক' প্রতিশব্দ হিসেবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিকে ফিলজফিক্যাল যন্ত্রপাতি বলা হত। পৃষ্ঠা ১৮

৫. **টমাস কারলাইল :** ইংরেজ ইতিহাসবিদ এবং প্রাবন্ধিক টমাস কারলাইল (১৭৯৫-১৮৮১) ছিলেন জার্মান লেখক গ্যেটে দ্বারা প্রভাবিত। ফরাসি বিপ্লব, ফ্রিডরিশ দ্য সেকেন্ড, অলিভার ক্রমওয়েল ও অন্যান্য জীবনী প্রভৃতি বিষয়ে টমাস কার্লাইল-এর রচনা উল্লেখযোগ্য। শার্লক হোমসের অন্য কয়েকটি কাহিনিতেও কারলাইল-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ১৮

৬. **কোপারনিকাসের থিয়োরি :** পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপারনিকাস প্রথম লক্ষ করেন যে সূর্য এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে এবং পৃথিবী তাকে প্রদক্ষিণ করছে। এর আগে মনে করা হত সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। কোপারনিকাস

পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং ঘূর্ণন সম্পর্কেও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হন। তাঁর থিয়োরি ১৫০৮ থেকে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হলেও এটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর বছর, ১৫৪৩-এ। পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীদের এই বিষয়ে সকল আবিষ্কারই দাঁড়িয়ে আছে কোপারনিকাসের থিয়োরির শক্ত ভিতের ওপর। পৃষ্ঠা ১৮

৭. **বাজে জিনিস ঠাসতে গিয়ে :** *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য লায়ন্স মেন* গল্পে আবার শার্লক হোমস বলেন যে তিনি যা-পান, তা-ই পড়ে ফেলেন। পৃষ্ঠা ১৯

৮. **জেনে আমার লাভটা কী :** শার্লক হোমস যে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় *দ্য মাসগ্রেভ রিচুয়াল* গল্পে। পৃষ্ঠা ১৯

৯. **বেলেডোনা :** অ্যাট্রোপা বেলাডোনা বা ডেডলি নাইটশেড নামক উদ্ভিদের চলতি নাম বেলেডোনা। ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় জন্মানো এই উদ্ভিদের ফল থেকে পাওয়া রস ওষুধ, বিষ এবং প্রসাধন দ্রব্য তৈরিতে বহুকাল যাবৎ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পৃষ্ঠা ১৯

১০. **লাঠি :** হোমসের লাঠি-খেলার বিদ্যা ভারতীয় লাঠিখেলায় নয়। এই খেলার নাম 'সিঙ্গলস্টিক' এবং এটির উদ্ভব তলোয়ার-খেলার পরিপূরক হিসেবে দশম শতাব্দীতে। পরে সিঙ্গলস্টিক একটি আলাদা খেলা হিসেবে গণ্য হতে থাকে। পৃষ্ঠা ২০

১১. **ব্রিটিশ আইনের বাস্তব জ্ঞানে বেশ দখল :** *দ্য বসকম্ব ভ্যালি মিস্ট্রি* গল্পে হোমসকে আইনজীবীকে সাহায্য করতে নোট তৈরি করতে দেখা যায়। অনেক হোমস-বিশেষজ্ঞ মনে করেন শার্লক হোমস শুধু অপরাধীকে চিহ্নিত করতেই প্রমাণ খুঁজতেন না, যাতে অপরাধী কোর্টে সাজা পায়, সেইরকম প্রমাণও তিনি সংগ্রহ করে রাখতেন। পৃষ্ঠা ২০

১২. **লেসট্রেড :** লেসট্রেড স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে কর্মরত পুলিশ। সম্ভবত অফিসার। পরবর্তী কাহিনিতে জানা যায় তাঁর নামের আদ্যক্ষর 'জি'। কিন্তু পুরো নাম কখনো বলা হয়নি। লেসট্রেড-কে হোমস পছন্দ করলেও তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের কাজের পদ্ধতিকে যথেষ্ট নীচু নজরে দেখতেন। অথচ লেসট্রেড হোমসকে এবং তাঁর বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করতেন। বহু কাহিনিতে হোমস-এর কাছে সমাধানের জন্য সমস্যা নিয়ে আসতে দেখা গেছে লেসট্রেডকে। পৃষ্ঠা ২০

১৩. **ইউক্লিড :** খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের আলেকজান্দ্রিয়া নিবাসী গণিতবিদ ইউক্লিড বিখ্যাত হয়ে আছেন গাণিতিক ও জ্যামিতিক তত্ত্ব-সম্বলিত গ্রন্থ 'এলিমেন্টস'-এর জন্য। ইউক্লিড-প্রণীত জ্যামিতিক তত্ত্ব এখনও পর্যন্ত জ্যামিতির ভিত্তি হিসেবে গ্রাহ্য হয়। পৃষ্ঠা ২১

১৪. **নায়াগারা :** বা নায়াগ্রা জলপ্রপাতের অবস্থান উত্তর আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমান্তে। নায়াগ্রা প্রপাত হর্সস্যু ফলস এবং আমেরিকান ফলস এই দুই ভাগে বিভক্ত। দুটি ভাগের মাঝের স্থলভাগের নাম গোট আইল্যান্ড। হর্সস্যু ফলস ২৬০০ ফুট চওড়া এবং উচ্চতা ১৭৩ ফুট। ১০৬০ ফুট চওড়া আমেরিকান ফলস-এর উচ্চতা ৭০ থেকে ১০০ ফুট। পৃষ্ঠা ২১

১৫. **আটলান্টিক :** পশ্চিমে আমেরিকা ও পূর্বে আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের মধ্যবর্তী মহাসাগর। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর এবং পৃথিবীর উপরিভাগের কুড়ি শতাংশ অধিকার করে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে হেরোডোটাসের রচনায় এই মহাসাগরের 'আটলান্টিক' নাম ব্যবহার হতে দেখা যায়। আটলান্টিকের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া বিষুবরেখার ওপরের অংশ নর্থ আটলান্টিক এবং দক্ষিণের অংশ সাউথ আটলান্টিক নামে চিহ্নিত। পৃষ্ঠা ২১

১৬. **রেলের থার্ড-ক্লাস কামরায় :** ব্রিটিশ রেলপথে তৃতীয় শ্রেণিতে কোনো ছাদ বা বসবার আসন থাকত না। ওই শ্রেণিতে যাতায়াত ছিল যথেষ্ট কষ্টকর। ১৮৪৪ সালে আইন প্রণয়ন করে তৃতীয় শ্রেণিতে ছাদের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ছাদ লাগানো সত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণিতে রেল ভ্রমণ এমন কিছু আরামদায়ক হয়নি। পৃষ্ঠা ২২

১৭. **নীচুতলায় :** এখানে 'নীচুতলায়' বলতে লন্ডনের ভূগর্ভ-রেলপথ 'আন্ডারগ্রাউন্ড' বোঝানো হয়েছে। বিশ্বের প্রাচীনতম এই রেলপথ প্রথম খোলা হয় ১৮৬০ সালে। *দ্য রেড-হেডেড লীগ* গল্পে হোমস এবং ওয়াটসনকে এই রেলপথে ভ্রমণ করতে দেখা গেছে। পৃষ্ঠা ২২

১৮. **অবশ্যই আফগানিস্তানে :** ১৮৭৯-৮০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলু-দের সঙ্গে যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এই কথা মাথায় রেখে কিছু সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে, হোমসের এই সিদ্ধান্তে ফাঁক রয়ে গেছে। কারণ, ওয়াটসন জুলু-যুদ্ধেও আহত হয়ে থাকতে পারতেন। তা ছাড়া আফগানিস্তানকে ক্রান্তীয় অঞ্চল বলা চলে না। ক্রান্তীয়-রেখার অনেকটা দূরেই এই দেশ অবস্থিত। পৃষ্ঠা ২৩

১৯. **এডগার অ্যালেন পো-র দুঁপি :** ফরাসি সাহিত্যিক এডগার অ্যালেন পো (১৮০৯-১৮৪৯)। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা শ্যাভেলিয়র অগুস্ত দুঁপি-কে কেন্দ্র করে তিনটি কাহিনি রচনা করেছেন। *দ্য মার্ডারস ইন দ্য রু মর্গ* (১৮৪১); *মিস্ট্রি অব*

মেরি রজেট (১৮৪২) এবং *পার্লয়েনড লেটার* (১৮৪৪)। এই কাহিনিগুলিকে আদি যুগের গোয়েন্দা কাহিনি এবং ধ্রুপদি সাহিত্য হিসেবে গণ্য করা হয়। পৃষ্ঠা ২৩

২০. **গ্যাবোরিয়র বই :** এমিল গ্যাবোরিয় (১৮৩২-১৮৭৩) ফরাসি লেখক। তাঁর সৃষ্ট কাহিনির গোয়েন্দা মঁসিয়ে লেকক প্রথম জীবনে ছিলেন দুষ্কৃতি। পরে কুকাজ ছেড়ে ফরাসি গোয়েন্দা বিভাগ (Surete)-এ যোগ দেন। কাহিনি অনুসারে লেককের জন্ম ১৮৪৪-এ। মনে করা হয় লেককের চরিত্রটি Surete-এর প্রাক্তন প্রধান ফ্রাঁসোয়া ইউজিন ভিদক-এর (১৭৭৫-১৮৫৭) আদলে গড়া। গ্যাবোরিয় রচিত লেকক-এর কাহিনিগুলির মধ্যে *লা এফেয়ার লেরুজ* (১৮৬৬), *মঁসিয়ে লেকক* (১৮৬৯), *লা ক্রাইম দে অর্সিভ্যাল* (১৮৬৭), *লা এনক্রেভস দে পারী* (১৮৮২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পৃষ্ঠা ২৩

২১. **ক্রাইম নেই, ক্রিমিন্যালও নেই :** 'ক্রাইম নেই' বলতে শার্লক হোমস বোঝাতে চেয়েছেন রহস্য-সমাধান করে অপরাধী ধরাতে তাঁর মাথা খাটানোর মতো খোরাক নেই। এই ধরনের মন্তব্য তাঁকে অন্যত্র অনেক কাহিনিতে করতে দেখা গেছে। মাথা খাটাতে না-পারার একঘেয়েমিই এই উক্তির কারণ। পৃষ্ঠা ২৩

২২. **স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড :** লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশ-এর সদর দপ্তর ছিল ৪, হোয়াইট হল প্লেস ঠিকানায়। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের রাজত্বের একত্রীকরণের আগে এই ঠিকানা ছিল স্কটল্যান্ডের রাজার বা তাঁর প্রতিনিধিদের স্থানীয় বাসভবন। ওই ঠিকানায় অবস্থিত দপ্তর পরে ৩, ৪, ৫, ২১ এবং ২২ হোয়াইট হল প্লেস নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু ওই অঞ্চল স্কট-রাজবংশের মালিকানাধীন হওয়ায় পরিচিত ছিল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড নামে। কালে কালে লোকমুখে মেট্রোপলিটন পুলিশ পরিচিত হতে থাকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড নামে। পৃষ্ঠা ২৩

২৩. **রয়াল মেরিন লাইট ইনফ্যান্ট্রি :** রয়াল নেভীর জলচর গোলন্দাজ বাহিনী রয়াল মেরিনস গঠিত হয় ১৬৬৪ সালে। এই দলের বারোশো সৈনিক প্রাথমিকভাবে পরিচিত হতেন 'ডিউক অব ইয়র্ক অ্যান্ড অ্যালবেনী'জ মেরিটাইম রেজিমেন্ট অব ফুট'। ১৮৫৫ সালে রয়াল মেরিনস-এর একটি আলাদা সাঁজোয়া বিভাগ গঠন করা হয় রয়াল মেরিন লাইট ইনফ্যান্ট্রি নাম দিয়ে। এই দু-টি বিভাগ আবার একত্রিত করা হয় ১৯২৩ সালে। পৃষ্ঠা ২৪

৩. লরিস্টন গার্ডেন্স রহস্য

১. **ক্লীভল্যান্ড :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও রাজ্যের বৃহত্তম এই শহরের প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৯৬ সালে এক বাণিজ্য তথা শিল্পকেন্দ্র হিসেবে। বিভিন্ন নদী এবং খাল দ্বারা বিভক্ত এই শহরের নামকরণ হয় কানেকটিকাট ল্যান্ড কোম্পানির প্রধান জেনারেল মোজেস ক্লীভল্যান্ড-এর নাম অনুসরণে। পৃষ্ঠা ২৫

২. **ওহিও :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তদশ রাজ্য হিসেবে সংযুক্ত ওহিও (মার্কিন উচ্চারণে 'ওহাইও') রাজ্য ভূমিকম্প-প্রবণ এবং উষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। এই রাজ্যের শহরগুলির মধ্যে রাজধানী কলম্বাস, সিনসিনাটি, ক্লীভল্যান্ড, টোলেডো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০০ অব্দে এখানে আদিম যাযাবর জাতির মানুষদের বসবাসের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। পৃষ্ঠা ২৫

৩. **গ্রেগসন :** টোবিয়াস গ্রেগসন-এর উল্লেখ আরও পাওয়া যায় *দ্য সাইন অব ফোর*, *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রেড সার্কল*, *দি অ্যাডভেঞ্চার অব উইস্টারিয়া লজ* এবং *দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রেটার* কাহিনিতে। তবে বর্তমান কাহিনিতে গ্রেগসনকে বিশেষ ভূমিকায় দেখা যায়। অন্য কাহিনিগুলিতে গ্রেগসনের ভূমিকা সামান্যই। পৃষ্ঠা ২৫

৪. **লেসট্রেড আর গ্রেগসন :** এই দুই ইনস্পেকটরকে বর্তমান কাহিনি ছাড়া আর কোথাও একত্রে দেখা যায় না। এঁরা দু-জন যে কোন পদে চাকরি করতেন, তাও কোথাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি। পৃষ্ঠা ২৫

৫. **ক্রেমোনা বেহালা :** ইতালির ক্রেমোনা (Cremona) শহরে নির্মিত বেহালার নাম ক্রেমোনা বেহালা। বেহালা বাজানোয় প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট 'ছড়'-ও (Fiddle) ক্রেমোনায় তৈরি হত। পৃষ্ঠা ২৬

৬. **আমাতি :** ক্রেমোনা শহরের বিখ্যাত বেহালানির্মাতা ছিল আমাতি পরিবার। খ্রিস্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এঁদের তৈরি বেহালা ছিল পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত। আমাতি-র বেহালা বর্তমানে মহার্ঘ 'অ্যান্টিক' দ্রব্য হিসেবে পরিগণিত হয়। আন্দ্রে আমাতি (১৫২০-১৫৭৮) হলেন এই পরিবারের প্রথম বেহালা নির্মাতা। আন্দ্রের পৌত্র নিকোলো (১৫৯৬-১৬৮৪) সম্ভবত এই পরিবারের মধ্যে বেহালানির্মাতা ও ডিজাইনার হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিকোলা-র পর তাঁর পুত্র গিরোলোমো আমাতি-ও (১৬৪৯-১৭৪০) তাঁদের ব্যবসা চালাতে থাকেন। পৃষ্ঠা ২৬

৭. **স্ট্রাডিফেরিয়াস :** আন্তোনিও স্ট্রাডিফারি (১৬৪৪-১৭৩৭) ছিলেন ক্রেমোনার বেহালানির্মাতা নিকোলা আমাতি-র সহকারী এবং শিষ্য। আমাতি-র বেহালার ডিজাইনে রদবদল ঘটিয়ে যে নতুন বেহালা তিনি উদ্ভাবন করেন তার পরিচয় স্ট্রাডিফেরিয়াস

বেহালা হিসেবে। স্ট্রডিফারি শুধু বেহালাই নয়, হার্প, ম্যান্ডোলিন, চেলো, গিটার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও ডিজাইন এবং নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত এই যন্ত্রগুলিও বর্তমানে 'অ্যান্টিক' হিসেবে পরিগণিত। পৃষ্ঠা ২৬

৮. **সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাবে :** সমস্ত তথ্য হাতে আসার আগে কোনো সিদ্ধান্তে আসা বা ওই বিষয়ে কোনো অভিমত পোষণ করার বিরোধী ছিলেন হোমস। তাঁকে এই ধরনের মন্তব্য করতে দেখা গেছে *আ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া, দ্য রেইগেট পাজল, দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার* প্রভৃতি গল্পে। পৃষ্ঠা ২৬

৯. **একপাল মোষ গেলেও :** একই পরিস্থিতিতে শার্লক হোমস *দ্য বসকম্ব ভ্যালি মিস্ট্রি* কাহিনিতে 'একপাল মোষ' যাওয়ার উপমা ব্যবহার করেছেন। পৃষ্ঠা ২৭

১০. **ইট্রেক্ট বা উট্রেক্ট (utrecht) :** নেদারল্যান্ডস-এর একটি শহর। এখানে ১৭১৩ থেকে ১৭১৪-এর মধ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তি বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। পৃষ্ঠা ৩০

১১. **ব্যারড কোম্পানি :** লন্ডনে সপ্তদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত ঘড়ি নির্মাণকারী সংস্থা। প্রতিষ্ঠাতা পল ফিলিপ ব্যারড। এঁদের নির্মিত ঘড়িতে লেখা থাকত Barraud, London। ১৮৪০ থেকে সংস্থার নাম হয় ব্যারড অ্যান্ড লুন্ড। পৃষ্ঠা ৩০

১২. **অ্যালবার্ট চেন :** পকেট-ঘড়ির প্রান্তে বাঁধা শক্ত চেনকে বলা হয় অ্যালবার্ট চেন। রানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট-এর নাম থেকে এই নামের উদ্ভব। একসময় পুরুষের শৌর্যের চিহ্ন ছিল অ্যালবার্ট চেন। হোমসের অন্য বহু গল্পের বিভিন্ন চরিত্রকে অ্যালবার্ট চেন ব্যবহার করতে দেখা গেছে। পৃষ্ঠা ৩০

১৩. **বোকাসিওর 'ডেক্যামেরন' :** 'ডেক্যামেরন' শব্দটি লাতিন। এর অর্থ 'দশ দিনের কাজ'। ইতালীয় কবি এবং দার্শনিক জিওভান্নি বোকাচিওর (১৩১৩-১৩৭৫) বিখ্যাত রচনা 'ডেক্যামেরন'-এ একশোটি উপ-কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ১৩৪৮ সালের প্লেগ আক্রান্ত ফ্লোরেন্স শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সাতজন নারী এবং তিনজন পুরুষ দশ দিন সময়ে এই গল্পগুলি বলেছেন—মূল কাহিনির এমনই বক্তব্য। পরবর্তীকালের ইংরেজ লেখক জিওফ্রে চসার এই ডেক্যামেরন-এর অনুকরণে তাঁর বিখ্যাত কীর্তি *দ্য ক্যান্টারবেরি টেলস* রচনা করেন। পৃষ্ঠা ৩০

১৪. **স্ট্র্যান্ডের আমেরিকান এক্সচেঞ্জের ঠিকানায় :** সংস্থাটির পুরো নাম 'গিলিগ'স ইউনাইটেড স্টেটস এক্সচেঞ্জ (Gillig's United States Exchange)। ঠিকানা : ৯, স্ট্র্যান্ড। এখানে একটি পাঠকক্ষে আমেরিকায় প্রকাশিত সংবাদপত্র পাঠের ব্যবস্থা থাকত। পৃষ্ঠা ৩২

১৫. **গুইয়ন স্টিমশিপ কোম্পানি :** ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকার পূর্ব-উপকূলের যোগাযোগকারী এই জাহাজ কোম্পানির নাম গুইয়ন শিপিং লাইন (Guion Shipping Line)। পৃষ্ঠা ৩২

১৬. **ফক্স হাউন্ড :** হাউন্ড গোষ্ঠীভুক্ত একজাতের শিকারি কুকুর। এরা দলবেঁধে শিকার ধরতে শিকারিকে সাহায্য করে এবং এদের প্রধান শক্তি হল ঘ্রাণ-ক্ষমতা। অশ্বারোহী শিকারিদের সঙ্গে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে এদের মধ্যে কোনো ক্লান্তি দেখা যায় না। পৃষ্ঠা ৩৩

১৭. **কেনিংটন পার্ক গেট :** লন্ডন শহরে কেনিংটন পার্ক 'গেট' নামে কিছু নেই। কিন্তু কেনিংটন পার্ক রোড-এ কেনিংটন পার্ক নামে একটি উদ্যান রয়েছে। পৃষ্ঠা ৩৪

১৮. **খুন :** বিভিন্ন গবেষকের রচনা থেকে জানা যায় শার্লক হোমসের কাহিনিমালায় সর্বমোট পঁয়ষট্টিটি 'খুন' এবং সাতান্নজন 'খুনি'-র উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ৩৪

১৯. **ত্রিচিনোপল্লি চুরুট :** তৎকালীন মাদ্রাজ রাজ্যের ত্রিচিনোপল্লি জেলায় উৎপাদিত উৎকৃষ্ট কড়া তামাকের তৈরি চুরুট। ভারতবর্ষে এই চুরুট 'মাদ্রাজি চুরুট' নামে প্রচলিত ছিল। পৃষ্ঠা ৩৪

৪. জন রান্স যা বললে

১. **টেলিগ্রাফ :** টেলিফোন আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৭৬ সালে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত টেলিগ্রাফই ছিল জনপ্রিয়তম এবং সবচেয়ে সহজ সংবাদ-প্রেরণের মাধ্যম। ১৮৩৭ সালে স্যার উইলিয়াম কুক এবং চার্লস হুইটস্টোন ইংল্যান্ডে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক বা তড়িৎ-চুম্বকীয় টেলিগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহারের পেটেন্ট গ্রহণ করেন। ওই সময়ে ইংলন্ডের রেলপথে স্টেশনগুলির মধ্যে এইভাবে সংবাদ আদানপ্রদান শুরু হয়। ইতিমধ্যে আমেরিকায় স্যামুয়েল মর্স তাঁর নিজস্ব আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে ১৮৪৪ সালে ইংরেজি বর্ণমালার অক্ষরবিন্যাসে বার্তা প্রেরণ প্রচলন করলে ওই পদ্ধতিই বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। পৃষ্ঠা ৩৪

২. **সমাজবাদ :** ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সালে। এই সময়ে শ্রমিকদের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে সৃষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ সোশ্যালিজম বা সমাজবাদ জার্মানির মতো দেশে যেভাবে দ্রুত জনপ্রিয় হয়েছিল, ইংলন্ডে সেভাবে হয়নি। কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস-এর এই চিন্তাধারায় কিছু ইংরেজ ব্যক্তিত্ব আকৃষ্ট হতে শুরু করেন ১৮৪৮-এ '*দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*' প্রকাশিত হবার পর। ইংলন্ডে সমাজবাদী গোষ্ঠীগুলির প্রথম ক্রিয়াকর্ম লক্ষ করা যায় ১৮৮৭ সালের পনেরোই নভেম্বর কবি উইলিয়াম মরিস, অ্যানি বেসান্ত প্রভৃতির নেতৃত্বে আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা উইলিয়াম ও'ব্রায়েন-এর মুক্তির দাবিতে ট্রাফালগার স্কোয়ারের জমায়েতে। পৃষ্ঠা ৩৬

৩. **হ্যালির কনসার্ট :** স্যার চার্লস হ্যালি (১৮১৯-১৮৯৫) হলেন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক এবং অর্কেস্ট্রা পরিচালক। জন্ম জার্মানিতে এবং শিক্ষা ফ্রান্সে হলেও হ্যালি পরবর্তী জীবনে ছিলেন ইংলন্ডের ম্যাঞ্চেস্টার শহরের বাসিন্দা। ফ্রেডেরিক শোপ্যাঁ, ফ্রাঞ্জ লিস্ট প্রমুখ বিখ্যাত সংগীত-ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁর কাছের মানুষ। প্রাথমিকভাবে ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর বাড়িতে এবং ১৮৬১ সাল থেকে লন্ডনের সেন্ট জেমস হল-এ হ্যালি আয়োজিত কনসার্ট জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হিসেবে পরিচিত হত। ১৮৫৮-তে হ্যালি ম্যাঞ্চেস্টারে 'হ্যালি অর্কেস্ট্রা' প্রতিষ্ঠা করেন। পৃষ্ঠা ৩৬

৪. **নরম্যান নেরুদা :** চেকোশ্লোভাকিয়া-নিবাসী বেহালাবাদিকা উইলহেলমিনা নরম্যান-নেরুদা ছিলেন চার্লস হ্যালির পত্নী। এ ছাড়া উইলহেলমিনার (১৮৩৯-১৯১১) পরিচয় ছিল উনবিংশ শতকের একজন জনপ্রিয় বেহালাবাদিকা হিসেবে। সম্ভবত ওই সময়ে তিনিই ছিলেন মহিলা বেহালাবাদিকাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। উইলহেলমিনা নেরুদার প্রথম স্বামী ছিলেন সুইডিশ সংগীত-প্রণেতা লুডউইগ নরম্যান। ১৮৮৪ সালে লুডউইগ-এর মৃত্যু হলে ১৮৮৮-তে স্যার চার্লস-এর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন উইলহেলমিনা। পৃষ্ঠা ৩৬

৫. **হোয়াইট হার্ট :** পরবর্তীকালের কিছু হোমস-গবেষক জানিয়েছেন লন্ডন শহরের লিলফোর্ড রোড এবং হল্যান্ড রোডের মোড়ে এই নামে সত্যিই একটি পানশালা ছিল। পৃষ্ঠা ৩৭

৬. **হল্যান্ড গ্রোভ :** ব্রিক্সটন রোড এলাকায়, কেনসিংটন পার্ক-এর দক্ষিণে হল্যান্ড গ্রোভ নামে একটি রাস্তা আছে। পৃষ্ঠা ৩৭

৭. **হেনরিয়েট্টা স্ট্রিট :** লন্ডনের ক্যাভেন্ডিস স্কোয়ার অঞ্চলে একটি এবং কভেন্ট গার্ডেন এলাকায় আরেকটি হেনরিয়েট্টা স্ট্রিট আছে। কিন্তু সেগুলি ব্রিক্সটন রোড অঞ্চল থেকে অনেক দূরে এবং টেমস নদীর অপর পারে। সেক্ষেত্রে এই রাস্তার নামটি কাল্পনিক। পৃষ্ঠা ৩৭

৮. **লণ্ঠন :** উনবিংশ শতকের ওই সময়ে পুলিশকর্মীরা গ্যাস বা কেরোসিনের এক ধরনের লণ্ঠন ব্যবহার করতেন। এগুলিতে একটি ঢাকনা ব্যবহার করে আগুন না-নিভিয়ে আলো বাইরে আসা বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকত। পরে টর্চলাইট আবিষ্কার হলে এই লণ্ঠন ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। পৃষ্ঠা ৩৮

৯. **কলাম্বাইন্স নিউফ্যানগলড ব্যানার :** আমেরিকার দেশাত্মবোধক সংগীত 'হেইল, কলাম্বিয়া' এবং 'দ্য স্টার-স্প্যাঙ্গলড ব্যানার'-কে গুলিয়ে ফেলেছেন মাতাল লোকটি অথবা জন রান্স নিজেই। পৃষ্ঠা ৩৮

১০. **শোপ্যাঁ :** পোলান্ডের সুরস্রষ্টা এবং বিশ্বখ্যাত পিয়ানো-বাদক ফ্রেডেরিক ফ্রাঁসোয়া শোপ্যাঁ (১৮১০-১৮৪৯) ছিলেন এক বালক-বিস্ময়। তাঁর রচিত সুরগুলির বেশির ভাগের সৃষ্টি একক (solo) বাদনের জন্য। অল্প বয়সে সৃষ্টি করা কিছু সুর বা পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলেও শোপ্যাঁর দু-শো ত্রিশটি কাজ রক্ষা করা গেছে। পৃষ্ঠা ৪০

৫. বিজ্ঞাপনের জবাবে সাক্ষাৎপ্রার্থী

১. **ডারউইন :** বিবর্তনবাদ-এর জনক চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) তাঁর তত্ত্ব প্রথম প্রকাশ করেন *অন দি ওরিজিন অব স্পিসিস* গ্রন্থে ১৮৫৯ সালে। এইচ. এম. এস. বিগল জাহাজে পৃথিবী পরিভ্রমণকালে সংগৃহীত বিভিন্ন পশুপাখির নমুনা এবং অন্য তথ্যের দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী একই পূর্বপুরুষের থেকে সৃষ্টি। এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে মানুষ মেনে নিতে বাধ্য হলেও ডারউইনকে চরম সমালোচনা, বিতর্ক এবং হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয় বাইবেলে বর্ণিত প্রাণীর সৃষ্টির তত্ত্বের বিরোধিতা করার জন্য। পৃষ্ঠা ৪১

২. **'হারানো প্রাপ্তি' স্তম্ভের পয়লা বিজ্ঞাপন :** এই ধরনের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভকে সংবাদপত্রের ভাষায় বলা হত 'অ্যাগনি কলাম' বা 'পার্সোনাল কলাম'। শার্লক হোমসের কাহিনিতে দেখা গেছে বহুবার এই গোয়েন্দা খবরের কাগজের এই বিশেষ অংশটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্লু কার্বাঙ্কল, দ্য নাভাল ট্রিটী* এবং আরও কিছু গল্পে হোমসকে এই কলামে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছে। পৃষ্ঠা ৪২

৩. **বইটা :** পুরোনো বই কেনার এই ঘটনা এবং *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দি এমটি হাউস* গল্পে শার্লক হোমসের এক বই বিক্রেতার ছদ্মবেশ নেওয়ার ঘটনা, হোমস-গবেষকদের মতে, গোয়েন্দা-প্রবরের পুস্তক-প্রেমের পরিচায়ক। পৃষ্ঠা ৪৩

৪. **লিজে : Liege।** বেলজিয়ামের পূর্ব সীমানার নিকটবর্তী, মিউজ (Meuse) নদীর উপত্যকায় অবস্থিত শহর লিজে দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। পৃষ্ঠা ৪৩

৫. **চার্লসের মাথা তখনও খাড়া ঘাড়ের ওপর :** ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস-এর (১৬০০-১৬৪৯) রাজত্বকাল ১৬২৫ থেকে ১৬৪৯। এর মধ্যে এগারো বছর কোনো পার্লামেন্ট ছাড়াই তিনি রাজত্ব চালান। অবশেষে ১৬৪৯ সালের ত্রিশে জানুয়ারি দেহদ্রোহিতার অপরাধে পার্লামেন্টের আদেশে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। পৃষ্ঠা ৪৩

৬. **ফিলিপ দ্য ক্রয় :** সপ্তদশ শতকে লিডেন শহরে ফিলিপ দ্য ক্রয় নামে এক প্রকাশক ছিলেন বলে জানা যায়।

৭. **উইলিয়াম হোয়াইট :** ইংরেজ মনীষী উইলিয়াম হোয়াইট (১৬০৪-১৬৭৮) গুলিয়েলমাস ক্যালেরিয়াস ছদ্মনামে লাতিন ভাষায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। পৃষ্ঠা ৪৩

৮. **ইউনিয়ন জাহাজ :** ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন বন্দর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন পর্যন্ত চলত ইউনিয়ন স্টিম শিপ কোম্পানির জাহাজ। খ্রিস্টাব্দ ১৯০০-তে ওই কোম্পানি ইউনিয়ন অ্যান্ড ক্যাসল প্যাকেট কোম্পানির সঙ্গে মিলিত হলে ইউনিয়ন-ক্যাসল লাইন গঠিত হয়। ওই জলপথে এদের জাহাজ নিয়মিত চলেছিল ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। পৃষ্ঠা ৪৪

৯. **সার্কাস :** আধুনিক সার্কাসের উদ্ভব অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। ভিক্টোরীয় যুগে সার্কাসে নানারকম নতুন খেলা যুক্ত হয়। ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা সার্কাস মালিকদের মধ্যে জর্জ স্যাঙ্গার (১৮২৭-১৯১১) এবং তার ভাই জন স্যাঙ্গার-এর (১৮১৬-১৮৮৯) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। চার্লস হেংলার (১৮২০-১৮৮৭) নামক সার্কাস-মালিক নিজেও সার্কাসে খেলা দেখাতেন বলে জানা যায়। লন্ডনে বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ সার্কাস-এর দলগুলি খেলা দেখাত প্রধানত ব্যাটারসী-র ক্রিমর্ন গার্ডেন্সে এবং অলিম্পিয়া হিপোড্রম-এ। পৃষ্ঠা ৪৪

১০. **হেনরি মার্জার :** ফরাসি কবি এবং ঔপন্যাসিক হেনরি মার্জারের (১৮২২-১৮৬১) বিখ্যাত রচনা 'সিন দে লা ভি দে বোহেম'। এর রচনাকাল ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৯। এই কাহিনির একটি চরিত্র রুডলফ-কে মার্জার নিজের আদলে সৃষ্টি করেছিলেন বলে মনে করা হয়। পৃষ্ঠা ৪৪

৬. কেরামতি দেখাল টোবিয়াস গ্রেগসন

১. **ডেলি টেলিগ্রাফ :** ১৮৫৫ সালের উনত্রিশে জুন কর্নেল স্লে 'ডেলি টেলিগ্রাফ' খবরের কাগজ প্রথম প্রকাশ করেন। কাগজ ছাপা হত সানডে টাইমস-এর যোসেফ মোজেস লেভি-র ছাপাখানায়। কিছুদিন পরে স্লে-র থেকে কাগজের মালিকানা নিয়ে নেন লেভি। পুত্র এডোয়ার্ড লসন-লেভি, এবং থর্নটন লে-হান্ট-কে সম্পাদক নিযুক্ত করে ডেলি টেলিগ্রাফ প্রকাশ করতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এই সংবাদপত্রের বিক্রি ইংল্যান্ডের অন্য সব কাগজকে ছাড়িয়ে যায়। পৃষ্ঠা ৪৬

২. **ম্যালথাসের সূত্র :** অর্থনীতি এবং সমাজবিদ থমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪) জনসংখ্যা বিষয়ক তত্ত্বের প্রবর্তক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পর্ক এবং এই দুইয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা হল ম্যালথাসের সূত্রের বিষয়বস্তু। ম্যালথাসের সূত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৯৮ সালে এবং ছয়বার পরিমার্জিত হওয়ার পর ১৮২৬-এ এর চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করা হয়। পৃষ্ঠা ৪৬

৩. **র‍্যাটক্লিফ রাজপথ নরহত্যা :** র‍্যাটক্লিফ হাইওয়ের অবস্থান ইস্ট এন্ড-এ জাহাজঘাটার কাছাকাছি। ১৮১৯ সালে এই অঞ্চলে সংঘটিত পরপর কয়েকটি নরহত্যা কুখ্যাত হয়ে আছে র‍্যাটক্লিফ হাইওয়ে মার্ডারস নামে। পৃষ্ঠা ৪৬

৪. **স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা :** 'দ্য স্টান্ডার্ড' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ১৮২৭ সালে। উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত এই পত্রিকা যথেষ্ট জনপ্রিয় পত্রিকা হিসেবে বিবেচিত হলেও ওই সময় থেকে বিক্রিতে ভাটা পড়তে থাকে। ১৯০৪ সালে সাংবাদিক সিরিল আর্থার পিয়ার্সন এই পত্রিকা কিনে এর দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীল থেকে উদারপন্থীতে পরিণত করলেও পত্রিকার জনপ্রিয়তা আর বাড়েনি। পৃষ্ঠা ৪৬

৫. **উদার শাসনব্যবস্থা :** ১৮৬৮ সালে উইলিয়ম গ্ল্যাডস্টানের নেতৃত্বে ইংলন্ডে উদারপন্থী লিবারাল পার্টি ক্ষমতায় আসে। ১৮৭৪ সালে রক্ষণশীল নেতা বেঞ্জামিন ডিজরেইলি-র নেতৃত্বে কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় ফিরলেও ১৮৮০ এবং ১৮৮৬-তে পরপর দু-বার নির্বাচনে জয়ী হন গ্ল্যাডস্টোনের নেতৃত্বাধীন লিবারাল পার্টি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লিবারাল পার্টি ভেঙে গিয়ে নতুন লেবার পার্টি গঠিত হয়। পৃষ্ঠা ৪৬

৬. **ইউস্টন :** লন্ডন-বার্মিংহাম রেলপথের এই স্টেশন খোলা হয় ১৮৩৭ সালে। ১৮৭৩-এ স্টেশন-ভবনটির পরিবর্ধন ঘটানো হয়েছিল। ১৯৬০-এ স্টেশনের পুরোনো স্থাপত্য একেবারে ভেঙে ফেলে নতুন করে নির্মাণ করা হয়। পৃষ্ঠা ৪৬

৭. **ডেলি নিউজ :** স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র 'ডেলি নিউজ'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়

১৮৪৬-এর একুশে জানুয়ারি। উদারপন্থী সংস্কার-এর পক্ষে বক্তব্য প্রচার করা এই পত্রিকাটির মালিকানা ডিকেন্স পরবর্তীকালে জন ফর্স্টার-কে প্রদান করেন। পৃষ্ঠা ৪৬

৮. **রাস্তার ছেলে :** উইগিন্স এবং তার দলের এই ছেলেদের হোমস '*দ্য সাইন অব ফোর*' এবং '*দ্য ক্রুকেড ম্যান*' গল্পে ব্যবহার করেছিলেন। পৃষ্ঠা ৪৮

৯. **কোপেনহেগেন :** ডেনমার্ক রাষ্ট্রের রাজধানী কোপেনহেগেন শহরের প্রতিষ্ঠা খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে। জিল্যান্ড দ্বীপের পূর্ব উপকূলে, ডেনমার্ক ও সুইডেনের বিভাজনকারী ওরেসান্ড প্রণালীর তীরে এই শহরের অবস্থান। পৃষ্ঠা ৫১

১০. **শর্টহ্যান্ড :** আধুনিক শর্টহ্যান্ড লেখনপদ্ধতি ১৮৩৭ সালে ইংল্যান্ডে উদ্ভাবন এবং প্রচলন করেন আইজ্যাক পিটম্যান (১৮১৩-১৮৯৭)। এই লেখন-পদ্ধতিতে বানানরীতির বদলে 'ফোনেটিক'-এর ব্যবহার বেশি করতে হত। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইজ্যাক পিটম্যান প্রচলিত পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটান প্রথমত আইজ্যাকের ভাই বেন পিটম্যান এবং জন রবার্ট গ্রেগ (১৮৬৭-১৯৪৮)। পৃষ্ঠা ৪২

৭. অন্ধকারে আলো

১. **লিভারপুল :** লিভারপুল-এর প্রতিষ্ঠা ১২০৭ সালে হলেও এটি 'সিটি' বা শহর হিসেবে গণ্য করা হয় ১৮৮০ সালে। বর্তমানে লিভারপুল ইংল্যান্ডের চতুর্থ বৃহত্তম শহর। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লিভারপুলের জনসংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচশো। সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে সিভিল ওয়ার-এর পর এই শহরের জনসংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করে। ১৮৩০ সালে বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক রেল যোগাযোগ শুরু হয় লিভারপুল এবং ম্যাঞ্চেস্টার শহরের মধ্যে। আয়ারল্যান্ডে দুর্ভিক্ষের পর ১৮৪০-এ বহু আইরিশ লিভারপুল এসে বসবাস শুরু করেন। পৃষ্ঠা ৫৪

২. **টেরিয়ার :** টেরিয়ার কুকুরের বিভিন্ন প্রজাতির প্রজনন ইংল্যান্ডে এবং আয়ারল্যান্ডে শুরু হয়। সাধারণ শিয়াল, ইঁদুর বা খরগোশ শিকারে এই জাতের কুকুর ব্যবহার হতে দেখা গেলেও সাধারণ গৃহপালিত কুকুর হিসেবেও এদের পালন করা হয়। অন্যান্য জাতের কুকুরের সঙ্গে টেরিয়ারের মিশ্রণে সৃষ্ট বিভিন্ন টেরিয়ার উপ-প্রজাতির কুকুর প্রজননের প্রচলন আছে। পৃষ্ঠা ৫৭

৩. **স্ট্যাগ-হাউন্ড :** গ্রে-হাউন্ড কুকুরের মতো দেখতে লম্বা চেহারার কুকুর স্ট্যাগ-হাউন্ড। সাধারণত অস্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান এবং স্কটিশ— এই তিন প্রজাতির স্ট্যাগহাউন্ড দেখা যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট শিকারের সময়ে স্ট্যাগ-হাউন্ড কুকুর ব্যবহার করতেন। পৃষ্ঠা ৬০

দ্বিতীয় খণ্ড

৮. সুবিশাল ক্ষার সমতটে

১. **ক্ষার সমতটে :** কোনান ডয়েল কল্পিত ক্ষার সমতট উত্তর আমেরিকার যে-অংশে অবস্থিত, তার নাম 'গ্রেট আমেরিকান ডেজার্ট'। প্রাচীন মানচিত্র অনুযায়ী এ মরু-অঞ্চলের বিস্তৃতি কানসাস, কলেরেডো, নেব্রাস্কা, ইন্ডিয়ান প্রভৃতি রাজ্য এবং আরকানসাস, উয়োমিং, দক্ষিণ ডাকোটা রাজ্যের অংশবিশেষ নিয়ে। এই মরু অঞ্চলে স্থানে স্থানে লবণ বা ক্ষার দিয়ে গঠিত টিলা বা সমতল এলাকা দেখা যেত। বর্তমানে এই মরুর বিভিন্ন অংশে মানববসতি গড়ে উঠেছে এবং চাষ-আবাদ, পশুপালন প্রভৃতি শুরু হয়েছে। পৃষ্ঠা ৬১

২. **সিয়েরা নেভাদা :** স্প্যানিশ ভাষায় 'সিয়েরা নেভাদা' কথার অর্থ 'বরফাবৃত পর্বতশৃঙ্গ'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া এবং নেভাদা রাজ্যে অবস্থিত, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় সাড়ে ছ-শো কিলোমিটার বিস্তৃত পর্বতমালার নাম 'সিয়েরা নেভাদা'। পৃষ্ঠা ৬১

৩. **নেব্রাস্কা :** গ্রেট আমেরিকান ডেজার্টের অংশভুক্ত নেব্রাস্কা রাজ্য বর্তমানে কৃষি ও পশুপালনের কেন্দ্র। রাজ্যের রাজধানী লিংকন এবং প্রধান শহর ওমাহা। ১৪৪৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে সোনার খোঁজে মানুষের যাতায়াতের সময় থেকে নেব্রাস্কা অঞ্চলে বহিরাগত মানুষদের আসা-যাওয়া শুরু হয় এবং ১৮৬০ সাল থেকে এখানে মানুষের বসতি স্থাপন আরম্ভ হয়। নেব্রাস্কা একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত হয় ১৮৬৭ সালে, আমেরিকান সিভিল ওয়্যার শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে। পৃষ্ঠা ৬১

৪. **ইয়োলোস্টোন নদী :** মিসৌরি-র উপনদী ইয়োলোস্টোন উয়োমিং রাজ্যের অ্যাবসারোকা পর্বতমালার কাছে নির্গত হয়ে মিসৌরি-র সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছে ৬৯২ মাইল। এই নদীতে কোনো বাঁধ নেই এবং বিশ্বের দীর্ঘতম বাঁধ-বিহীন নদীগুলির একটি হল এই নদী। বিখ্যাত পর্যটক-আকর্ষণ ইয়োলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক এই নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। পৃষ্ঠা ৬১

৫. **কলোরাডো :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটত্রিশতম রাজ্য কলোরাডো রাষ্ট্রে সংযুক্ত হয় ১৮৭৬ সালে। রকি পর্বতমালার দক্ষিণ অংশ, কলোরাডো মালভূমি এবং গ্রেট প্লেনস-এর পশ্চিম দিকের কিছু অংশ নিয়ে এই রাজ্য গঠিত। রকি পর্বতের প্রায় ত্রিশটি শীর্ষবিন্দু বা চূড়া, কয়েকটি ন্যাশনাল পার্ক, বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্মারক, বিস্তর নৈসর্গিক স্থান ইত্যাদি নানা আকর্ষণ ছড়িয়ে আছে এই রাজ্য জুড়ে। রাজ্যের রাজধানী এবং প্রধান শহর হল 'ডেনভার'। পৃষ্ঠা ৬১

৬. **বুজার্ড শকুন :** পোশাকি নাম 'আমেরিকান ব্ল্যাক ভালচার (Coragyps Atratus)। প্রাপ্তিস্থান উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়। এদের সাধারণ বিভিন্ন প্রাণীর মৃতদেহ হলেও কখনো নিজেদের ডিম বা শাবক ভক্ষণ করতেও পিছপা হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শনে এই পাখির ছবি দেখা গেছে। ১৯১৮-র মাইগ্রেটরি বার্ড ট্রিটি অ্যাক্ট অনুসারে আমেরিকায় এই পাখি মারা নিষিদ্ধ। পৃষ্ঠা ৬১

৭. **ইলিনয় :** সুজলা-সুফলা এবং খনিজ সম্পদে ভরপুর 'ইলিনয়' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একবিংশতিতম রাজ্য। কেনটাকি থেকে আগত মানুষরা ১৮১০-এ ইলিনয় রাজ্যে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেন। ইলিনয়, রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত হয় ১৮১৮-তে। রাজ্যের প্রধান শহর শিকাগো ইলিনয় নদী ও মিসিসিপি নদীর সঙ্গে আমেরিকার গ্রেট লেকস-গুলির সংযোগরক্ষাকারী নদীবন্দর। আমেরিকার কালো মানুষদের (African American) এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি শিকাগো শহর। খনিজ সম্পদ আহরণের সঙ্গে বহু শিল্পও গড়ে উঠেছে এই রাজ্যে। ভারতীয়দের, বিশেষত বাঙালির কাছে শিকাগো-র গুরুত্ব এখানে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দর স্মরণীয় বক্তৃতার জন্য। পৃষ্ঠা ৬৪

৮. **মিসৌরী :** নদীমাতৃক রাজ্য মিসৌরী-র যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান ১৮২১ সালে চতুর্বিংশতিতম রাজ্য হিসেবে। মিসিসিপি এবং মিসৌরী নদী মিলিত হয়েছে এই রাজ্যে অবস্থিত সেন্ট লুই-এর কাছে। এই রাজ্যের অংশভুক্ত এলাকাগুলিতে একসময়ে ফরাসি ঔপনিবেশিকদের প্রাধান্য ছিল। রাজধানী জেফারসন সিটি। পৃষ্ঠা ৬৪

৯. **অ্যাঞ্জেল মেরোনা :** কন্যান ডয়াল-বর্ণিত অ্যাঞ্জেল মেরোনা সম্ভবত অ্যাঞ্জেল মোরোনি (Moroni) যাঁর কথা 'বুক অব মর্মন'-এ বলা হয়েছে। কথিত আছে অ্যাঞ্জেল মোরোনি মর্মন-দের নেতা জোসেফ স্মিথ জুনিয়রকে প্রথমবার দেখা দেন ১৮২৩-এর একুশে সেপ্টেম্বর। মর্মন-ধর্মবিশ্বাসে এই অ্যাঞ্জেল হলেন লুকিয়ে রাখা 'গোল্ডেন প্লেটস'-এর রক্ষক। পৃষ্ঠা ৬৭

১০. **জোসেফ স্মিথ :** বুক অব মর্মন-এর প্রণেতা এবং ল্যাটার ডে সেন্ট (Latter Day Saint) আন্দোলনের নায়ক জোসেফ স্মিথ জুনিয়র (১৮০৫-১৮৪৪) ১৮৩১-এ ওহাইও-র কার্টল্যান্ড শহরে গির্জা প্রতিষ্ঠা করবার পর তাঁর অনুগামীদের একাংশকে মিসৌরীর জ্যাকসন কাউন্টিতে পাঠান জিয়ন (Zion) নামক পবিত্র নগর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে। এই অনুগামীদের 'ল্যাটার ডে সেন্টস' বলা হত। কিন্তু স্মিথের কাজকর্ম মিসৌরীর শাসকদের মনঃপূত না-হওয়ায় তাঁরা স্মিথকে কারাবন্দী করতে উদ্যত হন। ১৮৩৯-এ স্মিথ তাঁদের হাত এড়িয়ে ইলিনয়ের নভু শহরে চলে আসেন। ১৮৪৪-এ তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। যদিও তাঁর এই অভিপ্রায় সফল হয়নি। স্মিথের একনায়কোচিত ব্যবহার এবং বহু বিবাহ এবং অন্যান্য বহু অনভিপ্রেত কাজের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হতে শুরু হয় এবং অবশেষে ইলিনয়ের কার্থেজে ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণে তিনি নিহত হন। স্মিথের অনুগামীরা বিশ্বাস করতেন যে তিনি একাধিকবার ঈশ্বর এবং বিভিন্ন অ্যাঞ্জেল-এর দেখা পেয়েছেন এবং তাঁরা আরও বিশ্বাস করতেন যে অ্যাঞ্জেল মোরোনি স্মিথকে সোনার পাতে লেখা একটা বই (Book of Golden Plates) এবং ওই লেখা পড়বার জন্য একজোড়া স্বর্গীয় পাথর (A Pair of Divining Stones) দিয়েছিলেন। পৃষ্ঠা ৬৭

১১. **নভু :** Nauvoo। ইলিনয়ের হ্যানকক কাউন্টির অন্তর্গত একটি ছোটো শহর। এই শহরের প্রাচীন নাম কোয়াশকিমা (Quashquema) এখানকার প্রাচীন রেড ইন্ডিয়ান দলপতির নামে দেওয়া। পরে এর নাম হয় 'ভেনাস'। কিন্তু ১৮৩৪-এ ভেনাস নাম বদলে শহরের নাম 'কমার্স' রাখা হয়। ১৮৪০-এ জোসেফ স্মিথ শহরের নাম দেন 'নভু'। এই শহরের অবস্থান রাজ্যের প্রত্যন্ত কোণে হলেও 'দ্য চার্চ অব যীশাস ক্রাইস্ট অব ল্যাটার ডে সেন্টস' এবং 'কমিউনিটি অব ক্রাইস্ট' আন্দোলনের জন্য এই শহর ধর্মীয় বিচারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পৃষ্ঠা ৬৭

১২. **মর্মন :** মর্মন (Mormon)। ল্যাটার ডে সেন্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো গোষ্ঠীর সদস্য। এদের আচরিত ধর্মের নাম মর্মনিজম (Mormonism)। এই নামের উদ্ভব জোসেফ স্মিথ জুনিয়র প্রণীত 'বুক অব মর্মন'-এর নাম থেকে। মর্মন শব্দ দ্বারা 'দ্য চার্চ অব যীশাস ক্রাইস্ট অব ল্যাটার ডে সেন্টস'-কে বোঝানো হয়। পৃষ্ঠা ৬৭

১৩. **ব্রিগহ্যাম ইয়ং :** জোসেফ স্মিথ জুনিয়রের মৃত্যুর পর ল্যাটার ডে সেন্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ব্রিগহ্যাম ইয়ং (১৮০১-১৮৭৭)। ইয়ং-কে বলা হত 'আমেরিকার মোজেস'। স্মিথ-এর অনুগামী মর্মনদের নিয়ে উটা-র (utah) মরুভূমিতে বসতি স্থাপন করেন ইয়ং। প্রতিষ্ঠা করেন সল্টলেক সিটি-র। উটা অঞ্চলের প্রথম গভর্নরও ছিলেন ব্রিগহ্যাম। অন্য মর্মনদের মতো বহু-বিবাহে বিশ্বাসী ইয়ং উটার যুদ্ধ, মাউন্টেন মোডাজ ম্যাসাকার প্রভৃতি বিতর্কে জড়িত ছিলেন। পৃষ্ঠা ৬৮

৯. উটার ফুল

১. **উটা :** জোসেফ স্মিথ জুনিয়র নিহত হবার পর ব্রিগহ্যাম ইয়ং-এর নেতৃত্বে তাঁর অনুগামী মর্মন-রা ওয়াসাচ পর্বতমালার নিকটবর্তী সল্টলেক অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করা শুরু করেন ১৮৪৭-এর চব্বিশে জুলাই। সেই থেকে শুরু করে আরও বাইশ বছর ধরে এই গোষ্ঠীর মানুষজন উটা-র এই অঞ্চলে এসে বাস করতে থাকেন। উটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৃথক রাজ্য হিসেবে সংযুক্ত হয় ১৮৯৬ সালে। পৃষ্ঠা ৬৮

২. **মিসিসিপি :** মিনেসোটা রাজ্যের ইটেস্কা হ্রদ থেকে নির্গত মিসিসিপি নদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘতম নদী। এর দৈর্ঘ্য ২৩২০ মাইল। এই নদীর প্রধান উপনদী মিসৌরী-র সঙ্গে মিলে যুক্তরাষ্ট্রের একত্রিশটি রাজ্য দিয়ে চলে গেছে। হাজার হাজার বছর ধরে আমেরিকার রেড-ইন্ডিয়ানদের জীবনযাপনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল এই নদী। দশটি রাজ্যের আংশিক সীমানা নির্দেশকারী মিসিসিপি নদী উত্তর-আমেরিকার এক প্রধান জলপথ হিসেবেও গণ্য হয়। পৃষ্ঠা ৬৮

৩. **রকি মাউন্টেন :** বা 'রকিজ' নামে পরিচিত পর্বতমালা কানাডার অন্তর্গত ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উত্তরতম প্রান্ত থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে নিউ মেক্সিকো পর্যন্ত ৪৮০০ কিলোমিটারের সামান্য বেশি বিস্তৃত। রকি পর্বতমালার সর্বোচ্চ বিন্দু কলোরাডো রাজ্যের অন্তর্গত মাউন্ট ইলবার্ট-এর উচ্চতা ১৪,৪৪০ ফুট। ভূতাত্ত্বিকদের মতে রকি পর্বতমালার সৃষ্টি সাত কোটি বছর আগে। সেই থেকে জলস্রোত, হিমবাহের ঘর্ষণ দ্বারা নানা উপত্যকা এবং শৃঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। শেষ আইস এজ-এর পর থেকে এই পর্বতমালায় মানুষের পদচিহ্ন পড়তে শুরু করে। পৃষ্ঠা ৬৮

৪. **অ্যাংলো স্যাক্সন :** পঞ্চম শতকে জার্মানি থেকে আগত গ্রেট ব্রিটেন আক্রমণকারী উপজাতি। ইংলন্ডের প্রতিষ্ঠা এরাই করে। কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিকের মতে জার্মানির অ্যাঞ্জেলস (Angles) থেকে আগত অ্যাঙ্গলস জাতি, লোয়ার স্যাক্সনী থেকে আগত স্যাক্সন জাতি এবং ডেনমার্কের জাটল্যান্ড উপদ্বীপ থেকে আগত জাট জাতির মিশ্রণে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির উদ্ভব। পৃষ্ঠা ৬৮

৫. **তিন বউ :** মর্মন নেতা জোসেফ স্মিথ ১৮৪৩ সালে ঘোষণা করেন যে তিনি বহু বিবাহের সমর্থনে ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন। সেই থেকে মর্মন পুরুষরা একাধিক দার-পরিগ্রহ করতে শুরু করে। মার্কিন সরকার ১৮৭১ সালে আইন প্রণয়ন করে বহুবিবাহ অবৈধ ঘোষণা করলেও চার্চ একে অবৈধ ঘোষণা করে ১৮৯০-এ। ১৮৭৭- ইয়ং-এর মৃত্যুর সময়ে তিনি সতেরোটি পত্নী এবং ছেচল্লিশ সন্তান-সন্ততি রেখে যান। পৃষ্ঠা ৭০

৬. **কেমব্যাল :** ইনি সম্ভবত ব্রিগহ্যাম ইয়ং-এর সঙ্গে উটা-য় আসা হিবার সি কিম্বাল (১৮০১-১৮৬৪)। পৃষ্ঠা ৭০

৭. **জন্সটন :** লুকে এস জন্সটন (১৮০৭-১৮৬১) প্রথম যুদ্ধের মর্মন। ইনিও উটা-য় এসেছিলেন ইয়ং-এর সঙ্গী হয়। পরে চার্চের সঙ্গে যুক্ত হন। পৃষ্ঠা ৭০

৮. **সল্টলেক সিটি :** ১৮৪৭-এ মর্মন নেতা ব্রিগহ্যাম ইয়ং সল্টলেক সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। মর্মন-দের চার্চ, দ্য চার্চ অব যীশাস ক্রাইস্ট অব ল্যাটার ডে সেন্টস-এর প্রধান দপ্তর এখনও এই শহরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এখানকার অনাবাদি জমি চাষবাস প্রচলিত হলেও পরে বিভিন্ন খনিজ সম্পদের আবিষ্কার এবং আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ স্থাপন এই শহরের অর্থনীতিতে বিশাল ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তন নিয়ে আসে। 'উটা' রাজ্যের সূচনা থেকেই এই শহর রাজ্যের রাজধানী। শীতকালীন ক্রীড়ার কেন্দ্র হিসেবে সল্টলেক সিটি সারাবিশ্বে সমাদৃত। পৃষ্ঠা ৭০

৯. **ওয়াসাচ মাউন্টেন্স :** উটা এবং আইডাহো রাজ্যের সীমানা থেকে উটার মাঝ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এই পর্বতমালার দৈর্ঘ্য এক-শো ষাট মাইল। উটা-র জনবসতির অধিকাংশ সেই প্রতিষ্ঠার যুগ থেকে এই পর্বতমালার পশ্চিমদিক বরাবর গড়ে উঠেছে। পর্বতমালা থেকে নির্গত নদীগুলিও সমতলে এসেছে এই পশ্চিমদিকেই। উটা রাজ্যের প্রধান শহর তথা রাজধানী ওয়াসাচ পর্বতমালা এবং গ্রেট সল্টলেকের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। পৃষ্ঠা ৭০

১০. **মাসট্যাঙ ঘোড়া :** স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের আমেরিকায় নিয়ে আসা ঘোড়ার বংশধর মাসট্যাঙ ঘোড়া উত্তর আমেরিকায় বুনো ঘোড়ার মতোই চরে বেড়াত। পরবর্তী সময়ে মাসট্যাঙ ঘোড়া প্রতিপালন ও ব্যবহার শুরু হয় আমেরিকার বিভিন্ন

উপনিবেশে। বর্তমান যুগে ম্যাসটাঙ ঘোড়া বুনো-ঘোড়া হিসেবে বিবেচিত হয় না। এখন শুধুমাত্র মোঙ্গোলিয়ার প্রেজওয়ালস্কি ঘোড়াই বুনো ঘোড়া হিসেবে চিহ্নিত। পৃষ্ঠা ৭১

১১. **ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনা খোঁজার হিড়িক :** এই ঘটনার নাম ক্যালিফোর্নিয়া গোল্ড রাশ (California Gold Rush) এবং সময় ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ। ক্যালিফোর্নিয়ায় মাটির নীচে বা পাহাড়ের কন্দরে সোনা থাকতে পারে এমন রটনায় সোনার সন্ধানে বহু মানুষের ওই প্রত্যন্ত, অজানা, দুর্গম এবং বিপদসংকুল অঞ্চলে পাড়ি দেওয়ার নাম ক্যালিফোর্নিয়া গোল্ড রাশ। গোল্ড রাশ শুধু ক্যালিফোর্নিয়ায় নয়, বিভিন্ন সময়ে আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলে, ব্রেজিলে, অস্ট্রেলিয়ায়, কানাডায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘটেছে। স্বর্ণ-সন্ধানী অভিযাত্রীদের ১৮৪৯ সালের অনুসরণে 'ফর্টিনাইনার' বলা হত। আমেরিকায় আগত ঔপনিবেশিকরা ছাড়াও ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনা খুঁজতে দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এমনকী চীন থেকেও মানুষ পাড়ি জমিয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় বিভিন্ন খনি থেকে ওই সময়ে পাওয়া সোনার দাম আজকের ডলারের মূল্যে কয়েক বিলিয়নের সমান। ওই গোল্ড-রাশের ফলে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে এক সমৃদ্ধির সূচনা হয়। ছোট্ট শহর সানফ্রানসিস্কো রাতারাতি পরিণত হয় এক মহানগরে। পৃষ্ঠা ৭১

১০. অবতারের সঙ্গে কথা বলল জন ফেরিয়ার

১. **ইটালির গুপ্ত সমিতি :** নেপোলিয়নের শ্যালক তথা ১৮০৮ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত নেপলস-এর রাজা গিয়াচ্চিনো মুরাত-এর রাজত্বকালে রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবিতে ইটালির গুপ্ত-সমিতি কার্বোনারি (Carbonari) গঠিত হয়। লাতিন শব্দ কার্বোনারি-র অর্থ 'কাঠকয়লা দাহকারী'। কার্বোনারি-র উদ্দেশ্য ছিল ইটালির একত্রীকরণ ঘটানো। অন্যান্য গুপ্তসমিতির মতো এই সমিতির সদস্যদের নিজেদের মধ্যে আলাদা ভাষা, ব্যবহার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রচলন ছিল। পৃষ্ঠা ৭৫

২. **Vehmgericht :** মধ্যযুগে জার্মানিতে প্রচলিত অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য গঠিত বিচারসভার বা বিচারপদ্ধতির নাম 'ভেহেমগেরিক্ট'। দোষীদের সমন পাঠানো হত গাছে বা বাড়ির দরজায় নোটিশ ঝুলিয়ে। বিচারসভায় উপস্থিত না-হবার শাস্তি ছিল 'মৃত্যুদণ্ড'। এই বিচার বেশিরভাগ সময়ে গোপনে সংঘটিত হত এবং বিচারের রায়ে মুক্তি বা মৃত্যুদণ্ড— দুইয়ের একটি ঘোষিত হত। পৃষ্ঠা ৭৫

৩. **ইনকুইজিশন :** রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ যাজক পোপ-এর অনুমতি সাপেক্ষে স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ এবং রানি ইসাবেলা ১৪৭৮ সালে স্প্যানিশ ইনকুইজিশন নামক বিচারালয়ের প্রবর্তন করেন। সেই সময়ে পোপ ছিলেন চতুর্থ সিক্সটাস। ধর্মীয় শাসকদের থেকে বিচার ও বিচারের নামে শারীরিক অত্যাচার এবং এই ধরনের ক্ষমতা রাজপরিবারের হাতে চলে যাওয়ার জন্য পরে অবশ্য পোপকে অনুতাপ করতে হয়। ইনকুইজেশনে প্রধানত ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদান করা হত। অবশ্য অন্য অপরাধীদেরও বিচার হত এখানে। এখানে বিবাদীর কোনো উকিল থাকত না এবং তাদের বক্তব্য জানানোর কোনো ব্যবস্থা থাকত না। ইনকুইজিশন তাদের দোষ বর্ণনা করে শাস্তি প্রদান করত এবং বিবাদীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাজা এবং ইনকুইজিশনের সদস্যরা ভাগবাঁটোয়ারা করে নিতেন। পরে স্পেন ছাড়া ইউরোপের অন্য কিছু দেশেও ইনকুইজিশন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। পৃষ্ঠা ৭৫

৪. **ড্যানাইট ব্যান্ড :** জোসেফ স্মিথ-এর অনুগামী মর্মন-রা মিসৌরী রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করবার সময়ে দলের ভিতরে ও বাইরে স্মিথ-এর বিরুদ্ধে কিছু মানুষ সরব হতে শুরু করেন। এই সময়ে, ১৮৩৮-এ মিসৌরীতে ড. স্যামসন আভার্ড-এর নেতৃত্বে স্মিথ-এর অনুগামী একটি গুপ্ত সমিতি সংগঠিত হয়। এঁরা নিজেদের ড্যান-এর সন্তান বা ড্যানাইটস (Danites) নামে পরিচয় দিতেন। এদের কাজ ছিল স্মিথ বা চার্চের বিরোধীদের যেকোনো প্রকারে প্রতিহত করা বা বিরোধিতা নিকাশ করা। এদের বলা হত ড্যানাইট ব্যান্ড। পৃষ্ঠা ৭৬

১১. প্রাণ নিয়ে পালানো

১. **ওয়াশু শিকারী :** উত্তর আমেরিকার গ্রেট বেসিন অঞ্চলের আদিম রেড ইন্ডিয়ান উপজাতি ওয়াশু-রা ওই অঞ্চলে বাস করছে প্রায় ছ-হাজার বছর। এই যাযাবর রেড ইন্ডিয়ানরা গ্রীষ্মে সিয়েরা নেভাদার উঁচু পাহাড়ে, শরতে আরও পূর্বে সরে এসে অনুচ্চ পাহাড়ে এবং শীতে ও বসন্তে মাঝের উপত্যকায় বসবাস করত। এদের প্রধান জীবিকা ছিল খরগোশ এবং হরিণ শিকার, ফলমূল-বাদাম প্রভৃতি সংগ্রহ এবং বেতের ঝুড়ি বা বাস্কেট বোনা। প্রাচীন যুগে স্পেনীয় অভিযাত্রীদের কেউ এদের দেখে থাকলেও এরা প্রথম বহিরাগত মানুষের সংস্পর্শে আসে ১৮৪৮-এ ক্যালিফোর্নিয়া গোল্ড-রাশের সময়ে। ওয়াশু ইন্ডিয়ানদের এখনও দেখা যায় ক্যালিফোর্নিয়া এবং নেভাদা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে। পৃষ্ঠা ৮৩

২. **মোহর** : এই মোহর সম্ভবত ব্যক্তিবিশেষের চিহ্ন খোদিত সোনার টুকরো। মর্মনরা নিজেদের চিহ্ন আঁকা সোনার টুকরো প্রচলন করে ১৮৪৯ সাল থেকে। পৃষ্ঠা ৮৩

৩. **কার্সন সিটি** : ১৮৪৩ সালে ইউরোপীয় অভিযাত্রী জন সি ফ্রিমন্ট ইগল উপত্যকায় আসেন এবং ১৮৫১-তে ইগল র‍্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫৮ সালে আব্রাহাম ক্যারী ইগল র‍্যাঞ্চ কিনে নিয়ে, ওই জায়গায় অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার 'কিট' কারসন-এর স্মৃতিতে 'কারসন সিটি' প্রতিষ্ঠা করেন। কারসন সিটির গুরুত্ব এবং জনসংখ্যা বাড়তে থাকে ১৮৫৯ সালে নিকটস্থ কামস্টাক লোড-এ সোনা এবং রুপোর খনি আবিষ্কার হবার পর থেকে। ১৮৬৪-তে নেভাদা রাজ্য গঠিত হলে কারসন সিটি-তে রাজ্যের রাজধানী নির্বাচিত করা হয়। পৃষ্ঠা ৮৩

৪. **লিংক্স** : বনবিড়াল প্রজাতির চতুষ্পদ প্রাণী লিংকস (lynx)-এর চারটি আলাদা উপপ্রজাতি দেখা যায়। এই প্রাণীর চেহারার বিশেষত্ব এদের ক্ষুদ্রাকার ল্যাজ, কানের ডগায় লোমের গোছা, ঘাড়ের নীচের দিকে ঘন লোমের ঝুঁটি ইত্যাদি। দক্ষিণ-পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-লিংকস দেখা যায় তাদের রং অন্যদের তুলনায় গাঢ় কিন্তু পাহাড়ের ওপর দিকে বরফের রাজত্বে যে-লিংকসগুলি দেখা যায় সেগুলির লোম আরও ঘন এবং রং অপেক্ষাকৃত হালকা হয়। পৃষ্ঠা ৮৪

৫. **হুইপারউইল** : হুইপ-পুওর-উইল বা Caprimulgus vociferus নাইটজার গোত্রের পাখি। দৈর্ঘ্য সাধারণত ২২ থেকে ২৭ সেন্টিমিটার। উত্তর ও মধ্য আমেরিকায় পাওয়া যায়। যত না দেখা যায় তার চেয়ে বেশি ডাক শোনা যায় এই রাতচরা পাখির। পৃষ্ঠা ৮৪

১২. অ্যাভেঞ্জিং অ্যাঞ্জেলস

১. **এনডোমেন্ট হাউস** : সল্টলেক সিটিতে নির্মিত দ্বিতীয় সরকারি ভবন। চার্চ এবং মর্মনদের ধর্মীয় কাজে এই ভবন ব্যবহৃত হয়। এর অবস্থান ছিল শহরের কেন্দ্র 'টেম্পল স্কোয়ার'-এর উত্তর-পশ্চিমে। এই ভবন সম্ভবত উটা-র প্রথম বাড়ি যার ভেতরে শৌচালয় ইত্যাদির বন্দোবস্ত ছিল। ব্রিগহ্যাম ইয়ং-এর নির্দেশে স্থপতি ট্রুম্যান অ্যাঞ্জেল এই ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করেন ১৮৫৫ সালে। পৃষ্ঠা ৯১

২. **প্রথা অনুযায়ী** : কবর দেওয়ার আগে সারারাত মৃতদেহ নিয়ে বসে থাকবার কোনো মর্মন-প্রথার প্রমাণ পাওয়া যায় না। পৃষ্ঠা ৯২

৩. **বিধর্মী** : ১৮৬১ সালে জোসেফ মরিস নিজেকে মর্মনদের সপ্তম অ্যাঞ্জেল ঘোষণা করেন। তাঁর অনুগামীদের বলা হত 'মরিসাইট'। মরিস ব্রিগহ্যাম ইয়ং-এর বিরোধিতা করেন। পরে মরিসকে বিধর্মী ঘোষণা করা হয়। আরও পরে মরিস ও তার কিছু অনুগামীকে মর্মনরা হত্যা করলে তার অন্য অনুগামীরা আত্মসমর্পণ করে। পৃষ্ঠা ৯৩

৪. **সেন্ট পিটার্সবার্গ** : রাশিয়ায় বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত সেন্ট পিটার্সবার্গ শহর প্রতিষ্ঠা করেন জার প্রথম পিটার ১৭০৩ সালের সতেরোই মে। দুশো বছরেরও বেশি সময় যাবৎ এই শহর ছিল রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানী। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের পর ১৯১৮-তে মস্কো শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৯১৪ থেকে ১৯২৪ এই শহরের নাম ছিল পেট্রোগ্রাদ এবং ১৯২৪ থেকে ১৯৯১ এই শহর লেনিনগ্রাদ নামে পরিচিত হত। ১৯৯১ থেকে আবার পুরোনো নাম, সেন্ট পিটাসবার্গ, সরকারিভাবে প্রচলিত হয়েছে। পৃষ্ঠা ৯৪

৫. **প্যারিস** : ফরাসি উচ্চারণে 'প্যারী' ফ্রান্সের রাজধানী। দুই সহস্রাব্দের বেশি সময় যাবৎ প্যারিস বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। প্যারিস শহরের উন্নতি ঘটতে শুরু করে ১৮৪০-এ শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে। ১৮৩২ এবং ১৮৪৯-এ দু-বার কলেরার প্রকোপে এই শহরে বহু অধিবাসী প্রাণ হারান। ১৮৫২ থেকে ১৮৭১-এ প্যারিস শহর ছিল তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের (Second Empire) রাজধানী। পৃষ্ঠা ৯৪

৬. **ডক্টর ওয়াটসনের খাতায় তা আনুপূর্বিক লেখা** : ওয়াটসনের খাতায় কে এগুলি লিখলেন, সেই বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। ওয়াটসনের নিজের বয়ানে এ-কথা লেখা হয়নি। আর্থার কোনান ডয়েল উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদগুলিতে লেখার আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। পৃষ্ঠা ৯৪

১৩. জন ওয়াটসন এম ডি-র স্মৃতিচারণের পরবর্তী অংশ

১. **অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজম** : হৃৎপিণ্ড থেকে নির্গত প্রধান ধমনীতে রক্তচাপ বর্ধিত হলে ওই ধমনী দুর্বল হতে শুরু করলে অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজম (aortic aneurysm) ঘটে থাকে। এর ফলে ধমনী পাতলা হয়ে যায় বা ফুলে ওঠে এবং যে কোনো সময়ে ফেটে গিয়ে মৃত্যু ডেকে আনে। পৃষ্ঠা ৯৫

২. **তারই ফল এই রোগ :** অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজম-এর সম্ভাব্য কারণ ধূমপান এবং রক্তে কোলেস্টেরল-এর আধিক্য হলেও সিফিলিস বা 'মারফান'স সিনড্রোম' নামক টিস্যু-ঘটিত রোগের উপস্থিতির কারণেও অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজম দেখা যায়। মারফান'স সিনড্রোম (Marfan's Syndrome) আক্রান্ত রোগীরা সাধারণত যথেষ্ট লম্বা হন এবং তাঁদের হাত, পা এবং আঙুল স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি লম্বা হতে দেখা যায়। পৃষ্ঠা ৯৫

৩. **ওয়াটারলু ব্রিজ :** লন্ডনে টেমস নদীর ওপর এই ব্রিজ নির্মিত হয় ১৮১১ থেকে ১৮১৭ সালে। প্রথমে এর নাম 'স্ট্র্যান্ড ব্রিজ' সাব্যস্ত হলেও ১৮১৬ সালে 'ওয়াটারলু ব্রিজ' নাম গৃহীত হয়। এই সেতুর রেলিং টপকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে বহু মানুষ আত্মহত্যা করায় একে কখনো 'ব্রিজ অব সাই' (Bridge of Sigh) বলা হয়ে থাকে। পৃষ্ঠা ৯৮

৪. **ইয়র্ক কলেজ :** হোমস-বিশেষজ্ঞ তথা গবেষক ক্রিস্টোফার মর্লে জানাচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কায় ইয়র্ক কলেজ নামে একটি কলেজ আছে। কিন্তু সেটি যেহেতু ১৮৯০-এ স্থাপিত, তাঁর অনুমান লেখক ইয়র্ক কলেজ নামে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির পুরোনো মেডিক্যাল কলেজটিকেই অভিহিত করেছেন। পৃষ্ঠা ৯৯

৫. **বিষ মাখিয়ে রাখে :** দক্ষিণ আমেরিকার রেড-ইন্ডিয়ানরা তীরে সাধারণত কিউরারী (Curare) নামক বিষ মাখিয়ে রাখত। পৃষ্ঠা ৯৯

৬. **ও-আংটি আমার চাই :** এই বিশেষ আংটিটি লুসির আঙুল থেকে হোপ নিয়ে থাকলেও, সেটি ড্রেবারই লুসিকে দিয়েছিল। ড্রেবারের দেওয়া আংটির প্রতি জেফারসন হোপ-এর আকর্ষণ বিষয়ে কিছু সমালোচক সামান্য বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। পৃষ্ঠা ১০১

৭. **আমার বন্ধুটি :** জেফারসন হোপ লন্ডন শহরে নতুন এসেছিলেন। এই শহরের সঙ্গে তাঁর আগেকার কোনো যোগাযোগ থাকবার কথাও জানা যায় না। সেক্ষেত্রে তাঁকে এভাবে সাহায্য করবার মতো বন্ধু এই শহরে থাকার বিষয়টি অনেক সমালোচকের কাছেই বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃষ্ঠা ১০২

১৪. উপসংহার

১. **ব্রুহ্যাম :** এক ঘোড়ায় টানা, চারটি চাকাবিশিষ্ট ঢাকা গাড়ি। ভেতরে মুখোমুখি দু-সারি আসন থাকত। দুইদিকে একটি করে দু-টি দরজা এবং দু-টি করে মোট চারটি জানালা রাখা হত ব্রুহামে। সামনের চাকা-জোড়ার থেকে আকারে বড়ো হত পেছনের চাকা দুটি। কোচোয়ানের বসার আসন বাইরে, গাড়ি এবং ঘোড়ার মাঝখানে, গাড়ির সম্মুখভাগে। এই গাড়ির নকশা করেন হেনরি পিটার ব্রুহ্যাম, ১৮৩৮ সালে। পৃষ্ঠা ১০৪

২. **ওডেসা :** ইউক্রেন রাষ্ট্রে, ব্ল্যাক সী বা কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত বন্দর-নগরী। ১২৪০-এ ক্রিমিয়া-র তাতার শাসকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই শহরের তৎকালীন নাম ছিল 'হাকিবে'। ১৫২৯-এ অটোমান শাসকদের দখলে যায় এই অঞ্চল। ১৭৯৪ সালে রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন দ্য গ্রেট ওডেসা নগর ও বন্দরের পত্তন করেন। ১৮১৯ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত ওডেসা ছিল মুক্ত বন্দর বা ফ্রি-পোর্ট। পৃষ্ঠা ১০৪

দ্য সাইন অফ ফোর

১. অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান

১. **দ্য সাইন অফ ফোর :** 'দ্য সাইন অফ ফোর, অর, দ্য প্রবলেম অফ দ্য শোল্টোজ' শিরোনামে এই উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় লিপিনকট'স ম্যাগাজিনে ১৮৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ওই বছরই স্পেনসার ব্ল্যাকেট সংস্থা উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। পৃষ্ঠা ১০৭

২. **অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান :** ঠিক এই নামে পূর্ববর্তী উপন্যাস *এ স্টাডি ইন স্কারলেট*-এও একটি পরিচ্ছেদ দেখতে পাওয়া যায়। হোমস-গবেষকরা মনে করেন শার্লক হোমস-এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পাঠকদের স্মৃতি আরও একবার ঝালিয়ে দিতে লেখক এই পরিচ্ছেদটি যুক্ত করেছেন। হোমসের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে স্বভাবতই তখনও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। অবশ্য এও লক্ষ্যণীয় যে লেখক এই বিজ্ঞানের (Science of Deduction) উদাহরণ বা নমুনাগুলির কোনো পুনরাবৃত্তি সেভাবে এই উপন্যাসে করেননি। সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষিতে আরও একবার এই বিজ্ঞান পাঠককে বুঝিয়েছেন। পৃষ্ঠা ১০৯

৩. **ম্যান্টলপিস :** ফায়ারপ্লেসের ওপরে 'তাক' বা 'সেল্ফ' জাতীয় অংশ। দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ঘর গরম করতে ঘরের মাঝখানেই আগুন করা হত। পরে ফায়ারপ্লেসের স্থান হয় দেওয়ালে এবং ওপরে চিমনি-র বন্দোবস্ত করা হয়। সবচেয়ে পুরোনো চিমনিপিস বা ম্যান্টলপিস দেখা যায় সাউদাম্পটনের 'কিংস হাউস'-এ। পৃষ্ঠা ১০৯

৪. **মরক্কো কেস :** মরক্কো চামড়া নামে পরিচিত, ছাগ-চর্ম থেকে লব্ধ বিশেষ জাতের চামড়া দিয়ে তৈরি বাক্স বা বটুয়াকে মরক্কো কেস বলা হয়। পৃষ্ঠা ১০৯

৫. **হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ :** হাইপোডারমিক নিডল বা সূঁচ ১৮৫৩ সালে আবিষ্কৃত হয়। তার আগে এই সূঁচ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন রবার্ট বয়েল এবং ক্রিস্টোফার রেন ১৬৫৭ সালে। যে পাম্প-সিরিঞ্জে এ-সূঁচ ব্যবহৃত হয় সেটি প্রথম তৈরি করেন ডমিনিক অ্যানেল। এ ছাড়া ফরাসি শল্যবিদ চার্লস প্রাভাজ (১৭৯১-১৮৫৩) এবং স্কটিশ চিকিৎসক আলেকজান্ডার উড (১৮১৭-১৮৮৪) আলাদাভাবে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ নির্মাণ করেছিলেন। পৃষ্ঠা ১০৯

৬. **'বোন' মদ :** ফ্রান্সের বার্গান্ডি অঞ্চলে অবস্থিত বোন (Beaune) শহরে তৈরি মদের পরিচয় 'বোন' নামে। এই মদ 'ওয়াইন' গোত্রের 'লিকিওর'। এই শহরের প্রাচীনত্ব পঞ্চদশ শতকের। বর্তমানে এখানে একটি মদ্য-প্রস্তুত বিষয়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রিসার্চ সেন্টার গড়ে উঠেছে। পৃষ্ঠা ১০৯

৭. **মর্ফিন :** পপি গাছ থেকে নিষ্কাশিত অ্যালক্যালয়েড মরফিন একটি আফিম-জাতীয় দ্রব্য। ১৮০৪-এ এই অ্যালক্যালয়েড প্রথম নিষ্কাশিত হলেও বাইজেন্টাইন যুগে এই জাতীয় কোনো উত্তেজক পানীয়র প্রচলন ছিল বলে ইতিহাসবিদরা জানতে পেরেছেন। নেশার দ্রব্য হিসেবে মরফিন কখনো ব্যবহৃত হলেও চিকিৎসাবিদ্যায় যন্ত্রণা-নিবারক বা অন্য ওষুধ হিসেবে এই অ্যালক্যালয়েড বহুল প্রচলিত। পৃষ্ঠা ১০৯

৮. **কোকেন :** বৈজ্ঞানিক নাম benzoylmethylacgnonina। 'কোকো' নামক উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশিত এক ধরনের অ্যালক্যালয়েড। কোকেনের ব্যবহারে মানবশরীরের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনার উদ্রেক ঘটানো যায়। বিভিন্ন সময়ে নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ঔষধ হিসেবেই এর ব্যবহার প্রচলিত। আধুনিক যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কোকা-র চাষ, কোকেন নিষ্কাশন, কোকেনের ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়, হেফাজতে রাখা প্রভৃতির ওপর বিভিন্ন সরকারি বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। পৃষ্ঠা ১০৯

৯. **আফগান ধকল :** ড. ওয়াসটনের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আফগানিস্তান গমন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ, আহত হয়ে ফিরে আসা ইত্যাদি বিষয় পূর্ববর্তী উপন্যাস *এ স্টাডি ইন স্কারলেট*-এ বিশদে বর্ণিত হয়েছে। পৃষ্ঠা ১০৯

১০. **ইউক্লিড :** খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিক গণিতবিদ ইউক্লিড পরিচিত ছিলেন 'ইউক্লিড অব আলেকজান্দ্রিয়া' নামে। তাঁকে বলা হয় জ্যামিতির জনক (Father of Geometry)। আলেকজান্দ্রিয়ায় ইউক্লিড ছিলেন প্রথম টলেমির (খ্রি. পূ. ৩২৩-খ্রি. পূ. ২৮৩) সমসময়ে। ইউক্লিড প্রণীত জ্যামিতিক বিশ্লেষণ বর্তমান যুগেও সমান শ্রদ্ধায় গৃহীত হয়। পৃষ্ঠা ১১১

১১. **ব্রায়ার পাইপ :** 'ব্রায়ার' নামের উৎপত্তি ফরাসি ব্রুয়ের (bruyere) শব্দ থেকে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পাথুরে এবং বালি-মিশ্রিত মাটিতে জন্মানো ব্রায়ার গাছের (Erica arborea) শিকড় থেকে আহরিত কাঠে তৈরি ধূমপানের পাইপকে ব্রায়ার পাইপ বলা হয়। এই শিকড়ের বিশেষত্ব হল এগুলি আগুনে সহজে পোড়ানো যায় না। বর্তমান যুগে বিক্রীত এবং ব্যবহৃত ধূমপানের পাইপের অধিকাংশই ব্রায়ার। পৃষ্ঠা ১১২

১২. **ছাইয়ের মধ্যে পার্থক্য :** শার্লক হোমসকে ছাই দেখে চুরুট শনাক্ত করতে দেখা যায় *এ স্টাডি ইন স্কারলেট* উপন্যাসে। পৃষ্ঠা ১১২

১৩. **বার্ডস আই :** পাখির চোখের আকারে বিশেষ উপায়ে কর্তিত তামাক। ধূমপানে ব্যবহৃত হত। পৃষ্ঠা ১১৩

১৪. **পায়ের ছাপ দেখে :** *এ স্টাডি ইন স্কারলেট* উপন্যাসে শার্লক হোমসকে পায়ের ছাপ দেখে ছাপের মালিকের সম্বন্ধে অনুমান করতে দেখা যায়। তাঁর অনুমান যে সঠিক এবং যুক্তিসম্মত, পরে তাও প্রমাণিত হয়। পৃষ্ঠা ১১৩

১৫. **লিথোটাইপ ছবি :** এক বিশেষ ধরনের পাথরে (লিথোগ্রাফিক লাইমস্টোন) বা ধাতুর ফলককে ব্লক তৈরি করে মুদ্রিত ছবিকে লিথোগ্রাফিক ছবি বলা হয়। ১৭৯৬ সালে জার্মানির ব্যাভেরিয়া-নিবাসী লেখক অ্যালইস সেনফেল্ডার লিথোগ্রাফি মুদ্রণ উদ্ভাবন করেন। পৃষ্ঠা ১১৩

২. কেস বৃত্তান্ত

১. **এডিনবরা :** স্কটল্যান্ডের রাজধানী। শিক্ষা ও সংস্কৃতির হিসেবে 'এথেন্স অব দ্য নর্থ' নামে খ্যাত। প্রথম মানব উপনিবেশ ব্রোঞ্জ যুগে স্থাপিত হয়। ডিন এডিন (ফোর্ট অব এডিন) নাম থেকে শহরের নামের উদ্ভব মনে করা হয়। পৃষ্ঠা ১১৮

২. **ল্যাংঘ্যাম হোটেল :** লন্ডন শহরের মেরিলিবোন অঞ্চলে ল্যাংহ্যাম প্লেস-এ অবস্থিত। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে এর নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ইংলন্ড তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হোটেলগুলির মধ্যে অন্যতম। পৃষ্ঠা ১১৮

৩. **আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিস্তর দুষ্পাপ্য জিনিস :** এগুলি প্রধানত সামুদ্রিক প্রবাল ও সাগরতল থেকে লব্ধ অন্যান্য সামগ্রী হওয়া সম্ভব। পৃষ্ঠা ১১৯

৪. **দ্বীপান্তর কয়েদিরক্ষী :** আন্দামানে বন্দীশিবির প্রথম চালু হয় ১৭৮৯ সালে চ্যাথাম দ্বীপে। কিন্তু নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাবে ১৭৯৬-এ এই বন্দি নিবাস বন্ধ করে দেওয়া হয়। আন্দামানে বন্দি রাখার ব্যবস্থা আবার শুরু হয় ১৮৫৫-তে। পোর্টব্লেয়ার-এ সেলুলার জেল প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১০ সালে। পৃষ্ঠা ১১৯

৫. **থার্টিফোর্থ বম্বে ইনফ্যান্ট্রি :** বম্বে ইনফ্যান্ট্রি-র রেজিমেন্টের সংখ্যা ত্রিশ বা অধিক হয়ে থাকলেও সত্যিকারের চৌত্রিশতম দল ছিল কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বম্বে ইনফ্যান্ট্রির বেশ কয়েকটি রেজিমেন্ট বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেয়। সম্ভবত এই বিষয়ে বিতর্ক এড়াতেই এই কাল্পনিক থার্টিফোর্থ রেজিমেন্ট-এর অবতারণা করেছেন লেখক। পৃষ্ঠা ১১৯

৬. **নরউড :** লন্ডনের উপকণ্ঠে অবস্থিত নরউড ডিস্ট্রিক্টকে আপার নরউড, লোয়ার নরউড এবং সাউথ নরউড-এ বিভক্ত করা হয় ১৮৮৮ সালে। লন্ডন ছাড়া ডার্বিশায়ারে নর্থ ইয়র্কশায়ার এবং ডরসেট-এ নরউড নামে আলাদা জায়গা আছে। পৃষ্ঠা ১১৯

৭. **লন্ডন এস-ডব্লিউ :** লন্ডন সাউথ-ওয়েস্ট এবং ব্যাটারসী অঞ্চলের পোস্ট অফিস। পুরোনো লন্ডন সাউথ ওয়েস্ট পোস্টাল জোন-এর সঙ্গে পরবর্তীকালে ব্যাটারসী-কে যুক্ত করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ১১৯

৮. **লিসিয়াম থিয়েটার :** লন্ডন শহরের ওয়েস্টএন্ড অঞ্চলে ওয়েলিংটন স্ট্রিটে লিসিয়াম থিয়েটার (Lyceum Theatre) অবস্থিত। এর প্রতিষ্ঠা ১৭৬৫ সালে। তবে বর্তমান বাড়িটি ১৮৩৪-এ স্থপতি স্যামুয়েল বিজলি-র (Samuel Beazley) নকশা অনুসারে নির্মিত। ডেভিড গ্যারিক-এর (১৭১৭-১৭৭৯) মতো নাট্য-ব্যক্তিত্ব এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লন্ডন শহর ছাড়া শেফিল্ড, ক্রিউ এবং এডিনবরা শহরে এই একই নামের নাট্যশালা আছে। পৃষ্ঠা ১১৯

৯. **হাতের লেখা থেকে :** শার্লক হোমসের অন্য কয়েকটি কাহিনিতে 'হাতের লেখা' রহস্য উন্মোচনে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এই গল্পগুলির মধ্যে *দ্য রেগেট পাজল* বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পৃষ্ঠা ১২১

১০. **উইনউড রীডস :** উইলিয়ম উইনউড রীডস (১৮৩৮-১৮৭৫) ছিলেন একাধারে পর্যটক, উপন্যাসিক এবং সাংবাদিক। ১৮৭৩-এ আফ্রিকার ঘানায় আশান্টি যুদ্ধে তিনি ছিলেন 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা। তাঁর লেখা গ্রন্থ Martyrdom of Man ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থ *আফ্রিকান স্কেচবুক* এবং *দি আউটকাস্ট* পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। পৃষ্ঠা ১২১

৩. সমাধানের সন্ধানে

১. **কনভেক্স লেন্স :** আক্ষরিক অনুবাদে উত্তল কাচ। আতশকাচের দুই দিক উত্তল বা কনভেক্স হয়। তাকে ডাবল কনভেক্স বলা হয়। খ্রিস্ট পূর্ব ৪২৪ অব্দে অ্যারিস্টোফেলস আতশকাচ আবিষ্কার করেন। পৃষ্ঠা ১২৩

২. **নেটিভ পেপার ভারতবর্ষে তৈরি :** ভারতবর্ষে কাগজ তৈরি আরম্ভ করেছিলেন কাশ্মীরের সুলতান জয়নাল আবেদিন, পঞ্চদশ শতকে। ১৮৭৫-এ ভারতে 'ইন্ডিয়া পেপার' নামে এক ধরনের মোটা কাগজ তৈরি আরম্ভ হয়। পৃষ্ঠা ১২৩

৩. **সেপ্টেম্বরের রাত :** পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে কন্যান ডয়াল লিখেছেন 'তারিখ, সাতই জুলাই!' লিপিনকট'স ম্যাগাজিন-এর

সম্পাদককে এই ভুল শুধরে দেওয়ার অনুরোধ করে চিঠিও লিখেছিলেন লেখক ১৮৯০-এর ছয়ই মার্চ। কিন্তু ভুল শোধরানো হয়নি। পৃষ্ঠা ১২৪

৪. **পকেট লণ্ঠন :** ছোটো আকারে লণ্ঠনকে 'পকেট লণ্ঠন' বলা হলেও এগুলি পকেটে রাখা যেত না, প্রজ্জ্বলিত আগুন থাকার কারণে। পৃষ্ঠা ১২৪

৫. **লন্ডনের পথঘাট আমি তেমন চিনি না :** ওয়াটসন এ-কথা বললেও, এই ঘটনার সময়ে তার সাত বছর লন্ডন-বাস হয়ে গেছে। পৃষ্ঠা ১২৫

৬. **হোমসের মাথা কিন্তু গুলোয়নি :** *দ্য রেড-হেডেড লীগ* এবং *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দি এম্পটি হাউস* গল্পে দেখা যায় লন্ডন শহরের পথঘাট এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে শার্লক হোমসের বিশেষ অনুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞান ছিল। পৃষ্ঠা ১২৫

৭. **রোচেস্টার রো :** টটহিল ফিল্ড জেলখানা এবং এই অঞ্চলের পুলিস-কোর্ট এই রাস্তার কাছাকাছি অবস্থিত। পৃষ্ঠা ১২৫

৮. **ভক্সহল ব্রিজ রোড :** হাইড পার্ক কর্নার এবং গ্রসভেনর প্লেস-এর সঙ্গে লন্ডনের দক্ষিণ অংশের সংযোগকারী রাস্তা এই ভক্সহল ব্রিজ রোড। ভক্সহল ব্রিজের নাম আগে ছিল 'রিজেন্ট ব্রিজ'। এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় ১৮১৬ সালে। পরে ১৯০৪ থেকে ১৯০৬-এ এটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। পৃষ্ঠা ১২৫

৯. **ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোড :** ঠিক এই নামে লন্ডন শহরের এই বিশেষ অংশে কোনো রাস্তা না-থাকলেও এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোড-এর বর্ণনা মিলে যায়। পৃষ্ঠা ১২৫

১০. **প্রায়রি রোড :** প্রায়রি রোড সোজা এসে পূর্ব দিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোডে পড়েছে। পৃষ্ঠা ১২৫

১১. **লারখাল লেন :** ল্যান্সডাউন রোড থেকে বার হয়ে লারখাল লেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোডের সমান্তরালে চলে গেছে। পৃষ্ঠা ১২৫

১২. **স্টকওয়েল প্লেস :** এটি ঠিক কোনো রাস্তার নাম নয়। পরপর ডজনখানেক বাড়ি নিয়ে স্টকওয়েল প্লেস গঠিত হয়েছে। পৃষ্ঠা ১২৫

১৩. **রবার্ট স্ট্রিট :** রবসার্ট স্ট্রিট এবং পার্ক স্ট্রিটকে একত্র করে রবার্ট স্ট্রিট গঠন করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ১২৫

১৪. **কোল্ড হারবার লেন :** পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কোল্ড হাবরার লেন শুরু হয়েছে ব্রিক্সটন রোড এবং এফরা রোডের সংযোগস্থলের কাছাকাছি জায়গায়। এটি চলেছে ক্ল্যাপহ্যাম পার্ক স্ট্রিট এবং একার লেন পর্যন্ত। পৃষ্ঠা ১২৫

৪. টেকো লোকটির কাহিনি

১. **স্টেথোস্কোপ :** প্রাণীদেহের ভেতরের শব্দ শুনে অবস্থা নির্ণয় করতে চিকিৎসকরা এই যন্ত্র আবিষ্কার করে আসছেন উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে। আবিষ্কারক রেনে ল্যামেক। ১৮১৬ সালে ফ্রান্সের পারী শহরের 'নেকার-এনফ্যান্টস ম্যালাডেস' হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় তিনি এই আবিষ্কার করেন। ১৮৫১ সালে আর্থার লিয়ার্ড এবং ১৮৫২-তে জর্জ কাম্মান স্টেথোস্কোপের নকশার কিছু পরিবর্তন ঘটান। সাধারণত হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের শব্দ শুনতে এবং স্ফিগমোম্যানোমিটার সহযোগে রক্তচাপ নির্ণয় করতে স্টেথোস্কোপ ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠা ১২৮

২. **মিরট্যাল ভালভ :** এই ভালভ-কে 'বাইকাসপিড ভালভ' বা 'লেফট আর্টিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ'-ও বলা হয়। এটি লেফ্ট ভেন্ট্রিকল এবং লেফট অট্রিয়াম-এর সংযোগরক্ষাকারী ভালভ। পৃষ্ঠা ১২৮

৩. **চিয়ানতি :** ইটালির তাসকানি অঞ্চলে উৎপাদিত এক ধরনের রেড ওয়াইন। সরু মুখ বিশিষ্ট গোল এবং বর্তুলাকার বোতলে ভরে খড়-জাতীয় বস্তু দিয়ে তৈরি বাস্কেটে সেই বোতল রাখার প্রচলন ছিল। এখন কিছু কিছু চিয়ানতি উৎপাদক এই নিয়ম মেনে চলেন। যে-অঞ্চলে চিয়ানতি উৎপাদন হয়, সেই গ্রামগুলি আলাদাভাবে চিহ্নিত করে 'লিগা দেল চিয়ান্তি' এবং পরে 'প্রভিন্সিয়া দেল চিয়ান্তি' প্রথম গঠিত হয় ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে। পৃষ্ঠা ১২৮

৪. **টৌকে :** Tokaji। হাঙ্গারির টৌকা-হেজিলিয়া অঞ্চলে উৎপাদিত মদ। সাধারণত মিষ্টি স্বাদের এই মদ তৈরি হয় আঙুরের রস থেকে। হাঙ্গারির সংস্কৃতির অঙ্গ এই মদের উল্লেখ পাওয়া যায় দেশের জাতীয়-সংগীতেও। টৌকে মদ প্রস্তুতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না-গেলেও, মনে হয় 'বোদরগ' এবং 'হের্নাদ' নদীর সঙ্গমে দ্রাক্ষার চাষ আরম্ভ হয়েছিল প্রাচীন ম্যাগিয়ার জাতির এই অঞ্চলে বসতি-স্থাপনেরও আগে। পৃষ্ঠা ১২৮

৫. **আর কোনো মদ রাখি না :** ইংরেজ মদ্য-বিশারদদের মতে 'চিয়ান্তি' এবং 'টৌকে'-র মতো দুটি বিপরীতধর্মী মদ যে-ইংরেজ সংগ্রহে রাখে, তার পছন্দ-অপছন্দ খুব একটা স্বাভাবিক মনে হয় না। পৃষ্ঠা ১২৮

৬. **কোরো :** জাঁ-ব্যাপটিস্ট কামিল কোরো (১৭৯৬-১৮৭৫) ফরাসি চিত্রকর। নিসর্গ-দৃশ্য এবং মানবশরীর অঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কোরো-র ছবির বহু নকল শিল্পজগতে বিদ্যমান। পৃষ্ঠা ১২৯

৭. **স্যালভেটর রোসা :** নেপোলিয়নের যুগের ফরাসি চিত্রকর স্যালভেটর রোসা (১৬১৫-১৬৭৩) বিখ্যাত ছিলেন কবি এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনার রচয়িতা হিসেবেও। পৃষ্ঠা ১২৯

৮. **বুগুরো :** Adolphe William Bouguereau (১৮২৫-১৯০৫)। এই ফরাসি চিত্রকর প্রধানত আঁকতেন ধর্মীয় এবং পৌরাণিক দৃশ্য। আবার তাঁর আঁকা 'নিম্ফস অ্যান্ড ফন' ছবিটি বহু বছর শোভা পেয়েছে নিউইয়র্ক শহরের একটি বিশেষ পানশালায়। পৃষ্ঠা ১২৯

৯. **কুইনাইন :** সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে নিষ্কাশিত অ্যালক্যালয়েড কুইনাইনের ওষধিগুণ প্রথম আবিষ্কার করেন পেরু এবং বলিভিয়ার কিচুয়া (Quechua) উপজাতির রেড-ইন্ডিয়ানরা। পরে, জেসুইট ধর্মপ্রচারকরা সিঙ্কোনা গাছ ইউরোপে নিয়ে আসেন এবং সপ্তদশ শতকে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে এর ব্যবহার আরম্ভ হয় রোম শহরে। ১৯৪০ পর্যন্ত কুইনাইন ছিল ম্যালেরিয়ার একমাত্র ওষুধ। পৃষ্ঠা ১৩১

১০. **ভেনিস :** পর্যটন, শিল্পসংস্কৃতি এবং অন্য নানাবিধ কারণে বিখ্যাত, উত্তর ইটালির শহর ভেনিস-এর নামকরণ হয়েছে গ্রিক দেবী ভেনাসের সম্মানে। অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে এক-শো সতেরোটি ছোটো ছোটো দ্বীপ নিয়ে গঠিত ভেনিস শহরের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত সরু সরু বহু খাল ব্যবহৃত হয় শহরের আভ্যন্তরীণ পথ হিসেবে। 'সিটি অব ক্যানালস', 'ফ্লোটিং সিটি', 'কুইন অব অ্যাড্রিয়াটিক' প্রভৃতি বহু নামে ভেনিসের পরিচিতি। পূর্বে ভেনিস ছিল এক আলাদা রাষ্ট্র। পরে এটি ইটালির সঙ্গে যুক্ত হয়। ইউরোপে নবজাগরণের (Ranaissance) সময়ে ভেনিসেও শিল্প ও সংস্কৃতির চরম বিকাশ ঘটেছিল। পৃষ্ঠা ১৩৩

১১. **সলোম ভেড়ার চামড়ার তৈরি কলার :** এই ধরনের লোম-যুক্ত ভেড়ার চামড়ার তৈরি কলারের চলতি নাম 'অস্ট্রাখান' কলার। রাশিয়ায় ভলগা নদীর বদ্বীপের কাছাকাছি অবস্থিত অস্ট্রাখান শহরে নামানুসারে এই নামের উদ্ভব। পৃষ্ঠা ১৩৪

১২. **ক্যাস্টর অয়েল :** ক্যাস্টর বিন (Ricinus communis) থেকে প্রাপ্ত উদ্ভিজ্জ তেল। পেটের বিভিন্ন অসুখে ক্যাস্টর অয়েল ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্যাস্টর বিন ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকা, ভারতবর্ষ এবং পূর্ব আফ্রিকার উৎপাদিত কৃষিদ্রব্য হলেও বর্তমানে ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র এর চাষ হয়। পৃষ্ঠা ১৩৬

১৩. **স্ট্রিকনিন :** স্ট্রিকনোস নাক্স ভমিকা গাছ বা অন্য কিছু সমগোত্রীয় উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত অ্যালক্যালয়েড আদতে একটি বিষাক্ত পদার্থ। কিন্তু স্বল্পমাত্রায় স্ট্রিকনিন ওষুধ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ১৮১৮ সালে প্রথম স্ট্রিকনিন নিষ্কাশিত হয় ফরাসি দেশে। পৃষ্ঠা ১৩৬

৫. পণ্ডিচেরি লজের বিয়োগান্তক কাহিনি

১. **ক্রস হিটখানা :** মুষ্টিযুদ্ধে 'ক্রশ হিট' হল লম্বা চেহারার যোদ্ধার অস্ত্র। প্রতিপক্ষের মাথা বা শরীরের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত এই ধরনের ঘুসি মারা হয় কাঁধের ওপর জোর দিয়ে এবং সেইসঙ্গে শরীর সামান্য ঘুরিয়ে আরও জোরে এনে। প্রতিপক্ষকে ঘুসি মেরে শার্লক হোমস কাবু করেছিলেন *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সলিটারি সাইক্লিস্ট* গল্পে। পৃষ্ঠা ১৩৭

২. **ব্যালারাট :** ১৮৫১-তে অস্ট্রেলিয়ান গোল্ড-রাশের সময়ে ব্যালারাট ছিল অভিযাত্রীদের স্বর্ণসন্ধানের কেন্দ্রস্থল। সেই সময়ে মনে করা হত ব্যালারাটে এমন কোনো জায়গা থাকতে পারে না, যেখানে মাটির নীচে সোনা নেই। এখানে সোনার সন্ধান প্রথম পান জন ডানলপ নামক এক মাইনার। মনে করা হয়, ১৯৫১-তে কয়েক মাসে অন্তত পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণসন্ধানী ব্যালারাটে পাড়ি দেন। পৃষ্ঠা ১৩৯

৬. হাতেনাতে দেখাল শার্লক হোমস

১. **সেনেগামবিয়া :** পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল এবং গামবিয়া নদীর মধ্যবর্তী অংশ। উনবিংশ শতকে এই অঞ্চল গঠিত ছিল সেনেগালের ফরাসি উপনিবেশ, গামবিয়া এবং লাওস দ্বীপ নিয়ে গঠিত ইংরেজ উপনিবেশ এবং পর্তুগিজ সেনেগামবিয়া নিয়ে। বর্তমান যুগে এটি সেনেগাল এবং গামবিয়া নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। পৃষ্ঠা ১৪৪

২. **ক্রিয়োসোট :** পেট্রোলিয়াম থেকে উপজাত দ্রব্য ক্রিয়োসোট এক রকমের তেল। সাধারণত কাঁচা কাঠ ব্যবহারের আগে পোক্ত করতে ক্রিয়োসোট ব্যবহৃত হয়। কখনো কাশি বা হাঁপানির ওষুধ হিসেবেও ক্রিয়োসোট ব্যবহার করা হয়। পৃষ্ঠা ১৪৫

৩. **হেরিং মাছ :** ঝাঁক বেঁধে থাকা এই তৈলাক্ত মাছ সাধারণত দেখা যায় উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের শীতল অংশে। বসন্তকালে হেরিং মাছের ঝাঁক আমেরিকা ও ইউরোপের তীরের দিকে আসতে থাকলে জেলেদের জালে ধরা পড়ে এবং নুন মাখিয়ে আগুনে সেঁকে রেখে দেওয়া হয় খাদ্য হিসেবে। পৃষ্ঠা ১৪৫

৪. **রাইগর মর্টিস :** মৃত্যুর পর দেহে অবশিষ্ট বিভিন্ন প্রোটিনের ক্ষমতা ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে যায় ফলে দেহের পেশিগুলি শক্ত হয়ে আসে এবং নড়ানো যায় না। এই অবস্থার নাম রাইগর মর্টিস। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা, মৃত্যুর কারণ, পরিবেশ, তাপমাত্রা প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয়ের ওপরও রাইগর মর্টিস শুরু হওয়া নির্ভর করে। পৃষ্ঠা ১৪৬

৫. **ধনুষ্টংকার :** Tetanus। ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি নামক জীবাণুঘটিত রোগ। এর ফলে দেহে বিক্ষেপ আসে এবং পেশি আড়ষ্ট হয়ে যায়। ধুলো বা সার থেকে কাটা-ছেঁড়া ঘায়ের মধ্যে জীবাণু সংক্রমণ হয়। পৃষ্ঠা ১৪৬

৬. **বিশপগেট :** লন্ডনের ভূগর্ভ রেলপথের একটি স্টেশন বিশপগেট। হোমসের সময়ে বিশপগেট স্ট্রিট ছিল উত্তর-লন্ডনের এক বহুল ব্যবহৃত রাজপথ। পৃষ্ঠা ১৪৬

৭. **ল্যামবেথ :** লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের নীচের অংশে অবস্থিত ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ল্যামবেথ-এ সাধারণত শহরের দরিদ্রতর নাগরিকদের বসবাস। পৃষ্ঠা ১৪৯

৮. **কবি গ্যেটে :** জার্মান দার্শনিক এবং চিন্তাবিদ যোহান উলফগাং ভন গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) বিখ্যাত ছিলেন একাধারে লেখক, কবি, সমালোচক, চিত্রকর, শিক্ষাবিদ এবং আরও অনেক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে। গ্যেটেকে ইউরোপের নবজাগরণের শেষ প্রতিনিধি মনে করা হয়। পৃষ্ঠা ১৪৯

৭. পিপে উপাখ্যান

১. **ব্যারোমিটার :** বায়ু পরিমণ্ডলের চাপ মাপার যন্ত্র ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেন এভানজেলিস্তা টরিসেল্লি, ১৬৪৩ সালে। আবার গাসপারো বের্তি নামে এক গণিতবিদ-এর সন্ধান পাওয়া যায় যিনি ১৬৪০-এ জল-দ্বারা-চালিত এই ধরনের যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। বায়ুর চাপ মাপবার এই জাতীয় আরেকটি যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন ১৬৩১ সালে ফরাসি বৈজ্ঞানিক রেনে ডেকার্টে (Rene Descartes)। জল, হাওয়া এবং পারদ ব্যবহার করে চালিত তিন ধরনের ব্যারোমিটার সাধারণত ব্যবহার হতে দেখা গেছে। এদের মধ্যে পারদের ব্যবহার সর্বাধিক প্রচলিত। ভিক্টোরিয় যুগের ইংল্যান্ডে ধনী-গৃহে সুদৃশ্য ব্যারোমিটার সাজিয়ে রাখা হত। পৃষ্ঠা ১৫১

২. **পিনচিন লেন :** লন্ডন শহরে এই নামের কোনো রাস্তা আদৌ নেই। নামটি লেখকের কল্পনাপ্রসূত। পৃষ্ঠা ১৫১

৩. **ব্যাজার :** ভাম-জাতীয় সর্বভুক প্রাণী ব্যাজার (Badger) আটরকম প্রজাতির হয়। এদের মধ্যে Males males প্রজাতির ব্যাজার পাওয়া যায় ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং দক্ষিণ-স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে শুরু করে আরও দক্ষিণের কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে। এদের মাথার খুলির সঙ্গে চোয়ালের সংযোগের বিশেষত্বে চোয়াল এবং দাঁতে প্রচণ্ড জোর হয়। পৃষ্ঠা ১৫১

৪. **স্টোট :** Stoat বা ermine-এর বৈজ্ঞানিক নাম Mustele erminea। এরা শীতপ্রধান দেশের প্রাণী এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে এদের লোমের রং পরিবর্তিত হয়। কখনো শীতকালে এদের রং সাদা হলে 'এরমিন' এবং গ্রীষ্মে বাদামি রং হলে 'স্টোট' বলা হয়। ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মেরু অঞ্চল বা অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা অঞ্চলে এদের বাস। নিউজিল্যান্ডে খরগোশের আধিক্য কমাতে একবার স্টোট আমদানি করা হয়েছিল। তাতে খরগোশ না-কমলেও ওই দেশে স্টোট-এর বসবাস শুরু হয়। সাধারণভাবে এরা নিশাচর প্রাণী। পৃষ্ঠা ১৫১

৫. **স্প্যানিয়েল :** এক জাতের 'গানডগ'। এদের উৎপত্তি স্পেনে। তাই থেকে স্প্যানিয়েল নাম। স্প্যানিয়েল কুকুরের বেশ কয়েকটি প্রজাতি দেখা যায়। পৃষ্ঠা ১৫২

৬. **লার্চার :** লার্চার কুকুর সাইটহাউন্ড এবং অন্য জাতের কুকুরের মিশ্রণে সৃষ্ট দো-আঁশলা প্রজাতি। রানি প্রথম এলিজাবেথ শাসনকালে যখন সাধারণ মানুষের গ্রে-হাউন্ড বা ওই জাতীয় কোনো কুকুর পোষবার অধিকার ছিল না, সেই সময়ে এই মিশ্র জাতির কুকুর সৃষ্টি হয়। মনে করা হয় আইরিশ জিপসিরা লার্চার কুকুর প্রথম 'ব্রিড' করায়। জিপসিদের রোমানি ভাষায় 'লার' অর্থে চুরি থেকে লার্চার নামের উদ্ভব। পৃষ্ঠা ১৫২

৭. **মার্টিনি বুলেট :** মার্টিন-হেনরি রাইফেল থেকে নিক্ষিপ্ত গুলি। এই বন্দুকের পোশাকি নাম পিবডি-মার্টিন-হেনরি রাইফেল। এর নির্মাতা ফ্রিডরিশ ভন মার্টিনি এবং আলেকজান্ডার হেনরি। ১৮৭১ থেকে ১৮৯০ ব্রিটিশ পদাতিক বাহিনীর প্রধান অস্ত্র ছিল এই বন্দুক। পৃষ্ঠা ১৫৪

৮. **টেন্ডো অ্যাকিলিস :** অ্যাকিলিস টেন্ডন বা টেন্ডো ক্যালকেনিউস পায়ের পেছন দিকে, গোড়ালির ওপর অবস্থানকারী টেন্ডন। ড: ওয়াটসনের পায়ের জখম এই টেন্ডন সম্পর্কিত বলে জানা যায় না। পৃষ্ঠা ১৫৭

৯. **জাঁ পল :** জার্মান ব্যঙ্গ-রচয়িতা জাঁ পল ফ্রিডরিশ রিখটার (১৭৬৩-১৮২৫) বিখ্যাত ছিলেন 'জাঁ পল' নামে। পৃষ্ঠা ১৫৮

১০. **কারলাইল :** টমাস কারলাইলের (১৭৯৫-১৮৮১) উল্লেখ *এ স্টাডি ইন স্কারলেট* উপন্যাসে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে হোমস নাকি কারলাইলের নামই শোনেনি। পৃষ্ঠা ১৫৮

১১. **ওভাল :** ইংলন্ডের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার মাঠ দ্য ওভাল-এর অবস্থান কেনিংটন অঞ্চলে। টেস্ট

ক্রিকেটের ইতিহাসে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় মাঠ। প্রথমটি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড। এর মালিকানা কর্নওয়াল-এর ডিউক-এর। সারে কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের জন্য এই মাঠ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮৪৫-এ। এটি কেনিংটন ওভাল নামেও পরিচিত। পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচটিও হয়েছিল এই মাঠে ১৮৭০ সালে ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্পনসরের দৌলতে এই মাঠ কখনো ফস্টার্স ওভাল, এ. এম. পি. ওভাল নামে পরিচিত হওয়ার পর এখন এর সরকারি নাম দ্য ব্রিটস ইন্সিয়োরেন্স ওভাল। পৃষ্ঠা ১৫৮

১২. **হোয়াইট ইগল পানশালা :** লন্ডনের ওই বিশেষ অঞ্চলে 'সাউদাম্পটন আর্মস', 'নাইন এলমস ব্রিউয়ারি' ও অন্য পানশালা থাকলেও 'হোয়াইট ইগল' নামে কোনো পানশালা বা রেস্তোরাঁ কখনো ছিল না। পৃষ্ঠা ১৫৯

৮. বেকার-স্ট্রিটের ছন্নছাড়া বাহিনী

১. **নদীর পাড়ে :** লন্ডন শহরে নদী বলতে অবশ্যই টেমস নদীকে বোঝানো হয়েছে। ইংল্যান্ডের প্রধান নদী টেমস লন্ডন ছাড়া অক্সফোর্ড, উইন্ডসর এবং রিডিং শহর দিয়ে প্রবাহিত। গ্লস্টারশায়ার-এ টেমস হেড থেকে নির্গত এই নদী উত্তর সাগরে মিশেছে টেমস এসচুয়ারীতে। এই প্রবাহপথের দৈর্ঘ্য ২১৫ মাইল বা ৩৪৬ কিলোমিটার। পৃষ্ঠা ১৬০

২. **উলউইচ :** দক্ষিণ লন্ডনের একটি অঞ্চল। উচ্চারণ হয় 'উলিচ' বা 'উলিজ'। ১৮৮৯ পর্যন্ত 'কেন্ট' কাউন্টির অন্তর্গত ছিল। ওই সময়ে লন্ডনের অন্তর্ভুক্ত হয়। পৃষ্ঠা ১৬১

৩. **গ্রীনউইচ :** লন্ডন ব্রিজ থেকে ছয় মাইল দূরে টেমস নদীর তীরে গ্রীনউইচ। গ্রীনউইচ বিখ্যাত এখানকার মানমন্দির এবং অক্ষাংশের হিসাবে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের জন্য। পৃষ্ঠা ১৬২

৪. **মিলব্যাঙ্ক পেনিটেনসিয়ারি :** 'পেনিটেনসিয়ারি' শব্দটির অর্থ কারাগার। টেমস নদীর উত্তর তীরে সাত একর জমি নিয়ে, ভক্সহল ব্রিজের কাছে, চেলসি এবং ওয়েস্ট মিনস্টারের মাঝামাঝি অঞ্চলে এই কারগার অবস্থিত। এটি নির্মিত হয়েছিল বিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থ্যাম-এর (১৭৪৮-১৮৩২) নকশার অনুসরণে। ১৮৯০ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে এই কারাগার ভেঙে ফেলা হয়। পৃষ্ঠা ১৬২

৫. **জেফারসন হোপ কেস :** *এ স্টাডি ইন স্কারলেট* উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার কথা বলা হয়েছে। পৃষ্ঠা ১৬৩

৬. **গোয়েন্দাদের বিকেন্দ্রীকরণ :** ১৮৪২-এ গঠিত লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকজন অফিসার ১৮৭৮ সালে দুর্নীতির দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হলে এই বিভাগকে ভেঙে দিয়ে ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশনস ডিপার্টমেন্ট বা সি. আই. ডি. গঠন করা হয় এবং একে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে দেওয়া হয়। এই ভাগ করে দেওয়াকে 'বিকেন্দ্রীকরণ' বলা হয়েছে। পৃষ্ঠা ১৬৪

৭. **তুই এসে খবর দিয়ে যাবি আমাকে :** পূর্ববর্তী কাহিনি *এ স্টাডি ইন স্কারলেট*-এও হোমস উইগিন্সকে এই জাতীয় নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে সেই নির্দেশে বিশেষ কাজ হয়নি। পৃষ্ঠা ১৬৫

৮. **সুমাত্রা :** বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত একটি দ্বীপ। অবস্থান মালয় দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম প্রান্তে। বহু যুগ আগে থেকে এখানে হিন্দুরা বসবাস করতেন। পরে বৌদ্ধ প্রভাবও দেখা গেছে। আরও পরে মুসলমান শাসকরা এই দ্বীপ অধিকার করলে এখানে ইসলামি প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। মার্কো পোলো এবং ইবন বতুতার বিবরণে সুমাত্রার উল্লেখ আছে। এই দ্বীপের বহুলাংশ এখনও ঘন জঙ্গলে ঢাকা। পৃষ্ঠা ১৬৬

৯. **রাটল্যান্ড দ্বীপ :** দক্ষিণ আন্দামানের এই দ্বীপটি পর্বতাকীর্ণ এবং অরণ্যসংকুল এলাকা নিয়ে গঠিত। এখানে বসবাসকারী আদিম অধিবাসীরা 'রাটল্যান্ড জারোয়া' নামে পরিচিত। দ্বীপটির আয়তন ১০৯.৩ বর্গ কিলোমিটার। পৃষ্ঠা ১৬৬

১০. **বুশমেন :** নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন বুশমেন উপজাতির মানুষদের আদি নিবাস ছিল কালাহারি মরুভূমিতে। বর্তমানে এঁরা ছড়িয়ে আছে প্রধানত দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জিম্বাবোয়ে, লেসোথো, নামিবিয়া, মোজাম্বিক, বটসোয়ানা প্রভৃতি দেশে। শিকার এদের প্রধান জীবিকা। পৃষ্ঠা ১৬৬

১১. **ডিগার ইন্ডিয়ান :** আমেরিকার আদিম অধিবাসী। এরা খ্যাত 'পাইউট' (Paiute) নামে। নর্দার্ন পাইউট-রা থাকে ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাদা এবং ওরেগন রাজ্যে। অ্যারিজোনা, দক্ষিণ-পূর্ব ক্যালিফোর্নিয়া এবং উটা-য় দেখা যায় সাদার্ন পাইউটদের। পৃষ্ঠা ১৬৬

১২. **টিয়েরা ডেল ফুয়েজিয়ান্স :** দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত টিয়েরা ডেল ফুয়েগো। এখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে তিনটি উপজাতি দেখা গেছে। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬-এ চার্লস ডারউইন এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করে এখানকার আদিবাসীদের নরখাদক মনে করলেও, এই তথ্য যে ভুল তা ডারউইন পরে স্বীকার করেন। পৃষ্ঠা ১৬৬

১৩. **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত :** আর্থার কোনান ডয়েল এখানে আন্দামানবাসীদের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা এখানকার কোনো উপজাতির মানুষদের পক্ষেই প্রযোজ্য নয়। এই বর্ণনার প্রতিটি তথ্যই ভুল এবং লেখকের কল্পনাপ্রসূত। পৃষ্ঠা ১৬৬

১৪. **নরমাংস ভোজ :** আন্দামানে বা ভারতীয় উপমহাদেশের কোথাও কোনো নরমাংসভুক মানবজাতি বা উপজাতির সন্ধান পাওয়া যায়নি। পৃষ্ঠা ১৬৬

৯. শৃঙ্খলে যেখানে ফাঁক রয়েছে

১. **রিচমন্ড :** লন্ডনের নাগরিকদের প্রিয় বনভোজনের বা জলবিহারের জায়গা রিচমন্ড। নৌকাযোগে রিচমণ্ড থেকে হ্যাম্পটন কোর্ট পর্যন্ত টেমসের বুকে ভেসে বেড়ানো এক জনপ্রিয় ব্যসন। পৃষ্ঠা ১৬৯

২. **বিজ্ঞাপনটা :** 'অরোরা' লঞ্চের সন্ধানে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরামর্শ ওয়াটসন প্রথম হোমসকে বলে। তখন কিন্তু হোমস এই পরামর্শ বাতিল করে দিয়েছিল। পৃষ্ঠা ১৭০

৩. **পপলার ডাকঘর :** লাইম হাউস এবং ওয়েস্টহ্যামের মাঝে অবস্থিত 'পপলার' অঞ্চল ছিল লন্ডন শহরের একটি বরো (Borough)। এই পোস্ট অফিসটি অবস্থিত ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ডকের কাছে। পৃষ্ঠা ১৭২

৪. **পাক্কা অভিনেতা :** হোমসের অভিনয়-প্রতিভা ড. ওয়াটসনকে আরও একবার স্বীকার করতে দেখা গেছে *এ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া* গল্পে। পৃষ্ঠা ১৭৩

৫. **কিছু কীর্তিকাহিনি :** এর আগে কিন্তু 'কিছু' নয়, মাত্র একটি কাহিনিই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন ড. ওয়াটসন। পৃষ্ঠা ১৭৪

৬. **ওয়েস্টমিনস্টার স্টেয়ার :** ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের নীচে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ওয়েস্টমিনস্টার জেটি অবস্থিত। ওখান থেকে শ'দুয়েক গজ দূরে আছে হোয়াইট হল স্টেয়ার্স। এই জেটি বা পায়ার এবং স্টেয়ার্স-এর মধ্যে কোনো গণ্ডগোল হয়ে থাকা আশ্চর্য নয়। পৃষ্ঠা ১৭৪

৭. **একটা লঞ্চ মোতায়েন থাকে :** টেমস পুলিশ নামে পরিচিত, মেট্রোপলিটন পুলিশের টেমস ডিভিশন গঠিত হয় ১৮৩৯-এ। এরা দাঁড়-টানা নৌকায় নদীতে টহল দিত। পুলিশ-ফোর্সের জন্য মোটরলঞ্চ আসে ১৯১০ সালে। তার আগে স্টিম-বোট চালানো হত। পৃষ্ঠা ১৭৪

৮. **টেলিফোনে :** বেকার স্ট্রিটে হোমসের বাসস্থানে টেলিফোন প্রথম দেখা যায় ১৮৯৯ সালে রচিত *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রিটায়ার্ড কালারম্যান* গল্পে।

৯. **সাদা মদ :** সাদা মদ আঙুর ছাড়া, অন্যান্য ফলের রস ইস্ট (yeast) দ্বারা চোলাই করে তৈরি করা হয়। আঙুর বা ফলের রসে থাকা শর্করা ইস্ট-এর সংস্পর্শে সুরাসার বা অ্যালকোহলে পরিণত হয়। সাদা মদে বিভিন্ন ফল বা আঙুর অন্য শর্করা-জাতীয় উপাদানের রদবদলে মদের প্রকৃতি ও উৎকৃষ্টতার তারতম্য দেখা যায়। জানা যায় যে মদ প্রথম তৈরি হয়েছিল ৬০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে এশিয়ার জর্জিয়া এবং ইরান অঞ্চলে। পৃষ্ঠা ১৭৫

১০. দ্বীপবাসীর শেষদিন

১. **বিশেষভাবে কৃতবিদ্য :** অথচ *এ স্টাডি ইন স্কারলেট* উপন্যাসে দেখা যায় ড. ওয়াটসনের মূল্যায়নে হোমসের সাহিত্যজ্ঞান, দর্শনজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে জ্ঞান শূন্য এবং রাজনীতিজ্ঞান নগণ্য। পৃষ্ঠা ১৭৫

২. **স্ট্রাডিফেরিয়াস বেহালা :** *এ স্টাডি ইন স্কারলেট* উপন্যাসের প্রথম অংশের তৃতীয় অধ্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য। *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কার্ডবোর্ড বক্স* গল্পে দেখা গেছে হোমসের একটি স্ট্রাডিফেরিয়াস বেহালা ছিল। পৃষ্ঠা ১৭৫

৩. **সিংহলের বৌদ্ধধর্ম :** সিংহল বা বর্তমান শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যার সিংহভাগ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সিংহলে থেরবাদী বা হীনযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত। উনবিংশ শতকের আশির দশকে সিংহলে সংখ্যালঘু মুসলমান ধর্মাবলম্বী, তামিল এবং বৌদ্ধদের মধ্যে কিছু বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছিল। হোমস সম্ভবত সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। পৃষ্ঠা ১৭৫

৪. **পোর্ট মদ :** পোর্ট বা 'ভিনো দো পোর্টো' মদ প্রথম তৈরি হয় পোর্তুগালের উত্তর অঞ্চলে ডুয়োরো উপত্যকায়। এটি মিষ্ট স্বাদের লাল মদ এবং এটি সেবনের নিয়ম ডিনারের পর। আসল পোর্ট ডুয়োরো উপত্যকায় আলাদাভাবে জন্মানো আঙুর দিয়ে তৈরি হলেও অন্য বহু দেশে একই পদ্ধতি মেনে পোর্ট মদ তৈরি করা হয়। পৃষ্ঠা ১৭৫

৫. **টাওয়ারের দিকে :** দ্য টাওয়ার বা টাওয়ার অব লন্ডন নামে খ্যাত এই ঐতিহাসিক কেল্লাপ্রাসাদের পোশাকি নাম 'হার ম্যাজেস্টিজ রয়্যাল প্যালেস অ্যান্ড ফোর্ট্রেস'। টেমস নদীর উভয় তীরে অবস্থিত এই প্রাসাদ ১৭০৮-এ উইলিয়াম দ্য কনকারার কর্তৃক নির্মিত। কখনো দুর্গ, কখনো কারাগার, কখনো অস্ত্রাগার, কখনো বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহৃত এই স্থাপত্য বর্তমানে এক বিখ্যাত পর্যটক-আকর্ষণ। পৃষ্ঠা ১৭৫

৬. **হাইড্রোকার্বন দ্রবণীয় কিনা** : ইংরেজ হোমস-গবেষক কেউ কেউ এই বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কারণ, তাঁদের মতে, কোনো রসায়নবিদ-এর কাছে হাইড্রোকার্বনের দ্রবণীয়তা কোনো সমস্যাই নয়। পৃষ্ঠা ১৭৬

৭. **সেন্ট পলস** : লন্ডনের উচ্চতম এলাকা লুডগেট হিল-এ অবস্থিত সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল হল বিশপ অব লন্ডনের আবাসস্থল। ক্যাথিড্রালের বর্তমান স্থাপত্য খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের। কিন্তু আসল ক্যাথিড্রাল ৬০৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বলে মনে করা হয়। ১৭১০-এ নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯৬২ পর্যন্ত এই ক্যাথিড্রালই ছিল লন্ডন শহরের উচ্চতম স্থাপত্য। এর উচ্চতা ১১১ মিটার বা ৩৬৫ ফুট। পৃষ্ঠা ১৭৮

৮. **স্টোকার** : বাষ্পচালিত জাহাজ বা রেল-এর ইঞ্জিনের জ্বলন্ত বয়লারে বেলচা করে কয়লা দেওয়া যে-শ্রমিকের কাজ, তাকে স্টোকার (stoaker) বলা হয়। পৃষ্ঠা ১৮০

৯. **পুল** : লন্ডন ব্রিজ থেকে রিজেন্ট ক্যানালের সামান্য আগে পর্যন্ত টেমস নদীর অংশের নাম 'পুল'। ৩৩ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা যখন লন্ডন শহর প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় থেকে গত শতক পর্যন্ত টেমসের এই অংশ ছিল এক ব্যস্ত জলপথ। ১৯৫০-এ রেলপথ প্রতিষ্ঠার পর এই ব্যস্ততা খানিক স্তিমিত হয়। পৃষ্ঠা ১৮১

১০. **ডেভফোর্ড রীচ** : লাইমহাউস রীচ-এর শেষ প্রান্ত থেকে গ্রীনউইচ ফেরি পর্যন্ত টেমস নদীর অংশ ডেভফোর্ড রীচ নামে পরিচিত। পৃষ্ঠা ১৮১

১১. **আইল অফ ডগস** : লাইমহাউস এবং ব্ল্যাকওয়েলের মাঝামাঝি, টেমস নদীর মধ্যে ঢুকে আসা এক চিলতে উপদ্বীপ-জাতীয় ভূখণ্ডের নাম আইল অব ডগস (Isle of Dogs)। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে এর পেছনের অংশে একটি খাল কাটা হলে এই উপদ্বীপ পরিণত হয় দ্বীপ-এ। এই অংশটির নামের উৎস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পৃষ্ঠা ১৮১

১২. **নিউফাউন্ডল্যান্ড কুকুর** : কালো, বাদামি, ধূসর বা সাদা এবং কালোর মিলিত রঙের বৃহদাকার কুকুর। কানাডা-র নিউফাউন্ডল্যান্ডের জেলেরা এই কুকুরের প্রজনন প্রচলন করেন। জলে ডুবে যাওয়া থেকে মানুষকে বাঁচানোয় এই জাতের কুকুর বিশেষ পারদর্শী। পৃষ্ঠা ১৮১

১৩. **বার্কিং লেভেল** : বার্কিং রীচ নামক টেমসের এই অংশে লন্ডন শহরের বর্জ্য নর্দমা-পথে পরিত্যক্ত হত। পৃষ্ঠা ১৮১

১৪. **প্লামস্টীড মার্সেস** : জলাজমি ও বদ্ধ জলাশয় নিয়ে গড়ে ওঠা এই অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে একসময়ে সৈন্যরা বন্দুক চালানো অভ্যাস করতেন। পরে উলউইচ-এ জনবসতি গড়ে উঠলে প্লামস্টীড অঞ্চলেও বসতি স্থাপন শুরু হয়। পৃষ্ঠা ১৮১

১১. আগ্রা সম্পদ

১. **ব্র্যান্ডি** : ওয়াইন বা মদকে আরও পরিশ্রুত বা 'ডিস্টিল' করে পাওয়া, শতকরা ৩৫ থেকে ৬০ ভাগ অ্যালকোহল যুক্ত পানীয়। আঙুর থেকে তৈরি গ্রেপ ব্র্যান্ডি, আঙুর ছাড়া অন্য ফল থেকে তৈরি ফ্রুট ব্র্যান্ডি এবং আঙুরের ছাল, বীজ বা অন্য অংশ থেকে তৈরি 'পমেস ব্র্যান্ডি'— এই তিন রকমের ব্র্যান্ডি পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ১৮৪

২. **ডার্টমুর জেল** : ডার্টমুরের জঙ্গলে প্রিন্সটাউনে জেলখানা নির্মিত হয়েছিল ফরাসি যুদ্ধবন্দীদের রাখার জন্য উনবিংশ শতকের গোড়ায়। ডার্টমুর জেল-এর উল্লেখ পাওয়া যায় *দ্য হাউন্ডস অব দ্য বাস্কারভিল* উপন্যাসেও। নিরাপত্তা এবং কঠোরতার জন্য বিখ্যাত এই কারাগার এখনও কারাগার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠা ১৮৪

৩. **ব্রেজিল** : দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটি উনবিংশ শতকে ছিল ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী এবং অপরাধীদের পলায়নের স্থান। বিশাল দেশজুড়ে পড়ে থাকা অনাবাদি জমির দখল নিয়ে তামাক বা অন্য কিছুর চাষ আরম্ভ করতেন ইউরোপ থেকে আগত মানুষজন। ব্রিটিশ বা অন্য ইউরোপীয় আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়া যেত এইভাবে। বিংশ শতাব্দীতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ-অপরাধী জার্মান নাজীদেরও দেখা গেছে ব্রেজিল বা আর্জেন্টিনায় গিয়ে আশ্রয় নিতে। ব্রেজিলে চলে যাওয়ার এই ধরনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ড্যানিয়েল ডিফো-র বিখ্যাত উপন্যাস *রবিনসন ক্রুশোতে*। পৃষ্ঠা ১৮৫

৪. **কাশীর ধাতুর কাজ** : ইংরেজদের কাছে কাশী পরিচিত 'বেনারস' নামে। শহরের দুই প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত নদী 'বরুণা' এবং 'অসি'-র মাঝে অবস্থিত। তাই নাম বারাণসী। সেই থেকে ইংরেজদের মুখে 'বেনারস'। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সোনার জালের বা তারের কাজে খ্যাতি ছিল বেনারসের। পরে ধাতুর কাজের জন্য উত্তরপ্রদেশেরই মোরাদাবাদ শহর প্রসিদ্ধি লাভ করে। উনবিংশ শতকে বেনারস বা কাশী ছিল 'নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স অব ইন্ডিয়া'-র অন্তর্গত। পৃষ্ঠা ১৮৭

১২. জোনাথন স্মলের বিচিত্র কাহিনি

১. **গরান গাছ** : বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চলে, বার্মা বা মায়ানমার, মালয়, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে এবং আন্দামানে গরান গাছ দেখা যায়। এগুলি এক ধরনের 'ম্যানগ্রোভ' বৃক্ষ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Ceriops Decandra। পৃষ্ঠা ১৯০

২. **কালাজ্বর :** যকৃৎ, প্লীহা বা অস্থিমজ্জায় আশ্রয় নেওয়া পরজীবী জীবাণু-ঘটিত রোগ কালাজ্বর বা ব্ল্যাক-ফিভার-এর বৈজ্ঞানিক নাম Visceral leishmeasis। কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছিলেন বাঙালি চিকিৎসাবিদ ড. ইউ. এন. ব্রহ্মচারী। প্রাণঘাতী পরজীবী-ঘটিত রোগ হিসেবে ম্যালেরিয়ার পরেই এর স্থান। পৃষ্ঠা ১৯০

৩. **উর্স্টার্সশায়ার :** মধ্য ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে অবস্থিত কাউন্টি উর্স্টার্সশায়ার গঠিত প্রধানত গ্রাম্য অঞ্চল নিয়ে। এখানকার প্রধান শহর উর্স্টার্স বিখ্যাত সেখানকার ক্যাথিড্রালের জন্য। পৃষ্ঠা ১৯১

৪. **পার্শোর :** অ্যাভন নদীর তীরে অবস্থিত ছোট্ট গঞ্জ-শহর পার্শোর। ওয়ারউইকশায়ার কলেজের অন্তর্গত পার্শোর কলেজ এবং পার্শোর অ্যাবে এখানকার প্রধান আকর্ষণ। পৃষ্ঠা ১৯১

৫. **থার্ড বাফস :** ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর এই পুরোনো বিভাগ সরকারিভাবে পরিচিত ছিল 'বাফস' বা 'ইস্ট কেন্ট রেজিমেন্ট' নামে। এই রেজিমেন্ট গঠিত হয়েছিল তৃতীয় পদাতিক বাহিনী বা 'থার্ড ফুট' নিয়ে। সেইজন্য লোকমুখে এর নাম হয় 'থার্ড বাফস'। ১৮৪৩-এ ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধে অংশগ্রহণের পর এই রেজিমেন্ট ক্রিমিয়ায় প্রেরিত হয়। পৃষ্ঠা ১৯১

৬. **নীলের চাষ :** বঙ্গদেশে নীলের চাষ শুরু হয় ১৭৭৭ সালে। ইংরেজরা বাংলার নবাবদের থেকে দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করলে নীলের চাষ বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয়রা বাংলার চাষিদের বাধ্য করতে শুরু করে অন্য চাষ বন্ধ রেখে নীলের চাষ করতে। নীল প্রধানত চাষ হত মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, পাবনা, নারাইল, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে। উত্তর ভারতে নীলের চাষ সামান্য হলেও বাংলাদেশেই তা ছিল সর্বাধিক। পৃষ্ঠা ১৯১

৭. **সিপাই বিদ্রোহ :** দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি শুরু হয়েছিল ১৯৫৭-র দশই মে মিরাটে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিতে মোগল বাদশা বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট ঘোষণা করা হয় এবং বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য ভারত এবং বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে। বিদ্রোহী সিপাইদের সঙ্গে যোগ দেন নানাসাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপী, আজিমুল্লা, খান বাহাদুর খাঁ প্রমুখ বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের শাসক ও নেতাগণ। বিদ্রোহের বাইরে থাকায় পাঞ্জাবের শিখ সৈন্যবাহিনী এবং নেপালের গোর্খা সৈন্যরা ইংরেজদের এই বিদ্রোহ দমনে প্রভূত সাহায্য করেন। প্রধানত ইংরেজ সৈন্যদের উৎকৃষ্টতর সমর-শিক্ষা, ভারতীয় সিপাইদের বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের মধ্যে যোগাযোগের অভাব, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিপাইদের নৃশংসতার বহিঃপ্রকাশ প্রভৃতি কারণে ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। ১৮৫৮-র নভেম্বর মাসে ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় বিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক অবসান সূচিত হয়। পৃষ্ঠা ১৯২

৮. **সারে :** বৃহত্তর লন্ডন বা গ্রেটার লন্ডনের লাগোয়া, ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত কাউন্টি সারে। সারে-কে 'হোম কাউন্টি' হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কাউন্টির বিশেষত্ব এখানকার শান্ত এবং গ্রাম্য পরিবেশ। পৃষ্ঠা ১৯২

৯. **কেন্ট :** বাগান, খামার এবং আবাদের আধিক্যর জন্য 'কেন্ট' কাউন্টিকে বলা হয় 'দ্য গার্ডেন অব ইংল্যান্ড'। দক্ষিণ পূর্ব ইংল্যান্ডে অবস্থিত এই কাউন্টির নামে আগে ছিল কান্টিয়া (Cantia)। এখানকার প্রধান শহরগুলি হল মেইডস্টোন, রচেস্টার এবং ক্যান্টারবেরি। ইংলিশ চ্যানেলে তীরবর্তী অঞ্চল কেন্ট-এর গুরুত্ব লন্ডন শহর এবং ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের মাঝে অবস্থিত হওয়ার কারণে। কোনো পরিষ্কার দিনে এখানকার কয়েকটি জায়গা থেকে ফরাসি ভূখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ১৯২

১০. **থার্ড বেঙ্গল ফিউজিলীয়ার** : সিপাই বিদ্রোহের সময়ে গোর্খা সৈন্যদের নিয়ে গড়া যে-বাহিনী ইংরেজদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বিদ্রোহ দমনে প্রবল সাহসিকতার পরিচয় দেয় সেটির নাম 'থার্ড বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রি'। পৃষ্ঠা ১৯৩

১১. **শিখ** : খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষে বা ষোড়শ শতকের শুরুতে গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রবর্তন করেন। গুরু নানককে প্রথম গুরু ধরে, দশম গুরু গোবিন্দ সিং শিখ ধর্মে 'খালসা' নামক ধর্মগ্রহণ রীতি প্রচলন করেন এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে মহারাজ রণজিৎ সিং প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম শিখ রাজ্যের। ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৯-এ সংঘটিত ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পর রণজিৎ সিংহের রাজত্ব, অর্থাৎ পাঞ্জাব অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়। পৃষ্ঠা ১৯৩

১২. **শাহগঞ্জ** : আগ্রা শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠে অবস্থিত শাহগঞ্জে ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাইদের যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৫৮-র পাঁচই জুলাই। পৃষ্ঠা ১৯৩

১৩. **চিলিয়ানওয়ালা** : ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ জয় ইংরেজ পক্ষকে এক সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে আসে। ১৮৪৯-এর তেরোই জানুয়ারি তারিখের এই যুদ্ধের ক-দিনের মধ্যেই শিখ বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে। পৃষ্ঠা ১৯৩

১৪. **শিখ অনুচর** : জোনাথন স্মল বা ড. ওয়াটসন সম্ভবত সব পাঞ্জাবিকেই 'শিখ' ধরে নিয়েছেন। স্মলের এই অনুচরদের নাম দেখে অনুমান করা যায় যে এরা জাতিতে পাঞ্জাবি হলেও ধর্মে মুসলমান ছিলেন। পৃষ্ঠা ১৯৪

১৫. **শাল মোড়া একটা পোঁটলা :** পোঁটলার ভেতরে রাখা বাক্সটাকে খালি অবস্থায় তুলতেই মিসেস মর্সটানকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সেই বাক্সটিকে ভরতি অবস্থায় শাল মুড়ে নিয়ে 'বেঁটে, মোটা, গোলগাল' মানুষটির এহেন বিচরণ এবং দৌড়ঝাঁপ কিছু বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পৃষ্ঠা ১৯৭

১৬. **গ্রেট মোগল :** ১৭০১ সালে এক ক্রীতদাস এই বৃহদাকার হীরকখণ্ডটি আবিষ্কার করে। এর আনুমানিক ওজন ৭৮৭ থেকে ৭৯৩ ক্যারাটের মধ্যে। গ্রেট মোগলের মালিক ছিলেন মোগল সম্রাট শাহজাহান। এখন এটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। পৃষ্ঠা ২০০

১৭. **পদ্মরাগমণি** : এই ধরনের রত্ন যার ইংরেজি নাম কার্বাঙ্কল, উল্লেখ পাওয়া যায় *দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্লু কার্বাঙ্কল* গল্পে। পৃষ্ঠা ২০০

১৮. **অনেক দামি দামি পাথর** : স্মল এবং তার তিন স্যাঙাত প্রথমবার 'গুনে গুনে ফর্দ তৈরি' করার বহু বছর পর সিন্দুকটি আবার দেখল সেদিন রাতে, বা তার দু-এক দিন আগে। এভাবে এতগুলি সংখ্যা মনে রাখা বা না-জানা জহরতের নাম পরে জানা একটু আশ্চর্যের।

১৯. **উইলসন** : বিদ্রোহী সিপাইদের হাত থেকে যে ইংরেজ ফৌজ দিল্লি পুনর্দখল করেছিল, তার অধিনায়ক ছিলেন স্যার আর্চডেল উইলসন (১৮০৩-১৮৭৪)। পৃষ্ঠা ২০০

২০. **স্যার কলিন** : ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়েছিলেন ব্রিটিশ সমরনায়ক স্যার কলিন ক্যাম্পবেল (১৭৯২-১৮৬৩)। লক্ষ্ণৌ শহরকে সিপাইদের অবরোধ থেকে মুক্ত করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। পরে তিনি 'লর্ড ক্লাইভ' নামে অভিহিত হন। পৃষ্ঠা ২০০

২১. **কর্নেল গ্রেথেড** : বিদ্রোহী সিপাইদের থেকে আগ্রা শহরকে মুক্ত করেন স্যার এডোয়ার্ড হ্যারিস গ্রেথেড (১৮১২-১৮৮১)। পৃষ্ঠা ২০০

২২. **প্যান্ডিদের** : বিদ্রোহী সিপাইদের চলতি ইংরেজি ভাষায় 'প্যান্ডি' বলা হত। ১৮৫৭-র উনিশে মার্চ কলকাতার উপকণ্ঠে ব্যারাকপুরে ইংরেজদের প্রতি প্রথম বিরুদ্ধাচারণ করেন সিপাই মঙ্গল পাণ্ডে। সিপাই বিদ্রোহের প্রথম বিদ্রোহী এবং প্রথম শহিদ তিনি। তাঁর পদবি 'পান্ডে'-র অনুসরণে বিদ্রোহী সিপাইদের 'প্যান্ডি' নামের উদ্ভব। পৃষ্ঠা ২০০

২৩. **পোর্টব্লেয়ার** : আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্টব্লেয়ারে ইংরেজরা প্রথম বসতি স্থাপন করে ১৭৮৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে, লেফটেন্যান্ট আর্চিবল্ড ব্লেয়ারের উদ্যোগে। ব্লেয়ার আন্দামানে প্রথম পদার্পণ করেন ১৭৮৮-তে এবং ওই দ্বীপের নাম রাখেন পোর্ট কর্নওয়ালিস। কমোডোর উইলিয়াম কর্নওয়ালিস ছিলেন ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান নেভীর তৎকালীন অধ্যক্ষ। ব্লেয়ার ইংল্যান্ডে ফিরে যান ১৭৯৫-এ এবং মারা যান ১৮১৫ সালে। তারও পরে ওই দ্বীপের পোর্টব্লেয়ার নামকরণ হয়। পৃষ্ঠা ২০১

২৪. **মাউন্ট হ্যারিয়েট** : দক্ষিণ আন্দামানের সর্বোচ্চ পর্বত মাউন্ট হ্যারিয়েটের উচ্চতা ৩৬৫ মিটার। পৃষ্ঠা ২০১

২৫. **পাঠান** : সাধারণভাবে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল, আফগানিস্তান এবং তুর্কিস্তান থেকে আগত মুসলমানদের পাঠান মনে করা হলেও, পূর্ব আফগানিস্তানের পাসতো-ভাষী ওয়াজিরি এবং আফ্রিদি ও কাবুল উপত্যকার কাফিরিজনভুক্ত উপজাতি পাঠান নামে পরিচিত। পৃষ্ঠা ২০৫

২৬. **মালয় তীর্থযাত্রী** : বর্তমান মায়ানমার, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড রাষ্ট্র নিয়ে মালয় উপদ্বীপ গঠিত। পৃষ্ঠা ২০৬

২৭. **সিঙ্গাপুর** : বিষুবরেখার পঁচাশি মাইল উত্তরে, মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণতম প্রান্তে দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুর অবস্থিত। চিন, মালয়, ভারত, এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং ককেশীয় মানুষদের বাস বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এই বাণিজ্য-শহরে। পৃষ্ঠা ২০৬

২৮. **জেড্ডা** : লোহিত সাগরের তীরে, সৌদি আরবের বৃহত্তম বন্দর জেড্ডার গুরুত্ব মক্কার প্রবেশপথ হিসেবে। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধ-এর পর দেশের বৃহত্তম শহর জেড্ডা। পৃষ্ঠা ২০৬

২৯. **মক্কা** : মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের পবিত্রতম তীর্থ মক্কা সৌদি আরবে অবস্থিত। লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত জেড্ডা বন্দর থেকে ৪৫ মাইল দূরে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯০৯ ফুট উঁচু এক সংকীর্ণ উপত্যকায় মক্কার অবস্থান। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে হজরত মহম্মদ মক্কা শহরে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন এবং প্রচার করেন। ইসলামি নিয়মে প্রত্যেক সমর্থ মুসলমানের জীবনে অন্তত একবার মক্কা আগমন অবশ্য কর্তব্য। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিভিন্ন স্থানীয় 'শরিফ' দ্বারা শাসিত হওয়ার পর ১৯২৪ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর সৌদি আরবের অন্তর্ভুক্ত হয় এই পবিত্র শহর। পৃষ্ঠা ২০৬

৩০. **কাহিনিটা সত্যিই অত্যন্ত অসাধারণ** : হোমস-কাহিনির এক সমালোচক (জন লিনসেনমেয়র) *দ্য সাইন অব ফোর*-এর এই অংশটিতে বর্ণিত জোনাথন স্মলের বলা গল্পটিতে বেশ কয়েকটি অসংগতির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, শোল্টো এবং মর্সটান 'থার্টিফোর্থ বম্বে ইনফ্যান্ট্রি'-র অফিসার হওয়ায় তাদের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আন্দামানে কাজ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, শোল্টোর বাড়ির নাম 'পণ্ডিচেরী লজ' হওয়ার কথা নয়। কারণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল পণ্ডিচেরী ছিল ফরাসি উপনিবেশ। তার সঙ্গে এক ব্রিটিশ সৈনিকের কোনো যোগাযোগ থাকার কথা নয়। তৃতীয়ত, আন্দামানে পাঠান প্রহরী থাকাও বিস্ময়কর। কারণ, ওই বিশেষ সময়ে পাঠানদের সচরাচর ব্রিটিশ সৈন্যদলে নিয়োগ করা হত না। এ ছাড়া স্মল-এর তিন বন্ধুর নামের গলদ এবং দ্বীপবাসীদের চেহারা ও স্বভাবের বিবরণের ভ্রান্তি তো রয়েইছে। পৃষ্ঠা ২০৭

৩১. **গ্যেটের লাইন কটা** : গ্যেটে এবং শিলার (Schiller) রচিত Xenien থেকে উদ্ধৃত এই লাইনগুলির মরিস রোজেনব্লুম-কৃত ইংরেজি অনুবাদ নিম্নরূপ :

'Nature, alas, made only one being out of you although there was material enough for a good man and a rogue.' পৃষ্ঠা ২০৮

দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস

১. শার্লক হোমস

১. **দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস** : 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনে আগস্ট ১৯০১ থেকে এপ্রিল ১৯০২ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এই উপন্যাস। স্ট্র্যান্ড-এ শেষ কিস্তি প্রকাশিত হওয়ার আগেই জর্জ নিউয়েন্স সংস্থা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস। পৃষ্ঠা ২০৯

২. **বেলায় ওঠে ঘুম থেকে** : *দ্য স্পেকল ব্যান্ড, এ স্টাডি ইন স্কারলেট* প্রভৃতি কাহিনিতে হোমসকে ওয়াটসনের অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে দেখা গেছে। পৃষ্ঠা ২১১

৩. **পেন্যাঙ লইয়ার** : মালয়ের পেন্যাঙ দ্বীপে উৎপন্ন পাম (Palm) জাতীয় গাছ লিকুয়ালা (Licuala) থেকে প্রাপ্ত বেত দিয়ে নির্মিত ছড়ি। এর ওপরের প্রান্ত অন্য অংশের তুলনায় চওড়া ও মোটা হয়। *দ্য সিলভার ব্লেজ* কাহিনিতে এই ছড়ি বা ওয়াকিং স্টিক-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ২১১

৪. **এম আর সি এস** : মেম্বার অফ দ্য রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস। ১৮০০ সালের রাজকীয় সনদে রয়্যাল কলেজ অব সার্জনস সৃষ্টি হয়। এর আগে এর নাম ছিল কোম্পানি অফ সার্জনস। হোমসের যুগে এম আর সি এস কোনো উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি নয়, ব্যবহৃত হত চিকিৎসা ব্যাবসার অনুমতি হিসেবে। এঁরা শুধু রোগ নির্ণয় করতেন। ওষুধ দিতে পারতেন না। পৃষ্ঠা ২১১

৫. **শেরিং ক্রস হাসপাতাল** : লন্ডন শহরের ভিলিয়ার্স স্ট্রিট-এ অবস্থিত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৩ সালে। এর প্রচলিত নাম ওয়েস্ট লন্ডন ইনফার্মারি। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ড. বেঞ্জামিন গোল্ডিং। বর্তমানে এই হসপিটাল তথা মেডিক্যাল কলেজের পোশাকি নাম শেরিংক্রস অ্যান্ড ওয়েস্টমিনস্টার মেডিক্যাল স্কুল। পৃষ্ঠা ২১২

৬. **টেরিয়ার** : আকারে ছোটো কিন্তু কর্মক্ষম ও সাহসী কুকুর। টেরিয়ারের বিভিন্ন প্রজাতি দেখা যায়। প্রধান প্রজননস্থল গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ড। ইঁদুর, খরগোশ এবং শেয়ালের উপদ্রব কমাতে টেরিয়ার কুকুর ব্যবহার করা হত। পৃষ্ঠা ২১৩

৭. **ম্যাসটিফ** : বড়ো চেহারা ও লম্বা মাথাওয়ালা কুকুর ম্যাসটিফ লুপ্ত প্রজাতির কুকুর অ্যালাউন্ট-এর বংশাবতংশ। উলফহাউন্ড বা গ্রেট ডেন বেশি লম্বা হলেও তাদের ম্যাসটিফের মতো স্বাস্থ্য হয় না। নানা প্রজাতির ম্যাসটিফের মধ্যে ইংলিশ ম্যাসটিফের পুরুষ কুকুর ত্রিশ ইঞ্চি পর্যন্ত এবং মাদি কুকুর সাড়ে সাতাশ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। পৃষ্ঠা ২১৩

৮. **ডার্টমুর** : মধ্য ডেভনের জলাভূমি এবং রুক্ষ পাহাড়ি অঞ্চল। গ্রানাইট ও অন্য শিলায় গঠিত পাথুরে উঁচু জমি, যা টর (Tor) নামে খ্যাত, ডার্টমুরের প্রকৃতির এক বিশেষত্ব। ডার্টমুরের বেশির ভাগ এলাকা ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে। পৃষ্ঠা ২১৩

৯. **ডেভন** : দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডের অঞ্চল 'ডেভন' কখনো ডেভনশায়ার নামেও অভিহিত হয়। এক্সিটার এবং প্লাইমাউথ এই অঞ্চলের দুটি প্রধান শহর। পৃষ্ঠা ২১৩

১০. **জ্যাকসন পুরস্কার** : শল্য-চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি বছর রয়্যাল কলেজ অব সার্জনস-এর একজন ফেলো বা সদস্যকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৮০০ সালে ড. স্যামুয়েল জ্যাকসন এই পুরস্কার প্রদানের প্রচলন করেন। তখন পুরস্কার মূল্য ছিল দশ পাউন্ড। ১৯৯৫-এ পুরস্কার মূল্য আড়াই হাজার পাউন্ডে বর্ধিত করা হয়। পৃষ্ঠা ২১৩

১১. **হাই বারো** : ডেভন-এর অন্তর্গত পাথুরে পাহাড় ও অরণ্যময় অঞ্চল। নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত। পৃষ্ঠা ২১৩

১২. **সামান্য এম আর সি এস আমি** : এই কাহিনিতে পরে আর কখনো ড. মর্টিমার-কে এই ধরনের বিনয় প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। পৃষ্ঠা ২১৫

১৩. **delichocephalic** : নৃতাত্ত্বিক ও অস্থিবিদ্যার ভাষায় সাধারণের চাইতে লম্বা গড়নের মাথা বা করোটি। করোটির প্রশস্ততম অংশের মাপকে এর ওপরনীচে দীর্ঘতম অংশে মাপ দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করলে Cephalic index পাওয়া যায়। এই index পঁচাত্তর বা অধিক হলে সেই খুলিকে ডেলিকোসেফালিক বলা হয়। পৃষ্ঠা ২১৫

১৪. **মঁসিয়ে বার্টিলন** : আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ পদ্ধতি প্রচলনের আগে ফ্রান্সের প্যারি শহরে পুলিশপ্রধান আলফোঁসে বার্টিলঁ অপরাধীর চেহারার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অপরাধী চিহ্নিতকরণের উপায় আবিষ্কার করেন। Alphonse Bertillon (1853-1914) প্রচলিত এই পদ্ধতিকে 'বার্টিলনেজ' বলা হত এবং এই পদ্ধতি ফ্রান্সে সরকারিভাবে গৃহীত হয় ১৮৮৮ সালে। পৃষ্ঠা ২১৬

২. বাস্কারভিল বংশের অভিশাপ

১. **এক ইঞ্চি কি দু-ইঞ্চির মতো পাণ্ডুলিপি :** বেশ কিছু সমালোচকের মতে পাণ্ডুলিপির ওইটুকু অংশ দেখে তার প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা একটু কষ্টকল্পিত। পৃষ্ঠা ২১৬

২. **মহাবিপ্লব :** রাজা প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট-এর বিরোধিতা The Great Remonstrance প্রথম সংঘটিত হয় ১৬৪১-এর পয়লা ডিসেম্বর। এই ঘটনার থেকে সৃষ্টি হয় ১৬৪২ থেকে ১৬৫১ সাল পর্যন্ত ব্যাপী ইংলিশ সিভিল ওয়ার। পার্লামেন্ট-পন্থী বনাম রাজপন্থীদের এই সশস্ত্র যুদ্ধের অবসান ঘটে ১৬৫১-র তেসরা সেপ্টেম্বর উর্স্টার্স-এর যুদ্ধে রাজপন্থীদের পরাজয়ে। পৃষ্ঠা ২১৮

৩. **লর্ড ক্ল্যারেনডন :** দুই ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী, দ্বিতীয় মেরি এবং কুইন অ্যানি-র পিতামহ ফার্স্ট আর্ল অব ক্ল্যারেনডন-এর আসল নাম এডোয়ার্ড হাইড। এই লর্ড ক্ল্যারেনডন (১৬০৯-১৬৭৪) ছিলেন একাধারে রাজপুরুষ এবং ইতিহাসবিদ। তাঁর রচিত 'হিস্ট্রি অব দ্য রেবেলিয়ন অ্যান্ড সিভিল ওয়ারস ইন ইংল্যান্ড বিগান ইন দ্য ইয়ার ১৬৪১' রচিত হয় ১৬৭৪-এ, কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৭০২ সালে। এই গ্রন্থের কথাই এই উপন্যাসে বলা হয়েছে। পৃষ্ঠা ২১৮

৪. **সেন্ট মাইকেলের ভোজ :** 'মাইকেলেনাস' নামে পরিচিত 'ফিস্ট অব আর্কেঞ্জেল মাইকেল অ্যান্ড আদার অ্যাঞ্জেলস' ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডে প্রতি বছর উনত্রিশে সেপ্টেম্বর পালিত হয়। ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ এই উৎসব পালন না-করলেও গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ 'মাইকেলেনাস' পালন করে আটই নভেম্বর। পৃষ্ঠা ২১৮

৫. **লিবারাল প্রার্থী :** ১৮৫৯-এ গঠিত লিবারাল পার্টি ১৯৮৮ সালে লোপ পায় এর সদস্যরা লিবারাল ডেমোক্র্যাট এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট হিসেবে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায়। ব্রিটেনের রাজনীতিতে লিবারাল প্রার্থীদের উল্লেখযোগ্য জয় ১৮৮০-র নির্বাচনে। সেবার লিবারাল নেতা উইলিয়ম গ্ল্যাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী হন। পৃষ্ঠা ২২২

৬. **করোনার :** ব্রিটিশ আইনে যেকোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা প্রাথমিক তদন্ত করতেন করোনার। তাঁকে তদন্তে সাহায্য করতেন কমপক্ষে বারোজন জুরি। করোনারের তদন্ত-র ভিত্তিতে মৃত্যুর ঘটনায় দোষীর বিচার শুরু হত। আর দোষীকে চিহ্নিত না-করা গেলে তার সন্ধান করত পুলিশ। পৃষ্ঠা ২২৩

৭. **পোপ :** ওই বিশেষ সময়ে পোপ ছিলেন ত্রয়োদশ লিও। তাঁর পোপ থাকবার সময়কাল ১৮৭৮-এর ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯০৩-এর ২০ জুলাই। ত্রয়োদশ লিও-কে তাঁর ঠিক আগের পোপ নবম পায়াস-এর থেকে কম রক্ষণশীল মনে করা হত। পৃষ্ঠা ২২৪

৮. **প্রাসাদ :** পোপের প্রাসাদ 'অ্যাপোস্টোলিক প্যালেস' রোমে নয়, ভ্যাটিকান সিটি-তে অবস্থিত। পৃষ্ঠা ২২৪

৯. **হটেনটট :** দক্ষিণ আফ্রিকার খোইখোই (Khoikhoi) উপজাতির শাখা হটেনটটদের (Hottentot) আদি বাসস্থান বটসোয়ানা। এদের সঙ্গে বুশম্যান উপজাতির মানুষদের নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে। বটসোয়ানা থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে আসা হটেনটটরা বর্তমানে প্রধানত নামিবিয়া-র বাসিন্দা। পৃষ্ঠা ২২৫

১০. **দানব কুকুরের :** বিশেষজ্ঞরা বলেন, কোনো কুকুরের পায়ের ছাপ দেখে তার আকৃতি বা জাত আন্দাজ করা সম্ভব নয়। পৃষ্ঠা ২২৬

৩. প্রহেলিকা

১. **ওয়াটারলু স্টেশন :** মধ্য লন্ডনে অবস্থিত রেল স্টেশন। চালু হয় ১৮৪৮-এর এগারোই জুলাই। চালু করেন 'লন্ডন অ্যান্ড সাউথ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে'। প্রথমে নাম ছিল 'ওয়াটারলু ব্রিজ স্টেশন'। যাত্রী আসা যাওয়ার বিচারে ব্রিটেনের ব্যস্ততম রেল স্টেশন এটি। পৃষ্ঠা ২২৯

২. **হলুদ জ্বর :** ইয়েলো ফিভার। এক ধরনের ভাইরাসঘটিত অসুখ। কখনো মহামারীরূপে দেখা দেয় ক্রান্তীয় ও তদসংলগ্ন অঞ্চলে। এই ভাইরাসের বাহক 'এডিস ইজিপ্টা' (Aedes aegypti) নামক এক জাতের মশা। পৃষ্ঠা ২২৯

৩. **এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট :** অনেক সমালোচক লক্ষ করেছেন, ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বলা এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট থেকে কয়েক সেকেন্ডে দশ মিনিট কমে গেছে। পৃষ্ঠা ২২৯

৪. **দা-কাটা তামাক :** তামাক কাটার সূক্ষ্মতার ওপর তামাকের কড়া ভাব নির্ভর করে। দা-কাটা তামাক, অর্থাৎ ভারতবর্ষে কাটারি দিয়ে মোটা করে কাটা তামাক সম্ভবত সবচেয়ে কড়া ধূমপানের তামাক। ইংল্যান্ডে সবচেয়ে কড়া তামাকের প্রচলিত

নাম ‘শ্যাগ’ (Shag)। বাংলা-সাহিত্যে পরশুরাম তাঁর ছোটো গল্প ‘নীলতারা’-য় শার্লক হোমস এবং ওয়াটসনের চরিত্র ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে দেখা যায় কাহিনির নায়ক রাখাল মুস্তৌফিকে দা-কাটা তামাক দিয়ে হুঁকোয় ধূমপান করতে দেখে হোমস দা-কাটা তামাক (তাঁর উচ্চারণে ‘ড্যাকোটা’) লন্ডনে নিয়ে যেতে মনস্থ করেন। পৃষ্ঠা ২৩১

৫. **স্ট্যানফোর্ডের দোকান :** সামরিক মানচিত্র বিক্রেতা হিসেবে জনৈক ‘ই স্ট্যানফোর্ড’-এর নাম শোনা যায়। তাঁর ঠিকানা ছিল, ২৬, ককস্পার স্ট্রিট, শেরিংক্রস। পৃষ্ঠা ২৩২

৬. **গ্রিমপেন পল্লি :** এই নামের কোনো এলাকা ডার্টমুর অঞ্চলে না-থাকলেও ‘গ্রিমসপাউন্ড’ নামে ওই অঞ্চলে একটি জায়গা আছে। পৃষ্ঠা ২৩২

৭. **ল্যাফটার হল :** ডার্টমুরের জলা অঞ্চলের পুরোনো মানচিত্রে ‘ল্যাফটার টর’ নামে একটি টিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ২৩২

৮. **হাই টর :** ‘হাই টর’ নেই। তবে ওই এলাকায় ‘হায়ার টর’ আছে এবং আছে ‘হায়ার হোয়াইট’। পৃষ্ঠা ২৩২

৯. **চোদ্দো মাইল দূরে :** হোমস-গবেষকরা মনে করেন জেলখানা থেকে চোদ্দো মাইল ধরলে সেই অঞ্চল ‘মুর’ এলাকার বাইরে হবে। তাঁদের মতে এটি ছাপা বা টাইপের ভুলে ‘চার’-এর জায়গায় ‘চোদ্দো’ হয়েছে। পৃষ্ঠা ২৩২

৪. স্যার হেনরি বাস্কারভিল

১. **ব্যারনেট :** ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রথম জেমস ‘ব্যারনেট’ খেতাব প্রবর্তন করেন অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এটি একটি বংশানুক্রমিক খেতাব। পৃষ্ঠা ২৩৪

২. **টুইডস্যুট :** পশম থেকে তৈরি কাপড় টুইড দিয়ে বানানো স্যুট। টুইড-এর কোট বা প্যান্ট সাধারণত ইনফর্মাল (informal) পোশাক হিসেবে গণ্য হয়। ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডে শিকার বা ভ্রমণের সময়ে টুইড-এর তৈরি পোশাকের ব্যবহার দেখা যায়। পৃষ্ঠা ২৩৪

৩. **নরদামবারল্যান্ড হোটেল :** এই নামে লন্ডন শহরে কোনো হোটেল নেই। কিন্তু নরদামবারল্যান্ড অ্যাভিনিউ নামে যে-রাস্তা লন্ডন শহরে আছে, সেখানে অবস্থিত মেট্রোপোল হোটেল যথেষ্টই বিখ্যাত। পৃষ্ঠা ২৩৪

৪. **শেরিংক্রস :** মধ্য লন্ডনের একটি বিভাগ। ১২৯০ সালে রাজা প্রথম এডোয়ার্ড রানি ‘এলিয়নোর অব ক্যাস্টিল’-এর শেষযাত্রার (funeral procession) সময়ে এখানে একটি পাথরের তৈরি ‘ক্রস’ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে এই অঞ্চলের নাম শেরিংক্রস। নামের উদ্ভব ফরাসি বাক্যবন্ধ ‘শেরি রেইন’, যার অর্থ ‘প্রিয়তমা রানি’ থেকে। ১৬৪৩-এ ক্রশটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ১৮৬৩-তে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পৃষ্ঠা ২৩৪

৫. **এস্কিমো :** এস্কিমোরা হল সাইবেরিয়া, আলাস্কা, কানাডা এবং গ্রীনল্যান্ডের প্রাচীন অধিবাসী। ইউপিক, ইনুইট এবং অ্যালেউট— এই তিন গোষ্ঠীতে এস্কিমোরা বিভক্ত। সাইবেরিয়ায় ১৮,০০০ বছর এবং আলাস্কায় ১০,০০০ বছর আগে এস্কিমোদের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া গেছে। পৃষ্ঠা ২৩৬

৬. **বরজয়িস হরফ :** বিশেষ আকারের ছাপার হরফ। এই হরফ ব্যবহারে লাইনের আকার এবং দুই লাইনের মাঝের ফাঁক বিশেষ রীতি মেনে রক্ষা করা হয়। পৃষ্ঠা ২৩৬

৭. **লিডস মার্কারি :** ‘মার্কারি’ সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা ১৭১৮ সালে। ১৮০১ সালে এডোয়ার্ড বেইনস এটি কিনে নেওয়ার পর থেকে লিবারাল পার্টির মুখপত্রে পরিণত হয়। লিডস শহরে লিবারালদের প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল এই পত্রিকা। পৃষ্ঠা ২৩৬

৮. **ওয়েস্টার্ন মর্নিং ক্রনিকল :** ১৮৮১ সালে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস-এ আঞ্চলিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ১১৬৩। ‘ওয়েস্টার্ন মর্নিং নিউজ’ ইংল্যান্ডের প্রথম সংবাদপত্র যাতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রকাশিত হয় এবং ফ্লিট স্ট্রিটের অফিসে যাদের নিজস্ব টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ছিল। পৃষ্ঠা ২৩৬

৯. **অক্সফোর্ড স্ট্রিট :** লন্ডন শহরের ওয়েস্টমিনস্টার অঞ্চলে অবস্থিত একটি রাস্তা। আদতে এটি রোমানদের তৈরি, হ্যামশায়ার এবং কোলচেস্টারের সংযোগকারী পথ। বর্তমানে এটি শুরু হয়েছে নিউগেট থেকে। মার্বেল আর্চ থেকে হাইড পার্কের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য আড়াই কিলোমিটার। অক্সফোর্ড স্ট্রিট বিখ্যাত এখানে অবস্থিত বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এবং শপিং কমপ্লেক্স বা মলগুলির জন্য। সেলফ্রিজেস, মস ব্রাদার্স, মার্কস এ্যান্ড স্পেনসার, ডেবেনহ্যাম, জন লুই, নাইকি, অ্যাডিডাস, গাপ প্রভৃতি দোকানগুলি এই রাস্তায় অবস্থিত। পৃষ্ঠা ২৪০

১০. **আঞ্চলিক বার্তাবাহক :** ডাক-ব্যবস্থার সমান্তরাল ব্যক্তিগত মালিকানার সংবাদ বা বস্তু প্রেরণ ব্যবস্থা সে-সময়ে ইংলন্ডে প্রচলিত ছিল। এরা হয়তো আধুনিক 'কুরিয়ার' সার্ভিস-এরই তৎকালীন প্রকারভেদ। এদের বলা হত ডিস্ট্রিক্ট মেসেঞ্জার। কখনো সময়, কখনো দূরত্ব, কখনো গাড়ি-ভাড়ার ভিত্তিতে এদের মজুরি সাব্যস্ত হত। পৃষ্ঠা ২৪৩

১১. **বন্ড স্ট্রিট ললিতকলা প্রদর্শনী :** অক্সফোর্ড স্ট্রিট থেকে দক্ষিণে বাঁক নিয়ে শুরু হওয়া নিউ বন্ড স্ট্রিট আরও এগিয়ে হয়েছে ওল্ড বন্ড স্ট্রিট। এর শেষ পিকাডিলি-তে। এই রাস্তায় বেশ কয়েকটি আর্ট-গ্যালারির অবস্থান। হোমসের যুগে এখানে অবস্থিত গ্যালারিগুলির মধ্যে গ্রাফটন গ্যালারি, আগ্নিউ'জ, হ্যানোভার গ্যালারি, লেমার্সিয়ার গ্যালারি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পৃষ্ঠা ২৪৪

৫. তিনটে ছিন্ন সূত্র

১. **নিউ ক্যাসল :** উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডে টাইন নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত শহর। প্রথমে পশম ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেও পরে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হলে খনি এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়। নদীবন্দর হিসেবেও এই শহর গুরুত্বপূর্ণ। পৃষ্ঠা ২৪৪

২. **অ্যালটন :** হ্যামশায়ারে অবস্থিত অ্যালটন, উইনচেস্টার থেকে জলপথে ষোলো মাইল। এখানে তৈরি 'এল' (ale)-এর খ্যাতি আছে। আবার স্ট্যাফোর্ডশায়ার-এ স্টাফোর্ড শহর থেকে পনেরো মাইল উত্তর-পূর্বে একই নামে অন্য একটি জায়গা আছে। পৃষ্ঠা ২৪৪

৩. **গ্লসেস্টার :** দক্ষিণ পশ্চিম ইংল্যান্ডের একটি কাউন্টি গ্লস্টারশায়ারের প্রধান শহর গ্লসেস্টার। উচ্চারণ হয় গ্লস্টার। ৪৮ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা এই শহরের পত্তন করেন। সেভার্ন নদীর তীরবর্তী এই শহর ওয়েলস-এর সীমানায় অবস্থিত। নদীবন্দর হিসেবেও খ্যাত। পৃষ্ঠা ২৪৪

৪. **শ-পাঁচেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেস :** *দ্য ফাইনাল প্রবলেম* কাহিনিতে শার্লক হোমসকে এক হাজারের বেশি কেস-এর কথা বলতে শোনা যায়। তবে সেগুলির সব হয়তো 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' ছিল না। পৃষ্ঠা ২৪৬

৫. **দাড়িওয়ালা :** হোমস জানত লোকটির দাড়ি নকল। তা সত্ত্বেও দাড়িওয়ালা লোকের সন্ধান করা কিছুটা বিস্ময়কর। পৃষ্ঠা ২৪৬

৬. **ব্ল্যাকমেলার :** এই প্রসঙ্গে *চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন* কাহিনি দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ২৪৮

৭. **সাড়ে দশটার ট্রেনে :** সাড়ে দশটা কিংবা দশটা পঁয়ত্রিশের ট্রেন সেই সময়ে এক্সিটার পৌঁছত দুপুর দুটো বেজে আটাশ মিনিটে। সেখান থেকে কুমবে ট্রেসি-র জন্য ট্রেন বদলাতে হত। যদিও কুমবে-ট্রেসি কাল্পনিক নাম। সম্ভবত 'বভে ট্রেসি'-র নাম বদলে কুমবে ট্রেসি করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ২৪৯

৮. **প্যাডিংটন :** গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে-র লন্ডনের প্রান্তিক স্টেশন হিসেবে প্যাডিংটন স্টেশন নির্মিত হয় ১৮৩৮ সালে। এই স্টেশনেই রানি ভিক্টোরিয়া তাঁর জীবনের প্রথম রেলভ্রমণ সম্পন্ন করেন। পৃষ্ঠা ২৪৯

৯. **শিপলির গাড়ির আড্ডায় :** এই ধরনের আড্ডায় গাড়ি এবং ঘোড়া রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত। পৃষ্ঠা ২৫০

৬. বাস্কারভিল হল

১. **কলেজ অফ সায়েন্স-এর মিউজিয়াম :** জন হান্টারের (১৭২৮-১৭৯৩) ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রায় ১৪,০০০ বিভিন্ন বস্তু নিয়ে এই সংগ্রহশালা গঠিত হয়। হান্টার নিজে ছিলেন শল্যবিদ এবং অ্যানাটমি-বিশেষজ্ঞ। ১৭৯৯ সালে হান্টারের সংগ্রহ ব্রিটিশ সরকার কিনে নেয় এবং রয়্যাল কলেজ অব সার্জনস-কে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়। পৃষ্ঠা ২৫৪

২. **কেল্ট :** লৌহ যুগ (Iron Age) এবং রোমান যুগের ইউরোপের প্রাচীন জাতি। খ্রি. পূ. ১২০০-৪০০ অব্দে কেল্টদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। মধ্য ইউরোপ বা বর্তমান অস্ট্রিয়াকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে, আইবেরিয়ান উপদ্বীপে, কেল্টদের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ২৫৫

৩. **গেল :** গোইডেলিক (Goidelic) কেল্টিক ভাষী মানুষ। এদের বাসস্থান প্রধানত আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের কিছু অঞ্চলে। যিশু খ্রিস্টের প্রায় সমসময়ে গেলরা (Gaels) বিশ্বাস করতেন যে তাঁরা হলেন 'মিল এস্পাইন' (Mil Espaine) অর্থাৎ আয়ারল্যান্ডের আদি বাসিন্দাদের বংশধর। পৃষ্ঠা ২৫৫

৪. **আইভারনিয়ান** : আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীদের লাতিন ভাষায় হাইবারনিয়ান (Hibernian) বলা হয়। এই শব্দটি তারই বিকৃত উচ্চারণ। পৃষ্ঠা ২৫৫

৫. **ছোট্ট একটা স্টেশন** : কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন এই স্টেশনটি জলাভূমির দক্ষিণে অবস্থিত 'ব্রেন্ট' অথবা 'আইভিব্রিজ'। আবার অনেকের মতে এটি অ্যাশবার্টন, বোভে ট্রেসি বা বাকফাস্টলে-র মধ্যে যেকোনো একটি হওয়া সম্ভব। পৃষ্ঠা ২৫৬

৬. **ব্রাকেনফার্ন** : ফার্ন-এর একটি প্রজাতি। এর সবুজ অংশ মোটা এবং চওড়া হয়। পৃষ্ঠা ২৫৬

৭. **নটিংহিল** : কেনসিংটন বরোর (Borough) একটি অংশ নটিংহিল কেনসিংটন পার্ক নামেও পরিচিত। আগে এর নাম ছিল নটিংডেল। পৃষ্ঠা ২৫৭

৮. **সোয়ান আর এডিসন** : বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসনের ইলেকট্রিক বাল্‌ব আবিষ্কারের ঘোষণা হওয়ার অন্তত দশ মাস আগে নিউক্যাসলে যোসেফ সোয়ান কার্বনের ফিলামেন্ট যুক্ত বাল্‌ব প্রদর্শন করেন। ইংল্যান্ডে সোয়ান বাল্‌বের পেটেন্ট নেন ১৮৭৮-এ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এডিসন পেটেন্ট নেন ১৮৭৯ সালে। দুই বৈজ্ঞানিকের মধ্যে আইনি সংঘর্ষ মিটিয়ে নেওয়ার শর্ত হিসেবে এডিসনের ইংল্যান্ডের কারবারে অংশীদার হিসেবে গৃহীত হন সোয়ান। তাঁদের কোম্পানির নাম হয় 'এডিসন অ্যান্ড সোয়ান ইউনাইটেড ইলেকট্রিক কোম্পানি'। তাঁদের তৈরি বাল্‌বগুলির ব্র্যান্ড-নেম ছিল এডিসোয়ান (Ediswan)। পৃষ্ঠা ২৫৮

৯. **লোহার কুকুর** : ফায়ারপ্লেসের সামনে রাখার তেপায়া লোহার রেলিং বা স্ট্যান্ড জাতীয় বস্তুটিকে ইংরেজি ভাষায় 'ডগ' বা 'ক্যাট' বলা হয়। পৃষ্ঠা ২৫৯

৭. মেরিপিট হাউসের স্টেপলটনরা

১. **মেরিপিট হাউস** : ডার্টমুরে মেরিপিট নামে একটি প্রাচীন বসতি ছিল। পৃষ্ঠা ২৬৩

২. **মর্টিমার বলেছেন** : রোগীর রোগের বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে কিছু জানানো ড. মর্টিমারের উচিত হয়নি। এক্ষেত্রে তিনি পেশাদারি নিয়ম (professional ethics) লঙ্ঘন করেছেন। পৃষ্ঠা ২৬৪

৩. **গ্রিমপেন পঙ্কভূমি** : এটি একটি চোরাবালি গোছের জমি। ডার্টমুরের জলা অঞ্চলে অবস্থিত এই ধরনের অঞ্চলকে 'মায়ার' (Mire) বলা হয়। 'গ্রিমপেন মায়ার' নামে এ-রকম জায়গা না-থাকলেও, ডার্টমুরের ওই বিশেষ অঞ্চলে 'গ্রিমসপাউন্ড বগ' নামে একটি এলাকা আছে। পৃষ্ঠা ২৬৬

৪. **জলার বক** : বিটার্ন (Bittern) বা জলার বক এক ধরনের মাঝারি আকারের বক। ১৮৮৬ সালে এই প্রজাতির বক প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পৃষ্ঠা ২৬৭

৫. **প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের ঘনবসতি** : ডার্টমুরের গ্রিমসপাউন্ডের কাছে হাউন্ড টর-এ নিউলিথিক যুগের প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কোনো নৃতাত্ত্বিক এই মানুষদের হেমিটিক-ভাষী মনে করলেও, অন্যরা এ-বিষয়ে একমত হতে পারেননি। পৃষ্ঠা ২৬৮

৬. **সাইক্লোপাইড্‌স** : এই নামে পাঁচটি আলাদা প্রজাতির প্রজাপতিকে বোঝানো হত। তার মধ্যে ব্রিটেনে পাওয়া যেত মাত্র একটি প্রজাতি। এদের পরে 'চেকারড স্কিপার' নাম দেওয়া হয়। পৃষ্ঠা ২৬৮

৭. **খুবই দুষ্প্রাপ্য** : ডার্টমুর অঞ্চলে এই প্রজাপতি দুষ্প্রাপ্য নয়, অপ্রাপ্য। স্টেপলটন যদি সত্যিই সাইক্লোপাইডস দেখে থাকেন, তাহলে সেটিই ডার্টমুরে পাওয়া ওই প্রজাতির প্রজাপতির মধ্যে প্রথম নমুনা। পৃষ্ঠা ২৭০

৮. **লেপিডপটেরা** : প্রজাপতি, মথ এবং ওই জাতীয় পতঙ্গকে একত্রে লেপিডপটেরা বলা হয়। যাঁরা এদের নিয়ে গবেষণা করেন বা প্রজাপতি, মথ বা পতঙ্গ সংগ্রহ করেন, তাঁদের বলা হয় লেপিডপটেরিস্ট। পৃষ্ঠা ২৭২

৮. ডক্টর ওয়াটসনের প্রথম রিপোর্ট

১. **একটা পাতা দেখছি খোয়া গেছে** : ড. ওয়াটসনের পাঠানো চিঠি থাকবার কথা শার্লক হোমসের কাছে। হোমস চিঠি হারিয়ে ফেলবে— এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। পৃষ্ঠা ২৭৩

২. **তুলো ঘাস** : কটন গ্রাস (Eriophorum angustifolium) দেখতে তুলোর ডেলার মতো। এর রোঁয়া মোমবাতির সলতে, কাগজ, জ্বালানি প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠা ২৭৫

৯. ডক্টর ওয়াটসনের দ্বিতীয় রিপোর্ট : জলায় আলো

১. **প্লিমাউথ :** লন্ডন শহর থেকে ৩১০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ডেভন-এর অন্তর্গত শহর। ব্রোঞ্জ যুগে এই অঞ্চলে মনুষ্য বসতি ছিল বলে জানা গেছে। সপ্তদশ শতকে প্লিমাউথ একটি বন্দর-নগরী হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করে। বর্তমানে জনসংখ্যার বিচারে ইংল্যান্ডের পঞ্চদশতম নগরী। পশ্চিম ইউরোপের নৌশক্তির বৃহত্তম ঘাঁটি এইচ. এম. এন. বি. ডেভনপোর্ট প্লিমাউথে অবস্থিত। পৃষ্ঠা ২৮০

২. **ফাটল ধরা পাহাড়টা :** ড. ওয়াটসনের জলার বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান, তাতে কোনো দূরবর্তী অঞ্চলের দিকচিহ্ন এভাবে শনাক্ত করা একটু আশ্চর্যের। পৃষ্ঠা ২৮৯

৩. **হলদেটে ভয়ংকর জন্তুর মতো :** *দ্য স্পেকলড ব্যান্ড* এবং *দ্য এমটি হাউস* গল্পে ড. ওয়াটসনকে এই ধরনের উপমা ব্যবহার করতে দেখা গেছে। পৃষ্ঠা ২৯২

১০. ডক্টর ওয়াটসনের ডায়ারি থেকে উদ্ধৃতি

১. **দক্ষিণ আমেরিকা রওনা হবে :** দক্ষিণ আমেরিকায় বিশেষত ব্রেজিল এবং আর্জেন্টিনায় পালিয়ে যেত ইউরোপীয় অপরাধীরা। এর উদ্দেশ্য ইউরোপীয় দেশের আইনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। আরও পরবর্তীযুগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত অনেক নাতসি নেতাও দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা করেন। পৃষ্ঠা ২৯৫

২. **দেশ ছাড়াই যদি হয় :** ব্রিটিশ দণ্ডনীতির 'ট্রান্সপোর্টেশন' নামক পদ্ধতিতে অপরাধীদের আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। ১৮৬০-এর দশকের শেষদিকে এই প্রথা রদ করা হয়, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার স্থানীয় সরকারের আপত্তিতে। ড. ওয়াটসন 'ট্রান্সপোর্টেশন' পদ্ধতির সমর্থনেই হয়তো এই কথা বলে থাকবেন। পৃষ্ঠা ২৯৬

৩. **জিপসি :** যাযাবর জাতি জিপসিরা ছড়িয়ে আছে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পশ্চিম এশিয়ার কিছু জায়গায়। এরা নিজেদের সমাজের বাইরে বিশেষ মেলামেশা করে না এবং এক জায়গায় থাকে না একটানা বেশিদিন। অনেক গবেষক মনে করেন, এদের আদি-বাসস্থান ভারতবর্ষ। সাধারণ ইউরোপীয় বা ইংরেজরা জিপসিদের নীচু নজরে দেখে থাকেন। পৃষ্ঠা ২৯৯

৪. **'একার্টে' :** Ecarte। দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে তাসের খেলা। প্রত্যেক ফোঁটার তাস থেকে টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম এবং সাত থেকে দশ পর্যন্ত তাস নিয়ে মোট বত্রিশ তাসের খেলা। ভারতীয় 'টোয়েন্টি-নাইন'-এর সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে। নবম ও দশম শতকে এই খেলা ফরাসি দেশে প্রবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মনে করা হয়, এই খেলার মূল উৎস স্পেনে। পৃষ্ঠা ৩০০

১১. পাহাড়চুড়োর মানব

১. **কুমবে-ট্রেসি :** নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির 'বার্গ' সংগ্রহে রাখা এই অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় কন্যান ডয়াল প্রথমে এই অঞ্চলটির নাম 'নিউটন অ্যাবট' দিয়েছিলেন। পরে সেই নাম বদলে 'কুমবে-ট্রেসি' করা হয়। পৃষ্ঠা ৩০১

২. **রেমিংটন টাইপ রাইটার :** নিউইয়র্কের রেমিংটন অ্যান্ড সন্স কোম্পানি আদতে ছিলেন বন্দুক-নির্মাতা। এঁরাই প্রথম টাইপরাইটার তৈরি করে বাজারে ছাড়েন। ১৮৭৩-এ রেমিংটন টাইপরাইটার কোং গঠিত হয় রেমিংটন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এলিফেলেট রেমিংটন দ্বারা। এলিফেলেট ব্যবসা চালাতেন ক্রিস্টোফার ল্যাথাম সোলস-এর সঙ্গে। ১৮৮৩-তে 'ওয়েকফ, সিম্যান্স অ্যান্ড বেনেডিক্ট' কোম্পানি রেমিংটন টাইপরাইটার-এর একমাত্র ডিস্ট্রিবিউটার হন এবং ১৮৮৬-তে তাঁরা এই টাইপরাইটার নির্মাণের স্বত্ব কিনে নেন। কিন্তু রেমিংটন নাম চলতেই থাকে। পৃষ্ঠা ৩০২

৩. **হ্যাজেল বাদাম :** কব নাট (Cob nut) বা ফিলবার্ট নাট (filbert nut) নামেও পরিচিত। তুরস্ক, ইটালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অরেগন রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পৃষ্ঠা ৩০২

৪. **গন্ধক-গোলাপ :** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাওয়া Sulphar Rose-এর বৈজ্ঞানিক নাম Rosa Hemisphaerica। আনুমানিক ১৬২৫ সালে এই গোলাপ ইউরোপে নিয়ে আসা হয়। এই গোলাপ ফুলের রং হলুদ। পৃষ্ঠা ৩০২

৫. **আইন তার পক্ষে :** তৎকালীন ব্রিটিশ আইন অনুসারে স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স করতে পারতেন না। স্ত্রী শুধু 'সেপারেশন' প্রার্থনা করতে পারতেন। তার জন্য অ্যাডালটারি, নিষ্ঠুরতা বা ক্রুয়েলটি কিংবা পরিত্যক্ত হওয়া প্রমাণ করতে হত। স্ত্রীর পক্ষে

ডিভোর্স বা বিচ্ছেদ প্রার্থনা সম্ভব হত যদি তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে আরও কঠিন অপরাধ, যেমন ধর্ষণ, পশ্বাচার, দ্বি-বিবাহ ইত্যাদি প্রমাণ করতে সক্ষম হতেন। ১৮৯৫-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই আইনের কিছু সংশোধন করেন। পৃষ্ঠা ৩০৫

৬. **কুইন্স-বেঞ্চ :** বর্তমানে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর হাইকোর্ট অফ জাস্টিস-এর অংশ কুইন্স-বেঞ্চ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১২১৫ সালে। রাজার শাসনকালে একে বলা হয় কিংস বেঞ্চ। প্রায় সাড়ে ছ-শো বছর এই আদালত বসত ওয়েস্টমিনস্টার হল-এ। ১৮৭৫-এ সুপ্রিম কোর্ট অব জুডিকেচার আইনে কিংস (বা কুইন্স) বেঞ্চ অবলুপ্ত হয়ে সুপ্রিম কোর্টের অংশভুক্ত হয়। পৃষ্ঠা ৩০৭

৭. **বনাম রেজিনা :** এখানে 'রেজিনা' অর্থে সম্রাজ্ঞী, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের রানি বুঝতে হবে। সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হলে, রানির রাজত্বে সেখানে প্রতিপক্ষ হতেন রানি স্বয়ং। রাজার রাজত্বে প্রতিপক্ষকে বলা হত 'ক্রাউন'। পৃষ্ঠা ৩০৭

৮. **কার্লিউ পাখি :** নুমেনিয়াস (Numenius) গোত্রভুক্ত জলচর পাখির আটটি প্রজাতিকে কার্লিউ (Curlew) পাখি বলা হয়। স্যান্ডপাইপার জাতীয় এই পাখির যে-প্রজাতি ইউরোপে দেখা যায়, সেগুলির নাম ইউরেশিয়ান কার্লিউ (Numenius arquate)। পৃষ্ঠা ৩০৯

৯. **স্পার্টান :** গ্রিসের প্রাচীন শহর স্পার্টা খ্রি. পূ. দশম শতকে এক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এথেন্স এবং থেবেস-এর সঙ্গে স্পার্টার শত্রুতা থাকলেও, এই শহর ছিল সম্মিলিত গ্রিক শক্তির কেন্দ্রস্থল। কষ্টসহিষ্ণু এবং যোদ্ধা হিসেবে স্পার্টার নাগরিকদের খ্যাতি ছিল। পৃষ্ঠা ৩১০

১২. বাদায় মৃত্যু

১. **দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে :** কুটিরের ভেতরে রাখা জিনিসগুলির মধ্যে ড. ওয়াটসন কিন্তু কোনো দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম দেখতে পাননি। পৃষ্ঠা ৩১১

২. **ব্রাডলি অক্সফোর্ড স্ট্রিট :** ওই সময়ে বা পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে 'ব্র্যাডলি' নামে কোনো তামাক বিক্রেতার দোকান ছিল না। লন্ডন-বিষয়ক পুরোনো নির্দেশিকায় 'অ্যাম্বার অ্যান্ড কোং' এবং 'বেনসন, ডবল্যু' এই দুই তামাক ব্যবসায়ীর নাম দেখা গেছে। যাদের ঠিকানা ছিল ওই রাস্তায়। পৃষ্ঠা ৩১২

৩. **এর বেশি আর কী দরকার :** পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে দেখা গেছে 'আর যা দরকার', তা হল মাংস, পীচফলের মোরব্বা আর খানিকটা মদ-ও। পৃষ্ঠা ৩১৩

৪. **স্ট্রহ্যাট :** বেত বা বাঁশের ছিলার তৈরি রোদ আটকানোর টুপি। ইউরোপ এবং এশিয়ার উষ্ণ অঞ্চলে এবং অন্যত্র গ্রীষ্মকালে এই ধরনের টুপি বহু প্রাচীন যুগ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লেমিশ চিত্রকর জাঁ ভ্যান আইকের আঁকা ছবিতে বা রেনেসাঁ যুগের ইটালীয় চিত্রকর পিজানেল্লোর (১৩৯৫-১৪৫৫) আঁকা ছবিতে স্ট্র-হ্যাট দেখা যায়। পৃষ্ঠা ৩১৪

১৩. জাল বিস্তার

১. **নেলার :** স্যার গডফ্রে নেলার (Sir Godfrey Kneller) (১৬৪৮-১৭২৩) বিখ্যাত ইংরেজ প্রতিকৃতি-আঁকিয়ে। জন্ম জার্মানির লুবেক শহরে। ইংল্যান্ডে আসেন যখন, বয়স তখন কুড়ির কোঠায়। ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস, তৃতীয় উইলিয়ম, প্রথম জর্জ এবং অন্যান্য ধনী এবং খ্যাতনামা মানুষদের প্রতিকৃতি এঁকেছেন। পৃষ্ঠা ৩২৫

২. **রেনল্ডস :** স্যার জোশুয়া রেনল্ডস (১৭২৩-১৭৯২) প্রতিকৃতি, নিসর্গ দৃশ্য এবং অন্য ছবি আঁকায় পারদর্শী এই ইংরেজ চিত্রকর ছিলেন রয়্যাল অ্যাকাডেমি-র প্রথম প্রেসিডেন্ট। স্যার জোশুয়া শুধু স্বনামখ্যাত শিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং অঙ্কন বিদ্যা-বিষয়ক বহু রচনার লেখক। পৃষ্ঠা ৩২৫

৩. **ওয়েস্ট ইন্ডিজ :** গাল্ফ অফ মেক্সিকো এবং উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বে, মধ্য আমেরিকার পূর্বে এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরে অবস্থিত ক্যারিবিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জকে একত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলা হয়। ভারতবর্ষের সন্ধানে অভিযানে বেরিয়ে ক্রিস্টোফার কলম্বাস এই দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছে একেই ইন্ডিয়া বা ভারত মনে করেছিলেন। অ্যান্টিলেস, বাহামাস এবং তুর্কস এবং কায়কোস দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত ওয়েস্ট ইন্ডিজে সাত হাজারের বেশি নানা আয়তনের দ্বীপ এবং কমবেশি সাতাশটি রাজনৈতিক এলাকা আছে। পৃষ্ঠা ৩২৬

৪. **রোডনী :** বিখ্যাত নৌ সেনাপতি জর্জ ব্রিজেস রোডনী (১৭১৯-১৭৯২) ছিলেন ফার্স্ট ব্যারন রোডনী। নৌ-যুদ্ধে নিপুণতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর খ্যাতি ছিল লর্ড নেলসন-এর পরেই। তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধগুলির মধ্যে ১৭৬২ সালে মার্টিনিক

জয় হল এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। আবার লোভ, স্বজন-পোষণ, গোঁয়ারতুমি প্রভৃতি দোষে দুষ্ট এই সেনাপতির কুখ্যাতিও কিছু কম ছিল না। পৃষ্ঠা ৩২৬

৫. **পিট** : উইলিয়ম পিট-কে (১৭৫৯-১৮০৬) বলা হত পিট দ্য জুনিয়র। চব্বিশ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি আঠারো বছর ওই পদে আসীন থাকেন। তাঁর বাবা, পিট দ্য সিনিয়রও কয়েকবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন। আইরিশ পার্লামেন্ট উঠিয়ে দেওয়া, নতুন কর আরোপ, আবগারি এবং কাস্টমস শুল্কের পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি কাজের জন্য পিট বিখ্যাত হয়ে আছেন। পৃষ্ঠা ৩২৬

৬. **হাউস অফ কমন্স** : ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষ (Lower House)। এই হাউসের সভা বসে ওয়েস্টমিনস্টার প্যালেসে। কমন্স-এর সদস্যরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদান দ্বারা নির্বাচিত হন। একটি ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে ১৯২০ থেকে সমস্ত মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী কমন্স-এর সদস্যদের মধ্যে থেকেই নিযুক্ত হন। পৃষ্ঠা ৩২৬

৭. **পূর্বপুরুষের ধারায় প্রত্যাগত বংশধর** : হিউগো বাস্কারভিল এবং স্টেপলটনের চেহারা এবং মুখাবয়বের এই সাদৃশ্য ড. মর্টিমারের চোখ এড়িয়ে যাওয়ায় কিছু সমালোচক এবং গবেষক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। পৃষ্ঠা ৩২৬

৮. **পাইক মাছ** : এসোক্স (Esox) বা পাইক মাছ পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে বাস করছে বলে জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বঁড়শি দিয়ে পাইক মাছ ধরা এক জনপ্রিয় ক্রীড়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। পৃষ্ঠা ৩২৭

৯. **স্বাক্ষরহীন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা** : স্বাক্ষরহীন গ্রেপ্তারি পরোয়ানার জোরে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না। ওটি সম্ভবত এমন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, যাতে যাকে গ্রেপ্তার করতে চাওয়া হচ্ছে, তার নামটি বসানো নেই। দরকারমতো লিখে নেওয়ার জন্য ফাঁকা রাখা আছে। পৃষ্ঠা ৩২৯

১০. **লিটল রাশিয়া** : বর্তমানে ইউক্রেন-এর অন্তর্গত অঞ্চলকে জার-এর আমলে লিটল রাশিয়া বলা হত। পৃষ্ঠা ৩৩১

১১. **গ্রোডনো** : সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরের অনতিদূরে, লিথুয়ানিয়া-র একটি জেলা গ্রোডনো (Grodno)। এই অঞ্চল বর্তমানে বেলারুশ (Belorussia) নামে পরিচিত। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে গ্রোডনো লিটল রাশিয়ায় নয়, অন্য জায়গায় অবস্থিত। পৃষ্ঠা ৩৩১

১২. **নর্থ ক্যারোলিনার অ্যান্ডারসন হত্যাগুলো** : ১৮৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য সাউথ ক্যারোলিনার অ্যান্ডারসন শহরে রুবেন গোল্ডিং নামক এক শ্বেতাঙ্গ এ. পেটন নামক এক কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি করে হত্যা করে। মনে রাখতে হবে, এটি নর্থ নয়, সাউথ ক্যারোলিনা রাজ্যের ঘটনা। শার্লক হোমস এর কথা উল্লেখ করে থাকতে পারেন। পৃষ্ঠা ৩৩১

১৪. বাস্কারভিলস হাউন্ড

১. **মায়ার** : Mire। অর্থ : পাঁক বা কাদায় পরিপূর্ণ নীচু অঞ্চল। পৃষ্ঠা ৩৩৩

২. **ব্র্যান্ডি-ফ্লাস্ক** : লেসট্রেড-এর হিপ-পকেটে রিভলবার থাকবার কথা। সেক্ষেত্রে ব্র্যান্ডি-ফ্লাস্ক কোথায় ছিল? লেসট্রেড কি সর্বদাই সঙ্গে ব্র্যান্ডি রাখেন? পৃষ্ঠা ৩৩৭

৩. **দুইয়ের সংমিশ্রণ** : বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন গ্রেট ডেন এবং স্কটিশ উলফহাউন্ডের সংমিশ্রণে এমন কুকুর জন্মানো সম্ভব। কেউ বলেন এটি স্ট্যাগহাউন্ড এবং ব্লাডহাউন্ডের সংকর প্রজাতি। আবার কারো মতে এটি ডোবারম্যান পিনশার এবং আইরিশ উলফহাউন্ডের সংমিশ্রণ। পৃষ্ঠা ৩৩৭

৪. **ফসফরাস** : ফসফরাসের কিছু বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় কুকুর বা মানুষের মৃত্যু ঘটা সম্ভব। সেক্ষেত্রে কুকুরের মুখে ফসফরাসের মলম লাগালে তার দেহে বিষক্রিয়া ঘটার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। এই বিষয়ে সাহিত্যরসিক রসায়নবিদরা মনে করেন কুকুরটিকে বেরিয়াম সালফাইড, বা জিঙ্ক সালফাইড অথবা ক্যালসিয়াম সালফাইড মাখানো হয়ে থাকতে পারে। পৃষ্ঠা ৩৩৭

৫. **মেয়ার্স, টরোন্টো** : কানাডা-র টরোন্টো শহরের কুইন স্ট্রিট ওয়েস্ট নামক রাস্তায় জোসেফ মিয়ের (Joseph Meier) নামক এক জুতো প্রস্তুতকর্তার দোকান ছিল। ড. ওয়াটসন সম্ভবত সেই জুতো ব্যাবসায়ীর কথাই বলতে চেয়েছিলেন। পৃষ্ঠা ৩৪০

১৫. স্মৃতিমন্থন

১. **বিখ্যাত তাস কেলেঙ্কারি** : ১৮৯১-এ ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যার উইলিয়ম গর্ডন-কামিং তাঁর সম্বন্ধে তাসের জুয়া, বাক্কারা (baccarat) খেলায় জোচ্চুরি করার অপবাদ দেওয়ার জন্য একটি ইংরেজ পরিবারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। এই মামলায় প্রিন্স অব ওয়েলস-কে সাক্ষী মেনে সমন পাঠানো হয় এবং তিনি (ভবিষ্যতের রাজা

সপ্তম এডোয়ার্ড) বাধ্য হন আদালতে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে। সেখানে তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হন তিনি। শেষপর্যন্ত অবশ্য স্যার উইলিয়ম মামলায় হেরে যান এবং প্রায় সমাজচ্যুত হন। এই মামলা 'বাক্কারা কেস' নামে পরিচিত ছিল ড. ওয়াটসন (কন্যান-ডয়াল) স্যার উইলিয়মের নামের পরিবর্তে কর্নেল আপউড নাম ব্যবহার করে থাকতে পারেন। পৃষ্ঠা ৩৪২

২. **কোস্টা রিকা** : নিকারাগুয়া, পানামা, প্রশান্ত মহাসাগর এবং ক্যারিবিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী মধ্য আমেরিকার একটি রাষ্ট্র। রাজধানী সান জোস। কলম্বাসের আগমনের (১৫০২) পর থেকে কোস্টা রিকা ছিল স্পেন অধ্যুষিত। ১৮২১-এ স্পেনীয় শাসন থেকে স্বাধীন হয়ে কোস্টা রিকা ফেডারাল রিপাবলিক অফ সেন্ট্রাল আমেরিকার একটি প্রদেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। তারপর নানা উত্থান-পতন, গৃহযুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লবের পর ১৯৫৩ সালে নতুন সংবিধানে রিপাবলিক অব কোস্টা রিকায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পৃষ্ঠা ৩৪৩

৩. **ইয়র্কশায়ার** : ইংল্যান্ডের বৃহত্তম কাউন্টি ইয়র্কশায়ার উত্তরে হাম্বার নদী এবং পূর্বে উত্তর সাগর দিয়ে ঘেরা। এই কাউন্টির বেশিরভাগ অংশ চাষের কাজে ব্যবহৃত হলেও লিডস, হ্যালিফ্যাক্স, শেফিল্ড এবং হাডার্সফিল্ড বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত। পৃষ্ঠা ৩৪৩

৪. **ব্রিটিশ মিউজিয়াম** : লন্ডন শহরে অবস্থিত মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশ্বের বৃহত্তম সংগ্রহশালা। সংগৃহীত বস্তুর সংখ্যা বর্তমানে সত্তর লক্ষেরও বেশি। পদার্থবিদ স্যার হান্স স্লোন-এর (১৬৬০-১৭৫৩) ব্যক্তিগত সংগ্রহ নিয়ে ১৭৫৩-তে এই সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় ১৭৫৯-এর ১৫ জানুয়ারি। এখানে প্রদর্শিত অনেক বস্তু অন্য দেশ থেকে বলপূর্বক নিয়ে আসা। সেগুলির মধ্যে গ্রিসের 'এলগিন মার্বল', নাইজিরিয়ার 'বেলিন ব্রোঞ্জ', ইজিপ্টের 'রোসেটা স্টোন' উল্লেখযোগ্য। পৃষ্ঠা ৩৪৩

৫. **ফুলহ্যাম রোড** : চেলসি এবং কেনসিংটনের সীমানা নির্দেশকারী এই পথ ওয়েস্ট এন্ডের ব্রম্পটন রোড থেকে শুরু হয়ে ফুলহ্যাম প্যালেস রোডে, প্রায় টেমস নদীর কাছাকাছি শেষ হয়েছে। পৃষ্ঠা ৩৪৩

৬. **দোসর ওঁর একজনই** : এ-কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই হোমসকে বলতে শোনা যায় '... স্টেপলটনের যে একজন দোসর ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।...' পৃষ্ঠা ৩৪৫

৭. **ক্র্যাভেন স্ট্রিট** : স্ট্র্যান্ড থেকে শুরু হয়ে ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্টে যেখানে নর্দাম্বারল্যান্ড অ্যাভিনিউ মিশেছে, সেখানে শেষ হয়েছে ছোট্ট রাস্তা ক্র্যাভেন স্ট্রিট। কাল্পনিক মেক্সবরো হোটেল, নর্দাম্বারল্যান্ড হোটেলের আড়ালে থাকা কোনো ছোটো এবং অখ্যাত হোটেল। পৃষ্ঠা ৩৪৫

৮. **লা হুগুনট্‌স** : Les Huguenots একটি অপেরার নাম। এটি প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৮৩৬-এ এবং এর কম্পোসার গিয়াকোমো মেয়ারবেয়ার (১৭৯১-১৮৬৪) তৎকালীন ইউরোপের সর্বাধিক খ্যাতনামা সুরস্রষ্টা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। সেন্ট বার্থোলোমিউ দিবসে (২৪ আগস্ট), ১৫৭২-এ প্যারিসে ক্যাথলিকদের দ্বারা সংঘটিত প্রোটেস্টান্ট নিধন এই অপেরার বিষয়বস্তু। পৃষ্ঠা ৩৪৯

৯. **দা রেসজেকস** : De Reszkes বা দা রেসজেকস বলতে রেসজেকসদের তিন ভাইবোন জাঁ (১৮৫০-১৯২৫), এডোয়ার্ড (১৮৫৩-১৯১৭) এবং জোসেফাইনকে (১৮৫৫-১৮৯১) বোঝানো হয়। এঁরা ছিলেন প্রখ্যাত গাইয়ে, তবে দুই ভাই জাঁ এবং এডোয়ার্ড-এর খ্যাতিই ছিল বেশি। দা রেসজেকস ভাইরা ১৮৯১ থেকে ১৯০১-এর মধ্যে একুশবার লে হুগুনটস-এ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া তার আগে লন্ডনের কভেন্ট গার্ডেনে অনুষ্ঠিত এই অপেরায় তাঁরা কয়েকবার গান গেয়েছিলেন বলে জানা যায়। পৃষ্ঠা ৩৪৯

ভ্যালি অফ ফিয়ার
(আতঙ্ক উপত্যকা)

প্রথম খণ্ড : বির্লস্টোন ট্র্যাজেডি

১. হুঁশিয়ারি

১. **ভ্যালি অফ ফিয়ার :** 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনে ১৯১৪-র সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৫-র মে পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এই উপন্যাস। ১৯১৫-র জুন মাসে স্মিথ, এল্ডার অ্যান্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয় পুস্তকাকারে। তার আগেই ওই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে নিউইয়র্কের জর্জ এইচ ডোরান কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থের আমেরিকান সংস্করণ। স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের প্রকাশনা এবং মার্কিন সংস্করণে বেশ কিছু তফাত লক্ষ করা গেছিল। পৃষ্ঠা ৩৫৩

২. **বললাম আমি :** এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা, এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় লেখক প্রথমে নিজের বয়ানে কাহিনি শুরু করেছিলেন। অর্থাৎ ড. ওয়াটসনের উত্তম পুরুষে নয়। পৃষ্ঠা ৩৫৫

৩. **পোর্লক :** পোর্লক যদি ছদ্মনাম হয়ে থাকে, তাহলে তার কোনো অন্তর্নিহিত অর্থ থাকতে পারে। সমারসেট অঞ্চলে অবস্থিত 'পোর্লক' (Porlock) গ্রামের কয়েক মাইল দূরে একটি বাড়িতে আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কুবলা খান' রচনা করছিলেন কবি স্যামুয়েল টেলার কোলরিজ। এমন সময় পোর্লক গ্রাম থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে একটি লোক তাঁর লেখায় ব্যাঘাত ঘটায়। সেই যে লেখা থেমে যায়, তার পর 'কুবলা খান' শেষ করতে পারেননি কবি। চুয়ান্নতম লাইনে এসে কবিতা অসমাপ্ত থেকে যায়। সেই থেকে ইংরেজি ভাষায় অনভিপ্রেত কোনো ব্যাঘাতকারীকে বলা হয় 'পার্সন ফ্রম পোর্লক'। এখানে পোর্লক ছদ্মনামের লোকটি কোনো 'বাধাদানকারী' না নিছকের শার্লক-এর সঙ্গে মিলিয়ে— তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। পৃষ্ঠা ৩৫৫

৪. **সংখ্যাগুলো :** দ্বিতীয় ১২৭ সংখ্যাটির জায়গায় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে বা মার্কিন সংস্করণে অন্য সংখ্যা ছাপা হয়েছে। পৃষ্ঠা ৩৫৭

৫. **ছোকরা চাকর বিলি :** ছোকরা চাকরের উল্লেখ অনেকবার থাকলেও তার নাম এই উপন্যাসে এবং *দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ম্যাজারিন স্টোন* এবং *দ্য প্রবলেম অফ থর ব্রিজ* গল্পে ছাড়া আর কোথাও বলা হয়নি। পৃষ্ঠা ৩৫৭

৬. **ম্যাকিয়াভেলি :** নিকোলো দি বার্নাডো দে ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭)। ইতালিয় দার্শনিক, সংগীতজ্ঞ কবি এবং সর্বাগ্রে একজন রাজনীতিবিদ। জন্ম ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে। পৃষ্ঠা ৩৫৮

৭. **ব্রাডশ :** 'ব্রাডশ' নামক সংস্থার প্রকাশিত রেল ও স্টিমারের টাইম-টেবল। সম্পূর্ণ নাম 'ব্রাডশ'স জেনারেল রেলওয়ে অ্যান্ড স্টীম নেভিগেশন গাইড ফর গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড'। পরবর্তী যুগে এই ধরনের সময়সারণীকে 'ব্রাডশ' বলা হতে থাকে। ভারতে নিউম্যান কোম্পানি ব্রাডশ প্রকাশ করত। সত্যজিৎ রায়ের লেখা 'ফেলুদা'-র গোয়েন্দাকাহিনিতে ব্রাডশ-র উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ৩৬১

৮. **হুইটেকারের পাঁজি :** ব্রিটেনের বিখ্যাত পাঁজি বা অ্যালম্যানাক (Almanac) হল হুইটেকার্স অ্যালম্যানাক। পৃষ্ঠা ৩৬১

৯. **মারাঠা :** ১৯০০ সালের হুইটেকার্স অ্যালম্যানাক-এ মারাঠা রাজা শিবাজী, মোঘলদের সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম এবং তাঁর উত্তরাধিকার বিষয়ক এক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই রচনায় যে শিবাজীর বা মারাঠাদের গুণকীর্তন করা হয়েছিল, তা বলা যায় না। পৃষ্ঠা ৩৬১

১০. **অ্যাবারডোনিয়ান :** উত্তর স্কটল্যান্ডের মৎস্য-বন্দর অ্যাবারডিন। তুলো, রেশম, সুতি প্রভৃতি কাপড়ের কল, জাহাজ-নির্মাণ শিল্প, প্রভৃতি গড়ে উঠেছে এই শহরে। উত্তর স্কটল্যান্ডের প্রধানতম শহর হিসেবে বিবেচিত। পৃষ্ঠা ৩৬২

১১. **দু-বার হোমসের সাহায্য নিয়ে :** ম্যাকডোনাল্ড-কে এই উপন্যাস ছাড়া হোমসের আর কোনো কাহিনিতে দেখা যায়নি বা তার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পৃষ্ঠা ৩৬২

২. আলোচনায় বসলেন মি. শার্লক হোমস

১. **জাঁ ব্যাপতিস্তি গ্রুজ :** ফরাসি চিত্রকর জাঁ ব্যাপতিস্তি গ্রুজ (১৭২৫-১৮০৫) তাঁর জীবদ্দশায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করলেও পরবর্তীকালে নানাভাবে সমালোচিত হয়েছেন। তাঁর আঁকা ছবি ল্যুভর, ভার্সাই, লন্ডনের ওয়েলস সংগ্রহ, এডিনবরার ন্যাশনাল গ্যালারি প্রভৃতি সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত আছে। তাঁর আঁকা বিখ্যাত ছবি 'দ্য ফাদার রিডিং দ্য বাইবেল টু হিজ চিলড্রেন', 'দ্য ভিলেজ বিট্রোথাল', 'দ্য উইকেড সান পানিশড' ইত্যাদি। পৃষ্ঠা ৩৬৫

২. **La Jeune Fille a l'agneau :** অর্থ হল 'বালিকা এবং মেষশিশু'। প্রথমবার ছবিটি বিক্রি হয় ১২ লক্ষ ফ্রাঁ মূল্যে ১৮৬৫ সালে। পৃষ্ঠা ৩৬৬

৩. **চল্লিশ হাজার পাউন্ডে :** 'ভ্যালি অফ ফিয়ার' গ্রন্থের প্রথম ব্রিটিশ সংস্করণে 'চার হাজার' পাউন্ডের কথা লেখা ছিল। অন্য সর্বত্র চল্লিশ হাজার পাউন্ড বলা হয়েছে। পৃষ্ঠা ৩৬৬

৪. **ভিক্টোরিয়া পৌঁছতে মিনিট কুড়ি :** উইল্ড ফরেস্টের নিকটবর্তী বির্লস্টোন পৌঁছতে সেই সময়ে তিনটি আলাদা রেলপথে যাওয়া চলত। একটি সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েজে শেরিং ক্রশ থেকে ডর্কিং পর্যন্ত, অপরটি সাউথ কোস্ট রেলওয়েজের লন্ডন ব্রিজ বা ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে এবং আরও একটি সাউথ ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজে ওয়াটার্লু স্টেশন থেকে গিল্ডফোর্ড পর্যন্ত। পৃষ্ঠা ৩৬৬

৫. **জোনাথন ওয়াইল্ড :** লন্ডন শহরে প্রায় দেড় দশক ধরে চোর-ডাকাত-ছিনতাইবাজদের চক্র পরিচালনা করেছিল ধুরন্ধর অপরাধী জোনাথন ওয়াইল্ড (১৬৮২-১৭২৫)। সাধারণ চোর-ডাকাত বা খুচরো অপরাধে অপরাধীদের ভয় দেখিয়ে দলে টেনে ডাকাতি বা চুরির কাজে ব্যবহার করত ওয়াইল্ড। ধরা পড়ার পর ওল্ড বেইলি আদালতের বিচারে ফাঁসির হুকুম হলে, ১৭২৫-এর চব্বিশে মে টাইবার্ন-এ তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। পৃষ্ঠা ৩৬৮

৬. **নাটক নভেলের চরিত্রও নয় :** রক্তমাংসের চরিত্র হলেও ১৭৪৩ সালে ওয়াইল্ডের জীবন নিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস রচনা করেন হেনরি ফিল্ডিং। নাম 'দ্য লাইফ অব মি. জোনাথন ওয়াইল্ড দ্য গ্রেট'। পৃষ্ঠা ৩৬৮

৭. **প্রধানমন্ত্রীও এত টাকা পান না :** ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দ্য মার্কুইস অব সল্‌সবেরি। তাঁর বেতন ছিল বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউন্ড। পৃষ্ঠা ৩৬৮

৮. **Deutsche ব্যাঙ্ক :** জার্মানিতে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক। প্রধান কার্যালয় ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। বর্তমানে এর ব্যাবসা পৃথিবীর বাহাত্তর দেশে পরিব্যাপ্ত। পৃষ্ঠা ৩৬৯

৯. **Credit Lyonnais :** ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরে ১৮৬৩ সালে অঁরি জার্মেইন এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯০ পর্যন্ত এটিই ছিল ফরাসি দেশের বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৩ সালে দেউলিয়া হতে বসলে ২০০৩-এ Credit Agricole ব্যাঙ্ক একে অধিগ্রহণ করে এবং নতুন নাম হয় La Credit Lyonnais। পৃষ্ঠা ৩৬৯

১০. **সাসেক্স :** দক্ষিণ পূর্ব ইংল্যান্ডে, ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী কাউন্টি সাসেক্সের নামের উৎপত্তি 'সাউথ সাক্সন' থেকে অনুমান করার কারণ আছে। ইতিহাসবিদদের ধারণা বর্তমান সাসেক্সই ছিল প্রাচীন কিংডম অব সাসেক্স। সাসেক্স বর্তমানে তিনভাবে বিভক্ত— ইস্ট সাসেক্স, ওয়েস্ট সাসেক্স এবং সিটি অব ব্রাইটন অ্যান্ড হোভে। পৃষ্ঠা ৩৭১

৩. বির্লস্টোন ট্র্যাজেডি

১. **চকখড়ি উপত্যকা :** খড়িমাটি দিয়ে গঠিত সবুজহীন চক ডাউনস (Chalk Downs) হ্যামশায়ারের উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু হয় সারে-র মধ্যে দিয়ে কেন্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃষ্ঠা ৩৭১

২. **উইল্ড অরণ্য :** Weald Forest বহুযুগ আগে অ্যানড্রেডসউইল্ড নামক বিশাল অরণ্যের অংশ ছিল। বর্তমানে এর বিস্তৃতি কমবেশি চল্লিশ মাইল এবং অবস্থান চকখড়ি পাহাড়গুলির মধ্যবর্তী অঞ্চলে। আধুনিক যুগে এখানে চাষ-আবাদ করা হয়। পৃষ্ঠা ৩৭১

৩. **টানব্রিজ :** কেন্ট-এর অন্তর্গত ছোটো শহর টানব্রিজ ওয়েলস। এক সময় এই শহর ছিল অবসরযাপনের বা ছুটি কাটানোর কেন্দ্র। এক সময়ে একদিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান, কপিলদেবের ১৭৫, এই শহরের মাঠে করা। পৃষ্ঠা ৩৭১

৪. **প্রথম ধর্মযুদ্ধ :** ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের জেরুজালেম দখল করবার ঘটনাকে বলা হয় প্রথম ধর্মযুদ্ধ বা ফার্স্ট ক্রুসেড। পোপ দ্বিতীয় আরবান-এর প্ররোচনায় ১০৯৫ থেকে ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পৃষ্ঠা ৩৭১

৫. **হিউগো দ্য ক্যাপাস :** এই নামে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র আদৌ নেই। পৃষ্ঠা ৩৭১

৬. **রেড কিং :** উইলিয়ম দ্য কংকারার-এর (William the Conqueror) ছেলে উইলিয়ম রুফাস-কে রেড কিং বলা হত। পৃষ্ঠা ৩৭১

৭. **জ্যাকবের আমলে :** খ্রিস্টাব্দ ১৬০৩ থেকে ১৬২৫ পর্যন্ত রাজা প্রথম জেমস-এর রাজত্বকালকে জ্যাকবের আমল বা জ্যাকবিয়ান যুগ বলা হয়। পৃষ্ঠা ৩৭১

৮. **ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার খনি :** এই বিষয় এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বর্ণ সন্ধান বা Californian Gold Rush-এর উল্লেখ পাওয়া যায় *আ স্টাডি ইন স্কারলেট* উপন্যাসে। ওই উপন্যাসের টীকা দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ৩৭২

৯. **সকাল ছ-টার আগে আর ট্রেন নেই :** স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে তাহলে কোন ট্রেনে চিঠি পাঠানো হল? পৃষ্ঠা ৩৭৭

৪. অন্ধকার

১. **পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনে :** পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে ছ-টার আগে কোনো ট্রেন নেই। পৃষ্ঠা ৩৭৮

২. **হার্লে স্ট্রিট :** লন্ডন শহরের ওয়েস্টমিনস্টার অঞ্চলের একটি রাস্তা। এর খ্যাতি এখানে অবস্থিত বহু চিকিৎসালয়, ডাক্তারের চেম্বার এবং ক্লিনিকের জন্য। প্রাচীন নথি থেকে দেখা যায় ১৮৬০-এ কুড়ি জন, ১৯০০ সালে আশিজন এবং ১৯১৪-তে ২০০ চিকিৎসক এখানে চিকিৎসালয় চালাতেন। পৃষ্ঠা ৩৭৯

৩. **এলম গাছ :** চল্লিশ মিলিয়ন বছর আগে, মায়োসিন যুগে, এলম গাছ প্রথম জন্মায় মধ্য এশিয়ায়। এই পর্ণমোচী বৃক্ষ উত্তর গোলার্ধেই বেশি দেখা যায়। পৃষ্ঠা ৩৮১

৪. **রাজ-হুইটওয়ার্থ সাইকেল :** ড্যান রাজ (Dan Rudge) তাঁর দুই বন্ধু ওয়াল্টার ফিলিপস এবং হেনরি ক্লার্ক-কে নিয়ে যে সাইকেল কোম্পানি গড়ে তোলেন ১৮৬৮ সালে, সেটিকে ১৮৮৪ সালে হুইটওয়ার্থ সাইকেলস কিনে নেয়। ১৮৮৪ থেকে ওই কোম্পানি রাজ-হুইটওয়ার্থ নামের সাইকেল বানাতে শুরু করে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাজ-হুইটওয়ার্থ সংস্থা মোটর সাইকেল ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করলে সাইকেল নির্মাণ বন্ধ হয়ে যায়। পৃষ্ঠা ৩৮৮

৫. নাটকের পাত্রপাত্রী

১. **বেনিটো ক্যানিয়ন :** ক্যালিফোর্নিয়ার সান গ্যাব্রিয়েল ফল্ট লাগোয়া ইটন ক্যানিয়ন দিয়ে ফেয়ার ওকস র‍্যাঞ্চে জল নিয়ে আসবার জন্য বেঞ্জামিন ইটনকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন দানবীর বেঞ্জামিন ডেভিস উইলসন (১৮১১-১৮৭১)। উইলসন সমধিক পরিচিত ছিলেন ডন বেনিটো নামে। হয়তো তাঁর স্মৃতিতেই কল্পিত হয়েছে বেনিটো ক্যানিয়নের নাম। পৃষ্ঠা ৩৯১

২. **সুইডিশ রক্ত :** কোনো আমেরিকান সংস্করণে বা পাণ্ডুলিপিতে সুইডিশ-এর বদলে 'জার্মান' লেখা আছে। পৃষ্ঠা ৩৯১

৩. **শিকাগো :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যে অবস্থিত শিকাগো শহর তৎকালে ছিল ওই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। শিকাগো-র উল্লেখ পাওয়া যায় শার্লক হোমসের *দ্য ডান্সিং মেন* গল্পে। পৃষ্ঠা ৩৯১

৪. **নিতবর :** এখানে নিতবর অর্থে 'বেস্ট ম্যান'। খ্রিস্টান বিবাহে বর-এর সঙ্গী হন তাঁর কোনো নিকট বন্ধু। তাঁকে বলা হয় বেস্ট ম্যান। একইভাবে কনের সঙ্গিনীকে বলা হয় 'ব্রাইড'স মেইড'। পৃষ্ঠা ৩৯২

৫. **বিয়ের আংটি নিয়ে যাওয়া :** অনেকটা একই ধরনের ঘটনা লক্ষ করা যায় *আ স্টাডি ইন স্কারলেট* উপন্যাসে। সেখানে মৃতার আঙুল থেকে খুলে নেওয়া আংটি পাওয়া গেছিল খুন হওয়া মৃতদেহের পাশে। পৃষ্ঠা ৩৯৭

৬. প্রকাশমান সত্য

১. **ইউ গাছ :** কমন ইউ (Yew) বা ইউরোপীয়ান ইউ গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Texus baccata। এগুলি মাঝারি আকৃতির চিরহরিৎ বৃক্ষ। গাছের বেশিরভাগ অংশেই বিষাক্ত টক্সিন পাওয়া যায়। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল রচিত *দ্য হোয়াইট কোম্পানি* উপন্যাসে ইউ গাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ৩৯৯

২. **সূর্য ঘড়ি :** সময় পরিমাপের প্রাচীনতম যন্ত্র Sundial বা সূর্য-ঘড়ি ব্যবহৃত হত সূর্যের আলোয় সৃষ্ট ছায়ার হিসেবে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে জানা যায় খ্রি. পূ. ৩৫০০ অব্দে এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষ, ব্যাবিলন এবং মিশরীয়

সভ্যতায় সূর্যঘড়ি ব্যবহৃত হত। পরবর্তী যুগে শৌখিন দ্রব্য বা অলংকরণ হিসেবে বাগানে বা উন্মুক্ত জায়গায় সূর্য-ঘড়ি বসানো হত। পৃষ্ঠা ৩৯৯

৭. সমাধান

১. **নটিংহ্যাম :** ব্রিটেনের ইস্ট-মিডল্যান্ড অঞ্চলে অবস্থিত শহর এবং ইউনাইটেড কিংডমের সপ্তম বৃহৎ শহরাঞ্চল। পৃষ্ঠা ৪০৮

২. **সাদামটন :** হ্যামশায়ার কাউন্টির বৃহত্তম শহর Southampton। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত একটি ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র-বন্দর। পৃষ্ঠা ৪০৮

৩. **ডার্বি :** ডার্বিশায়ার কাউন্টির দক্ষিণ অংশে ডারওয়েন্ট (Derwent) নদীর তীরে অবস্থিত শহর। পৃষ্ঠা ৪০৮

৪. **ইস্টহ্যাম :** উর্স্টার্সশায়ার কাউন্টির অন্তর্গত মেলভার্ন হিল ডিস্ট্রিক্ট-এর একটি গ্রাম। পৃষ্ঠা ৪০৮

৫. **রিচমন্ড :** টেমস নদীর তীরে, লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এলাকা রিচমন্ড। শেরিং-ক্রশ থেকে রিচমন্ডের দূরত্ব ১৩.২ কিলোমিটার। পৃষ্ঠা ৪০৮

৬. **লিভারপুল :** মার্সি এসচুয়ারির পূর্ব অংশে অবস্থিত; ইংল্যান্ডের চতুর্থ বৃহত্তম শহর লিভারপুল বিখ্যাত এখানকার বন্দরটির জন্য। বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে একসময়ে ইংলন্ডের যোগাযোগ সাধিত হত এই বন্দর মারফত। দাস-ব্যবসা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে যোগাযোগের কারণেও এই বন্দর বিখ্যাত ছিল একসময়ে। পৃষ্ঠা ৪০৮

৭. **গৃহযুদ্ধের সময়ে :** রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বে দু-বার ব্রিটেনে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। প্রথমবার ১৬৪২ থেকে ১৬৪৬-এ এবং আরও একবার ১৬৪৮-এ। পৃষ্ঠা ৪১০

৮. **দ্বিতীয় জর্জ :** দ্বিতীয় জর্জ (১৬৮৩-১৭৬০) গ্রেট ব্রিটেনের রাজা ছিলেন ১৭২৭ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত। তিনিই ব্রিটেনের শেষ রাজা যিনি সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৭৪৩ সালে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে যে-যুদ্ধ বাধে, সেই যুদ্ধে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধের নাম 'ওয়ার অব অস্ট্রিয়ান সাকসেশন'। পৃষ্ঠা ৪১০

৯. **ধৈর্য ধরতে হবে :** *উইস্টারিয়া লজ, দ্য থ্রি গ্যারিডেবস* এবং *দ্য সাসেক্স ভ্যামপায়ার* গল্পে হোমসকে 'ধৈর্য ধরার কথা' বলতে দেখা গেছে। পৃষ্ঠা ৪১২

১০. **ভারমিসা :** ভারমিসা বা ভারমিসা ভ্যালি কল্পিত স্থান হলেও পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের 'পট্‌সভিল' অঞ্চলের সঙ্গে এর বর্ণনার অনেক সাদৃশ্য আছে। পৃষ্ঠা ৪১৫

১১. **সাবধান করার দরকার নেই :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ব্রিটেনে বন্দীরা কোনো কথা বলার আগে আইনমতো পুলিশের দায়িত্ব বন্দীদের অধিকার সম্বন্ধে তাকে অবহিত করা এবং তাকে সাবধান করে দেওয়া যে তার বলা কথা তারই বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আইনের প্রচলিত নাম 'মিরান্ডা আইন'। পৃষ্ঠা ৪১৭

১২. **বল্গা হরিণ :** রেন-ডিয়ার এবং উত্তর আমেরিকায় ক্যারিবু নামে পরিচিত এই হরিণের বাসস্থান মেরু অঞ্চল এবং সন্নিহিত শীতল এলাকায়। তুন্দ্রা, তাইগা, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, আলাস্কা, রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির বল্গা হরিণ দেখতে পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ৪১৮

১৩. **জানি কেবল আমরা :** ওই রক্তারক্তি কাণ্ডের পর মি. ডগলাসের পোশাকে রক্তের দাগ লাগল না? পৃষ্ঠা ৪১৯

দ্বিতীয় খণ্ড : স্কোরারস্‌

৮. লোকটা

১. **স্কোরারস :** 'Scowrers' কন্যান ডয়াল কল্পিত একটি গুপ্ত সংস্থা। বাস্তবে আমেরিকার ওই অঞ্চলে সংগঠিত গুপ্ত সংস্থা 'মলি ম্যাগুইর' (Molly Maguires)-এর আদলে স্কোরারস্‌-এর সৃষ্টি বলে মনে করেন অনেক গবেষক। প্রধানত আইরিশ এবং আইরিশ-আমেরিকান খনি শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত মলি ম্যাগুইর-এর সদস্যদের 'মলিজ' (Mollies) বলা হত। প্রায় হাজার তিনেক সদস্য-সংবলিত মলিজ-রা ১৮৬২ থেকে ১৮৭৬ সালে বহু সংখ্যক খুন, মারামারি প্রভৃতি ঘটনার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। ১৮৭৬-এ মলি ম্যাগুইরদের খুঁজে বার করে এদের দলের ইতি টানা হয় সরকারপক্ষ থেকে। সেই সময়ে উনিশজন 'মলিজ'-কে ফাঁসি দেওয়া হয়। পৃষ্ঠা ৪২১

২. **গিলমারটন পর্বতমালা :** নামটি কাল্পনিক এবং বাস্তবে অস্তিত্বহীন। তবে নামটির উৎস পেনসিলভেনিয়ার Schuylkill কাউন্টির অন্তর্গত গিলবারটন শহর হওয়া সম্ভব। পৃষ্ঠা ৪২১

৩. **মার্টন :** 'মার্টন' কাল্পনিক নাম। কিন্তু বাস্তবের কার্বন কাউন্টির সঙ্গে এর বর্ণনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ৪২১

৪. **এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যান :** প্রায় সব গবেষকই একে এনসেন্ট অর্ডার অফ হাইবারনিয়ান্স (এ ও এইচ) মনে করেছেন। আইরিশ ক্যাথলিকদের এই সংস্থা প্রথম গঠিত হয় ১৬৪১ সালে। আমেরিকায় এর শাখা স্থাপিত হয় নিউইয়র্কে ১৮৩৬ সালে। মলি ম্যাগুইর-এর অধিকাংশ সদস্য ছিলেন এ ও এইচ-এর সদস্য। পৃষ্ঠা ৪২৪

৫. **ওতেই হবে :** এ ও এইচ-এর সাংকেতিক চিহ্ন, কায়দা, করমর্দন বা বাক্য কখনো জানা যায়নি। অন্য গুপ্ত সংস্থা বা সংগঠনগুলির মতো এদের সংকেতও বাইরের মানুষের কাছে গোপন রাখা হত। পৃষ্ঠা ৪২৪

৬. **বডিমাস্টার :** এ ও এইচ-এর স্থানীয় শাখার প্রধানদের এখনও বডিমাস্টার বলা হয়। পৃষ্ঠা ৪২৪

৭. **ব্ল্যাকজ্যাক ম্যাকগিন্টি :** 'ম্যাকগিন্টি' কাল্পনিক চরিত্র। কিন্তু জিরার্দভিল শহরের হাইবারনিয়ান হাউসের মালিক এবং ওই শহরের বডিমাস্টার জন 'ব্ল্যাক জ্যাক' কিহো ছিলেন মলি ম্যাগুইর এবং এ ও এইচ-এর এক বিশিষ্ট নেতা। ১৮৭৮-এ কিহো-র ফাঁসি হলেও পরের বছর পেনসিলভেনিয়ার গভর্নর তাঁকে মরণোত্তর ক্ষমা প্রদান করেন প্রধানত কিহো-র নাতির তদ্‌বিরে। ব্ল্যাক জ্যাক কিহো হলেন একমাত্র 'মলিজ', যাকে এইভাবে মরণোত্তর ক্ষমা প্রদান করা হয়। পৃষ্ঠা ৪২৫

৮. **ইউনিয়ন হাউস :** ইউনিয়ন হাউসের অবস্থান ছিল পেনসিলভেনিয়ার টামাকুয়া (Tamaqua) শহরে। পটসভিল-এ ছিল শেরিডান হাউস, সেন্ট্রাল স্ট্রিট-এ অবস্থিত। পৃষ্ঠা ৪২৭

৯. বডিমাস্টার

১. **কাউন্টি মন্যাঘ্যান :** রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডের বত্রিশটি কাউন্টির অন্যতম। অবস্থান আলস্টার প্রভিন্সে। পৃষ্ঠা ৪২৯

২. **মিচিগান :** উত্তর আমেরিকার গ্রেট লেকস অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য মিশিগান। রাজধানী লানসিং। বৃহত্তম শহর ডেট্রয়েট। রেড ইন্ডিয়ান শব্দ মিশিগামা, যার অর্থ বড়ো হ্রদ, থেকে উৎপত্তি রাজ্যের নামটির। পৃষ্ঠা ৪৩০

৩. **ডেট্রয়েট :** মিশিগানের ওয়েন কাউন্টিতে অবস্থিত শহর। ১৭০১-এর চব্বিশে জুলাই আঁতোয়া দে লা মথে ক্যাডিল্যাক এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই শহরে বহু মোটরগাড়ি নির্মাণ কোম্পানির কারখানা ও উৎপাদনকেন্দ্র থাকায় এই শহর মোটর সিটি বা মোটোসিটি নামেও খ্যাত। পৃষ্ঠা ৪৩০

৪. **বাফেলো :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নামে বহুসংখ্যক শহর থাকলেও বৃহত্তমটির অবস্থান নিউইয়র্ক রাজ্যে নিউইয়র্ক শহরের অনতিদূরে। নায়াগ্রা নদীর প্রান্তে, ইরি (Erie) হ্রদের তীরে অবস্থিত বাফেলো শহর গড়ে উঠেছে ১৭৮৯ সাল নাগাদ। মনে করা হয় ফরাসি শব্দ বিউ ফ্লিউ (beau fleuve) অর্থাৎ 'সুন্দর নদী' থেকে বাফেলো নামের উদ্ভব। পৃষ্ঠা ৪৩০

৫. **বলডুইন :** মলি ম্যাগুইর দলের কুখ্যাত খুনি টম হার্লে-র আদলে টেড বলডুইনের চরিত্রটি সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মনে করেন অনেক বিশেষজ্ঞ। পৃষ্ঠা ৪৩৩

৬. **ওয়াশিংটন ট্যাঁকশাল :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যাঁকশাল বা Mint-এর প্রধান কার্যালয় ১৮৭৩-এ ওয়াশিংটন ডি সি-তে সরিয়ে আনা হলেও সেখানে কোনো মুদ্রা তৈরি হয়নি। কাগজের নোট-ই কেবল ছাপা হয়েছে। পৃষ্ঠা ৪৪০

১০. লজ ৩৪১, ভারমিসা

১. **লাশ ফেলতে হবে :** ল্যান্সফোর্ডের লেহাই অ্যান্ড উইলকিস ব্যার মাইন-এর সুপারিনটেন্ডেন্ট জন পি. জোন্স খুন হন ১৮৭৫-এর তেসরা সেপ্টেম্বর। অ্যান্ড্রু রে খুনের ঘটনা সম্ভবত সেই বাস্তব ঘটনারই প্রতিফলন। জোন্স হত্যার জন্য মাউন্ট লেফি-র দুই এ. ও. এইচ. সদস্য মাইকেল জে. ডয়েল এবং এডোয়ার্ড কেলী দোষী সাব্যস্ত হন। পৃষ্ঠা ৪৪৮

২. **পেট্রলম্যানের সেই ব্যাপারটায় :** মলি ম্যাগুইর-এর প্রথা মতো এক অঞ্চলের বডিমাস্টারের অনুরোধে অন্য অঞ্চলের সদস্যরা এসে কোনো খারাপ কাজ করে দিয়ে যেত। পরিবর্তে সেই ঋণ পরে শোধ করতে হত অন্য অঞ্চলে গিয়ে অন্য কোনো কু-কাজ করে দিয়ে। টামাকুয়া শহরে ১৮৭৫-এর ছয়ই জুলাই মলিদের হাতে খুন হন পুলিশ অফিসার বেঞ্জামিন ইয়স্ট। সেই ঘটনা সম্ভবত উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে পেট্রলম্যান হত্যা হিসেবে। পৃষ্ঠা ৪৪৮

৩. **বাকশট কার্তুজ :** শটগান-জাতীয় বন্দুকে ব্যবহৃত এক বিশেষ ধরনের কার্তুজ। সাধারণত বড়ো শিকার মারতে এই

কার্তুজ ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া সামরিক, আধা সামরিক বা পুলিশ বাহিনীর বন্দুকেও এই কার্তুজ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পৃষ্ঠা ৪৪৯

৪. **ইউরোপের স্বৈরতন্ত্রের জ্বালায় :** দ্বাদশ শতকে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরি আয়ারল্যান্ডে শাসন কায়েম করার পর প্রোটেস্ট্যান্ট সরকারের বিরুদ্ধে আইরিশদের বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৮৪৫-এ আয়ারল্যান্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সরকার তা রোধ করতে পারেনি এবং ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত সময়ে প্রায় ষোলো লক্ষ আইরিশ মানুষ দেশ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান ভাগ্যান্বেষণে। পৃষ্ঠা ৪৫২

৫. **সম্পাদকের নিথর নিস্পন্দ দেহ :** এই ঘটনা শেন্যানডোয়া হের‍্যাল্ড-এর (Shenandoah Herald) পত্রিকার সম্পাদক টমাস ফস্টারের সঙ্গে মলি ম্যাগুইর দলের গণ্ডগোলের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য বাস্তব ঘটনায় কয়েকবার সংবাদপত্রের অফিসে বারকয়েক ভাঙচুর বা সম্পত্তি নষ্ট হলেও সম্পাদকের ওপর দৈহিক আক্রমণ কখনো ঘটেনি। পৃষ্ঠা ৪৫৫

১১. ভ্যালি অফ ফিয়ার

১. **উইনচেস্টার রাইফেল :** ১৮৫৭ সালে অলিভার ফিশার উইনচেস্টার নামক এক ব্যবসায়ী কানেকটিকাট-এর 'ভলক্যানিক রিপিটিং আর্মস কোম্পানি' কিনে নেন। ১৮৬৭-তে এই কোম্পানির পুনর্গঠন হয় 'উইনচেস্টার রিপিটিং আর্মস কোম্পানি' নামে। কোম্পানির প্ল্যান্ট ম্যানেজার এবং চিফ মেকানিক বি টি হেনরি-র নকশা মোতাবেক লিভার অ্যাকশন রিপিটার বন্দুকের পেটেন্ট নেওয়া হয় ১৮৬০ সালে। এই বন্দুকের 'মডেল ৭৩' ছিল পুলিশ, মিলিটারি, শিকারি এবং অপরাধী মহলে এক জনপ্রিয় অস্ত্র। বাহান্ন বছর যাবৎ এই মডেল-এর ৭,২০,৬১০টি বন্দুক নির্মিত হয়। পৃষ্ঠা ৪৫৬

২. **মিলার হিল :** কোনো গবেষক টামাকুয়া শহরের রেলস্টেশনের পেছনে, শহরের উচ্চতম অংশটির সঙ্গে মিলার হিল-এর সাদৃশ্য পেয়েছেন। পৃষ্ঠা ৪৫৬

৩. **কোনো ধর্মযাজক কথা বলবে না :** মলি ম্যাগুইর-এর সম্পর্ক রাখার কারণে অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে, তাদের একঘরে করে দেয় ক্যাথলিক চার্চ। পৃষ্ঠা ৪৫৯

১২. নীরন্ধ্রতম অন্ধকার মুহূর্ত

১. **রোবস্‌পায়া :** Maximilian Robespirre (১৭৫৮-১৭৯৪) ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের এক নেতা। কিন্তু বিপ্লব চলাকালীন দলের ভেতরের কোনো গণ্ডগোলে তাঁকে গিলোটিনে নিহত হতে হয়। পৃষ্ঠা ৪৬৭

২. **ড্যান্টন :** রোবসপিয়ার-এর সহকর্মী এবং আরেক নেতা হলে জর্জে-জাক ড্যান্টন (১৭৫৯-১৭৯৪) কোনো কারণে রোবসপিয়ারের বিপক্ষ শিবিরে চলে যাওয়ার পর এই স্পষ্টবাদী নেতার বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ ওঠে এবং গিলোটিনে প্রাণদণ্ড হয়। পৃষ্ঠা ৪৬৭

৩. **ডবল খুন :** ১৮৭৫-এর পয়লা সেপ্টেম্বর জিরার্দভিল-এর কাছে র‍্যাভেল রান-এ পায়ে হেঁটে কাজে যাওয়ার সময়ে গুলি করে খুন করা হয় হিটন অ্যান্ড কোম্পানি-র কর্তা টমাস স্যাঙ্গার এবং তাঁর সহকর্মী উইলিয়াম ইউরেন-কে। পৃষ্ঠা ৪৭০

১৩. বিপদ

১. **পিনকারটন :** অ্যালান পিংকারটন (১৮১৯-১৮৮৪) প্রতিষ্ঠিত দ্য পিংকারটন ন্যাশনাল ডিটেকটিভ এজেন্সি। ফক্স নদীর একটি নির্জন দ্বীপে নিতান্ত ঘটনাচক্রে পাওয়া কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে একদল জালিয়াতকে ধরিয়ে দিতে সক্ষম হন অ্যালান। তাঁকে শিকাগোর পুলিশ ফোর্সে শেরিফের পদে বহাল করা হয়। ১৮৫০-এ পুলিশের চাকরি ছেড়ে নিজস্ব ডিটেকটিভ এজেন্সি খোলেন পিনকারটন। ট্রেন ডাকাতি বিষয়ক বিভিন্ন তদন্তে বিশেষ সাফল্যের অধিকারী এই সংস্থা ১৮৬১ সালে বাল্টিমোরে আব্রাহাম লিংকনের ওপর আক্রমণ ও তাঁকে হত্যার চেষ্টার তদন্তেও সফল হয়। এ ছাড়া মলি ম্যাগুইর দলে সংস্থার গোয়েন্দারা ছদ্মবেশে ঢুকে পড়ে অনেক রহস্য উদঘাটন এবং প্রমাণ সংগ্রহ করে আনেন। এই এজেন্সির মোটো (motto) ছিল 'We Never Sleep' এবং চিহ্ন ছিল একটি চোখ। এই চোখ থেকেই 'প্রাইভেট আই' কথার উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। পৃষ্ঠা ৪৭৬

২. **ওই নামের কিছু লোকের কাহিনি :** 'অ্যালান পিনকারটনস ডিটেকটিভ স্টোরিজ' সিরিজে এই সংস্থার কাজ কারবারের গল্প নিয়ে মোট ষোলোটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাদের একটির নাম 'দ্য মলি ম্যাগুইরস অ্যান্ড দ্য ডিটেকটিভ্‌স'। পৃষ্ঠা ৪৭৬

১৪. ফাঁদে পড়ল বার্ডি এডোয়ার্ডস

১. **স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন :** কানেকটিকাট রাজ্যের নরউইচ শহরে ১৮৫২ সালে হোরেস স্মিথ এবং ড্যানিয়েল বি ওয়েসন লিভার-অ্যাকসন পিস্তল তৈরির এক ব্যাবসা শুরু করেন। কিন্তু অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে সেই কোম্পানি বিক্রি করে দিতে হয়ে উইনচেস্টার-কে। ১৮৫৬-তে স্মিথ এবং ওয়েসন নতুন কোম্পানি খুলে অন্য ডিজাইনের পিস্তল উৎপাদন শুরু করেন। তার নাম মডেল ওয়ান। এই বন্দুকের পেটেন্ট স্বত্ব ফুরোয় ১৮৭২-এ। তার দু-বছর আগেই তাঁরা 'মডেল থ্রি আমেরিকান' নামের আরও বড়ো কার্তুজের, আরও বেশি ক্ষমতার রিভলবার বাজারে আনেন। ম্যাকমুর্দোর কাছে সম্ভবত .৪৫ ক্যালিবারের এই পিস্তলই ছিল। পৃষ্ঠা ৪৮৫

২. **সম্পূর্ণ হল বার্ডি এডোয়ার্ডসের কীর্তি :** বার্ডি এডোয়ার্ডসের চরিত্রটি যে পিনকারটন সংস্থার গোয়েন্দা জেমস ম্যাকপারল্যান্ডের অনুকরণে নির্মিত হয়েছে, এ-বিষয়ে সকল গবেষক বা বিশেষজ্ঞই একমত। ম্যাকপারল্যান্ড 'জেমস ম্যাকেন্না' ছদ্মনামে মলি ম্যাগুইর-এর সদস্য হন অ্যালান পিনকারটনের নির্দেশে। পিনকারটন সংস্থাকে এই বিষয়ে নিযুক্ত করে রেলপথ মালিক ফ্রাঙ্কলিন গোয়েন। প্রায় দু-বছর সময়ে মলি ম্যাগুইরদের বিষয়ে নানা তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের পর ব্ল্যাকজ্যাক কিহো ম্যাকেন্নাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করে এবং তার পরিচয় জানতে পেরে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। সেই সময়ে ম্যাকপারল্যান্ড ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলেও পরে কিহো এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে কোর্টে সাক্ষী দেন। ম্যাকপারল্যান্ডের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে তাঁকে অনেক সময়ে অন্য মলিজ-দের সঙ্গে নানা কু-কাজে অংশ নিতে হয়েছে। মলি ম্যাগুইরদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার পর অবশ্য ম্যাকপারল্যান্ডকে লুকিয়ে থাকতে হয়নি। পরে, তিনি পশ্চিমাঞ্চলে পিনকারটন এজেন্সির প্রধান হন। ১৯০৬ সালে আইডাহো রাজ্যের গভর্নর ফ্র্যাঙ্ক স্টুনেনবার্গ হত্যার তদন্তে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯১৯-এ ডেনভার শহরে ম্যাকপারল্যান্ডের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। পৃষ্ঠা ৪৯০

উপসংহার

১. **সেন্ট হেলেনা :** আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে আন্দাজ বারোশো মাইল দূরে অতলান্তিক মহাসাগরে অবস্থিত এক নির্জন দ্বীপ সেন্ট হেলেনা। ১৮৩৪-এ এই দ্বীপে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর ১৮১৫ সালে এই দ্বীপে নেপোলিয়নকে নির্বাসন দেওয়া হয়। এখানে অবস্থিত লঙউডের এক খামারবাড়িতে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয় ১৮২১ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। পৃষ্ঠা ৪৯১

২. **আইভি ডগলাস :** মিসেস ডগলাসের প্রথম নাম এই প্রথম এবং শেষবার উল্লিখিত হয়েছে সারা উপন্যাসে। পৃষ্ঠা ৪৯১

৩. **ঠিক বলেছিলাম কিনা? :** 'মোটেই ঠিক বলেননি মি. শার্লক হোমস', বক্তব্য বহু সমালোচকের। তাঁদের মতে, হোমস যদি মি. ডগলাস এবং মি. বার্কারের পরিকল্পনা মতো ডগলাসের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করে তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে দিতেন, তাহলে হয়তো ডগলাসকে এত তাড়াতাড়ি মরতে হত না। সেক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ জানত যে টেড বলডুইন হত্যা করেছে এডোয়ার্ডস বা ডগলাস-কে। সমালোচকদের মতে শার্লক হোমস মুখ বন্ধ রাখলে ডগলাস বেঁচে যেতে পারতেন। পৃষ্ঠা ৪৯২

কন্যান ডয়্যাল
১৮৫৯-১৯৩০

প্রচারচিত্র
এ স্টাডি ইন স্কারলেট
দ্য সাইন অব ফোর
দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস
দ্য ভ্যালি অফ ফিয়ার

দ্য স্ট্র্যান্ড পত্রিকার প্রচ্ছদ

বাঙালির হোমস্‌-চর্চার সনাতন কৃষ্টিতে এক ধ্রুপদী সংযোজন হয়ে রইল এই মননদীপ্ত বইটি। চেনা মুখের অচেনা আদল, পথঘাটের সুলুকসন্ধান, ইতিহাসের সালতামামি, স্থানকালপাত্রের ঠিকুজি-কুলুজি আর স্মৃতি-বিস্মৃতির কিওরোস্কিউরোতে মায়াময় হয়ে ওঠা লন্ডন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সম্ভাব্য সব ধরনের কৌতূহল নিবারণের দরাজ আয়োজন এ-বইতে। এক কথায় বঙ্গীয় হোমস-অনুরাগীর যখের ধন। বইটিকে শুধুমাত্র নতুন সংস্করণ বললে ভুল হবে, এ এক বৌদ্ধিক সম্প্রসারণ যা অনায়াসে দেশ ও কালের গণ্ডী উত্তীর্ণ হবার দাবী রাখে।
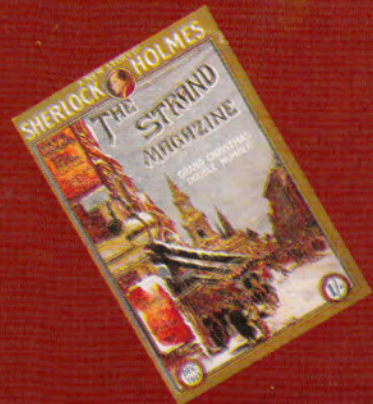
প্রচ্ছদ সৌম্যেন পাল
ফ্রাঙ্ক উইলিস অঙ্কিত শার্লক হোমসের প্রতিকৃতি ব্যবহৃত

ISBN 978-81-905502-4-6
9 788190 550246

লালমাটি